কার্ল মার্কস

ক্যাপিট্যাল

[মূলধন]

ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের বিচারমূলক বিশ্লেষণ

পঞ্চম খণ্ড

[ইং তৃতীয় খণ্ড : প্রথমার্দ্ধ]

সমগ্রভাবে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের প্রক্রিয়া

ফ্রেড্‌রিক এঙ্গেল্‌স্‌ সম্পাদিত
ইংরেজি সংস্করণের বাংলা অনুবাদ :
পীযূষ দাশগুপ্ত

॥ একমাত্র পরিবেশক ॥
বাণী প্রকাশ ॥ এ-১২৯ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-৭০০০০৭

বাংলা অনুবাদ : আখতার হোসেন, বাণী প্রকাশ
এ-১২৯ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-৭০০ ০০৭

কার্ল মার্কস : ক্যাপিটাল

বাংলা সংস্করণ : পঞ্চম খণ্ড

[ইংরেজী তৃতীয় খণ্ড : প্রথমার্দ্ধ]

: প্রকাশক :

আখতার হোসেন এম. এ.

বাণী প্রকাশ ॥ এ-১২৯ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট কলকাতা-৭০০ ০০৭

: মুদ্রক :

শ্রীপাচু ভট্টাচার্য্য, করুণাময়ী প্রেস, ৯/৭বি, প্যারীমোহন সুর লেন.

কলকাতা-৭০০ ০০৬ (ফর্মা নং ১-২৪)

শ্রীসুশান্ত ভট্টাচার্য : সোমা মুদ্রণ, ২/এ কেদার দত্ত লেন

কলিকাতা-৭০০ ০০৬ (ফর্মা নং ২৫-৩০)

প্রথম প্রকাশ : বাংলা সংস্করণ, ১৩৬৩

॥ প্রকাশকের কথা ॥

আমাদের পরিকল্পনা মত ইতিমধ্যেই ইংরেজী প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডটি যথাক্রমে বাংলা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়, চতুর্থ খণ্ড-আকারে প্রকাশিত হয়েছে। একই ভাবে ইংরেজী তৃতীয় খণ্ডটিও যথাক্রমে পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ড আকারে মুদ্রিত হওয়ার কথা, সেই-মত ইংরেজী তৃতীয় খণ্ডের প্রথমার্দ্ধ বাংলা পঞ্চম খণ্ড আকারে প্রকাশিত হল। ষষ্ঠ খণ্ডের মুদ্রণ কাজও শুরু হয়েছে। ১৮৯৪ জানুয়ারীর মধ্যেই ষষ্ঠ খণ্ডও প্রকাশিত হবে এবং সেই সঙ্গে শেষ হবে মার্কসের বৃহত্তম ও মহত্তম কর্মকীর্তি ও বিশ্বের সর্বাধিক সমালোচিত, গৃহীত এবং আলোড়ন সৃষ্টিকারী মহাগ্রন্থ ক্যাপিট্যাল এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশনার কাজ।

ঘোষণা মত পঞ্চম খণ্ডটি অনেক আগেই মুদ্রিত হওয়ার কথা। কিন্তু প্রেসের নানা অসুবিধার ফলে সময় মত মুদ্রণ কাজ শেষ করা সম্ভব হয়নি। অবশেষে অন্য একটি প্রেসের সহায়তারও প্রয়োজন হয়েছে। এই জটিলতার জন্য যথাসময়ে গ্রাহকগণকে বই দিতে না পারায় আমরা দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী। পরবর্তী খণ্ডটি যাতে সময়মত প্রকাশিত হতে পারে সর্বতোভাবে সে চেষ্টা করা হবে।

মূল ক্যাপিট্যাল তৃতীয় খণ্ডটি মার্কসের মৃত্যুর পর এঙ্গেলসের সম্পাদনায় ১৮৯৪ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই খণ্ড সম্পর্কে এঙ্গেলসের লিখিত ভূমিকার বাংলা অনুবাদও এই বাংলা খণ্ডে সংযোজিত হয়েছে। আমরা যথা সম্ভব বাংলা অনুবাদকে ইংরেজীর সঙ্গে মেলানোর কাজ করেছি তবুও কিছু বিচ্যুতি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। পরের খণ্ডে অবশ্যই তা সংশোধন করা হবে।

এ পর্যন্ত কোন খণ্ডেই বিষয় ভিত্তিক সূচী, লেখক সূচী ও নামের সূচী সংযোজন সম্ভব হয়নি। তবে পরবর্তী মুদ্রণে আমরা তা সংযোজন করব এবং সেই সঙ্গে জার্মান উক্তিগুলির বাংলা অনুবাদ দেওয়ার চেষ্টাও করা হবে।

এই সর্বময় সংকট কালে এ ধরনের গ্রন্থ প্রকাশ খুবই সমস্যাবহুল ও শংকার কারণ। কাগজ, ছাপা বাঁধাই সবকিছুরই আকাশ ছোঁয়া দাম। সর্বোপরি এই গ্রন্থের বিক্রয় সীমিত হওয়ায় মুদ্রণ ব্যয়ও অনেক বেশী ফলে বই-এর মূল্যও বেড়ে যায়। তবুও গ্রাহকগণ যে ভাবে আন্তরিকতা সহকারে সহযোগিতা করেছেন তাতে আমরা সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ।

পূর্বভাষ

অবশেষে মার্কসের প্রধান গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডটি প্রকাশ করার সৌভাগ্য আমার হল; তত্ত্বগত অংশের এটাই উপসংহার। ১৮৮৫ সালে যখন আমি দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রকাশ করেছিলাম, তখন আমি ভেবেছিলাম কয়েকটি, নিশ্চয়ই খুব গুরুত্বপূর্ণ, অংশ ছাড়া তৃতীয় খণ্ডটি সম্ভবতঃ কেবল কিছু 'টেকনিকাল' সমস্যাই উপস্থিত করবে। বাস্তবিক পক্ষে ঘটনাটা তাই ছিল। কিন্তু তখন আমার ধারণা ছিল না যে, এই অংশগুলি, যা সমগ্র গ্রন্থের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ, আমাকে এত বেশি ঝামেলায় ফেলবে, ঠিক যেমন অন্যান্য বাধাগুলিও আমি আগে থেকে বুঝতে পারিনি, যেগুলি গ্রন্থখানা সম্পূর্ণ করার পথে এতটা ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে।

তার পরে, এবং সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, আমার চোখের দুর্বলতার কথা, যা আমার লেখার সময়কে সংকুচিত করে দিয়েছিল ন্যূনতম মাত্রায় এবং যা এখনো পর্যন্ত আমাকে সুযোগ দেয় বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কেবল কৃত্রিম আলোর সাহায্যে লেখার কাজ করতে। তার উপরে আবার এমন সব জরুরি কাজ ছিল, যেগুলিকে উপেক্ষা করা যায় না, যেমন মার্কসের এবং আমার আগেকার বইগুলির নোতুন নোতুন সংস্করণ ও অনুবাদ, অতএব নোতুন করে বিচার-বিবেচনা, ভূমিকা-রচনা, সংযোজনা ইত্যাদি, যা নোতুন করে অনুশীলন ছাড়া অসম্ভব। সর্বোপরি ছিল এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ইংরেজী সংস্করণ, যার মূলপাঠের জন্য শেষ পর্যন্ত দায়িত্ব আমারই, কাজে কাজেই যা গ্রাস করে নিয়েছিল আমার অনেকটা সময়। বিগত দশ বছর ধরে আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যের বিপুল বৃদ্ধি, বিশেষ করে মার্কসের এবং আমার আগেকার রচনাসমূহের বিরাট সংখ্যা, যিনিই লক্ষ্য করেছেন, তিনিই আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, যে-সমস্ত ভাষার ক্ষেত্রে আমি অনুবাদকদের কিছু সাহায্য করতে পারতাম, এবং সেই কারণে তাঁদের অনুবাদ আবার দেখে দিতে আমি বিবেকের দিক থেকে অস্বীকার করতে পারতাম না, সেগুলির সংখ্যা খুবই সীমিত। কিন্তু সাহিত্যের এই প্রসার তো স্বয়ং আন্তর্জাতিক শ্রমিক-শ্রেণীর আন্দোলনের অনুরূপ প্রসারেরই নির্দেশক-মাত্র। এবং তার ফলে আমার উপরে এসে পড়ল নোতুন নোতুন দায়িত্ব। আমাদের প্রকাশ্য কাজ-কর্মের শুরুর দিনগুলি থেকেই মার্কস এবং আমি বহন করে এসেছি বিভিন্ন দেশের সমাজতন্ত্রী এবং শ্রমিকদের জাতীয় আন্দোলনগুলির মধ্যে মধ্যস্থতা করার প্রধান কর্মভার। সমগ্র ভাবে আন্দোলনের যত প্রসার ঘটেছে, এই কর্মভারও তত বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত, মার্কস এ ক্ষেত্রেও প্রধান দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর থেকে এই ক্রমবর্ধমান কাজের বোঝা আমাকেই একা বইতে হয়েছে। সেই থেকে বিভিন্ন দেশের জাতীয় শ্রমিক পার্টিগুলির পক্ষে পরস্পরের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করা একটা রীতিতে পরিণত হয়েছে, এবং আমার সৌভাগ্য,

এই রীতিটি ক্রমেই আরো প্রসার লাভ করছে। তবু আমার তত্ত্বগত কাজের দরুন আমি যতটা চাই, তার চেয়ে অনেক বেশি ঘন ঘন আসে আমার সাহায্যের জন্য অনুরোধ। কিন্তু যদি কোন মানুষ পঞ্চাশ বছরেরও বেশি কাল ধরে আন্দোলনে সক্রিয় থাকেন, যেমন আমি আছি, তা হলে তিনি এই কাজটিকে মনে করেন তাঁর এমন একটি আবশ্যিক কর্তব্য বলে, যা ফেলে রাখা যায় না। আমাদের এই ঘটনাবহুল সময়ে, ঠিক যেমন ষোড়শ শতকে, সামাজিক ব্যাপার সম্পর্কে বিশুদ্ধ তাত্ত্বিকদের দেখা যায় কেবল প্রতিক্রিয়ার শিবিরে, আর সেই কারণে তাঁদেরকে সম্যক অর্থে তাত্ত্বিকও বলা যায় না, বরং বলা উচিত প্রতিক্রিয়ার ধ্বজাধারী।

আমি থাকি লণ্ডনে—এই ঘটনাটির দরুন আমার পার্টি-সংযোগগুলি শীতকালে সীমাবদ্ধ থাকে চিঠি-পত্রে, আর গ্রীষ্মকালে সেগুলি হয় প্রধানতঃ ব্যক্তিগত। এই ঘটনা, এবং দেশে দেশে—যাদের সংখ্যা স্থির গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে—আন্দোলনের উপরে, এবং সেই সঙ্গে পত্র-পত্রিকা—যাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে আরো দ্রুত গতিতে—তাদের উপরে, নজর রাখার আবশ্যকতা আমাদের বাধ্য করেছে, যে কাজগুলিতে কোনো ছেদ দেওয়া চলে না, সেগুলিকে শীতকালের জন্য, বিশেষ করে বছরের প্রথম তিন মাসের জন্য, নির্দিষ্ট করে রাখতে। যখন কোন মানুষের বয়স সত্তর পার হয়ে যায়, তখন তাঁর মস্তিষ্কের মেনার্ট-অনুষঙ্গ-তন্তুগুলি (Meynert's association fibres) কাজ করে বিরক্তিকর বিচক্ষণতার সঙ্গে। কঠিন তত্ত্বগত সমস্যাবলীতে তিনি আর আগের মত সহজে এবং তাড়াতাড়ি জটগুলি ছাড়াতে পারেন না। সুতরাং ব্যাপারটা দাঁড়াত এই যে, এক শীতকালের কাজ যদি সেই শীতেই সম্পূর্ণ না হত, তা হলে পরের শীতে তাকে অনেকটাই আবার নোতুন করে শুরু করতে হত। সবচেয়ে কঠিন যে অংশ, সেই পঞ্চম বিভাগটির বেলায় ঘটনাটা তাই ঘটেছিল।

নীচে যা বলা হচ্ছে, তা থেকে পাঠক বুঝতে পারবেন যে, তৃতীয় খণ্ড সম্পাদনার কাজটি ছিল দ্বিতীয় খণ্ডের সম্পাদনা-কার্য থেকে মূলতঃ আলাদা। তৃতীয় খণ্ডটির ক্ষেত্রে একটি একেবারে অসম্পূর্ণ প্রাথমিক খসড়া ছাড়া এমন কিছু ছিল না, যার উপরে নির্ভর করা যায়। সাধারণতঃ প্রত্যেকটি বিভাগেরই সূচনা করা হয়েছিল বেশ সযত্নে, এমনকি রচনাশৈলীও করা হয়েছিল পরিমার্জিত। কিন্তু যতই এগোনো যায়, ততই দেখা যায় যে, পাণ্ডুলিপিটি আরও বিক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ থেকে গিয়েছে, বিবিধ গৌণ বিষয়ের ততই বেশি বেশি করে অনুপ্রবেশ ঘটেছে—এমন সব বিষয় যাদের সঠিক ভাবে কোথায় সন্নিবেশ করা হবে, তার সিদ্ধান্ত ভবিষ্যতের জন্য তুলে রাখা হয়েছে; ততই বাক্যগুলি আরো দীর্ঘ ও আরো জটিল হয়েছে এবং সেগুলিতে ভাবনাগুলিকে ধরে রাখা হয়েছে *Statu nascendi*-তে। কোথাও কোথাও হাতের লেখায় এবং বলার ভঙ্গিতে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে অতিরিক্ত কাজের দরুন স্বাস্থ্যভঙ্গের সূচনা ও তার ক্রম-অবনতি; স্বাস্থ্যের এই অবস্থা লেখকের কাজকে গোড়ার দিকে করে তুলেছিল ক্রমেই আরো কঠিন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে বাধ্য করেছিল তাঁর কাজকে সাময়িক ভাবে সম্পূর্ণ বন্ধ করে

দিতে। এবং এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। ১৮৬৩ এবং ১৮৬৭ সালের মধ্যে মার্কস কেবল "ক্যাপিট্যাল"-এর শেষ দু'খণ্ড সমাপ্ত এবং প্রথম খণ্ডটিকে মুদ্রাকরের জন্য প্রস্তুতই করেন নি, সেই সঙ্গে 'আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ' (International Workingmen's Association) এর প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিপুল কাজও সম্পন্ন করেন। এর ফলে, ১৮৬৪ ও '৬৫ সালেই স্বাস্থ্যভঙ্গের অশুভ লক্ষণগুলি প্রকট হয়ে উঠল, যার দরুন দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডদুটিকে ব্যক্তিগত ভাবে পরিমার্জনা করা থেকে তাঁকে বিরত থাকতে হয়।

আমি কাজ শুরু করলাম গোটা পাণ্ডুলিপির একটি পাঠযোগ্য অনুলিপি প্রস্তুত করা দিয়ে; পাণ্ডুলিপিটি পাঠোদ্ধার করা এমনকি আমার পক্ষেও অনেক ক্ষেত্রে কঠিন হয়ে পড়ে। এই অনুলিপি প্রস্তুত করার পরেই কেবল আমি তার সত্যকার সম্পাদনার কাজে হাত দিতে পারি। যেখানে যেখানে সম্পাদনা অত্যাবশ্যক, কেবল সেখানে সেখানেই আমি আমার কাজকে সীমাবদ্ধ রাখি। যেখানে প্রথম খসড়াটাই ছিল যথেষ্ট পরিষ্কার, সেখানে সেটার চরিত্র অক্ষুন্ন রাখতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করি। এমনকি যেখানে, যা ছিল মার্কসের রীতি, পুনরাবৃত্তিগুলি করা হয়েছে বিষয়টিকে অন্য একটি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখাতে কিংবা একই ভাবনা অন্ততঃ ভিন্ন কথায় প্রকাশ করতে, সেখানে আমি সেগুলিকেও বাদ দিই নি। যেখানেই আমার পরিবর্তন বা সংযোজনগুলি সম্পাদনার সীমা ছাড়িয়ে যায়, কিংবা যেখানে মার্কসের তথ্য-সামগ্রীকে আমাকে প্রয়োগ করতে হয়েছে আমার নিজের স্বাধীন সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য, তা মার্কসের বক্তব্যের প্রতি যথাসম্ভব বিশ্বস্ত হওয়া সত্ত্বেও, সেখানে গোটা অনুচ্ছেদটাই আমি রেখেছি বন্ধনীর মধ্যে এবং তার নীচে জুড়ে দিয়েছি আমার স্বাক্ষর। আমার কিছু পাদটীকা আমি বন্ধনীর মধ্যে রাখিনি; কিন্তু যেখানেই আমি স্বাক্ষর দিয়েছি, সেখানেই গোটা টীকাটার দায়িত্ব আমার।

প্রথম খসড়ায় যা সচরাচর ঘটে থাকে, পাণ্ডুলিপিতে এমন অসংখ্য উল্লেখ আছে যে, বক্তব্যগুলিকে পরে বিশদ করা হবে, কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি আর রাখা হয় নি। আমি সেগুলিকে ছেড়ে দিয়েছি, তার কারণ সেগুলি প্রকাশ করে ভবিষ্যতে ব্যাখ্যাদান সম্পর্কে লেখকের অভিপ্রায়।

এবারে আসা যাক বিস্তারিত বিবরণে।

প্রথম বিভাগ প্রসঙ্গে, প্রধান পাণ্ডুলিপিটি ব্যবহারযোগ্য ছিল কেবল গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতা সহ। উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার এবং মুনাফার হারের মধ্যেকার সম্পর্কের গোটা গাণিতিক হিসাবটি (যা নিয়ে আমাদের তৃতীয় অধ্যায়টি তৈরি) দেওয়া হয়েছে একেবারে শুরুতে, আর প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত বিষয়টিকে বিচার-বিবেচনা করা হয়েছে পরে—যখন যেমন প্রসঙ্গটি এসেছে। পুনর্লিখনের দুটি চেষ্টা, প্রতিটিই আট পাতা করে, এখানে কাজে লেগেছিল। কিন্তু এগুলিতেও বাঞ্ছিত ধারাবাহিকতা আগাগোড়া রক্ষিত হয়নি। এখন যেটা প্রথম অধ্যায়, তার বিষয়বস্তু সেগুলি থেকেই পাওয়া গিয়েছিল। দ্বিতীয় অধ্যায়টি নেওয়া হয়েছে প্রধান পাণ্ডুলিপিটি থেকে।

তৃতীয় অধ্যায়টির জন্য ছিল অসম্পূর্ণ গাণিতিক হিসাবের একটি গোটা প্রস্থ, আর সেই সঙ্গে ছিল সত্তরের দশক থেকে একটি গোটা, প্রায় সম্পূর্ণ, নোট-খাতা, যাতে মুনাফার হারের সঙ্গে উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারের সম্পর্কটিকে উপস্থিত করা হয়েছে সমীকরণের আকারে। আমার বন্ধু স্যামুয়েল মুর, প্রথম খণ্ডের বৃহত্তর অংশটির ইংরেজী অনুবাদও যিনি করেছেন, তিনি আমার হয়ে এই নোট খাতাটি সম্পাদনা করার ভার নেন; কেম্ব্রিজের একজন প্রবীণ গণিতজ্ঞ হিসাবে তিনি ছিলেন এ কাজের জন্য ঢের বেশি যোগ্যতাসম্পন্ন। তাঁর দ্বারা কৃত বিষয়-সংক্ষেপ থেকে, মাঝে-মধ্যে প্রধান পাণ্ডুলিপিটির সাহায্য নিয়ে, আমি তখন সংকলন করি তৃতীয় অধ্যায়টি। চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনামটি ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় নি। কিন্তু যেহেতু এর বিষয়বস্তুর—মুনাফার হারের উপরে প্রতিবর্তনের প্রভাব—গুরুত্ব অসামান্য, সেই হেতু আমি নিজেই এটি লিখছি আর এই কারণেই গোটা অধ্যায়টিকে রাখা হয়েছে বন্ধনীর মধ্যে। এই কাজের মধ্য দিয়ে এটা উপলব্ধ হল যে, তৃতীয় অধ্যায়ে প্রদত্ত মুনাফা-হারের সূত্রটিকে সাধারণ ভাবে সিদ্ধ বলে গ্রহণ করতে হলে, তার কিছু রদবদল ঘটাতে হবে। পঞ্চম অধ্যায় থেকে শুরু করে, এই বিভাগের বাকি অংশের জন্য প্রধান পাণ্ডুলিপিটিই হয়েছে একমাত্র উৎস, যদিও অনেক স্থানান্তরণ ও সংযোজন হয়ে পড়েছিল অপরিহার্য।

পরবর্তী তিনটি বিভাগের বেলায়, রচনাশৈলীগত সম্পাদনা ছাড়া আমি প্রায় আগাগোড়াই মূল পাণ্ডুলিপিটি অনুসরণ করতে সক্ষম হয়েছি। প্রধানতঃ, প্রতিবর্তনের প্রভাব সংক্রান্ত কয়েকটি অনুচ্ছেদকে চতুর্থ অধ্যায়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যুক্ত করতে হয়েছে, যা আমি করেছি এবং সেগুলিকে, অনুরূপ ভাবে, আমি বন্ধনীর মধ্যে রেখেছি এবং নীচে আমার স্বাক্ষর জুড়ে দিয়েছি।

সবচেয়ে বড় সমস্যা দেখা দিয়েছিল পঞ্চম বিভাগটি নিয়ে, যাতে আলোচনা করা, হয়েছে সমগ্র খণ্ডের সর্বাপেক্ষা জটিল বিষয়টি। এবং ঠিক এই সময়েই মার্কস আক্রান্ত হয়েছিলেন পূর্বোক্ত অসুখের এক গুরুতর আক্রমণের দ্বারা। স্বভাবতঃই এখানে ছিল না কোনো তৈরি খসড়া, এমনকি ছিলনা কোনো ছকও যার রূপরেখাগুলি ভরাট করলেই চলে, ছিল কেবল একটি ব্যাখ্যার প্রস্তাবনা—প্রায়ই কতকগুলি নোট, মন্তব্য ও অনুচ্ছেদের একটি অবিন্যস্ত স্তূপ। আমি প্রথমে চেষ্টা করি শূন্যস্থানগুলি পূর্ণ করে এবং যে বক্তব্যগুলি কেবল ইঙ্গিতে বলা হয়েছে সেগুলিকে বিশদ করে এই বিভাগটিকে সম্পূর্ণ করতে, যেমন আমি কিছুটা করেছিলাম প্রথমটির ক্ষেত্রে, যাতে করে লেখক যা বলতে চেয়েছিলেন তার সবটাই মোটামুটি ভাবে তাতে প্রকাশ পায়। আমি কম করে হলেও তিন-তিনবার এই চেষ্টা করি, কিন্তু প্রত্যেক প্রচেষ্টাতেই ব্যর্থ হই এবং এ কাজ করতে গিয়ে যে-সময়টা নষ্ট হয়, সেটা এই খণ্ডের প্রকাশনা বিলম্বিত হবার অন্যতম কারণ। অবশেষে আমি বুঝলাম যে, আমি ভুল পথে চলেছি। আমার উচিত ছিল এই বিষয়ে যে বিপুল সাহিত্য রয়েছে তার গোটাটাই পড়ে ফেলা, এবং পরিশেষে এমন কিছু উৎপাদন করা যা আর যাই হোক, মার্কসের লেখা বই হত না। কিন্তু এই গর্ডিয়ান-এর গিঁট (Gordian knot) খোলার আমার আর কোনো

বিকল্প ছিলনা—উপস্থিত সামগ্রীর একটি যথাসম্ভব সুশৃংখল বিন্যাস-সাধন এবং যেখানে একেবারেই অপরিহার্য সেখানে কিছু সংযোজন সাধনের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখা ছাড়া। এবং এই ভাবে আমি সফল হই এই বিভাগের জন্য আসল পরিশ্রম ১৮৯৩ সালের বসন্তকালের মধ্যে শেষ করে ফেলতে।

অন্যান্য অধ্যায়ের মধ্যে, একবিংশ অধ্যায় থেকে চতুর্বিংশ অধ্যায় পর্যন্ত, প্রধানতঃ সম্পূর্ণই ছিল। পঞ্চবিংশ অধ্যায় এবং ষষ্ঠবিংশ অধ্যায়ে আবশ্যক হয়েছিল প্রসঙ্গ-নির্দেশগুলি পরীক্ষা করে দেখা এবং অন্যত্র প্রাপ্ত সামগ্রী যথাস্থানে অন্তর্ভুক্ত করা। সপ্তবিংশ এবং উনত্রিংশ অধ্যায় দুটিকে মূল পাণ্ডুলিপি থেকে প্রায় সম্পূর্ণ ভাবেই তুলে নেওয়া সম্ভব হয়েছিল, কিন্তু অষ্টবিংশ অধ্যায়টিকে বিভিন্ন স্থানে পুনর্বিন্যস্ত করতে হয়েছিল। আসল সমস্যার সূত্রপাত হল ত্রিংশ অধ্যায় থেকে। এখন থেকে ব্যাপারটা কেবল প্রসঙ্গ-নির্দেশগুলিকে সুবিন্যস্ত করা নয়; ব্যাপারটা হল চিন্তার ধারাটিকে সঠিক খাতে চালনা করা, যেহেতু তা প্রতি পদে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল কথা মধ্যে প্রক্ষিপ্ত বাক্যাংশ, বিষয়ান্তর-বিচ্যুতি ইত্যাদির দ্বারা এবং আবার নোতুন করে শুরু করা হয়েছিল প্রায় অন্যমনস্ক ভাবে। এই ভাবে ত্রিংশ অধ্যায়টিকে প্রস্তুত করা হয় বিভিন্ন অংশকে স্থান-বদল ও কাটছাঁট করে; অবশ্য সেগুলিকে আবার কাজে লাগানো হয় অন্যান্য জায়গায়। একত্রিংশ অধ্যায়টিতে আবার দেখা যায় ঢের বেশি ধারাবাহিকতা। কিন্তু তার পরেই পাণ্ডুলিপিতে আসে একটি দীর্ঘ পরিচ্ছেদ, যার শিরোনাম “বিভ্রান্তি”, যার মধ্যে ১৮৪৮, এবং ১৮৫৭ সালের সংকট সম্পর্কে পার্লামেন্টের রিপোর্টগুলি থেকে উধৃতি ছাড়া আর কিছু ছিল না, যার মধ্যে সংকলিত ছিল তেইশ জন ব্যবসায়ী এবং অর্থনীতিবিদের বিবৃতি—প্রধানতঃ অর্থ ও মূলধন, সোনা চালান, অত্যধিক ফটকা কারবার ইত্যাদি সম্পর্কে এবং ইতস্ততঃ সমৃদ্ধ ছিল সংক্ষিপ্ত সরস টীকা-টিপ্পনীতে। বস্তুতঃ পক্ষে, মূলধনের সঙ্গে অর্থের সম্পর্ক সম্বন্ধে তৎকালে প্রচলিত সমস্ত মতামতই সেখানে অন্তর্ভুক্ত ছিল—হয় উত্তরগুলির মধ্যে, নয়তো প্রশ্নগুলির মধ্যে, এবং টাকার বাজারে অর্থ এবং মূলধনকে সনাক্ত করা নিয়ে যে “বিভ্রান্তি” প্রচলিত, তাকে সমালোচনা ও শ্লেষাত্মক মন্তব্য সহ উপস্থাপিত করাই ছিল মার্কসের অভিপ্রায়। অনেক চেষ্টার পরে আমি নিশ্চিন্ত হই যে, এই অধ্যায়টিকে একটি আকার দেওয়া যাবে না। এর বিষয়-সামগ্রীকে, বিশেষ করে যেগুলি উপস্থিত করা হয়েছে মার্কসের বিবিধ মন্তব্যের সঙ্গে, সেগুলিকে আমি যেখানে সুযোগ পেয়েছি, সেখানেই ব্যবহার করেছি।

তার পরে মোটামুটি গ্রহণীয় আকারে যা পাওয়া যায়, তা আমি রেখেছি দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ে। কিন্তু তার ঠিক পরেই আসে এই বিভাগের পক্ষে প্রাসঙ্গিক এমন প্রত্যেকটি চিন্তনীয় বিষয়ের উপরে পার্লামেন্টের রিপোর্ট, যেগুলিতে ছড়িয়ে আছে লেখকের বিবিধ মন্তব্য। শেষের দিকে এই সঠিক অংশগুলি ক্রমেই বেশি বেশি করে কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে অর্থরূপে ব্যবহার্য ধাতুসমূহের চলাচল এবং বিনিময়-হারের উপরে, এবং

শেষ হয়েছে নানাবিধ মন্তব্য সহ। অন্য দিকে, "প্রাক্-ধনতান্ত্রিক" অধ্যায়টি (ষষ্ঠ-ত্রিংশ) ছিল বেশ সুসম্পূর্ণ।

"বিভ্রান্তি" থেকে শুরু করে এই সমগ্র বিষয়-সামগ্রী থেকে যা আগেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তা বাদে। আমি প্রস্তুত করেছি ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় থেকে পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় পর্যন্ত। অবশ্য এটা করতে গিয়ে ধারাবাহিকতা রক্ষার স্বার্থে আমাকে বেশ কিছু সংযোজন করতে হয়েছে। যদি সেগুলি নেহাৎই আনুষ্ঠানিক না হয়, তা হলে স্পষ্ট করেই প্রকাশ করা হয়েছে যে সংযোজনগুলি আমার নিজস্ব। এই ভাবে আমি শেষ পর্যন্ত সক্ষম হয়েছি লেখকের সমস্ত প্রাসঙ্গিক বিবৃতিগুলিকে মূলপাঠের অঙ্গীভূত করতে। কিছুই বাদ দেওয়া হয়নি—অনুচ্ছেদগুলির একটি ক্ষুদ্র অংশ ছাড়া যেখানে কেবল আগে যা বলা হয়ে গিয়েছে তারই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে, কিংবা এমন সব 'পয়েন্ট' কেবল ছুঁয়ে যাওয়া হয়েছে যেগুলি পরে আর বিশদ করা হয়নি।

ভূমি-খাজনার অংশটি ছিল অনেক বেশি পূর্ণতর ভাবে আলোচিত, অবশ্য কোন-ক্রমেই সঠিক ভাবে সাজানো নয়, যদি কেবল এই ঘটনার জন্যই হয়ে থাকে যে, মার্কস গোটা অংশটির পরিকল্পনাকেই পুনরাবৃত্তি করা আবশ্যক বলে মনে করেছিলেন তেষট্টিতম অধ্যায়টিতে (পাণ্ডুলিপিতে খাজনার অংশের শেষ ভাগটি) এটা ছিল আরো বাঞ্ছনীয়, যেহেতু পাণ্ডুলিপিটি শুরু হয় সাতত্রিশতম অধ্যায় থেকে, যার পরে আসে পঞ্চান্নতম থেকে সাতান্নতম অধ্যায়, এবং তারও পরে আসে আটত্রিশতম থেকে চৌষট্টিতম অধ্যায়। পার্থক্যসূচক খাজনা ২-এর সারণীগুলিতে লেগেছিল সবচেয়ে বেশি পরিমাণ পরিশ্রম আর একই রকম পরিশ্রম লেগেছিল এটা আবিষ্কার করতে যে, এই শ্রেণীর খাজনার তৃতীয় ক্ষেত্রটি একেবারেই বিশ্লেষণ করা হয়নি তেষট্টিতম অধ্যায়ে, এটা যার অন্তর্গত।

সত্তরের দশকে মার্কস ভূমি-খাজনার এই অংশটির জন্য সম্পূর্ণভাবে নোতুন করে বিশেষ অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন। বছরের পর বছর ধরে তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন রুশ-ভাষায় পরিসংখ্যানগত মূল রিপোর্টগুলি যা ছিল অপরিহার্য—১৮৬১ সালের "সংস্কারের" পরে এবং জমির মালিকানা সংক্রান্ত অন্য প্রকাশনাগুলি এবং টুকে রেখেছিলেন দরকারি সব অংশ ঐ মূল দলিলগুলি থেকে—যেগুলি তাঁর বন্ধুরা এত প্রশংসনীয় ভাবে সুসম্পূর্ণ আকারে তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন তাঁর ব্যবহারের জন্য; তাঁর ইচ্ছা ছিল এই অংশটির একটি নোতুন সংস্করণের জন্য তিনি সেগুলি ব্যবহার করবেন। রাশিয়ায় ভূস্বামিত্বের এবং কৃষি-উৎপাদনকারীদের শোষণের রূপ ছিল বিবিধ রকমের আর এই কারণে প্রথম গ্রন্থে শিল্পগত মজুরি-শ্রমের ক্ষেত্রে ইংল্যাণ্ড যে-ভূমিকা নিয়েছিল, সেই একই ভূমিকা এই দেশটির নেবার কথা ছিল ভূমি-খাজনা-সংক্রান্ত আলোচনা সংক্রান্ত অংশে। দুর্ভাগ্যক্রমে এই পরিকল্পনাটি কার্যকরী করার সুযোগ থেকে তিনি বঞ্চিত হয়েছিলেন।

সর্বশেষে, সপ্তম ভাগটি পাওয়া গিয়েছিল সম্পূর্ণ আকারে, কিন্তু কেবল প্রথম খসড়া

হিসাবে, যাকে ছাপার যোগ্য করে তুলতে হলে তার সীমাহীন ভাবে জট পাকানো পর্বগুলিকে আগে আলাদা আলাদা করতে হবে। শেষ অধ্যায়টির কেবল আরম্ভটাই পাওয়া যায়। এই অধ্যায়টিতে আলোচনা করার কথা ছিল প্রত্যাগমের তিনটি প্রধান রূপ, ভূমি-খাজনা, মুনাফা এবং মজুরি অনুযায়ী বিকশিত ধনতান্ত্রিক সমাজের তিনটি প্রধান শ্রেণী, জমির মালিক, পুঁজির মালিক এবং মজুরি-শ্রমিক সম্পর্কে এবং সঙ্গে তাদের অস্তিত্বের অবশ্যম্ভাবী অনুষঙ্গ যে শ্রেণী-সংগ্রাম, সেই শ্রেণী-সংগ্রাম সম্পর্কে— ধনতান্ত্রিক পর্যায়ের বাস্তব পরিণাম হিসাবে। উপসংহারের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণগুলি মার্কস রেখে দিতেন চূড়ান্ত সম্পাদনার সময় অবধি, ছাপাতে দেবার ঠিক আগেকার মুহূর্ত অবধি, যখন সাম্প্রতিকতম ঐতিহাসিক ঘটনাবলী তাঁকে যোগাত তাঁর তত্ত্বগত সিদ্ধান্তগুলির পক্ষে সবচেয়ে সময়োচিত বিবিধ প্রমাণ।

দ্বিতীয় খণ্ডের মত এই খণ্ডেও তাঁর বিবৃতিগুলির সমর্থনে নজীর ও প্রমাণ প্রথম খণ্ডের তুলনায় সংখ্যায় অনেক কম। প্রথম গ্রন্থ থেকে যে উধৃতিগুলি দেওয়া হয়েছে, সেগুলি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সংস্করণে দ্রষ্টব্য। পাণ্ডুলিপিতে যেখানেই পূর্ববর্তী অর্থনীতিবিদদের তত্ত্বগত বিবৃতির উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানেই নিয়ম-মাফিক কেবল নামটাই দেওয়া হয়েছে, এবং উধৃতিগুলি তুলে রাখা হয়েছে চূড়ান্ত সম্পাদনার সময়ে সংযোজনের জন্য। আমাকে অবশ্য যেটা যেভাবে ছিল, সেটা সেই ভাবেই রেখে দিতে হয়েছে। পার্লামেন্টের রিপোর্ট আছে মাত্র চারটি কিন্তু সেগুলিকে ব্যবহার করা হয়েছে প্রচুর ভাবে। সেই রিপোর্ট চারটি এই :

(১) (নিম্নতন কক্ষের) কমিটিগুলির বিবিধ রিপোর্ট, অষ্টম খণ্ড। বাণিজ্যিক দুর্দশা, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম ভাগ। ১৮৪৭—৪৮। সাক্ষ্য-বিবরণী। বাণিজ্যিক দুর্দশা ১৮৪৭-৪৮ শিরোনামে উধৃত।

(২) বাণিজ্যিক দুর্দশা ১৮৪৭ প্রসঙ্গে লর্ড-সভার সিক্রেট কমিটি। ১৮৪৮ সালে মুদ্রিত রিপোর্ট।' ১৮৫৭ সালে মুদ্রিত সাক্ষ্য (কেননা ১৮৪৮ সালে বিবেচিত হয়েছিল অতিরিক্ত নরম বলে)। বাণিজ্যিক দুর্দশা ১৮৪৮/৫৭ হিসাবে উধৃত।

(৩) রিপোর্ট : ব্যাংক আইন, ১৮৫৭। ঐ, ১৮৫৮। নিম্নতম কক্ষের কমিটির রিপোর্ট—১৮৪৪ ও ১৮৪৫-এর ব্যাংক আইনগুলি প্রসঙ্গে। সাক্ষ্য সহ। ব্যাংক আইন ১৮৫৭ বা ১৮৫৮ হিসাবে উধৃত।

আমি চতুর্থ খণ্ডটি—উদ্বৃত্ত-মূল্যের তত্ত্বের ইতিহাস—শুরু করতে যাচ্ছি, যত তাড়াতাড়ি তা কোন রকমে সম্ভব হবে।

ক্যাপিট্যাল-এর দ্বিতীয় খণ্ডের পূর্বভাষে আমাকে সেই ভদ্রলোকদের সঙ্গে হিসাব মেটাতে হয়েছিল, যাঁরা সে সময়ে একটা সোরগোল তুলেছিলেন, কেননা তাঁরা তখন কল্পনা করে নিয়েছিলেন যে "রডবার্টাসের মধ্যে" তাঁরা বুঝি আবিষ্কার করে ফেলেছেন "মার্কসের গোপন উৎস এবং মহত্তর পূর্বসূরী"কে। আমি তাঁদের সুযোগ দিয়েছিলাম

তাঁরা যেন দেখিয়ে দেন "একজন রডবার্টাসের অর্থনীতি কী সম্পাদন করতে পারে"; আমি তাঁদের আহ্বান জানিয়েছিলোম তাঁরা যেন দেখিয়ে দেন "কোন পথে ঘটতে পারে এবং অবশ্যই ঘটবে মুনাফার একটি সমান গড় হার, কেবল মূল্যের নিয়মটিকে লংঘন না করেই নয়, উপরন্তু সেই নিয়মটিরই ভিত্তিতে।" এই একই ভদ্রলোকেরা, যাঁরা কোনো বিষয়ীগত বা বিষয়গত কারণে—কিন্তু কখনো কোনো বিজ্ঞানসিদ্ধ কারণে নয়—তখন বীর রডবার্টাসকে অতিরঞ্জিত করে দেখিয়ে ছিলেন উজ্জলতম অর্থনৈতিক জ্যোতিষ্ক হিসাবে তাঁদের মধ্যে বিনা ব্যতিক্রমে একজনও পারলেন না কোনো জবাব দিতে। যাই হোক, অন্য লোকেরা ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামানো প্রয়োজন বলে মনে করলেন।

তাঁর দ্বিতীয় খণ্ডের সমালোচনীতে (*Conrads, Jahrbucher*, XI, 1885 S 452-65) অধ্যাপক লেক্সিস, প্রশ্নটিকে উত্থাপন করলেন, যদিও সেটির কোনো সরাসরি সমাধান দেবার প্রয়োজন বোধ করলেন না। তিনি বললেন: "স্ববিরোধটির" (রিকার্ডো-মার্কসীয় মূল্যের নিয়ম এবং মুনাফার সমান গড় হারের মধ্যেকার) "সমাধান অসম্ভব যদি বিবিধ শ্রেণীর পণ্যসমূহের বিবেচনা করা হয় **আলাদা আলাদা ভাবে** এবং যদি তাদের মূল্য হতে হয় তাদের বিনিময়-মূল্যের সমান, এবং বিনিময়-মূল্যটি হতে হয় তাদের দামের সঙ্গে আনুপাতিক বা সমান।" তাঁর মতে সমাধান সম্ভব কেবল তবেই যদি "আলাদা আলাদা পণ্যের মূল্যকে তাদের শ্রম অনুযায়ী পরিমাপ করা থেকে আমরা বিরত হই এবং পণ্যসমূহের উৎপাদনকে কেবল বিবেচনা করি **একটি সমগ্র হিসাবে** এবং তাদের বণ্টনকে ধনিক এবং শ্রমিকদের সামূহিক শ্রেণী দুটির মধ্যে।... শ্রমিক শ্রেণী পায় মোট উৎপন্নের একটি অংশ মাত্র,... বাকি অংশটি, যেটি পড়ে ধনিক শ্রেণীর ভাগে, সেটি প্রতিরূপায়িত করে মার্কসীয় অর্থে উদ্বৃত্ত-উৎপন্ন, এবং স্বভাবতঃই, উদ্বৃত্ত-মূল্য। তার পরে ধনিক শ্রেণীর সদস্যরা মোট উদ্বৃত্ত-মূল্যটি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয় তাদের দ্বারা নিযুক্ত শ্রমিকদের সংখ্যানুযায়ী **নয়**, বরং প্রত্যেকের দ্বারা বিনিয়োজিত মূলধনের অনুপাতে; জমিকেও হিসাবে ধরা হয় মূলধন-মূল্য হিসাবে।" পণ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত শ্রমের একক-সংখ্যার দ্বারা পরিমাপ-কৃত মার্কসীয় তত্ত্বগত মূল্য দামের সঙ্গে মেলে না, বরং তাকে গণ্য করা যায় একটি অপসৃতির সূচনা-বিন্দু হিসাবে যা পরিণতি লাভ করে বাস্তব দামটিতে। শেষোক্তটি নির্ভর করে এই ঘটনাটির উপরে যে, সম-পরিমাণ মূলধন দাবি করে সম-পরিমাণ মুনাফা। এই কারণে কিছু ধনিক তাদের পণ্যের জন্য পাবে তত্ত্বগত মূল্যের চেয়ে বেশি দাম, এবং অন্যরা পাবে কম দাম। "কিন্তু যেহেতু ধনিক শ্রেণীর অভ্যন্তরে লাভ এবং ক্ষতি পরস্পরের ভারসাম্য রক্ষা করে, সেই হেতু উদ্বৃত্ত-মূল্যের মোট পরিমাণটি হবে একই যেমন তা হত, যদি সব দামগুলি তাদের তত্ত্বগত মূল্য-সমূহের সঙ্গে আনুপাতিক হত।"

এটা স্পষ্ট যে সমস্যাটির এখানে সমাধান হয়নি, কিন্তু সেটি মোটের উপর সঠিক ভাবেই সূত্রায়িত হয়েছে, যদিও কিছুটা শিথিল ও ভাসা ভাসা ভাবে। এবং বস্তুতঃ

পক্ষে, এমন একজন মানুষ যিনি উল্লিখিত লেথকের মত "হাতুড়ে অর্থনীতিবিদ" হিসাবে কিছুটা গর্ব বোধ করেন, তাঁর কাছ আমরা আর কি বেশি আশা করতে পারতাম? অপরাপর হাতুড়ে অর্থনীতিবিদদের কর্মকৃতির সঙ্গে তুলনায় এটা বাস্তবিকই বিস্ময়কর; এই কর্মকৃতির কথা আমরা পরে আলোচনা করব। লেক্সিস-এর হাতুড়ে অর্থনীতি অবশ্য নিজেই একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী বিশেষ। তিনি বলেন, মূলধনী লাভ, তা যা-ই হোক, পাওয়া **গেলেও যেতে পারে** মার্কসের নির্দেশিত পথে, কিন্তু এমন কিছু নেই যা কাউকে **বাধ্য করে** এই মতটি গ্রহণ করতে। তাঁর মতে, উল্টো, বরং হাতুড়ে অর্থনীতিরই আছে একটি অধিকতর যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা, যথা: "ধনিক বিক্রেতারা, যেমন কাঁচা মালের উৎপাদন, ম্যানুফ্যাকচারকারী পাইকারি ব্যবসায়ী, এবং খুচরো কারবারী—সকলেই তাদের ক্রয়-দামের চেয়ে বেশি দামে বিক্রয় করে তাদের লেনদেন থেকে কিছু লাভ করে, এবং এইভাবে সংশ্লিষ্ট পণ্যটির জন্য তারা যে দাম দেয়, তার সঙ্গে তারা নিজেরাই একটা শতাংশ যোগ করে। একা শ্রমিকই কেবল পারে না তার পণ্য বিক্রয় করে অনুরূপ একটি অতিরিক্ত মূল্য হস্তগত করতে; ধনিকের মুখোমুখি তার অসুবিধাজনক অবস্থানের দরুন সে বাধ্য হয় তার শ্রমকে সেই দামেই বিক্রয় করতে, যা তার থরচ হয়, অর্থাৎ তার জীবন-ধারণের আবশ্যিক উপায়-উপকরণের জন্য যা তার থরচ হয়।····· এইভাবে দামের সঙ্গে এই সংযোজনগুলির প্রকোপ ক্রয়কারী শ্রমিকের উপরে পুরোপুরি গিয়ে পড়ে, এবং মোট উৎপন্নের মূল্যের একটি অংশ ধনিক শ্রেণীর হাতে স্থানান্তরিত করে।"

এটা বুঝবার জন্য কাউকে তার চিন্তাশক্তির উপরে বেশি চাপ দিতে হবে না যে, "হাতুড়ে অর্থনীতি" মূলধনের মুনাফা সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা দিয়েছে, তা কার্যতঃ দাঁড়ায় উদ্বৃত্ত-মূল্য সংক্রান্ত মার্কসীয় তত্ত্বের সঙ্গে একই জিনিসে; যেমন মার্কসের মতে তেমন লেক্সিস-এরও মতে শ্রমিকেরা থাকে একই "অসুবিধাজনক অবস্থানে; যেহেতু প্রত্যেক অ-শ্রমিকই পারে তার পণ্য দামের বেশিতে বিক্রয় করতে অথচ শ্রমিক তা পারে না, সেহেতু তারা হয় একই প্রতারণার শিকার; এবং জেভন্স এবং মেঙ্গার-এর ব্যবহার-মূল্য ও প্রান্তিক উপযোগিতার তত্ত্বের ভিত্তিতে ইংল্যাণ্ডে যেমন অনায়াসে রচিত হয়েছে হাতুড়ে সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব, অন্ততঃ তারই মত সমান যুক্তিগ্রাহ্য একটি হাতুড়ে সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব অনায়াসেই রচিত হতে পারে এর ভিত্তিতে। আমার সন্দেহ হয় যদি মিঃ জর্জ বার্নার্ড শ' মুনাফার এই তত্ত্বটির সঙ্গে পরিচিত হতেন, তা হলে সম্ভবতঃ তিনি জেভন্স এবং কার্ল মেঙ্গার উভয়কেই প্রত্যাখ্যান করে দু'হাতে এটাকে তুলে নিতেন এবং এই শিলা-ভিত্তির উপরে নোতুন করে ভবিষ্যতের ফেবিয়ান গীর্জাটি গড়ে তুলতে লেগে যেতেন।

আসলে কিন্তু এই তত্ত্বটি মার্কসীয় তত্ত্বেরই একটি ভাষান্তর। দামের এইসব সংযোজন কি থেকে নির্বাহিত হয়? নির্বাহিত হয় শ্রমিকদের "মোট উৎপন্ন" থেকে। এবং এটা সম্ভব হয় এই কারণে যে "শ্রম" নামে পণ্যটিকে, অথবা মার্কসের ভাষায়,

শ্রম-শক্তিকে, বিক্রি করতে হবে তার দামের কমে। কারণ যদি সমস্ত পণ্যেরই অভিন্ন গুণ হয় এই যে, সেগুলি বিক্রি হয় তাদের উৎপাদন-ব্যয়ের বেশিতে, একমাত্র শ্রম ছাড়া, যেহেতু তা সব সময়েই বিক্রি হয় তার উৎপাদন-ব্যয়ের সমানে, তা হলে, যে দামটি এই হাতুড়ে অর্থনীতির জগতে রাজত্ব করে, স্বভাবতই শ্রম বিক্রি হয় তার চেয়ে কমে। অতএব তার ফলে ধনিকের বা ধনিক শ্রেণীর হাতে যে বাড়তি মুনাফা উপচিত হয়, বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে তার উদ্ভব ঘটে, এবং ঘটতে পারে, কেবল এই ঘটনা থেকে যে, শ্রমিক তার শ্রম-শক্তির দামের তুল্য-মূল্য পুনরুৎপাদন করার পরে, অবশ্যই উৎপাদন করবে এমন একটি অতিরিক্ত উৎপন্ন যার জন্য তাকে কোনো মজুরি দেওয়া হয় না—অর্থাৎ একটি উদ্বৃত্ত-উৎপন্ন, মজুরি-বঞ্চিত শ্রমের উৎপন্ন, অথবা উদ্বৃত্ত-মূল্য। লেক্সিস তাঁর শব্দ-নির্বাচনে দারুণ সতর্ক। তিনি কোথাও সরাসরি একথা বলেন না যে উল্লিখিত তত্ত্বটি তাঁর নিজস্ব। কিন্তু যদি তাই হয়, তা হলে এটা দিনের আলোর মত পরিষ্কার যে, আমরা সেই সব মামুলি হাতুড়ে অর্থনীতিবিদের মধ্যে একজনকে নিয়ে আলোচনা করছি না, যাঁদের সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেন যে, তাঁদের প্রত্যেকেই মার্কসের চোখে "বড় জোর কেবল এক-একটি নিরেট গবেট," বরং আলোচনা করছি একজন মার্কসবাদীর সঙ্গে, যিনি পরে আছেন হাতুড়ে অর্থনীতিবিদের ছদ্মবেশ। এই ছদ্মবেশ-পরিধানটি কি সচেতনভাবে ঘটেছে বা অচেতন ভাবে ঘটেছে, সেটা একটা মনস্তাত্ত্বিক প্রশ্ন, যা নিয়ে এখন আমাদের মাথা-ব্যথা নেই। যিনি এ সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে চান, তিনি এটাও তদন্ত করে দেখবেন কি করে লেক্সিস-এর মত সত্য সত্যই একজন সুচতুর লোক এক সময়ে দ্বিধাতুবাদের মত এমন আজগুবি জিনিসের স্বপক্ষে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

প্রশ্নটির উত্তর দিতে সর্বপ্রথম যিনি সত্য সত্যই চেষ্টা করেছিলেন, তিনি হলেন ডঃ কনরাড শ্মিড্‌ৎ; তাঁর পুস্তিকাটির নাম *Die Durechschnittsprofit-rate auf Grudlage dex Marx'schen Werthgesetzes*, Stuttgart, Dietz, 1889। শ্মিডৎ চেষ্টা করেছিলেন বাজার-দামগুলির গঠনের খুটিনাটিকে মূল্যের নিয়ম এবং মুনাফার গড় হার এই উভয়েরই সঙ্গে খাপ খাওয়াতে। শিল্প-ধনিক তার উৎপন্ন সামগ্রীতে পায়, প্রথমতঃ, সে যে মূলধন অগ্রিম দিয়েছে তার তুল্য-মূল্য, এবং, দ্বিতীয়তঃ, একটি উদ্বৃত্ত-উৎপন্ন যার জন্য সে কিছুই মজুরি দেয়নি। কিন্তু একটি উদ্বৃত্ত-উৎপন্ন পাবার জন্য তাকে অবশ্যই উৎপাদনে মূলধন অগ্রিম দিতে হবে। অর্থাৎ তাকে অবশ্যই প্রয়োগ করতে হবে কিছু পরিমাণ বস্তু-রূপায়িত শ্রম যাতে করে সে এই উদ্বৃত্ত-উৎপন্ন আত্মসাৎ করতে পারে। সুতরাং ধনিকের কাছে, সে যে মূলধন অগ্রিম দেয়, সেটা প্রতিফলিত করে সেই পরিমাণ বস্তু-রূপায়িত শ্রম যা এই উদ্বৃত্ত উৎপন্ন পাবার জন্য তার পক্ষে সামাজিক ভাবে আবশ্যক। এটা প্রত্যেক শিল্প-ধনিকের প্রতিই প্রযোজ্য। এখন যেহেতু পণ্যসমূহ পরস্পরের সঙ্গে বিনিমিত হয়, মূল্যের নিয়ম অনুসারে তাদের উৎপাদনের জন্য সামাজিক ভাবে আবশ্যক শ্রমের

অনুপাত অনুযায়ী, এবং যেহেতু, ধনিকের ক্ষেত্রে, উক্ত উদ্বৃত্ত-উৎপন্নটি উৎপাদন করতে যে শ্রম আবশ্যক হয়, সেটা হচ্ছে তার মূলধনে সঞ্চয়ীকৃত অতীত শ্রম, সেই হেতু এটা অনুসরণ করে যে উদ্বৃত্ত-উৎপন্ন সমূহ তাদের মধ্যে **প্রকৃতই** বিধৃত শ্রমের অনুপাতে বিনিমিত হয় না, বিনিমিত হয় তাদের উৎপাদনের জন্য আবশ্যক মূলধনের পরিমাণগুলির অনুপাতে। অতএব, মূলধনের প্রত্যেকটি এককের ভাগে পড়ে সমস্ত উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্য সমূহ ÷ উৎপাদনে ব্যয়িত মূলধন সমূহের মোট পরিমাণ। কাজে কাজেই, মূলধনের সমান সমান পরিমাণ থেকে পাওয়া যায় সমান সমান সময়-কালে সমান সমান মুনাফা, এবং এটা সম্পাদিত হয় এইভাবে হিসাব-করা উদ্বৃত্ত-উৎপন্নের ব্যয়-দামকে, অর্থাৎ গড় মুনাফাকে, মজুরি-প্রদত্ত উৎপন্ন-সামগ্রীর ব্যয় দামের সঙ্গে যোগ করে এবং মজুরি-প্রদত্ত ও মজুরি-বঞ্চিত উভয় উৎপন্ন-সামগ্রীকেই এই বর্ধিত দামে বিক্রয় করে। গড় পণ্য-দাম মূল্যের নিয়মের দ্বারা নির্ধারিত হওয়া সত্বেও, যে কথা শ্মিড্‌ৎ বলেন, মুনাফার গড় হার আকার ধারণ করে।

উপস্থাপনাটি একেবারে অকপট। এটা পুরোপুরি হেগেলের ছাঁচে ঢালা, কিন্তু হেগেলের অধিকাংশ উপস্থাপনার মত এটিও ভুল। উদ্বৃত্ত-উৎপন্ন বা মজুরি-প্রদত্ত উৎপন্ন—এতে কোনো পার্থক্য হয় না। যদি মূল্যের নিয়ম গড় দামসমূহের ক্ষেত্রে **প্রত্যক্ষ ভাবে** সিদ্ধ হতে হয়, তা হলে তাদের দুটিকেই বিক্রীত হতে হবে তাদের উৎপাদনে প্রয়োজিত ও ব্যয়িত সামাজিক ভাবে আবশ্যক শ্রমের আনুপাতিক দামে। মূল্যের নিয়মটি শুরু থেকেই ধনতান্ত্রিক চিন্তাধারা থেকে উদ্ভূত এই ধারণাটির বিরুদ্ধে উদ্দিষ্ট যে অতীতের সঞ্চয়ীকৃত শ্রম, যা গঠন করে মূলধন, তা নিছক একটি তৈরি মূল্যের পরিমাণ মাত্র নয়; বরং এটি যেহেতু উৎপাদন এবং মুনাফা-গঠনের একটি উপাদান, সেই হেতু মূল্যও উৎপাদন করে এবং অতএব, নিজে যে-মূল্য ধারণ করে, তার চেয়ে অধিকতর মূল্যের একটি উৎস; এটা প্রমাণ করে যে জীবন্ত শ্রম একাই কেবল এই ক্ষমতার অধিকারী। এটা সুপরিজ্ঞাত যে, ধনিকেরা তাদের মূলধন সমূহের অনুপাতে সমান মুনাফা প্রত্যাশা করে এবং তাদের অগ্রিম-দত্ত মূলধনকে গণ্য করে তাদের মুনাফার ব্যয়-দাম হিসাবে। কিন্তু যদি শ্মিড্‌ৎ এই ধারণাটিকে কাজে লাগান মূল্যের নিয়মের সঙ্গে গড় মুনাফার হারের উপরে প্রতিষ্ঠিত দামের সঙ্গতি-বিধান করার জন্য, তা হলে তিনি তার সহ-নির্ধারক উপাদানগুলির মধ্যে অন্যতম উপাদান হিসাবে একটি ধারণা—যে ধারণাটি মূল্যের নিয়ম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, এমন একটি ধারণা—তার উপরে চাপিয়ে দিয়ে স্বয়ং মূল্যের নিয়মটিকেই অস্বীকার করেন।

হয়, সঞ্চয়ীকৃত শ্রম মূল্য সৃষ্টি করে, যেমন করে জীবন্ত শ্রম। সে ক্ষেত্রে মূল্যের নিয়মটি খাটে না।

নয়তো, সঞ্চয়ীকৃত শ্রম মূল্য সৃষ্টি করে না। সে ক্ষেত্রে শ্মিড্‌ৎ-এর বক্তব্য মূল্যের নিয়মের সঙ্গে খাপ খায় না।

যখন তিনি সমাধানের খুব কাছাকাছি এসেছিলেন তখনি শ্মিড্‌ৎ বিপথে চলে

যান কারণ তিনি ভাবলেন মূল্যের নিয়মের সঙ্গে প্রত্যেকটি আলাদা পণ্যের গড় দামের সঙ্গতি প্রমাণের জন্য একটি গাণিতিক সূত্রের বেশি তাঁর আর কিছুর দরকার নেই। কিন্তু লক্ষ্যের এত কাছে গিয়েও যদিও এক্ষেত্রে তিনি বিপথে চলে যান, তা হলেও তাঁর পুস্তিকাটির বাকি অংশ তাঁর সেই উপলব্ধির সাক্ষ্য দেয়, যার ভিত্তিতে তিনি **ক্যাপিট্যাল**-এর প্রথম দুটি খণ্ড থেকে আরো সব সিদ্ধান্ত টেনেছিলেন। এতাবৎ যা ছিল ব্যাখার অতীত, সেই মুনাফা হারের নিম্নমুখী প্রবণতা—যার সঠিক ব্যাখ্যা মার্কস দিয়েছেন তাঁর তৃতীয় খণ্ডের বিভাগে—স্বাধীনভাবে সেই সঠিক ব্যাখ্যায় উপনীত হবার, এবং অনুরূপভাবে, শিল্পগত উদ্বৃত্ত-মূল্য থেকে বাণিজ্যিক মুনাফার উদ্ভব ব্যাখ্যা করার, এবং সুদ ও খাজনা সম্পর্কে এমন বহু সংখ্যক মন্তব্য করার সম্মান তাঁরই প্রাপ্য, যে মন্তব্যসমূহে তিনি আভাসিত করে ছিলেন সেইসব ধারণাকে, যেগুলি মার্কস বিশদভাবে উপস্থিত করেছেন তৃতীয় খণ্ডের চতুর্থ ও পঞ্চম বিভাগে।

একটি পরবর্তী প্রবন্ধে (*Neue Zeit*,- 1892-93, Nos. 3 & 4), শ্মিড্‌ৎ এই সমস্যাটির সমাধানে তাঁর চেষ্টার একটি ভিন্ন পথ অবলম্বন করেন। তিনি দাবি করেন, উৎপাদনের যে-সব শাখায় গড় মুনাফার কম আয় হয়, সে সব শাখা থেকে, যে সব শাখায় গড় মুনাফার বেশি আয় হয়, সেই সব শাখায় মুনাফার স্থানান্তর ঘটিয়ে, প্রতিযোগিতাই উৎপাদন করে মুনাফার গড় হার। এটা একটা নোতুন আবিষ্কার নয় যে প্রতিযোগিতা কাজ করে মুনাফার মহৎ সমতা সাধক হিসাব। কিন্তু শ্মিড্‌ৎ এখন প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন যে, মূল্যের নিয়ম অনুযায়ী সমাজ পণ্যসম্ভারের জন্য যে পরিমাণ মূল্য দিতে পারে তার তুলনায় তাদের সরবরাহ যে-পরিমাণে বাড়তি, তার বিক্রয়-দামে যে হ্রাসপ্রাপ্তি ঘটে মুনাফার এই সমীভবন তার সঙ্গে অভিন্ন। কেন যে এই পথটিও লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যেতে পারে না, এই গ্রন্থে মার্কস যে-সব বিশ্লেষণ দিয়েছেন, সেগুলিই তার যথেষ্ট প্রমাণ।

শ্মিড্‌ৎ-এর পরে এই সমস্যাটি নিয়ে আলোচনা করেন **পি. ফায়ারম্যান** (*Conrads Jahrbucher* dritte Folge, III, S. 793)। মার্কসীয় বিশ্লেষণের অন্যান্য দিক সম্পর্কে তাঁর বিভিন্ন মন্তব্যে আমি যাব না। সেগুলি এই মিথ্যা ধারণার উপরে প্রতিষ্ঠিত যে, মার্কস যেখানে কেবল অনুসন্ধান করেন, সেখানে তিনি চান সংজ্ঞা দান করতে, এবং মার্কসের গ্রন্থগুলিতে সাধারণ ভাবে কেউ প্রত্যাশা করতে পারেন অনড়, মাপ-মত-কাটা, চির কালের জন্য প্রযোজ্য বিবিধ সংজ্ঞা। এটা সুস্পষ্ট যে, যেখানে বিবিধ জিনিস এবং তাদের মধ্যেকার সম্পর্কসমূহকে অনড় বলে ভাবা হয় না, ভাবা হয় পরিবর্তনশীল বলে, সেখানে তাদের মানসিক প্রতিভাস ও ধারণাসমূহও অনুরূপ ভাবে পরিবর্তন ও রূপান্তরের অধীন; এবং তারা থাকে না অনড় সংজ্ঞার ক্ষুদ্রাধারে, বরং বিকশিত হয় তাদের ইতিহাস-সম্মত, যুক্তিসঙ্গত গঠন-প্রক্রিয়ায়। এ থেকে অবশ্যই পরিষ্কার হয়ে যায় কেন মার্কস তাঁর প্রথম গ্রন্থের সূচনায় শুরু করেছেন ঐতিহাসিক প্রতিজ্ঞা হিসাবে সরল পণ্য-উৎপাদন থেকে, যাতে করে তিনি এই ভিত্তি

থেকে শেষ পর্যন্ত পৌঁছুতে পারেন মূলধনে—কেন তিনি যুক্তি ও ইতিহাস অনুসারী একটি গৌণ রূপ থেকে, ইতিপূর্বেই ধনতান্ত্রিক ভাবে উপযোজিত হয়ে গিয়েছে এমন একটি পণ্য থেকে, শুরু না করে, শুরু করেছেন সরল পণ্য থেকে। এটা নিশ্চিত যে ফায়ারম্যান এটা বুঝতে স্পষ্টতই ব্যর্থ হয়েছেন। যখন আমরা সরাসরি ব্যাপারটির মর্মবস্তুতে যাচ্ছি, তখন এগুলি এবং অন্যান্য গৌণ প্রশ্নগুলি পথের পাশে ফেলে যাওয়াই ভাল—যে প্রশ্নগুলি আরো সব বিভিন্ন প্রশ্নের উদ্ভব ঘটাতে পারে। যখন তত্ত্ব ফায়ারম্যানকে শেখায় যে উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি নির্দিষ্ট হারে, সেটি হয় বিনিয়োজিত মূলধনের আনুপাতিক, তখন অভিজ্ঞতা থেকে তিনি শেখেন যে মুনাফার একটি নির্দিষ্ট গড় হারে, মুনাফা হয় মোট বিনিয়োজিত মূলধনের আনুপাতিক। এটা তিনি ব্যাখ্যা করেন এই বলে যে, মুনাফা হচ্ছে নিছক একটি প্রথাগত ব্যাপার (যা তাঁর ভাষায় বোঝায় যে, এটা একটি নির্দিষ্ট সমাজ-ব্যবস্থার অন্তর্গত, যে-ব্যবস্থাটির সঙ্গে এটা ওঠে কিংবা পড়ে)। এর অস্তিত্ব কেবল মূলধনের সঙ্গেই বাঁধা। মূলধন যদি এমন শক্তিশালী হয় যে, সে নিজের জন্য একটি মুনাফা অর্জন করতে পারে, তা হলে সে প্রতিযোগিতার ফলে নিজের জন্য এমন একটি মুনাফার হারও অর্জন করতে বাধ্য হয়, যা মূলধনের সমস্ত সমষ্টির ক্ষেত্রেই সমান। মুনাফার একটি সমান হার ছাড়া ধনতান্ত্রিক উৎপাদন বস্তুতই অসম্ভব। উৎপাদনের এই ব্যবস্থায়, ব্যক্তিগত ধনিকের ক্ষেত্রে মুনাফার পরিমাণ, মুনাফার একটি নির্দিষ্ট হারে, নির্ভর করে কেবল তার মূলধনের আয়তনের উপরে। অন্য দিকে, মুনাফা গঠিত হয় উদ্বৃত্ত-মূল্য দিয়ে, মজুরি-বঞ্চিত শ্রম দিয়ে। কিন্তু কেমন করে উদ্বৃত্ত-মূল্য, যার আয়তন নির্ভর করে শ্রমের শোষণের উপরে, রূপান্তরিত হয় মুনাফায়, যার আয়তন নির্ভর করে বিনিয়োজিত মূলধনের পরিমাণের উপরে? "উৎপাদনের যে-সব শাখায় স্থির এবং অস্থির মূলধনের...মধ্যে অনুপাত সর্বাধিক, সেগুলিতে পণ্যসমূহকে কেবল তাদের মূল্যের বেশিতে বিক্রয় করে; কিন্তু এ থেকে এটাও সূচিত হয় যে, উৎপাদনের যে-সব শাখায় স্থির এবং অস্থির মূলধনের মধ্যে অনুপাত অর্থাৎ স:অ হচ্ছে সর্ব-নিম্ন, সেগুলিতে পণ্যসমূহ তাদের মূল্যের কমেও বিক্রয় হয়, এবং যে-সব শাখায় স:অ-এর অনুপাত হচ্ছে কোন একটি মধ্যক সংখ্যা, কেবল সেগুলিতেই পণ্যসমূহ বিক্রয় হয় তাদের যথার্থ মূল্যে।...আলাদা আলাদা দাম এবং তাদের নিজ নিজ মূল্যের মধ্যে এই যে বৈষম্য, তা কি মূল্য-নীতিকে খণ্ডন করে? কোন ক্রমেই না। কারণ যেহেতু কিছু পণ্যের দাম তাদের মূল্যের উপরে ওঠে এবং সেই সঙ্গে কিছু পণ্যের দাম আবার তাদের মূল্যের নীচে নামে, সেই হেতু দামের মোট সমষ্টি মূল্যের মোট সমষ্টির সঙ্গে সমান হয়ে যায়।...শেষ পর্যন্ত এই বৈষম্যটি উধাও হয়ে যায়।" এই বৈষম্যটি হল একটি "ব্যাঘাত"; "যাই হোক, আগে থেকে অনুমান করা যায় এমন কোনো ব্যাঘাতকে যথার্থ বিজ্ঞান নিয়মের খণ্ডন বলে গণ্য করে না।"

নবম অধ্যায়ের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদগুলিকে উল্লিখিত বক্তব্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার

পরে ফায়ারম্যান বস্তুতঃপক্ষে ঠিক জায়গাতেই অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। কিন্তু তাঁর এই সক্ষম রচনাটিকে এমন নিরুত্তাপ অভ্যর্থনা জানানো হল, যা তার প্রাপ্য নয় ; এ থেকেই প্রকাশ পায় যে একটি পূর্ণাঙ্গ ও ব্যাপক সমাধান দিতে হলে এমনকি এই আবিষ্কারটির পরেও আরো কত অন্তর্বর্তী সংযোগ-সূত্রের প্রয়োজন থেকে যায়। যদিও অনেকেরই এই সমস্যাটির ব্যাপারে আগ্রহ ছিল, তবু পাছে পুড়ে যায় সেই ভয়ে তাঁরা তখনো হাত লাগাননি। এবং এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায় কেবল এই ঘটনাটি থেকে নয় যে, ফায়ারম্যান এমন অসম্পূর্ণ আকারে তাঁর আবিষ্কারটি ফেলে রাখেন, উপরন্তু এই ঘটনাটিতেও যে মার্কসীয় বিশ্লেষণ সম্পর্কে তাঁর ধারণা এবং সে সম্পর্কে তাঁর নিজের সাধারণ সমালোচনা, যা ছিল সেই ভুল ধারণার উপরেই প্রতিষ্ঠিত—এই উভয়ই ছিল অনস্বীকার্য ভাবে ত্রুটিপূর্ণ।

যখনি কোনো কঠিন বিষয়ে নিজেকে বোকা বানানোর সুযোগ দেখা দেয়, তখনি জুরিখের মাননীয় অধ্যাপক জুলিয়াস উল্‌ফ্ সেই সুযোগ গ্রহণ করেন। তিনি আমাদের বলেন (*Conrads Jahrbucher*, 1911, dritte Folge, II, S. 352 এবং তৎপরবর্তী) যে, গোটা সমস্যাটির সমাধান হয় আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্যে। আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎপাদন নির্ভর করে অস্থির মূলধনের তুলনায় স্থির মূলধনের বৃদ্ধিপ্রাপ্তির উপরে। "স্থির মূলধনে একটি সংযোজন আভাসিত করে শ্রমিকদের উৎপাদন-ক্ষমতায় একটি সংযোজন। যেহেতু শ্রমিকদের উৎপাদন-ক্ষমতায় এই সংযোজন (তাদের জীবন-ধারণের ব্যয়ে হ্রাস সাধনের মাধ্যমে) উৎপাদন করে উদ্বৃত্ত-মূল্যে একটি সংযোজন, সেইহেতু বৃদ্ধিশীল উদ্বৃত্ত-মূল্য এবং মোট মূলধনে স্থির মূলধনের বৃদ্ধিশীল অংশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় একটি প্রত্যক্ষ সম্পর্ক। স্থির মূলধনে একটি সংযোজন সূচিত করে শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতায় একটি সংযোজন। অস্থির মূলধন যদি একই থাকে এবং স্থির মূলধন বৃদ্ধি পায়, তা হলে, অবশ্যই মার্কসের মতে, উদ্বৃত্ত-মূল্যও অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে। এই সমস্যাটাই হাজির করা হয়েছিল আমাদের সামনে।"

সত্য বটে, প্রথম গ্রন্থে বহু স্থানে মার্কস ঠিক বিপরীতটাই বলেন ; সত্য বটে, এই উক্তিটি যে মার্কসের মতে যখন অস্থির মূলধন হ্রাস পায়, তখন আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্য বৃদ্ধি পায় স্থির মূলধনে বৃদ্ধির অনুপাতে, এত চমকপ্রদ যে তা সমস্ত পার্লামেণ্টীয় বাক্যালংকারকে লজ্জা দেয় ; সত্য বটে, হের জুলিয়াস উল্‌ফ তাঁর প্রত্যেকটি লাইনে প্রমাণ করেন যে তিনি আপেক্ষিক বা অনাপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্যের ধারণাগুলি এতটুকুও বোঝেন না—আপেক্ষিক ভাবেই হোক বা অনাপেক্ষিক ভাবেই হোক ; নিশ্চিত ভাবে বলতে গেলে তিনি নিজেই বলেন, "প্রথম দৃষ্টিতে কারো বোধ হবে তিনি একগাদা বৈষম্যপূর্ণ ব্যাপারের মধ্যে পড়েছেন" ; উল্লেখ্য যে এটাই তাঁর গোটা লেখাটায় একমাত্র সত্য ভাষণ। কিন্তু এসবে কি এসে যায় ? হের জুলিয়াস উল্‌ফ তাঁর আবিষ্কারটি সম্বন্ধে এত গর্বিত যে তিনি এর জন্য মার্কসের উপরে মরণোত্তর প্রশংসা বর্ষণ এবং তাঁর নিজের অতলস্পর্শী নির্বুদ্ধিতাকে "ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি সম্পর্কে তাঁর (মার্কসের) তীক্ষ্ণ

ও দূরদর্শী সমালোচনার স্বপক্ষে একটি নোতুন প্রমাণ" হিসাবে সপ্রশংস ভাবে উত্থাপন করা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারেন না।

কিন্তু এখন আসছে সর্বোৎকৃষ্ট অংশটি। হের উল্‌ফ বলেন: "রিকার্ডো অনুরূপভাবে দাবি করেছেন যে, সমান পরিমাণ বিনিয়োগ প্রদান করে সমান পরিমাণ উদ্বৃত্ত-মূল্য (মুনাফা), ঠিক যেমন শ্রমের একই পরিমাণ ব্যয় সৃষ্টি করে একই পরিমাণ উদ্বৃত্ত-মূল্য (তার পরিমাণের ক্ষেত্রে)। এবং প্রশ্নটি এখন এই: কেমন করে একটি অন্যটির সঙ্গে এক হয়। কিন্তু সমস্যাটিকে এইভাবে হাজির করতে মার্কস অস্বীকার করেছেন। **তিনি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছেন** (তৃতীয় খণ্ডে) যে, দ্বিতীয় বিবৃতিটি মূল্যের নিয়ম থেকে আবশ্যিক ভাবে অনুসৃত হয় না; এমনকি তা তাঁর মূল্যের নিয়মটিকে খণ্ডন করে এবং, অতএব, সেটিকে...... ...এখনি অস্বীকার করা উচিত।" এবং তার পরে উল্‌ফ সন্ধান করেন আমাদের মধ্যে কে, মার্কস না আমি, এই ভুলের জন্য দায়ী। স্বভাবতই এটা তাঁর মনে জাগে না যে তিনি নিজেই অন্ধকারে হাত্‌ড়ে বেড়াচ্ছেন।

আমি আমার পাঠকদের প্রতি অন্যায় করব এবং পরিস্থিতির পরিহাসটুকু বুঝতে অক্ষম হব যদি এই উৎকৃষ্ট ভোগ্য-দ্রব্যটি নিয়ে একটি কথাও অপচয় করি। আমি কেবল এইটুকুই এখানে যোগ করব যে, কনরাড শ্মিড্‌ৎ-এর উল্লিখিত বইটি "প্রত্যক্ষতঃ এঙ্গেলস-এর দ্বারা অনুপ্রেরিত"—স্পষ্টতই যেটা অধ্যাপকদের মধ্যে চালু একটা বাজে রটনা, সেটা বিজ্ঞাপিত করার জন্য সুযোগটিকে কাজে লাগানোয় তাঁর এই ধৃষ্টতা কেবল তাঁর সেই ধৃষ্টতার সঙ্গেই তুলনীয়, যে ধৃষ্টতার সহকারে তিনি, একসময়ে সেই কথা বলার সাহস দেখিয়েছিলেন, যে কথা "মার্কস নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছেন তৃতীয় খণ্ডে"। হের জুলিয়াস উল্‌ফ্! যে জগতে আপনি বাস করেন এবং কাজ করেন, সেখানে কোনো লোকের পক্ষে—যে লোক প্রকাশ্যে একটা সমস্যা তুলে ধরেন, তাঁর পক্ষে—এটাই হয়তো রেওয়াজ যে তিনি তার সমাধানটি তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সংগোপনে জানিয়ে দেন। আমি একথা বিশ্বাস করতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত যে আপনি এমন একটি ব্যাপার করতে সক্ষম। কিন্তু আমার জগতে যে কোনো লোককে এমন নোংরা চালাকিতে নামতে হয় না, এই পূর্বভাষই তার প্রমাণ।

মার্কসের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই **মিঃ অ্যাচিল্লে লোরিয়া** তাঁর সম্পর্কে *'Nuova Antologia'* (এপ্রিল ১৮৮৩) পত্রিকায় তড়িঘড়ি করে একটি লেখা প্রকাশ করেন। লেখাটা শুরু করা হয়েছে একটা জীবনী দিয়ে, যা ভুল তথ্যে ভর্তি; তার পরে দেওয়া হয়েছে তাঁর সাধারণিক, রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক কর্মকৃতির একটি সমালোচনা। তিনি মার্কসের ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণাটিকে মিথ্যা করে উপস্থিত করেন এবং এমন নিশ্চয়তার সঙ্গে তার বিকৃতি সাধন করেন যে তা থেকে তাঁর একটি মহৎ উদ্দেশ্য প্রকাশ পায়। এবং শেষ পর্যন্ত এই উদ্দেশ্যটি সাধন করা হয়েছিল। ১৮৮৬ সালে এই একই মিঃ লোরিয়া একখানা বই প্রকাশ করেন, *La teoria economica della*

constituzione politica, যাতে তিনি তাঁর সমসাময়িকদের বিস্মিত করে দিয়ে ঘোষণা করেন যে, মার্কসের ইতিহাস-ধারণা, যাকে তিনি ১৮৮৩ সালে এমন পুরোপুরি ও উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিকৃত করে উপস্থিত করেছিলেন, তা তাঁর নিজেরই আবিষ্কার। বাস্তবিক পক্ষে, এই মার্কসীয় তত্ত্বটিকে তাঁর বইয়ে পর্যবসিত করা হয়েছিল বরং একটা ফিলিস্তিনী পর্যায়ে, এবং যে-সমস্ত ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ উপস্থিত করা হয়েছিল, সেগুলি ছিল এমন ভুল-ভ্রান্তিতে ভরা যা চতুর্থ শ্রেণীর একটি বালকের পক্ষেও অমার্জনীয়। কিন্তু তাতে কি এসে যায়? এই যে আবিষ্কার যে রাজনৈতিক অবস্থা ও ঘটনা সমূহ সর্বত্রই বিনা-ব্যতিক্রমে ব্যাখ্যাত হয় সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক অবস্থাবলীর দ্বারা, যা এখানে প্রমাণ করা হয়েছে—সেই আবিষ্কারটি, মার্কস করেননি ১৮৪৫ সালে, করেছেন লোরিয়া ১৮৮৬ সালে। তিনি অন্ততঃ তাঁর স্বদেশবাসীদের এবং ফরাসী ভাষায় তাঁর বইটি প্রকাশিত হবার পরে, কিছু ফরাসী দেশবাসীর মনে সানন্দে এই বিশ্বাস সৃষ্টি করেছেন; এবং এখন ইতালিতে এমন একটা ভাব দেখাতে পারেন যে তিনি ইতিহাসের একটি যুগান্তকারী তত্ত্বের প্রণেতা—যে-পর্যন্ত না ইতালীয় সমাজতন্ত্রীরা এই কীর্তিমান লোরিয়ার চুরি-করা ময়ূরপুচ্ছগুলি খুলে দেবার সময় পান।

কিন্তু এটা হচ্ছে লোরিয়ার কর্ম-শৈলীর একটা মাত্র নমুনা। তিনি নিশ্চয়তা সহকারে আমাদের বলেন, মার্কসের সমস্ত তত্ত্বেরই ভিত্তি হচ্ছে সচেতন বাক্‌চাতুরী (*un consaputo sofisma*). মার্কস কখনো উপমা ব্যবহার করা থেকে বিরত হতেন না, যদিও তিনি জানতেন যে সেগুলি হচ্ছে নিছক উপমাই (*Spendoli tali*), ইত্যাদি। এবং এইভাবে একই রকমের একগাদা ধূর্ততাপূর্ণ ইঙ্গিতের সাহায্যে তাঁর পাঠকদের মনে খুশিমত একটা ধারণা সৃষ্টি করার পরে, যাতে করে তাঁরা মার্কসকে গণ্য করেন লোরিয়ার মত এমন একজন নীতিহীন ভুঁইফোড় বলে, যিনি আমাদের পাডুয়ার অধ্যাপকের মতই তাঁর তুচ্ছ ছলাকলার সাহায্যে বৃথাই চান কিছু একটা দেখাতে, তিনি তাঁদের কাছে প্রকাশ করেন একটি গুরুত্বপূর্ণ গুপ্ত-রহস্য এবং আবার আমাদের নিয়ে যান সেই মুনাফা-হারের ব্যাপারটিতে।

মিঃ লোরিয়া বলেন: মার্কসের মতে, একটি ধনতান্ত্রিক শিল্প-প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ (যাকে লোরিয়া এখানে মুনাফার সঙ্গে এক করে দেখেন) নির্ভর করে তাতে বিনিয়োজিত অস্থির মূলধনের উপরে, কেননা স্থির মূলধন কোনো মুনাফা দেয় না। কিন্তু এটা ঘটনার পরিপন্থী। কেননা কার্যক্ষেত্রে মুনাফা অস্থির মূলধনের উপরে নিভর করে না, নির্ভর করে মোট মূলধনের উপরে। এবং মার্কস নিজেই এটা উপলব্ধি করেন (Buch I, Kap. XI *) এবং স্বীকার করেন যে বাহ্যতঃ ঘটনাবলী তাঁর তত্ত্বকে খণ্ডন করে বলে মনে হয়। কিন্তু কেমন করে তিনি এই স্ববিরোধটি অতিক্রম করেন? তিনি তাঁর পাঠকদের

* ইংরেজী সংস্করণ: কার্ল মার্কস, *Capital*, Vol. I, Ch. (XIII), Moscow, 1954—সম্পাদক। বাং সং ২য় খণ্ড ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাঁর গ্রন্থের এমন একটি পরবর্তী খণ্ডের প্রতি যা এখনো প্রকাশিতই হয় নি। লোরিয়া তাঁর পাঠকদের ইতিমধ্যেই এই খণ্ডটি সম্পর্কে বলে দিয়েছেন যে তিনি বিশ্বাসই করেন না মার্কস কখনো সেটি লেখার ধারণা পোষণ করতেন, এবং এখন তিনি বিজয়োল্লাসে চিৎকার করে ওঠেন: "আমি নিশ্চয়ই ভুল করিনি যখন দাবি করেছি যে এই দ্বিতীয় খণ্ডটি, যেটি প্রকাশিত হবার আগেই মার্কস সর্বদাই তাঁর বিরোধীদের মুখে ছুড়ে মারেন, সেটি খুব সম্ভবতঃ একটি ধূর্ত কৌশল, যেটি মার্কস তখনি প্রয়োগ করতেন, যখনি তিনি ব্যর্থ হতেন বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি খুঁজে পেতে (*un ingegnoso spediente ideato dal Marx a sostituzione degli argomenti scientifici*)।" এবং যিনি এর পরেও বিশ্বাস করবেন না যে, মার্কস কীর্তিমান লোরিয়ার মত বৈজ্ঞানিক প্রতারকদের সঙ্গে একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, তাঁর আর মুক্তির কোনো উপায় নেই।

আমরা অন্ততঃ এতটা শিখলাম: মিঃ লোরিয়ার মতে উদ্বৃত্ত-মূল্যের মার্কসীয় তত্ত্বটি একটি সাধারণ সমান মুনাফা-হারের অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পূর্ণ অসামঞ্জস্যপূর্ণ। তার পরে প্রকাশিত হল দ্বিতীয় খণ্ড এবং সেই সঙ্গে ঠিক এই বিষয়টির উপরেই আমার প্রকাশ্য 'চ্যালেঞ্জ'। যদি মিঃ লোরিয়া হতেন আমাদের মত অবিশ্বাসী জার্মানদের মধ্যে একজন, তা হলে তিনি একটু বিড়ম্বনা বোধ করতেন। কিন্তু তিনি হলেন একজন গর্বোদ্ধত দক্ষিণী, উত্তপ্ত জলবায়ু থেকে আগত, যেখানে ঠাণ্ডা মস্তিষ্ক একটা স্বাভাবিক প্রয়োজন—যে-কথা তিনি নিজেই সমর্থন করবেন। মুনাফা-হারের সমস্যাটি প্রকাশ্যেই তোলা হয়েছে এবং মিঃ লোরিয়াও প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছেন যে এটা সমাধানের অতীত এবং সেই কারণেই তিনি এখন প্রকাশ্যেই এটা সমাধান করে নিজেরই কেরামতি ছাড়িয়ে যেতে চেষ্টা করছেন।

এই ভোজবাজিটা সম্পন্ন করা হয় *Conrads Jahrbucher*, neue Folge, Buch XX, S. 272-এ এবং তারপর থেকে—কনরাড শ্মিড্‌ৎ-এর পূর্বোধৃত পুস্তিকাটি নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে। কেমন করে বাণিজ্যিক মুনাফা তৈরি হয়, সেটা শ্মিড্‌ৎ-কাছ থেকে শিখে নেবার পরেই মিঃ লোরিয়া সহসা দিনের আলো দেখতে পেলেন। "যেহেতু শ্রম-সময়ের সাহায্যে মূল্য নির্ধারণ করা সেই সব ধনিকদের পক্ষে সুবিধা-জনক যারা তাদের মূলধনের একটা বৃহত্তর অংশই বিনিয়োগ করে মজুরিতে, সেই হেতু অনুৎপাদক" (পড়ুন 'বাণিজ্যিক') "মূলধন এই সুবিধাভোগী ধনিকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারে একটি উচ্চতর সুদ" (পড়ুন 'মুনাফা') এবং এই ভাবে ব্যক্তিগত ধনিকদের মধ্যে সংঘটিত করতে পারে একটি সমীকরণ।......দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ক, খ এবং গ শিল্প-ধনিকদের প্রত্যেকেই উৎপাদনে ব্যবহার করে ১০০টি করে কর্ম-দিবস এবং যথাক্রমে ০, ১০০, ২০০ স্থির মূলধন, এবং যদি ১০০ কর্ম-দিবসের মজুরির পরিমাণ দাঁড়ায় ৫০টি কর্ম-দিবস, তাহলে প্রত্যেকে পায় ৫০টি কর্ম-দিবস পরিমাণ উদ্বৃত্ত-মূল্য এবং মুনাফার হার দাঁড়ায় প্রথম ধনিকটির জন্য ১০০%, দ্বিতীয়টির জন্য

৩৩·৩% এবং তৃতীয়টির জন্য ২০%। কিন্তু যদি অনেক চতুর্থ ধনিক খ সঙ্কল্পীকৃত করে ৩০০ পরিমাণ একটি অনুৎপাদক মূলধন যা দাবি করে একটি সুদ" (মুনাফা), যা মূল্যের অঙ্কে ক-এর কাছ থেকে ৪০টি কর্ম-দিবসের সমান এবং খ-এর কাছ থেকে ২০টি কর্ম-দিবসের একটি সুদ, তা হলে ক এবং খ ধনিকদের মুনাফার হার নেমে যাবে ২০%-তে, ঠিক যেমন গ-এর ; অন্য দিকে খ তার ৩০০ পরিমাণ মূলধন নিয়ে পায় ৬০ পরিমাণ মুনাফা, কিংবা ২০% পরিমাণ একটি মুনাফার হার, অন্যান্য ধনিকদের মত একই।"

যে সমস্যাটিকে তিনি দশ বছর আগে ঘোষণা করেছিলেন সমাধানের অতীত বলে, সেটিকেই এমন বিস্ময়কর নৈপুণ্যের সঙ্গে কেবল হাত সাফাইয়ের মাধ্যমে সমাধান করে ফেললেন **কীর্তিমান** লোরিয়া। দুর্ভাগ্যের বিষয়, তিনি আমাদের কাছে সে রহস্য ভেদ করেন নি যে, মুনাফার গড় হারের চেয়ে বাড়তি শিল্পপতিদের যে অতিরিক্ত মুনাফা, সেটা তাদের কাছ থেকে নিভৃতে বার করে নেবার ক্ষমতা, এবং জমিদার যেমন প্রজার উদ্বৃত্ত-মুনাফাকে খাজনা হিসাবে পকেটস্থ করে ঠিক তেমনি এই অতিরিক্ত মুনাফাটাকে করায়ত্ত করার ক্ষমতা, ঐ "অনুৎপাদক মূলধন" কোথা থেকে পেল। বাস্তবিক পক্ষে, তাঁর মতে শিল্পপতিদের কাছ থেকে বণিকেরাই খাজনার অনুরূপ একটা সেলামি আদায় করে নেবে, এবং এই ভাবে একটি গড় মুনাফা-হার সংঘটিত করবে। প্রায় প্রত্যেকেই জানেন, মুনাফার একটি সাধারণ হার উৎপাদন করার ব্যাপারে বাণিজ্যিক মূলধন বস্তুতঃ পক্ষে একটি অপরিহার্য উপাদান। কিন্তু লেখার জগতে কেবল একজন নবাগত পদচারীর পক্ষেই, যিনি মনে মনে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিকে তাচ্ছিল্য করেন, তাঁর পক্ষেই এই উক্তি করা সম্ভব যে, মুনাফার সাধারণ হারটি এমনকি আকার পরিগ্রহ করার আগেই মুনাফার সাধারণ হারটির অতিরিক্ত সমস্ত উদ্বৃত্ত-মূল্যটাই আত্মসাৎ করার এবং নিজের জন্য তাকে ভূমি-খাজনায় রূপান্তরিত করার ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা তার আছে, এমনকি এর জন্য কোনো ভূসম্পত্তিরও প্রয়োজন পড়ে না। এই উক্তিটিও কম বিস্ময়কর নয় যে, বাণিজ্যিক মূলধন খুঁজে বার করে সেই বিশেষ বিশেষ শিল্পপতিকে, যাদের উদ্বৃত্ত-মূল্য মুনাফার ঠিক কেবল গড় হারটিরই সংস্থান করে, এবং তা মার্কসীয় মূল্যের নিয়মটির এই ভাগ্যহীন শিকারদের উৎপন্ন-সম্ভারকে তাদের হয়ে বিনা প্রতিদানে, বিনা-কমিশনে বিক্রি করে দিয়ে, তাদের দুর্দশাকে কিছুটা লাঘব করতে পারাকে একটি বিশেষ অধিকার বলে বিবেচনা করে। যে ব্যক্তি কল্পনা করতে পারে যে, মার্কসের প্রয়োজন হয়েছিল এই ধরনের শোচনীয় কৌশলের আশ্রয় নেবার, সে ব্যক্তি কত বড় ভাঁড়!

কিন্তু যে পর্যন্ত না তাঁকে আমরা তুলনা করি তাঁর উত্তুরে প্রতিযোগীদের সঙ্গে, যেমন হের উল্‌ফ্‌-এর সঙ্গে, যাঁর জন্মও গতকাল মাত্র হয়নি, সে পর্যন্ত কীর্তিমান লোরিয়া তাঁর পূর্ণ মহিমায় প্রতিভাত হন না। এমনকি তাঁর বিরাট গ্রন্থ *Sozialismus und Kapitalistische Gesellschaftsordnung*-এ পর্যন্ত

হের উল্‌ফ্‌কে এই ইতালীয়ের পাশে কী রকম কেঁউ-কেঁউ করা কুকুর-ছানা বলে মনে হয়। কী আনাড়ি, ইচ্ছা হয় বলি, কী বিনয়ী তাঁকে মনে হয় তাঁর গুরুজীর তুর্লভ বিশ্বাসের কাছে, যিনি ধরেই নিয়েছেন যে মার্কস ছিলেন, অন্যান্য লোকদের চেয়ে বেশিও নন কমও নন, ঠিক স্বয়ং লোরিয়া সাহেবেরই সমান বাকচতুর, কুতার্কিক, আত্মম্ভরী ও ভণ্ড-পণ্ডিত ধরেই নিয়েছেন যে, মার্কস যখনি পড়তেন কোনো কঠিন সমস্যায় তখনি তিনি মানুষকে এই বলে বোকা বানাতেন যে পরবর্তী একটি খণ্ডে তিনি তাঁর তত্ত্বটি সুসম্পূর্ণ করবেন—যদিও তিনি ভাল ভাবেই জানতেন যে তিনি আর কখনো এ সম্পর্কে লিখতে পারবেনও না এবং লিখবেনও না। সীমাহীন তুঃসাহস, সেই সঙ্গে অসম্ভব সব পরিস্থিতির মধ্য থেকে পাঁকাল মাছের মত গলে বেরিয়ে যাবার ক্ষমতা, মার খেয়েও তার প্রতি বীরোচিত উপেক্ষা, অন্য লোকের কৃতিত্বকে তড়িঘড়ি আত্মসাৎ, অবিরাম ধৃষ্টতাপূর্ণ প্রচার-বিজ্ঞাপন বন্ধুদের মাধ্যমে সমস্বরে আত্ম-খ্যাতি প্রচার—এ সব ব্যাপারে কে পারে তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিতে?

ইতালি হচ্ছে ধ্রুপদী ধারার দেশ। যে যুগে সেখানে আধুনিক কালের প্রভাত হল, সেই মহান যুগ থেকেই ইতালি উৎপন্ন করেছে তুলনাহীন ধ্রুপদী পূর্ণতায় প্রোজ্জ্বল সব চরিত্র—দান্তে থেকে গ্যারিবল্ডি পর্যন্ত। কিন্তু তার অধঃপতন ও পরাধীনতার যুগ আবার উৎপন্ন করেছে তার ধ্রুপদী চরিত্রের মুখোসগুলিকেও যাদের মধ্যে তুটি ছাঁচ খুবই স্পষ্ট—সগানারেল্লি এবং ভুলকামারার ছাঁচ-তুটি। এই তুটিরই ধ্রুপদী ঐক্য মূর্ত হয়ে উঠেছে আমাদের **কীর্তিমান** লোরিয়ার মধ্যে।

উপসংহারে, আমি আমার পাঠকদের নিয়ে যাব অতলান্তিকের ওপারে। নিউ ইয়র্কের ডঃ (মেড.) **জর্জ সি স্টাইবেলিং**-ও খুঁজে পেয়েছেন সমস্যাটির একটি সমাধান —একটি খুবই সরল সমাধান। বাস্তবিকই, এত সরল যে এখানে বা ওখানে কেউই তাঁকে গুরুত্ব দেননি। এতে তাঁর ক্রোধের উদ্রেক হল এবং এই অবিচারের বিরুদ্ধে তিনি তিক্তকণ্ঠে অভিযোগ জানালেন মহাসাগরের উভয় পারে প্রকাশিত অগণিত পুস্তিকা এবং সংবাদপত্রের প্রবন্ধের মাধ্যমে, অন্তহীন ধারায়। *Neuea Zet*-এ তাঁকে বলা হল যে তাঁর গোটা সমাধানটাই দাঁড়িয়ে আছে একটি গাণিতিক ভুলের উপরে। কিন্তু তা তাঁকে এতটুকুও বিচলিত করতে পারেনি। মার্কসও গাণিতিক ভুল-ভ্রান্তি করেছেন, কিন্তু তবু অনেক বিষয়েই সঠিক ছিলেন। তা হলে, ডঃ স্টাইবেলিং-এর সমাধানটার দিকে একবার নজর দেওয়া যাক।

"আমি এমন তুটি কারখানা নিলাম যারা কাজ করে সমান সমান মূলধন নিয়ে সমান সমান সময়কাল ধরে কিন্তু যাদের স্থির এবং অস্থির মূলধনের অনুপাত বিভিন্ন। ধরলাম, মোট মূলধন $(স+অ)=শ$, এবং স্থির ও অস্থির মূলধনের অনুপাতে পার্থক্য $=হ$। ১নং কারখানার ক্ষেত্রে $শ=(স+অ)$; ২নং কারখানার ক্ষেত্রে $শ=(স-হ)+(অ+হ)$। সুতরাং উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারে ১নং কারখানায় $=\frac{উ}{অ}$, এবং

২নং কারখানায় $= \frac{উ}{অ+হ}$। মুনাফা (মু) হচ্ছে তাই যাকে আমি বলি মোট উদ্বৃত্ত-মূল্য (উ), যে-পরিমাণটিতে মোট মূলধন শ, কিংবা (স+অ) ঐ নির্দিষ্ট সময়ে বৃদ্ধি পায়; সুতরাং মু = উ। অতএব ১নং কারখানায় মুনাফার হার $= \frac{মু}{শ}$, কিংবা $= \frac{উ}{স+অ}$, এবং ২নং কারখানায় এটা $\frac{মু}{শ}$, কিংবা $\frac{উ}{(স-হ)+(অ+হ)}$, অর্থাৎ এটা $= \frac{উ}{স+অ}$। অতএব সমস্যাটি নিজেকে পর্যবসিত করে এই ভাবে যে, যদি মূলধন সমান হয়, সময় সমান হয় কিন্তু জীবন্ত শ্রমের পরিমাণ অসমান হয়, তা হলে মূল্যের নিয়মের ভিত্তিতে, উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারে একটি পরিবর্তন মুনাফার গড় হারে সমতা সাধন করে।" (G. C. Stiebeling, *Das Werthgesetz und die Profitrate,* New York, John Heinrich.)

উল্লিখিত হিসাবটি যতই সুন্দর ও সুস্পষ্ট হোক না কেন, আমরা ডঃ স্টাইবেলিং-কে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য হচ্ছি: কেমন করে তিনি জানলেন যে, ১নং কারখানা কর্তৃক উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্য ২নং কারখানা কর্তৃক উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের ঠিক সমান? তিনি স্পষ্টভাবেই বলেন যে, স, অ, শ এবং হ, অর্থাৎ উক্ত হিসাবের সব কটি উপাদান, দুটি কারখানার জন্য একই, কিন্তু উ-এর কোনো উল্লেখই করেন না। তিনি যে উল্লিখিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণগুলিকে বীজগাণিতিক ভাবে উ বলে অভিহিত করেছেন, এই ঘটনাটি থেকে তা কোনক্রমেই অনুসরণ করে না। বরং এটাই ঠিক সেই জিনিসটি, যেটি প্রমাণ করতে হবে, কেননা আর কোনো হৈ-চৈ না করে মিঃ স্টাইবেলিং উদ্বৃত্ত-মূল্যের সঙ্গে মু-কে এক করে দেখেন। এখন থাকে ঠিক কেবল দুটি সম্ভাব্য বিকল্প। হয়, দুটি উ সমান, দুটি কারখানাই উৎপাদন করে সমান সমান উদ্বৃত্ত-মূল্য, এবং, অতএব সমান সমান মুনাফা, যেহেতু দুটি মূলধনই সমান সমান। সেক্ষেত্রে মিঃ স্টাইবেলিং শুরু থেকে সেটাই ধরে নিয়েছেন, যেটা তাঁকে প্রমাণ করতে হবে। নয়তো, একটি কারখানা উৎপাদন করে অন্যটির চেয়ে অধিকতর উদ্বৃত্ত-মূল্য, যেক্ষেত্রে তাঁর গোটা হিসাবটাই তাঁর নাকের উপরে ভেঙে পড়ে।

এই গাণিতিক ভুলটির উপরে হিসাবের পাহাড় গড়ে তুলতে এবং তা জনসমক্ষে প্রদর্শন করতে মিঃ স্টাইবেলিং শ্রম বা অর্থ কোনোটাই বাঁচাতে চেষ্টা করেন নি। আমি তাঁকে এই নিশ্চয়তা দিতে পারি, তাঁর নিজেরই মানসিক শান্তির স্বার্থে, যে ঐ হিসাব-গুলি সবকটিই সমান ভুল, এবং যেসব ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রে তা নয়, সেসব ক্ষেত্রে সেগুলি প্রমাণ করে এমন কিছু, যার ঠিক উল্টোটাই তিনি প্রমাণ করতে চান। যেমন, ১৮৭০ এবং ১৮৮০ সালের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদম সুমারির সংখ্যাতথ্য তুলনা করে তিনি প্রমাণ করেন যে মুনাফার হার বাস্তবিকই কমে গিয়েছে, কিন্তু এটাকে তিনি ব্যাখ্যা

করেন ভুল ভাবে এবং ধরে নেন যে, মার্কসের নিরন্তর স্থিতিশীল মুনাফা-হারের তত্ত্বটি অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সংশোধন করে নেওয়া উচিত। কিন্তু বর্তমান তৃতীয় গ্রন্থের তৃতীয় বিভাগ থেকে এটা অনুসরণ করে যে, এই মার্কসীয় "স্থিতিশীল মুনাফা-হারটি" হচ্ছে মিঃ স্টাইবেলিং-এর নিছক একটি কল্পনা, এবং মুনাফা-হারের পড়ে যাবার প্রবণতাটি এমন সব ঘটনার জন্য প্রকাশ পায়, যেগুলি ডঃ স্টাইবেলিং-এর নির্দেশিত ঘটনাবলীর ঠিক বিপরীত। সন্দেহ নেই যে ডঃ স্টাইবেলিং-এর অভিপ্রায় অতি উত্তম, কিন্তু যখন কোন ব্যক্তি বৈজ্ঞানিক সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা করতে চান, তখন তাঁর সবার আগে উচিত, যে-বইগুলি তিনি ব্যবহার করতে চান, সেই বইগুলি তেমন ভাবে পড়তে শেখা, ঠিক যেমনভাবে সেগুলিকে লেখক লিখেছেন, এবং সবার উপরে, যে-কথা সেগুলিতে নেই সে-কথা তাদের উপরে চাপিয়ে না দেওয়া।

সমগ্র পর্যালোচনার ফলশ্রুতি এটাই প্রমাণ করে যে, এই প্রশ্নটি সম্পর্কেও একমাত্র মার্কসীয় ঘরানাই কিছু কাজের মত কাজ করেছে। ফায়ারম্যান এবং কনরাড শ্মিড্‌ৎ যদি প্রত্যেকেই নিজে নিজে এই তৃতীয় গ্রন্থটি পড়তেন, তা হলে প্রত্যেকেই তাঁর নিজের কাজ সম্পর্কে খুশি হতে পারতেন।

লণ্ডন, ৪ঠা অক্টোবর, ১৮৯৪ ফ্রেডরিক এঙ্গেলস

তৃতীয় গ্রন্থ

সমগ্রভাবে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের প্রক্রিয়া

॥ ১ ॥

প্রথম বিভাগ

উদ্বৃত্ত-মূল্যের মুনাফায় এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারের মুনাফার হারে রূপান্তর

প্রথম অধ্যায়

ব্যয়-দাম এবং মুনাফা

যে বিষয়গুলি গঠন করে **স্বয়ং ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের প্রক্রিয়াটিকে**, প্রথম গ্রন্থে সেগুলিকেই আমরা বিশ্লেষণ করেছিলাম প্রত্যক্ষ উৎপাদনশীল প্রক্রিয়া হিসাবে; তখন বহিরাগত প্রভাবসমূহের প্রতি আমরা কোনো নজর দেয় নি। কিন্তু এই প্রত্যক্ষ উৎপাদনই মূলধনের জীবন-বৃত্তে ছেদ টেনে দেয় না। বাস্তব জগতে এটা অনুপূরিত হয় **সঞ্চলন-প্রক্রিয়ার** দ্বারা, যা ছিল দ্বিতীয় গ্রন্থে, তৃতীয় বিভাগে, যেখানে সঞ্চলন-প্রক্রিয়াকে আলোচনা করা হয়েছে সামাজিক পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়ার মাধ্যম হিসাবে, এটা ক্রমশঃ পরিস্ফুট হল যে, সমগ্র ভাবে ধরলে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন রূপায়িত করে উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং সঞ্চলন প্রক্রিয়ার একটি সমন্বয়। এই তৃতীয় গ্রন্থটির যা আলোচ্য বিষয়, তা বিবেচনা করলে বোঝা যায় যে, এই সমন্বয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি সাধারণ আলোচনার মধ্যে এটি নিজেকে আবদ্ধ রাখতে পারে না। উল্টো, **সমগ্রভাবে মূলধনের গতিক্রিয়া** থেকে উদ্ভূত বাস্তব রূপগুলিকে তার নির্দেশ এবং বর্ণনা করতে হবে। তাদের বাস্তব গতিক্রিয়ায় মূলধনসমূহ পরস্পরের মুখোমুখি হয় এমন মূর্ত আকারে, যার জন্য উৎপাদনের প্রত্যক্ষ প্রক্রিয়ায় মূলধনের রূপটি, ঠিক তার সঞ্চলন-প্রক্রিয়ার রূপটির মতই প্রতিভাত হয় বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত হিসাবে। এইভাবে মূলধনের বিবিধ রূপগুলি, যে-ভাবে এই গ্রন্থে উপস্থাপিত হয়েছে, ধাপে ধাপে সেই রূপটির অনুরূপ হয়, যে রূপটি তারা পরিগ্রহ করে সমাজের উপরিতলে, বিভিন্ন মূলধনের পরস্পরের উপরে ক্রিয়ায়, প্রতিযোগিতায়, এবং উৎপাদনের প্রতিনিধিদের ('এজেন্ট'-দের) নিজেদের সাধারণ চেতনায়।

ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদিত প্রত্যেকটি পণ্যের মূল্য প্রকাশ পায় এই সূত্রটিতে : প=স+অ+উ। আমরা যদি উৎপন্নটির এই মূল্য থেকে বাদ দেই উদ্বৃত্ত-মূল্য, তা হলে থাকে উৎপাদনের উপাদানসমূহে ব্যয়িত মূলধন-মূল্য স+অ-এর বাবদে জিনিসের অংকে একটি সম-মূল্য বা পরিবর্ত মূল্য।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যদি একটি দ্রব্য উৎপাদনে লাগে £৫০০ পরিমাণ বিনিয়োগ-ব্যয়, যার মধ্যে £২০ হচ্ছে উৎপাদনের যন্ত্রপাতির ক্ষয়-ক্ষতির জন্য, £৩৮০ উৎপাদনের মাল-মশলার জন্য এবং £১০০ শ্রম-শক্তির জন্য, এবং যদি উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার হয় ১০০%, তা হলে দ্রব্যটির মূল্য $= ৪০_{স} + ১০০_{অ} + ১০০_{উ} = £৬০০$।

£১০০ পরিমাণ উদ্বৃত্ত-মূল্য বাদ দেবার পরে, £৫০০ পরিমাণ একটি পণ্য-মূল্য, যা ব্যয়িত £৫০০-কে কেবল প্রতিস্থাপিতই করে। পণ্যটির মূল্যের এই অংশটি, যা প্রতিস্থাপিত করে পরিভুক্ত উৎপাদন-উপায়সমূহ ও শ্রম-শক্তির মূল্য, তা প্রতিস্থাপিত করে উক্ত পণ্যের বাবদে ধনিক নিজে যা ব্যয় করেছিল, কেবল তা-ই। সুতরাং তার দিকে এটা প্রকাশ করে পণ্যটির ব্যয়-দাম।

পণ্যটির বাবদে ধনিকের যা ব্যয় হয় এবং তার সত্যিকার উৎপাদন-ব্যয়—এই দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন রাশি। পণ্য-মূল্যের যে-অংশটি গঠন করে উদ্বৃত্ত-মূল্য, সেটির জন্য ধনিককে কিছু ব্যয় করতে হয় না; তার সহজ কারণ এই যে, এর জন্য শ্রমিককে ব্যয় করতে হয় বিনা মজুরির শ্রম। তবু, ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের ভিত্তিতে, শ্রমিক উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করার পরে, সে নিজেই পরিণত হয় কার্যকর উৎপাদনশীল মূলধনের একটি উপাদানে, যার মালিকানা ভোগ করে ধনিক। সুতরাং ধনিকই হচ্ছে পণ্যটির সত্যকার উৎপাদনকারী। এই কারণেই পণ্যটির ব্যয়-দাম আবশ্যিক ভাবেই ধনিকের কাছে প্রতিভাত হয় পণ্যটির সত্যিকার ব্যয় হিসাবে। যদি আমরা ব্যয়-দামকে ধরি ব হিসাবে, তা হলে প=স+অ+উ সূত্রটি পরিণত হয় প=ব+উ-তে; তার মানে পণ্য মূল্য=ব্যয়-দাম+উদ্বৃত্ত-মূল্য।

অন্য দিকে, একটি পণ্যের বিভিন্ন মূল্য-অংশকে—যে মূল্য-অংশগুলি কেবল প্রতি-স্থাপন করে তার উৎপাদনে ব্যয়িত মূলধনের মূল্যটিকে, সেগুলিকে—ব্যয়-দামের শিরোনামের অধীনে অন্তর্ভুক্তিকরণের মধ্যে প্রকাশ পায় ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের বিশেষ চরিত্রটি। পণ্যের ব্যয় পরিমাপ করা হয় **মূলধনের** ব্যয়ের দ্বারা, কিন্তু পণ্যের আসল ব্যয় পরিমাপ করা হয় **শ্রমের** ব্যয়ের দ্বারা। অতএব, পণ্যের ধনতান্ত্রিক ব্যয়-দাম তার মূল্য থেকে পরিমাণে ভিন্ন হয়। এটা পণ্যের মূল্যের চেয়ে কম, কেননা যখন প=ব+উ, তখন এটা স্পষ্ট যে ব=প—উ।

অন্য দিকে, একটি পণ্যের ব্যয়-দাম কোনক্রমেই নিছক এমন একটি বর্গ নয়, যা কেবল ধনতান্ত্রিক হিসাব-খাতাতেই দেখা যায়। মূল্যের এই অংশটির স্বতন্ত্রীকরণ কার্যক্ষেত্রে ক্রমাগত অভিব্যক্ত হয় পণ্যটির প্রকৃত উৎপাদনে, কেননা সঞ্চলন-প্রক্রিয়ার

মাধ্যমে তাকে নিরন্তর পুনঃ-রূপান্তরিত করতে হয় তার পণ্য-রূপ থেকে উৎপাদনশীল মূলধনের রূপে, যাতে করে পণ্যটির ব্যয়-দাম সর্বদা অবশ্যই আবার ক্রয় করে তার উৎপাদনকার্যে পরিভুক্ত উৎপাদনের উপাদানসমূহকে।

অন্য দিকে, ব্যয়-দামের বর্গটির কিছুই করার নেই পণ্য-মূল্য গঠনের ব্যাপারে কিংবা মূলধনের আত্ম-প্রসারণের প্রক্রিয়ার ব্যাপারে। যখন আমি জানি যে £৬০০ পরিমাণ একটি পণ্য-মূল্যের ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ অর্থাৎ £৫০০ সেই পণ্যটির উৎপাদন ব্যয়িত £৫০০ পরিমাণ মূলধনের তুল্যমূল্যের চেয়ে বেশি কিছুর প্রতিনিধিত্ব করে না, এবং এই পরিমাণ মূলধনের বস্তুগত উপাদানগুলিকে পুনরায় ক্রয় করাই যথেষ্ট, তখনো আমি জানিনা উক্ত পণ্যটির মূল্যের এই পাঁচ-ষষ্ঠাংশ, যা তার ব্যয়-দামের প্রতিনিধিত্ব করে, তা কি ভাবে উৎপাদিত হয়, কিংবা শেষ ষষ্ঠাংশটি, যা প্রতিনিধিত্ব করে উদ্বৃত্ত-মূল্যের, তা কি ভাবে উৎপাদিত হয়েছিল। যাই হোক, আমাদের অনুসন্ধান থেকে আমরা দেখতে পাব যে, ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে ব্যয়-দাম ধারণ করে স্বয়ং মূল্য-উৎপাদনের একটি বর্গেরই মিথ্যা আকার।

আমাদের দৃষ্টান্তটিতেই ফিরে যাওয়া যাক। মনে করুন, একটি গড় সামাজিক শ্রম-দিবসে একজন শ্রমিকের দ্বারা উৎপাদিত মূল্য প্রকাশিত হয় ৬ শি = ৬অ-এর দ্বারা। তা হলে £৫০০ পরিমাণ অগ্রিম-দত্ত মূলধন = £৪০০$_{\text{স}}$ + ১০০$_{\text{অ}}$ প্রকাশ করে = ১৬৬⅔ দশ-ঘণ্টা শ্রম-দিবসে উৎপাদিত একটি মূল্য, যার মধ্যে ১৩৩⅓ শ্রম-দিবস স্ফটিকায়িত হয় উৎপাদনের উপায়সমূহের মূল্যে = ৪০০$_{\text{স}}$ এবং ৩৩⅓ শ্রম-দিবস স্ফটিকায়িত হয় শ্রম-শক্তির মূল্যে = ১০০$_{\text{অ}}$। উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার ১০০% ধরে নিলে, নোতুন গঠিত ব্যয়-পণ্যের উৎপাদনে প্রয়োজনীয় শ্রম-ব্যয়ের পরিমাণ হবে = ১০০$_{\text{অ}}$ + ১০০$_{\text{উ}}$ = ৬৬⅔ দশ-ঘণ্টা শ্রম-দিবস।

তা হলে আমরা জানি (দ্রষ্টব্য : ১ম খণ্ড Kap. VII, S201/193*) যে, ৬০০ পরিমাণ নোতুন সৃষ্ট দ্রব্যের মূল্য গঠিত হয় (১) উৎপাদন-উপায়ে ব্যয়িত £৪০০ পরিমাণ স্থির মূলধনের পুনরাবির্ভূত মূল্য দিয়ে, এবং (২) নোতুন উৎপাদিত £২০০ পরিমাণ মূল্য দিয়ে। পণ্যের ব্যয়-দাম = £৫০০ গঠিত হয় পুনরাবির্ভূত ৪০০স এবং নোতুন উৎপাদিত £২০০ পরিমাণ মূল্যের অর্ধেক (= ১০০অ) দিয়ে। অর্থাৎ পণ্য-মূল্যের এমন দুটি উপাদান দিয়ে, উৎপত্তির যাদের উৎস সম্পূর্ণ আলাদা।

৬৬⅔ দশ ঘণ্টা কর্ম-দিবস কালে ব্যয়িত শ্রমের উদ্দেশ্যমূলক প্রকৃতির দরুন পরিভুক্ত উৎপাদন-উপায়সমূহের মূল্য, যার পরিমাণ £ ৪০০, তা এই উপায়সমূহ থেকে স্থানান্তরিত হয় উৎপন্ন সামগ্রীতে। এই ভাবে এই পূর্বাবস্থিত মূল্যটির পুনরাবির্ভাব

* ইং সং : Ch. IX, p. 212—বাংলা ১ম খণ্ড তৃতীয় সংস্করণ পৃ. ২১৩।

ঘটে উৎপন্ন সামগ্রীটির মূল্যের একটি উপাদান হিসাবে, কিন্তু সেটি সৃষ্ট হয়না এই পণ্যটির উৎপাদন-প্রক্রিয়ায়। যেহেতু সেটি আগে থেকেই অবস্থিত ছিল বিনিয়োজিত মূলধনের একটি উপাদান হিসাবে, কেবল সেই হেতুই তা অবস্থান করে উক্ত পণ্যটির মূল্যের একটি অঙ্গ গঠক অংশ হিসাবে। অতএব ব্যয়িত স্থির মূল্য প্রতিস্থাপিত হয় পণ্যটির মূল্যের সেই অংশের দ্বারা, যে অংশটিকে স্বয়ং এই মূলধন সংযোজিত করে ঐ মূল্যটির সঙ্গে। এক দিকে এটি প্রবেশ করে পণ্যটির ব্যয় মূল্যের মধ্যে, কেননা যে পণ্য-মূল্য প্রতিস্থাপিত করে পরিভুক্ত পণ্য-মূল্যকে, এটি তারই অংশবিশেষ। অন্য দিকে, এটি গঠন করে পণ্য-মূল্যের একটি উপাদান কেবল এই কারণে যে এটি হচ্ছে ব্যয়িত মূলধনের মূল্য কিংবা এই কারণে যে উৎপাদনের উপায়সমূহের বাবদে এতটা খরচ হয়।

ব্যয়-মূল্যের অন্য উপাদানটির ক্ষেত্রে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বিপরীত। পণ্যটির উৎপাদনে ব্যয়িত ৬৬৬$\frac{২}{৩}$ কর্মদিবস সৃষ্টি করে £ ২০ পরিমাণ একটি নোতুন মূল্য। এই নোতুন মূল্যের একটি অংশ কেবল প্রতিস্থাপিত করে £ ১০০ পরিমাণ অগ্রিম-প্রদত্ত অস্থির মূলধন কিংবা নিযুক্ত শ্রম-শক্তির দাম; কিন্তু এই অগ্রিম-প্রদত্ত মূলধন-মূল্য কোনো ক্রমেই নোতুন মূল্য-সৃজনে প্রবেশ করে না। যেখানে ব্যাপারটা মূলধন অগ্রিম প্রদানের, সেখানে শ্রম-শক্তি পরিগণিত হয় **মূল্য** হিসাবে। কিন্তু উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় তা কাজ করে মূল্যের **স্রষ্টা** হিসাবে। অগ্রিম-প্রদত্ত মূলধনের অভ্যন্তরে শ্রম-শক্তির মূল্য যে-স্থানে অবস্থান করে, বাস্তবে **কার্যরত** উৎপাদনশীল মূলধনে সেই স্থানটিকে গ্রহণ করে জীবন্ত মূল্য-সৃজনকারী শ্রম-শক্তি স্বয়ং।

পণ্য-মূল্যের বিবিধ উপাদানের যে উপাদানগুলি একত্রে গঠন করে ব্যয়-দাম, সেগুলির মধ্যেকার পার্থক্যটি, চোখের সামনে লাফিয়ে ওঠে, যখনি মূলধনের ব্যয়িত স্থির, কিংবা ব্যয়িত অস্থির, অংশে কোনো পরিবর্তন ঘটে যায়। ধরা যাক, একই উৎপাদন-উপায়সমূহের, কিংবা মূলধনের স্থির অংশের, দাম £ ৪০০ থেকে বেড়ে £ ৬০০, অথবা, বিপরীত দিকে, তা কমে হয় £ ২০০। প্রথম ক্ষেত্রে, এটা কেবল পণ্যের ব্যয়-দামই নয়, যেটা £ ৫০০ থেকে বেড়ে হয় $৬০০_{স} + ১০০_{অ} = £\ ৭০০$, সেটা সেই সঙ্গে পণ্যের মূল্যও, যেটা £ ৬০০ থেকে বেড়ে হয় $৬০০_{স} + ১০০_{অ} + ১০০_{উ} = £\ ৮০০$। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, এটা কেবল ব্যয়-দামটাই নয়, যেটা £ ৫০০ থেকে কমে হয় $২০০_{স} + ১০০_{অ} = £\ ৩০০$, সেটা সেই সঙ্গে পণ্যের মূল্যও, যেটা £ ৬০০ থেকে কমে হয় $২০০_{স} + ১০০_{অ} + ১০০_{উ} = £\ ৪০০$। যেহেতু ব্যয়িত স্থির মূলধন তার নিজের মূল্যকে স্থানান্তরিত করে উৎপন্ন সামগ্রীটির মূল্যে, সেই হেতু সেটির মূল্য বৃদ্ধি বা হ্রাস পায় উক্ত মূলধন-মূল্যটির অনাপেক্ষিক আয়তনের সঙ্গে—যদি বাকি সব কিছু অপরিবর্তিত থাকে। অন্য দিকে ধরুন যে বাকি সব কিছু অপরিবর্তিত থাকলে, একই পরিমাণ শ্রম-শক্তির দাম £ ১০০ থেকে বেড়ে হয় £ ১৫০, কিংবা, বিপরীতভাবে, তা

£ ১০০ থেকে কমে হয় £ ৫০। প্রথম ক্ষেত্রে, ব্যয়-দাম £ ৫০০ থেকে বেড়ে হয় $৪০০_{স} + ১৫০_{অ} = £ ৫৫০$, এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তা £ ৫০০ থেকে কমে হয় $£ ৪০০_{স} + ৫০_{অ} = £ ৪৫০$। কিন্তু উভয়ক্ষেত্রেই পণ্য-মূল্য থাকে অপরিবর্তিত = £ ৬০০; একসময়ে তা $৪০০_{স} + ১৫০_{অ} + ৫০_{উ}$ এবং অন্য সময়ে তা $৪০০_{স} + ৫০_{অ} + ১৫০_{উ}$। অগ্রিম-দত্ত অস্থির মূলধন তার নিজের মূল্য উৎপন্ন সামগ্রীতে সংযোজিত করে না। তার মূল্যের স্থান বরং গৃহীত হয় শ্রমের দ্বারা সৃষ্ট একটি নোতুন মূল্যের দ্বারা। অতএব, অস্থির মূল্যের অনাপেক্ষিক আয়তনে কোনো পরিবর্তন, যখন তা প্রকাশ করে শুধু শ্রম-শক্তির দামেই একটি পরিবর্তন, তখন তা পণ্য-মূল্যের অনাপেক্ষিক আয়তনে এতটুকুও পরিবর্তন ঘটায় না, কারণ জীবন্ত শ্রম-শক্তির দ্বারা সৃষ্ট নোতুন মূল্যটির অনাপেক্ষিক আয়তনে তা কোনো পরিবর্তনই সংঘটিত করে না। এমন একটি পরিবর্তন বরং ক্ষুণ্ণ করে কেবল নোতুন মূল্যটির দুটি উপাদানের আনুপাতিক সম্পর্ককে, যে দুটি উপাদানের একটি গঠন করে উদ্বৃত্ত-মূল্য এবং অন্যটি প্রতিপূরণ করে অস্থির মূল্যটিকে এবং এইভাবে চলে যায় পণ্যটির ব্যয়-দামের মধ্যে।

ব্যয়-দামের দুটি উপাদানের—এক্ষেত্রে $৪০০_{স} + ১০০_{অ}$-এর—মধ্যে কেবল এটাই অভিন্ন যে তারা উভয়ই সেই পণ্য-মূল্যের উপাদান, যা অগ্রিম-দত্ত মূলধনকে প্রতিস্থাপিত করে।

কিন্তু ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের দৃষ্টিকোণ থেকে ঘটনার এই প্রকৃত রূপটি উল্‌টো ভাবে প্রতীয়মান হয়।

ক্রীতদাসত্বের উপরে ভিত্তিশীল উৎপাদন-পদ্ধতি থেকে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতি, অন্যান্য বিষয় ছাড়াও, এই বিষয়ে ভিন্নতর যে এই পদ্ধতিটিতে শ্রম-শক্তির মূল্য, এবং স্বভাবতই দাম, প্রতিভাত হয় স্বয়ং শ্রমেরই মূল্য বা দাম হিসাবে কিংবা মজুরি হিসাবে (Buch I, Kap XVII*)। সুতরাং অগ্রিম-দত্ত মূলধনের অস্থির অংশটি প্রতিভাত হয় মজুরি বাবদ ব্যয়িত মূলধন হিসাবে, এমন একটি মূলধন-মূল্য হিসাবে যা উৎপাদনে ব্যয়িত সমস্ত শ্রমের মূল্য বা দাম দিয়ে থাকে। দৃষ্টান্ত হিসাবে ধরা যাক যে, একটি গড় দশ ঘণ্টা কর্ম-দিবস বিধৃত থাকে ৬ শিলিং পরিমাণ একটি অর্থের অঙ্কের মধ্যে। সেক্ষেত্রে £ ১০০ পরিমাণ অগ্রিম-দত্ত অস্থির মূলধন প্রতিনিধিত্ব করে ৩৩৩$\frac{১}{৩}$ কর্ম-দিবসে উৎপাদিত একটি মূল্যের অর্থের অঙ্কে অভিব্যক্তিকে। কিন্তু এই মূল্য, যা অগ্রিম-দত্ত মূলধনে প্রতিনিধিত্ব করে ক্রীত শ্রম-শক্তির, তা অবশ্য বাস্তবে কার্যরত উৎপাদনশীল মূলধনের অংশ হয় না। উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় তার স্থান গ্রহণ করে জীবন্ত শ্রম-শক্তি। আমাদের দৃষ্টান্তে যেমন দেখানো হয়েছে, তেমন যদি জীবন্ত শ্রম-শক্তির শোষণের হার হয় শতকরা ১০০ ভাগ, তা হলে তা ব্যয়িত হয় ৬৬৬$\frac{২}{৩}$ দশ-ঘণ্টা কর্মদিবসে এবং তার

* ইং সং : Ch. XIX, বাংলা ২য় খণ্ড, উনবিংশ অধ্যায় পৃ. ২৫১,—সম্পাদক।

দ্বারা উৎপাদন-সামগ্রীতে সংযোজিত হয় £ ২০০ পরিমাণ একটি নোতুন মূল্য। কিন্তু অগ্রিম-দত্ত মূলধনে £ ১০০ পরিমাণ অস্থির মূলধন আবির্ভূত হয় মজুরি বাবদ বিনিয়োজিত মূলধন হিসাবে, অথবা ৬৬৬⅔ দশ-ঘণ্টা কর্ম-দিবসে সম্পাদিত শ্রমের মূল্য হিসাবে। £ ১০০-কে ৬৬৬⅔ ভাগ দিয়ে আমরা একটি দশ-ঘণ্টা কর্ম-দিবসের দাম হিসাবে পাই ৩ শিলিং, যা পাঁচ ঘণ্টা শ্রমের উৎপন্ন-সামগ্রীর মূল্যের সমান।

এখন যদি আমরা একদিকে অগ্রিম-দত্ত মূলধনের সঙ্গে অন্য দিকে পণ্য-মূল্যের তুলনা করি, আমরা দেখতে পাই :

১. অগ্রিম-দত্ত মূলধন £ ৫০০ = উৎপাদন-উপায়সমূহ বাবদ ব্যয়িত মূলধন (উৎপাদন-উপায়সমূহের দাম) £ ৪০০ + শ্রম বাবদ ব্যয়িত মূলধন (৬৬৬⅔ কর্ম-দিবসের দাম বা মজুরি) £ ১০০।

২. পণ্যসম্ভারের মূল্য £ ৬০০ = ব্যয়-দাম হিসাবে £ ৫০০ (ব্যয়িত উৎপাদন-উপায়ের দাম £ ৪০০ + ব্যায়িত ৬৬৬⅔ কর্ম-দিবসের দাম £ ১০০)।

উল্লিখিত সূত্রে, শ্রম-শক্তিতে বিনিয়োজিত অংশটি থেকে উৎপাদন-উপায়ে, যেমন তুলা বা কয়লায়, বিনিয়োজিত অংশটি ভিন্নতর কেবল এই দিক থেকে যে তারা কাজ করে বস্তুগত ভাবে আলাদা দুটি উৎপাদনের উপাদান বাবদ খরচ হিসাবে, কিন্তু কোনো ক্রমেই এই কারণে নয় যে, তারা পণ্য-মূল্য সৃজনে, এবং অতএব মূলধনের স্বয়ং-সম্প্রসারণে, কাজ করে কার্যগত ভাবে দুটি আলাদা উদ্দেশ্যে। উৎপাদন-উপায়সমূহের দাম পুনরাবির্ভূত হয় পণ্য সম্ভারের ব্যয় দামে, ঠিক যেমন তা আবির্ভূত হয়েছিল অগ্রিম-দত্ত মূলধনে এবং তা যে এমন করে তার কারণ এই উৎপাদন-উপায়সমূহ পরিভুক্ত হয়েছে উদ্দেশ্য অনুযায়ী। এই পণ্যসম্ভারের উৎপাদনে পরিভুক্ত ৬৬৬⅔ কর্ম-দিবসের দাম বা মজুরি অনুরূপ ভাবে পুনরাবির্ভূত হয় ঐ পণ্যসম্ভারের ব্যয়-দামে, ঠিক যেমন তা আবির্ভূত হয়েছিল অগ্রিম-দত্ত মূলধনে, এবং এরও কারণ এই যে শ্রমের এই পরিমাণটিও ব্যয়িত হয়েছে উদ্দেশ্য অনুযায়ী। আমরা প্রত্যক্ষ করি কেবল পূর্ণ-প্রস্তুত ও উপস্থিত মূল্যসমূহ—অগ্রিম-দত্ত মূলধনের মূল্যের সেই অংশসমূহ, যেগুলি প্রবেশ করে উৎপন্ন সামগ্রীর সৃজন-প্রক্রিয়ায় অথচ নোতুন মূল্য সৃজনের উপাদান নয়। স্থির এবং অস্থির মূলধনের মধ্যেকার পার্থক্যটি অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছে। £ ৫০০ পরিমাণ গোটা ব্যয়-দামটা এখন পায় একটি দ্বিগুণ অর্থ : প্রথমতঃ, এটা £ ৬০০ পরিমাণ পণ্য-মূল্যের সেই অংশ, যে অংশটি প্রতিস্থাপন করে সংশ্লিষ্ট পণ্যটির উৎপাদনে ব্যয়িত £ ৫০০ পরিমাণ মূলধন; এবং দ্বিতীয়তঃ, পণ্য-মূল্যের এই উপাদানটি আছে কেবল এই কারণে যে এটি আগেই ছিল বিনিযুক্ত উৎপাদন-উপাদান-সমূহের উৎপাদন-উপকরণ ও শ্রমের ব্যয়-দাম হিসাবে, অর্থাৎ অগ্রিম-দত্ত মূলধন হিসাবে। মূলধন-মূল্য পণ্যের ব্যয়-দাম হিসাবে পুনরাবির্ভূত হয় কেবল এই কারণে যে, এবং ততটা পর্যন্ত যে, সেটা ব্যয়িত হয়েছে একটি মূলধন-মূল্য হিসাবে।

অগ্রিম-দত্ত মূলধনের মূল্যের বিবিধ অংশ ব্যয়িত হয়েছে বস্তুগত ভাবে বিভিন্ন উৎপাদন-উপাদানের জন্য, যথা শ্রমের উপকরণ, কাঁচামাল, সহায়ক সামগ্রী ও শ্রমের জন্য—এই যে ঘটনা, তা দাবি করে কেবল এই যে উৎপন্ন পণ্যটির ব্যয়-দাম অবশ্যই আবার ক্রয় করে নেবে বস্তুগতভাবে বিভিন্ন এই উৎপাদনের উপায়গুলিকে। ব্যয়-দামের গঠনের বেলায় অবশ্য, কেবল একটিমাত্র পার্থক্য লক্ষণীয়, যথা স্থিতিশীল এবং আবর্তনশীল মূলধনের মধ্যেকার পার্থক্যটি। আমাদের উদাহরণে, আমরা শ্রম-উপকরণসমূহের ক্ষয়-ক্ষতি বাবদে নির্দিষ্ট রেখেছি £ ২০ (৪০০$_স$ = £ ২০ শ্রম-উপকরণের অবচয় বাবদে + £ ৩৮০ উৎপাদনের বিবিধ সামগ্রী বাবদে)। উৎপাদন প্রক্রিয়ার আগে এই সব শ্রম-উপকরণের মূল্য ছিল, ধরা যাক, £ ১,২০০। পণ্য সম্ভার উৎপাদিত হয়ে যাবার পরে তা থাকে দুটি আকারে, পণ্য-মূল্যের অংশ হিসাবে £ ২০, এবং শ্রম-উপকরণের অবশিষ্ট মূল্য হিসাবে ১,২০০—২০ = £১,১৮০, যা আগের মতই থাকে ধনিকের দখলে ;—শ্রম-উপকরণের অবশিষ্ট হিসাবে বা অন্যভাবে বলা যায়, তার পণ্য-মূলধনের উপাদান হিসাবে নয়, উৎপাদনশীল মূলধনের উপাদান হিসাবে। শ্রমের উপকরণ থেকে যা ভিন্ন, সেই উৎপাদন ও মজুরির সামগ্রীসমূহ সম্পূর্ণভাবে পরিভুক্ত হয় পণ্যের উৎপাদনে এবং অতএব সেগুলির গোটা মূল্যটাই প্রবেশ করে উৎপন্ন পণ্যটির মূল্যের মধ্যে। আমরা দেখেছি অগ্রিম-দত্ত মূলধনের এই বিবিধ অঙ্গ-গঠক অংশগুলি উৎপাদনের পরিপ্রেক্ষিতে ধারণ করে স্থিতিশীল এবং আবর্তনশীল মূলধনের রূপ।

অতএব, অগ্রিম-দত্ত মূলধন = £ ১৬৮০ : স্থিতিশীল মূলধন = £ ১,২০০ + আবর্তনশীল মূলধন = £ ৪৮০ (= £৩৮০ উৎপাদন-সামগ্রীর আকারে যোগ £ ১০০ মজুরির আকারে)।

কিন্তু পণ্যের ব্যয়-দাম কেবল = £ ৫০০ (স্থিতিশীল মূলধনের ক্ষয়-ক্ষতি বাবদ £ ২০ এবং আবর্তনশীল মূলধন বাবদ £ ৪৮০)।

যাই হোক, পণ্যের ব্যয়-দাম এবং অগ্রিম-দত্ত মূলধনের মধ্যে এই পার্থক্য কেবল এটাই প্রমাণ করে যে, পণ্যের ব্যয়-দাম গঠিত হয় একান্ত ভাবেই তার উৎপাদনে বস্তুতই পরিভুক্ত মূলধনের দ্বারা।

পণ্যের উৎপাদনে নিয়োজিত হয়েছিল £১,২০০ মূল্যের উৎপাদনের উপায়সমূহ, কিন্তু এই অগ্রিম-দত্ত মূলধন-মূল্যের মধ্যে মাত্র £২০ উৎপাদনে হারিয়ে যায়। অতএব নিয়োজিত স্থিতিশীল মূলধন কেবল আংশিক ভাবেই প্রবেশ করে পণ্যের ব্যয়-দামটিতে কেননা এটা কেবল আংশিক ভাবেই উৎপাদনে পরিভুক্ত হয়। নিয়োজিত আবর্তনশীল মূলধন পণ্যের ব্যয়-দামে প্রবেশ করে সামগ্রিক ভাবে, কেননা তা উৎপাদনে পরিভুক্ত হয় সামগ্রিক ভাবেই। কিন্তু এতে কেবল এটাই কি প্রমাণিত হয় না যে স্থিতিশীল ও আবর্তনশীল মূলধনের পরিভুক্ত অংশগুলি তাদের নিজ নিজ মূল্যের আয়তনের সঙ্গে একেবারে **হারাহারি ভাবে** পণ্যের ব্যয়-দামের মধ্যে প্রবেশ করে এবং পণ্যের মূল্যের এই অংশটি উদ্ভূত হয় সম্পূর্ণভাবে তার উৎপাদনে ব্যয়িত মূলধনের সঙ্গে? যদি

তাই না হত, তা হলে ব্যাখ্যা করা যেত না কেন £১,২০০ পরিমাণ অগ্রিম-দত্ত স্থিতিশীল মূলধন, উৎপাদনশীল প্রক্রিয়ায় যা তা হারিয়েছে সেই £২০ বাদে, উপহার দেবে না বাকি £১,১৮০, যা তা হারায় না।

সুতরাং ব্যয়-দামের গণনা প্রসঙ্গে স্থিতিশীল এবং আবর্তনশীল মূল্যের মধ্যে এই যে পার্থক্য, তা কেবল সপ্রমাণ করে সম্প্রসারিত মূলধন-মূল্য থেকে, কিংবা শ্রম সমেত উৎপাদনের ব্যয়িত উপাদানসমূহের জন্য ধনিক নিজে যে দাম দিয়েছে সেই দাম থেকে, ব্যয় দামের আপাত উৎপত্তিকে। অন্য দিকে, মূল্য-গঠনের ক্ষেত্রে, শ্রম-শক্তিতে বিনিয়োজিত মূলধনের অস্থির অংশটি এখানে সজোরে একাত্ম করে দেখানো হয় আবর্তনশীল মূলধন শিরোনামের অধীনে স্থির মূলধনের সঙ্গে (মূলধনের সেই অংশ, যে-অংশটি গঠিত হয় উৎপাদনের সামগ্রীসমূহ নিয়ে) এবং এর ফলে সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় মূলধনের স্বয়ংসম্প্রসারণের রহস্যময়তা।[১]

এ পর্যন্ত আমরা আলোচনা করেছি পণ্যের মূল্যের একটি মাত্র উপাদান, যথা ব্যয়-দাম। আমরা অবশ্যই এখন মনোযোগ দেব পণ্যের মূল্যের অন্য উপাদানটির প্রতি, যথা ব্যয়-দামের উপরে বাড়তিটির প্রতি, অর্থাৎ উদ্বৃত্ত-মূল্যের প্রতি। তা হলে, প্রথমতঃ, উদ্বৃত্ত মূল্য হল একটি পণ্যের ব্যয়-দামের উপরে বাড়তি মূল্য। কিন্তু যেহেতু ব্যয়-দামটি সমান হয় পরিভুক্ত মূলধনের সঙ্গে, যার বস্তুগত উপাদানগুলিতে সেটি ক্রমাগত পুনঃরূপান্তরিত হয়, সেইহেতু এই বাড়তি মূল্যটা হচ্ছে পণ্যটির উৎপাদনে ব্যয়িত মূলধনের মূল্যে একটি সংযোজন, যা ফিরে আসে সঙ্কলনের মাধ্যমে।

আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি, যদিও উ, তথা উদ্বৃত্ত-মূল্য, উদ্ভূত হয় অস্থির মূলধন অ-এর মূল্যে কেবল একটি পরিবর্তন থেকে এবং, অতএব, মূলতঃ অস্থির মূলধনের কেবল একটি বৃদ্ধি ছাড়া কিছু নয়, তবু উৎপাদন সম্পন্ন হয়ে যাবার পরে এটা তদুপরি স+অ-এরও ব্যয়িত মোট মূলধনেরও একটি বৃদ্ধি ঘটায়। স+(অ+উ) সূত্রটি, যেটি নির্দেশ করে যে উ উৎপাদিত হয় শ্রম-শক্তির জন্য অগ্রিম-দত্ত একটি নির্দিষ্ট মূলধন-মূল্য অ-কে একটি হোল বৃদ্ধিশীল রাশিতে অর্থাৎ একটি স্থির রাশিকে একটি পরিবর্তনশীল রাশিতে রূপান্তরিত করার মাধ্যমে, সেই (স+অ)+উ হিসাবেও প্রকাশ করা যায়। উৎপাদন সংঘটনের আগে আমাদের ছিল £৫০০ পরিমাণ মূলধন। উৎপাদন সম্পূর্ণ হয়ে যাবার পরে আমরা পেলাম £৫০০ যোগ £১০০ পরিমাণ একটি মূল্যবৃদ্ধি।[২]

১. প্রথম গ্রন্থে (Kap. VII, 3, S. 219/206 ff) [ইং সংস্করণ: Ch. IX, 3, p. 225 ff—ইং সং সম্পাদক] আমরা এন ডবল্যু সিনিয়র-এর দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখিয়েছি এর ফলে অর্থনীতিবিদের মনে কী বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে।

২. আগে যা বলা হয়েছে, তা থেকে আমরা জানি যে, উদ্বৃত্ত-মূল্য হচ্ছে অ-এর, মূলধনের যে অংশ রূপান্তরিত হয় শ্রম-শক্তিতে সেই অংশটির মূল্যে একটি পরিবর্তনের ফল; কাজে কাজেই অ+উ=অ+Δঅ (কিংবা অ যোগ অ-এর একটি বৃদ্ধি)। কিন্তু,

যাই হোক, উদ্বৃত্ত-মূল্য অগ্রিম-দত্ত মূলধনের কেবল সেই সেই অংশেরই বৃদ্ধি ঘটায় না, যে অংশটি প্রবেশ করে স্বয়ং-সম্প্রসারণ প্রক্রিয়ায়। অন্য ভাবে বলা যায়, এটা কেবল সেই পরিভুক্ত মূলধনের সঙ্গেই একটি সংযোজন নয়, পণ্যের ব্যয়-দাম থেকে যার প্রতিপূরণ করা হয়েছে, পরন্তু উৎপাদনে বিনিয়োজিত সমস্ত মূলধনের সঙ্গেই একটি সংযোজন। উৎপাদন-প্রক্রিয়ার আগে আমাদের ছিল £১,৬৮০ পরিমাণ মূল্যের একটি মূলধন, যথা উৎপাদন-উপায়ে বিনিয়োজিত £১,২০০ পরিমাণ স্থিতিশীল মূলধন, যার মাত্র £২০ যায় পণ্যের মূল্যে ক্ষয়-ক্ষতি বাবদে, যোগ উৎপাদন-সামগ্রী ও মজুরিতে বিনিয়োজিত £৪৮০ পরিমাণ আবর্তনশীল মূলধন। উৎপাদন-প্রক্রিয়ার পরে আমরা পাই £১,১৮০ উৎপাদনশীল মূলধনের মূল্যের একটি সংগঠনী উপাদান হিসাবে, যোগ £৬০০ পরিমাণ একটি পণ্য-মূলধন। এই দুটি মূল্যের পরিমাণকে যোগ করে আমরা দেখি যে ধনিকের এখন আছে £১,৭৮০ পরিমাণ মূল্য। তার অগ্রিম-দত্ত মোট মূলধন £১,৬৮০ বাদ দেবার পরে থাকে £১০০ পরিমান একটি মূল্য-সংবৃদ্ধি। অতএব £১০০ পরিমাণ উদ্বৃত্ত-মূল্য যেমন বিনিয়োজিত £১,৬৮০-র ক্ষেত্রে, তেমনি উৎপাদন-কালে ব্যয়িত তার £৫০০ পরিমাণ ভগ্নাংশের ক্ষেত্রেও একটি সংবৃদ্ধি।

এখন ধনিকের কাছে এটা পরিষ্কার যে মূল্যের এই সংবৃদ্ধি উদ্ভূত হয় মূলধনের সাহায্যে আরব্ধ উৎপাদনশীল প্রক্রিয়া সমূহ থেকে, অতএব স্বয়ং মূলধন থেকেই, কেননা উৎপাদনশীল প্রক্রিয়ার পরেই এটা পাওয়া যায়, উৎপাদনশীল প্রক্রিয়ার আগে পাওয়া যায় না। উৎপাদনে পরিভুক্ত মূলধনের বেলায়, উদ্বৃত্ত-মূল্য প্রতীয়মান হয় উৎপাদনের উপায়-উপকরণ ও শ্রম নিয়ে গঠিত তার সমস্ত মূল্য-উপাদান সমূহ থেকে উদ্ভূত বলে। কেননা এই সমস্ত উপাদানসমূহই ব্যয়-দামের গঠন ক্রিয়ায় সমভাবে অবদান যোগায়। উৎপন্ন সামগ্রীটির মূল্যের সঙ্গে তাদের সকলেই তাদের মূল্য সংযোজিত করে, অগ্রিম-দত্ত মূলধনের আকারে, এবং কেউই চিহ্নিত হয়না মূল্যের স্থির ও অস্থির রাশি হিসাবে। এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে আমরা যদি মুহূর্তের জন্য ধরে নিই যে, সমস্ত ব্যয়িত মূলধনটাই গঠিত ছিল হয় একান্ত ভাবেই মজুরি দিয়ে আর নয়তো একান্ত ভাবেই উৎপাদনের উপায়-উপকরণের মূল্য দিয়ে। প্রথম ক্ষেত্রে, তাহলে আমাদের থাকা উচিত, $৪০০_{স} + ১০০_{অ} + ১০০_{উ}$-এর পণ্য-মূল্যের পরিবর্তে, $৫০০_{অ} + ১০০_{উ}$ পণ্য-মূল্য। মজুরি বাবদে ব্যয়িত £৫০০ পরিমাণ মূলধন প্রতিনিধিত্ব করে £৬০০ পরিমাণ পণ্য-মূল্যের উৎপাদনে ব্যয়িত সমস্ত শ্রমের মূল্য, এবং ঠিক এই কারণেই তা গঠন করে গোটা

এই যে ঘটনা যে, অ একাই পরিবর্তিত হয়, এবং সেই পরিবর্তনের অবস্থাগুলি থাকে এই ঘটনাটির দ্বারা প্রচ্ছন্ন যে, মূলধনের অস্থির উপাদানটিতে এই বৃদ্ধির ফলে অগ্রিম-দত্ত মূলধনের মোট পরিমাণটিতেও বৃদ্ধি ঘটে। এটা শুরুতে ছিল £৫০০ এবং এখন হল £৫৯০। (Buch I Kap. VII, 1, S. 203/195) (ইং সং : Ch. IX, 1, p. 214, সম্পাদক)।

উৎপন্নটির ব্যয়-দাম। কিন্তু এই ব্যয়-দামের গঠনক্রিয়াটি, যার দ্বারা ব্যয়িত মূলধনের মূল্য পুনরুৎপাদিত হয় উৎপন্ন-সামগ্রীটির মূল্যের সংগঠনী অংশ হিসাবে, সেটিই হচ্ছে পণ্য-মূল্য গঠনে একমাত্র প্রক্রিয়া যেটি আমাদের কাছে পরিজ্ঞাত। কেমন করে তার উদ্বৃত্ত-মূল্য অংশ, £ ৩০, গঠিত হয়, তা আমাদের কাছে অপরিজ্ঞাত। এই একই কথা দ্বিতীয় ক্ষেত্রটিতেও প্রযোজ্য, যেখানে পণ্য-মূল্য হচ্ছে = ৫০০$_স$ + ১০০$_উ$। উভয় ক্ষেত্রেই আমরা জানি যে উদ্বৃত্ত-মূল্য আহৃত হয় একটি নির্দিষ্ট মূল্য থেকে, কারণ এই মূল্যটি অগ্রিম দেওয়া হয়েছিল উৎপাদনশীল মূলধনের আকারে, তা শ্রমের আকারেই হোক কিংবা উৎপাদন-উপায়ের আকারেই হোক। অন্য দিকে, এই অগ্রিম-দত্ত মূলধন-মূল্য এই কারণে উদ্বৃত্ত-মূল্য গঠন করতে পারে না যে এটা ব্যয়িত হয়ে গিয়েছে এবং অতএব এটা গঠন করে পণ্যের ব্যয়-দাম। ঠিক যেহেতু এটা গঠন করে পণ্যের ব্যয়-দাম, সেই হেতুই এটা গঠন করে না কোনো উদ্বৃত্ত-মূল্য, গঠন করে কেবল একটি প্রতিমূল্য, ব্যয়িত মূলধন প্রতিস্থাপনকারী একটি মূল্য। সুতরাং যখন এটা গঠন করে একটি উদ্বৃত্ত-মূল্য, তখন এ সেটা করে তার ব্যয়িত মূল্যের বিশেষ ভূমিকায় নয়, বরং অগ্রিম-দত্ত, অতএব ব্যবহৃত মূলধন হিসাবেই। এই কারণেই উদ্বৃত্ত-মূল্য যতটা উদ্ভূত হয় অগ্রিম-দত্ত মূল্যের সেই অংশটি থেকে, যেটি প্রবেশ করে পণ্যের ব্যয়-দামে ততটাই উদ্ভূত হয় সেই অংশটি থেকে যেটি প্রবেশ করে না পণ্যের ব্যয়-দামে। সংক্ষেপে বলা যায় যে, এটা সমভাবে উদ্ভূত হয় ব্যবহৃত মূলধনের স্থিতিশীল এবং আবর্তনশীল অংশ দুটি থেকে। মোট মূলধনটা বস্তুগত ভাবে কাজ করে উৎপন্ন-সম্ভারের, শ্রমের উপায় ও উৎপাদনের সামগ্রীর, স্রষ্টা হিসাবে এবং সেবা করে শ্রমকে। গোটা মূলধনটাই বস্তুগত ভাবে প্রবেশ করে বাস্তব শ্রম-প্রক্রিয়ায়, যদিও তার একটা অংশমাত্র প্রবেশ করে স্বয়ং-সম্প্রসারণের প্রক্রিয়ায়। সম্ভবতঃ এটাই হল সেই কারণ, যার জন্য ব্যয়-দাম গঠনে তা মাত্র আংশিক ভাবে অবদান যোগায়, যদিও উদ্বৃত্ত-মূল্য গঠনে তা অবদান যোগায় সমগ্র ভাবে। যাই হোক না কেন, ফল দাঁড়ায় এই যে উদ্বৃত্ত-মূল্যের উদ্ভব ঘটে একই সঙ্গে বিনিয়োজিত মূলধনের সমস্ত অংশ থেকে। এই সিদ্ধান্তটি বেশ কিছুটা সংক্ষেপিত করে, তীক্ষ্ণ ও যথাযথ ভাবে, ম্যালথাস-এর ভাষায়, এই ভাবে ব্যক্ত করা যায়: "ধনিক··· যে মূলধন অগ্রিম দেয়, তার সমস্ত অংশ বাবদ সমান মূলধন প্রত্যাশা করে।"[১]

মোট অগ্রিম-দত্ত মূলধনের সন্তান হিসাবে তার যে ভূমিকা ধরে নেওয়া হয়েছে, সেই ভূমিকায় উদ্বৃত্ত-মূল্য ধারণ করে মুনাফার রূপান্তরিত রূপ। অতএব, একটি বিশেষ মূল্য মূলধন হয়, যখন তাকে বিনিয়োগ করা হয় মুনাফা উৎপাদনের উদ্দেশ্যে[২],

---

১. ম্যালথাস, *Principles of Political Economy*, দ্বিতীয় সংস্করণ, লণ্ডন, ১৮৩৬, পৃঃ ২৬৮।

২. "মুনাফার উদ্দেশ্যে যা ব্যয় করা হয়, তাই হচ্ছে মূলধন।" ম্যালথাস, *Definitions in Political Economy*, লণ্ডন, ১৮২৭, পৃঃ ৮৬।

অথবা মুনাফার উদ্ভব হয়, যেহেতু একটি বিশেষ মূল্যকে নিয়োগ করা হয়েছিল মূলধন হিসাবে। ধরা যাক, মুনাফা হচ্ছে মু। তা হলে প=স+অ+উ=ব+উ এই সূত্রটি পরিবর্তিত হয় প=ব+মু এই সূত্রে, অথবা **একটি পণ্যের মূল্য=ব্যয়-দাম+মুনাফা।**

মুনাফাকে এখানে যেভাবে উপস্থিত করা হল, তাতে তা আর উদ্বৃত্ত-মূল্য একই, কেবল একটু রহস্যমণ্ডিত রূপে, যা আবার ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতিরই একটি আবশ্যিক অনুষঙ্গ। উৎপাদন-প্রক্রিয়া চলাকালে মূল্যের পরিব্যক্তির জন্ম-বিকাশ ঘটে, তাকে অবশ্যই স্থানান্তরিত করতে হবে মূলধনের অস্থির অংশ থেকে সমগ্র মূলধনে, কেননা ব্যয়-দামের যে গঠন ধরে নেওয়া হয়েছে, তাতে স্থির এবং অস্থির মূলধনের মধ্যে বাহ্যতঃ কোনো পর্থেক্য নেই। কেননা এক প্রান্তে শ্রম-শক্তির দাম ধারণ করে মজুরির পরিব্যক্ত রূপ, আর বিপরীত প্রান্তে উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মপ্রকাশ করে মুনাফার পরিব্যক্ত রূপে।

আমরা দেখেছি যে একটি পণ্যের ব্যয়-দাম তার মূল্যের চেয়ে কম। যেহেতু প=ব+উ, সেই হেতু ব=প−উ। প=ব+উ সূত্রটি নিজেকে পর্যবসিত করে প+ব-এ, কিংবা পণ্য-মূল্য=পণ্য-দাম কেবল তখনি যখন উ=০, ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের ভিত্তিতে কখনো যা ঘটে না, যদিও বাজারের বিশেষ অবস্থা পণ্যের বিক্রয়-দামকে তার ব্যয়-দামের পর্যায়ে, এমন কি তার চেয়ে নিচু পর্যায়েও নামিয়ে দিতে পারে।

অতএব যদি একটি পণ্য তার মূল্যে বিক্রি হয়, তা হলে পাওয়া যায় একটি মুনাফা. যা হবে তার মূল্য তার ব্যয়-দামের চেয়ে যতটা বেশি, ঠিক ততটা এবং তাই তা হবে উক্ত পণ্যের মধ্যে বিধৃত গোটা উদ্বৃত্ত-মূল্যটার সমান। কিন্তু ধনিক যখন একটা পণ্য তার মূল্যের চেয়ে নিচেও বিক্রি করে, তখনো সে একটা মুনাফাতেই তা বিক্রি করতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত তার বিক্রয়-দাম তার ব্যয়-দামের চেয়ে বেশি হয়, যদিও তা হতে পারে তার মূল্যের চেয়ে কম, ততক্ষণ অবধি তার মধ্যে বিধৃত উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি অংশ সব সময়েই বাস্তবায়িত করা যায়, অতএব পাওয়া যায় একটি মুনাফা। আমাদের দৃষ্টান্তটিতে পণ্যের মূল্য হচ্ছে £৬০০ এবং ব্যয়-দাম £৫০০। পণ্যটি যদি বিক্রি হয় £৫১০, ৫২০, ৫৩০, ৫৬০ বা ৫৯০-এ, তা হলে সেটা যথাক্রমে বিক্রি হয় তার মূল্যের চেয়ে £৯০, ৮০, ৭০, ৪০ বা ১০ কমে। তবু তার বিক্রি থেকে £১০, ২০, ৩০, ৬০ বা ৯০ পরিমাণ একটি মুনাফা পাওয়া যায়। একটি পণ্যের মূল্য এবং তার ব্যয়-দামের মধ্যে স্পষ্টতই সম্ভব অনির্দিষ্ট-সংখ্যক বিক্রয়-দাম। পণ্যের মূল্যে উদ্বৃত্ত-মূল্যের উপাদান যত বেশি থাকে, মধ্যবর্তী এই দামগুলির সম্ভাব্য তালিকাও তত দীর্ঘ হয়।

প্রতিযোগিতার নিছক দৈনন্দিন ব্যাপারগুলির চেয়ে, বাজারে যেমন, চলতি দামের চেয়ে নিচু দামে বিক্রি, শিল্পের কয়েকটি শাখায় অস্বাভাবিক রকমের কম পণ্যদাম

ইত্যাদির মত ব্যাপারগুলির চেয়ে, বেশি কিছু ব্যাখ্যা এ থেকে পাওয়া যায়।[১] ধনতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার এই যে মৌল নিয়ম, যাকে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি এত কাল ধরতে পারে নি, এই যে নিয়ম, যা নিয়ন্ত্রিত করে মুনাফার সাধারণ হারটিকে এবং তার দ্বারা নির্ধারিত তথাকথিত উৎপাদন-দামগুলিকে, সেটির ভিত্তি হচ্ছে পণ্যের মূল্য এবং ব্যয়-দামের মধ্যে এই পার্থক্য, এবং তার ফলে পণ্যের মূল্যের চেয়ে কমে তার বিক্রির সম্ভাব্যতা —যা আমরা পরে দেখতে পাব।

পণ্যের বিক্রয়-দামের ন্যূনতম সীমা হচ্ছে তার ব্যয়-দাম। যদি তা বিক্রি হয় তার ব্যয়-দামের চেয়ে কম দামে, তা হলে তার বাবদে ব্যয়িত উৎপাদনশীল উপাদানগুলিকে আর পুরোপুরি প্রতিস্থাপন করা যায় না। যদি এই প্রক্রিয়াটি চলতে থাকে, তা হলে অগ্রিম-দত্ত মূলধনটির মূল্য অন্তর্হিত হয়ে যায়। একমাত্র এই দৃষ্টিকোণ থেকেই, ধনিকের মতি হয় ব্যয়-দামকেই পণ্যের প্রকৃত অন্তর্মূল্য হিসাবে গণ্য করতে, কারণ তার মূলধনের নিছক সংরক্ষণের জন্য এই দামটাই আবশ্যক হয়। কিন্তু তা ছাড়া এটাও আছে যে একটি পণ্যের ব্যয়-দাম হচ্ছে স্বয়ং ধনিক কর্তৃক প্রদত্ত ক্রয়-দাম, যা সে দেয় সেটার উৎপাদনের জন্য; সুতরাং সেটা হচ্ছে খোদ উৎপদন-প্রক্রিয়ার দ্বারা নির্ধারিত ক্রয়-দাম। এই কারণেই, পণ্যের বিক্রয় থেকে উপলব্ধ বাড়তি মূল্য, বা উদ্বৃত্ত-মূল্য, ধনিকের চোখে দেখা দেয় তার ব্যয়-দামের উপরে তার মূল্যের বাড়তি হিসাবে নয়, পরিবর্তে তার মূল্যের উপরে তার ব্যয়-দামের বাড়তি হিসাবে, যার দরুন পণ্যের মধ্যে বিধৃত উদ্বৃত্ত-মূল্য তার বিক্রয়ের মাধ্যমে উপলব্ধ হয় না, উদ্ভূত হয় খোদ তার বিক্রয় থেকেই। এই বিভ্রমটি নিয়ে আমরা প্রথম গ্রন্থে (Kap: IV, 2*) ("মূলধনের সাধারণ সূত্রে বিবিধ স্ববিরোধ") বিশেষ ভাবে আলোচনা করেছি, কিন্তু মুহূর্তের জন্য আবার ফিরে এলাম সেই রূপটিতে, যে রূপে, অন্যান্যদের সঙ্গে, টরেন্স সেটিকে পুনর্ঘোষণা করেছেন রাষ্ট্রিয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে রিকার্ডোর পরে একটি অগ্রগামী পদক্ষেপ হিসাবে।

"স্বাভাবিক দাম গঠিত হয় উৎপাদন-ব্যয়ের দ্বারা, কিংবা অন্য ভাবে বলা যায়, পণ্য উৎপাদনে বা নির্মাণে ব্যয়িত মূলধনের দ্বারা; তা মুনাফাকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে না।……আমরা ধরে নিচ্ছি, কৃষক তার ক্ষেত চাষ করতে ব্যয় করে একশ কোয়ার্টার ফসল এবং প্রতিদানে পায় একশ কুড়ি কোয়ার্টার ফসল। এক্ষেত্রে এই কুড়ি কোয়ার্টার হল ব্যয়ের উপরে ফলনের বাড়তি পরিমাণ, অতএব কৃষকের মুনাফা; কিন্তু এই বাড়তিকে বা মুনাফাকে ব্যয়ের একটি অংশ হিসাবে অভিহিত করা হবে এক আজগুবি ব্যাপার।……মালিক-শিল্পোৎপাদক ব্যয় করে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কাঁচামাল, কাজের যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ার এবং শ্রমিকের জীবন-ধারণের দ্রব্যসামগ্রী এবং

১. Buch I, Kap. XVIII, 1, S 571/561 ff. [Eng. edition ch. XX 1, p. 549 ff—*Ed.*]

* ইং সংস্করণ: Ch. V, 2—Ed.

প্রতিদানে পায় একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ তৈরি জিনিস। এই তৈরি জিনিসের অবশ্যই থাকতে হবে তার উৎপাদনের জন্য যে কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ও জীবন-ধারণের দ্রব্য-সামগ্রী অগ্রিম দেওয়া হয়েছিল, তার চেয়ে বেশি পরিমাণ বিনিময়-মূল্য।" এ থেকে টরেন্স এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ব্যয়-দামের উপরে বিক্রয়-দামের বাড়তি অংশ, অর্থাৎ মুনাফা, অর্জিত হয় এই ব্যাপারটি থেকে যে পরিভোক্তারা "হয় প্রত্যক্ষ, নয়তো পরোক্ষ, পণ্য-বিনিময়ের মাধ্যমে দিয়ে থাকে তাদের উৎপাদন-ব্যয়ের তুলনায় মূলধনের সব কয়টি উপাদানের কিছু বৃহত্তর অংশ।"[১]

বাস্তবিক পক্ষে, একটি নির্দিষ্ট আয়তনের উপরে একটি বাড়তি পরিমাণ সেই আয়তনটিরই একটি অংশ হতে পারে না, এবং অতএব মুনাফাও, ধনিকের ব্যয়ের চেয়ে পণ্যের বাড়তি মূল্যও, সেই ব্যয়েরই একটি অংশ হতে পারে না। সুতরাং যদি ধনিকের অগ্রিম-দত্ত মূল্য ছাড়া অন্য কোনো উপাদান পণ্যের মূল্য-গঠনে প্রবেশ না করে, তা হলে ব্যাখ্যা করা যায় না কিভাবে যতটা মূল্য তার মধ্যে প্রবেশ করেছিল, তার চেয়ে অধিকতর মূল্য তা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে, কেননা শূন্য থেকে কিছু পাওয়া যেতে পারে না। কিন্তু শূন্য থেকে কিছু পাওয়ার এই প্রশ্নটা টরেন্স কেবল এড়িয়ে যান পণ্য-উৎপাদনের পরিধি থেকে তাকে পণ্য-সঞ্চলনের পরিধিতে স্থানান্তরিত করে। তিনি বলেন, উৎপাদন থেকে মুনাফা আসতে পারে না, কেননা তাহলে তা উৎপাদন-ব্যয়ের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত থাকত এবং ঐ ব্যয়ের উপরে কোনো উদ্বৃত্ত হত না। র‍্যামসে উত্তরে বলেন, পণ্যের বিনিময় থেকেও মুনাফা আসতে পারে না, যদি এই বিনিময়ের আগে থেকেই তা না থাকত। বিনিমিত জিনিসগুলির মোট মূল্য স্পষ্টতই এই জিনিসগুলির বিনিময়ে বদলে যেতে পারে না, যে জিনিসগুলিরই তা মোট মূল্য। বিনিময়ের আগে এবং পরে তা একই থাকে। এখানে লক্ষণীয় যে ম্যালথাস স্পষ্টভাবেই প্রামাণ্য হিসাবে টরেন্স-এর বক্তব্যের উল্লেখ করেছেন[২], যদিও মূল্যের চেয়ে বেশিতে পণ্যের বিক্রয় সম্পর্কে তাঁর একটা ভিন্ন ব্যাখ্যা আছে, কিংবা বলা যায় কোনো ব্যাখ্যাই নেই। কেননা এই ধরনের তাবৎ যুক্তি, একদা-খ্যাত ফ্লোজিস্টনের নেতিবাচক ওজনের মত, একই জিনিসে পর্যবসিত না হয়ে যায় না।

ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের যে সমাজ ব্যবস্থায় আধিপত্য, সেখানে এমন কি অ-ধনতান্ত্রিক উৎপাদনকারীও ধনতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার দ্বারা আবিষ্ট। বাস্তবের গভীর উপলব্ধির জন্য যিনি, সাধারণভাবে সুস্বীকৃত, সেই ব্যালজ্যাক তাঁর সর্বশেষ উপন্যাস *Les Paysans*-এ সঠিকভাবে বর্ণনা করেছেন কেমন করে একজন ক্ষুদে চাষী তার মহাজনের, যার আনুকূল্য পেতে চায়, তার জন্য বিনা মূল্যে অনেক ছোট ছোট কাজ করে দেয় এবং ভাবে যে তাকে সে কিছুই বিনামূল্যে দেয় না, কেননা তার নিজের শ্রমের

১. আর. টরেন্স, *An Essay on the Production of Wealth*, London, 1821, pp. 51-53 & 349.

২. ম্যালথাস, *Definitions in PoliticalEconomy*. London, 1853, pp. 70, 71.

জন্য তো তাকে কোনো অর্থ ব্যয় করতে হয় না। আর এই ভাবে তার মহাজন এক ঢিলে দুই পাখি মারে। সে মজুরি বাবদে অর্থ-ব্যয়টা বাঁচায় এবং ক্রমেই আরো বেশি বেশি করে তাকে সুদের জালে জড়ায় কারণ সে তার নিজের ক্ষেতকে শ্রম থেকে বঞ্চিত করে ক্রমে ক্রমে সর্বনাশ ডেকে আনে।

এই যে অবিবেচনা-প্রসূত ধারণা যে পণ্যের ব্যয়-দামই হচ্ছে তার যথার্থ মূল্য, এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যের উদ্ভব ঘটে উৎপন্নটিকে তার মূল্যের বেশিতে বিক্রয় করা থেকে, যাতে করে পণ্যের বিক্রয়-দামকে যদি হতে হয় তার ব্যয়-দামের সমান অর্থাৎ তাকে যদি হতে হয় পরিভুক্ত উৎপাদন-উপায় যোগ মজুরির সমান, তা হলে পণ্যকে বিক্রি করতে হবে তার মূল্যের সমানে—এই যে অবিবেচনা-প্রসূত ধারণা করেছেন প্রুধোঁ তাকে তার স্বভাবসুলভ আধা-বৈজ্ঞানিক চালাকি অনুযায়ী বিশ্বের কাছে উপস্থিত করেছেন সমাজতন্ত্রের একটি নোতুন আবিষ্কৃত রহস্য হিসাবে। বস্তুতঃ পক্ষে, পণ্যের মূল্যকে তার ব্যয়-দামে পর্যবসিত করার এই ব্যাপারটাই হচ্ছে তাঁর 'জনতা-ব্যাংক'-এর ভিত্তি। ইতিপূর্বে দেখানো হয়েছিল যে একটি উৎপন্নের মূল্যের বিভিন্ন উপাদানকে উপস্থাপিত করা যায় খোদ উৎপন্নটিরই বিবিধ আনুপাতিক অংশে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ (Buch I, Kap. VII, 2, S. 211/203*), যদি ২০ পাউণ্ড সুতোর মূল্য হয় ৩০ শিলিং—যথা, উৎপাদন-উপায় ২৪ শিলিং, শ্রমশক্তি ৩ শিলিং, এবং উদ্বৃত্ত-মূল্য ৩ শিলিং, তা হলে এই উদ্বৃত্ত-মূল্যকে উপস্থাপিত করা যায় উৎপাদনটির $\frac{1}{10}$ হিসাবে= ২ পাউণ্ড সুতো হিসাবে। যদি এই ২০ পাউণ্ড সুতো এখন তার ব্যয়-দামে ২৭ শিলিংয়ে বিক্রি করা হয়, তা হলে ক্রেতা ২ পাউণ্ড সুতো পায় কিছু না দিয়েই, অথবা জিনিষটি বিক্রি হয় তার মূল্যের চেয়ে $\frac{1}{10}$ কমে। শ্রমিক কিন্তু আগের মতই সম্পন্ন করেছে তার উদ্বৃত্ত-শ্রম, তবে ধনিক সুতো-উৎপাদনকারীর জন্য না করে, এবারে করেছে সুতো-ক্রেতার জন্য। এটা ধরে নেওয়া একেবারে ভুল হবে যে যদি সমস্ত পণ্যই তাদের নিজ নিজ ব্যয়-দামে বিক্রি হত, তা হলে ফল হ'ত বস্তুতঃ পক্ষে একই যেন তারা সকলে বিক্রি হয়েছে তাদের ব্যয়-দামের উপরে, কিন্তু তাদের মূল্যের সমানে। কারণ এমনকি যদি শ্রম-শক্তির মূল্য, কর্ম-দিবসের দৈর্ঘ্য এবং শ্রম শোষণের মাত্রা সর্বত্র একই হত, তা হলেও বিভিন্ন প্রকারের পণ্যের মূল্যসমূহের মধ্যে বিধৃত বিবিধ পরিমাণের উদ্বৃত্ত-মূল্য, তাদের উৎপাদনের জন্য অগ্রিম-দত্ত মূলধনের অঙ্গগত গঠন অনুযায়ী, হবে অসমান।[1]

* ইং সংস্করণ : Ch. IX, 2, pp 220-21—*Ed.*

১. শ্রম-শক্তির মূল্য যদি থাকে নির্দিষ্ট এবং তার শোষণের হার যদি হয় সমান, তাহলে বিভিন্ন ধনিকের দ্বারা উৎপাদিত মূল্য ও উদ্বৃত্ত-মূল্যসমূহ এই সমস্ত মূলধনের অস্থির উপাদানগুলির বিভিন্ন পরিমাণ, অর্থাৎ তাদের উপাদানগুলি, জীবন্ত শ্রম-শক্তিতে রূপান্তরিত হবার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয় প্রত্যক্ষভাবে। (Buch I, Kap. IX, S 312/303 ইং সংস্করণ : Ch. XI, pp. 306-07—*Ed.*)

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুনাফার হার

মূলধনের সাধারণ সূত্র হল অ—প—অ´। অন্য ভাবে বলা যায়, মূল্যের একটা পরিমাণকে সঞ্চলনে নিক্ষেপ করা হয় তা থেকে একটা বৃহত্তর পরিমাণ নিষ্কাশিত করে নেবার উদ্দেশ্যে। যে প্রক্রিয়াটি এই বৃহত্তর পরিমাণটিকে উৎপাদন করে, সেটি হল ধনতান্ত্রিক উৎপাদন। যে প্রক্রিয়াটি তাকে বাস্তবায়িত করে, সেটি হল মূলধনের সঞ্চলন। ধনিক পণ্যের জন্যই পণ্য উৎপাদন করে না, তার ব্যবহার মূল্যের জন্যও নয় কিংবা তার নিজের পরিভোগের জন্যও নয়। যে দ্রব্যটিতে ধনিকের সত্যিকার আগ্রহ, সেটি নিরেট দ্রব্যটি নয়, সেটি তার দ্বারা পরিভুক্ত মূলধনটির মূল্যের উপরে তার বাড়তি মূল্যটি। উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনে তার উপাদানগুলির বিভিন্ন ভূমিকা-নির্বিশেষে, ধনিক মোট মূলধন অগ্রিম দেয়। সে যে এই উপাদানগুলিকে অগ্রিম দেয় সমান ভাবে, তা অগ্রিমদত্ত মূলধনের নিছক পুনরুৎপাদনের জন্য নয় বরং তার উপরে বাড়তি মূল্য উৎপাদনের জন্য। একমাত্র যে উপায়ে সে তার অগ্রিম অস্থির মূলধনের মূল্যটিকে রূপান্তরিত করতে পারে একটি বৃহত্তর মূল্যে, সেই উপায়টি হল জীবন্ত শ্রমের সঙ্গে তাকে বিনিময় করে, জীবন্ত শ্রমকে শোষণ করে। কিন্তু সে এই শ্রমকে শোষণ করতে পারে না, যদি সে এই শ্রম সম্পাদনের প্রয়োজনগুলিকে, যথা শ্রমের উপায় এবং শ্রমের বিষয়, যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালকে, যুগপৎ অগ্রিম না দেয় অর্থাৎ যদি সে তার হস্তস্থিত মূল্যের একটি পরিমাণকে উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনসমূহের রূপে রূপান্তরিত না করে; কেননা সে হল একজন ধনিক এবং সে পারে শ্রম-শোষণের প্রক্রিয়া আরম্ভ করতে কারণ শ্রমের বিবিধ প্রয়োজনের মালিক হবার দরুন, সে শ্রমিকের সম্মুখীন হয় কেবল শ্রম-শক্তির মালিক হিসাবে। প্রথম গ্রন্থে ইতিপূর্বেই যা বলা হয়েছে* উৎপাদনের উপায়-উপকরণের মালিকানা ভোগ করে অশ্রমিকেরা, এই যে ঘটনা—ঠিক এই ঘটনাটাই শ্রমিকদের রূপান্তরিত করে মজুরি-শ্রমিকে এবং অ-শ্রমিকদের রূপান্তরিত করে ধনিকে।

ধনিকের এতে কিছু মাথাব্যথা নেই যে কে কেমন ভাবছে: সে স্থির মূলধন অগ্রিম দেয় অস্থির মূলধন থেকে মুনাফা করার জন্য, না, সে অস্থির মূলধন অগ্রিম দেয় স্থির মূলধনের মূল্য বৃদ্ধির জন্য; সে মজুরিতে অর্থ বিনিয়োগ করে তার যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের মূল্য বাড়াবার জন্য, না, সে যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালে অর্থ বিনিয়োগ করে শ্রমকে শোষণ করতে সক্ষম হবার জন্য। যদিও মূলধনের অস্থির অংশই কেবল উদ্বৃত্ত-

* ইং সং: Vol. I pp. 168—69, 714—16—*Ed.*

মূল্য সৃষ্টি করে, কিন্তু সে তা করে কেবল যদি অন্যান্য অংশগুলি, উৎপাদনের প্রয়োজনগুলি, অনুরূপভাবে অগ্রিম-দত্ত হয়। কেবল স্থির মূলধন অগ্রিম দিয়েই ধনিক পারে শ্রমিককে শোষণ করতে এবং কেবল অস্থির মূলধন অগ্রিম দিয়ে সে পারে তার স্থির মূলধনকে সদ্ব্যবহার করতে—এটা দেখে সে তার কল্পনায় তাদের সকলকেই একাকার করে ফেলে, এবং আরো বেশি এই কারণে যে তার লাভের আসল হার অস্থির মূলধনের সঙ্গে তার অনুপাতের দ্বারা নির্ধারিত হয় না নির্ধারিত হয় মোট মূলধনের সঙ্গে তার অনুপাতের দ্বারা, উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারের দ্বারা নয়, পরন্তু মুনাফার হারের দ্বারা। এবং এই শেষোক্তটি একই থাকতে পারে অথচ প্রকাশ করে উদ্বৃত্ত-মূল্যের বিভিন্ন হারকে।

উৎপন্নের ব্যয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় ধনিকের দ্বারা ব্যয়িত তার মূল্যের সব কয়টি উপাদান কিংবা যার জন্য সে উৎপাদনে নিক্ষেপ করেছে একটি তুল্যমূল্য। এই ব্যয়গুলি অবশ্যই প্রতিপূরণ করতে হবে যাতে করে মূলধন সংরক্ষিত হয় কিংবা তার মূল আয়তনে পুনরুৎপাদিত হয়।

পণ্যের মধ্যে বিধৃত মূল্য তার উৎপাদনে ব্যয়িত শ্রম-সময়ের সমান এবং এই শ্রমের পরিমাণ ধারণ করে মজুরি-দত্ত ও মজুরি বঞ্চিত দুটি অংশকেই। কিন্তু ধনিকের কাছে পণ্যের ব্যয় ধারণ করে তার মধ্যে বস্তু-রূপায়িত শ্রমের কেবল সেই অংশটি, যার জন্য সে মজুরি দিয়েছে। পণ্যের মধ্যে বিধৃত উদ্বৃত্ত-শ্রমের জন্য ধনিককে কিছু ব্যয় করতে হয় না, যদিও মজুরি-দত্ত অংশটির মতই শ্রমিককে তার জন্য ব্যয় করতে হয় তার শ্রম, এবং যদিও তা সৃষ্টি করে মূল্য এবং পণ্যের মধ্যে প্রবেশ করে ঠিক মজুরি-দত্ত শ্রমের মতই একটি মূল্য-সৃজনী উপাদান হিসাবে। ধনিকের মুনাফা আসে এই ঘটনাটি থেকে যে বিক্রি করার জন্য তার এমন কিছু আছে যার জন্য সে কোনো ব্যয় করে নি। উদ্বৃত্ত-মূল্য, বা মুনাফা, গঠিত হয় পণ্যের ব্যয়-দামের উপরে ঠিক এই বাড়তি মূল্যটি দিয়ে অর্থাৎ পণ্যের মধ্যে মূর্তায়িত মজুরি-দত্ত শ্রমের উপরে তার মধ্যে মূর্তায়িত মোট শ্রমের বাড়তি অংশটি দিয়ে। অতএব উদ্বৃত্ত-মূল্য, তা তার উৎপত্তি যাই হোক না কেন, তা হচ্ছে অগ্রিম-দত্ত মোট মূলধনের উপরে একটি উদ্বৃত্ত। মোট মূলধনের সঙ্গে এই উদ্বৃত্তের অনুপাতটি তাই প্রকাশিত হয় এই ভগ্নাংশটি দিয়ে: $\frac{উ}{ম}$, যাতে ম মানে মোট মূলধন। সুতরাং আমরা পাই **মুনাফার হার** $\frac{উ}{ম} = \frac{উ}{স+অ}$, যা উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার $\frac{উ}{অ}$ থেকে আলাদা।

অস্থির মূলধনের সঙ্গে পরিমাপে অস্থির মূল্যের হারকে বলা হয় উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার। মোট মূলধনের সঙ্গে পরিমাপে উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারকে বলা হয় মুনাফার হার। এটা হচ্ছে একই জিনিসের দুটি ভিন্ন পরিমাপ, এবং পরিমাপের মানের পার্থক্যের জন্য এরা প্রকাশ করে এই জিনিসটির ভিন্ন ভিন্ন অনুপাত বা সম্পর্ক।

উদ্বৃত্ত-মূল্যের মুনাফায় রূপান্তরণে উপনীত হতে হবে উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারের

মুনাফার হারে রূপান্তরণ থেকে, এবং উল্টোটা নয়। এবং বাস্তবিক পক্ষে, মুনাফার হারটাই হচ্ছে ইতিহাসের দিক থেকে সূচনাবিন্দু। উদ্বৃত্ত-মূল্য এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার হচ্ছে, তুলনামূলক ভাবে, সেই অদৃশ্য ও অজ্ঞাত অন্তর্বস্তু, যা দাবি করে অনুশীলন, আর মুনাফার হার এবং অতএব মুনাফার আকারে উদ্বৃত্ত-মূল্যের আবির্ভাব প্রকাশ পায় ব্যাপারটির বহির্ভাগে।

একক ধনিকের ক্ষেত্রে, এটা স্পষ্ট যে তার আগ্রহ কেবল পণ্যের উৎপাদনে অগ্রিম-দত্ত মোট মূলধনের সঙ্গে উদ্বৃত্ত-মূল্যের বা বাড়তি মূল্যের সম্পর্কটিতে, যাতে সে তার পণ্য বিক্রয় করে; অন্য দিকে, মূলধনের বিবিধ উপাদানের সঙ্গে এই উদ্বৃত্ত-মূল্যের বিশেষ সম্পর্কটি, ভিতরের সম্পর্কটি তার আগ্রহ উৎপাদন করে না এবং অধিকন্তু এই বিশেষ সম্পর্কটির উপরে, অন্তর্নিহিত সংযোগটির উপরে, অবগুণ্ঠন টেনে দেওয়াতেই তার আগ্রহ থাকে।

যদিও পণ্যের ব্যয়-দামের উপরে তার বাড়তি মূল্য গঠিত হয় অব্যবহিত উৎপাদন প্রক্রিয়ায়, তা হলেও তা উপলব্ধ হয় কেবল সঞ্চলন-প্রক্রিয়ায়, এবং আরো তৎপর ভাবে প্রতিভাত হয় সঞ্চলন-প্রক্রিয়া থেকেই উদ্ভূত বলে, যেহেতু বাস্তবে, প্রতিযোগিতার অধীনে, সত্যকার বাজারে, এটা নির্ভর করে বাজারের অবস্থাবলীর উপরে যে এই উদ্বৃত্ত উপলব্ধ হয় কি হয় না এবং হলে, কতটা হয়। এই ঘটনা নিয়ে এখানে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই যে, যদি একটি পণ্য বিক্রি হয় তার মূল্যের বেশিতে বা কমে, তা হলে সেখানে ঘটে কেবল আরও এক ধরনের উদ্বৃত্ত-মূল্যের বিভাজন, এবং এই ভিন্নতর বিভাজন, এই পরিবর্তিত অনুপাত যাতে বিভিন্ন ব্যক্তি উদ্বৃত্ত-মূল্যে শরিক হয়, তা কোনো ক্রমেই পরিবর্তন ঘটায় না উদ্বৃত্ত-মূল্যের আয়তনে বা প্রকৃতিতে। দ্বিতীয় গ্রন্থে যে রূপান্তরগুলি আলোচিত হয়েছে, সেগুলিই সঞ্চলন প্রক্রিয়ায় একক ভাবে ঘটে না; সেগুলি বাস্তব প্রতিযোগিতা, নিজ নিজ মূল্যের উপরে বা নীচে পণ্যসমূহের বিক্রয় ও ক্রয়ের সঙ্গে সে গুলি ঘটে, যাতে করে একক ধনিকের দ্বারা উপলব্ধ উদ্বৃত্ত মূল্য নির্ভর করে যতটা তার ব্যবসায়ী বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার উপর ততটা তার শ্রমিক শোষণের উপরে।

সঞ্চলনের প্রক্রিয়ায় সঞ্চলনের সময়টা, কাজের সময়ের পাশাপাশি, তার প্রভাব ঘটাতে আরম্ভ করে এবং এই ভাবে একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরিধির মধ্যে উপলভ্য উদ্বৃত্ত মূল্যের পরিমাণকে সীমায়িত করে। সঞ্চলন থেকে উপগত আরো সব উপাদান চূড়ান্ত ভাবে অনুপ্রবেশ করে প্রকৃত উৎপাদান প্রক্রিয়ায়। উৎপাদনের প্রকৃত প্রক্রিয়া এবং সঞ্চলনের প্রক্রিয়া পরস্পরের সঙ্গে ক্রমাগত গ্রথিত ও মিশ্রিত হয়ে যায় এবং তদ্দ্বারা অবধারিত ভাবে দোষদুষ্ট করে তাদের নিজ নিজ স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যগুলিকে উদ্বৃত্ত মূল্যের এবং সাধারণ ভাবে মূল্যের উৎপাদন সঞ্চলনের প্রক্রিয়ায় লাভ করে নোতুন সংজ্ঞা, যা ইতিপূর্বেই দেখানো হয়েছে। মূলধন অতিক্রম করে রূপান্তর-সমূহের আবর্তের মধ্য দিয়ে। সর্বশেষে, বলা যায়, নিজের অভ্যন্তরস্থ আত্মিক জীবনের

বাইরে পদার্পণ ক'রে, তা প্রবেশ করে বহির্জীবনের সঙ্গে সম্পর্কে, এমন সব সম্পর্কে যেখানে মূলধন এবং শ্রম পরস্পরের সঙ্গে মোকাবেলা করে না, কিন্তু মোকাবেলা করে এক ক্ষেত্রে মূলধন এবং মূলধন আর অন্য দিকে ব্যক্তিবৃন্দ, আবার নিছক বিক্রেতা এবং ক্রেতা হিসাবে। সঞ্চলনের সময় এবং কাজের সময় পরস্পরের পথ ছেদ (ক্রস) করে এবং এই ভাবে উভয়েই উদ্বৃত্ত-মূল্য নির্ধারণ করে বলে মনে হয়। মূলধন এবং মজুরি-শ্রম যে মূল-রূপটিতে পরস্পরের মোকাবেলা করে, সেটি প্রচ্ছন্ন থাকে এমন সব সম্পর্কের হস্তক্ষেপের মাধ্যমে যেগুলি আপাত দৃষ্টিতে সেই রূপটি থেকে নিরপেক্ষ। উদ্বৃত্ত-মূল্য নিজে দেখা দেয় না শ্রম-সময় আত্মীকরণের ফসল হিসাবে, বরং দেখা দেয় পণ্যসম্ভারের ব্যয় দামের উপরে সেগুলির বিক্রয় দামের বাড়তি হিসাবে, এই ভাবে ব্যয়-দামকে সহজেই উপস্থিত করা হয় সেগুলির আসল মূল্য হিসাবে (*valeur intrinseque*), আর মুনাফা দেখা দেয় পণ্যসম্ভারের অন্তর্নিহিত মূল্যের উপরে সেগুলির বিক্রয়-দামের বাড়তি হিসাবে।

সত্য বটে, উৎপাদন প্রক্রিয়া চলা কালে উদ্বৃত্ত-মূল্যের প্রকৃতি নিজেকে নিরন্তর মুদ্রিত করে দেয় ধনিকের চেতনার উপরে—অপরের শ্রম-সময়ের জন্য তার লোলুপতা যা প্রকাশ করেছে উদ্বৃত্ত-মূল্য সংক্রান্ত আমাদের বিশ্লেষণ। কিন্তু : ১) উৎপাদনের বাস্তব প্রক্রিয়াটি হল কেবল একটি অস্থায়ী পর্যায় যা ক্রমাগত মিলে যায় সঞ্চলনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে, ঠিক যেমন দ্বিতীয়টি মিলে যায় প্রথমটির সঙ্গে, যাতে করে উৎপাদনের প্রক্রিয়ায়, তাতে লব্ধ লাভের উৎস সম্পর্কে মোটামুটি স্পষ্টভাবে স্ফুটমান ধারণাটি অর্থাৎ উদ্বৃত্ত-মূল্যের প্রকৃতি সম্পর্কে আভাসটি, বড জোর প্রকাশ পায় এমন একটি হেতু হিসাবে, যা এই ধারণাটির মতই সমান সিদ্ধ যে উপলব্ধ উদ্বৃত্তটি উৎসারিত হয় এমন একটি গতিক্রিয়া থেকে, যেটি উৎপাদন-প্রক্রিয়া থেকে নিরপেক্ষ, তার উদ্ভব ঘটে সঞ্চলনে এবং তা যায় মূলধনের অধিকারে—শেষোক্তটির সঙ্গে শ্রমের সম্পর্ক থেকে নিরপেক্ষ ভাবে। এমনকি র‍্যামসে, ম্যালথাস, সিনিয়র, টরেন্স প্রমুখের মত আধুনিক অর্থবিদেরা পর্যন্ত সঞ্চলনের এই ব্যাপারগুলিকে সনাক্ত করেন এর প্রমাণ হিসাবে যে মূলধন তার নিছক বস্তুগত অস্তিত্ব, শ্রমের সঙ্গে তার যে সামাজিক সম্পর্ক তা থেকে নিরপেক্ষ ভাবে, হল যেন শ্রমের পাশাপাশি এবং শ্রম থেকে নিরপেক্ষ, উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি স্বাধীন উৎস। ২) ব্যয়ের হিসাবে, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত মজুরি এবং কাঁচামালের দাম, যন্ত্রপাতির ক্ষয়-ক্ষতি ইত্যাদি, তাতে মজুরি-বঞ্চিত শ্রমের শোষণকে দেখানো হয় কেবল একটি জিনিস বাবদে দেয় মূল্য, যাকে ধরা হয় ব্যয়ের মধ্যে তা থেকে সাশ্রয় ('সেভিং') হিসাবে, দেখানো হয় একটি বিশেষ পরিমাণ শ্রমের জন্য একটি অল্পতর মূল্য দান—কাঁচামাল আরো সস্তায় কিনলে কিংবা যন্ত্রপাতির অবচয় কম হলে, যে সাশ্রয় হয়, তার অনুরূপ। এই ভাবে শ্রমের শোষণ হারায় তার স্ববিশেষ চরিত্র। উদ্বৃত্ত-মূল্যের সঙ্গে তার স্ববিশেষ সম্পর্কটি হয়ে পড়ে প্রচ্ছন্ন। প্রথম গ্রন্থে

(Abschn. VI)* যেমন দেখানো হয়েছে, এটা দারুণ সহজ ও সুগম হয় শ্রম-শক্তির মূল্যকে মজুরির রূপে উপস্থাপনের মাধ্যমে।

মূলধনের সম্পর্কসমূহ প্রচ্ছন্ন হয় এই ঘটনাটির দ্বারা যে মূলধনের সবকটি অংশ সমান ভাবে প্রতিভাত হয় বাড়তি মূল্যের (মুনাফার) উৎস হিসাবে।

যে পথে উদ্বৃত্ত-মূল্য রূপান্তরিত হয় মুনাফার রূপে মুনাফার হারের মাধ্যমে, তা অবশ্য হচ্ছে বিষয়ী এবং বিষয়ের বিপরীত অবস্থান্তরণের আরো অগ্রগতি, যা ইতিমধ্যেই ঘটে যায় উৎপাদনের প্রক্রিয়ায়। এই দ্বিতীয়টিতে আমরা দেখেছি যে শ্রমের বিষয়ীগত উৎপাদিকা শক্তিগুলি প্রতিভাত হয় মূলধনের উৎপাদিকা শক্তি হিসাবে।** একদিকে, মূল্য কিংবা অতীত শ্রম, যা আধিপত্য করে জীবন্ত শ্রমের উপরে, তা মূর্ত হয়ে ওঠে ধনিকের মধ্যে। অন্য দিকে, শ্রমিক প্রতিভাত হয় নিছক বস্তুগত শ্রম-শক্তি হিসাবে, একটি পণ্য হিসাবে। এমনকি উৎপাদনের এই সরল সম্পর্কসমূহে পর্যন্ত, এই বিপরীত-অবস্থান্তরিত সম্পর্কটি অবধারিত ভাবেই উৎপাদন করে কয়েকটি অনুরূপ বিপরীত-অবস্থান্তরিত ধারণা, একটি পক্ষান্তরিত চেতনা, যা আরো বিকশিত হয় বাস্তব সঞ্চলন প্রক্রিয়ার রূপান্তরণ ও অভিযোজন সমূহের দ্বারা।

রিকার্ডোপন্থীদের একটি অনুশীলন থেকে দেখা যায় যে উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারের নিয়মাবলীর সঙ্গে মুনাফার হারের নিয়মাবলীকে এক করে দেখা কিংবা দ্বিতীয়টির সঙ্গে প্রথমটিকে এক করে দেখা সম্পূর্ণ ভুল। এটা স্বাভাবিক যে ধনিক এই পার্থক্যটিকে দেখা না। $\frac{উ}{ম}$ এই সূত্রটিতে উদ্বৃত্ত-মূল্য পরিমাপ করা হয় তার উৎপাদনের জন্য অগ্রিম-দত্ত মোট মূলধনের মূল্যের দ্বারা, যার একটি অংশ এই উৎপাদনে সম্পূর্ণ পরিভুক্ত হয়ে গিয়েছে এবং আর একটি অংশ তাতে কেবল নিযুক্ত হয়েছে। বস্তুত পক্ষে, $\frac{উ}{ম}$ সূত্রটি প্রকাশ করে অগ্রিম-দত্ত মোট মূলধনের স্বয়ং-সম্প্রসারণের মাত্রাটিকে, কিংবা উদ্বৃত্ত-মূল্যের প্রকৃতি ও অন্তর্নিহিত ধারণাগত সংযোগ-সমূহের পরিপ্রেক্ষিতে তা নির্দেশ করে অগ্রিম-দত্ত মোট মূলধনের আয়তনের সঙ্গে অস্থির মূলধনের পরিবর্তনের পরিমাপটির অনুপাতটিকে।

নিজের দিক থেকে, মোট-মূলধনের মূল্যের আয়তনের কোনো অন্তর্নিহিত সম্পর্ক নেই উদ্বৃত্ত-মূল্যের আয়তনের সঙ্গে, অন্ততঃ প্রত্যক্ষ ভাবে। তার বস্তুগত উপাদান-গুলির বেলায়, মোট মূলধন বিয়োগ অস্থির মূলধন, অর্থাৎ স্থির মূলধন, গঠিত হয় বস্তুগত প্রয়োজনগুলির দ্বারা শ্রমের উপায় এবং শ্রমের সামগ্রীগুলির দ্বারা, যেগুলি আবশ্যক হয় শ্রমকে বস্তু-রূপায়িত করার জন্য। পণ্যে রূপায়নের জন্য এবং তদ্দারা মূল্য উৎপাদনের জন্য একটি বিশেষ পরিমাণ শ্রমের চাই শ্রমের উপায় ও সামগ্রীর

* ইং সংস্করণ : Part VI, pp. 535-43—*Ed.*

** ইং সংস্করণ : Vol I, pp 332-22—*Ed.*

একটি বিশেষ পরিমাণ। প্রযুক্ত শ্রমের বিশেষ প্রকৃতি অনুযায়ী শ্রমের পরিমাণ এবং যাতে তা প্রযুক্ত হয় সেই উৎপাদন-উপায়গুলির মধ্যে স্থাপিত হয় একটি কৃৎকৌশলগত সম্পর্ক। অতএব, ততটা অবধি, উদ্বৃত্ত-মূল্যের বা উদ্বৃত্ত-শ্রমের পরিমাণ এবং উৎপাদন-উপায়ের পবিমাণের মধ্যেও স্থাপিত হয় একটি সম্পর্ক। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, যদি মজুরি উৎপাদনের জন্য আবশ্যক হয় দৈনিক ছ'ঘণ্টা করে শ্রম, তা হলে ছ'ঘণ্টা করে উদ্বৃত্ত-শ্রম করার জন্য অর্থাৎ শতকরা ১০০ ভাগ উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনের জন্য শ্রমিককে খাটতে হবে দৈনিক ১২ ঘণ্টা করে। ছ'ঘণ্টায় সে যে-পরিমাণ উৎপাদন-উপায় কাজে লাগায়, ১২ ঘণ্টায় কাজে লাগায় তার দ্বিগুণ পরিমাণ। তবু ঐ ছ'ঘণ্টায় বা ১২ ঘণ্টায় যে-পরিমাণ উৎপাদন-উপায় কাজে লাগানো হয় তার মূল্যের সঙ্গে, তার দ্বারা উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্য যে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত হবে, তার কোনো কারণ নেই। এখানে এই মূল্যটি সম্পূর্ণ অবান্তর; এটা কেবল একটা কৃৎকৌশলগত ভাবে প্রয়োজনীয় ব্যাপার। যতক্ষণ পর্যন্ত কাঁচামাল বা শ্রমের উপায়গুলির থাকে প্রয়োজনীয় ব্যবহার-মূল্য এবং সেগুলিকে পাওয়া যায় প্রযুক্তব্য শ্রমের সঙ্গে কৃৎকৌশলগত প্রয়োজনের অনুপাত অনুযায়ী, ততক্ষণ পর্যন্ত সেগুলি সস্তা না মাগ্‌গি তাতে কিছু এসে যায় না। যদি আমার জানা থাকে এক ঘণ্টা সুতো কাটতে লাগে x পাউণ্ড তুলো এবং সেই তুলো বাবদ খরচ পড়ে ক সংখ্যক শিলিং, তাহলে অবশ্য আমি এটাও জানি যে ১২ ঘণ্টা সুতো কাটতে লাগে ১২x পাউণ্ড তুলো = ১২ক শিলিং, এবং তা হলে হিসাব করে বের করতে পারি যে ঐ ১২-র মূল্যের অনুপাতে এবং সেই সঙ্গে ঐ ৬-এর মূল্যের অনুপাতে উদ্বৃত্ত-মূল্য কত। কিন্তু উৎপাদনের উপায়গুলির **মূল্যের** সঙ্গে জীবন্ত শ্রমের সম্পর্ক এখানে প্রকাশ পায় কেবল ততটা অবধি, যতটা অবধি ক সংখ্যক শিলিং কাজ করে x পাউণ্ড তুলোর একটি নাম হিসাবে; কেনন একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ তুলোর আছে একটা নির্দিষ্ট দাম এবং, উলটো ভাবে, একটা নির্দিষ্ট দাম কাজ করতে পারে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ তুলোর সূচক হিসাবে—যতক্ষণ পর্যন্ত তুলোর দামে কোনো পরিবর্তন না ঘটে। যদি আমি জানি যে ছ'ঘণ্টা উদ্বৃত্ত-শ্রম আত্মসাৎ করতে আমার জন্য শ্রমিক কাজ করবে ১২ ঘণ্টা এবং সেই জন্য আমাকে ব্যবহারের জন্য তৈরি রাখতে হবে ১২ ঘণ্টার মত তুলোর যোগান, এবং যদি আমি ১২ ঘণ্টার জন্য যে তুলোটার দরকার তার দামটা জানি, তা হলে আমি পাই তুলোর দাম (প্রয়োজনীয় পরিমাণটির সূচক হিসাবে) এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যের মধ্যে একটি পরোক্ষ সম্পর্ক। কিন্তু, উলটো ভাবে, কাঁচামালটার দাম থেকে আমি কখনো হিসাব করতে পারি না, ধরা যাক, একঘণ্টা—ছ'ঘণ্টা নয়—সুতো-কাটতে কি পরিমাণ কাঁচামাল লাগে। অতএব, স্থির মূলধনের মূল্য, তথা মোট মূলধনের (= স + অ-এর) মূল্য এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যের মধ্যে নেই কোনো আবশ্যিক অন্তর্নিহিত সম্পর্ক।

উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার যদি জানা থাকে এবং তার আয়তন যদি দেওয়া থাকে, তা হলে মুনাফার হার আসলে যা তা ছাড়া আর কিছুই প্রকাশ করে না; আসলে তা হ'ল

উদ্বৃত্ত-মূল্য পরিমাপ করার একটি ভিন্ন উপায় ; মূলধনের যে-অংশ থেকে উদ্বৃত্ত-মূল্য প্রত্যক্ষ ভাবে উদ্ভূত হয় শ্রমের সঙ্গে তার বিনিময়ের মাধ্যমে, সেই অংশটির মূল্যের পরিবর্তে মোট মূলধনটির মূল্য অনুযায়ী তার পরিমাপ। কিন্তু বাস্তবে (অর্থাৎ ঘটনাবলীর জগতে) ব্যাপারটা উল্টে যায়। উদ্বৃত্ত-মূল্য দেওয়া হয়, কিন্তু দেওয়া হয় পণ্যের ব্যয়-দামের উপরে তার বিক্রয়-দামের বাড়তি হিসাবে ; কিন্তু কোথা থেকে এই উদ্বৃত্ত-মূল্য উদ্ভূত হয়, সেটা একটা রহস্যই থেকে যায়—উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় শ্রমের শোষণ থেকে কিংবা সঞ্চলনের প্রক্রিয়ায় ক্রেতাকে বোকা বানিয়ে, নাকি উভয় থেকেই। আরো যা দেওয়া থাকে, তা হল মোট মূলধনের মূল্যের সঙ্গে এই উদ্বৃত্তের অনুপাত, কিংবা মুনাফার হার। অগ্রিম-দত্ত মোট মূলধনের মূল্যের সঙ্গে সম্পর্কে ব্যয়-দামের উপরে বিক্রয়-দামের এই বাড়তির হিসাবটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং স্বাভাবিক, কেননা ফলতঃ এ থেকে আমরা জানতে পারি সেই অনুপাতটি, যে-অনুপাতে মোট মূলধন সম্প্রসারিত হয়েছে, অর্থাৎ জানতে পারি তার স্বয়ং সম্প্রসারণের মাত্রাটি। যদি আমরা অগ্রসর হই মুনাফার হার থেকে, তা হলে আমরা উদ্বৃত্ত এবং মজুরি বাবদে বিনিয়োজিত মূলধনের অংশটির মধ্যেকার বিশেষ সম্পর্কসমূহ সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারি না। পরবর্তী এক অধ্যায়ে* আমরা দেখতে পাব ম্যালথাস কতবার মজাদার ডিগবাজি খেয়েছেন যখন তিনি এই ভাবে চেষ্টা করেছেন উদ্বৃত্ত-মূল্যের, এবং মূলধনের অস্থির অংশের সঙ্গে তার বিশেষ সম্পর্কের গোপন উৎসে উপনীত হতে। মুনাফার হার আসলে যা দেখায়, তা হল বরং মোট মূলধনের সমান সমান অংশের সঙ্গে উদ্বৃত্তটির একটি অভিন্ন সম্পর্ক, যা এই দৃষ্টিকোণ থেকে, দেখায় না আদৌ কোনো অন্তর্নিহিত পার্থক্য, যদি তা না হয় স্থিতিশীল ও সঞ্চলনশীল মূলধনের মধ্যেকার পার্থক্য। এবং তা যে এই পার্থক্যটা দেখায়, তা-ও শুধু এই কারণে যে উদ্বৃত্ত-মূল্য হিসাব করা হয় দুই ভাবে ; যথা, প্রথমতঃ, কেবল একটি সরল অঙ্ক হিসাবে—ব্যয়-দামের উপর একটি বাড়তি হিসাবে। এই রূপে, প্রারম্ভিক রূপে, সমগ্র সঞ্চলনশীল মূলধনটাই ব্যয়-দামের মধ্যে প্রবেশ করে, অন্য দিকে স্থিতিশীল মূলধনের কেবলক্ষয়-ক্ষতিটাই প্রবেশ করে তার মধ্যে। দ্বিতীয়তঃ, অগ্রিম-দত্ত মূলধনের মোট মূল্যের সঙ্গে এই বাড়তি মূল্যের সম্পর্ক। এক্ষেত্রে, মোট স্থিতিশীল মূলধনের মূল্যটাই প্রবেশ করে হিসাবের মধ্যে ঠিক সঞ্চলনশীল মূলধনের মতই। অতএব, সঞ্চলনশীল মূলধন দুই বারই প্রবেশ করে একই ভাবে, অন্য দিকে স্থিতিশীল মূলধন প্রথম বার প্রবেশ করে ভিন্ন ভাবে এবং দ্বিতীয় বার প্রবেশ করে সঞ্চলনশীল মূলধনের মত একই ভাবে। এই অবস্থায় স্থিতিশীল এবং সঞ্চলনশীল মূলধনের মধ্যেকার পার্থক্যটাই একমাত্র পার্থক্য, যা কোন ক্রমে নিজেকে প্রবিষ্ট করিয়ে দেয়।

* মার্কস : *Theorien uber der Mehrwert*. মার্কস এঙ্গেলস : *Werk*, Band 26, Teil 3. S-25-28—*Ed.*

হেগেলের ভাষায় বললে, সুতরাং যদি উদ্বৃত্তটা মুনাফার হারের মধ্য থেকে নিজেকেই নিজে পুনঃপ্রতিবিম্বিত করে, কিংবা অন্য ভাবে বললে, যদি উদ্বৃত্তটা মুনাফার হারের দ্বারা আরও ঘনিষ্ঠ ভাবে বিশেষিত হয়, তা হলে এটা প্রতিভাত হয় এক বছরে, বা সঞ্চলনের একটি নির্দিষ্ট সময়কালে, মূলধনের দ্বারা উৎপাদিত নিজের মুল্যের অতিরিক্ত একটা উদ্বৃত্ত হিসাবে।

যদিও উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার থেকে মুনাফার হার এইভাবে সংখ্যাগত ভাবে ভিন্নতর হয়, যখন উদ্বৃত্ত-মূল্য এবং মুনাফা আসলে একই জিনিস এবং সংখ্যাগত ভাবে সমান, তা হলেও মুনাফা হচ্ছে উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি পরিবর্তিত রূপ—এমন একটি রূপ, যে-রূপটিতে তার উৎপত্তি এবং অস্তিত্বের রহস্যটি থাকে প্রচ্ছন্ন এবং নির্বাপিত। ফলতঃ, মুনাফা হচ্ছে একটি রূপ, যে-রূপে উদ্বৃত্ত-মূল্য নিজেকে দৃষ্টি সমক্ষে উপস্থিত করে এবং এই দ্বিতীয়টিকে প্রকাশ করার জন্য যাকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিরাবরণ করে ফেলতে হয়। উদ্বৃত্ত-মূল্যে, মূলধন এবং শ্রমের মধ্যেকার সম্পর্কটি প্রকাশ পায় নগ্ন ভাবে; মুনাফার সঙ্গে মূলধনের সম্পর্কটিতে অর্থাৎ মূলধনের সঙ্গে উদ্বৃত্ত-মূল্যের সম্পর্কটিতে, যা এক দিকে প্রকাশ পায় সঞ্চলনের প্রক্রিয়ায় বাস্তবায়িত পণ্যের মোট মূলধনের সঙ্গে তার সম্পর্কের দ্বারা আরো নিবিড়ভাবে নির্ধারিত উদ্বৃত্ত হিসাবে, **মূলধন প্রতিভাত হয় নিজের সঙ্গেই একটা সম্পর্ক হিসাবে**—এমন একটি সম্পর্ক হিসাবে যার মধ্যে মূল্যের মূল পরিমাণ হিসাবে সেটা চিহ্নিত হয়, যে নোতুন মূল্যটিকে সে সৃষ্টি করেছিল, তা থেকে স্বতন্ত্রভাবে। প্রত্যেকেই অবহিত যে মূলধন এই নোতুন মূল্য সৃষ্টি করে উৎপাদন এবং সঞ্চলনের প্রক্রিয়ায় তার ক্রিয়াশীলতার দ্বারা। কিন্তু যে ভাবে এটা ঘটে সেটা ঢাকা থাকে রহস্যের আবরণে এবং মনে হয় যেন স্বয়ং মূলধনের মধ্যেই নিহিত প্রচ্ছন্ন গুণাবলী থেকে তার উদ্ভব ঘটে।

মূলধনের স্বয়ংসম্প্রসারণের প্রক্রিয়াটিকে আমরা যত বেশি অনুসরণ করি, ততই মূলধনের সম্পর্কগুলি আরো বেশি করে রহস্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে এবং ততই তার অভ্যন্তরীণ সত্তার রহস্যটি আরো কম কর প্রকাশমান হয়।

এই অংশে, মুনাফার হার উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার থেকে সংখ্যাগত ভাবে ভিন্নতর; যখন মুনাফা এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যকে আলোচনা করা হল তাদের একই অভিন্ন সংখ্যাগত আয়তন আছে বলে, যদিও কেবল রূপগত ভাবে বিভিন্ন। দ্বিতীয় অংশে আমরা দেখব এই বিভিন্নভবন কত দূর পর্যন্ত যায়, এবং কি ভাবে মুনাফা নির্দেশ করে এমন একটি অয়েতন যা সংখ্যাগত ভাবেও উদ্বৃত্ত-মূল্য থেকে ভিন্ন।

তৃতীয় অধ্যায়

উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারের সঙ্গে মুনাফা-হারের সম্পর্ক

পূর্ববর্তী অধ্যায়ের উপসংহারের মত, এবং সাধারণ ভাবে সমগ্র প্রথম অংশটির মত, এখানেও আমরা ধরে নেব যে, একটি নির্দিষ্ট মূলধন থেকে প্রাপ্ত মূলধন হচ্ছে সঙ্কলনের এক নির্দিষ্ট সময়কালে এই মূলধনের সাহায্যে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের মোট পরিমাণের সমান। অতএব এই ঘটনাটিকে আমরা এখনকার মত উপেক্ষা করব যে, এক দিকে এই উদ্বৃত্ত-মূল্যকে বিভক্ত করা যায় বিবিধ উপ-রূপে যেমন মূলধন বাবদ সুদ, ভূমি, খাজনা, কর ইত্যাদিতে, এবং, অন্য দিকে, এটা সাধারণ ভাবে মুনাফার সঙ্গে অভিন্ন নয়, যা আয়ত্ত করা হয় মুনাফার একটি সাধারণ হারের দৌলতে, যে-বিষয়টি আমরা আলোচনা করব দ্বিতীয় অংশটিতে।

যখন মুনাফার পরিমাণটিকে ধরা হয় উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণটির সমান বলে, তখন তার আয়তন এবং মুনাফার হারটির আয়তন নির্ধারিত হয় প্রত্যেকটি একক ক্ষেত্রের প্রদত্ত বা অবধারণযোগ্য সরল রাশিগুলির অনুপাতসমূহের দ্বারা। সুতরাং বিশ্লেষণটি প্রথমে পরিচালিত হয় বিশুদ্ধ ভাবে গাণিতিক ক্ষেত্রে।

প্রথম এবং দ্বিতীয় গ্রন্থে ব্যবহৃত অভিধাগুলিকেই আমরা এখানে বহাল রাখছি। মোট **মূলধন ম** গঠিত হয় স্থির মূলধন স এবং অস্থির মূলধন অ-কে নিয়ে এবং তা উৎপাদন করে একটি উদ্বৃত্ত-মূল্য উ। অগ্রিম-দত্ত অস্থির মূলধনের সঙ্গে উদ্বৃত্ত-মূল্যের অনুপাতটিকে, কিংবা $\frac{উ}{অ}$-কে, বলা হয় উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার, এবং অভিহিত হয় উ' বলে। সুতরাং $\frac{উ}{অ} = উ'$, এবং অতএব $উ = উ অ$। যদি এই উদ্বৃত্ত-মূল্যকে অস্থির মূলধনের পরিবর্তে মোট মূলধনের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়, তা হলে তাকে বলা হয় মুনাফা, ল, এবং মোট মূলধন **ম**-এর সঙ্গে উদ্বৃত্ত-মূল্য উ-এর অনুপাতকে কিংবা $\frac{উ}{ম}$-কে বলা হয় মুনাফার হার ল। অতএব,

$$ল' = \frac{উ}{ম} = \frac{উ}{স+অ}$$

এখন উ-এর পরিবর্তে তার সমার্থ উ'অ-কে স্থাপন করে আমরা পাই

$$ল' = উ' \frac{অ}{ম} = উ' \frac{অ}{স+অ}$$

যে সমীকরণটিকে প্রকাশ করা যায় এই অনুপাতটির দ্বারাও

ল′ : উ′ = অ : **ম** ;

মুনাফার হারটি সম্পর্কিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারটির সঙ্গে, যেমন অস্থির মূলধনটি সম্পর্কিত মোট মূলধনটির সঙ্গে।

এই অনুপাতটি থেকে অনুসৃত হয় যে, মুনাফার হার, ল, সব সময়েই উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারের চেয়ে, উ′-এর চেয়ে, ক্ষুদ্রতর, কেননা অস্থির মূলধন অ সব সময়েই **ম**-এর চেয়ে ক্ষুদ্রতর অর্থাৎ অস্থির যোগ স্থির মূলধন, তথা অ+স-এর চেয়ে ক্ষুদ্রতর; একমাত্র কার্যতঃ অসম্ভব ক্ষেত্রটি ছাড়া, যেখানে অ = **ম**, অর্থাৎ ধনিক আদৌ কোনো স্থির মূলধন, কোনো উৎপাদনের উপায়-উপকরণ অগ্রিম দেয় না, অগ্রিম দেয় কেবল মজুরি।

যাই হোক, আমাদের বিশ্লেষণে আরো কয়েকটি বিষয়কে বিবেচনা করা হয়েছে, যেগুলির আছে স, অ এবং উ-এর উপরে একটি নির্ধারণী প্রভাব, এবং সেই কারণে যেগুলিকে অবশ্যই সংক্ষেপে পরীক্ষা করে দেখা কর্তব্য।

প্রথমতঃ, **অর্থের মূল্য**। আমরা একে আগাগোড়া স্থির বলে ধরে নিতে পারি।

দ্বিতীয়তঃ, **প্রতিবর্তন**। আমরা আপাততঃ এই বিষয়টিকে সম্পূর্ণ ভাবে বিবেচনার বাইরে রাখব, যেহেতু পরবর্তী একটি অধ্যায়ে মুনাফার হারের উপরে এর প্রভাব আমরা বিশেষ ভাবে আলোচনা করব। (এখানে আমরা কেবল একটি বক্তব্যের আভাস দিচ্ছি; সেটি হচ্ছে এই যে ল′ = উ′ $\frac{\text{অ}}{\text{ম}}$ সূত্রটি যথার্থভাবে সঠিক কেবল অস্থির মূলধনের **একটিমাত্র** প্রতিবর্তনের সময়কালে। কিন্তু উদ্বৃত্ত-মূল্য উ-এর সরল হারটির বদলে উদ্বৃত্ত-মূল্যের বার্ষিক হার উ′ব-কে বসিয়ে, আমরা বার্ষিক প্রতিবর্তনের বেলায় এটাকে ঠিক করে নিতে পারি। এক্ষেত্রে ব হচ্ছে এক বছরের মধ্যে অস্থির মূলধনের প্রতিবর্তনের সংখ্যা। [দ্রষ্টব্য: দ্বিতীয় গ্রন্থ, ষোড়শ অধ্যায়, ১।—এফ. এঙ্গেলস])।

তৃতীয়তঃ, **শ্রমের উৎপাদনশীলতার** প্রতি উপযুক্ত মনোযোগ দিতে হবে, প্রথম গ্রন্থে (Abschn. IV)* উদ্বৃত্ত-মূল্যের উপরে যার প্রভাব সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। শ্রমের উৎপাদনশীলতা মুনাফার হারের উপরেও একটা প্রত্যক্ষ প্রভাব খাটাতে পারে। অন্ততঃ একটি একক মূলধনের উপরে; যদি, প্রথম গ্রন্থে যেমন ভাবে দেখানো হয়েছে (Kap, *X*, *S*. 323/214)**, সেইভাবে একই একক মূলধনটি কাজ করে গড় সামাজিক উৎপাদনশীলতার তুলনায় উচ্চতর উৎপাদনশীলতা সহ এবং পণ্য দ্রব্যাদি উৎপাদন করে তাদের গড় সামাজিক মূল্যের তুলনায় নিম্নতর মূল্যে এবং

* ইং সংস্করণ: Part IV—*Ed.*

** ইং সংস্করণ: Ch. XII, pp. 316-317.—*Ed.*

এই ভাবে আয় করে একটি অতিরিক্ত মুনাফা। অবশ্য, এই ব্যাপারটা নিয়ে এখন আলোচনা করা হবে না, কেননা গ্রন্থের এই অংশে আমরা শুরু করছি এই প্রতিজ্ঞা থেকে যে, পণ্য দ্রব্যাদি উৎপাদিত হয় স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে এবং বিক্রয় হয় তাদের মূল্যে। অতএব, আমরা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ধরে নিচ্ছি যে, শ্রমের উৎপাদনশীলতা স্থির থাকছে। ফলতঃ, একটি শিল্প-শাখায় বিনিয়োজিত মূলধনের মূল্য-গঠন, অর্থাৎ অস্থির এবং স্থির মূলধনের একটা নির্দিষ্ট অনুপাত, সব সময়েই প্রকাশ করে শ্রম-উৎপাদন-শীলতার একটা নির্দিষ্ট মাত্রা। সুতরাং, যখনই স্থির মূলধনের বস্তুগত উপাদানগুলির মূল্যে একটা পরিবর্তন কিংবা মজুরিতে একটা পরিবর্তন ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে, এই অনুপাতটিতে পরিবর্তন ঘটানো হয়, তখনি শ্রমের উৎপাদনশীলতাতেও অনুরূপভাবে ঘটে যায় তদনুযায়ী একটি পরিবর্তন এবং এই কারণেই আমরা খুবই ঘন ঘন দেখতে পাব যে, স, অ এবং উ-এর মত বিষয়গুলিতে হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমের উৎপাদনশীলতাতেও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে।

বাকি তিনটি বিষয়েও—**কর্ম-দিবসের দৈর্ঘ্য, শ্রমের তীব্রতা**, এবং **মজুরির** ক্ষেত্রেও, এই একই কথা প্রযোজ্য। উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাপ ও হারের উপরে এদের প্রভাব নিয়ে প্রথম গ্রন্থে* নিঃশেষে আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং বুঝে নিতে হবে যে, সরলতার স্বার্থে যদিও আমরা ধরে নিয়েছি যে, এই তিনটি বিষয় স্থির থাকে, তৎসত্ত্বেও কিন্তু অ এবং উ-এ কোনো পরিবর্তন এইগুলিতেও, এদের নির্ধারক উপাদান-গুলিতেও, পরিবর্তন ঘটাতে পারে। এই প্রসঙ্গে আমরা সংক্ষেপে মনে করিয়ে দেব যে মজুরি উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারকে প্রভাবিত করে কর্ম-দিবসের দৈর্ঘ্য এবং শ্রমের তীব্রতার সঙ্গে বিপরীত অনুপাতে; মজুরি বৃদ্ধি পেলে উদ্বৃত্ত-মূল্য হ্রাস পায়, অন্য দিকে কর্ম-দিবস দীর্ঘায়িত হলে এবং শ্রমের তীব্রতা বৃদ্ধি পেলে উদ্বৃত্ত-মূল্য বৃদ্ধি পায়।

ধরা যাক, ১০০ পরিমাণ একটি মূলধন, ২০ পরিমাণ মোট সাপ্তাহিক মজুরির বিনিময়ে, দৈনিক ১০ ঘণ্টা কাজ করে এমন ২০ জন শ্রমিক নিয়োগ ক'রে উৎপাদন করে ২০ পরিমাণ উদ্বৃত্ত-মূল্য। তা হলে আমরা পাই:

$$৮০_{\text{স}} + ২০_{\text{অ}} + ২০_{\text{উ}}\,;\ \text{উ}' = ১০০\%,\ \text{ল}' = ২০\%$$

এখন কাজের দিনটি বাড়ানো হল ১৫ ঘণ্টায়—মজুরি না বাড়িয়ে। ২০ জন শ্রমিক কর্তৃক উৎপাদিত মোট মূল্য তার ফলে ৪০ থেকে বেড়ে দাঁড়ালো ৬০ (১০ : ১৫ = ৪০ : ৬০)। যেহেতু শ্রমিকদের দেওয়া মজুরি অ থেকে গেল অপরিবর্তিত, সেই হেতু উদ্বৃত্ত-মূল্য ২০ থেকে বেড়ে দাঁড়ালো ৪০, এবং আমরা পেলাম:

$$৮০_{\text{স}} + ২০_{\text{অ}} + ৪০_{\text{উ}}\,;\ \text{উ}' = ২০০\%,\ \text{ল}' = ৪০\%।$$

* ইং সং: Vol. I, pp. 519-30—*Ed.*

উল্টো, যদি ১০ ঘণ্টার কাজের দিনটি থাকে অপরিবর্তিত, যখন মজুরি ২০ থেকে কমে দাঁড়ায় ১২, তাহলে মোট মূল্য উৎপন্নটির পরিমাণ থাকে আগেকার মতই ৪০, কিন্তু বন্টিত হয় ভিন্নতর ভাবে ; অ কমে দাঁড়ায় ১২, অবশিষ্ট থাকে উদ্বৃত্ত-মূল্য হিসাবে উ জন্য ২৮। তাহলে আমরা পাই :

$$৮০_{স} + ১২_{অ} + ২৮_{উ} ;\ উ' = ২৩৩\tfrac{১}{৩}\%,\ ল' = \tfrac{২৮}{৯২} = ৩০\tfrac{১০}{২৩}\%।$$

অতএব, আমরা দেখতে পাই যে, কর্ম-দিবসের দীর্ঘতা বৃদ্ধি (কিংবা তদনুরূপ শ্রমের তীব্রতা বৃদ্ধি) এবং মজুরির হ্রাস—উভয়ের ফলেই বৃদ্ধি পায় উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ এবং হার। উল্টো, বাকি সব কিছু অপরিবর্তিত থাকলে, মজুরি বৃদ্ধির ফলে উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার হ্রাস পায়। অতএব, যদি মজুরি বৃদ্ধির ফলে অ বৃদ্ধি পায়, তা হলে তা একটি বৃহত্তর পরিমাণ শ্রম নির্দেশ করে না, নির্দেশ করে একটি মহার্ঘতর পরিমাণ শ্রম, যে ক্ষেত্রে উ′ এবং ল′ বৃদ্ধি পায় না, হ্রাস পায়।

এ থেকে বোঝা যায় যে কর্ম-দিবসে, শ্রমের তীব্রতায় এবং মজুরিতে পরিবর্তন ঘটতে পারে না অ এবং উ-এ এবং তাদের অনুপাতে, এবং সেই সঙ্গে ল′-এও, একটি যুগপৎ পরিবর্তন ছাড়া ; ল′ হচ্ছে মোট মূলধন স + অ-এর সঙ্গে উ-এর অনুপাত। এবং এটাও স্পষ্ট যে, অ-এর সঙ্গে উ-এর অনুপাতে কোনো পরিবর্তন নির্দেশ করে উল্লিখিত তিনটি শ্রম-অবস্থার অন্ততঃ একটিতে তদনুযায়ী পরিবর্তন ঘটে।

ঠিক এটাতেই প্রকাশ পায় মোট মূলধনের গতিবিধির সঙ্গে এবং তার স্বয়ং-সম্প্রসারণের সঙ্গে অস্থির মূলধনের বিশেষ আঙ্গিক সম্পর্কটি এবং তাছাড়াও, স্থির মূলধনের সঙ্গে তার পার্থক্যটি। মূল্য-জননের ক্ষেত্রে, স্থির মূলধনের গুরুত্ব কেবল তার যে মূল্য আছে তার জন্য। এবং মূল্য-জননের পক্ষে এটা গুরুত্বহীন যে একটি £ ১,৫০০ পরিমাণ স্থির মূলধন কিসের প্রতিনিধিত্ব করে, £ ১ হিসাবে ১,৫০০ টন লোহার, নাকি £ ৩ হিসাবে ৫০০ টন লোহার। যার মধ্যে স্থির মূলধনের মূল্যটি বিধৃত, সেই আসল জিনিসটির পরিমাণ মূল্য-গঠন এবং মুনাফা হারের ক্ষেত্রে অবান্তর ; মুনাফা-হার পরিবর্তিত হয় এই মূল্যটির বিপরীত দিকে—যে বস্তুগত ব্যবহার-মূল্যের পরিমাণটির প্রতিনিধিত্ব সে করে, তার সঙ্গে স্থির মূলধনটির বৃদ্ধি বা হ্রাসের অনুপাত যাই হোক না কেন, তাতে কিছু যায় আসে না।

অস্থির মূলধনের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আলাদা। যে মূল্য তা ধারণ করে, যে শ্রম তাতে বিধৃত আছে, তা এখানে গুরুত্বপূর্ণ নয়, কিন্তু এই মূল্য, যে মোট শ্রমকে সে গতিশীল করে এবং যা এর মধ্যে প্রকাশিত হয় না, তার নিছক সূচক হিসাবে—সেই মোট শ্রম, ঐ মূল্যটিতে প্রকাশিত শ্রম থেকে, অতএব মজুরি-দত্ত শ্রম থেকে, যার পার্থক্যটি, অর্থাৎ মোট শ্রমের সেই অংশ যা উৎপাদন করে উদ্বৃত্ত-মূল্য, সেই অংশটি হয় আরো বৃহত্তর, যত অল্পতর শ্রম সেই মূল্যটির নিজের মধ্যে বিধৃত থাকে। ধরা যাক, একটি দশ ঘণ্টার কর্ম-দিবস সমান দশ শিলিং = দশ মার্ক। যদি মজুরি তথা অস্থির মূলধন প্রতিস্থাপন করতে আবশ্যক শ্রম = ৫ ঘণ্টা = ৫ শিলিং, তা হলে উদ্বৃত্ত-

শ্রম = ৫ ঘণ্টা এবং উদ্বৃত্ত-মূল্য = ৫ শিলিং। যদি আবশ্যিক শ্রম = ৪ ঘণ্টা = ৪ শিলিং, তা হলে উদ্বৃত্ত-শ্রম = ৬ ঘণ্টা এবং উদ্বৃত্ত-মূল্য = ৬ শিলিং।

অতএব যখনি অস্থির মূলধনের মূল্য তার দ্বারা গতি-সঞ্চারিত শ্রমের পরিমাণের সূচক হিসাবে কাজ করা থেকে বিরত হয়, এবং তার উপরে আবার এই সূচকের পরিমাপটি পরিবর্তিত হয়ে যায়, তখনি উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারটিও উল্টো দিকে, বিপরীত ভাবে পরিবর্তিত হয়।

মুনাফা-হারের উল্লিখিত সমীকরণটিকে, $ল' = উ'\frac{অ}{ম}$-কে এখন প্রয়োগ করা যাক বিবিধ সম্ভাব্য ক্ষেত্রে। আমরা $উ'\frac{অ}{ম}$-এর একক উপাদানগুলির মূল্য পরপর পরিবর্তন করব এবং মুনাফা-হারের উপর এই পরিবর্তনগুলির ফল নির্ধারণ করব। এই ভাবে আমরা পাব বিভিন্ন ক্ষেত্রক্রম, যেগুলিকে আমরা গণ্য করতে পারি একই অভিন্ন মূলধনের ক্রিয়াশীলতার পরপর পরিবর্তিত অবস্থা হিসাবে, অথবা পাশাপাশি অবস্থিত ভিন্ন ভিন্ন মূলধন হিসাবে, যেগুলিকে যেন তুলনা করার জন্যই প্রবর্তন করা হয়েছে শিল্পের ভিন্ন ভিন্ন শাখা থেকে কিংবা ভিন্ন ভিন্ন দেশ থেকে। সুতরাং যেসব ক্ষেত্রে একই অভিন্ন মূলধনের ক্রিয়াশীলতার পরপর অবস্থা হিসাবে আমাদের কয়েকটি দৃষ্টান্তের ধারণাটিকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া বা কার্যক্ষেত্রে অসাধ্য বলে মনে হয়, সেই সব ক্ষেত্রে এই আপত্তি সেই মুহূর্তেই বাতিল হয়ে যায়, যে মুহূর্তে সেগুলিকে গণ্য করা হয় ভিন্ন ভিন্ন স্বতন্ত্র মূলধনের মধ্যে তুলনা হিসাবে।

অতএব, আমরা এখন $উ'\frac{অ}{ম}$ উৎপন্নটিকে বিভক্ত করি দুটি উপাদানে $উ'$ এবং $\frac{অ}{ম}$-এ। প্রথমে আমরা $উ'$-কে আলোচনা করব স্থির হিসাবে এবং বিশ্লেষণ করব $\frac{অ}{ম}$-এর সম্ভাব্য অদলবদলগুলির ফলটিকে। তার পরে আমরা $\frac{অ}{ম}$ ভগ্নাংশটিকে আলোচনা করব স্থির হিসাবে এবং $উ'$-কে যেতে দেব তার সম্ভাব্য অদলবদলগুলির মধ্য দিয়ে। সর্বশেষে, আমরা সবকটি উপাদানকেই আলোচনা করব অস্থির রাশি হিসাবে এবং এইভাবে নিঃশেষে আলোচনা করব সেই সবগুলি ক্ষেত্রকে, যেগুলি থেকে উপনীত হওয়া যায় মুনাফা সংক্রান্ত নিয়মাবলীতে।

১. $স'$ স্থির $\frac{অ}{ম}$ অস্থির

এই যে ক্ষেত্রটি, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বহুসংখ্যক অধীনস্থ ক্ষেত্র, তাকে আবৃত করা যায় একটি সাধারণ সূত্রের দ্বারা। দুটি মূলধন নিন, ম এবং $ম_১$, এবং সেই সঙ্গে নিন তাদের যার যার অস্থির উপাদানগুলিকে, অ এবং $অ_১$-কে, উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি অভিন্ন হারকে, $উ'$-কে এবং মুনাফার হার $ল'$ এবং $ল'_১$-কে। তা হলে :

$$ল' = উ'\frac{অ}{ম}\ ;\ ল'_১ = উ'\frac{অ_১}{ম_১}\ ।$$

এখন **ম** এবং **ম**$_১$, এবং অ এবং অ$_১$-এর একটি অনুপাত করা যাক। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, ধরা যাক $\frac{ম_১}{ম}$ ভগ্নাংশের মূল্য = **ই**, এবং $\frac{অ_১}{অ}$-এর মূল্য = ই। তা হলে **ম**$_১$ = **ই ম**, এবং অ$_১$ = ই অ। উল্লিখিত সমীকরণটিতে ম$_১$, **ম**$_১$ এবং অ$_১$-এর পরিবর্তে এই মূল্যগুলিকে প্রতিস্থাপন করে আমরা পাই :

$$ল'_১ = উ'\frac{ই\ অ}{ই\ ম}\ ।$$

আবার, উল্লিখিত দুটি সমীকরণকে নিম্নলিখিত অনুপাতে রূপান্তরিত করে আমরা পেতে পারি একটি দ্বিতীয় সূত্র-$ল' : ল'_১ = উ'\frac{অ}{ম} : উ'\frac{অ'}{ম_১} = \frac{অ}{ম} : \frac{অ_১}{ম_১}$ ।

যেহেতু একটি ভগ্নাংশের মূল্য পরিবর্তিত হয় না যদি তার লব বা হর-কে আমরা গুণ বা ভাগ করি একই সংখ্যা দিয়ে, সেই হেতু আমরা $\frac{অ}{ম}$ এবং $\frac{অ_১}{ম_১}$-কে পর্যবসিত করতে পারি শতকরা হারে, অর্থাৎ আমরা **ম** এবং **ম**$_১$ উভয়কে করতে পারি = ১০০। তাহলে আমরা পাই $\frac{অ}{ম} = \frac{অ}{১০০}$ এবং $\frac{অ_১}{ম_১} = \frac{অ_১}{১০০}$ এবং তার পরে উল্লিখিত অনুপাতে হার-গুলিকে বাদ দিয়ে দিতে পারি, যেক্ষেত্রে আমরা পাই :

$$ল' : ল'_১ = অ : অ'_১,\ অথবা :$$

যে কোনো দুটি মূলধন কাজ করে উদ্বৃত্ত-মূল্যের একই হারে—এটা ধরে নিলে, মুনাফার হারগুলি হয় পরস্পরের কাছে মূলধনগুলির অস্থির অংশসমূহের মত, যাদের হিসাব করা হয়েছে তাদের নিজ নিজ মোট মূলধনের শতকরা অংশ হিসাবে।

এই দুটি সূত্র অন্তর্ভুক্ত করে $\frac{অ}{ম}$-এর সম্ভাব্য সমস্ত অদলবদল।

এই ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রগুলিকে আলাদা আলাদা ভাবে বিশ্লেষণ করার আগে আরো একটি মন্তব্য। যেহেতু **ম** হচ্ছে স ও অ-এর, স্থির ও অস্থির মূলধনের, যোগফল এবং যেহেতু মুনাফার মত উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারগুলিও সাধারণতঃ প্রকাশ করা হয় শতাংশ হিসাবে, সেইহেতু এটাই ধরে নেওয়া সুবিধাজনক যে স + অ সমান সমান ১০০ অর্থাৎ স ও অ-কে শতাংশ হিসাবে প্রকাশ করে। মুনাফার পরিমাণ যদি নাও হয়, তার হার নির্ধারণের জন্য এটার কোনো গুরুত্ব নেই যে, আমরা এ কথা বলি কিনা যে ১৫,০০০ পরিমাণ একটি মূলধন, যার ১২,০০০ হচ্ছে স্থির এবং ৩,০০০ অস্থির, সেটি ৩,০০০ পরিমাণ একটি উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদন করে কিংবা এই মূলধনটিকে প্রকাশ করি শতাংশ হিসাবে :

$$১৫,০০০ম = ১২,০০০_{স} + ৩,০০০_{অ} \; (+৩,০০০_{উ}),$$

$$১০০ম = ৮০_{স} + ২০_{অ} \; (+২০_{উ}),$$

যে কোনো ক্ষেত্রেই উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার উ′ হচ্ছে = ১০০%, এবং মুনাফার হার = ২০%।

একই কথা প্রযোজ্য যখন আমরা দুটি মূলধনকে তুলনা করি, পূর্ববর্তী মূলধনটিকে অন্য একটির সঙ্গে, যেমন—

$$১২,০০০ম = ১০,৮০০_{স} + ১,২০০_{অ} \; (+১,২০০_{উ})$$

$$১০০ম = ৯০_{স} + ১০_{অ} \; (+১০_{উ}),$$

যাদের দুটিতে উ′ = ১০০%, ল′ = ১০%, এবং যাতে পূর্ববর্তী মূলধনটির সঙ্গে তুলনা শতাংশের আকারে অধিকতর স্পষ্ট।

অন্য দিকে, এটা যদি হয় একই অভিন্ন মূলধনের মধ্যে সংঘটিত পরিবর্তনের ব্যাপার, তা হলে শতাংশের রূপটি কদাচিৎ ব্যবহার করণীয়, কেননা তা প্রায় সব সময়েই এই পরিবর্তনগুলিকে প্রচ্ছন্ন করে রাখে। যদি শতাংশের রূপে প্রকাশিত একটি মূলধন :

$$৮০_{স} + ২০_{অ} + ২০_{উ}$$

ধারণ করে এই শতাংশের রূপ :

$$৯০_{স} + ১০_{অ} + ১০_{উ}$$

তা হলে আমরা বলতে পারি না যে, শতাংশের হিসাবে পরিবর্তিত গঠনটি, $৯০_{অ} + ১০_{স}$-এর কারণটি কি অ-এ অনাপেক্ষিক বৃদ্ধি, না কি স-এ অনাপেক্ষিক বৃদ্ধি, কিংবা দুটিতেই। পরিবর্তনের নিম্নোক্ত আলাদা আলাদা ক্ষেত্রগুলির বিশ্লেষণে, অবশ্য, সব কিছুই নির্ভর করে কি ভাবে এই পরিবর্তনগুলি ঘটেছে, তার উপরে; অস্থির মূলধনে কোনো পরিবর্তন ছাড়াই স্থির মূলধনের বৃদ্ধি সাধনের মাধ্যমে যেমন, $১২,০০০_{স} + ৩,০০০_{অ}$-এর $২৭,০০০_{স} + ৩,০০০_{অ}$-এ পরিবর্তিত করার মাধ্যমে, $৮০_{অ} + ২০_{স}$ পরিবর্তিত হয়েছিল কিনা $৯০_{স} + ১০$-এতে ($৯০_{স} + ১০_{অ}$-এর একটি শতাংশের অনুরূপ) কিংবা স্থির মূলধনে কোনো পরিবর্তন ছাড়াই অস্থির মূলধনে হ্রাস সাধনের মাধ্যমে, অর্থাৎ $১২,০০০_{স} + ১,৩৩৩\frac{১}{৩}_{অ}$-এ পরিবর্তনের মাধ্যমে, সেগুলি এইরূপ ধারণ করেছিল কিনা (এখানেও $৯০_{স} + ১০_{অ}$-এর একটি শতাংশের অনুরূপ; কিংবা সর্বশেষে দুটি উপাদানই পরিবর্তিত হয়েছিল কিনা $১৩,৫০০_{স} + ১,৫০০_{অ}$-এ (আবার সেই $৯০_{স} + ১০_{অ}$-এর একটি শতাংশের অনুরূপ)। কিন্তু ঠিক এই ক্ষেত্রগুলিকেই

আমাদের পরার বিশ্লেষণ করতে হবে এবং তা করতে গিয়ে পরিহার করতে হবে শতাংশের সুবিধাজনক রূপটিকে অথবা বড় জোর সেগুলিকে ব্যবহার করতে হবে একটি গৌণ বিকল্প হিসাবে।

(১) উ´ এবং ম স্থির, অ অস্থির

যদি অ-এর আয়তনে পরিবর্তন ঘটে, তা হলে **ম** অপরিবর্তিত থাকতে পারে কেবল তখনই, যখন **ম**-এর অন্য উপাদানটি, স, অর্থাৎ স্থির মূলধনটি, পরিবর্তিত হয় সম-পরিমাণে কিন্তু বিপরীত দিকে।

যদি **ম** শুরুতে $= ৮০_{\text{স}} + ২০_{\text{অ}} = ১০০$, এবং যদি অ তখন হ্রাসপ্রাপ্ত হয় ১০-এ, তা হলে **ম** হতে পারে $= ১০০$ কেবল যদি স বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ৯০-এ, $৯০_{\text{স}} + ১০_{\text{অ}} = ১০০$। সাধারণ ভাবে বলা যায়, অ যদি রূপান্তরিত হয় অ + ক-এ অর্থাৎ ক পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অ-এ কিংবা ক পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত অ-এ, তা হলে স অবশ্যই রূপান্তরিত হবে স = ক-এ, ক পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত স-এ কিংবা ক পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত স-এ, অর্থাৎ বিপরীত দিকে সম-পরিমাণ পরিবর্তিত আয়তনে, যার দরুন উপস্থিত ক্ষেত্রটির শর্তগুলি পূর্ণ হয়।

অনুরূপ ভাবে, যদি উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার অর্থাৎ উ´ থাকে অপরিবর্তিত, যখন অস্থির মূলধন অ হয় পরিবর্তিত, তা হলে উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণে অবশ্যই পরিবর্তন ঘটবে, যেহেতু উ = উ´ অ এবং যেহেতু উ´ অ-এর একটি উপাদান, অ, প্রাপ্ত হয় অন্য একটি মূল্য।

উপস্থিত ক্ষেত্রটিতে যা যা ধরে নেওয়া হয়েছে, সেগুলির ফলে, $\text{ল}' = \text{উ}'\frac{\text{অ}}{\text{ম}}$ এই মূল সমীকরণটির পাশাপাশি, উৎপন্ন হয় আরও একটি সমীকরণ—অ-এ পরিবর্তনের মাধ্যমে :

$$\text{ল}'_১ = \text{উ}'\frac{\text{অ}_১}{\text{ম}},$$

যাতে অ পরিণত হয়েছে $\text{অ}_১$-এ এবং $\text{ল}'_১$ অর্থাৎ তার ফলে পরিবর্তিত মুনাফা-হারটি, নিরূপণ করতে হয়।

সেটি নির্ধারিত হয় নিম্নলিখিত অনুপাতে :

$$\text{ল}' : \text{ল}'_১ = \text{উ}'\frac{\text{অ}}{\text{ম}} : \text{উ}'\frac{\text{অ}_১}{\text{ম}} = \text{অ} : \text{অ}_১$$

অথবা : উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার এবং মোট মূলধন অপরিবর্তিত থাকলে, অস্থির মূলধনে পরিবর্তনের দ্বারা উৎপাদিত মুনাফা-হারটির তুলনায় মূল মুনাফা-হারটি হচ্ছে তাই পরিবর্তিত অস্থির মূলধনের তুলনায় মূল অস্থির মূলধনটি যা।

যদি মূল মূলধনটি ছিল, উপরে বলা হয়েছে :

১. ১৫,০০০ ম=১২,০০০$_{স}$+৩,০০০$_{অ}$ (+৩,০০০$_{উ}$), এবং এখন যদি তা :

২. ১৫,০০০ ম=১৩,০০০$_{স}$+২,০০০$_{অ}$ (+২,০০০$_{উ}$), তা হলে ম=১৫,০০০

এবং উ′=১০০% উভয় ক্ষেত্রেই এবং ১-এর মুনাফা-হার ২০%-এর তুলনায় ২-এর মুনাফা হারের ১৩⅓% তাই, ১-এর অস্থির মূলধন ৩,০০০-এর তুলনায় ২-এর অস্থির মূলধন ২,০০০ যা, অর্থাৎ ২০% : ১৩⅓%=৩,০০০ : ২,০০০।

এখন এই অস্থির মূলধন বৃদ্ধি বা হ্রাস পেতে পারে। প্রথমে এমন একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক যেখানে তা বৃদ্ধি পায়। ধরা যাক একটি নির্দিষ্ট মূলধন শুরুতে গঠিত ও নিয়োজিত হল এই ভাবে :

১. ১০০$_{স}$+২০$_{অ}$ +১০$_{উ}$; ম=১২০, উ′=৫০%, ল′=৮⅓%।

এখন ধরা যাক যে অস্থির মূলধন বেড়ে হল ৩০। সে ক্ষেত্রে, আমরা যা ধরে নিয়েছি তদনুসারে, স্থির মূলধন অবশ্যই ১০০ থেকে কমে গিয়ে হবে ৯০, যাতে করে মোট মূলধন অপরিবর্তিতই থাকে—সেই ১২০। উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার ৫০%-এ স্থির থেকে, উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্য তখন ১০ থেকে বেড়ে হবে ১৫। তখন আমরা পাব

২. ৯০$_{স}$ +৩০$_{অ}$+১৫$_{উ}$; ম=১২০, উ′=৫০%, ল′=১২½%।

প্রথমে এটা ধরে নিয়ে অগ্রসর হওয়া যাক যে মজুরি থাকে অপরিবর্তিত। তা হলে উদ্বৃত্ত-মূল্য হারের বাকি উপাদানগুলিও, অর্থাৎ কর্ম-দিবস ও শ্রমের তীব্রতাও, থাকবে অপরিবর্তিত। সে ক্ষেত্রে (২০ থেকে ৩০-এ) অ-এর বৃদ্ধি কেবল এটাই নির্দেশ করে যে ঐ শ্রমিক-সংখ্যার আরো অর্ধেক সংখ্যক শ্রমিক নিযুক্ত হল।

অতএব উৎপাদিত মোট মূল্যটিও অর্ধেকটা বৃদ্ধি পায়, ৩০ থেকে ৪৫-এ, এবং ঠিক আগের মতই বণ্টিত মজুরি বাবদ ⅔-এর উদ্বৃত্ত-মূল্য বাবদ ⅓ হিসাবে। কিন্তু একই সময়ে নিযুক্ত শ্রমিক সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, স্থির মূলধনও উৎপাদন উপায় সমূহের মূল্যও হ্রাস পেয়েছে ১০০ থেকে ৯০ এ। সে ক্ষেত্রে আমরা পাই শ্রমের হ্রাসমান উৎপাদনশীলতার সঙ্গে যুগপৎ স্থির মূলধনেরও সংকোচন। এমন একটা ব্যাপার কি অর্থনৈতিক ভাবে সম্ভব ?

কৃষিকার্যে এবং আহরণমূলক শিল্পগুলিতে, যেখানে শ্রমের উৎপাদনশীলতায় হ্রাসপ্রাপ্তি এবং, অতএব, নিযুক্ত শ্রমিক সংখ্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্তি সম্পূর্ণ বোধগম্য ; এই প্রক্রিয়াটি—ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের ভিত্তিতে এবং তার পরিধির মধ্যে—সহবর্তিত হয় স্থির মূলধনের হ্রাসের দ্বারা নয়, তার বৃদ্ধির দ্বারা। এমন কি যদি স-এর উল্লিখিত হ্রাসপ্রাপ্তি সংঘটিত হয় কেবল দামের হ্রাসপ্রাপ্তির কারণে, তা হলেও একটি একক মূলধনের পক্ষে ১ থেকে ২ এ অতিক্রমণ সম্ভব হত কেবল অতি বিরল ব্যতিক্রমের অবস্থাতেই। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিনিয়োজিত দুটি স্বতন্ত্র মূলধনের

ক্ষেত্রে, এটা মোটেই একটা অসাধারণ ব্যাপার হবে না। যদি কোনো একটি ক্ষেত্রে অধিকতর সংখ্যক শ্রমিক (এবং কাজে কাজেই অধিকতর পরিমাণ অস্থির মূলধন) নিযুক্ত হয় এবং কাজ করে অন্য ক্ষেত্রটির চেয়ে অল্পতর মূল্যের ও অল্পতর পরিমাণের উৎপাদন-উপায়সমূহের সাহায্যে।

কিন্তু আমরা যে ধরে নিয়েছিলাম যে, অপরিবর্তিত থাকে, সেটা এখন ছেড়ে দেওয়া যাক এবং ২০ থেকে ৩০-এ অস্থির মূলধনের বৃদ্ধিপ্রাপ্তিকে ব্যাখ্যা করা যাক অর্ধেক পরিমাণ মজুরি-বৃদ্ধির সাহায্যে। তা হলে আমরা পাব সম্পূর্ণ ভাবে নোতুন একটি চিত্র। একই সংখ্যক শ্রমিক, ধরুন ২০, কাজ করতে থাকে একই পরিমাণ বা সামান্য কম পরিমাণ উৎপাদন উপায় দিয়ে। যদি কর্ম দিবসটিও থাকে অপরিবর্তিত, ধরুন ১০ ঘণ্টা, তা হলে উৎপাদিত মোট মূল্যটিও থাকে অপরিবর্তিত। তা ছিল এবং আছে = ৩০। কিন্তু এই সমতা ৩০-ই এখন আবশ্যক হয় ৩০ পরিমাণ অগ্রিম দত্ত অস্থির মূলধনটিকে প্রতিপূরণ করার জন্য; উদ্বৃত্ত-মূল্য অন্তর্হিত হয়ে যায়। আমরা অবশ্য ধরে নিয়েছি যে, উদ্বৃত্ত মূল্যের হার স্থির থাকবে। অর্থাৎ ১ এ যা ছিল তাই, ৫০%। এটা সম্ভব কেবল যদি কর্ম-দিবসটিকে দীর্ঘায়িত করা যায় ১৫ ঘণ্টায়। সে ক্ষেত্রে ২০ জন শ্রমিক ১৫ ঘণ্টায় উৎপাদন করবে ৪৫ পরিমাণ মোট মূল্য, এবং সমস্ত শর্তই পূরণ হয়ে যাবে।

২. $৯০_স + ৩০_অ + ১৫_উ$; ম = ১২০, উ´ = ৫০%, ল´ = ১২½%।

এ ক্ষেত্রে, ঐ ২০ জন শ্রমিকের দরকার হয় না ১-এর চেয়ে আর বেশি শ্রমের উপায়, হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। কেবল কাঁচামাল সহায়ক সামগ্রীই বৃদ্ধি করতে হবে অর্ধেক পরিমাণ। এই সমস্ত দ্রব্যের দামগুলি যদি হ্রাস পায়, তা হলে, আমরা যা ধরে নিয়েছি তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এমন কি একটি একক মূলধনের পক্ষেও ১ থেকে ২ অতিক্রমণ অর্থনৈতিক ভাবে অধিকতর সম্ভব হতে পারে। এবং তার স্থির মূলধনে অবচয়ের ফলে যে ক্ষতি ঘটবে, বর্ধিত মুনাফার দৌলতে তা কতটা প্রতিপূরিত হয়ে যাবে।

এখন ধরা যাক, অস্থির মূলধন, বৃদ্ধি না পেয়ে হ্রাস পেল। সে ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টান্তটিকে আমাদের উল্‌টে দিতে হবে; ২-কে নিতে হবে মূল মূলধন হিসাবে এবং ২ থেকে যেতে হবে ১-এ।

২. $৯০_স + ৩০_অ + ১৫_উ$ তখন পরিবর্তিত হয়ে হয়।

১. $১০০_স + ২০_অ + ১০_উ$, এবং এটা স্পষ্ট যে, এই স্থান পরিবর্তনের ফলে, মুনাফার যথাক্রমিক হারগুলি এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করে যে শর্তসমূহ, তাদের একটিও এতটুকুও পরিবর্তিত হয় না।

বর্তমান স্থির মূলধনের সঙ্গে ⅓ কম সংখ্যক শ্রমিক নিযুক্ত হবার দরুন যদি অ ৩০

থেকে কমে গিয়ে হয় ২০, তা হলে আমরা আমাদের সামনে পাই আধুনিক শিল্পের স্বাভাবিক দৃষ্টান্ত, যথা শ্রমের বৃদ্ধিশীল উৎপাদনশীলতা এবং অল্পতর সংখ্যক শ্রমিকের দ্বারা বৃহত্তর সংখ্যক উৎপাদন উপায়ের কার্য-চালনা। এই গতিক্রিয়া যে আবশ্যিক ভাবেই মুনাফা-হারের যুগপৎ হ্রাসপ্রাপ্তির সঙ্গে সম্পর্কিত, তা এই গ্রন্থের তৃতীয় অংশে বিশদ ভাবে দেখানো হবে।

অন্য দিকে, যদি অ হ্রাস পায় ৩০ থেকে ২০-তে, যেহেতু একই সংখ্যক শ্রমিক নিযুক্ত হয় নিম্নতর মজুরিতে, তা হলে, কর্ম-দিবস অপরিবর্তিত থাকলে, উৎপাদিত মোট মূল্য থাকবে আগেরই মত = ৩০অ + ১৫ উ = ৪৫। যেহেতু অ কমে গিয়ে হয়েছে ২০, সেই হেতু উদ্বৃত্ত-মূল্য বেড়ে হবে ২৫, উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার ৫০% থেকে ১২৫%, যা হবে আমরা যা ধরে নিয়েছি তার বিপরীত। আমাদের দৃষ্টান্তের শর্তগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবার জন্য, উদ্বৃত্ত-মূল্যটি, তার ৫০% হার সহ বরং হ্রাস পেয়ে হবে ১০, এবং অতএব উৎপাদিত মোট মূল্য ৪৫ থেকে কমে গিয়ে হবে ৩০ আর তা সম্ভব কেবল যদি কাজের দিনটিকে কমিয়ে দেওয়া হয় এক-তৃতীয়াংশ। তা হলে আগের মতই আমরা পাই :

$$১০০_{স} + ২০_{অ} + ১০_{উ};\ উ' = ৫০\%,\ ল' = ৮\tfrac{১}{৩}\%।$$

বলা নিষ্প্রয়োজন যে, মজুরি হ্রাসের ক্ষেত্রে, কাজের সময়ের এই হ্রাস সাধন কার্য-ক্ষেত্রে ঘটে না। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। মুনাফার হার হচ্ছে কয়েকটি অস্থির রাশির কাজ, এবং আমরা যদি জানতে চাই এই অস্থির রাশিগুলি কি ভাবে মুনাফার হারকে প্রভাবিত করে, তা হলে আমাদের অবশ্যই পালাক্রমে বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে প্রত্যেকটির একক প্রভাব—একই অভিন্ন মূলধনের পক্ষে এমন একটি বিচ্ছিন্ন প্রভাব অর্থনৈতিক ভাবে কার্যতঃ সম্ভব কিনা তা নির্বিশেষে।

(২) উ´ স্থির, অ অস্থির, ম পরিবর্তিত হয় অ-এর পরিবর্তনের মাধ্যমে।

এই ক্ষেত্রটির সঙ্গে পূর্ববর্তী ক্ষেত্রটির পার্থক্য কেবল মাত্রাগত। অ যতটা বৃদ্ধি পায় বা হ্রাস পায়, ততটা হ্রাস বা বৃদ্ধি পাবার পরিবর্তে, স থাকে স্থির বর্তমান অবস্থায়। বড় বড় শিল্পে ও কৃষিকার্যে অস্থির মূলধন হচ্ছে মোট মূলধনের আপেক্ষিক ভাবে কেবল একটি ক্ষুদ্র অংশ। এই কারণেই, এর বৃদ্ধি বা হ্রাস যখন তার যে-কোনো একটি ঘটে অস্থির মূলধনে পরিবর্তনের দরুন, তখন তাও হয় আপেক্ষিক ভাবে ক্ষুদ্র।

আবার একটি মূলধন নিয়ে অগ্রসর হওয়া যাক :

১। $১০০_{স} + ২০_{অ} + ১০_{উ}$; ম = ১২০, উ´ = ৫০%, ল´ = ৮$\tfrac{১}{৩}$%, যা তখন পরিবর্তিত হয়ে হবে, ধরা যাক :

২। $১০০_{স} + ৩০_{অ} + ১৫_{উ}$; ম = ১৩০, উ´ = ৫০%, ল´ = ১১$\tfrac{৭}{১৩}$%। বিপরীত

ক্ষেত্রটি, যাতে অস্থির মূলধন হ্রাস পায়, তাকে আবার দেখানো যায় ২ থেকে ১-এ বিপরীত অতিক্রান্তি দ্বারা।

অর্থ নৈতিক অবস্থাবলী হবে পূর্ববর্তী ক্ষেত্রের মত একই ; সুতরাং সেগুলি আর পুনর্বার আলোচনা করার দরকার নেই। ১ থেকে ২-এ অতিক্রান্তি নির্দেশ করে শ্রমের উৎপাদনশীলতার অর্ধেক পরিমাণ হ্রাস ; ২-এর পক্ষে ১০০স-এর ব্যবহার দাবি করে ১-এর তুলনায় শ্রমের অর্ধেক পরিমাণ বৃদ্ধি। এই ব্যাপার কৃষিকার্যেও ঘটতে পারে।[১]

কিন্তু পূর্ববর্তী ক্ষেত্রে যেখানে স্থির থেকে অস্থির মূলধনে কিংবা অস্থির থেকে স্থির মূলধনে রূপান্তরণের দরুণ, মোট মূলধন থেকে স্থির, সেখানে এ ক্ষেত্রে ঘটে অতিরিক্ত মূলধনের সংবন্ধন যদি অস্থির মূলধন বৃদ্ধি পায়, এবং পূর্ব-নিযুক্ত মূলধনের মুক্তি যদি অস্থির মূলধন হ্রাস পায়।

৩) **উ' এবং অ স্থির, স এবং অতএব ম অস্থির।**

এ ক্ষেত্রে সমীকরণটি পরিবর্তিত হয় :

$$ল' = উ'\frac{অ}{ম} \text{ থেকে } ল'_১ = উ'\frac{অ}{ম_১} \text{ তে,}$$

এবং উভয় দিকে একই গুণকগুলিকে লঘুকৃত করে আমরা পাই :

$$ল'_১ : ল = ম : ম_১ ;$$

উদ্বৃত্ত-মূল্যের একই হার এবং সমান সমান অস্থির মূলধনের বেলায় মুনাফার হার দুটি মোট মূলধন দুটির সঙ্গে বিপরীত ভাবে আনুপাতিক।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি আমাদের থাকে তিনটি মূলধন, কিংবা একই মূলধনের তিনটি অবস্থা :

১. $৮০_স + ২০_অ + ২০_উ$; $ম = ১০০$, $উ' = ১০০\%$, $ল' = ২০\%$;

২. $১০০_স + ২০_অ + ২০_উ$; $ম = ১২০$, $উ' = ১০০\%$, $ল' = ১৬\frac{২}{৩}\%$;

৩. $৬০_স + ২০_অ + ২০_উ$; $ম = ৮০$, $উ' = ১০০\%$, $ল' = ২৫\%$।

তা হলে আমরা পাই এই অনুপাতগুলি :

$২০\% : ১৬\frac{২}{৩}\% = ১২০ : ১০০$ এবং $২০\% : ২৫\% = ৮০ : ১০০$।

উ' স্থির সহ $\frac{অ}{ম}$ এর হ্রাসবৃদ্ধির পূর্ব-প্রদত্ত সাধারণ সূত্রটি ছিল :

১. এইখানে পাণ্ডুলিপিতে এই 'নোট'-টি ছিল : "এই ব্যাপারটা কিভাবে ভূমি-খাজনার সঙ্গে যুক্ত সেটা পরে অনুসন্ধান করতে হবে।"—এফ. ই.

$$ল'_১ = উ' \frac{ইঅ}{ইম}; \text{ এখন সেটি হল : } ল'_১ = উ' \frac{অ}{ইম},$$

যেহেতু অ পরিবর্তিত হয় না, সেই হেতু গুণক ই = $\frac{অ_১}{অ}$ হয় ১।

যেহেতু উ'অ = উ, উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ, এবং যেহেতু উ' এবং অ উভয়ই থাকে স্থির, সেই হেতু এটা অনুসরণ করে যে, উ-ও প্রভাবিত হয় না ম-এর কোনো পরিবর্তনের দ্বারা। পরিবর্তনের পরেও উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ থাকে পরিবর্তনের আগে যা ছিল ; তাই।

যদি স কমে যেত শূন্যে, তা হলে ল' হত = উ', অর্থাৎ মুনাফা হত উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারের সমান।

স-এর পরিবর্তন ঘটতে পারে স্থির মূলধনের বস্তুগত উপাদানগুলির মূল্যে কেবল একটি পরিবর্তনের কারণে কিংবা মোট মূলধনের কারিগরি গঠনে কোন পরিবর্তনের কারণে, অর্থাৎ উপস্থিত শিল্প-শাখাটিতে শ্রমের উৎপাদনশীলতায় পরিবর্তনের কারণে। পরবর্তী ক্ষেত্রে সামাজিক শ্রমের উৎপাদনশীলতা, আধুনিক শিল্প ও বৃহদায়তন কৃষি-কার্যের বিকাশের দরুন বৃদ্ধি পেয়ে, সংঘটিত করবে ৩ থেকে ১-এর এবং ১ থেকে ২-এর অনুক্রমে। শ্রমের একটি পরিমাণ, যার জন্য মজুরি দেওয়া হয় ২০, এবং যা উৎপাদন করে ৪০ পরিমাণ একটি মূল্য, তা প্রথমে কাজে লাগাবে ৬০ পরিমাণ মূল্যের উৎপাদনের উপায়-উপকরণ ; যদি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেত এবং মূল্যটা থাকত একই, তা হলে পরিভুক্ত শ্রমের উপায়-উপকরণ প্রথমে বেড়ে হত ৮০ এবং তার পরে ১০০। এই অনুক্রমটির বিপরীত সংস্থাপন নির্দেশ করবে উৎপাদনশীলতায় হ্রাসপ্রাপ্তি। একই পরিমাণ শ্রম গতিশীল করবে অল্পতর পরিমাণ উৎপাদনের উপায় উপকরণকে এবং খর্ব করবে কর্মকাণ্ডকে, যা ঘটতে পারে চাষের কাজ, খনির কাজ ইত্যাদিতে।

স্থির মূলধনে সাশ্রয় হলে, এক দিকে, বৃদ্ধি পায় মুনাফার হার এবং অন্যদিকে মুক্তি পায়, মূলধন, যার জন্য ধনিকের কাছে সেটা গুরুত্বপূর্ণ। পরে আমরা এই বিষয়টি আরো ঘনিষ্ঠভাবে অনুধাবন করব এবং অনুরূপভাবে অনুধাবন করব স্থির মূলধনের, বিশেষ করে কাঁচা মালের, দর-দামে অদলবদলের প্রভাব।*

এখানে এটা আবার স্পষ্ট যে স্থির মূলধনে কোন পরিবর্তন মুনাফা-হারকে সমভাবে প্রভাবিত করে—তা এই পরিবর্তন স-এর বস্তুগত উপাদানগুলিতে হ্রাস-বৃদ্ধির জন্যই হোক কিংবা কেবল সেগুলির মূল্যে পরিবর্তনের জন্যই হোক।

৪) উ' স্থির, অ, স এবং ম প্রত্যেকেই অস্থির।

এ ক্ষেত্রে মুনাফার পরিবর্তিত হারের জন্য শুরুতে যে সাধারণ সূত্রটি দেওয়া হয়েছে, সেটিই বলবৎ থাকে :

* বর্তমান সংস্করণ : পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়।

$$ল'_১ = উ'\frac{ইঅ}{ইম}$$

এ থেকে অনুসরণ করে যে, উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার একই থাকলে :

ক) মুনাফার হার কমে যায় যদি ই থেকে **ই** বেশি হয়, অর্থাৎ যদি স্থির মূলধনকে বাড়ানো হয় এমন এক মাত্রায় যে মোট মূলধন বেড়ে যায় অস্থির মূলধনের চেয়ে দ্রুততর হারে। যদি $৮০_স + ২০_অ + ২০_উ$ পরিমাণ একটি মূলধন পরিবর্তিত হয় $১৭_স + ৩০_অ ৩০_উ$-এ তা হলে উ' থাকে = ১০০%, কিন্তু $\frac{অ}{ম}$ $\frac{২০}{১০০}$ থেকে কমে দাঁড়ায় $\frac{৩০}{২০০}$ —এই ঘটনাটি সত্ত্বেও যে অ এবং ম উভয়েই বেড়ে গিয়েছে, এবং তদনুযায়ী মুনাফার হার ২০% থেকে নেমে হয় ১৫%।

খ) মুনাফার হার অপরিবর্তিত থাকে যদি ই = **ই**, অর্থাৎ আপাত পরিবর্তন সত্ত্বেও $\frac{অ}{ম}$ ভগ্নাংশটি বজায় রাখে একই মূল্য, অর্থাৎ যদি তার লব ও হরকে গুণ বা ভাগ করা হয় একই রাশি দিয়ে। $৮০_স + ২০_অ + ২০_উ$ এবং $১৬০_স + ৪০_অ + ৪০_উ$ মূলধনসমূহের আছে একই মুনাফার হার ২০%, কেননা উ' থাকে = ১০০% এবং $\frac{অ}{ম} = \frac{২০০}{১০০} = \frac{৪০}{২০০}$ প্রকাশ করে দুটি দৃষ্টান্তে একই মূল্য।

গ) মুনাফার হার বাড়ে যখন ই হয় **ই**-এর চেয়ে বেশি, অর্থাৎ যখন অস্থির মূলধন বেড়ে যায় মোট মূলধনের চেয়ে দ্রুততর হারে। যদি $৮০_স + ২০_অ + ২০_উ$ পরিবর্তিত হয়ে হয় $১২০_স + ৪০_অ + ৪০_উ$, তা হলে মুনাফার হার ২০% থেকে বেড়ে হয় ২৫%, কেননা উ' অপরিবর্তিত থাকলে $\frac{অ}{ম} = \frac{২০}{১০০}$ বেড়ে হয় $\frac{৪০}{১৬০}$, কিংবা $\frac{১}{৫}$ বেড়ে হয় $\frac{১}{৪}$।

যদি অ এবং ম-এর পরিবর্তন একই দিকে হয়, তা হলে আমরা এই আয়তনগত পরিবর্তনটিকে দেখতে পারি যেন, একটা মাত্রা অবধি, তারা উভয়েই পরিবর্তিত হয়েছিল একই অনুপাতে, যার দরুন $\frac{অ}{ম}$ অপরিবর্তিত থেকেছিল সেই মাত্রাটি অবধি। তার বাইরে, তাদের মধ্যে একটিতেই কেবল পরিবর্তন ঘটবে, এবং তার দ্বারা এই জটিল ক্ষেত্রটিকে আমরা পর্যবসিত করব পূর্ববর্তী সরলতর ক্ষেত্রগুলির একটিতে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি $৮০_স + ২০_অ + ২০_উ$ হয়ে যায় $১০০_স + ৩০_অ + ৩০_উ$, তা হলে

স-এর সঙ্গে এবং ম-এর সঙ্গেও, অ-এর অনুপাত এই পরিবর্তনেও একই থাকে $১০০_{স}+২৫_{অ}+২৫_{উ}$ অবধি। অতএব এই অবধি মুনাফার হারটিও অনুরূপভাবে থাকে অপরিবর্তিত। তা হলে আমরা $১০০_{স}+২৫_{অ}+২৫_{উ}$-কে আমাদের যাত্রা-বিন্দু হিসাবে গ্রহণ করতে পারি; আমরা দেখতে পাই অ ৫ বৃদ্ধি পেয়ে হল $৩০_{অ}$, যার দরুন ম ১২৫ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হল ১৩০, এবং এইভাবে আমরা পেলাম দ্বিতীয় ক্ষেত্রটিকে—অ-এর সরল পরিবর্তনকে এবং তার ফলে ম-এর পরিবর্তনকে। মুনাফার হার, যা গোড়ায় ছিল ২০%, তা এই ৫ অ সংযোজনের ফলে বেড়ে হয় $২৩\frac{১}{১৩}$, যদি উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার থাকে একই।

সরলতর একটি ক্ষেত্রে এই একই পর্যবসন ঘটতে পারে যদি অ এবং ম তাদের নিজ নিজ আয়তন পরিবর্তন করে বিপরীত দিকে। যেমন, ধরা যাক, আবার আমরা শুরু করলাম $৮০_{স}+২০_{অ}+২০_{উ}$ দিয়ে এবং তা হয়ে দাঁড়ালো $১১০_{স}+১০_{অ}+১০_{উ}$। সেক্ষেত্রে, $৪০_{স}+১০_{অ}+১০_{উ}$ অবধি পরিবর্তন ঘটা পর্যন্ত, মুনাফার হার থেকে যাবে একই ২০%। এই মধ্যবর্তী রূপটিতে $৭০_{স}$ যোগ করে, এটা কমে হবে ৮$\frac{১}{৩}$%। এই ভাবে, আমরা এই ক্ষেত্রটিকে আবার একটি মাত্র অস্থির উপাদানের, স-এর, পরিবর্তনের

সুতরাং, অ, স এবং ম-এর যুগপৎ পরিবর্তন উপস্থিত করে না এবং চূড়ান্ত বিশ্লেষণে ফিরিয়ে নিয়ে যায় এমন একটি ক্ষেত্রে, যেখানে একটি মাত্র উপাদান অস্থির।

এমনকি একমাত্র বাকি ক্ষেত্রটিও বাস্তবিক পক্ষে শেষ হয়ে গিয়েছে, যে-ক্ষেত্রটিতে অ এবং ম থাকে সংখ্যাগত ভাবে একই যখন তাদের বস্তুগত উপাদানগুলিতে ঘটে পরিবর্তন, যার দরুন অ প্রকাশ করে গতি সঞ্চারিত শ্রমের একটি পরিবর্তিত পরিমাণ এবং গতি-সঞ্চারিত উৎপাদন-উপায়ের একটি পরিবর্তিত পরিমাণ।

$৮০_{স}+২০_{অ}+২০_{উ}$-তে, ধরা যাক, ২০ অ গোড়ায় প্রকাশ করে, দৈনিক ১০ ঘণ্টা ক'রে কাজ করে, এমন ২০ জন শ্রমিক। ধরা যাক প্রত্যেকের মজুরি বেড়ে হল ১ থেকে ১$\frac{১}{৪}$। সে ক্ষেত্রে $২০_{অ}$ ছেড়ে ২০ জনের বদলে কেবল ১৬ জন শ্রমিকের মজুরি। কিন্তু ২০ জন শ্রমিক ২০০ কাজের ঘণ্টায় যদি উৎপাদন করে ৪০ পরিমাণ মূল্য, তাহলে ১৬ জন শ্রমিক দৈনিক ১০ ঘণ্টা কাজ ক'রে, ১৬০ কাজের ঘণ্টায় উৎপাদন করে কেবল ৩২ পরিমাণ একটি মূল্য। মজুরি বাবদ $২০_{অ}$ বাদ দিয়ে, উদ্বৃত্ত-মূল্য হিসাবে ঐ ৩২-এর মধ্যে থাকবে কেবল ১২। উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার ১০০% কমে গিয়ে হবে ৬০%, কিন্তু যেহেতু আমরা স্থির মূলধনের হারকে স্থির বলে ধরে নিয়েছি, সেইহেতু

কাজের দিনকে বাড়াতে হবে এক-চতুর্থাংশ—১০ ঘণ্টা থেকে ১২½ ঘণ্টায়। যদি ২০ জন শ্রমিক দৈনিক ১০ ঘণ্টা করে = ২০০ কাজের ঘণ্টায় উৎপাদন করে ৪০ পরিমাণ একটি মূল্য, তা হলে ১৬ জন শ্রমিক দৈনিক ১২½ ঘণ্টা করে = ২০০ ঘণ্টায় উৎপাদন করবে একই পরিমাণ মূল্য, এবং $৮০_{স} + ২০_{অ}$ পরিমাণ মূলধন প্রদান করবে আগের মত একই পরিমাণ উদ্বৃত্ত-মূল্য তথা ২০।

উল্টো যদি মজুরি এতটা অবধি কমে যেত যে, $২০_{অ}$ প্রকাশ করত ৩০ জন শ্রমিকের মজুরি, তা হলে উ থাকত স্থির, যদি কেবল কাজের দিনকে কমানো যেত ১০ ঘণ্টা থেকে ৬⅔ ঘণ্টায়। কারণ ২০ × ১০ = ৩০ × ৬⅔ = ২০০ কাজের ঘণ্টা।

আমরা ইতিমধ্যেই প্রধানতঃ আলোচনা করে দেখেছি এই বিভিন্ন ধরনের দৃষ্টান্ত-গুলির মধ্যে অর্থের আকারে প্রকাশিত মূল্য হিসাবে স কোন্ মাত্রা অবধি স্থির থাকে এবং তবু পরিবর্তনশীল অবস্থা অনুযায়ী পরিবর্তিত উৎপাদন-উপায়ের ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণের প্রতিনিধিত্ব করে। এই ক্ষেত্রটি তার বিশুদ্ধ রূপে সম্ভব হবে শুধু একটি ব্যতিক্রম হিসাবেই।

স-এর যে-উপাদানগুলির মূল্য যা তাদের পরিমাণ বৃদ্ধি বা হ্রাস করে কিন্তু স-এর মোট মূল্যকে রেখে দেয় অপরিবর্তিত, সেই মূল্যের পরিবর্তন সম্পর্কে উল্লেখ্য যে, তা উদ্বৃত্ত-মূল্যকে বা মুনাফা-হারকে প্রভাবিত করেনা—যত ক্ষণ পর্যন্ত তার অ-এর আয়তনে কোনো পরিবর্তন না ঘটে।

এই সঙ্গে শেষ হল আমাদের সমীকরণে অ, স এবং ম-এর পরিবর্তনের সম্ভাব্য সব কটি ক্ষেত্র। আমরা দেখেছি যে মুনাফার হার কমে যেতে পারে, একই থাকতে পারে বা বেড়ে যেতে পারে, যখন উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার একই থাকে এবং স-এর সঙ্গে বা ম-এর সঙ্গে অ-এর অনুপাতে সামান্যতম পরিবর্তনও মুনাফার হারকে বদলে দেবার পক্ষে যথেষ্ট হয়।

আমরা আরো দেখেছি যে, অ-এর বিবিধ পরিবর্তনে সর্বত্রই একটা বিশেষ মাত্রা আছে, যার বাইরে উ´-এর পক্ষে স্থির থাকা অর্থনৈতিক ভাবে অসম্ভব। যেহেতু স-এর প্রত্যেকটি একপেশে পরিবর্তন অবশ্যই পৌঁছুবে একটি বিশেষ সীমা অবধি যেখানে অ আর অপরিবর্তিত থাকতে পারে না, সেই হেতু আমরা দেখতে পাই যে $\frac{অ}{ম}$ এর প্রত্যেকটি সম্ভাব্য পরিবর্তনের ক্ষেত্রেই আছে সীমা, যার বাইরে উ´ অবশ্যই অনুরূপ ভাবে অস্থির। উ´-এর বিবিধ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে, যেগুলি আমরা এখন আলোচনা করব, সেগুলিতে আমাদের সমীকরণের এই বিভিন্ন অস্থির রাশিগুলির পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আরো স্পষ্ট ভাবে প্রকট হয়ে ওঠে।

২. উ´ অস্থির

$\frac{অ}{ম}$ স্থির থাক আর না থাক, উদ্বৃত্ত-মূল্যের বিভিন্ন হার সহ মুনাফার হারের একটি সাধারণ সূত্র আমরা পাই

$$ল´ = উ´\frac{অ}{ম} \text{ সমীকরণটিকে}$$

$$ল´_১ = উ´_১\frac{অ_১}{ম_১} \text{ সমীকরণে পরিবর্তিত ক'রে,}$$

যে সমীকরণটিতে $ল´_১$, $উ´_১$ এবং $ম_১$ বোঝায় ল´, উ´, অ এবং ম-এর পরিবর্তিত মূল্যগুলিকে। তা হলে আমরা পাই :

$$ল´ : ল´_১ = উ´_১\frac{অ}{ম} : উ´_১\frac{অ_১}{ম_১}$$

এবং অতএব :

$$ল´_১ = \frac{উ´_১}{উ´} \times \frac{অ_১}{অ} \times \frac{ম}{ম_১} \times ল´।$$

১) উ´ অস্থির, $\frac{অ}{ম}$ স্থির

এক্ষেত্রে আমরা পাই এই দুটি সমীকরণ :

$$ল´ = উ´\frac{অ}{ম}; \quad ল´_১ = উ´_১\frac{অ}{ম},$$

যাদের দুটিতেই $\frac{অ}{ম}$ সমান। সুতরাং,

$$ল´ : ল´_১ = উ´ : উ´_১$$

একই গঠনের দুটি মূলধনের মুনাফার হার দুটি পরস্পরের কাছে উদ্বৃত্ত-মূল্যের আনুষঙ্গিক হার দুটির মত। যেহেতু $\frac{অ}{ম}$ ভগ্নাংকটিতে প্রশ্নটা অ এবং ম-এর অনাপেক্ষিক আয়তন দুটির নয়, প্রশ্নটা শুধু তাদের অনুপাতের, সেইহেতু এটা সমান গঠনের সমস্ত মূলধনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য—তাদের অনাপেক্ষিক আয়তন যাই হোক না কেন।

$$৮০_স + ২০_অ + ২০_উ;\ ম = ১০০,\ উ´ ১০০\%,\ ল´ = ২০\%$$

$$১৬০_স + ৪০_অ + ২০_উ;\ ম = ২০০,\ উ = ৫০\%,\ ল´ = ১০\%$$

$$১০০\% : ৫০\% = ২০\% : ১০\%$$

অ এবং ম-এর অনাপেক্ষিক আয়তন দুটি উভয় ক্ষেত্রেই এক হয়, তা হলে মুনাফার হার দুটিই পরস্পরের সঙ্গে উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ দুটির মত সম্পর্কিত হয় :

$$\text{ল}' : \text{ল}'_{১} = \text{উ}'\text{অ} : \text{উ}'_{১}\text{অ} = \text{উ} : \text{উ}_{১}।$$

দৃষ্টান্ত হিসাবে :

$$৮০_{\text{স}} + ২০_{\text{অ}} + ২০_{\text{উ}};\ \text{উ}' = ১০০\%,\ \text{ল}' = ২০\%$$

$$৮০_{\text{স}} + ২০_{\text{অ}} + ১০_{\text{উ}};\ \text{উ}' = ৫০\%,\ \text{ল}' = ১০\%$$

$$২০\% : ১০\% = ১০০ \times ২০ : ৫০ \times ২০ = ২০_{\text{উ}} : ১০_{\text{উ}}।$$

এটা এখন স্পষ্ট যে, সমান সমান অনাপেক্ষিক বা শতকরা গঠনের মূলধনসমূহের ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার বিভিন্ন হতে পারে কেবল যদি মজুরি বা কাজের দিনের দৈর্ঘ্য বা শ্রমের তীব্রতা বিভিন্ন হয়। নিচের তিনটি ক্ষেত্রে :

১. $৮০_{\text{স}} + ২০_{\text{অ}} + ১০_{\text{উ}};\ \text{উ}' = ৫০\%,\ \text{ল}' = ১০\%$

২. $৮০_{\text{স}} + ২০_{\text{অ}} + ২০_{\text{উ}};\ \text{উ}' = ১০০\%,\ \text{ল}' = ২০\%$

৩. $৮০_{\text{স}} + ২০_{\text{অ}} + ৪০_{\text{উ}};\ \text{উ}' = ২০০\%,\ \text{ল}' = ৪০\%$

১-এ উৎপাদিত মোট মূল্য হচ্ছে $৩০(২০_{\text{অ}} + ১০_{\text{উ}})$; ২-এ সেটা ৪০ ; ৩-এ ৬০।

এটা ঘটতে পারে তিনটি বিভিন্ন উপায়ে।

প্রথমতঃ, যদি মজুরি হয় বিভিন্ন, এবং $২০_{\text{অ}}$ প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা ক্ষেত্রে বোঝায় শ্রমিকদের এক একটি আলাদা সংখ্যা। ধরা যাক, মূলধন ১ নিযুক্ত করে ১৫ জন শ্রমিক যারা প্রত্যেকে কাজ করে দৈনিক ১০ ঘণ্টা করে পায় £ $১\frac{১}{৩}$ মজুরি করে ; তারা উৎপাদন করে £ ৩৩ পরিমাণ একটি মূল্য, যার মধ্যে £ ২০ প্রতিস্থাপন করে মজুরি এবং £ ১০ হল উদ্বৃত্ত-মূল্য। যদি মজুরি কমে গিয়ে হয় £ ১, তখন ২০ জন শ্রমিক নিযুক্ত হয় ১০ ঘণ্টার জন্য ; তারা উৎপাদন করবে £ ৪০ পরিমাণ একটি মূল্য, যার মধ্যে £ ২০ প্রতিস্থাপন করবে মজুরি এবং £ ২০ হবে উদ্বৃত্ত-মূল্য। যদি মজুরি আরো কমে গিয়ে হয় £ $\frac{২}{৩}$, তা হলে ৩০ জন শ্রমিককে নিযুক্ত করা যেতে পারে ১০ ঘণ্টার জন্য। তারা উৎপাদন করবে £ ৬০ পরিমাণ একটি মূল্য, যার মধ্যে £ ২০ বাদ দিতে হবে মজুরি বাবদ এবং £ ৪০ প্রতিনিধিত্ব করবে উদ্বৃত্ত-মূল্যের।

এই ক্ষেত্রটি—শতকরা হিসাবে মূলধনের একটি স্থির গঠন, একটি স্থির কর্মদিবস এবং স্থির শ্রম-তীব্রতা, এবং মজুরিতে হ্রাসবৃদ্ধির দরুন উদ্বৃত্ত-মূল্যে হ্রাসবৃদ্ধি—হচ্ছে একমাত্র ক্ষেত্র যেখানে রিকার্ডোর এই ধারণাটি সঠিক : "মজুরি যতটা কম বা বেশি হয়, **ঠিক সেই অনুপাতেই** মুনাফা বেশি বা কম হয়।" (*Principles*, Ch. I, Seet. III, p. 18, *Works* of D. Ricadro ed. by Mac. Culloch, 1852)

কিংবা **দ্বিতীয়তঃ**, যদি শ্রমের তীব্রতায় পরিবর্তন ঘটে। সে ক্ষেত্রে, ধরুন, ২০ জন শ্রমিক একই উৎপাদনের উপায়াদি নিয়ে দৈনিক ১০ ঘণ্টা কাজকরে ১-এ, উৎপাদন করে কোনো একটি পণ্যের ৩০ টি একক, ২-এ ৪০টি এবং ৩-এ ৬০ টি একক, যার মধ্যে প্রত্যেকটি একক, তার মধ্যে বিধৃত উৎপাদনের উপায়ের মূল্য ছাড়াও, প্রকাশ করে £ ১ পরিমাণ একটি নোতুন মূল্য। যেহেতু প্রত্যেক ২০টি একক =£২০ মজুরির সংস্থান করে, সেইহেতু উদ্বৃত্ত মূল্য বাবদ ১-এ থাকে ১০টি একক=£ ১০, ২-এ থাকে ২০টি একক=£ ২০, এবং ৩-এ থাকে ৪০টি একক= £ ৪০।

কিংবা **তৃতীয়ত** ঃ, কাজের দিনটি দৈর্ঘ্যের দিক থেকে বিভিন্ন হয়। যদি একই তীব্রতা নিয়ে শ্রমিকেরা ১-এ কাজ করে ৯ ঘণ্টা, ২-এ ১২ ঘণ্টা এবং ৩-এ ১৮ ঘণ্টা, তা হলে তাদের মোট উৎপন্নগুলি ৩০ : ৪০: ৬০ পরিবর্তিত হয় ৯ : ১২ : ১৮ হিসাবে। এবং যেহেতু প্রতি ক্ষেত্রেই মজুরি=২০, সেই হেতু ১০, ২০ এবং ৪০-ই আবার থাকে উদ্বৃত্ত মূল্য হিসাবে।

সুতরাং মজুরিতে বৃদ্ধি বা হ্রাস উদ্বৃত্ত-মূল্যকে প্রভাবিত করে বিপরীত ভাবে, এবং শ্রমের তীব্রতায় বৃদ্ধি বা হ্রাস, কাজের দিনের প্রসারণ বা সংকোচন উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারের উপরে কাজ করে একই ভাবে এবং, $\frac{অ}{ম}$ স্থির থাকলে, মুনাফার হারের উপরেও কাজ করে একই ভাবে।

২। উ´ এবং অ অস্থির, ম স্থির

এ ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয় নিম্নোক্ত অনুপাতটি :

$$ন' : ন'_১ = উ'\frac{অ}{ম} : উ'_১\frac{অ_১}{ম} = উ'অ : উ'_১অ_১ = উ : উ_১$$

মুনাফার হারগুলি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত যেমন সম্পর্কিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের যথাক্রমিক পরিমাণগুলি।

অস্থির মূলধন স্থির থাকলে, উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারে পরিবর্তন নির্দেশ করত উৎপাদিত মূল্যের আয়তন ও বণ্টনে একটি পরিবর্তন। অ এবং উ´-এ যুগপৎ পরিবর্তনও নির্দেশ করে একটি ভিন্নতর বণ্টন। তিন ধরনের ব্যাপার হতে পারে :

(ক) অ এবং উ´-এ পরিবর্তন ঘটে বিপরীত দিকে, কিন্তু একই পরিমাণে ; যেমন :

$$৮০_{স} + ২০_{অ} + ১০ উ ;\ উ' = ৫০\%,\ ন' = ১০\%$$

$$৯০_{স} + ১০_{অ} + ২০উ ;\ উ' = ২০০\%,\ ন' = ২০\%$$

উভয় ক্ষেত্রেই উৎপন্ন-মূল্যটি সমান, অতএব সম্পাদিত শ্রমের পরিমাণটিও ; $২০_{অ} + ১০_{উ} = ১০_{অ} + ২০_{উ} = ৩০$। একমাত্র পার্থক্য এই যে প্রথম ক্ষেত্রে মজুরি বাবদ দিয়ে

দেওয়া হয় ২০ এবং উদ্বৃত্ত-মূল্য হিসাবে থাকে ১০, আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মজুরি হল কেবল ১০ এবং উদ্বৃত্ত-মূল্য হিসাবে থাকে ২০। এটাই হচ্ছে একমাত্র ক্ষেত্র যেখানে শ্রমিকদের সংখ্যা, শ্রমের তীব্রতা এবং কর্ম-দিবসের দৈর্ঘ্য থাকে অপরিবর্তিত, যখন অ এবং উ পরিবর্তিত হয় যুগপৎ।

(খ) উ´ এবং অ-এ পরিবর্তন ঘটে একই দিকে, কিন্তু একই পরিমাণে নয়। সে ক্ষেত্রে অ বা উ´-এর যে কোনও একটির পরিবর্তন অন্যটিকে ছাড়িয়ে যায়।

১. $৮০_{\text{স}} + ২০_{\text{অ}} + ২০_{\text{উ}}$; $\text{উ}' = ১০০\%$, $\text{ল}' = ২০\%$

২. $৭২_{\text{স}} + ২৮_{\text{অ}} + ২০_{\text{উ}}$; $\text{উ}' = ৭১\frac{৩}{৭}\%$, $\text{ল}' = ২০\%$

৩. $৮৪_{\text{স}} + ১৬_{\text{অ}} + ২০_{\text{উ}}$; $\text{উ} = ১২৫\%$, $\text{ল}' = ২০\%$

৪০ পরিমাণ উৎপন্ন-মূল্যের জন্য মূলধন ১ দেয় ২০ অ, ৪৮ পরিমাণ উৎপন্ন-মূল্যের জন্য মূলধন ২ দেয় ২৮ অ, এবং ৩৬ পরিমাণ উৎপন্ন-মূল্যের জন্য মূলধন ৩ দেয় ১৬ অ। উৎপন্ন-মূল্য এবং মজুরি দুটোই পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু উৎপন্ন-মূল্যে একটি পরিবর্তন নির্দেশ করে সম্পাদিত শ্রমে একটি পরিবর্তন, অতএব নির্দেশ করে শ্রমিকদের সংখ্যায়, শ্রমের ঘণ্টায়, শ্রমের তীব্রতায় কিংবা এগুলির একাধিক ব্যাপারে একটি পরিবর্তন।

(গ) উ´ এবং অ-এ পরিবর্তন ঘটে একই দিকে। সে ক্ষেত্রে একটি তীব্রতর করে অন্যটির ফল।

$৯০_{\text{স}} + ১০_{\text{অ}} + ০_{\text{উ}}$; $\text{উ}' = ১০০\%$, $\text{ল}' = ১০\%$

$৮০_{\text{স}} + ২০_{\text{অ}} + ৩০_{\text{উ}}$; $\text{উ}' = ১৫০\%$, $\text{ল}' = ৩০\%$

$৯২_{\text{স}} + ৮_{\text{অ}} + ৬_{\text{উ}}$; $\text{উ}'$ ৭৫%, $\text{ল}' = ৬\%$

এখানেও উৎপন্ন মূল্য তিনটি ভিন্ন ভিন্ন, যথা ২০, ৫০ এবং ১৪। এবং শ্রমের যথাক্রমিক পরিবর্তনগুলির আয়তনে এই পার্থক্য নিজেকে আরও একবার পর্যবসিত করে শ্রমিক সংখ্যায়, শ্রমের ঘণ্টায় এবং শ্রমের তীব্রতায় কিংবা এদের কয়েকটিতে বা সব কয়টিতে একটি পার্থক্যে।

৩) উ, অ এবং ম অস্থির।

এই ব্যাপারটি কোনো নোতুন দিক উত্থাপন করে না এবং এর সমাধান হয়ে যায় ২-এর অন্তর্গত সাধারণ সূত্রটির মাধ্যমেই, যেখানে উ´ হচ্ছে অস্থির।

অতএব, মুনাফার হারের উপরে উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারের আয়তনে একটি পরিবর্তনের ফল থেকে পাওয়া যায় নিচের ক্ষেত্রগুলি :

১) যদি $\frac{অ}{ম}$ স্থির থাকে, তা হলে ল´ বৃদ্ধি বা হ্রাস পায় উ´-এর মত একই হারে।

$৮০_{স}+২০_{অ}+২০_{উ}$; উ´ = ১০০%, ল´ = ২০%

$৮০_{স}+২০_{অ}+১০_{উ}$; উ´ = ৫০%, ল´ = ১০%

১০০% : ৫০% = ২০% : ১০%।

২) যদি $\frac{অ}{ম}$ চলে উ´-এর সঙ্গে একই দিকে অর্থাৎ যদি উ´ বৃদ্ধি বা হ্রাস পেলে $\frac{অ}{ম}$-ও বৃদ্ধি বা হ্রাস পায়, তা হলে উ´-এর তুলনায় ল´ দ্রুততর হারে ওঠে বা নামে।

$৮০_{স}+২০_{অ}+১০_{উ}$; উ´ = ৫০%, ল´ = ১০%

$৭০_{স}+৩০_{অ}+২০_{উ}$; উ´ = ৬৬⅔%, ল´ = ২০%

৫০% : ৬৬⅔% < ১০% : ২০%

৩) যদি $\frac{অ}{ম}$ পরিবর্তিত হয় উ´-এর বিপরীত দিকে কিন্তু মন্থরতর হারে, তা হলে উ´ তুলনায় ল´ বৃদ্ধি বা হ্রাস পায় মন্থরতর হারে।

$৮০_{স}+২০_{অ}+১০_{উ}$; উ´ = ৫০%, ল´ = ১০%

$৯০_{স}+১০_{অ}+১৫_{উ}$; উ´ = ১৫০%, ল´ = ১৫%

৫০% : ১৫০% > ১০% : ১৫%।

(৪) যদি $\frac{অ}{ম}$ পরিবর্তিত হয় উ´-এর বিপরীত দিকে এবং তার চেয়ে দ্রুততর হারে, তা হলে যখন উ´ কমে তখন ল´ বাড়ে এবং যখন উ´ বাড়ে তখন ল´ কমে।

$৮০_{স}+২০_{অ}+২০_{উ}$; উ´ = ১০০% ল´ = ২০%।

$৯০_{স}+১০_{অ}+১৫_{উ}$; উ´ = ১৫০%, ল´%১৫%।

উ´ ১০০% থেকে বেড়ে হয়েছে ১৫০, ল´ ২০% কমে হয়েছে ১৫%।

(৫) সর্বশেষে যদি $\frac{অ}{ম}$ পরিবর্তিত হয় উ´-এর বিপরীত দিকে কিন্তু তার মত ঠিক একই অনুপাতে, তা হলে ল´ থাকে স্থির যখন উ´ বাড়ে বা কমে।

কেবল এই শেষতম ক্ষেত্রটিরই কিছু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। $\frac{অ}{ম}$ -এর পরিবর্তনগুলিতে আমরা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করেছি যে, উদ্বৃত্ত-মূল্যের একই অভিন্ন হার প্রকাশ করা যায় খুবই ভিন্ন ভিন্ন মুনাফা-হারে। এখন আমরা দেখছি যে, একই অভিন্ন মুনাফা-হার ভিত্তিশীল হতে পারে খুবই ভিন্ন ভিন্ন উদ্বৃত্তমূল্য-হারের উপরে। কিন্তু যখন ম-এর সঙ্গে অ-এর অনুপাতে যে কোনও পরিবর্তন মুনাফা-হারে একটি পার্থক্য ঘটাবার পক্ষে যথেষ্ট—যতক্ষণ উ´ থাকে স্থির, তখন উ´-এর আয়তনে একটি পরিবর্তন অবশ্যই ঘটাবে $\frac{অ}{ম}$ -এ একটি আনুষঙ্গিক বিপরীতমুখী পরিবর্তন, যার দরুন মুনাফার হার থাকে একই। একই অভিন্ন মূলধনের ক্ষেত্রে, কিংবা একই অভিন্ন দেশে দুটি মূলধনের ক্ষেত্রে, এটা সম্ভব—তবে ব্যতিক্রমমূলক কয়েকটি অবস্থায়। দৃষ্টান্ত হিসাবে ধরুন যে, আমাদের আছে নিম্নোক্ত মূলধন :

$$৮০_{স}+২০_{অ}+২০_{উ}\text{ ; } ম=১০০, উ´—১০০\%, ল´—২০\% ;$$

এবং ধরা যাক যে মজুরি কমে গেল এমন এক মাত্রায় যে একই সংখ্যক শ্রমিক পাওয়া যায় ২০$_{অ}$-এর জায়গায় ১৬$_{অ}$ দিয়ে। সে ক্ষেত্রে, বাকি সব কিছু অপরিবর্তিত থাকলে, এবং ৪$_{অ}$ দিলে, আমরা পাব :

$$৮০_{স}+১৬_{অ}+২৪_{উ}\text{ , } ম—১২০, উ´—১৫০\%, ল´—২৫\%$$

যাতে করে ল´ এখন হতে পারে আগের মত—২০%, মোট মূলধন বৃদ্ধি পেয়ে হতে হবে ১২০ ; অতএব স্থির মূলধন বেড়ে হবে ১০৪ :

$$১০৪_{স}+১৬_{অ}+২৪_{উ}\text{ ; } ম—১২০, উ´—১৫০\%, ল´—২০\%।$$

এটা কেবল তবেই সম্ভব হত, যদি মজুরি হ্রাসের সঙ্গে যুগপৎ শ্রমের উৎপাদনশীলতাতেও একটা পরিবর্তন ঘটত, যার জন্য আবশ্যক হত মূলধনের গঠনেও এমন একটা পরিবর্তন। কিংবা, যদি স্থির মূলধনের অর্থ-মূল্য ৮০ থেকে বেড়ে হত ১০৪। সংক্ষেপে, এতে আবশ্যক হত অবস্থাবলীর একটি আপতিক সহঘটন, ব্যতিক্রমমূলক ক্ষেত্রগুলিতে যেমন ঘটে। বস্তুতঃ, উ´-এর এমন একটা পরিবর্তন, যার জন্য প্রয়োজন হয় না অ-এ, এবং অতএব $\frac{অ}{ম}$ -এ কোনো যুগপৎ পরিবতন, তা কল্পনীয় কেবল খুবই নির্দিষ্ট অবস্থায়, যেমন এমন সব শিল্প-শাখায়, যেখানে কেবল স্থিতিশীল মূলধন এবং শ্রমই নিয়োজিত হয় আর শ্রমের সামগ্রীগুলি পাওয়া যায় প্রকৃতি থেকে।

কিন্তু যখন দুটি ভিন্ন ভিন্ন দেশের মুনাফার-হারকে তুলনা করা হয়, তখন এমন হয় না। কেননা তখন একই মুনাফা-হার, ফলতঃ, প্রতিষ্ঠিত হয় প্রধানতঃ উদ্বৃত্ত-মূল্যের বিভিন্ন হারের উপরে।

অতএব, এই পাঁচটি ক্ষেত্রের সব কয়টি থেকেই অনুসরণ করে যে একটি উঠ্‌তি মুনাফা-হার সহগামী হতে পারে একটি পড়্‌তি বা উঠ্‌তি উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারের সঙ্গে এবং একটি স্থির মুনাফা-হার একটি উঠ্‌তি বা পড়্‌তি উদ্বৃত্ত-মূল্য-হারের সঙ্গে। যেমন আমরা ১-এ দেখেছি, একটি উঠ্‌তি, পড়্‌তি বা স্থির মুনাফা-হার একটি স্থির উদ্বৃত্ত-মূল্য হারের সঙ্গে মানিয়ে যেতে পারে।

সুতরাং, মুনাফা-হার নির্ভর করে দুটি প্রধান বিষয়ের উপরে—উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার এবং মূলধনের মূল্য-গঠন। এই দুটি বিষয়ের বিবিধ ফলাফলকে সংক্ষেপে, উক্ত গঠন-টিকে শতাংশের হিসাবে উপস্থিত ক'রে, এই ভাবে বিবৃত করা যায়, কারণ মূলধনের কোন্ অংশটি এই পরিবর্তন ঘটায়, তাতে কিছু এসে যায় না:

দুটি ভিন্ন ভিন্ন মূলধনের, কিংবা একই অভিন্ন মূলধনের দুটি ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়-ক্রমিক অবস্থার, মুনাফার হার **হয় সমান**:

(১) যদি মূলধনগুলির শতকরা গঠন একই হয় এবং তাদের উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারগুলি হয় অসমান—এই অবস্থায় যে, মূলধনগুলির অস্থির অংশসমূহের শতকরা হার-গুলির দ্বারা প্রাপ্ত (অ-এর দ্বারা উ´) উদ্বৃত্ত-মূল্য-হারসমূহের উৎপন্ন ফলগুলি একই হয়, অর্থাৎ যদি মোট মূলধনের শতকরা হিসাবে গণনাকৃত উদ্বৃত্ত-মূল্যের **পরিমাণগুলি** (উ = উ´ অ) হয় সমান; অন্য ভাবে বলা যায়, যদি উভয় ক্ষেত্রেই উ´ এবং অ গুণক দুটি হয় পরস্পরের সঙ্গে বিপরীত ভাবে আনুপাতিক।

সেগুলি হয় অসমান:

১) যদি শতকরা গঠন হয় সমান এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারগুলি হয় অসমান, যে-ক্ষেত্রে সেগুলি সম্পর্কিত হয়, উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার হিসাবে।

২) যদি উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারগুলি হয় একই এবং শতকরা গঠন হয় অসমান, যে-ক্ষেত্রে সেগুলি সম্পর্কিত হয় মূলধনসমূহের অস্থির অংশ হিসাবে।

৩) যদি উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারগুলি হয় অসমান এবং শতকরা গঠনটি একই না হয়, যে-ক্ষেত্রে সেগুলি সম্পর্কিত হয় উৎপন্ন উ´অ হিসাবে, মোট মূলধনটির শতকরা হার হিসাবে গণিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণসমূহ হিসাবে।[১]

---

১. পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায় উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার এবং মুনাফার হারের মধ্যে পার্থক্য (উ´-ম´) সম্পর্কে অতি বিস্তৃত সব গণনা, যার আছে অত্যন্ত কৌতূহলকর নানা বৈশিষ্ট্য, এবং যার গতিক্রিয়া নির্দেশ করে কোথায় দুটি হার পরস্পর থেকে সরে যায় এবং কোথায় সে দুটি পরস্পরের কাছে আসে। রেখার সাহায্যেও এই গতিক্রিয়া-গুলিকে রূপায়িত করা যায়। আমি এখানে এই গণনাগুলি উধৃত করছি না, কেননা এই গ্রন্থের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে তার গুরুত্ব কম, এবং কেননা, যে সব পাঠক আরো অনুসন্ধান করতে চান, বিষয়টি তাঁদের নজরে আনাই যথেষ্ট—এঙ্গেলস।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মুনাফার হারের উপরে প্রতিবর্তনের ফল

উদ্বৃত্ত-মূল্যের, অতএব মুনাফার, উৎপাদনের উপরে প্রতিবর্তনের ফল দ্বিতীয় গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। সংক্ষেপে বললে, তা বোঝায় যে প্রতিবর্তনের জন্য আবশ্যক সময়-কালের দরুন, সমস্ত মূলধনটাকে একই সঙ্গে উৎপাদনে নিয়োগ করা যায় না, মূলধনের কিছুটা সব সময়েই অলস পড়ে থাকে, হয় অর্থ-মূলধনের কাঁচামাল সরবরাহের, তৈরি অথচ অবিক্রিত পণ্য-মূল্যের আকারে; নয়তো অপরিশোধিত দাবির আকারে; সক্রিয় উৎপাদনে, অর্থাৎ উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎপাদন ও আত্মীকরণে, মূলধন সব সময়েই এই পরিমাণে কম হয়, এবং উৎপাদিত ও আত্মীকৃত উদ্বৃত্ত-মূল্য সব সময়েই সেই একই মাত্রায় খর্বিত হয়। প্রতিবর্তনের কাল যত হ্রস্ব হয়, গোটা মূলধনের তুলনায় মূলধনের এই অলস অংশটা তত কম হয় এবং, অতএব, আত্মীকৃত উদ্বৃত্ত-মূল্য তত বেশি হয়—যদি বাকি অবস্থাগুলি অপরিবর্তিত থাকে।

দ্বিতীয় গ্রন্থে* ইতিপূর্বেই সবিস্তারে দেখানো হয়েছে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ কি ভাবে, উৎপাদনের সময়ে এবং সঞ্চলনের সময়ে, প্রতিবর্তন কালের, বা তার দুটি অংশের একটির, হ্রাস-সাধনের ফলে বর্ধিত হয়। কিন্তু যেহেতু মুনাফার হার কেবল প্রকাশ করে উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনে নিয়োজিত গোটা মূলধনটির সঙ্গে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণটির সম্পর্কটিকে মাত্র, সেইহেতু এটা স্পষ্ট যে, এই ধরনের যে-কোনো হ্রাসসাধন মুনাফা-হারের বৃদ্ধিসাধন করে। ইতিপূর্বে দ্বিতীয় গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশে উদ্বৃত্ত-মূল্য সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছে, তা মুনাফা এবং মুনাফা-হার সম্পর্কেও সমান ভাবে প্রযোজ্য এবং এখানে তার পুনরাবৃত্তির কোনো প্রয়োজন নেই। আমরা কেবল প্রধান প্রধান বিষয়গুলির মাত্র কয়েকটির উপরে এখানে জোর দিতে চাই।

উৎপাদনের সময় হ্রাসের প্রধান উপায় হল শ্রমের উচ্চতর উৎপাদনশীলতা, যাকে সাধারণ ভাবে বলা হয় শিল্প-প্রগতি। এর ফলে যদি ব্যয়বহুল যন্ত্রপাতি প্রবর্তনের দরুন মোট মূলধনের বিনিয়োগ-ব্যয়ে একটি যুগপৎ প্রভূত-পরিমাণ বৃদ্ধি না ঘটে, এবং, অতএব, মোট মূলধনের ভিত্তিতে যা হিসাব করা হয় সেই মুনাফা-হারে হ্রাস না ঘটে, তা হলে এই হার অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে। এবং ধাতু-শিল্পে ও রসায়ন শিল্পে সাম্প্রতিক কালে যেসব উন্নয়ন সাধিত হয়েছে, তার অনেকগুলির ক্ষেত্রেই এটা অবধারিত সত্য। বেসেমার, সিমেন্স, গিলক্রিস্ট-টমাস প্রভৃতির প্রক্রিয়াগুলির মত লোহা ও ইস্পাত

* ইং সং, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৯৩-৯৮

উৎপাদনের সম্প্রতি-আবিষ্কৃত পদ্ধতিগুলি পূর্বতন কষ্টসাধ্য প্রক্রিয়াগুলিকে অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে ন্যূনতম মাত্রায় পর্যবসিত করেছে। আলিজারিন—আলকাতরা থেকে নিষ্কর্ষিত একটি লাল রঙের উপাদান—এখন প্রস্তুত করতে লাগে কেবল কয়েক সপ্তাহ, অথচ আগে একই ফল পেতে লাগত কয়েক বছর ; রঙ্ উৎপাদনের জন্য আগেই যে-সব যন্ত্রপাতি বসানো হয়েছিল, তার সাহায্যেই এটা করা সম্ভব। 'ম্যাডার'-কে পাকা করে তুলতে আগে লাগত এক বছর এবং রেওয়াজ ছিল 'প্রসেস' করার আগে মূলগুলিকে কয়েক বছর ধরে রঙ হতে দেওয়া।

সঞ্চলনের সময় হ্রাসের প্রধান উপায় হল যোগাযোগ-ব্যবস্থার উন্নয়ন। গত পঞ্চাশ বছরে এক্ষেত্রে একটি বিপ্লব ঘটে গিয়েছে, যা কেবল আঠারো শতকের শেষার্ধের সঙ্গেই তুলনীয়। স্থলে খোয়া-বাঁধানো সড়কের স্থান নিয়েছে রেল-পথ, সাগরে মন্থর ও অনিয়মিত পাল-তোলা জাহাজকে পিছনে ঠেলে দিয়ে তার স্থান নিয়েছে দ্রুতগামী ও নির্ভরযোগ্য বাষ্প-পোত এবং গোটা পৃথিবী বেষ্টিত হয়েছে টেলিগ্রাফের তারের দ্বারা। সুয়েজ খাল খুলে দিয়েছে পূর্ব এশিয়া এবং অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে বাষ্প-পোত চলাচলের পথ। এক জাহাজ মাল পূর্ব এশিয়ায় পাঠাতে ১৮৪৭ যেখানে লাগত অন্তত: ১২ মাস, আজ সেখানে লাগে প্রায় ৩৩ সপ্তাহ (দ্রষ্টব্য Beech II, S 235*) আর তার ফলে অনেকটা কমে গিয়েছে সংকটের বিস্ফোরক প্রকৃতি। পরিবহণ-ব্যবস্থায় এই বিপ্লবের কল্যাণে ১৮২৫-৫৭-র সংকটের দুটি বৃহৎ কেন্দ্র, আমেরিকা এবং ভারত, শতকরা ৭০ থেকে ৯০ ভাগ নিকটতর হয়েছে ইউরোপের শিল্পকেন্দ্র-সমূহের। সমগ্র বিশ্ব-বাণিজ্যের প্রতিবর্তনের সময়-কাল কমে গিয়েছে একই মাত্রায় এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মূলধনের কার্যকরতাও বেড়ে গিয়েছে দুগুণ বা তিন গুণ। বলা বাহুল্য, মুনাফা-হারের উপরে এর ফল না পড়ে পারে নি।

মুনাফা-হারের উপরে মোট মূলধনের প্রতিবর্তনের ফলকে পৃথক্ করে দেখার জন্য আমাদের ধরে নিতে হবে যে তুলনীয় মূলধনগুলির বাকি সমস্ত অবস্থাই সমান। উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার এবং কাজের দিন ছাড়াও, আমাদের আরো ধরে নিতে হবে যে, বিশেষ ভাবে শতকরা গঠনটিও একই। এখন ধরা যাক একটি মূলধন ক, যা গঠিত হয়েছে $৮০_{স}+২০_{অ}=১০০$ ম দিয়ে, বছরে করে দুটি প্রতিবর্তন ১০০% উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারে। তা হলে বার্ষিক উৎপন্ন হয় :

$১৬০_{স}+৪০_{অ}+৪০_{উ}$। অবশ্য, মুনাফার হার নির্ধারণ করতে গিয়ে আমরা $৪০_{উ}$-কে গণনা করি না ২০০ প্রতিবর্তিত মূলধন-মূল্যের উপরে, গণনা করি ১০০ অগ্রিম-দত্ত মূলধনের উপরে এবং এই ভাবে পাই $ল' = ৪০\%$।

এখন একে তুলনা করা যাক খ মূলধনের সঙ্গে, যা $= ১৬০_{স}+৪০_{অ}=২০০$ স, যার

আছে উদ্বৃত্ত-মূল্যের একই হার যথা ১০০%, কিন্তু যা বছরে প্রতিবর্তিত হয় কেবল একবার। সুতরাং, এই মূলধনটির বার্ষিক উৎপন্ন ক-এর বার্ষিক উৎপন্নের সঙ্গে একই।

$১৬০_{স}+৪০_{অ}+৪০_{উ}$। কিন্তু এবারে $৪০_{উ}$-কে হিসাব করতে হবে ২০০ পরিমাণ অগ্রিম-দত্ত মূলধনের উপরে, যা থেকে পাওয়া যায় কেবল ২০% মুনাফা-হার, অর্থাৎ ক-এর অর্ধেক।

তা হলে আমরা দেখি যে, সমান শতকরা গঠন, সমান উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার এবং সমান কর্ম-দিবস সমন্বিত দুটি মূলধনের ক্ষেত্রে, ঐ মূলধন দুটির মুনাফার হার তাদের প্রতিবর্তন-কালের সঙ্গে বিপরীত ভাবে সম্পর্কিত। তুলনাকৃত দুটি ক্ষেত্রে যদি গঠন, উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার, কাজের দিন কিংবা মজুরি অসমান হয়, তা হলে তা স্বভাবতই মুনাফার হারে উৎপাদন করে আরো পার্থক্য; কিন্তু এই সব পার্থক্য প্রতিবর্তন-নিরপেক্ষ, এবং, এই কারণে, সেগুলি এখানে আমাদের আলোচ্য নয়। তৃতীয় পরিচ্ছেদে সেগুলি নিয়ে আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

উদ্বৃত্ত-মূল্যের, অতএব মুনাফার, উৎপাদনের উপরে হ্রস্বীকৃত প্রতিবর্তন-কালের প্রত্যক্ষ ফলে রূপায়িত হয় মূলধনের অস্থির অংশে তদ্দ্বারা সঞ্চারিত বর্ধিত কার্যকরতায়; এটা দেখানো হয়েছে দ্বিতীয় গ্রন্থের ষোড়শ অধ্যায়ে: "অস্থির মূলধনের প্রতিবর্তন।" এই অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে যে, বছরে দশ বার প্রতিবর্তিত ৫০০ পরিমাণ একটি অস্থির মূলধন এই সময় উৎপাদন করে ততটা উদ্বৃত্ত-মূল্য, যতটা উৎপাদন করে এক বছরে ঠিক তার প্রতিবর্তিত, একই উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার, একই মজুরি সমন্বিত, ৫,০০০ পরিমাণ একটি অস্থির মূলধন।

ধরা যাক মূলধন ১ গঠিত হয়েছে ১০,০০০ স্থিতিশীল মূলধন—যার বার্ষিক অবচয় ১০% = ১,০০০, ৫০০ সঞ্চলনশীল স্থির এবং ৫০০ অস্থির মূলধন নিয়ে। ধরা যাক, অস্থির মূলধন বছরে প্রতিবর্তিত হয় ১০ বার উদ্বৃত্ত-মূল্যের ১০০% হারে। সরলতার স্বার্থে আমরা নিম্নোক্ত সব কয়টি দৃষ্টান্তে ধরে নিচ্ছি যে, সঞ্চলনশীল স্থির মূলধন প্রতিবর্তিত হয় অস্থির মূলধনের মত একই সময়ে, কার্যক্ষেত্রে যা সাধারণ ভাবে ঘটে। তা হলে, এমন একটি প্রতিবর্তন-কালের উৎপন্ন হবে:

$১০০_{স}$ (অবচয়) $+ ৫০০_{স} + ৫০০_{অ} + ৫০০_{উ} = ১,৬০০$, এবং অনুরূপ দশটি প্রতিবর্তন সহ একটি গোটা বছরের উৎপন্ন হবে:

$$১,০০০_{স} \text{ (অবচয়) } + ৫,০০০_{স} + ৫,০০০_{অ} + ৫,০০০_{উ} = ১\ ,০০০$$

$$ম = ১১,০০০,\ উ = ৫,০০০,\ ল' = \frac{৫,০০০}{১১,০০০} = ০৭\ ৫_{5}\%।$$

এখন নেওয়া যাক মূলধন ২-কে ৯,০০০ স্থিতিশীল মূলধন, ১,০০০ বার্ষিক ক্ষয়ক্ষতি, ১,০০০ সঞ্চলনশীল স্থির মূলধন, ১,০০০ অস্থির মূলধন, ১০০% উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার,

বছরে অস্থির মূলধনের প্রতিবর্তন ৫। তা হলে, অস্থির মূলধনের প্রতিটি প্রতিবর্তনের উৎপন্ন হবে :

$২০০_{স}$ (অবচয়) $+ ১,০০০_{স} + ১,০০০_{অ} + ১,০০০_{উ} = ৩,২০০$, এবং পাঁচটি প্রতি-বর্তনের পরে মোট বার্ষিক উৎপন্ন হবে :

$$১,০০০_{স} \text{ (অবচয়) } + ৫,০০০_{স} + ৫,০০০_{অ} + ৫,০০০_{উ} = ১৬,০০০,$$

$$ম = ১১,০০০,\ উ = ৫,০০০,\ ল' = \frac{৫,০০০}{১১,০০০} = ৪৫\tfrac{৫}{১১}\%\ ।$$

অধিকন্তু, ধরুন মূলধন ৩ যার স্থিতিশীল মূলধন ০, সঞ্চলনশীল মূলধন ৬,০০০ এবং অস্থির মূলধন ৫,০০০। ধরুন বছরে হয় একটি প্রতিবর্তন ১০০% উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারে। তা হলে মোট বার্ষিক উৎপন্ন হবে :

$$৬,০০০_{স} + ৫,০০০_{অ} + ৫,০০০_{উ} = ১৬,০০০,$$

$$ম = ১১,০০০,\ উ = ৫,০০০,\ ল' = \frac{৫,০০০}{১১,০০০} = ৪৫\tfrac{৫}{১১}\%\ ।$$

তিনটি ক্ষেত্রের সব কয়টিতেই আমাদের তাকে উদ্বৃত্ত-মূল্যের একই বার্ষিক পরিমাণ, এবং যেহেতু তিনটি ক্ষেত্রের সব কয়টিতেই মোট মূলধনটি অনুরূপ ভাবে সমান, যথা = ১১,০০০, সেইহেতু মুনাফার হারও সেই একই।

কিন্তু যদি মূলধন ১-এর থাকে তার অস্থির মূলধনের বছরে ১০টির পরিবর্তে ৫টি প্রতিবর্তন, তা হলে ফল হবে ভিন্নতর। তখন একটি প্রতিবর্তনের উৎপন্ন দাঁড়াবে :

$$২০০_{স} \text{ (অবচয়) } + ৫০০_{স} + ৫০০_{অ} + ৫০০_{উ} — ১,৭০০\ ।$$

এবং বার্ষিক উৎপন্ন দাঁড়াবে :

$$১,০০০_{স} \text{ (অবচয়) } + ২,৫০০_{স} + ২,৫০০_{অ} + ২,৫০০_{উ} — ৮,৫০০,$$

$$ম — ১১,০০০,\ উ — ২,৫০০\ ;\ ল' — \frac{২,৫০০}{১১,০০০} — ২২\tfrac{৮}{১১}\%\ ।$$

মুনাফার হার অর্ধেক কমে গিয়েছে, কারণ প্রতিবর্তনের সময়কাল দ্বিগুণ হয়েছে।

সুতরাং এক বছরে আত্মীকৃত উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ হচ্ছে—অস্থির মূলধনের একটি প্রতিবর্তনে আত্মীকৃত উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ × বছরে এরকমে যতগুলি প্রতি-বর্তন হয়, তার সংখ্যা। ধরা যাক, আমরা বছরে আত্মীকৃত উদ্বৃত্ত-মূল্যকে, বা মুনাফাকে, বলি উ, প্রতিবর্তনের একটি সময়কালে আত্মীকৃত উদ্বৃত্ত-মূল্যকে উ, বছরে অস্থির মূলধনের প্রতিবর্তনের সংখ্যাকে ন, তাহলে উ—উন, এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যের বার্ষিক হার $উ = উ'ন'$, যা ইতিপূর্বে দ্বিতীয় গ্রন্থের ষোড়শ অধ্যায়ে ১-এ দেখানো হয়েছে।*

এটা না বললেও চলে যে, $ল' = উ'\frac{অ}{ম} = উ'\frac{অ}{স+অ}$ সূত্রটি সঠিক কেবল সেই

* ইং সংস্করণ : দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩০৫।

পর্যন্ত, যে পর্যন্ত লবের অন্তর্গত অ হরের অন্তর্গত অ-এর সঙ্গে একই। হরে অ প্রকাশ করে মোট মূলধনের সেই গোটা অংশটিকে, যা গড়ে ব্যবহৃত হয় মজুরি দেবার জন্য ব্যয়িতব্য অস্থির মূলধন হিসাবে। লবের অন্তর্গত অ প্রাথমিক ভাবে কেবল নির্ধারিত হয় এই ঘটনাটির দ্বারা যে, উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটা বিশেষ পরিমাণ=উ উৎপাদিত ও আত্মীকৃত হয় তার দ্বারা, যার সঙ্গে এর সম্পর্ক $\frac{উ}{অ}$, হচ্ছে উ´, উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার। কেবল এই পদ্ধতিতেই $ল´=\frac{উ}{স+অ}$ সূত্রটি রূপান্তরিত হয় অন্য সূত্রটিতে $ল´=উ´\frac{অ}{স+অ}$। লবের অন্তর্গত অ এখন আরো যথাযথ ভাবে নির্ধারিত হয় এই ঘটনাটির দ্বারা যে, একে অবশ্যই হতে হবে হরের অন্তর্গত অ-এর সমান, অর্থাৎ মূলধন ম-এর গোটা অস্থির অংশটির সমান। অন্য ভাবে বলা যায়, $ল´=\frac{উ}{ম}$ সমীকরণটিকে সঠিক ভাবে রূপান্তরিত করা যায় $ল´=উ\frac{অ}{স+অ}$ সমীকরণটিতে, কেবল যদি উ প্রতিনিধিত্ব করে অস্থির মূলধনের একটি প্রতিবর্তনে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের। যদি উ হয় কেবল এই উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি অংশ মাত্র, তা হলে উ=উ´অ থাকে তখনো সঠিক, কিন্তু এই অ তখন ম=স+অ-এর চেয়ে ক্ষুদ্রতর, কেননা মজুরি বাবদে ব্যয়িত গোটা অস্থির মূলধনের চেয়ে এটা ক্ষুদ্রতর। কিন্তু উ যদি প্রতিনিধিত্ব করে অ-এর একটি প্রতিবর্তনের উদ্বৃত্ত-মূল্যের চেয়ে অধিকতর উদ্বৃত্ত-মূল্যের, তা হলে এই অ-এর একটি অংশ, কিংবা হয়ত গোটাটাই, কাজ করে দু'বার, যথা প্রথম ও দ্বিতীয় প্রতিবর্তনে, এবং ঘটনাক্রমে পরবর্তী প্রতিবর্তনগুলিতে। অ, যা উৎপাদন করে উদ্বৃত্ত-মূল্য এবং প্রকাশ করে ব্যয়িত সমস্ত মজুরির মোট পরিমাণ, তা তাই হয় স+অ-এর অন্তর্গত অ-এর চেয়ে বৃহত্তর, এবং হিসাবটা ভুল হয়ে যায়।

মুনাফার বার্ষিক হারের পক্ষে সূত্রটিকে যথাযথ করতে হলে, আমাদের অবশ্যই উদ্বৃত্ত-মূল্যের সরল হারটির পরিবর্তে বসাতে হবে উদ্বৃত্ত-মূল্যের বার্ষিক হারটিকে, অর্থাৎ উ´-এর পরিবর্তে উ´-কে, কিংবা উ´-এর পরিবর্তে উ´ন-কে। অন্য ভাবে বলা যায়, আমরা অবশ্যই ন দিয়ে, এক বছরে এই অস্থির মূলধনের প্রতিবর্তনের সংখ্যা দিয়ে, গুণ করব উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার উ´-কে কিংবা, ভাষান্তরে, ম-এর অন্তর্গত অস্থির মূলধন অ-কে। অতএব আমরা পাই $ল´=উ´ন\frac{অ}{ম}$, যা হচ্ছে মুনাফার বার্ষিক হারের সূত্র।

তার ব্যবসায়ে বিনিয়োজিত অস্থির মূলধনের পরিমাণ হচ্ছে এমন একটা জিনিস যা বণিক নিজেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে জানে না। দ্বিতীয় গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, এবং পরে আরো দেখব, যে তার মূলধনের অভ্যন্তরে একমাত্র যে পার্থক্যটি

ধনিকের মনে দাগ কাটে, সেটি হল স্থিতিশীল এবং আবর্তনশীল মূলধনের পার্থক্যটি। আবর্তনশীল মূলধনের যে অংশটি টাকার আকারে তার হাতে আছে অর্থাৎ সে ব্যাংকে জমা দেয়নি, সেই অংশটি থেকে সে তার হাত-বাক্স থেকে টাকা নেয় মজুরি দেবার জন্য; সেই একই বাক্স থেকে সে টাকা নেয় কাঁচামাল ও সহায়ক সামগ্রীর জন্য, এবং দুটি টাকাই সে দেখায় একই টাকার হিসাবের মধ্যে। এবং এমনকি যদি সে মজুরি বাবদ একটি আলাদা হিসাবও রাখে, তা হলেও বছরের শেষে তা কেবল দেখাবে এই খাতে কত ব্যয় হয়েছে, অতএব অ ন, কিন্তু দেখাবে না খোদ অস্থির মূলধনটিকে, অ-কে। সেটা বার করতে তাকে একটি বিশেষ হিসাব করতে হবে, যার একটা দৃষ্টান্ত আমরা এখানে দিচ্ছি।

এই উদ্দেশ্যে আমরা বেছে নিচ্ছি প্রথম গ্রন্থে (S. 209/201)* বর্ণিত ১০,০০০ 'মিউল'-টাকু বিশিষ্ট সুতোকল এবং ধরে নেব যে, সেখানে যে ১৮৭১ সালের এপ্রিল মাসের এক সপ্তাহের তথ্য দেওয়া হয়েছে, সেটা গোটা বছর ধরেই কার্যকর। যন্ত্রপাতিতে বিধৃত, স্থিতিশীল মূলধন ছিল £১০,০০০। আবর্তনশীল মূলধন উল্লেখ করা হয় নি। আমরা ধরে নিচ্ছি সেটা ছিল £২,৫০০। এটা বরং একটু উঁচুর দিকে হিসাব কিন্তু যা ধরে নেওয়া হয়েছে, তার ভিত্তিতে সমর্থনীয়; এটা আমরা এখানেও আগাগোড়া ধরে নেব যে, কোনো ক্রেডিট কারবার নেই, অতএব নেই অপরের মূলধনের স্থায়ী বা অস্থায়ী বিনিয়োগ। সাপ্তাহিক উৎপন্নের মূল্য গঠিত হয় এইগুলি দিয়ে: যন্ত্রপাতির অবচয় বাবদ £২০, আবর্তনশীল স্থির অগ্রিম-দত্ত মূলধন বাবদ খোজনা £৬, তুলো £৩৪২, কয়লা গ্যাস তেল £১০), মজুরি বাবদে অস্থির মূলধন থেকে প্রদত্ত £৫২, এবং উদ্বৃত্ত-মূল্য £৮০। সুতরাং,

$$২০_{স}\,(\text{অবচয়}) + ৩৫৮_{স} + ৫২_{অ} + ৮০_{উ} = ৫১০।$$

সুতরাং, সাপ্তাহিক অগ্রিম-প্রদত্ত মূলধন ছিল $৩৫৮_{স} + ৫২_{অ} = ৪১০$। শতকরা হিসাবে তা ছিল $৮৭{\cdot}৩_{স} + ১২{\cdot}৭_{অ}$। £২,৫০০ পরিমাণ গোটা আবর্তশীল মূলধনের ক্ষেত্রে এটা হবে £২,১৮২ স্থির এবং £৩১৮ অস্থির মূলধন। যেহেতু মজুরি বাবদে বছরে মোট ব্যয় ছিল ৫২ গুণ £৫২, বা £২,৭০৪, সেইহেতু অনুসরণ করে যে বছরে £৩১৮ অস্থির মূলধন প্রতিবর্তিত হয়েছিল প্রায় ঠিক $৮\frac{১}{২}$ বার। উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার ছিল $\frac{৮০}{৫২} = ১৫৩\frac{১১}{১৩}\%$। এই উপাদানগুলির ভিত্তিতে আমরা মুনাফার হার গণনা করি উল্লিখিত মূল্যগুলিকে সূত্রটিতে অন্তর্ভুক্ত ক'রে:

$$ল' = উ'\,ন\,\frac{অ}{ম}:\quad উ' = ১৫৩\frac{১১}{১৩},\ ন = ৮\frac{১}{২},\ অ = ৩১৮,\ ম = ১২,৫০০;\ \text{অতএব}:$$

$$ল' = ১৫৩\frac{১১}{১৩} \times ৮\frac{১}{২} \times \frac{৩১৮}{১২,৫০০} = ৩৩{\cdot}২৭\%।$$

* ইং সংস্করণ পৃঃ ২১৯—সম্পাদক

আমরা এটিকে পরীক্ষা করি একটি সহজ সূত্রের সাহায্যে $ল^{\prime}=\frac{উ}{ম}$। মোট বার্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্য বা মুনাফার পরিমাণ দাঁড়ায় ৫২ গুণ £৮০, বা £৪,১৬০, এবং একে £১২,৫০০ পরিমাণ মোট মূলধন দিয়ে ভাগ দিয়ে আমরা পাই ৩৩·২৮%, কিংবা প্রায় একটি অভিন্ন ফল। এটা হচ্ছে একটা অস্বাভাবিক রকমের চড়া মুনাফা-হার, যাকে কেবল ব্যাখ্যা করা যায় উপস্থিত মুহূর্তের অসাধারণ রকমের অনুকূল অবস্থাবলীর সাহায্যে (তুলোর দাম অতি অল্প এবং সুতোর দাম অত্যধিক), এবং কিছুতেই সারা বছর ধরে তা থাকতে পারে না।

$ল^{\prime}=উ^{\prime}\,ন\,\frac{অ}{ম}$—সূত্রটিতে $উ^{\prime}ন$ প্রতিনিধিত্ব করে, যা আগেই বলা হয়েছে, সেই জিনিসটির, যাকে দ্বিতীয় গ্রন্থে* অভিহিত করা হয়েছে উদ্বৃত্ত-মূল্যের বার্ষিক হার বলে। উল্লিখিত ক্ষেত্রে এটা হল ১৫৩$\frac{১১}{১৩}$% গুণ ৮$\frac{১}{২}$, কিংবা সঠিক সংখ্যায়, ১,৩০৭$\frac{৯}{১৩}$%। অতএব, যদি জনৈক বিডারমান** দ্বিতীয় গ্রন্থে দৃষ্টান্ত হিসাবে ব্যবহৃত ১,০০০% উদ্বৃত্ত-মূল্যের বার্ষিক হারটির অস্বাভাবিকতার দ্বারা মর্মাহত হয়ে থাকেন, সম্ভবতঃ তিনি এখন সান্ত্বনা পাবেন ১,৩০০০% এরও অধিক উদ্বৃত্ত-মূল্যের বার্ষিক হারটি থেকে, যেটি নেওয়া হয়েছে ম্যাঞ্চেস্টারেরর জীবন্ত অভিজ্ঞতা থেকে। সর্বাধিক সমৃদ্ধির সময়ে যা অবশ্য আমরা দীর্ঘকাল ধরে দেখিনি, এমন একটি হার কিন্তু কোনো মতেই বিরল নয়।

এই ব্যাপারে আমাদের এখানে আছে আধুনিক বৃহদায়তন শিল্পে মূলধনের বাস্তব গঠন সম্পর্কে একটি দৃষ্টান্ত। মোট মূলধনের গঠনে আছে £১২,১৮২ স্থির এবং £৩১৮ অস্থির মূলধন = £১২,৫০০। শতকরা হিসাবে এটা দাঁড়ায় $৯৭\frac{১}{২}_{স}+২\frac{১}{২}_{অ}=১০০$ ম। মোটের মাত্র চল্লিশ ভাগের এক ভাগ, কিন্তু আট গুণেরও বেশি বার্ষিক প্রতিবর্তনে, কাজ করে মজুরি দেবার জন্য।

যেহেতু খুবই স্বল্প-সংখ্যক ধনিক তাদের নিজ নিজ ব্যবসার ক্ষেত্রে এই ধরনের হিসাব করার কথা আদৌ-চিন্তা করে, সেইহেতু মোট সামাজিক মূলধনের স্থির অংশের সঙ্গে তার অস্থির অংশের সম্পর্ক কি, সে সম্বন্ধে পরিসংখ্যান প্রায় পাওয়াই যায় না। কেবল মার্কিন আদমসুমারিতেই পাওয়া যায় যা আধুনিক অবস্থায় পাওয়া সম্ভব, যথা ব্যবসার প্রতিটি শাখায় মোট কত মজুরি দেওয়া হয়েছে এবং কত মুনাফা আদায় করা হয়েছে। ধনিকদের নিজেদেরই নিয়ন্ত্রণহীন বিবৃতির উপরে ভিত্তিশীল এই অঙ্কগুলি সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে, তবু এগুলি খুবই মূল্যবান এবং এ সম্পর্কে প্রাপ্ত একমাত্র নথি। [ইউরোপে আমাদের বৃহৎ ধনিকদের কাছ থেকে এমন স্বীকারোক্তি প্রত্যাশা করার ব্যাপারে আমরা বড়ই কুণ্ঠিত।—এফ. এঙ্গেলস]

* ইং সং: দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৯৫।

** বিডারমান—ফিলিস্তিন, শ্লেষালংকার, কেননা *Deutsche Allgemeine Zeitung*-এর সম্পাদকের নামও এই।—সম্পাদক।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

স্থির মূলধন বিনিয়োগে মিতব্যয়

১। সাধারণ ভাবে

যখন অস্থির মূলধন একই থাকে এবং নিয়োগ করে একই সংখ্যক শ্রমিক একই আর্থিক মজুরিতে—'ওভারটাইম' দেওয়া হোক আর না হোক, তা নির্বিশেষে,—তখন অনাপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্যের বৃদ্ধি, বা উদ্বৃত্ত শ্রমের দীর্ঘায়ন, এবং অতএব কর্ম-দিবসের দীর্ঘায়ন, মোট এবং অস্থির মূলধনের সঙ্গে তুলনায় স্থির মূলধনের আপেক্ষিক মূল্য হ্রাস করে, এবং এইভাবে মুনাফার হার বৃদ্ধি করে—এ ক্ষেত্রেও উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং সম্ভবতঃ উদ্বৃত্ত-মূল্যের বর্ধিষ্ণু হার-নির্বিশেষে। স্থির মূলধনের স্থিতিশীল অংশের আয়তন, যেমন কারখানা-বাড়ি, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি, থাকে একই—এগুলি শ্রম-প্রক্রিয়াকে ১৬ ঘণ্টা বা ১২ ঘণ্টা সেবা করুক তাতে কিছু এসে যায় না। কর্ম-দিবসের দীর্ঘতা-সাধনের দরুন এ ক্ষেত্রে, স্থির মূলধনের সবচেয়ে ব্যয়বহুল ক্ষেত্রে, নোতুন করে ব্যয় করতে হয় না। অধিকন্তু, তার দ্বারা স্থিতিশীল মূলধনের মূল্য পুনরুৎপাদিত হয় ক্ষুদ্রতর সংখ্যক প্রতিবর্তন পর্বে, যার ফলে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফা করতে যে সময়ের জন্য তাকে অগ্রিম দিতে হবে, তা সংক্ষেপিত হয়। সুতরাং, কর্ম-দিবসের দীর্ঘতা সাধনের ফলে মুনাফা বৃদ্ধি পায়, এমনকি যদি 'ওভারটাইম' দেওয়া হয়, তবু, কিংবা এমনকি যদি, একটা বিশেষ বিন্দু পর্যন্ত, স্বাভাবিক কাজের ঘণ্টার চেয়ে এর জন্য বেশি মজুরি দেওয়া হয়, তবু। সুতরাং আধুনিক শিল্পে স্থিতিশীল মূলধন বৃদ্ধি করার ক্রমবর্ধমান দাবিই হচ্ছে কর্ম-দিবস দীর্ঘতর করার দিকে মুনাফা-পাগল ধনিকদের পক্ষে অন্যতম প্রধান তাড়না। কর্ম-দিবস যদি স্থির থাকে, তা হলে এই অবস্থাগুলি পাওয়া যায় না। সে ক্ষেত্রে হয় শ্রমিকদের সংখ্যা বাড়াতে হয় এবং তাদের সঙ্গে একটা বিশেষ মাত্রা পর্যন্ত স্থিতিশীল মূলধনের পরিমাণও, বাড়িঘর, যন্ত্রপাতি ইত্যাদিও, বাড়াতে হয়, যাতে করে বৃহত্তর পরিমাণ শ্রম শোষণ করা যায় (কারণ মজুরি থেকে কেটে নেওয়া কিংবা স্বাভাবিক মান থেকে মজুরি পড়ে যাওয়া ইত্যাদি ব্যাপারগুলিকে আমরা বাইরে রাখছি), অথবা যদি শ্রমের তীব্রতা, অতএব তার উৎপাদনশীলতা, বৃদ্ধি

১. "যেহেতু সমস্ত কারখানাতেই থাকে বাড়ি-ঘরে ও যন্ত্রপাতিতে একটি বৃহৎ পরিমাণ স্থিতিশীল মূলধন, সেই হেতু যত বেশি ঘণ্টা ঐ যন্ত্রপাতিকে কাজে রাখা যায়, প্রতিদানও তত বেশি হবে।" (কারখানা পরিদর্শকের রিপোর্ট, ৩১শে অক্টোবর, ১৮৫৮, পৃঃ ৮)

পায়, এবং সাধারণ ভাবে অধিকতর আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদিত হয়, তা হলে স্থির মূলধনের আবর্তনশীল অংশটি বৃদ্ধি পায় এমন সব শিল্প-শাখায় যেগুলি কাঁচামাল ব্যবহার করে, কেননা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আরো বেশি কাঁচামাল ইত্যাদি প্রক্রিয়াগত হয়; এবং দ্বিতীয়তঃ, একই সংখ্যক শ্রমিকদের দ্বারা গতি-সঞ্চারিত যন্ত্রপাতির পরিমাণ, অতএব স্থির মূলধনের এই অংশটিও, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। অতএব, উদ্বৃত্ত-মূল্যে বৃদ্ধি ঘটলে সেই সঙ্গে স্থির মূলধনেও বৃদ্ধি ঘটে এবং যার মাধ্যমে শ্রম শোষিত হয়, সেই উৎপাদনের উপায়-উপকরণের খাতে বৃহত্তর ব্যয় অর্থাৎ মূলধনের বৃহত্তর পরিমাণ বিনিয়োগের মাধ্যমে ঘটে শ্রমের বর্ধিত শোষণ। অতএব, তার ফলে এক দিকে মুনাফার হার হ্রাস পায়, অন্য দিকে তা বৃদ্ধি পায়।

অনেকগুলি চলতি ব্যয়ই থাকে সম্পূর্ণ একই বা প্রায় একই, কাজের দিন দীর্ঘই হোক আর হ্রস্বই হোক। ১২টি কাজের ঘণ্টার জন্য ৭৫০ কর্মীর তদারকি বাবদে দেখা খরচ হয়, তার চেয়ে ১৮টি কাজের ঘণ্টার জন্য ৫০০ কর্মীর তদারকি বাবদে খরচ কম হয়। "একটি কারখানাকে ১০ ঘণ্টা চালাবার যা খরচ, ১২ ঘণ্টা চালাতেও প্রায় তার সমান খরচ।" ('রিপোর্টস অব ইনস্পেক্টরস অব ফ্যাক্টরিজ', ১৮৫৮, পৃঃ ৩৭)। সরকারি ও পৌর কর আগুন বীমা, সমস্ত স্থায়ী কর্মীদের মজুরি, যন্ত্রপাতির অবচয় এবং কারখানার আরো বিবিধ খরচ অপরিবর্তিই থাকে, কাজের সময় দীর্ঘই হোক আর হ্রস্বই হোক। যে মাত্রায় উৎপাদন হ্রাস পায়, সেই মাত্রায় এই খরচগুলি মুনাফার সঙ্গে তুলনায় বৃদ্ধি পায়। (রিপোর্টস অব······ ফ্যাক্টরিজ, অক্টোবর, ১৮৬২, পৃঃ ১৯)।

যে সময়কালে যন্ত্রপাতি ও স্থিতিশীল মূলধনের অন্যান্য উপাদানগুলির মূল্য পুনরুৎপাদিত হয়, তা নির্ধারিত কার্যক্ষেত্রে হয় তাদের নিছক জীবনকাল দিয়ে নয়, নির্ধারিত হয় সমগ্র শ্রম-প্রক্রিয়াটির স্থিতিকাল দিয়ে, যে সময় জুড়ে তারা কাজ করে এবং ক্ষয় পায় যদি শ্রমিকদের ১২ ঘণ্টার বদলে ১৮ ঘণ্টা কাজ করতে হয়, তাতে সপ্তাহে আরো তিন দিনের পার্থক্য হয়, যার ফলে এক সপ্তাহ বেড়ে দাঁড়ায় দেড় সপ্তাহ, এবং দু বছর বেড়ে হয় তিন বছর। যদি এই উপরি-সময়টা হয় মজুরি-বঞ্চিত, তার মানে দাঁড়ায় যে, স্বাভাবিক উদ্বৃত্ত-শ্রম সময়ের উপরেও শ্রমিকেরা প্রতি তিন সপ্তাহে এক সপ্তাহ এবং প্রতি তিন বছরে এক বছর মাগ্‌না দিয়ে দেয়। এইভাবে যন্ত্রপাতির মূল্যের পুনরুৎপাদন ৫০% ত্বরান্বিত করা হয় এবং সাধারণ ভাবে যতটা সময় লাগত, তার দুই-তৃতীয়াংশ সময়ে ব্যাপারটা সম্পন্ন হয়ে যায়।

অপ্রয়োজনীয় জটিলতা পরিহার করার জন্য, আমরা এই বিশ্লেষণে এবং কাঁচামালের দামে ওঠানামার বিশ্লেষণে ষষ্ঠ অধ্যায় অগ্রসর হব এটা ধরে নিয়ে যে, উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ ও হার নির্দিষ্ট আছে।

সহযোগ, শ্রম-বিভাগ ও মেশিনারির আলোচনার ক্ষেত্রে যা আগেই দেখানো হয়েছে, বৃহদায়তন উৎপাদনে লব্ধ উৎপাদন-অবস্থাবলীর সাশ্রয়* ঘটে মূলতঃ এই

* ইং সংস্করণ: পৃঃ ৬০৩।

ঘটনাটি থেকে যে, এই অবস্থাবলী বিদ্যমান থাকে সামাজিক, বা সামাজিক ভাবে সম্মিলিত, শ্রমের অবস্থাবলী হিসাবে, অতএব শ্রমের সামাজিক অবস্থাবলী হিসাবে। এগুলি, অসংযুক্ত ভাবে কাজ করে কিংবা, বড় জোর, ছোট আকারে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে, এমন এক শ্রমিক-সমষ্টি দ্বারা টুকরো টুক্‌রো ভাবে পরিভুক্ত হয় না; তার বদলে অভিন্ন ভাবে পরিভুক্ত হয় সমূহ-শ্রমিকের দ্বারা উৎপাদনের প্রক্রিয়ায়। একটি বৃহৎ কারখানায়, যেখানে আছে একটি বা দুটি কেন্দ্রীয় মোটর, সেখানে এই মোটরগুলির খরচ তাদের অশ্বশক্তির সঙ্গে, অতএব তাদের সম্ভাব্য কর্মপরিধির সঙ্গে, একই অনুপাতে বৃদ্ধি পায় না। পরিবাহী ('ট্রান্সমিশন') সাজ-সরঞ্জামের খরচ তার দ্বারা গতি-সঞ্চারিত কর্মরত মেশিনগুলির মোট সংখ্যার সঙ্গে একই অনুপাতে বৃদ্ধি পায় না। একটি মেশিনের কাঠামো সেই অনুপাতে মহার্ঘ্য হয় না, যে অনুপাতে, তার বিবিধ প্রত্যঙ্গ হিসাবে কাজ করার জন্য তার দ্বারা নিযুক্ত হাতিয়ার ('টুল') ইত্যাদির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। অধিকন্তু, উৎপাদনের উপায়-উপকরণের কেন্দ্রীভবনের ফলে নানান ধরনের নির্মাণের ব্যাপারেও সাশ্রয় হয়—কেবল নিছক কর্মশালাই নয়, গুদাম ইত্যাদির ব্যাপারেও। জ্বালানী, আলো ইত্যাদির ব্যাপারেও এটা প্রযোজ্য। বেশি লোকেই ব্যবহার করুক আর কম লোকেই ব্যবহার করুক, উৎপাদনের বাকি অবস্থাগুলি একই থাকে।

যাই হোক, এই গোটা ব্যয়-সাশ্রয়টাই, যেহেতু তার উদ্ভব ঘটে উৎপাদন-উপায়-সমূহের কেন্দ্রীভবন এবং সেগুলির সামূহিক ব্যবহার থেকে, সেহেতু আবশ্যিক ভাবেই দাবি করে শ্রমিকদের সমাবেশ ও সহযোগ, অর্থাৎ শ্রমের সামাজিক সম্মিলন। অতএব, ঠিক যেমন উদ্‌বৃত্ত-মূল্য উদ্ভূত হয়, একক ভাবে বিবেচিত, ব্যক্তিগত শ্রমিকের উদ্‌বৃত্ত-শ্রম থেকে, ঠিক তেমনি এই ব্যয়-সাশ্রয়েরও উদ্ভব ঘটে শ্রমের সামাজিক প্রকৃতি থেকে। এমনকি ক্রমাগত উন্নয়নসমূহও, যেগুলি এখানে সম্ভব ও প্রয়োজনীয়, সেগুলিও সম্পূর্ণ-ভাবে ঘটে সামাজিক অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের কল্যাণে, যা নিশ্চিত ও সম্ভব হয় বৃহৎ আয়তনে সম্মিলিত সামূহিক শ্রমের উৎপাদনের মাধ্যমে।

উৎপাদনের অবস্থাবলীতে ব্যয়-সাশ্রয়ের দ্বিতীয় উৎসটি সম্পর্কেও একই কথা সত্য। আমরা উল্লেখ করছি উৎপাদনের পরিত্যক্ত মলের, তথাকথিত অপচিত অংশের ('ওয়েস্ট'-এর), উৎপাদনের নোতুন নোতুন উপাদানে পুনঃ রূপান্তরনের—হয় ঐ একই শিল্প-শাখায় কিংবা অন্য কোনো শিল্প-শাখায়; উল্লেখ করছি সেই সব প্রক্রিয়ার যেগুলির দ্বারা এই তথাকথিত, উৎপাদন-মল আবার নিক্ষিপ্ত হয় উৎপাদনের আবর্তে, অতএব পরিভোগের আবর্তেও—তা উৎপাদনশীলই হোক বা ব্যক্তিগতই হোক। এই ধরনের সাশ্রয়ও, যা আমরা পরে আরো ঘনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা করে দেখব, তাও অনুরূপ ভাবে বৃহদায়তন উৎপাদনেরই ফল। এই আনুষঙ্গিক অপচিতির প্রাচুর্যই তাকে আবার বাণিজ্যের উপযোগী করে তোলে এবং এই ভাবে তাকে উৎপাদনের নোতুন নোতুন উপাদানে পরিণত করে। অতএব, বৃহদায়তন উৎপাদনের সম্মিলিত উৎপাদনের-

অপচিতি হিসাবেই কেবল তা উৎপাদন-প্রক্রিয়ার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং থেকে যায় বিনিময়-মূল্যের বাহক। উৎপাদনের নোতুন উপাদান হিসাবে যে কাজ তা করে, সেটা ছাড়াও এই অপচিতির ফলে কাঁচামালের খরচ এতটা কমে যায় যে তা আবার বিক্রয়যোগ্য হয়, কেননা এই খরচটা সব সময়েই অন্তর্ভুক্ত করে স্বাভাবিক অপচিতি, যা ঘটে থাকে উৎপাদনের প্রক্রিয়ায়। স্থির মূলধনের এই অংশের খরচের এই হ্রাস-প্রাপ্তির ফলে মুনাফার হার হারাহারি ভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়—অবশ্য ধরে নিয়ে যে অস্থির মূলধনের আয়তন এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার নির্দিষ্ট আছে।

যদি উদ্বৃত্ত-মূল্য নির্দিষ্ট থাকে, তা হলে মুনাফার হারটাকে বৃদ্ধি করা যায় কেবল পণ্য-উৎপাদনের জন্য আবশ্যক স্থির মূলধনের মূল্যটাকে হ্রাস করে। স্থির মূলধন যতটা পর্যন্ত পণ্যোৎপাদনে প্রবেশ করে, ততটা অবধি শুধু তার ব্যবহার-মূল্যটাই গুরুত্বপূর্ণ, তার বিনিময়-মূল্যটা নয়। একটা সুতাকলে শণ যে-পরিমাণ শ্রম অঙ্গীভূত করতে পারে, তা তার মূল্যের উপরে নির্ভর করে না, নির্ভর করে তার পরিমাণের উপরে—ধরে নিয়ে যে শ্রমের উৎপাদনশীলতা অর্থাৎ কৃৎকৌশলগত বিকাশের মান নির্দিষ্ট আছে। অনুরূপ ভাবে, একটি মেশিন, ধরা যাক, তিনজন শ্রমিককে যে-সহায়তা দেয়, তা তার মূল্যের উপরে নির্ভর করে না, নির্ভর করে মেশিন হিসাবে তার ব্যবহার-মূল্যের উপরে। কৃৎকৌশলগত বিকাশের একটি মানে একটি খারাপ মেশিন হতে পারে ব্যয়-বহুল এবং, অন্য একটি মানে, একটি ভাল মেশিনও হতে পারে অল্প-মূল্য।

ধরা যাক, তুলো ও সুতো বোনার মেশিনপত্র সস্তা হয়ে যাবার ফলে ধনিকের মুনাফা বৃদ্ধি পেল; এই বর্ধিত মুনাফা কিন্তু শ্রমের উচ্চতর উৎপাদনশীলতার ফল; নির্দিষ্টভাবে বললে, সুতো কলটিতে নয়, তুলো চাষ ও মেশিনপত্র নির্মাণে। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উদ্বৃত্ত-মূল্য আদায় করে নিতে আবশ্যক হয় শ্রমের অবস্থাগুলির অল্পতর বিনিয়োগ-ব্যয়। একটি বিশেষ পরিমাণ উদ্বৃত্ত-শ্রম আয়ত্তীকৃত করার খরচ কমে যায়।

সামূহিক, বা সামাজিক ভাবে সম্মিলিত, শ্রমের দ্বারা উৎপাদন-উপায়সমূহের সহযোগমূলক ব্যবহারের মাধ্যমে লব্ধ ব্যয়-সাশ্রয়গুলির কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। সঞ্চলন-কালের সংক্ষেপীকরণ থেকে—যে ব্যাপারে যোগাযোগ ব্যবস্থার বিকাশ একটি প্রধান বৈষয়িক উপাদান, তা থেকে উদ্ভূত স্থির মূলধনের অন্যান্য ব্যয়-সাশ্রয়গুলি আমার পরে আলোচনা করব।

এখানে আমরা আলোচনা করব মেশিন পত্রের ক্রমাগত উন্নয়ন থেকে উদ্ভূত ব্যয়সাশ্রয়গুলি, যেমন (১) তার বস্তুগত যথা কাঠের বদলে লোহার প্রতিস্থাপন; (২) মেশিন-নির্মাণের সাধারণ উন্নয়নের কল্যাণে মেশিন-পত্রের সস্তা হওয়া, যার দরুন স্থির মূলধনের স্থিতিশীল অংশটির মূল্য শ্রমের বৃহদায়তনে বিকাশলাভের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও, সেটা একই হারে বৃদ্ধি পায় না।[১২] (৩) বিশেষ বিশেষ উন্নয়ন যার ফলে উপস্থিত মেশিনপত্রগুলিই আরো সস্তায়, আরো কার্যকর ভাবে

১২. দ্রষ্টব্য: কারখানা নির্মাণে অগ্রগতি প্রসঙ্গে উরে (Ure)।

কাজ করতে সক্ষম হয়; যেমন স্টিম-বয়লার ইত্যাদির উৎকর্ষ সাধন, যা পরে আরো সবিস্তারে আলোচনা করা হবে; (৪) আরো ভাল মেশিনপত্রের মাধ্যমে অপচিতির পরিমাণ হ্রাস।

যা কিছু একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মেশিনপত্রের, এবং সাধারণভাবে স্থিতিশীল মূলধনের, ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করে, তা কেবল প্রত্যেকটি পণ্যেরই দাম হ্রাস করে না— এই কারণে যে প্রত্যেকটি পণ্যই তার দামে পুনরুৎপাদিত করে এই অবচিত পরিমাণটিতে তার নিজের একাংশকে, সেই সঙ্গে আরো হ্রাস করে এই সময়ের জন্য বিনিয়োজিত মূলধনের একাংশটিকেও। মেরামতি কাজ ইত্যাদি যতটা তা আবশ্যক হয়, তা যুক্ত হয় মেশিনপত্রের মূল খরচের সঙ্গে। মেশিনপত্রের দীর্ঘতর স্থায়িত্বের কল্যাণে মেরামতির কাজে যে ব্যয়-হ্রাস ঘটে, তা হারাহারি ভাবে এই মেশিনপত্রের দামেও হ্রাস ঘটায়।

এই ব্যয়-সাশ্রয়গুলি সম্পর্কে আরো বলা যায় যে এগুলি অনেকটাই সম্ভব হয় কেবল এই সম্মিলিত শ্রমের কল্যাণে, এবং এগুলি প্রায়ই উপলব্ধ হয় না, যে পর্যন্ত না উৎপাদনকে আরো বৃহত্তর আয়তনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, যাতে করে আশু উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় সেগুলি দাবি করে এমনকি শ্রমের আরো বৃহত্তর সম্মিলন।

যাই হোক, অন্য দিকে উৎপাদনের যে কোনও একটি শাখায়, যেমন লোহা কয়লা মেশিনপত্রের উৎপাদনে, স্থাপত্যকর্ম ইত্যাদিতে শ্রমের উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ, যা আবার অংশতঃ সংযুক্ত হতে পারে বুদ্ধিবৃত্তিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে প্রকৃতি বিজ্ঞান ও তার প্রয়োগের ক্ষেত্রে, অগ্রগতির সঙ্গে, তা প্রকাশ পায় শিল্পের, অন্যান্য শাখাতেও, যেমন বস্ত্রশিল্প, কৃষিকার্য ইত্যাদিতেও উৎপাদনের-উপায়সমূহের মূল্য হ্রাসের, অতএব, ব্যয় হ্রাসের, পূর্বশর্ত হিসাবে। এটা স্বতঃ-স্পষ্ট যে, যেহেতু একটা পণ্য, যেটা শিল্পের একটা বিশেষ শাখার উৎপাদন-ফল, সেটা অন্য একটা শাখায় প্রবেশ করে উৎপাদনের একটা উপায় হিসাবে, সেই হেতু এর উচ্চতর বা নিম্নতর দাম নির্ভর করে উৎপাদনের সেই শাখাটিতে শ্রমের উৎপাদনশীলতার উপরে, যে শাখাটি থেকে তা বের হয় উৎপন্ন হিসাবে, এবং সেই সঙ্গে তা আবার হয় এমন একটা উপাদান যা কেবল সেই সব পণ্যকেই সস্তা করে না যে সবের উৎপাদনে তা প্রবেশ করে উৎপাদনের উপায় হিসাবে, উপরন্তু সেই সঙ্গে হ্রাস করে সেই স্থির মূলধনটির মূল্যও, যার উপাদান তা এখানে হয়, এবং এই ভাবে বৃদ্ধি করে মুনাফার হার।

শিল্পের উত্তরোত্তর বিকাশ থেকে উদ্ভূত স্থির মূলধনের এই ধরনের সাশ্রয়ের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য এই যে, শিল্পের একটি শাখায় মুনাফা বৃদ্ধি নির্ভর করে আরেকটি শাখায় শ্রমের উৎপাদনশীলতার বিকাশের উপরে। এক্ষেত্রে ধনিকের ভাগে যেটা পড়ে, সেটা আরো একটা লাভ, সেটা, যদি তার নিজেরই শোষিত শ্রমের উৎপন্ন ফল না হয়, তা হলে সামাজিক শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত ফল। উৎপাদিকা শক্তির এমন

একটা বিকাশের ঠিকানা আবার শেষ বিশ্লেষণে পাওয়া যায় উৎপাদনে নিযুক্ত শ্রমের সামাজিক প্রকৃতির মধ্যে; সমাজের অভ্যন্তরস্থ শ্রম-বিভাগের মধ্যে; এবং বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রমের বিকাশের মধ্যে—বিশেষ করে প্রকৃতি-বিজ্ঞানসমূহের ক্ষেত্রে। অতএব ধনিক যেগুলি কাজে লাগায়, সেগুলি হচ্ছে সামাজিক শ্রম-বিভাগের একটা গোটা ব্যবস্থার বিবিধ সুবিধা। শ্রমের বহির্বিভাগে—যে বিভাগ তাকে সরবরাহ করে উৎপাদনের উপায়-উপকরণ, সেই বিভাগে, শ্রমের উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের দ্বারাই ধনিকের দ্বারা নিযুক্ত স্থির মূলধনের মূল্য আপেক্ষিক ভাবে খর্বিত হয় এবং, অতএব, মুনাফার হার বর্ধিত হয়।

মুনাফার আরেকটি বৃদ্ধি সাধিত হয় স্থির মূলধন-সৃজনকারী শ্রমে সাশ্রয়ের দ্বারা নয়, সাধিত হয় খোদ এই মূলধন প্রয়োগে সাশ্রয়ের দ্বারা। এক দিকে, শ্রমিকদের কেন্দ্রীভবন, এবং তাদের বৃহদায়তন সহযোগিতা, স্থির মূলধনের সাশ্রয় করে। একই বাড়ি-ঘর, তাপ ও বিদ্যুৎ সরঞ্জাম বাবদে ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনের তুলনায় বৃহদায়তন উৎপাদনে ব্যয় হয় কম। শক্তি এবং কাজের যন্ত্রপাতি সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। যদি তাদের অনাপেক্ষিক মূল্য বৃদ্ধি পায়, তবু উৎপাদনের এবং অস্থির মূলধনের আয়তনের কিংবা গতি-সঞ্চারিত শ্রমের পরিমাণের ক্রমবর্ধমান সম্প্রসারণের সঙ্গে তুলনায় তা হ্রাস পায়। নিজের উৎপাদন-শাখার অভ্যন্তরে একটি নির্দিষ্ট মূলধন যে সাশ্রয় অর্জন করে, তা সর্বাগ্রে ও সর্বপ্রথমে হল শ্রমের সাশ্রয়, অর্থাৎ তার নিজের শ্রমিকদের মজুরি-দত্ত শ্রমের বাবদে ব্যয়-হ্রাস। এই ধরনের সাশ্রয় থেকে পূর্বোক্ত ধরনের সাশ্রয় এই কারণে আলাদা যে, এই ধরনের সাশ্রয়ের ফলে সম্ভব হয় অন্য লোকের শ্রমকে সবচেয়ে মিতব্যয়ী উপায়ে, অর্থাৎ উৎপাদনের উপস্থিত আয়তনে যতটা পারা যায় ততটা কম খরচে, আত্মসাৎ করা। যেহেতু এই ধরনের ব্যয়-সংকোচ, স্থির মূলধনের উৎপাদনে নিযুক্ত পূর্বোক্ত সামাজিক শ্রমের উৎপাদিকা শক্তির শোষণের সঙ্গে অবস্থান করে না, অবস্থান করে খোদ স্বয়ং স্থির মূলধনেরই সাশ্রয়ের সঙ্গে এটা উদ্ভূত হয়, হয় উৎপাদনের একটি বিশেষ শাখার অভ্যন্তরে শ্রমের সহযোগ ও সামাজিক রূপ থেকে, নয়তো এমন একটি আয়তনে মেশিনপত্রের উৎপাদন থেকে, যে-আয়তনে তার মূল্য তার ব্যবহার-মূল্যের সঙ্গে একই হারে বৃদ্ধি পায় না।

দুটি বিষয় এখানে মনে রাখতে হবে: যদি স-এর মূল্য হয় = শূন্য, তা হলে ফ′ = উ′, এবং মুনাফার হার হবে সর্বাধিক। দ্বিতীয়তঃ, যাই হোক, স্বয়ং শ্রমের প্রত্যক্ষ শোষণের পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটি শোষণের বিনিয়োজিত উপায়সমূহের মূল্যটি নয়—তা সেগুলি স্থিতিশীল মূলধনই হোক কিংবা কাঁচামাল বা সহায়ক সামগ্রীই হোক। যখন সেগুলি কাজ করে শ্রম আত্মীকরণের উপায় হিসাবে, যার মধ্যে বা যার দ্বারা শ্রম, এবং অতএব উদ্বৃত্ত-শ্রম, হয় বস্তুরূপায়িত, তখন মেশিনপত্র, বাড়িঘর, কাঁচামাল ইত্যাদির বিনিময়-মূল্য একেবারে গুরুত্বহীন। যা শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত জরুরি, তা হচ্ছে, এক দিকে, একটা বিশেষ পরিমাণ জীবন্ত শ্রমের সঙ্গে

সম্মিলনের জন্য কারিগরি দিক থেকে আবশ্যক সেগুলির পরিমাণ, এবং অন্য দিকে, সেগুলির উপযুক্ততা, অর্থাৎ কেবল ভাল মেশিনপত্রই নয়, সেই সঙ্গে ভাল কাঁচামাল ও সহায়ক সামগ্রীও। সামগ্রী যদি ভাল হয়, তা হলে অপচিতিও কম হয়। তখন একই পরিমাণ শ্রমকে আত্মীকৃত করতে আবশ্যক হয় অল্পতর পরিমাণ কাঁচামাল। তা ছাড়া, চলতি মেশিনটাকেও অতিক্রম করতে হয় অল্পতর প্রতিরোধ। এর ফলে এমন কি উদ্বৃত্ত-মূল্য এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারও অংশত প্রভাবিত হয়। কাঁচামাল যদি খারাপ হয়; ত. হলে একই পরিমাণকে 'প্রসেস' করতে শ্রমিকের প্রয়োজন হয় দীর্ঘতর সময়। যদি ধরে নেওয়া যায় যে মজুরি একই আছে, তা হলে এর ফলে উদ্বৃত্ত-মূল্য হ্রাস পায়। এর ফলে মূলধনের পুনরুৎপাদন ও সঞ্চয়নও প্রভূতভাবে প্রভাবিত হয়, যা নিযুক্ত শ্রমের পরিমাণের চেয়ে বেশি নির্ভর করে তার উৎপাদনশীলতার উপরে, প্রথম গ্রন্থে যা দেখানো হয়েছে (S. 627/619 ff.).*

সুতরাং উৎপাদনের উপায়ের উপরে ধনিকের এই একগুঁয়ে পেড়াপিড়ি খুবই সহজবোধ্য। কিছুই যে হারিয়ে যায় না বা নষ্ট হয় না এবং উৎপাদনের উপায়গুলি যে পরিভুক্ত হয় কেবল উৎপাদনের নিজের প্রয়োজনীয় পদ্ধতি অনুযায়ী তা অংশতঃ নির্ভর করে শ্রমিকদের দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার উপরে এবং অংশতঃ নির্ভর করে সম্মিলিত শ্রমের উপরে ধনিক যে শৃংখলা আরোপ করে, তার উপরে। যে সমাজ-ব্যবস্থায় শ্রমিকেরা কাজ করে তাদের নিজেদেরই জন্য, সেখানে এই শৃংখলা হয়ে পড়বে বাহুল্য মাত্র, যেমন একক-প্রতি মজুরি-দেয় কাজের ('পিস-ওয়ার্ক'-এর) বেলায় কার্যতঃ তা বাহুল্যে পরিণত হয়ে গিয়েছে। এই একগুঁয়ে পেড়াপিড়ি উল্টো ভাবেও প্রকাশ পায় উৎপাদন-উপাদানগুলিতে ভেজাল দেবার ঘটনায়, যেটা হচ্ছে অস্থির মূলধনের সঙ্গে স্থির মূলধনের মূল্যের সম্পর্কটিকে হ্রাস করার এবং অতএব মুনাফার হার বৃদ্ধি করার একটি প্রধান উপায়। যার ফলে উৎপাদনের এই উপাদানগুলিকে সেগুলির মূল্যের চেয়ে বেশিতে বিক্রয়—যতটা তা পুনরাবির্ভূত হয় উৎপন্নটির মধ্যে, ততটা—ধারণ করে প্রতারণার একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান। এই রেওয়াজটা বিশেষ করে জার্মাণ শিল্পে গ্রহণ করে একটি অত্যাবশ্যক ভূমিকা, যার নীতি হচ্ছে : মানুষ নিশ্চয়ই তারিফ করবে যদি আমরা তাদের আগে পাঠাই ভাল ভাল নমুনা এবং পরে পাঠাই খারাপ জিনিস। অবশ্য, যেহেতু এই ব্যাপারগুলি প্রতিযোগিতার পরিধিভুক্ত, সেই হেতু সেগুলি এখানে আমাদের আলোচ্য নয়।

লক্ষণীয় যে, স্থির মূলধনের মূল্য এইভাবে হ্রাস করে অর্থাৎ তার ব্যয়বাহুল্য খর্ব করে মুনাফা-হারের এই বৃদ্ধিসাধন কোনো ক্রমেই এই ব্যাপারটির উপরে নির্ভর করে না যে, যে-শিল্প-শাখাটিতে তা ঘটে, সেখানে কি উৎপাদিত হয়—বিলাস-দ্রব্যাদি, কিংবা শ্রমিকদের পরিভোগের জন্য অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি, কিংবা সাধারণ ভাবে উৎপাদনের

* ইংরেজী সংস্করণ পৃঃ ৬০৩—সম্পাদক

উপায়-উপকরণ। এই শেষোক্ত ব্যাপারটিই কেবল বাস্তব গুরুত্ব লাভ করত, যদি এটা হত উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারের প্রশ্ন, যা নির্ভর করে অবশ্যই শ্রমশক্তির মূল্যের উপরে অর্থাৎ শ্রমিকের নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যের উপরে। কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত-মূল্যকে এবং উদ্বৃত্ত মূল্যের হারটিকে ধরা হয়েছে নির্দিষ্ট বলে। মোট মূলধনের সঙ্গে উদ্বৃত্ত-মূল্যের সম্পর্কটা—এবং এটাই নির্ধারণ করে মুনাফার হার—এই অবস্থাবলীতে একান্তভাবে নির্ভর করে স্থির মূলধনের মূল্যের উপরে, এবং কোনো ক্রমেই তা যে উপাদানগুলি দিয়ে গঠিত, সেগুলির ব্যবহার-মূল্যের উপরে নির্ভর করে না।

উৎপাদনের উপায়গুলির আপেক্ষিকভাবে স্বল্পমূল্যতা, অবশ্য, সেগুলির অনাপেক্ষিক সমূহ মূল্যের বৃদ্ধিকে নাকচ করে দেয় না, কেননা যে অনাপেক্ষিক আয়তনে সেগুলি নিযুক্ত হয়, তা শ্রমের উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের সঙ্গে এবং তার অনুষঙ্গী উৎপাদন-মানের উন্নতির সঙ্গে বিপুল ভাবে বৃদ্ধি পায়। স্থির মূলধনের ব্যবহারে মিতব্যয়, যে দিক থেকেই তাকে দেখা যাক না কেন, সেটা হচ্ছে, অংশতঃ এই ঘটনার একান্ত ফল যে, উৎপাদনের উপায়গুলি কাজ করে এবং পরিভুক্ত হয় সম্মিলিত শ্রমের যৌথ উৎপাদনের উপায় হিসাবে, যার দরুন উপলব্ধ সাশ্রয়টি প্রকাশ পায় প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনশীল শ্রমের সামাজিক প্রকৃতির উৎপন্ন ফল হিসাবে; অংশতঃ, অবশ্য, এটা শ্রমের বিকাশশীল উৎপাদনশীলতার ফল—সেই সব ক্ষেত্রের উৎপাদনশীলতা, যেগুলি মূলধনকে সরবরাহ করে তার উৎপাদনের উপায়সমূহ, যাতে করে আমরা যদি মোট শ্রমকে, দেখি মোট মূলধনের সঙ্গে সম্পর্কে, এবং কেবল ধনিক ক কর্তৃক নিযুক্ত শ্রমিকদের সঙ্গে ধনিক খ-এর সম্পর্কে নয়, তা হলে এই ব্যয়-সাশ্রয় আরেকবার নিজেকে উপস্থিত করে সামাজিক শ্রমের উৎপাদিকা শক্তিগুলির উৎপন্ন ফল হিসাবে; পার্থক্য থাকে কেবল এই যে ধনিক ক শুধু তার নিজের প্রতিষ্ঠানেই শ্রমের উৎপাদনশীলতার সুবিধা ভোগ করে না, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সুবিধাও ভোগ করে। তবু ধনিক তার স্থির মূলধনের সাশ্রয়টাকে দেখে তার শ্রমিকদের থেকে সমগ্রভাবে নিরপেক্ষ ও সম্পূর্ণভাবে বহিরাগত একটি অবস্থা হিসাবে। অবশ্য, সে এ বিষয়ে ভাল ভাবেই অবহিত যে নিয়োগকর্তা যে একই পরিমাণ অর্থ দিয়ে বেশি বা কম পরিমাণ শ্রম ক্রয় করে, তার সঙ্গে শ্রমিকের একটা কিছু করার আছে (কারা ধনিক এবং শ্রমিকের মধ্যেকার লেনদেন এই ভাবেই তার মনে প্রতিভাত হয়। উৎপাদনের উপায়সমূহের ব্যবহারে এই সাশ্রয়, ন্যূনতম বিনিয়োগ-ব্যয়ে একটা বিশেষ ফল লাভের এই পদ্ধতি প্রতিভাত হয় শ্রমের অন্য যে কোনো অভ্যন্তরীণ শক্তির তুলনায় মূলধনের একটি অন্তর্নিহিত শক্তি হিসাবে এবং ধনতান্ত্রিক উৎপাদন প্রণালীর একটি সুবিশেষ ও বৈশিষ্ট্যসূচক পদ্ধতি হিসাবে।

এই ধারণাটা খুব বেশি বিস্ময় উৎপাদন করে না, কেননা এটা প্রতিভাত হয় ঘটনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বলে, এবং যেহেতু মূলধনের সম্পর্কীয়তা অন্তঃস্থিত সংযোগকে আসলে লুকিয়ে রাখে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ততা, নিঃসঙ্গতা ও বিচ্ছিন্নতার আড়ালে, যার মধ্যে তারা শ্রমিককে স্থাপন করে তার শ্রম আত্মসাৎ উপায়সমূহের মুখোমুখি।

প্রথমতঃ উৎপাদনের উপায়সমূহ, যেগুলি গঠন করে স্থির মূলধন সেগুলি প্রতিনিধিত্ব করে কেবল ধনিকের অর্থের (লিংগুয়েৎ-এর মতে, ঠিক যেমন রোমের দেনাদার প্রতিনিধিত্ব করত তার পাওনাদারের অর্থের *) এবং সম্পর্কিত থাকে একা তারই সঙ্গে ; অন্যদিকে, শ্রমিক, যে তার সংস্পর্শে আসে কেবল প্রত্যক্ষ উৎপাদন-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, সে সেগুলিকে ব্যবহার করে কেবল উৎপাদনের ব্যবহার-মূল্য হিসাবে, শ্রমের উপায় এবং উৎপাদনের সামগ্রী হিসাবে। সুতরাং ধনিকের সঙ্গে তার সম্পর্কর উপরে সেগুলির মূল্যের বৃদ্ধি বা হ্রাসের ঠিক ততটুকুর প্রভাব পড়ে, যতটুকু পড়ে এই ঘটনার যে সে তামা দিয়ে কাজ করছে, নাকি লোহা দিয়ে। যাই হোক, ধনিক এই জিনিসটাকে দেখতে চায় ভিন্ন ভাবে, যা আমরা পরে উল্লেখ করব, যখনি উৎপাদনের উপায়গুলির মূল্যে বৃদ্ধি ঘটে এবং তার ফলে তার মুনাফার হার হ্রাস পায়।

দ্বিতীয়তঃ, ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় এই উৎপাদনের উপায়গুলি যখন একই সময়ে হয় শ্রম শোষণের উপায়, তখন শ্রমিকের আর কোনো স্বার্থ থাকে না সেগুলি সস্তা না দামী সে ব্যাপারে, ঠিক যেমন একটা ঘোড়ার কোনো স্বার্থ থাকে না জিন আর লাগামটা সস্তা না দামী সে ব্যাপারে।

সর্বশেষে, আমরা আগে ** দেখেছি যে, বস্তুতঃ পক্ষে, শ্রমিক তার শ্রমের সামাজিক প্রকৃতিকে, একই উদ্দেশ্যে অন্যদের শ্রমের সঙ্গে তার সম্মিলনকে দেখে, যেমন সে দেখত একটি বিজাতীয় শক্তিকে ; এই সম্মিলনকে বাস্তবায়িত করার অবস্থাটা একটা বিজাতীয় সম্পত্তি, যার অপচয় সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ উদাসীন—যদি তাকে সেই কারণে মিতব্যয়ী হতে বাধ্য না করা হয়। শ্রমিকদের নিজেদের মালিকানাধীন কারখানাগুলিতে অবস্থাটা সম্পূর্ণ আলাদা, যেমন রচ ডেলে।

তা হলে এটা উল্লেখ করার আর প্রয়োজন হয় না যে, যেখানে শিল্পের একটি শাখায় শ্রমের উৎপাদনশীলতা কাজ করে অন্য একটি শাখায় উৎপাদনের উপায়গুলিকে সস্তা ও উন্নত করার এবং এইভাবে মুনাফার হার বৃদ্ধি করার 'লিভার' হিসাবে, সেখানে সামাজিক শ্রমের সাধারণ অন্তঃসংযোগ শ্রমিকদের উপরে কাজ করে তাদের কাছে বিজাতীয় একটা ব্যাপার হিসাবে—এমন একটা ব্যাপার যা কেবল ধনিকের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট, কেননা সে একাই এই উৎপাদনের উপায়গুলিকে ক্রয় ও আত্মসাৎ করে। এই যে ঘটনা যে, সে তার নিজের শিল্প-শাখার উৎপন্ন দিয়ে ক্রয় করে আরেক শিল্প-শাখার উৎপন্ন, এবং সেই জন্য বিনা-মজুরিতে তার নিজের শ্রমিকদের আত্মসাৎ করে

* [Linguet] Theorie des loix civiles, ou principes fondamentaux de la societe, tome, Londers, 1767 livre V, Chapitre XX. —*Ed.*

** ইং সংস্করণ ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩২৫। বাং সং ২য় খণ্ড ৩৭-৩৮

ব্যবস্থা করে দেয় আরেক ধনিকের শ্রমিকদের উৎপন্নের—এটা এমন একটা ঘটনা, যাকে প্রচ্ছন্ন রাখে সঙ্কলনের প্রক্রিয়া ইত্যাদি।

অধিকন্তু, যেহেতু বৃহদায়তনে উৎপাদন সর্ব প্রথমে বিকাশ লাভ করে তার ধনতান্ত্রিক রূপে, সেই হেতু একদিকে মুনাফার জন্য তৃষ্ণা এবং অন্য দিকে প্রতিযোগিতা, যা বাধ্য করে যথাসম্ভব সস্তায় পণ্যোৎপাদন—এই দুয়ের ফলে স্থির মূলধনের নিয়োগে এই সাশ্রয় প্রতিভাত হয় ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির একটা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য হিসাবে, এবং অতএব, ধনিকের একটি অবদান হিসাবে।

ঠিক যেমন ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতি একদিকে অনুপ্রেরিত করে সামাজিক শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি সমূহের বিকাশ, ঠিক তেমনি তা অন্য দিকে স্থির মূলধনের নিয়োগে ঘটায় সাশ্রয়।

যাই হোক, শ্রমিক তথা জীবন্ত শ্রমের বাহক এবং তার শ্রমের বৈষয়িক অবস্থার মিতব্যয়ী অর্থাৎ যুক্তিবিন্যস্ত ও সাশ্রয়মূলক ব্যবহারের মধ্যে কেবল বিচ্ছিন্নতা ও নির্লিপ্ততারই উদ্ভব ঘটে না। নিজের স্ববিরোধী ও বৈরমূলক প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতি অগ্রসর হয় শ্রমিকের জীবন ও স্বাস্থ্যের অমিতব্যয়ী অপচয়কে, এবং তার জীবন-যাত্রার অবস্থার অবনতি-সাধনকে স্থির মূলধনের ব্যবহারে মিতব্যয় হিসাবে এবং তার দরুন মুনাফা-হার বৃদ্ধির উপায় হিসাবে গণ্য করতে।

যেহেতু শ্রমিক তার জীবনের বেশির ভাগটা কাটায় উৎপাদনের প্রক্রিয়ায়, সেই হেতু উৎপাদন-প্রক্রিয়ার অবস্থাবলী প্রধানতঃ তারই জীবন প্রক্রিয়ার অবস্থাবলী কিংবা তার জীবন-যাত্রার অবস্থাবলী, এবং এই অবস্থাবলী, এবং এই অবস্থাবলীতে ব্যয় সংকোচ, হল মুনাফা বৃদ্ধির একটা পদ্ধতি, ঠিক যেমন আমরা আগে দেখেছি,* উপরি-কাজ, শ্রমিককে একটি কাজের ঘোড়ায় রূপান্তরণ, হচ্ছে মূলধন বৃদ্ধির, কিংবা উদ্বৃত্ত-মূল্য ত্বরান্বিতকরণের একটি উপায়,। এই ধরণের মিতব্যয় বিস্তৃত হয় বদ্ধ ও অস্বাস্থ্যকর বসতিতে শ্রমিকদের ঠাসাঠাসি করে রাখার ব্যবস্থায় কিংবা ধনিকেরা যেমন বলে থাকে, জায়গার সাশ্রয়ে; সংলগ্ন নিরাপত্তা-ব্যবস্থা ছাড়াই বিপজ্জনক মেশিনপত্র গাদাগাদি করে রাখার ব্যবস্থায়; স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর কিংবা, যেমন খনির কাজে, বিপদ্‌সংকুল কাজে নিরাপত্তা-বিধির প্রতি উপেক্ষায় ইত্যাদিতে। উৎপাদন-প্রক্রিয়াকে মানবিক, অনুকূল কিংবা অন্ততঃ সহনীয় করার মত যাবতীয় সংস্থানের অনুপস্থিতির কথা আর নাই-ই বা উল্লেখ করলাম। ধনতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটা হল সম্পূর্ণ একটা বাজে ও অনর্থক অপচয়। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতি, তার সমস্ত কার্পণ্য সত্ত্বেও, সাধারণ ভাবে তার মানবিক সামগ্রীর বেলায় সর্ব মোট অতি মাত্রায় অমিতব্যয়ী, ঠিক যেমন, উলটো ভাবে, বাণিজ্য ও প্রতিযোগিতার ধরনের মাধ্যমে তার উৎপন্ন-বন্টনের পদ্ধতির কারণে, তা তার বৈষয়িক উপায়-উপকরণের ক্ষেত্রেও অত্যন্ত অমিতব্যয়ী, এবং তা সমাজের পক্ষে যা ক্ষতি ঘটায়, ব্যক্তিগত ধনিকের পক্ষে সেটা লাভ ঘটায়।

ঠিক যেমন মূলধনের ঝোঁক হল জীবন্ত শ্রমের প্রত্যক্ষ নিয়োগকে এমন মাত্রায় কমিয়ে আনা যা আবশ্যিক শ্রমের বেশি না হয় এবং শ্রমের সামাজিক উৎপাদনশীলতাকে কাজে লাগিয়ে পণ্য উৎপাদনের প্রয়োজনীয় শ্রমকে সর্বদাই হ্রাস করা এবং এইভাবে প্রত্যক্ষ ভাবে প্রযুক্ত জীবন্ত শ্রমের যথাসম্ভব সাশ্রয় করা, ঠিক তেমনি তার আরেকটি ঝোঁকও আছে এই ন্যূনতম পরিমাণে পর্যবসিত শ্রমকে সবচেয়ে বেশি ব্যয়-সাশ্রয়ী অবস্থার অধীনে নিয়োজিত করা, অর্থাৎ নিযুক্ত স্থির মূলধনের মূল্যকে তার ন্যূনতম মাত্রায় পর্যবসিত করা। যদি পণ্যসম্ভারের মধ্যে বিধৃত সমগ্র শ্রম-সময়ের পরিবর্তে, কেবল আবশ্যিক শ্রম-সময়ই সেগুলির মূল্য নির্ধারণ করে, তা হলে মূলধনই এই নির্ধারণকে বাস্তবায়িত করে, এবং একই সময়ে একটি নির্দিষ্ট পণ্য উৎপাদনে সামাজিক ভাবে আবশ্যক শ্রম-সময়কে ক্রমাগত হ্রাস করে। তার ফলে পণ্যের দাম তার ন্যূনতম পরিমাণে পর্যবসিত হয়, কেননা তার উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমের প্রত্যেকটি অংশই পর্যবসিত হয় ন্যূনতম পরিমাণে।

স্থির মূলধনের ব্যবহারে মিতব্যয়ের ক্ষেত্রে আমাদের একটা পার্থক্য করতে হবে। যদি পরিমাণ, অতএব নিয়োজিত মূলধনের মোট মূল্য, বৃদ্ধি পায়, তা হলে এটা মুখ্যতঃ একটি মাত্র হাতে অধিকতর মূলধনের কেন্দ্রীভবন। তবু ঠিক এই একটি মাত্র উৎসের দ্বারা প্রযুক্ত বৃহত্তর পরিমাণটিই—সাধারণ ভাবে যা সহগামী হয় অনাপেক্ষিক ভাবে বৃহত্তর পরিমাণ কিন্তু আপেক্ষিক ভাবে ক্ষুদ্রতর পরিমাণ শ্রম-নিয়োগের সঙ্গে—তাই সম্ভব করে স্থির মূলধনের মিতব্যয়। একজন ব্যক্তিগত ধনিকের কথা ধরলে, মূলধনের আবশ্যক পরিমাণের পরিমাপ, বিশেষ করে তার স্থিতিশীল অংশটির পরিমাপ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু রূপায়িত বস্তুসামগ্রী ও পরিভুক্ত শ্রমের সঙ্গে তুলনায় তার মূল্য কমে যায়।

এটা এখন সংক্ষেপে দেখানো হবে কয়েকটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে। আমরা শুরু করব শেষ থেকে—উৎপাদনের অবস্থাবলীতে ব্যয়-সাশ্রয়, যে পর্যন্ত সেগুলিও গঠন করে শ্রমিকের জীবন যাত্রার অবস্থা।

২। শ্রমিক-স্বার্থের বিনিময়ে শ্রমের অবস্থাবলীতে ব্যয়সাশ্রয়। কয়লা-খনি। অপরিহার্য ব্যয়সমূহের প্রতি অবহেলা

"কয়লা-মালিক এবং কয়লা-খনির মালিকদের মধ্যে যে প্রতিযোগিতা থাকে তার অধীনে ⋯ ⋯ সবচেয়ে প্রকট দৈহিক প্রতিবন্ধকগুলি অতিক্রম করতে যতটুকু ব্যয় যথেষ্ট, তার চেয়ে এতটুকুও বেশি ব্যয় করা হয় না; এবং কয়লা-শ্রমিকদের—যাদের সংখ্যা কাজের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি, তাদের—মধ্যে যে প্রতিযোগিতা থাকে, তার অধীনে বড় রকমের বিপদ এবং বিভিন্ন ক্ষতিকর প্রভাবের প্রকোপ সানন্দেই মেনে

নেওয়া হবে এমন একটি জীবিকায় যেখানে চার পাশের এলাকার কৃষি-জনসংখ্যার তুলনায় মজুরি একটু বেশি এবং যেখানে তারা তাদের শিশুদের কাজে লাগাতে পারে অধিকতর লাভজনক ভাবে। এই দ্বিগুন প্রতিযোগিতাই বেশ যথেষ্ট যার দরুন বহুসংখ্যক 'পিট'-এ কাজ চালানো হয় সবচেয়ে খারাপ 'ড্রেন' ও বায়ু-চলাচল ব্যবস্থার সাহায্যে; বাজে ভাবে তৈরি 'শ্যাফট'; খারাপ 'গিয়ারিং', অযোগ্য ইঞ্জিনিয়ারদের সাহায্যে বাজে ভাবে তৈরি ও বাজে ভাবে প্রস্তুত 'বে' ও সড়ক ব্যবস্থার সাহায্যে; যার ফলে ঘটে জীবন, অঙ্গ ও স্বাস্থ্যের এই পরিমাণ হানি যে তার পরিসংখ্যান উপস্থিত করলে ফুটে উঠবে এক শোকাবহ চিত্র।" ('ফার্স্ট' রিপোর্ট অন চিলড্রেন্স এমপ্লয়মেণ্ট ইন মাইনস অ্যাণ্ড কোলিয়ারিজ' ইত্যাদি, ২১শে এপ্রিল ১৮২৯, পৃঃ ১০২)। ১৮৬০ সালের নাগাদ ইংল্যাণ্ডের কয়লাখনিগুলিতে সপ্তাহে গড়ে ১১ জন মানুষ প্রাণ হারাতো। কয়লাখনির দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে একটি রিপোর্ট অনুসারে (৬ই ফেব্রুয়ারি) ১৮৫২ থেকে ৬১—এই দশ বছরে নিহত হয়েছিল ৮,৪৬৬ জন। কিন্তু রিপোর্টেই স্বীকার করা হয়েছে যে এই সংখ্যাটা খুবই কম, কেননা প্রথম কয়েক বছরে, যখন পরিদর্শকদের সবে মাত্র নিযুক্ত করা হয় এবং তাদের এলাকাগুলি ছিল বিরাট বিরাট, দুর্ঘটনা ও মৃত্যুর একটা বড় সংখ্যাই রিপোর্ট করা হয়নি। এই যে ঘটনা যে, পরিদর্শন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবার পর থেকে দুর্ঘটনার সংখ্যা, যদিও এখনো খুবই বেশি, লক্ষণীয় ভাবে কমে গিয়েছে, এবং এটা ঘটেছে পরিদর্শকদের সংখ্যা ও ক্ষমতা সীমিত হওয়া সত্ত্বেও—এই ঘটনা প্রকাশ করে দেয় ধনতান্ত্রিক শোষণের স্বাভাবিক প্রবণতাটিকে। এই সমস্ত নরবলির কারণ খনি-মালিকদের মাত্রাহীন অর্থগৃধ্নুতা। সচরাচর কেবল একটিই 'শ্যাফ্ট' ('শুঁড়িপথ') খোঁড়া হত, যাতে করে, পর্যাপ্ত বায়ু-চলাচলের অভাব ছাড়াও, যদি এই 'শ্যাফ্ট' কোনো ক্রমে রুদ্ধ হয়ে যেত, তা হলে পালাবার কোনো পথ থাকত না।

সঙ্কলনের প্রক্রিয়া থেকে এবং প্রতিযোগিতার বাড়াবাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে যদি ধনতান্ত্রিক উৎপাদনকে বিবেচনা করা যায়, তবে পণ্যের মধ্যে অঙ্গীভূত বস্তুরূপায়িত শ্রম সহ এটা খুবই মিতব্যয়ী। তবু, অন্য যে কোনো উৎপাদন-পদ্ধতির তুলনায়, এই পদ্ধতিই সবচেয়ে বেশি পরিমাণে মানুষের জীবনের, কিংবা জীবন্ত শ্রমের—কেবল রক্ত মাংসেরই নয়, স্নায়ু ও মস্তিষ্কেরও—অপব্যয় করে। বস্তুতঃ পক্ষে, ব্যক্তিগত বিকাশের সবচেয়ে অমিতাচারী অপচয়ের বলেই সমাজের সচেতন পুনর্গঠনের ঠিক আগের আমলে মানবজাতির বিকাশকে আদৌ সুরক্ষিত ও সংরক্ষিত হয়। যেহেতু এখানে আলোচিত তাবৎ ব্যয়-সাশ্রয়েরই উদ্ভব ঘটে শ্রমের সামাজিক প্রকৃতি থেকে, সেহেতু বস্তুতঃ পক্ষে সমাজের এই প্রত্যক্ষ ভাবে সামাজিক প্রকৃতিই ঘটায় জীবন ও স্বাস্থ্যের হানি। এই প্রসঙ্গে কারখানা পরিদর্শক আর. বেকার কর্তৃক প্রস্তাবিত এই প্রশ্নটি বৈশিষ্ট্যসূচক: "গোটা প্রশ্নটাই বিশেষ ভাবে বিবেচনা যোগ্য, এবং সমবেত শ্রমের দ্বারা সংঘটিত শিশু প্রাণগুলির এই বলিদান পরিহার করার সর্বশ্রেষ্ঠ

পন্থা কি?" ('রিপোর্টস অব ইনস্পেক্টরস অব ফ্যাক্টরিজ,' অক্টোবর ১৮৬৩, পৃঃ ১৫৭)।

কারখানা। এই শিরোনামের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত সত্যিকার কারখানাগুলিতে শ্রমিকদের নিরাপত্তা, স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাস্থ্যকে নিশ্চিত করার জন্য নির্দিষ্ট নিরাপত্তামূলক বিধানগুলির প্রতি অবজ্ঞা। হত ও আহত শিল্প-শ্রমিকদের তালিকাভুক্ত সংখ্যার একটি বিরাট অংশের জন্যই দায়ী এই অবজ্ঞা (দ্রষ্টব্য : বার্ষিক কারখানা-রিপোর্ট)। একই ব্যাপার স্থান, হাওয়া চলাচল ইত্যাদির অভাব প্রসঙ্গে।

সেই ১৮৫৫ সালের অক্টোবর মাসেই লিওনার্ড হর্নার সমতল শুঁড়িপথে নিরাপত্তা ব্যবস্থা সংক্রান্ত আইনগত বাধ্যবাধকতাগুলির প্রতি বহু সংখ্যক উৎপাদন-মালিকের প্রতিরোধ সম্পর্কে অভিযোগ করেছিলেন, যদিও পৌনঃপুনিক দুর্ঘটনা, যার অধিকাংশই ছিল মারাত্মক, ক্রমাগত এই দুর্ঘটনা সম্পর্কে হুঁসিয়ার করে দিচ্ছিল এবং যদিও এই নিরাপত্তা ব্যবস্থাগুলিতে বেশি খরচ হয় না, কিংবা উৎপাদনের ক্ষেত্রেও ব্যাঘাত ঘটায় না। ('রিপোর্টস অব ইন্সপেক্টরস অব ফ্যাক্টরিজ', অক্টোবর ১৮৫৫, পৃঃ ৬)। এই সব আইনগত বাধ্যবাধকতার প্রতি তাদের এই প্রতিরোধে উৎপাদন-মালিকদের খোলাখুলি ভাবেই সমর্থন করতেন অবৈতনিক শাস্তি-বিচারকেরা ('জাস্টিস অব দি পিস'), যাঁরা নিজেরাই ছিলেন প্রধানতঃ উৎপাদন-মালিক বা তাদের বন্ধু। কি ধরনের রায় এই ভদ্রলোকেরা দিতেন, তা উচ্চতর বিচারপতি ('সুপিরিয়র জাজ') ক্যাম্পবেল প্রকাশ করে দিয়েছেন; এই সব রায়ের একটির বিরুদ্ধে তাঁর কাছে আবেদন ('আপিল') করা হয়েছিল, যেটি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "এটা পার্লামেন্টের আইনের ব্যাখ্যা নয়, তার উপেক্ষা।" (ঐ, পৃঃ ১১)। একই রিপোর্টে হর্নার বলেন, অনেক কারখানায় মেশিন যখন প্রায় চালু হবার মুখে, তখনো শ্রমিকদের হুঁসিয়ার করে দেওয়া হয় না। যেহেতু এমনকি যখন মেশিন চালু থাকে না, তখনো কিছু না কিছু করার থাকে এবং হাত আর আঙুল সব সময়েই তাতে ব্যস্ত থাকে, সেই হেতু কেবল মাত্র সামান্য হুঁসিয়ারি না দেবার ফলেও অনেক দুর্ঘটনা ঘটে (loc. cit p. 44)। কারখানা-আইনের বিরোধিতা করার জন্য তখন উৎপাদন-মালিকদের ছিল একটা শিল্প সমিতি ('ট্রেড-ইউনিয়ন'), যার নাম ছিল 'ম্যাঞ্চেস্টারে কারখানা-আইন সংশোধনের জন্য জাতীয় সমিতি'; এই সমিতি ১৮৫৫ সালের মার্চ মাসে অশ্বশক্তি-পিছু ২ শিলিং ধার্য ক'রে সংগ্রহ করে £ ৫০,০০০-এরও বেশি; উদ্দেশ্য কারখানা-পরিদর্শকদের দ্বারা সমিতির সদস্যদের বিরুদ্ধে রুজু করা মামলার খরচ বহন করা এবং সমিতির নামে মামলা পরিচালনা করা। এটা ছিল মুনাফার স্বার্থে হত্যা যে খুন* নয়, সেটা প্রমাণ করার

---

* ১৬৫৭ সালের ইংল্যাণ্ডে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়, "হত্যা খুন নয়"; এখানে তারই উল্লেখ করা হয়েছে, পুস্তিকাটির লেখক জনৈক 'লেভেলার'; নাম এডোয়ার্ড সেক্সবি।

ব্যাপারে। স্কটল্যাণ্ডের জন্য এক পরিদর্শক, স্যার জন কিন কেইভগ্লাস গোর এখন একটি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বলেন, যেটি তার সমস্ত মেশিনপত্রের জন্য সুরক্ষামূলক আবরণ তৈরি করতে ব্যবহার করত তার কারখানায় লোহার ছাঁট, যাতে খরচ পড়ত ৯ পা ১ শি। মালিকদের সমিতিতে যোগ দিলে ১১০ অশ্বশক্তির জন্য তাকে মাশুল দিতে হত £ ১১, যা হ'ত তার সমস্ত সুরক্ষামূলক সরঞ্জামের খরচের চেয়ে বেশি। কিন্তু যে আইনটি এই ধরণের সংরক্ষণের বিধান দিয়েছিল, তারই বিরোধিতা করার জন্য ১৮৫৪ সালে জাতীয় সমিতি স্থাপিত হয়েছিল। ১৮৪৪ থেকে ১৮৫৪ অবধি গোটা কালটি ধরে মালিকেরা এই ব্যাপারটার প্রতি এতটুকুও নজর দেয়নি। পামারস্টোনের নির্দেশ অনুসারে উৎপাদন-মালিকদের জানিয়ে দেওয়া হল যে, আইনটি যথোচিত ভাবে প্রয়োগ করা হবে, তখনি তারা সমিতি স্থাপন করে ফেললো, যাদের মধ্যে অনেকে নিজেরাই ছিল শান্তিরক্ষী বিচারক এবং সেই হিসাবে যাদের কর্তব্য ছিল ঐ আইনটি প্রয়োগ করা। যখন ১৮৫৫ সালে নোতুন স্বরাষ্ট্র-সচিব, স্যর জর্জগ্রে একটি আপস-প্রস্তাব দিলেন যে সরকার কার্যতঃ নাম মাত্র নিরাপত্তামূলক সরঞ্জামেই খুশি হবে, তখন ঐ সমিতি ক্রোধ ভরে তাও প্রত্যাখ্যান করল। বিবিধ মামলায় প্রখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার উইলিয়াম ফেয়ারবেয়ার্ন ব্যয়-সাশ্রয়ের নীতির সপক্ষে এবং মূলধনের স্বাধীনতা—যা লংঘন করা হয়েছে—তার সমর্থনে তাঁর খ্যাতির বহরকে ব্যবহার করলেন। কারখানা পরিদর্শনের মুখ্য আধিকারিক লিওনার্দ হর্নার-এর বিরুদ্ধে মালিকেরা সম্ভাব্য সমস্ত ভাবে নিগ্রহ ও কুৎসা চালিয়েছিল।

কিন্তু যত দিন না মালিকেরা মহারানির আদালত থেকে একটি 'রিট' পেয়েছে, ততদিন তারা ক্ষান্ত হয়নি ; এই 'রিট' অনুসারে ১৮৭৪ সালের আইনটি মাটির সাত ফুট উপরে স্থাপিত সমতল শুঁড়ি পথের জন্য সুরক্ষামূলক ব্যবস্থার বিধান দেয়নি এবং, সর্বশেষে, ১৮৫৬ সালে, তারা সফল হল উপস্থিত অবস্থায় সমগ্র ভাবে তাদের পক্ষে সন্তোষজনক একটি পার্লামেন্টিয় আইন পাশ করিয়ে নিতে ; এটা সম্ভব হয়েছিল গোঁড়া সেবাইৎ উইলসন প্যাটেন-এর সেবার কল্যাণে, যিনি ছিলেন সেইসব ধর্মাত্মাদের একজন যাঁদের ধর্মের আড়ম্বর সব সময়েই প্রস্তুত টাকার থলির বীরবাহাদুরদের জন্য যাবতীয় নোংরা কাজ করতে। এই আইনটি শ্রমিকদের কার্যতঃ বঞ্চিত করল সমস্ত বিশেষ সুরক্ষা-ব্যবস্থা থেকে এবং শিল্প দুর্ঘটনা ঘটলে ক্ষতিপূরণ পাবার ব্যাপারে তাদের সঁপে দিল সাধারণ আদালতের এক্তিয়ারে (ইংল্যাণ্ডে মামলা চালাতে যে অত্যধিক অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হয়, তাতে এই ব্যবস্থাটা প্রহসন ছাড়া কিছু নয়), অন্য দিকে, বিশেষজ্ঞ প্রমাণ-পত্রের একটি সুন্দর শব্দ বিন্যস্ত অনুচ্ছেদের সংস্থান রেখে এই আইন মালিকদের পক্ষে মামলায় হেরে যাওয়াকে প্রায় অসম্ভব করে ফেলে। এর ফল দাঁড়ালো দুর্ঘটনার দ্রুত বৃদ্ধি। ১৮৫৮ সালে মে থেকে অক্টোবর—এই ছ'মাসের মধ্যে, পরিদর্শক বেকার রিপোর্ট করেন যে আগের বছরের ঐ সময়ের তুলনায় দুর্ঘটনা বেড়ে গিয়েছে ২১ শতাংশ। তাঁর মতে এই দুর্ঘটনাগুলির ৫০ শতাংশ পরিহার করা যেত। এ কথা সত্য যে ১৮৪৫ ও ১৮৪৬ সালের তুলনায় ১৮৫৮ ও ১৮৫৯ সালে দুর্ঘটনার

সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে কম ছিল। বাস্তবিক পক্ষে, তা ছিল ২৯ শতাংশ কম, যদিও পরিদর্শনের পরিধিভুক্ত শিল্পের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল ২০ শতাংশ। কিন্তু এর-কারণ কি ছিল? এই ব্যাপারটা এখন ১৮৬৫ যা বোঝা গিয়েছে, তা এই যে, এটা ঘটেছিল প্রধানতঃ নোতুন মেশিনপত্রের কল্যাণে, যেগুলি আগে থেকেই ছিল নিরাপত্তা-ব্যবস্থা সমন্বিত এবং যেগুলির প্রবর্তনে মালিক আপত্তি করেনি, যেহেতু এর জন্য তাকে কিছু বাড়তি ব্যয় করতে হয়নি। তা ছাড়া, কিছু শ্রমিক তাদের অঙ্গহানির জন্য বড় রকমের ক্ষতিপূরণ আদায় করতেও সক্ষম হয়েছিল এবং উচ্চতম আদালতগুলি পর্যন্ত এই রায় বহাল রেখেছিল ('রিপোর্টস অব ইন্সপেক্টেরস অব ফ্যাক্টরিজ', এপ্রিল ৩০, ১৮৬১, পৃঃ ৩১, ঐ এপ্রিল, ১৮৬২, পৃঃ ১৭)।

মেশিনপত্র ব্যবহার ও চালনা করার বিপদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের (যাদের মধ্যে শিশুরাও পড়ে) জীবন ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রক্ষার ব্যবস্থায় ব্যয়সাশ্রয় প্রসঙ্গে এই পর্যন্ত।

সাধারণ ভাবে বদ্ধ জায়গায় কাজঃ জায়গার, অতএব বাড়ি ঘরের, বাবদে ব্যয়-সাশ্রয়ের দরুন শ্রমিকদের এই এলাকাগুলির মধ্যে ভিড় করে রাখা হয়, তা সুপরিজ্ঞাত। তার উপরে আবার আছে বায়ু চলাচল ব্যবস্থায় ব্যয়সাশ্রয়। দীর্ঘ কাজের দিনের সঙ্গে এই দুটি ব্যাপার যুক্ত হয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস প্রণালীতে বিবিধ ব্যাধির বৃদ্ধি ঘটায়, যার দরুণ আবার মৃত্যু-হারও বৃদ্ধি পায়। নিচেকার এই উদাহরণগুলি গৃহীত হয়েছে জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত রিপোর্ট সমূহ থেকে, ষষ্ঠ রিপোর্ট, ১৮৬৩। এই রিপোর্টটি সংকলন করেছেন ডঃ জন সাইমন, প্রথম গ্রন্থ থেকেই যিনি আমাদের কাছে সুপরিচিত।

ঠিক যেমন শ্রমের সম্মিলন ও সহযোগের জন্য সম্ভব হয় মেশিনপত্রের বৃহদায়তন নিয়োগ, উৎপাদনের উপায়সমূহের কেন্দ্রীকরণ এবং সেগুলির ব্যবহারে ব্যয়সাশ্রয়, ঠিক তেমন আবার বদ্ধ জায়গায় এবং এমন অবস্থায় যা নির্ধারিত হয় স্বাস্থ্যের প্রয়োজন অনুযায়ী নয়, বরং কারখানা-মালিকের সুবিধা অনুযায়ী, শ্রমিকদের এই একসঙ্গে ভিড় করে কাজ করা—একই অভিন্ন কর্মশালায় এই যে কেন্দ্রীভবন, তাই আবার কাজ করে এক দিকে ধনিকের বৃহত্তর মুনাফার উৎস হিসাবে, এবং অন্য দিকে শ্রমিকদের জীবন ও স্বাস্থ্যের অপচয়ের হেতু হিসাবে—যদি না কাজের ঘণ্টা কমিয়ে এবং বিশেষ বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়ে এর প্রতিকার করা হয়।

ডাঃ সাইমন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, "যে অনুপাতে একটি অঞ্চলের জনসংখ্যা কোনো যৌথ গৃহমধ্যস্থ জীবিকায় আকৃষ্ট হয়, সেই অনুপাতে, বাকি সব কিছু এক্ই থাকলে, ফুসফুসের রোগে মৃত্যুর হার সেই অঞ্চলে বৃদ্ধি পায়," (পৃঃ ২৩) এবং তিনি তাঁর এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে প্রচুর পরিসংখ্যান উপনীত করেন। এর কারণ হচ্ছে হাওয়া-চলাচলের খারাপ ব্যবস্থা। "এবং সম্ভবতঃ গোটা ইংল্যাণ্ডে এই সিদ্ধান্তের কোনো ব্যতিক্রম নেই যে, একটি বড় রকমের গৃহমধ্যস্থ শিল্প আছে এমন প্রত্যেকটি অঞ্চলেই শ্রমিকদের বর্ধিত মৃত্যু-হার এই রকম যে গোটা অঞ্চলের মৃত্যুর হিসাব মসীলিপ্ত ফুসফুসের রোগজনিত মৃত্যুর অতিরিক্ত সংখ্যাবৃদ্ধির দ্বারা" (পৃঃ ২৩)।

১৮৬০ ও ১৮৬১ সালে স্বাস্থ্য পর্ষদের দ্বারা সংগৃহীত বদ্ধ জায়গায় পরিচালিত শিল্পগুলিতে মৃত্যুর পরিসংখ্যান নির্দেশ করে যে, ১৫ থেকে ৫৫ বছর বয়সের মধ্যে একই সংখ্যক মানুষ, ইংল্যাণ্ডের কৃষি-অঞ্চলগুলিতে ক্ষয়রোগ ও ফুসফুসজনিত অন্যান্য রোগে যাদের মৃত্যুহার ১০০, কভেন্ট্রিতে তাদের মৃত্যুহার ১৬৩, ব্ল্যাকবার্ন ও স্কিপটনে ১৬৭, কংগ্লেটন ও ব্রাডফোর্ডে ১৬৮, লেইসেস্টারে ১৭১, লীকে ১৮২, ম্যাক্লেসফিল্ডে ১৮৪, বোল্টনে ১৯০, নটিংহামে ১৯২, রচডেলে ১৯৩, ডার্বিতে ১৯৮, স্যালফোর্ড আর অ্যাস্টন-আণ্ডার লাইনে ২০৩, লীডসে ২১৮, প্রেস্টনে ২২০ এবং ম্যাঞ্চেস্টারে ২৬৩ (পৃঃ ১৪)। নিচের সারণীটিতে পাওয়া যায় আরো জাজ্জল্যমান দৃষ্টান্ত :

অঞ্চল	প্রধান শিল্প	প্রতি ১,০০,০০০ জনে ১৫ থেকে ২৫ বছর বয়সের মধ্যে ফুসফুসের রোগে মৃত্যুর সংখ্যা	
		পুরুষ	নারী
বার্কহামস্টেড	খড় বিনুনি (নারী)	২১৯	৫৭৮
লেইটন বুজার্ড	খড় বিনুনি (নারী)	৩০৯	৫৫৪
নিউপোর্ট প্যাগনেল	লেস তৈরি (নারী)	৩০১	৬৯৭
টার্ডসেস্টার	লেস তৈরি (নারী)	২৩৯	৫৭৭
ইয়োভিল	দস্তানা তৈরি (প্রধানতঃ নারী)	২৮০	৪০৯
লীক	রেশম শিল্প (প্রধানতঃ নারী)	৭৩৭	৮৫৬
কংগ্লেটন	রেশম শিল্প (প্রধানতঃ নারী)	৫৬৬	৭৯০
ম্যাকলেসফিল্ড	রেশম শিল্প (প্রধানতঃ নারী)	৫৯৩	৮৯০
স্বাস্থ্যকর পল্লী অঞ্চল	কৃষিকাজ	৩৩১	৩৩৩

এখানে দেখানো হয়েছে প্রতি ১,০০০,০০ জনের ১৫ থেকে ২৫ বছর বয়সের মধ্যে নর এবং নারীদের আলাদা আলাদা ভাবে ফুসফুসজনিত বিবিধ ব্যাধিতে মৃত্যুর

হার। নির্বাচিত অঞ্চলগুলিতে কেবল নারীরাই নিযুক্ত হয় বদ্ধ জায়গায় পরিচালিত শিল্পগুলিতে এবং পুরুষেরা কাজ করে বাকি সমস্ত সম্ভাব্য ক্ষেত্রে।

যেসব রেশম অঞ্চলগুলিতে অপেক্ষাকৃত বেশি সংখ্যক পুরুষ নিযুক্ত হয়। সেখানে তাদেরও মৃত্যু হার উচ্চতর। নর-নারী উভয়ের ক্ষেত্রেই ক্ষয়রোগ-জনিত মৃত্যুহার থেকে প্রকাশ পায়, রিপোর্ট থেকে যা পাওয়া যায়, কী "জঘন্য অস্বাস্থ্যকর অবস্থার মধ্যে আমাদের রেশম শিল্প পরিচালিত হয়।" আর এই একই রেশম শিল্পে মালিকেরা তাদের প্রতিষ্ঠানগুলিতে অসাধারণ অনুকূল ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশের যুক্তি দেখিয়ে, ব্যতিক্রম হিসাবে দাবি করেছিল ১৩ বছরের কম বয়স্ক শিশুদের জন্য দীর্ঘ কাজের সময়, এবং অংশতঃ তা পেয়েও গিয়েছিল (Buch I, Kap. VII, 6, S 296/286)*

"দর্জি শিল্প সম্পর্কে ডাঃ স্মিথ যে বিবরণ দিয়েছেন, সম্ভবতঃ তদস্তাধীন অন্য কোনো শিল্পই তার চেয়ে খারাপ চিত্র উপস্থিত করে না:—'কর্মশালাগুলির স্বাস্থ্যসংক্রান্ত অবস্থায় অনেক পার্থক্য আছে, কিন্তু প্রায় সর্বজনীন ভাবেই সেগুলি ভিড়ে ঠাসা এবং আলো হাওয়া বিরল, এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে অতি মাত্রায় প্রতিকূল। ......এই ঘরগুলি অবধারিত ভাবেই গরম; কিন্তু যখন গ্যাস জ্বালানো হয়, যেমন কুয়াশার দিনে দিনের বেলাতেও, তাপমাত্র বেড়ে দাঁড়ায় ৮০ ডিগ্রি, এমনকি ৯০ ডিগ্রির চেয়েও বেশি, যার ফলে ঘটে প্রচুর ঘর্মক্ষরণ, এবং কাঁচের সার্শির উপরে বাষ্পের ঘনীভবন, যার দরুন ছাদ থেকে তা চুঁইয়ে পড়ে ধারা হিসাবে কিংবা ফোঁটায় ফোঁটায়, এবং কর্মীরা বাধ্য হয় কিছু কিছু জানালা খোলা রাখতে—ঠাণ্ডা লাগার যত ঝুঁকিই থাক না কেন। ওয়েস্ট এণ্ড-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্মশালাগুলির মধ্যে ষোলোটিতে তিনি যা দেখেছিলেন, তিনি তার বর্ণনা দিয়েছেন এই ভাবে:—'এই প্রায় হাওয়া-চলাচলহীন ঘরগুলিতে কর্মী-পিছু সবচেয়ে বেশি যে ঘনাঙ্ক জায়গা বরাদ্দ করা হয়, তা হল ২৭০ ফুট, এবং সবচেয়ে কম যা করা হয়, তা ১০৫ ফুট, অর্থাৎ মোটের উপর গড়ে জন-প্রতি মাত্র ১৫৬ ফুট। চার দিকে ঘোরানো সুড়ঙ্গ-পথ সহ এবং কেবল ছাদ থেকে আলোর ব্যবস্থা সহ একটি ঘরে কাজ করছে ৯২ থেকে ১০০ জনেরও বেশি লোক; সেখানে জ্বলছে বহুসংখ্যক গ্যাসের বাতি, মূত্রাধারগুলি রাখা আছে একেবারে পাশেই এবং জন-প্রতি ঘনাঙ্ক জায়গা কখনো ১৫০ ফুটের বেশি নয়। আরেকটি ঘরে, যাকে কেবল উঠোনে একটা কুকুর রাখা আস্তানাই বলা যায়, যার আলোর ব্যবস্থাও সেই ছাদ থেকে এবং হাওয়ার ব্যবস্থা কেবল মাথার উপরে একটা ঝরোকা, জন প্রতি পাঁচ থেকে ছ জন কাজ করত ১১২ কিউবিক ফুটের মধ্যে।....ডাঃ স্মিথের বর্ণিত ঐ জঘন্য কর্মশালাগুলিতে দর্জিরা সাধারণতঃ কাজ করে দৈনিক ১২ বা ১৩ ঘণ্টা; কখনো কখনো কাজ করতে হয় ১৫ বা ষোল ঘণ্টা" (পৃঃ ২৫, ২৬, ২৮)।

* ইং সংস্করণ: Ch. X, p. 293.

নিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা	শিল্পের শাখা ও অবস্থান	প্রতি ১,০০,০০০ জনে মৃত্যুর হার—এই এই বয়ঃসীমার মধ্যে		
		২৫-৩৫	৩৫-৪৫	৪৫-৫৫
৯,৫৮,২৬৫	কৃষি, ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলস	৭৪৩	৮০৫	১,১৪৫
২২,৩০১ পুরুষ ও ১২,৩৭৭ নারী	দর্জি, লণ্ডন	৯৫৮	১,২৬২	২,০৯৩
১৩,৮০৩	হরফ-কার ও মুদ্রাকর, লণ্ডন	৮৯৪	১,৭৪৭	২,৩৬৭

(পৃঃ ৩০)। লক্ষ্য করা উচিত, এবং বস্তুতঃ পক্ষে চিকিৎসা বিভাগের প্রধান এবং রিপোর্টটির প্রণেতা জন সাইমন মন্তব্যও করেছেন যে লণ্ডনে ২৫ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যেকার দর্জি, হরফকার ও মুদ্রাকারদের মৃত্যুর হার আসলের চেয়ে কম করে দেখানো হয়েছে, কেননা লণ্ডনের নিয়োগ কর্তারা এই দুই ধরনের ব্যবসাতেই শিক্ষানবিস ও "ইম্প্রুভার" অর্থাৎ অতিরিক্ত প্রশিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মী হিসাবে (সম্ভবতঃ ২৫ থেকে ৩৫ বছর বয়সের মধ্যে) বহুসংখ্যক যুবককে নিযুক্ত করে থাকে। লণ্ডনের শিল্প মৃত্যু-হার যে কর্মীদের বেলায় হিসাব করা হয়, এরা তাদের সংখ্যা স্ফীত করে। কিন্তু লণ্ডনে মৃত্যুহারে এরা আনুপাতিক ভাবে সংযোজন করে না, কেননা সেখানে তাদের অবস্থান কেবল সাময়িক। যদি সে সময়ে এরা অসুখে পড়ে, তা হলে তারা যে যার গ্রামের বাড়িতে ফিরে যায়, সেখানে তারা যদি মারা যায়, তা হলে সেখানেই তাদের মৃত্যু পঞ্জীভুক্ত হয়। আরো অল্প বয়সের বেলায় এই ঘটনা ঘটে আরো বেশি এবং এই বয়ঃ-গোষ্ঠীগুলির ক্ষেত্রে লণ্ডনের মৃত্যুহারকে পর্যবসিত করে সম্পূর্ণ মূল্যহীন এক পরিসংখ্যানে—স্বাস্থ্যের উপরে শিল্পের ক্ষতিকর ফলাফলের সূচক হিসাবে (পৃঃ ৩০)।

হরফ-কারদের ব্যাপারটাও দর্জিদেরটারি মত। হাওয়া-চলাচল ব্যবস্থার অভাব, বিষাক্ত বায়ু ইত্যাদি ছাড়াও, অতিরিক্ত যেটা উল্লেখযোগ্য, সেটা হচ্ছে নৈশ কাজ। তাদের নিয়মিত কাজের ঘণ্টা হল ১১ থেকে ১৩ ঘণ্টা, কখনো কখনো ১৫ থেকে ১৬ ঘণ্টা। "গ্যাস-জেটগুলি যখন জ্বালানো হয়, তখন শুরু হয় দারুণ তাপ ও দুর্গন্ধ। এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটে যে চাপা ইত্যাদি থেকে ধোঁয়া, কিংবা মেশিনপত্র বা চৌবাচ্চা থেকে পূতিগন্ধ, নিচের ঘর থেকে উঠে উপরের ঘরের উপসর্গগুলিকে আরো তীব্র করে

তোলে। নিচের ঘরগুলির উত্তপ্ত হাওয়া সব সময়েই উপরের ঘরগুলির মেঝেকে উত্তপ্ত করে তুলে সেগুলিকে আরো গরম করে দেয়, এবং যখন ঘরগুলি নিচু, আর গ্যাসের ব্যবহার বেশি, তখন এটা সৃষ্টি করে একটা দুর্গতি একমাত্র যখন নিচের তলায় রাখা হয় ষ্টিম-বয়লার এবং তা গোটা বাড়িটাকে যোগায় অবাঞ্ছিত উত্তাপ, তখন এই দুর্গতিকেও ছাড়িয়ে যায়। সাধারণ ভাবে বলা যায় যে, হাওয়া চলাচল ব্যবস্থা সর্বজনীন ভাবেই ত্রুটিপূর্ণ এবং তাপ ও সন্ধ্যায় ও রাত্রিকালে গ্যাসদহন-জাত উপাদানগুলি অপসারণের পক্ষে অপ্রতুল, এবং অনেক অফিসে, বিশেষ করে যেগুলি তৈরি হয়েছে বাসগৃহ থেকে, সেখানে পরিস্থিতি সবচেয়ে শোচনীয়।......এবং কতকগুলি অফিসে (বিশেষতঃ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র অফিসে) কাজ চলে প্রায় বিনা বিরতিতে একটানা আড়াই দিন পর্যন্ত—এমন কাজও চলে যাতে ১২ থেকে ১৬ বছরের শিশুরাও সমান ভাবে অংশ নেয়; অন্যান্য ছাপার অফিসে, যেগুলি কেবল নিজেদেরকে জরুরি কাজে নিয়োগ করে, সেগুলিতে রবিবারেও কর্মীরা কোনো রকম রেহাই পায়না এবং সপ্তাহে তাদের কাজের দিন ছ'দিন না হয়ে হয় সাত দিন" (পৃঃ ২৬, ২৮)।

অতিরিক্ত খাটুনির ব্যাপারে টুপি ও পোষাক নির্মাতারা প্রথম গ্রন্থেই (Kap. VIII, 3, *S*, 249/241)* আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। ডাঃ অর্ড-এর তৈরি আমাদের রিপোর্টে তাদের কর্মশালাগুলির বিবরণ দেওয়া হয়েছে। যদিও দিনের বেলায় কিছুটা ভাল, তা হলেও যখন গ্যাস জ্বালানো হয়, তখন সেগুলি হয়ে ওঠে অতি মাত্রায় উত্তপ্ত, দুর্গন্ধী ও অস্বাস্থ্যকর। অপেক্ষাকৃত ভাল এমন ৩৪টি কর্মশালায় ডাঃ অর্ড দেখতে পান যে কর্মী-প্রতি ঘনাঙ্ক ফুট জায়গা এই রকম:—

"......চারটি ক্ষেত্রে ৫০০-র বেশি, অন্য চারটি ক্ষেত্রে ৪০০ থেকে ৫০০, অন্য চারটি ক্ষেত্রে ৪০০ থেকে ৫০০... অন্য সাতটিতে ২০০ থেকে ২৫০ আরো চারটিতে ১৫০ থেকে ২০০, এবং আরো নয়টিতে ১০০ থেকে ১৫০। এই পরিসরগুলির মধ্যে যেগুলি সবচেয়ে বড়, সেগুলিও একটানা কাজের পক্ষে স্বল্প, যদি না জায়গাটা সম্পূর্ণ ভাল ভাবে বায়ু-চলাচল-ব্যবস্থাযুক্ত হয়; এবং অসাধারণ রকমের ভাল বায়ু-চলাচল ছাড়া তার আবহাওয়া গ্যাসের বাতি জ্বলাকালে সহনীয় ভাবেও অনুকূল হতে পারে না।" এবং এই হচ্ছে তাঁর দেখা একটি ক্ষুদ্র কর্মশালা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য, যে কর্মশালাটি পরিচালিত হত একজন মধ্য-ব্যক্তির পক্ষে: "ঘন ফুটের হিসাবে একটি ঘরের আয়তন ১,২৮০; উপনিত লোক সংখ্যা ১৪; প্রত্যেকের মাথাপিছু পরিসর ঘন ফুটের হিসাবে ৯১'৫। এখানে মেয়েদের দৃষ্টি শ্রান্ত ও নিষ্প্রভ; তাদের উপার্জন নাকি সপ্তাহে ৭ শিলিং থেকে ১৬ শিলিং এবং তাদের চা......। ঘণ্টা সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা। যে ক্ষুদ্র ঘরটিতে এই ১৪ জন লোক ভিড় করে ছিল, তার হাওয়া-চলাচল ব্যবস্থা ছিল অপ্রতুল। ছিল দুটি অপসারণ যোগ্য জানালা এবং একটি

* ইং সংস্করণ, Ch. X, 3, pp. 254—255

'ফায়ার-প্লেস' কিন্তু এই দ্বিতীয়টি ছিল রুদ্ধ এবং ছিল না বিশেষ কোনো বায়ু-চলাচলের ব্যবস্থা" (পৃঃ ২৭)।

টুপি ও পোষাক নির্মাতাদের অতিরিক্ত খাটুনি সম্পর্কে ঐ একই রিপোর্টে বলা হয়েছে :……সৌখীন পোষাক তৈরির প্রতিষ্ঠানগুলিতে তরুণী মেয়েদের উপরিকাজ বছরে চার মাসের বেশি সেই দানবীয় মাত্রায় থাকে না, যা অনেক সময়ে জনসাধারণের সাময়িক বিস্ময় ও ক্রোধের উদ্রেক করেছে; কিন্তু এই ক'মাস ঘরবন্দী হয়ে যারা কাজ করে তাদের নিয়মমত দৈনিক কাজ করতে হয় পুরো ১৪ ঘণ্টা, এবং যখন চাপ থাকে, দিনের পর দিন, পুরো ১৭, এমনকি ১৮ ঘণ্টা। বছরের অন্যান্য সময়ে ঘরবন্দী কর্মীদের কাজ করতে হয় সম্ভবতঃ ১০ থেকে ১৪ ঘণ্টা; ঘরের বাইরে যাদের কাজ, তাদের খাটতে হয় সমান ভাবে ১২ বা ১৩ ঘণ্টা। যারা আঙরাখা তৈরি করে, যারা কলার তৈরি করে, যারা সার্ট তৈরি করে এবং যারা ছুঁচের কাজ করে (সেলাইয়ের কলে যারা কাজ করে তারা সমেত), তাদের ক্ষেত্রে সাধারণ কর্মশালায় কাজের ঘণ্টা তুলনায় কম—সাধারণতঃ ১০ থেকে ১২ ঘণ্টার বেশি নয়, কিন্তু, ডাঃ অর্ড বলেন, বাড়তি কাজ বাড়তি মজুরির রেওয়াজ অনুযায়ী এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে কাজের ঘণ্টার পরে ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান থেকে কাজ কুড়িয়ে বাড়িতে নিয়ে যাবার রেওয়াজ অনুযায়ী, কোন কোন প্রতিষ্ঠানে কোন কোন সময়ে নিয়মিত কাজের ঘণ্টা প্রভূত ভাবে বৃদ্ধি পায়; উল্লেখযোগ্য যে দুটি রেওয়াজই বাধ্যতামূলক" (পৃঃ ২৮)। এই পৃষ্ঠায় এক পাদটীকায় জন সাইমন মন্তব্য করেন, "এপিডেমিওলজিকাল সোসাইটির অবৈতনিক সম্পাদক… মিঃ র‍্যাডক্লিফ,……প্রথম শ্রেণীর ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে কর্মনিযুক্ত তরুণী মেয়েদের জিজ্ঞাসাবাদ করার এক অসাধারণ সুযোগ পেয়ে… …দেখতে পান যে জিজ্ঞাসিত কুড়িজন মেয়ের মধ্যে, যারা বলে তারা 'বেশ ভাল' আছে তাদের মধ্যে, মাত্র একজনকে কেবল স্বাস্থ্যের বিচারে ভাল বলা চলে; বাকিদের মধ্যে দেখা যায় বিভিন্ন মাত্রায় দৈহিক শক্তির অপকর্ষ, স্নায়বিক অবসাদ এবং তার দরুণ দেহ-যন্ত্রের অসংখ্য বৈকল্য। এই পরিস্থিতির জন্য তিনি প্রথমতঃ দায়ী করেন কাজের ঘণ্টার দৈর্ঘ্যকে—যা তাঁর হিসাবে, মরশুম ছাড়া বছরের বাকি সময়ে দিলে ন্যূনতম ১২ ঘণ্টা; দ্বিতীয়তঃ দায়ী করেন কাজের ঘরগুলিতে হাওয়া-চলাচলের দুরবস্থা, গ্যাসের ধোঁয়া, খাদ্যের অপ্রতুলতা যা খারাপ মান, এবং গার্হস্থ্য স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি অমনোযোগিতা।"

ইংল্যাণ্ডের স্বাস্থ্য পর্ষদের প্রধান এসব থেকে সিদ্ধান্তে এসেছেন, "শ্রমিকদের পক্ষে এটা কার্যতঃ অসম্ভব যে তারা যেটা তত্ত্বগত ভাবে তাদের স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রথম অধিকার এমনকি সেটা পর্যন্ত তারা দাবি করবে; সে অধিকারটা হচ্ছে এই যে, তাদের মালিক তাদের করার জন্য যে-কাজই জড় করুক না কেন, সেটা হবে তার উপরে যতটা নির্ভর করে, অন্ততঃ ততটা অবধি যাবতীয় অপ্রয়োজীয় অস্বাস্থ্যকর অবস্থাগুলি থেকে মুক্ত।……শ্রমিকেরা যখন তাদের নিজেদের জন্য স্বাস্থ্য বিষয়ক ন্যায়নীতি আদায় করে নিতে কার্যতঃ অক্ষম, তখন তারা (আইনের অনুমোদিত

সংস্থানগুলি সত্ত্বেও) আশা করতে পারে না যে আবর্জনা অপসারণ আইন ; এর দায়িত্বে নিযুক্ত প্রশাসকেরা তাদের কোনো কার্যকর সহায়তা দেবেন" (পৃঃ ২৯)। "সন্দেহ নেই যে, ঠিক কোন্ লাইনে নিয়োগকর্তারা আইনের আওতায় আসে, সেটা নিরূপণ করার ব্যাপারে কিছু সূক্ষ্ম সমস্যা থাকতে পারে। কিন্তু······নীতিগত ভাবে স্বাস্থ্য-বিষয়ক দাবিটি সার্বজনিক। এবং অগণিত শ্রমজীবী নর-নারীর স্বার্থে, যাদের জীবন অনাবশ্যক ভাবে পীড়িত ও খর্বিত হয় কেবল তাদের কর্মজনিত সীমাহীন দৈহিক ক্লেশের দ্বারা, আমার এই আশা প্রকাশ করার দুঃসাহস হয় যে, সর্বজনীনভাবে শ্রমের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অবস্থাগুলি অন্ততঃ এই পর্যন্ত উপযুক্ত আইনের সংস্থানের আওতায় আনা হোক যে সমস্ত ঘরবন্দী কাজের জায়গাগুলিতে হাওয়া চলাচলের কার্যকর ব্যবস্থা নিশ্চয়ীকৃত হয়, এবং স্বাভাবিক কারণেই অস্বাস্থ্যকর এমন প্রত্যেকটি কাজে স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক নির্দিষ্ট প্রভাবটিকে যেন যথাসাধ্য হ্রাস করা হয়" (পৃঃ ৩১)।

৩। শক্তি উৎপাদন ও সঞ্চালনে এবং বাড়িঘরে মিতব্যয়।

এল হর্নার তাঁর অক্টোবর, ১৮৫২-র রিপোর্টে স্টিম-হ্যামার-এর উদ্ভাবক প্যাট্রিক্রফট্-এর খ্যাতনামা ইঞ্জিনিয়ার জেম্‌স ন্যাস্‌মিথ-এর একটি চিঠি উদ্ধৃত করেছেন, যার মধ্যে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে বলা হয়েছে :

" চালিকা শক্তির যে বিপুল বৃদ্ধি ঘটেছে, জনসাধারণ সে সম্পর্কে সামান্যই অবহিত ; এটা সংঘটিত হয়েছে এই সব প্রণালীগত পরিবর্তন ও বিবিধ উন্নয়নের (বাষ্প-ইঞ্জিনের) ফলে, যার কথা আমি বলছি। এই অঞ্চলের (ল্যাংকাশায়ার-এর) ইঞ্জিন-শক্তি প্রায় চল্লিশ বছর ধরে ভীরু ও সংস্কারগ্রস্ত ঐতিহ্যের ভুতুড়ে ঘুমে আচ্ছন্ন, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এখন আমরা মুক্ত। গত পনেরো বছর জুড়ে, বিশেষ করে গত চার বছর ধরে (১৮৪৮ থেকে) 'কণ্ডেন্সিং স্টিম ইঞ্জিন'-এর কার্য-প্রণালীতে অতীব গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পরিবর্তন ঘটেছে। ফলে সম্ভব হয়েছে একই ইঞ্জিন থেকে বেশি পরিমাণ কর্তব্য বা কাজ আদায় করে নেওয়া এবং তাও আবার জ্বালানীর খরচে বেশ খানিকটা সাশ্রয় ঘটিয়েও।···উল্লিখিত জেলাগুলিতে কলে-কারখানায় বাষ্প-শক্তি প্রবর্তনের পরে অনেক বছর ধরে 'কণ্ডেন্সিং ইঞ্জিন'-কে কাজ করাতে যে গতিবেগকে সঠিক বলে মনে করা হত তা ছিল 'পিস্টন'-এর প্রতি মিনিটে প্রায় ২২০ ফুট ; তার মানে, ৫-ফুট 'স্ট্রোক'-সহ একটা ইঞ্জিনকে 'নিয়ম'-মাফিক বাঁধা থাকত প্রতি মিনিটে 'ক্র্যাংকশ্যাফট'-এর ২২টি আবর্তন সম্পাদনে। এই গতিবেগের বাইরে ইঞ্জিনকে কাজ করানো বিবেচনা-সম্মত বা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করা হ'ত না ; এবং যেহেতু সমস্ত 'মিল গিয়ারিং'-কে পিস্টনের এই মিনিট-পিছু ২২০ ফুট গতিবেগের পক্ষে উপযুক্ত করে নেওয়া হত, সেই হেতু এই মন্থর এবং অসম্ভব ভাবে খর্বিত গতিবেগ অনেক বছর ধরে এই ইঞ্জিনগুলির কাজ নিয়ন্ত্রণ করত। যাইহোক, অবশেষে, হয় সৌভাগ্যক্রমে উক্ত 'নিয়মটি' সম্পর্কে অজ্ঞতার দরুন, নয়তো কোনো একজন সাহসী প্রবর্তকের উন্নততর যুক্তিবোধের

দরুন, কিছুটা বেশি গতিবেগ পরীক্ষা করে দেখা হয়, আর যেহেতু ফলটা হল খুবই অনুকূল, অন্যরাও তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে—তারা যে কথা বলত, 'ইঞ্জিনটাকে ছেড়ে দিয়ে', অর্থাৎ মিল-গিয়ারিং-এর প্রথম গতি-চক্রগুলি ('মোশন-হুইল'-এর) মাত্রাগুলিকে এমন ভাবে খাপ খাইয়ে যাতে করে ইঞ্জিনটা মিনিটে ৩০০ ফুট বা তারও বেশি ছুটতে পারে, যখন সাধারণ ভাবে মিল গিয়ারিংকে রাখা হয় তার আগেকার গতিবেগে এই 'ইঞ্জিনটাকে ছেড়ে দেওয়া'-র ফলে ···প্রায় সর্বজনীন ভাবেই ইঞ্জিনগুলির গতিবেগ বৃদ্ধি পেল, কারণ এটা প্রমাণ হয়ে গেল যে একই ইঞ্জিন থেকে কেবল বেশি শক্তিই পাওয়া যায় না, সেই সঙ্গে ইঞ্জিনের উচ্চতর গতিবেগ 'ফ্লাই-হুইল'-এ বৃহত্তর গতি-প্রেরণা ('মুমেণ্টাম') সঞ্চার করায় গতির প্রকৃতি হয় আরো নিয়মিত। স্টিম-ইঞ্জিনের পিস্টনটাকে শুধুমাত্র উচ্চতর বেগে চলতে দিয়ে···আমরা তা থেকে পাই অধিকতর শক্তি ('কনডেন্সার'-এ বাষ্প ও ভ্যাকুয়াম-এর চাপ যদি একই থাকে)। ···যেমন, ধরা যাক, কোনো একটা ইঞ্জিন দেয় ৪০ অশ্বশক্তি যখন তার পিস্টনটা চলে মিনিটে ২০০ ফুট ; যদি উপযুক্ত বিন্যাস ও অভিযোজন ঘটিয়ে এই একই ইঞ্জিনকে আমরা এমন গতিবেগে চালাতে পারি যে তার পিস্টনটা মিনিটে 'স্পেস'এর মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করবে ৪০০ ফুট (বাষ্প ও 'ভ্যাকুয়াম'-এর চাপ একই থাকলে) তা হলে আমরা পাব ঠিক দ্বিগুণ শক্তি··· এবং যেহেতু বাষ্প ও ভ্যাকুয়ামের চাপ উভয়ক্ষেত্রেই এক, সেই হেতু ইঞ্জিনটার বিভিন্ন অংশের উপরে চাপ পিস্টনের ২০০ ফুট গতিবেগে যা ছিল, ৪০০ ফুটে তার চেয়ে বেশি হবে না , সুতরাং গতিবেগ বৃদ্ধির ফলে 'ব্রেক-ডাউন'-এর ঝুঁকি কার্যতঃ বৃদ্ধি পায় না। পার্থক্য যা কিছু হয়, তা এই যে, এমন ক্ষেত্রে আমরা বাষ্প খরচ করব পিস্টনের গতিবেগের সঙ্গে আনুপাতিক বা প্রায় আনুপাতিক হারে ; এবং 'ব্রাস' বা ঘর্ষণকারী অংশগুলিতে ঘটবে ক্ষয়-ক্ষতির কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি, কিন্তু তা এত অকিঞ্চিৎকর যে মনোযোগ দেবার দরকার পড়ে না।···কিন্তু তার 'পিস্টন'কে উচ্চতর বেগে চলতে দিয়ে একই ইঞ্জিনের শক্তি বাড়াতে হলে আবশ্যক হয়···একই বয়লারের তলায় আরো বেশি কয়লা পোড়ানো, কিংবা অধিকতর বাষ্পীকরণ ক্ষমতা অর্থাৎ অধিকতর বাষ্প-জননশক্তি সমন্বিত বয়লার নিয়োগ করা। যথাবিহিত ভাবে এটা করা হয়েছিল এবং পুরনো 'বেগান্বিত' ইঞ্জিনগুলিতে অধিকতর বাষ্প-জনন বা জল বাষ্পীকরণ শক্তি সহ বয়লার সরবরাহ করা হয়েছিল এবং একই ইঞ্জিন থেকে উল্লিখিত পরিবর্তনগুলির মাধ্যমে প্রায় শতকরা ১০০ ভাগ বেশি কাজ বার করে নেওয়া হয়েছিল। প্রায় দশ বছর আগে কর্নওয়ালের খননকার্যে নিযুক্ত ইঞ্জিনগুলির সাহায্যে উপলব্ধ অসাধারণ মিত-ব্যয়ে শক্তি উৎপাদন মনোযোগ আকর্ষণ করতে থাকলো ; এবং যখন সুতোর ব্যবসায়ে প্রতিযোগিতার চাপে কল-মালিকরা বাধ্য হল মুনাফার প্রধান উৎস হিসাবে ব্যয়-সাশ্রয়ের উপর নির্ভর করতে, তখন ঘণ্টা-পিছু অশ্বশক্তি পিছু কয়লা খরচে আজ্জল্যমান পার্থক্যটা—কর্নওয়ালের ইঞ্জিনগুলির কাজ থেকে যেটা প্রকাশ পেয়েছিল, এবং সেই সঙ্গে উলফ্-এর ডবল সিলিণ্ডার ইঞ্জিনগুলির অসাধারণ মিত-ব্যয়ী কার্যানুষ্ঠান এই জেলায় জ্বালানী বাবদ ব্যয়-সাশ্রয়ের ব্যাপারে বর্ধিত মনোযোগ

আকর্ষণ করতে লাগলো, এবং যেহেতু কর্নওয়ালি ডবল সিলিণ্ডার ইঞ্জিনগুলি দিত ঘণ্টা-পিছু প্রতি ৩½ থেকে ৪ পাউণ্ড কয়লায় একটি করে অশ্বশক্তি, যখন সাধারণ ভাবে তুলো-কল ইঞ্জিনগুলিতে খরচ হচ্ছিল ঘণ্টা-পিছু ৮ থেকে ১২ পাউণ্ড, তখন এমন একটা জাজ্বল্যমান পার্থক্য এই জেলায় মিল-মালিক ইঞ্জিন নির্মাতাদের প্রণোদিত করল, একই পন্থা অবলম্বন করে, এমন অসাধারণ মিতব্যয় অর্জনের জন্য চেষ্টা করতে, যা সমানভাবে অর্জিত হয়েছিল কর্নওয়ালে এবং ফ্রান্সে, যেখানে কয়লার চড়া দাম কল-মালিকদের বাধ্য করেছিল তাদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের এই ব্যয়বহুল বিভাগগুলির দিকে আরো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিতে। ব্যয়-সাশ্রয়ের প্রতি এই বর্ধিত মনোযোগের ফল হয়েছিল অনেক দিক থেকেই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ, পুরনো চড়া মুনাফার সুখের জামানায় যে সব বয়লারের উপরিভাগের অর্ধেকটাই ঠাণ্ডা হাওয়ার তলায় পড়ে থাকত একেবারে নগ্ন অবস্থায়, সেগুলির অধিকাংশই পেল 'ফেল্ট্'এর মোটা কম্বলের, ইট ও প্লাস্টারের এবং অন্যান্য উপায়-উপকরণের পুরু আচ্ছাদন যাতে করে যে তাপ রক্ষা করতে খরচ হয়েছে এত জ্বালানী, তা আর বেরিয়ে যেতে না পারে সেগুলির আচ্ছাদনহীন উপরিভাগ দিয়ে। স্টিম-পাইপগুলির জন্যও করা হল অনুরূপ 'সুরক্ষণের' ব্যবস্থা, এবং ইঞ্জিনের সিলিণ্ডারের বহির্ভাগকেও। অনুরূপ ভাবে ঢেকে দেওয়া হল 'ফেল্ট' দিয়ে এবং পরানো হল কাঠের আবরণ। তার পরে এলো 'হাই স্টিম'-এর ব্যবহার, যথা, বর্গ ইঞ্চিতে ৪, ৬ বা ৮ পাউণ্ড করে বের করে দেবার মত করে 'সেফ্টি ভাল্ভ্' 'লোড' কমার বদলে, দেখা গেল যে ১৪ বা ২০ পাউণ্ড অবধি চাপ তুলে দিলে পরে তার ফলে জ্বালানীর একটা সুনিশ্চিত ব্যয়-সাশ্রয় ঘটে ; অন্য ভাবে বলা যায়, কয়লার খরচ অনেকটা কমিয়েও মিল-এর কাজ সম্পাদন করা যায়,…এবং যাদের সঙ্গতি ও সাহস ছিল, তারা কার্যক্ষেত্রে বর্ধিত চাপ এবং 'সম্প্রসারণ প্রণালী'-কে এগিয়ে নিয়ে গেল পূর্ণ মাত্রায়—বর্গ ইঞ্চিতে ৩০, ৪০, ৫০, ৬০ এবং ৭০ পাউণ্ড স্টিম সরবরাহ করার উপযুক্ত সঠিক ভাবে নির্মিত বয়লার নিয়োগের মাধ্যমে ; এমন সব চাপ যা পুরনো ঘরানার কোনো ইঞ্জিনিয়ারকে এমন ভয় পাইয়ে দিত যে তার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটত। কিন্তু এইভাবে বাষ্পের চাপ বাড়াবার অর্থনৈতিক ফলগুলি ·· যতই টাকা-আনা-পয়সার অভ্রান্ত অঙ্কে ততই 'কনডেন্সিং ইঞ্জিন চালানোর জন্য উচ্চ চাপ বিশিষ্ট স্টিম-বয়লারের ব্যবহার প্রায় সর্বজনীনতা লাভ করল। এবং যারা শেষ মাত্রা অবধি যেতে আগ্রহী ছিল · তারা শীঘ্রই উল্ফ ইঞ্জিনকে তার সামগ্রিক আকারে ব্যবহারের জন্য গ্রহণ করল, এবং সম্প্রতি কালে প্রতিষ্ঠিত আমাদের মিলগুলির বেশির ভাগই চালিত হয় উল্ফ্ ইঞ্জিনের সাহায্যে, যেমন, সেইগুলি যেগুলির আছে প্রত্যেকটি ইঞ্জিন-পিছু দুটি করে সিলিণ্ডার, যার একটিতে বয়লার থেকে উচ্চচাপ-বিশিষ্ট বাষ্প আবহাওয়ার চাপের তুলনায় তার যে বাড়তি চাপ, তা দিয়ে খাটায় বা জন্মায় এমন শক্তি, যা ঐ উচ্চচাপ-বিশিষ্ট বাষ্পকে প্রত্যেকটি 'স্ট্রোক'-এর শেষে অবাধে আবহাওয়ায় চলে যেতে না দিয়ে, বাধ্য করে তাকে যেতে একটি নিম্নচাপ বিশিষ্ট সিলিণ্ডারের ভিতরে,

যেটি আগেরটির চেয়ে আয়তনে প্রায় চারগুণ, এবং যথোচিত সম্প্রসারণের পরে যা প্রবেশ করে কন্‌ডেন্সার এর মধ্যে ; এই শ্রেণীর ইঞ্জিনগুলি থেকে লব্ধ অর্থনৈতিক ফলটি এমন যে জ্বালানী খরচ দাঁড়ায় ঘণ্টাপিছু অশ্বপিছু ৩½ থেকে ৪ পাউণ্ড কয়লার হারে, যেখানে পুরনো ধরনের স্টিম ইঞ্জিন কয়লা-খরচ হত অশ্বপ্রতি ঘণ্টাপিছু গড়ে ১২ থেকে ১৪ পাউণ্ড। এক সুকৌশল বিন্যাসের সাহায্যে উল্‌ফ এর ডবল সিলিণ্ডার ব্যবস্থা, তথা নিম্ন ও উচ্চ চাপের সংযোজিত ব্যবস্থা, ব্যাপক ভাবে প্রবর্তিত হয়েছে প্রচলিত ইঞ্জিনগুলিতেই, যার ফলে সেগুলির কাজের উৎকর্ষ ঘটেছে শক্তি ও জ্বালানী সাশ্রয়ের উভয় বিচারেই। এই একই ফল ···পাওয়া যাচ্ছে এই আট দশ বছর ধরে একটি উচ্চচাপ বিশিষ্ট ইঞ্জিনকে একটি কনডেন্সিং ইঞ্জিনের সঙ্গে এমন ভাবে সংযুক্ত করে আগেরটির অপচিত বাষ্প প্রবেশ করে পরেরটির মধ্যে এবং সেটিকে চালু করে। এই ব্যবস্থাটা অনেক ক্ষেত্রেই খুব সুবিধাজনক।

"যেগুলিতে এই উন্নত ব্যবস্থাগুলির কয়েকটি বা সব কয়টিই প্রয়োগ করা হয়েছে, সেই একই অভিন্ন ধরনের বিভিন্ন ইঞ্জিনের কাজ বা অনুষ্ঠান কতটা বৃদ্ধি পেয়েছে, সেই সম্পর্কে একটি যথাযথ বিবরণ পাওয়া খুব সহজ নয়, যাই হোক, আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে একই ওজনের স্টিম, ইঞ্জিন মেশিন পত্র থেকে আমরা এখন পাচ্ছি গড়ে অন্ততঃ শতকরা ৫০ ভাগ বেশি কাজ বা কর্তব্য অনুষ্ঠান, এবং অনেক ক্ষেত্রে একই অভিন্ন স্টিম ইঞ্জিনগুলি, যেগুলি মিনিটে ২২০ ফুট বেগ সীমার মধ্যে দিত ৫০ অশ্বশক্তি, সেগুলি এখন দিচ্ছে ১০০ গুণ বেশি। কনডেন্সিং স্টিম-ইঞ্জিন চালনায় হাই-প্রেসার স্টিমের নিয়োগের কল্যাণে লব্ধ অতীব ব্যয় সাশ্রয় এবং সেই সঙ্গে সেই একই ইঞ্জিনগুলি থেকে মিলের বিস্তার সাধনের কারণে ঢের বেশি উচ্চতর শক্তির প্রয়োজনের ফলে গত তিন বছরে, ঘটেছে ট্যাবুলার বয়লারের প্রবর্তন—যা থেকে পাওয়া যাচ্ছে মিল ইঞ্জিনের জন্য বাষ্প উৎপাদনের উদ্দেশ্যে পূর্বে নিযুক্ত বয়লারগুলির তুলনায় আরো বেশি ব্যয় সাশ্রয়কর ফল।" ('রিপোর্টস অব ইনসপেক্টরস অব ফ্যাক্টরিজ', অক্টোবর, ১৮৫২ পৃঃ ২৩-২৭।)

শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে যা খাটে, শক্তি সঞ্চালন এবং মেশিনপত্র চালনার ক্ষেত্রেও তা খাটে।

"গত ক'বছরে যেমন জোর কদমে মেশিনপত্রের উন্নয়ন এগিয়ে গিয়েছে ; তা ম্যানুফ্যাকচারকারীদের সক্ষম করেছে অতিরিক্ত চলৎ-শক্তি ছাড়াই উৎপাদনের বৃদ্ধি ঘটাতে। কাজের দিন ছোট হয়ে যাবার ফলে শ্রমের আরো মিতব্যয়ী নিয়োগ আবশ্যক হয়ে পড়েছে, এবং অধিকাংশ সুপরিচালিত মিলে একটি বিচক্ষণ মন সব সময়েই ভাবছে কি ভাবে আরো কম ব্যয়ে আরো বেশি উৎপাদন করা যায়। আমার সামনে একটি বিবৃতি আছে, যেটি দয়া করে তৈরি করে দিয়েছেন আমারই জেলার একজন খুবই বিচক্ষণ ভদ্রলোক ; এই বিবৃতিটিতে দেওয়া আছে নিযুক্ত কর্মীদের সংখ্যা, তাদের বয়স, চালু মেশিন সমূহ এবং ১৮৪০ এর সাল থেকে বর্তমান সময় প্রাপ্ত মজুরি। ১৮৪০ এর

অক্টোবরে তাঁর প্রতিষ্ঠানটিতে নিযুক্ত ছিল ৬০০ কর্মী, যাদের মধ্যে ২০০ জন ছিল ১৩ বছরের নীচে। গত বছরে নিযুক্ত ছিল ৩৫০ জন, যাদের মধ্যে কেবল ৬০ জন ছিল ১৩ বছরের নীচে; চালু মেশিনের সংখ্যা ছিল একই—খুবই কম সংখ্যার মধ্যে, এবং দুটি পর্বেই দেওয়া হয়েছিল একই মজুরি।" (রেড গ্রেভের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য "রিপোর্টস অব ইনসপেক্টরস অব ফ্যাক্টরিজ," অক্টোবর, ১৮৫৯, পৃ ৫৮-৫৯)।

মেশিনপত্রে এই উন্নয়নগুলির ফল পুরোপুরি প্রকাশ পায়না, যে পর্যন্ত না সেগুলি ব্যবহৃত হয় নোতুন, উপযুক্ত ভাবে ব্যবস্থিত কারখানাগুলিতে।

"মেশিনপত্রে উন্নয়নের ব্যাপারে আমি প্রথমতঃ বলতে পারি যে, উন্নয়নীকৃত মেশিনপত্র প্রবর্তন করার কল্যাণে মিল নির্মাণের ক্ষেত্রে বিরাট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। একেবারে নিচেকার ঘরে আমি আমার সমস্ত সুতোকে ডবল করি এবং সেই একই মেঝেতে আমি রাখব ২৯,০০০ ডবল করার টাকু। সেই ঘরে এবং কর্মশালায় আমি কমপক্ষে শতকরা ১০ ভাগ শ্রম সাশ্রয় করি—সুতোকে 'ডবল'করার নীতির উন্নয়নের ফলে ততটা নয়, যতটা একক ব্যবস্থাপনার অধীনে মেশিনপত্রের কেন্দ্রীকরণের ফলে এবং আমি সক্ষম হই উক্ত সংখ্যক টাকু চালাতে একটি মাত্র 'শ্যাফ্ট'এর সাহায্যে—অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে ঐ একই সংখ্যক টাকু চালাতে 'শ্যাফ্‌টি'; এ যা খরচ পড়ত, তার তুলনায় ৬০ শতাংশ কিছু ক্ষেত্রে ৮০ শতাংশ সাশ্রয়। তেল, 'শ্যাফটি;' এবং চর্বি বাবদে একটা বিরাট সাশ্রয়। উন্নততর মিলের ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়নীকৃত মেসিনপত্রের সাহায্যে, সবচেয়ে কম করে বললেও, আমি ১০ শতাংশ শ্রম সাশ্রয় করতে পেরেছি; তা ছাড়াও পেরেছি শক্তি, কয়লা, তেল, চর্বি 'শ্যাফটি;' এবং সাজানো গোছানোর ব্যাপারেও বড় রকমের সাশ্রয় করতে।" (জনৈক তুলো কাটুনীর সাক্ষ্য, 'রিপোর্টস ফ্যাক্টরিজ,' অক্টোবর, ১৮৬৩, পৃঃ ১০৯, ১১০)।

৪। উৎপাদনের পরিত্যক্ত বস্তুর সদ্ব্যবহার

ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতি উৎপাদন ও পরিভোগের পরিত্যক্ত বস্তুর সদ্ব্যবহারের বিস্তার সাধন করে। প্রথমটিকে দিয়ে আমরা বোঝাই শিল্প ও কৃষির অপচিত আবর্জনাকে এবং দ্বিতীয়টিকে দিয়ে বোঝাই অংশতঃ মানবদেহে স্বাভাবিক বস্তু-বিনিময়ের ফলে উৎপাদিত মলমূত্র ইত্যাদি এবং অংশত পরিভোগের পরে দ্রব্যসামগ্রীর যে-রূপটি পড়ে থাকে, তাকে। দৃষ্টান্ত হিসাবে, রসায়ন শিল্পে উৎপাদনের পরিত্যক্ত বস্তুগুলি হচ্ছে এমন সব উপজাত সামগ্রী যেগুলি ক্ষুদ্রতর আয়তনের উৎপাদনে বিনষ্ট হয়; মেশিনপত্র নির্মাণে জমে-ওঠা লোহার টুকরো-টাকরা, যা আবার ফিরে আসে লোহার উৎপাদনে কাঁচামাল ইত্যাদি হিসাবে। পরিভোগের পরিত্যক্ত বস্তু হচ্ছে মানব-দেহ থেকে নিঃসৃত স্বাভাবিক অপচিত বস্তু; ন্যাকড়ার আকারে পড়ে থাকা পোষাক-পরিচ্ছদের অবশেষ ইত্যাদি। কৃষির ক্ষেত্রে পরিভোগের ফলে পরিত্যক্ত বস্তুগুলির গুরুত্ব সর্বাধিক। সেগুলির সদ্ব্যবহার সম্পর্কে বলা যায় যে, ধনতান্ত্রিক

অর্থনীতিতে সেগুলির বিপুল বিনষ্টি ঘটে। যেমন লণ্ডনে, পঁয়তাল্লিশ লক্ষ মানুষের মলমূত্র ইত্যাদি ব্যবহারের ক্ষেত্রে, বিপুল ব্যয়ে সেগুলি দিয়ে টেম্‌স্‌ নদের জলকে সংক্রামিত করার চেয়ে তারা আর কোনো ভাল বিকল্প খুঁজে পায় নি।

কাঁচামালগুলির বর্দ্ধমান দাম স্বভাবতই অবচিত জিনিসগুলির সদ্ব্যবহারে উৎসাহ সৃষ্টি করে।

এই পরিত্যক্ত বস্তুগুলির পুনর্নিয়োগের জন্য যা যা প্রয়োজন, তা এই : এই ধরনের আবর্জনার বিরাট বিরাট পরিমাণ, যেমন পাওয়া যায় কেবল বৃহদায়তন উৎপাদনে; উন্নত ধরনের মেশিনপত্র, যার দ্বারা উপস্থিত আকারে অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলিকে নোতুন উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত অবস্থায় আনা যায়; বিজ্ঞানের বিশেষ করে রসায়ন-বিজ্ঞানের অগ্রগতি, যা এই পরিত্যক্ত আবর্জনার প্রয়োজনীয় উপাদানগুলিকে প্রকাশ করে। এ কথা সত্য যে এই ধরনের বিপুল সাশ্রয় ক্ষুদ্রায়তন কৃষিতেও দেখা যায়, যেমন লম্বার্ডি, দক্ষিণ চীন ও জাপানে। কিন্তু মোটের উপর, এই ব্যবস্থার অধীনে কৃষির উৎপাদনশীলতা আসে মানুষের শ্রমশক্তির অমিতব্যয়ী ব্যবহার থেকে, যাকে সরিয়ে রাখা হয় উৎপাদনের অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে।

এই তথাকথিত আবর্জনা প্রায় প্রত্যেক শিল্পেই নেয় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। যেমন, ১৮৬৩-র অক্টোবরের ফ্যাক্টরি রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে ইংরেজ এবং আইরিশ কৃষকদের অনেকেই যে শন উৎপাদন করতে চায় না, কিংবা করলেও খুব কমই করে, তার অন্যতম প্রধান কারণ এই যে, "বিপুল পরিমাণ অপচিতি⋯যা ঘটেছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জল-ঝাড়াই কলগুলিতে⋯ ⋯তুলোয় এই অপচিতি তুলনায় কম, কিন্তু শনে খুবই বেশি। জল-ভেজানোর এবং ভাল জল-ঝাড়ানো মেশিনের দক্ষতা এই অসুবিধা অনেকটা কমিয়ে দিতে পারে।⋯আয়ার্ল্যাণ্ডে শনের জল-ঝাড়াই হয় অত্যন্ত লজ্জাকর ভাবে, এর ফলে নষ্ট হয় একটা বিরাট অংশ, যা ২৮ থেকে ৩০ শতাংশের সমান" ('রিপোর্টস অব⋯ইনসপেক্টরস', ডিসেম্বর ১৮৬৩, পৃ. ১৩৯, ১৪২) যদিও এই সবই পরিহার করা যেত উন্নততর মেশিনপত্র ব্যবহারের মাধ্যমে। পথের পাশে এত পরিমাণ ফেঁসো পড়ে ছিল যে কারখানা পরিদর্শক রিপোর্ট করেন : "আয়ার্ল্যাণ্ডের কিছু জল-ঝাড়াই কল সম্পর্কে আমাকে জানানো হয়েছে যে সেগুলির পরিত্যক্ত সামগ্রী প্রায়ই ব্যবহার করা হয়েছে ঝাড়াইকারীদের বাড়িতে আগুনে পোড়াবার কাজে, যদিও তা খুবই মূল্যবান" (উল্লিখিত রিপোর্টের পৃঃ ১৪০)। তুলোর পরিত্যক্ত অংশ সম্পর্কে আমরা পরে বলব, যখন আমরা আলোচনা করব কাঁচামালের দামের ওঠানামা সম্পর্কে।

শন ম্যানুফ্যাকচারকারীদের চেয়ে পশম শিল্প ঢের চালাক। "এক সময়ে রেওয়াজ ছিল পুনরায় ম্যানুফ্যাকচারের জন্য অপচিত অংশ ও পশমের ন্যাকড়াকে উপযুক্ত করে নেওয়াকে দোষারোপ করা। কিন্তু এখন ফেঁসোর ব্যবসা সম্পর্কে এই কুসংস্কার সম্পূর্ণ ভাবে দূর হয়ে গিয়েছে এবং ইয়র্ক-শায়ারের পশমের ব্যবসাতে এটা হয়ে উঠেছে একটা

গুরুত্বপূর্ণ শাখা এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে তুলোর ফেঁসো নিয়ে ব্যবসাও একই ভাবে স্বীকৃতি পাবে একটি স্বীকৃত অভাবের সরবরাহকারী হিসাবে। ত্রিশ বছর বাদে এখন পশমের ন্যাকড়া, অর্থাৎ একমাত্র পশম দিয়েই তৈরি এমন কাপড়ের টুকরো, পুরনো কাপড় ইত্যাদি বিক্রি হচ্ছে টনপিছু গড়ে ৪ পাউণ্ড ৪ শিলিং দামে এবং সেগুলির চাহিদা এত বেড়ে গিয়েছে যে তুলো ও পশম মেশানো কাপড়ের ন্যাকড়া থেকে, তুলোটাকে নষ্ট করে দিয়ে পশমটাকে অটুট রেখে তাকে কাজে লাগাবার উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে এবং এখন হাজার কর্মী লিপ্ত আছে এই ফেঁসো-জাত দ্রব্য-উৎপাদনে, যা থেকে পরিভোগকারী খুবই সুলভ দামে ভাল ও মোটামুটি মানের কাপড় কিনতে পেরে বিপুল ভাবে উপকৃত হচ্ছে।" ('রিপোর্টস অব · ফ্যাক্টরিজ, অক্টোবর, ১৮৬৩, পৃঃ ১০৭)। ১৮৬২-র শেষাশেষি এই পুনর্যৌবনপ্রাপ্ত ফেঁসো হয়ে দাঁড়ালো ইংল্যাণ্ডের শিল্পে মোট পশম-ব্যবহারের এক-তৃতীয়াংশ। ('রিপোর্টস অব···ফ্যাক্টরিজ', অক্টোবর, ১৮৬২ পৃঃ ৮১)। "পরিভোগকারী"র পক্ষে "বিপুল উপকারটা" এই যে তার ফেঁসোর কাপড়-চোপড়গুলি ছিঁড়ে ক্ষয়ে যায় আগেকার সময়ের ঠিক এক-তৃতীয়াংশ সময়ে এবং সুতোয় পর্যবসিত হয় এই সময়ের ঠিক এক ষষ্ঠাংশ সময়ে।

ইংল্যাণ্ডের রেশম শিল্পও নেমে গেল সেই একই চালু পথ ধরে। ১৮৩৯ এবং ১৮৬২ সালের মধ্যে সাচ্চা কাঁচা রেশমের পরিভোগ বেশ কিছুটা কমে গেল, যখন রেশম-ফেঁসোর পরিভোগ দ্বিগুণ হয়ে গেল। উন্নততর মেশিনপত্র সাহায্য করল এই অন্যথা মূল্যহীন বস্তু থেকে এমন এক রেশম প্রস্তুত করতে যা নানা উদ্দেশ্য সাধনে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠলো।

পরিত্যক্ত বস্তু কাজে লাগাবার সব চেয়ে জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত মেলে রসায়ন শিল্প থেকে। এই শিল্প কেবল নিজের পরিত্যক্ত বস্তুই কাজে লাগায় না, যার জন্য এ আবিষ্কার করে নোতুন নোতুন ব্যবহার, এ কাজে লাগায় আরো অনেক শিল্পের পরিত্যক্ত বস্তুও। যেমন, আগে যা ছিল প্রায় অকেজো। সেই আলকাতরাকে এ রূপান্তরিত করেছে বিবিধ 'অ্যানিলাইন'-এর রঙ, 'অ্যালিজারিন', এবং সম্প্রতি, এমনকি ঔষধে।

পুনর্ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদনের আবর্জনা থেকে এই সাশ্রয়কে আলাদা করে দেখতে হবে অপচিতি নিবারনের ফলে লব্ধ সাশ্রয় থেকে। অর্থাৎ উৎপাদনের অপচিতিকে ন্যূনতম মাত্রায় হ্রাস এবং উৎপাদনে আবশ্যক যাবতায় কাঁচামাল ও সহায়ক সামগ্রী পূর্ণতম মাত্রায় সদ্ব্যবহার-জনিত সাশ্রয় থেকে।

অপচয়ের পরিমাণ হ্রাস অংশতঃ নির্ভর করে ব্যবহৃত মেশিনপত্রের গুণমানের উপরে। তেল, সাবান ইত্যাদিতে মিতব্যয় নির্ভর করে কত ভাল ভাবে যান্ত্রিক অংশগুলি তৈরি ও পালিশ করা হয় তার উপরে। এটা খাটে সহায়ক সামগ্রীসমূহের ক্ষেত্রে। অংশতঃ অবশ্য—এবং এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ—এটা নির্ভর করে প্রযুক্ত 'মেশিন' ও 'টুল'-এর গুণমানের উপরে যে উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় কাঁচামালের একটা বড় পরিমাণ বা ছোট

পর্যবসিত হবে অপচিত বস্তুতে। সর্বশেষে, এটা নির্ভর করে স্বয়ং কাঁচামালের গুণমানের উপরে। তা আবার অংশতঃ নির্ভর করে কাঁচামাল উৎপাদনকারী নিষ্কর্ষণমূলক শিল্প ও কৃষিকার্যের উপরে (কড়াকড়ি ভাবে বললে, সভ্যতার অগ্রগতির উপরে), অংশতঃ নির্ভর করে সেই সব প্রক্রিয়ার উৎকর্ষ-সাধনের উপরে, যেগুলির মধ্য দিয়ে কাঁচামালগুলি পার হয় ম্যানুফ্যাকচারে প্রবেশের পথে।

"পার্মেণ্টায়ার দেখিয়েছেন ফ্রান্সে শস্যদানা গুঁড়ো করার কৌশলে যে বড় রকমের উন্নতি ঘটেছে তা খুব দূর আমলের ব্যাপার নয়, দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় যে চতুর্দশ লুই-এর আমলের ব্যাপার, যার ফলে পুরনো কলগুলির সঙ্গে তুলনায় নোতুন কলগুলি একই পরিমাণ দানা থেকে বানাতে পারে দেড়গুণ বেশি রুটি। বস্তুতঃ পক্ষে, একজন প্যারিস-বাসীর বার্ষিক পরিভোগের পরিমাণ গোড়ায় হিসাব করা হয়েছিল ৪ 'সেটিয়ার' দানা, পরে ৩ এবং শেষে ২ 'সেটিয়ার', আর আজকাল এই পরিমাণ দাঁড়িয়েছে মাথা পিছু মাত্র ১⅓ 'সেটিয়ার', অর্থাৎ ৩৪২ পাউণ্ড। পের্শে নামে জায়গায়, যেখানে আমি বাস করেছি দীর্ঘ কাল, সেখানে পাষাণে তৈরি স্থূল পেষাই-কলগুলি ও পাথরের জাতা-কলগুলিকে নোতুন করে নির্মাণ করা হয়েছে বল-বিজ্ঞানের নিয়ম অনুযায়ী, যা গত ত্রিশ বছরে এমন দ্রুত এগিয়ে গিয়েছে। লা ফের্তে থেকে সেগুলিকে যোগানো হয়েছে ভাল ভাল পাষাণ-চাকি, দানা-চূরের থলিকে ('মিলিং স্যাক'-কে) দেওয়া হয়েছে একটা চক্রাকার গতি, এবং একই পরিমাণ দানা থেকে ময়দার পরিমাণ বেড়ে গিয়েছে এক ষষ্ঠাংশ। সুতরাং রোমানদের এবং আমাদের দৈনিক শস্য-পরিভোগের মধ্যে যে বিরাট পার্থক্য, তা সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। এর কারণ হচ্ছে কেবল দানা-পেষাই ও রুটি-বানানোর ক্রুটিপূর্ণ পদ্ধতি। এই জন্যই আমার বোধ হচ্ছে যে প্লাইনির একটি উল্লেখযোগ্য মন্তব্য (XVIII ch. 20 2) আমার ব্যাখ্যা করা উচিত: "গুণমান অনুযায়ী ময়দা বিক্রি হত 'মোডিয়াস' এর হিসাবে ৪০, ৪৮ বা ৯৬ করে। শস্যের সমসাময়িক দামের অনুপাতে এই দাম যে এত চড়া, তার কারণ তৎকালীন মিলগুলির ক্রুটিপূর্ণ অবস্থা, সেগুলি তখনো ছিল তাদের শৈশবে, যার ফলে খরচ পড়তে খুব বেশি।" (Dureau de la Malle, *Economie Politique des Romains*, Paris, 1840, 1, pp. 280-81.)

৫। উদ্ভাবনের মাধ্যমে ব্যয়সংকোচ

স্থিতিশীল মূলধনের প্রয়োগে এই সাশ্রয়গুলি, আমরা আবার বলছি, উদ্ভূত হয় শ্রমের অবস্থাবলী বৃহদায়তনে নিয়োজনের ফলে। সংক্ষেপে বলা যায় যে, উদ্ভূত হয় এই ঘটনাটি থেকে যে এগুলি উৎপাদন-প্রক্রিয়ার অভ্যন্তরে কাজ করে প্রত্যক্ষ ভাবে সামাজিক, বা সমাজীকৃত, শ্রম বা প্রত্যক্ষ সহযোগের অবস্থাবলী হিসাবে। এক দিকে এটা হচ্ছে পণ্যের দাম না বাড়িয়ে যান্ত্রিক ও রাসায়নিক আবিষ্ক্রিয়াগুলির সদ্ব্যবহারের অপরিহার্য সর্ত, এটা সব সময়েই 'কণ্ডিসিও সাইন কুয়া নন'। অন্য দিকে, কেবল

বৃহদায়তন উৎপাদনেই সম্ভব হয় সহযোগমূলক উৎপাদনশীল পরিভোগ থেকে বিবিধ অদ্ভুত সাশ্রয়। সর্বশেষে, একমাত্র সংযোজিত শ্রমিকের অভিজ্ঞতাই আবিষ্কার ও প্রকাশ করে কোথায় এবং কি ভাবে সাশ্রয় হতে পারে, আবিষ্কারগুলিকে প্রয়োগ করার সরলতম পদ্ধতিগুলি কি কি এবং উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় প্রয়োগের ক্ষেত্রে তত্ত্ব থেকে উদ্ভূত সংঘাতগুলিকে কি কি ভাবে অতিক্রম করা যায়।

প্রসঙ্গতঃ সর্বজনিক শ্রম এবং সহযৌগিক শ্রমের মধ্যে একটি পার্থক্য করা আবশ্যক। উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় উভয় ধরনের শ্রমই নিজেদের ভূমিকা পালন করে; উভয়েই একে অপরটির মধ্যে বয়ে যায়, কিন্তু উভয়ের মধ্যে আবার পার্থক্যও আছে। সর্বজনিক শ্রম হচ্ছে তাবৎ বৈজ্ঞানিক শ্রম, তাবৎ আবিষ্কার এবং তাবৎ উদ্ভাবন। এই শ্রম অংশতঃ নির্ভর করে যারা পূর্বে গত হয়েছে তাদের শ্রম ব্যবহারের উপরে। অন্য দিকে, সহযৌগিক শ্রম হচ্ছে ব্যক্তিদের মধ্যে প্রত্যক্ষ সহযোগ।

যা বলা হল, তা প্রায়শই সমর্থিত হয় পর্যবেক্ষণের দ্বারা, যথা:

১) একটি নোতুন মেশিনের প্রথম 'মডেল'-এর খরচ এবং তার পুনরুৎপাদনের খরচের মধ্যে বিরাট পার্থক্য (এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য উরে* এবং ব্যাবেজ**)।

২) পরবর্তী কালে যেসব প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব ঘটে '*ex suis ossibus*', সেগুলির তুলনায় নোতুন একটি আবিষ্কারের উপরে ভিত্তিশীল একটি প্রতিষ্ঠান চালানোর ঢের বেশি খরচ। এটা এত বেশি সত্য যে প্রথম পথিকৃৎরা সাধারণতঃ হয়ে যান দেউলিয়া এবং কেবল তারাই টাকা করে, যারা পরে এসে সস্তায় বাড়িঘর মেশিনপত্র ইত্যাদি ক্রয় করে। সুতরাং যেসব টাকাওয়ালা ধনিকেরা সবচেয়ে অপদার্থ ও শোচনীয়, তারাই সাধারণতঃ মানবাত্মার সর্বজনিক শ্রমের নোতুন নোতুন অবদান থেকে এবং সংযোজিত শ্রমের মাধ্যমে সেগুলির সামাজিক প্রয়োগ থেকে বৃহত্তম মুনাফা লুটে নেয়।

* A. Ure, *The Philosophy of Manufactures*, Second edition, London, 1855.

** Ch. Babbage, *On the Economy of Machinery and Manufactures*, London, 1832, pp. 280-81.

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দাম ওঠা-নামার ফল

১. কাঁচা মালের দামে পরিবর্তন এবং মুনাফা-হারের উপরে তার প্রত্যক্ষ ফলাফল।

আগেকার ক্ষেত্রগুলির মত এ ক্ষেত্রেও আমরা ধরে নিয়েছি যে, উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারে কোনো পরিবর্তন ঘটে না। ব্যাপারটাকে তার বিশুদ্ধরূপে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। অবশ্য, যার উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার অপরিবর্তিত থাকে, এমন একটা নির্দিষ্ট মূলধনের পক্ষে সম্ভব হতে পারে কাঁচামালের দামে এই ধরনের অদল-বদল, যা আমরা আলোচনা করছি, তার দরুন সংঘটিত সংকোচন বা প্রসারণের ফলে একটি বর্ধমান বা হ্রাসমান সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করা। সে ক্ষেত্রে, উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণে পরিবর্তন ঘটতে পারে, যদিও উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার থাকে অপরিবর্তিত। তবু এখানে একেও উপেক্ষা করতে হবে একটি আনুষঙ্গিক ব্যাপার হিসাবে। যদি মেশিনপত্রের উন্নয়ন এবং কাঁচা-মালের দামে পরিবর্তন যুগপৎ প্রভাবিত করে একটি নির্দিষ্ট মূলধনের দ্বারা নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা কিংবা মজুরির মান, তা হলে এক সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে (১) মুনাফা-হারের উপরে স্থির মূলধনের পরিবর্তনের দ্বারা সংঘটিত ফল এবং (২) মুনাফা-হারের উপরে মজুরির পরিবর্তনের দ্বারা সংঘটিত ফল। তা হলে ফলটা আপনা-আপনিই বেরিয়ে আসে।

কিন্তু সাধারণ ভাবে এখানে এটা নজরে রাখতে হবে যে, আগেকার ক্ষেত্রের মত, যদি পরিবর্তন ঘটে হয় স্থির মূলধনে সাশ্রয়ের দরুন, নয়তো কাঁচামালের দামে অদল-বদলের দরুন, তা হলে সেগুলি সব সময়ে মুনাফা-হারকে প্রভাবিত করে, এমন কি যদি সেগুলি মজুরি, অতএব উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার ও পরিমাণকে, স্পর্শও না করে। উ′ অ/ম -তে তারা বদলে দেয় স-এর আয়তন, এবং এই ভাবে গোটা ভগ্নাংশটির মূল্য। সুতরাং উদ্বৃত্ত-মূল্যের বিশ্লেষণে আমরা যা দেখেছিলাম তার সঙ্গে প্রতিতুলনায়, এখানে এটা গুরুত্বহীন যে উৎপাদনের কোন ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনগুলি ঘটে; তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন-শাখাগুলিতে শ্রমিকদের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী উৎপাদিত হয়, নাকি এই সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর উৎপাদনের জন্য স্থির মূলধন উৎপাদিত হয়। এখানে যে সব সিদ্ধান্তে আসা গিয়েছে, সেগুলি বিলাস দ্রব্যাদির উৎপাদনে সংঘটিত

পরিবর্তনসমূহের ক্ষেত্রেও সমান ভাবে সিদ্ধ; এবং এখানে আমরা বিলাস দ্রব্যাদি বলতে বোঝাচ্ছি এমন তাবৎ উৎপাদন যা শ্রম-শক্তির পুনরুৎপাদনে কাজে লাগে না।

এখানে কাঁচামালের মধ্যে পড়ে সহায়ক সামগ্রীসমূহও, যেমন নীল, কয়লা, গ্যাস ইত্যাদি। তা ছাড়াও, এই শিরোনামের অধীনে মেশিনপত্র সম্পর্কে উল্লেখ্য যে, এর নিজস্ব কাঁচামাল, মানে লোহা, কাঠ, চামড়া ইত্যাদি। অতএব এর দাম প্রভাবিত হয় এর নির্মাণকার্যে ব্যবহৃত কাঁচামালগুলির দামে পরিবর্তনের দ্বারা। পরিবর্তনের মাধ্যমে এর দাম যে-মাত্রায় বর্ধিত হয়—যা দিয়ে তা গঠিত সেই কাঁচামালগুলির দামে পরিবর্তনের মাধ্যমে কিংবা এর কর্ম-প্রক্রিয়ায়, পরিভুক্ত সহায়ক সামগ্রীর দামে পরিবর্তনের মাধ্যমে, সেই মাত্রায় মুনাফার হার হারাহারি ভাবে হ্রাস পায়। এবং উল্‌টোটাও ঘটে।

নিম্নোক্ত বিশ্লেষণে আমরা আমাদের সীমাবদ্ধ রাখব বিবিধ কাঁচামালের দামে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে—শ্রমের উপায় হিসাবে কাজ করে এমন মেশিনারির কাঁচামাল কিংবা তার কর্মপ্রক্রিয়ায় প্রযুক্ত হয় এমন সহায়ক সামগ্রীর ক্ষেত্রে ততটা নয়, যতটা সেগুলির ক্ষেত্রে যেগুলি প্রবেশ করে সেই প্রক্রিয়ায়, যে-প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত হয় পণ্য-সম্ভার। এখানে কেবল ঠিক একটা জিনিসই উল্লেখ্য: লোহা, কয়লা, কাঠ ইত্যাদি, মেশিনারি নির্মাণে ও চালনায় যেগুলি হচ্ছে প্রধান উপাদান, সেগুলির আকারে বিদ্যমান প্রাকৃতিক সম্পদ নিজেকে এখানে উপস্থিত করে মূলধনের প্রকৃতিগত উর্বরতা হিসাবে এবং তা মজুরির উঁচু বা নিচু হার-নির্বিশেষে মুনাফার হার-নির্ধারণকারী একটি উপাদান।

যেহেতু মুনাফার হার হচ্ছে $\frac{উ}{ম}$, কিংবা $\frac{উ}{স+অ}$ সেহেতু এটা স্পষ্ট যে, যা কিছু স-এর আয়তনে, অতএব, ম-এর আয়তনে, পরিবর্তন ঘটায়, তাই আবার মুনাফার হারেও পরিবর্তন সংঘটিত করে—এমন কি যদি উ এবং অ এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক অপরিবর্তিতও থাকে। এখন, কাঁচামাল হল স্থির মূলধনের একটি প্রধান উপাদান। এমন কি যেসব শিল্প কোনো সত্যিকার কাঁচামাল পরিভোগও করে না, সেখানেও তা প্রবেশ করে সহায়ক সামগ্রী বা মেশিনপত্রের উপকরণ হিসাবে এবং স্বভাবতই তার দামে কোন পরিবর্তন ঘটলে তা মুনাফার হারকেও পরিবর্তিত করে। যদি কাঁচামালের দাম দ পরিমাণ হ্রাস পায়, তা হলে $\frac{উ}{ম}$, বা $\frac{উ}{স+অ}$ হয়ে দাঁড়ায় $\frac{উ}{ম-দ}$, বা $\frac{উ}{(স-দ)+অ}$। অতএব মুনাফার হার বৃদ্ধি পায়। উল্‌টো, যদি কাঁচামালের দাম বৃদ্ধি পায়, তা হলে $\frac{উ}{ম}$, বা $\frac{উ}{স+অ}$ হয়ে দাঁড়ায় $\frac{উ}{ম+দ}$, বা $\frac{উ}{(স+দ)+অ}$ এবং মুনাফার হার হ্রাস পায়। সুতরাং বাকি সব অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে, মুনাফার হার কাঁচামালের দামের সঙ্গে তুলনায় বিপরীত দিকে হ্রাস ও বৃদ্ধি পায়।

অন্যান্য জিনিস ছাড়াও, এতে আরো প্রমাণ হয় যে শিল্পায়িত দেশগুলির পক্ষে কাঁচামালের কম দাম কত গুরুত্বপূর্ণ—এমনকি যদি কাঁচামালের দামে পরিবর্তনের সঙ্গে উৎপন্ন সামগ্রীর বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পরিবর্তন নাও ঘটে, এবং এই ভাবে চাহিদা ও যোগান থেকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবে। এ থেকে আরো অনুসরণ করে যে, জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীকে সস্তা করে দেবার মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্য মুনাফার হারকে প্রভাবিত করে—মজুরির উপরে তার প্রভাব যাই পড়ুক না কেন। ব্যাপারটা এই যে, শিল্পে ও কৃষিকাজে পরিভুক্ত কাঁচামাল বা সহায়ক সামগ্রীর দামকে তা প্রভাবিত করে। এর কারণ হচ্ছে, মুনাফার হারের প্রকৃতি এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার থেকে তার নির্দিষ্ট পার্থক্য সম্পর্কে এখনো অবধি চালু ভ্রান্ত ধারণা: এক দিকে, অর্থনীতিবিদেরা (যেমন টরেন্স)* মুনাফার হারের উপরে কাঁচামালের দামের সুস্পষ্ট প্রভাবকে—যা তাঁরা লক্ষ্য করেন তাঁদের বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে, তারা ব্যাখ্যা করেন ভুল ভাবে, এবং অন্য দিকে, রিকার্ডোর** মত অর্থনীতিবিদেরা—যাঁরা আঁকড়ে আছেন সাধারণ সূত্রগুলিকে, তাঁরা আদৌ স্বীকার করেন না, মুনাফার হারের উপরে, ধরুন, বিশ্ব-বাণিজ্যের

এ থেকেই পরিষ্কার যে কাঁচামালের উপরে শুল্ক অবসানের বা হ্রাসের গুরুত্ব শিল্পের পক্ষে কত গুরুত্বপূর্ণ। সংরক্ষণমূলক শুল্ক-ব্যবস্থার যুক্তিসিদ্ধ বিকাশ কাঁচামালের উপরে আমদানি-করের যথাসম্ভব হ্রাস-সাধনকে পরিণত করেছিল তার অন্যতম মৌল নীতিতে। এটা, এবং এই সঙ্গে শস্য-কর অবসানের ব্যাপারটা, ছিল ইংরেজ অবাধ বাণিজ্য-বাদীদের প্রধান লক্ষ্য; তুলোর উপর থেকে কর তুলে দেওয়াটাও ছিল তাদের প্রাথমিক স্বার্থ।

এমন একটা জিনিসের দাম-হ্রাসের গুরুত্ব, যা কড়াকড়ি ভাবে দেখলে একটা কাঁচা-নয়, একটা সহায়ক সামগ্রী এবং সেই সঙ্গে পুষ্টির একটা প্রধান উপাদান, তার দৃষ্টান্ত হিসাবে কাজ করতে পারে তুলো শিল্পে ময়দার ব্যবহার। সেই ১৮৩৭ সালে আর এইচ গ্রেগ[১] হিসাব করেছিলেন যে তখনকার গ্রেট ব্রিটেনের তুলো কলগুলিতে কর্মরত ১,০০,০০০ বিদ্যুৎ-চালিত তাঁত এবং ২,৫০,০০০ হস্তচালিত তাঁত টানা সুতোকে পাট করার জন্য বছরে ব্যবহার করত ৪১ মিলিয়ন পাউণ্ড ময়দা। এই-পরিমাণের আরো এক তৃতীয়াংশ তিনি যোগ করেছিলেন 'ব্লিচিং' (ধোলাই) ও অন্যান্য

* আর টরেন্স, *An Essay on the Production of Wealth*, লণ্ডন, ১৮২১, পৃঃ ২৮ ইত্যাদি।

** রিকার্ডো, *On the Principles of Political Economy and Taxation*, তৃতীয় সং, লণ্ডন, ১৮২১, পৃঃ ১৩১-৩৮।

১. *The Factory Question and the Ten Hours Bill*, R. H. Greg, লণ্ডন ১৮৩৭, পৃঃ ১১৫।

প্রক্রিয়ার জন্য এবং হিসাব করে দেখিয়েছিলেন যে গত দশ বছর ধরে এই ভাবে পরিভুক্ত ময়দার মোট বার্ষিক মূল্য পড়েছিল £ ৩,৪২,০০০। মহাদেশীয় ভূখণ্ডের ময়দার দামের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় যে একমাত্র শস্য-শুল্কের দরুন কল-মালিকদের উপরে চাপিয়ে দেওয়া ময়দার £ ১,০০,০০০। ১৮৩৭ সালের জন্য গ্রেগ হিসাব করেছিলেন ন্যূনতম £ ২,০০,০০০ এবং এমন একটি প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন যার ক্ষেত্রে দাম-পার্থক্যের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল বার্ষিক £ ১,০০০। ফল-স্বরূপ, "বড় বড় কল-মালিকেরা, বিবেচনাশীল, হিসাবী ব্যবসায়ীরা, বলেছেন যে, যদি শস্য আইন বাতিল করে দেওয়া হয়, তা হলে ১০ ঘণ্টা করে শ্রমই হবে বেশ যথেষ্ট।" (Reports of Inspectors of Factories, Oct. 1848, p. 98.) শস্য আইন বাতিল করে দেওয়া হল। বাতিল করে দেওয়া হল তুলো অন্যান্য কাঁচামালের উপরে ধার্য কর। কিন্তু এই কাজ সমাধা হতে না হতেই 'দশ ঘণ্টা বিল'-এর প্রতি কল মালিকদের বিরোধিতা আগের চেয়ে আরো প্রচণ্ড হয়ে উঠল। এবং যখন তৎসত্ত্বেও দশ-ঘণ্টা কারখানা-দিন আইনে পরিণত হল, তখন তার প্রথম ফল হল মজুরি কমাবার এক সার্বিক প্রচেষ্টা।

কাঁচামাল ও সহায়ক সামগ্রীর মূল্য সমগ্র ভাবে এবং সবটাই একই সময়ে উৎপন্ন সামগ্রীর মূল্যে প্রবেশ করে, যে সামগ্রীটি উৎপাদনে তা পরিভুক্ত হয়; অন্য দিকে, স্থিতিশীল মূলধনের উপাদানগুলি তাদের মূল্যকে উৎপন্ন সামগ্রীতে স্থানান্তরিত করে কেবল ক্রমান্বয়ে—তাদের ক্ষয়-ক্ষতির অনুপাতে। এ থেকে অনুসরণ করে যে, উৎপন্ন সামগ্রীর দাম স্থিতিশীল মূলধনের দামের চেয়ে কাঁচামালের দামের দ্বারা ঢের বেশি প্রভাবিত হয়, যদিও মুনাফা-হার নির্ধারিত হয় প্রযুক্ত মূলধনের মোট মূল্যের দ্বারা—তার কতটা পরিভুক্ত হয় সেটা কোনো ব্যাপারই নয়। কিন্তু এটা স্পষ্ট—যদিও আমরা তা কেবল উল্লেখ করছি প্রসঙ্গক্রমে, যেহেতু আমরা এখনো ধরে নিচ্ছি যে পণ্যদ্রব্যাদি বিক্রি হয় তাদের স্ব স্ব মূল্যে, যার দরুন প্রতিযোগিতা-ঘটিত দামের পরিবর্তনগুলি এখনো আমাদের প্রভাবিত করে না—যে, বাজারের সম্প্রসারণ বা সংকোচন নির্ভর করে একক পণ্যের দামের উপরে এবং তা এই দামের বৃদ্ধি বা হ্রাসের সঙ্গে বিপরীত ভাবে আনুপাতিক। সুতরাং কার্যতঃ যা দাঁড়ায় তা এই যে, উৎপন্ন সামগ্রীর দাম কাঁচামালের দাম বৃদ্ধির অনুপাতে বৃদ্ধি পায় না, এবং তা তার দাম হ্রাসের অনুপাতে হ্রাস পায় না। কাজে কাজেই, মুনাফার হার এক ক্ষেত্রে নীচে নেমে যায় এবং আরেক ক্ষেত্রে উপরে উঠে যায়—উৎপন্ন দ্রব্যাদি যদি বিক্রি হত তাদের নিজ নিজ মূল্যে, সেই সেই মূল্যের তুলনায়।

অধিকন্তু, নিযুক্ত মেশিনারির পরিমাণ ও মূল্য শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায় কিন্তু এই উৎপাদনশীলতার সঙ্গে একই অনুপাতে নয়, অর্থাৎ যে-অনুপাতে এই মেশিনারি তার উৎপাদন বৃদ্ধি করে সেই অনুপাতে নয়। সুতরাং, শিল্পের সেই সব শাখায়, যেগুলি অবশ্যই কাঁচামাল পরিভোগ করে, অর্থাৎ যেখানে

শ্রমের বিষয়টি নিজেই পূর্ববর্তী শ্রমের উৎপন্ন সামগ্রী, সেখানে শ্রমের বর্ধিষ্ণু উৎপাদনশীলতা প্রকাশিত হয় ঠিক সেই অনুপাতে, যে-অনুপাতে একটি বৃহত্তর পরিমাণ কাঁচামাল আত্মীকৃত করে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রম, অতএব, একটি বর্ধিষ্ণু পরিমাণ কাঁচামাল, যা ধরুন, ঘণ্টাকালে রূপান্তরিত হয়েছে উৎপন্ন সামগ্রীতে কিংবা পরিণত হয়েছে পণ্যসম্ভারে। সুতরাং কাঁচামালের মূল্য গঠন করে, শ্রমের উৎপাদনশীলতার বিকাশের অনুপাতে, পণ্য-উৎপন্নের একটি ক্রম-বর্ধিষ্ণুত উপাদান—কেবল এই জন্য নয় যে তা দ্বিতীয়োক্ত মূল্যটির মধ্যে সমগ্রভাবে প্রবেশ করে, পরন্তু এই কারণেও যে, মোট উৎপন্নের প্রতিটি একাংশে মেশিনারির ক্ষয়-ক্ষতির প্রতিনিধিত্বকারী অংশটি এবং নোতুন সংযোজিত শ্রমের দ্বারা গঠিত অংশটি উভয়ই ক্রমাগত হ্রাস পায়। এই পতনমুখী প্রবণতার কারণে কাঁচামালের প্রতিনিধিত্বকারী মূল্যের অন্য অংশটি আনুপাতিকভাবে বৃদ্ধি পায়, যদিনা এই বৃদ্ধি কাঁচামালের মূল্যে একটি আনুপাতিক হ্রাসের দ্বারা নিরাকৃত হয়, যে হ্রাস ঘটে তার নিজের উৎপাদনে নিযুক্ত শ্রমের বর্ধিষ্ণু উৎপাদনশীলতার দরুন।

অধিকন্তু কাঁচামাল ও সহায়ক সামগ্রী মজুরির মতই, আবর্তনশীল মূলধনের অংশ রচনা করে এবং, অতএব, সেগুলিকে সমগ্রভাবেই নিরবচ্ছিন্ন ভাবে, উৎপন্ন সামগ্রী বিক্রয়ের মাধ্যমে, প্রতিপূরণ করতে হবে ; অন্য দিকে, মেশিনারির বেলায় কেবল ক্ষয়-ক্ষতিরই নবীকরণ করতে হবে, এবং সর্বপ্রথমে মজুদ ভাণ্ডারের ('রিজার্ভ ফাণ্ড'-এর) আকারে। তা ছাড়া, প্রত্যেকটি একক বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এটা অত্যাবশ্যক নয় যে তা এই ভাণ্ডারে তার দেয় অংশ সংযোজন করবে, যতকাল পর্যন্ত মোট বার্ষিক বিক্রয় সংযোজন করে তার বার্ষিক দেয় অংশ। এ থেকে আবার বোঝা যায় কি ভাবে কাঁচামালের মূল্যে বৃদ্ধি ঘটলে তার ফলে পুনরুৎপাদনের গোটা প্রক্রিয়াটাই খর্ব বা রুদ্ধ হতে পারে যদি পণ্য-বিক্রয়ের দ্বারা লব্ধ দাম এই পণ্যগুলির সমস্ত উপাদানকে প্রতিপূরণ করার পক্ষে যথেষ্ট না হয়। কিংবা, তা অসম্ভব করে তুলতে পারে কৃৎকৌশলগত ভিত্তিতে আবশ্যক আয়তনে প্রক্রিয়াটিকে চালু রাখতে। যার ফলে মেশিনারির একটি অংশ মাত্র চালু থাকবে, কিংবা সমস্ত মেশিনারিই কাজ করবে—কিন্তু স্বাভাবিক সময়কালের একটি ভগ্নাংশের জন্য মাত্র।

সর্বশেষে, অপচিতির মাধ্যমে ঘটিত ব্যয় প্রত্যক্ষ অনুপাতে পরিবর্তিত হয় কাঁচামালের দামে হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ; বৃদ্ধি পায় তা বৃদ্ধি পেলে, হ্রাস পায় তা হ্রাস পেলে। কিন্তু এখানেও একটা সীমা আছে। ১৮৫০ সালের এপ্রিল মাসের কারখানা-রিপোর্টে বলা হয়েছে : "কাঁচামালের দামে অগ্রিম থেকে উদ্ভূত একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষতির উৎস একজন হাতে-কলমে সুতো-কাটুনী ছাড়া অন্য কারো নজরে ধরা পড়ে না। আমাকে জানানো হয়েছে যে, যখন তুলো অগ্রিম দেওয়া হয়, তখন সুতো-কাটুনীর খরচ, বিশেষ করে নিচু মানের সুতোর, এমন হারে বেড়ে যায়, যা আসলে যা আগাম দেওয়া হয়েছে, তাকে ছাড়িয়ে যায়, কেননা মোটা সুতো কাটার ক্ষেত্রে ঝড়তি-পড়তি

দাঁড়ায় শতকরা পুরো ১৫ ভাগ ; এবং এই হারে, যখন তা ঘটায় পাউণ্ড পিছু ৩½ পেন্স তুলোর উপরে ½ পেন্স লোকসান, তখন তা আগাম-দেওয়া তুলো ৭ পেন্স হলে লোকসান ঘটায় পাউণ্ড পিছু ১ পেন্স।" (Reports of Inspector. of Factories, Rpril, 1850 p-17)। কিন্তু যখন আমেরিকার গৃহযুদ্ধের পরে তুলোর দাম এমন এক মাত্রা স্পর্শ করল যে প্রায় ১০ বছরে যার তুলনা মেলে না, তখন ঐ রিপোর্টেই বলা হল ভিন্ন কথা : "ঝড়তি-পড়তির জন্য এখন এই দাম প্রদান হল এবং ফেঁসোর আকারে কারখানায় তার পুনঃ প্রবর্তন সুরাটী তুলো এবং মার্কিন তুলোর মধ্যে ঝরতি-পড়তি বাবদে লোকসানের পার্থক্যকে প্রতিপূরণ করতে কিছুটা সাহায্য করে—শতকরা প্রায় ১৩½ ভাগ।

"সুরাটী তুলো নিয়ে কাজ করতে ঝরতি-পড়তির পরিমাণ শতকরা ২৫ ভাগ হওয়ায় সুতো-কাটুনীর কাছে তুলো বাবদে খরচ বেড়ে যায় এক-চতুর্থাংশ—ম্যানুফ্যাকচার করার আগেই। যখন মার্কিন তুলো ছিল পাউণ্ড পিছু ৫ পেন্স বা ৬ পেন্স, তখন ঝরতি-পড়তি বাবদ ব্যয়টা কোনো বড় ব্যাপার ছিল না, কেননা তা প্রতি পাউণ্ডে ¾ পেন্সের বেশি হত না, কিন্তু এখন এটা মস্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, যখন প্রতি পাউণ্ড তুলোয়, যাতে খরচ হয় ২ শিলিং ঝরতি-পড়তি বাবদ লোকসান দাঁড়ায় ৬ পেন্সের সমান।[১] (Reports of Insp. Fact. Oct. 1863, p. 106)।

২. মূলধনের উপচয়, অবচয়, মুক্তি এবং বন্ধন

এই অধ্যায়ে যেসব ব্যাপারে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, সেগুলির পূর্ণ বিস্তার-সাধনের জন্য প্রয়োজন বিশ্ব-বাজারে ক্রেডিট-ব্যবস্থা ও প্রতিযোগিতা ; দ্বিতীয়টি হ'ল ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের ভিত্তি এবং অত্যাবশ্যক উপাদান। ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের এই অধিকতর নির্দিষ্ট রূপগুলিকে অবশ্য বিস্তারিত ভাবে উপস্থিত করা যায় কেবল তখনি, যখন ধনতন্ত্রের সাধারণ প্রকৃতিটি জানা হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া, সেগুলি এই গ্রন্থের পরিধির মধ্যে পড়ে না ; পড়ে এর পরবর্তী আলোচনাক্রমে। যাই হোক, শিরোনামে উল্লিখিত ব্যাপারগুলিকে এই পর্যায়ে সাধারণ উল্লিখিত ব্যাপারগুলিকে এই পর্যায়ে সাধারণ ভাবে ভাবে আলোচনা করা যায়। সেগুলি পরস্পরে সঙ্গে সম্পর্কিত—প্রথমতঃ, মুনাফার হার ও পরিমাণের সঙ্গেও। সেগুলিকে এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করতে হবে অন্ততঃ কেবল এই কারণে যে তারা এই ধারণা সৃষ্টি করে যে কেবল মুনাফার হারটাই

১. শেষ বাক্যটিতে রিপোর্ট ভুল করেছে। অপচিতির দরুন লোকসান ৬ পে না হয়ে হবে ৩ পে। সুরাটী তুলোর ক্ষেত্রে এই লোকসান দাঁড়ায় ২৫% আর মার্কিন তুলোর ক্ষেত্রে মাত্র ১২½ থেকে ১৫%, ঠিক একই হার সঠিক ভাবে হিসাব করা হয়েছে ৫ থেকে ৬ পেন্স মূল্যের ক্ষেত্রে। অবশ্য এটা সত্য যে, গৃহযুদ্ধের শেষ দিকের বছরগুলিতে মার্কিন তুলোর ক্ষেত্রেও ঝড়তি-পড়তির অনুপাত বেশ বেড়ে গিয়েছিল।
—এফ. এঙ্গেলস।

নয়, তার পরিমাণটাও—যা আসলে উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণের সঙ্গে অভিন্ন—বৃদ্ধি বা হ্রাস পেতে পারে উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ ও হারের চলাচল থেকে নিরপেক্ষ ভাবে।

আমাদের কি আলোচনা করতে হবে, এক দিকে, মূলধনের বিমোচন ও সংবন্ধনকে এবং, অন্য দিকে, তার উপচয় ও অবচয়কে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপার হিসাবে?

প্রশ্ন হল: মূলধনের বিমোচন ও সংবন্ধন বলতে আমরা কি বোঝাই? উপচয়, অবচয় নিজে নিজেই স্পষ্ট। তারা যা বোঝায় তা এই যে কয়েকটি সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থার ফলে একটি নির্দিষ্ট মূলধনের মূল্যে বৃদ্ধি বা হ্রাস, কেননা আমরা এখানে আলোচনা করছি না কোন একক মূলধনের বিশেষ অদৃষ্ট। সুতরাং যা কিছু তারা বোঝায় তা কেবল এই যে, উৎপাদনে বিনিয়োজিত একটি মূলধনের মূল্য বৃদ্ধি পায় বা হ্রাস পায় তার দ্বারা নিযুক্ত উদ্বৃত্ত-মূল্যের গুণে তার স্বয়ং সম্প্রসারণ-নির্বিশেষে।

মূলধনের সংবন্ধন বলতে আমরা বুঝি যে, উৎপন্ন সামগ্রীর মোট মূল্যের কতকগুলি অংশকে অবশ্যই পুনঃরূপান্তরিত করতে হবে স্থির ও অস্থির মূলধনের উপাদানগুলিতে —যদি উৎপাদনকে চালিয়ে যেতে হয় আগেকার আয়তন। মূলধনের বিমোচন বলতে আমরা বুঝি যে, উৎপন্ন সামগ্রীর মোট মূল্যের একটি অংশ, যাকে একটা সময় পর্যন্ত পুনঃরূপান্তরিত হতে হবে স্থির ও অস্থির মূলধনে, তা হয়ে পড়ে বাহুল্য ও ছাড়া পাবার যোগ্য—যদি উৎপাদন চালু থাকে আগেকার আয়তনেই। মূলধনের এই বিমোচন ও সংবন্ধন আয়ের বিমোচন ও সংবন্ধন থেকে আলাদা। যদি একটি একক মূলধনের, ম-এর বার্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্য হয়, ধরা যাক, সমান সমান ঙ, তা হলে ধনিকদের দ্বারা পরিভুক্ত পণ্যসমূহের দাম হ্রাস পেলে, সেই একই পরিমাণ ভোগ্য দ্রব্যাদি সংগ্রহের জন্য জন্য ঙ—চ-ই হবে যথেষ্ট। আগমের (রেভিনিউ-এর) একটি অংশ = চ তাই মুক্তি পায় এবং তা লাগতে পারে পরিভোগ বৃদ্ধির কাজে কিংবা মূলধনে পুনঃরূপান্তরিত হবার কাজে (সঞ্চয়নের উদ্দেশ্য)। উলটো, যদি আগের মত জীবন যাপন করতে দরকার হয় ঙ + চ, তা হলে এই জীবন-যাত্রার মানকে নামিয়ে আনতে হবে অথবা পূবে সঞ্চয়ীকৃত = চ-কে ব্যয় করতে হবে আগম হিসাব।

উপচয় এবং অবচয় প্রভাবিত করতে পারে হয় স্থির মূলধনকে, নয়তো অস্থির মূলধনকে, কিংবা উভয়কেই, এবং স্থির মূলধনের ক্ষেত্রে তা আবার প্রভাবিত করতে পারে হয় স্থিতিশীল অংশকে, নয়তো আবর্তনশীল অংশকে, কিংবা উভয়কেই।

স্থির মূলধনের অধীনে আমরা অবশ্যই আলোচনা করব, অর্ধ-সমাপ্ত উৎপন্নগুলি সহ, কাঁচামাল ও সহায়ক সামগ্রীসমূহ, যাদের সব কয়টিকেই আমরা এখানে অন্তর্ভুক্ত করি কাঁচামাল, মেশিনপত্র এবং অন্যান্য স্থিতিশীল মূলধনের অভিধাটির অধীনে।

পূর্ববর্তী বিশ্লেষণে আমরা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছিলাম, মুনাফার হারের উপরে তাদের প্রভাব বিষয়ে কাঁচা মালের দামে, বা মূল্যে হ্রাস-বৃদ্ধির ব্যাপারটি এবং নির্ধারণ করেছিলাম এই সাধারণ নিয়মটি যে, বাকি সমস্ত অবস্থা সমান থাকলে, মুনাফার হার হয় কাঁচামালের মূল্যের সঙ্গে বিপরীত ভাবে আনুপাতিক। একটি ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে

নোতুন ভাবে বিনিয়োজিত মূলধনের ক্ষেত্রে এটা অনাপেক্ষিক ভাবে সত্য যে প্রতিষ্ঠানটিতে বিনিয়োগ অর্থাৎ অর্থের উৎপাদনশীল মূলধনে রূপান্তরণ সবে মাত্র ঘটছে।

কিন্তু এই মূলধন যা কেবল নোতুন বিনিয়োজিত হচ্ছে, এই মূলধন, এবং তা ছাড়াও আগে থেকেই ক্রিয়াশীল এমন মূলধনের একটা বড় অংশই থাকে সঞ্চলনের পরিধিতে। একটি অংশ থাকে বাজারে পণ্যের আকারে— অর্থে রূপান্তরিত হবার অপেক্ষায়; আরেক অংশ থাকে হাতে অর্থ হিসাবে, যে রূপেই হোক না কেন, উৎপাদনের উপাদানগুলিতে পুনঃ রূপান্তরিত হবার অপেক্ষায়; একটি তৃতীয় অংশ থাকে উৎপাদনের পরিধিতে অংশতঃ তার মূল রূপে—উৎপাদনের উপায়সমূহের রূপে, যেমন কাঁচামাল ও সহায়ক সামগ্রী বাজার থেকে কিনে আনা অর্ধ-সম্পন্ন দ্রব্যাদি, মেশিনপত্র এবং অন্যান্য জিনিস, এবং অংশতঃ উৎপন্ন সামগ্রীর রূপে, যা রয়েছে ম্যানুফ্যাকচারের প্রক্রিয়ায়। উপচয় বা অবচয়ের ফল এখানে অনেক পরিমাণে নির্ভর করে এই গঠনকারী উপাদানগুলির আপেক্ষিক অনুপাতের উপরে। সরলতার স্বার্থে, সমস্ত স্থিতিশীল মূলধনকে এক পাশে সরিয়ে রাখা যাক এবং স্থির মূলধনের কেবল সেই অংশটি নিয়েই আলোচনা করা যাক, যা গঠিত হয় কাঁচামাল ও সহায়ক সামগ্রী, এবং অর্ধসম্পন্ন দ্রব্যাদি, এবং বাজার-স্থিত পূর্ণসম্পন্ন পণ্য এবং সেই সব পণ্য যা এখনো রয়েছে উৎপাদনের প্রক্রিয়ায়—এই উভয় ধরনেরই পণ্যসমূহকে নিয়ে।

যদি কাঁচামালের, ধরা যাক তুলোর, দাম বাড়ে, তখন তুলোজাত দ্রব্যাদির— সুতোর মত অর্ধ-সম্পন্ন এবং কাপড়ের মত পূর্ণ-সম্পন্ন দু ধরনের দ্রব্যাদিরই দাম বাড়ে, যদিও সেগুলি তৈরি হয়েছিল যখন তুলোর দাম ছিল সস্তা। স্টকে আছে এমন না-পাট করা তুলো এবং প্রস্তুতির প্রক্রিয়াভুক্ত তুলোর মূল্যও বেড়ে যায়। পরোক্ত দ্রব্যটির দাম বৃদ্ধি পায় কারণ তা তখন প্রতিনিধিত্ব করে পূর্বপ্রেক্ষিতে অধিকতর শ্রম-মূল্যের এবং যে দ্রব্যটিতে তা প্রবেশ করে তাতে এই ভাবে সংযোজিত করে তার মূল মূল্যটির চেয়ে, এবং ধনিক তার জন্য যা ব্যয় করেছে তার চেয়ে, অধিকতর মূল্য।

অতএব, কাঁচামালের দাম যদি বাড়ে, এবং বাজারে পাওয়া যায় তৈরি পণ্যসম্ভারের একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ, ম্যানুফ্যাকচারের যে-পর্যায়েই সেগুলি থাক না কেন, সেগুলির মূল্যও বেড়ে যায় এবং তার ফলে উপস্থিত মূলধনের মূল্যও বেড়ে যায়। উৎপাদনকারীর হস্তস্থিত কাঁচামাল ইত্যাদির যোগানের ক্ষেত্রেও এটা সত্য। কাঁচা-মালের দাম বেড়ে যাবার দরুন মুনাফার হারে যে হানি ঘটে, মূল্যের এই উপচয় ব্যক্তিগত ধনিকের ক্ষেত্রে কিংবা ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের একটা আলাদা পরিধির ক্ষেত্রে তার ক্ষতিপূরণ করতে পারে, কিংবা তার চেয়ে বেশিও কিছু করতে পারে। প্রতিযোগিতার বিস্তারিত ফলাফলের মধ্যে না গিয়েও, আমরা সর্বাঙ্গীনতার স্বার্থে বিবৃত করতে পারি, ১) যদি কাঁচামালের উপস্থিত সরবরাহ প্রভূত হয়, তা হলে তা দাম-বৃদ্ধি প্রতিহত করার প্রবণতা দেখায়, যে দামবৃদ্ধি ঘটে সেই সরবরাহের

উৎপত্তি-স্থলে ; ২) যদি অর্ধ-প্রস্তুত ও পূর্ণ-প্রস্তুত জিনিসগুলি বাজারের উপরে অতি গুরু চাপ সৃষ্টি করে, তা হলে সেগুলির দাম তাদের কাঁচামালের দামের সঙ্গে আনুপাতিক ভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্তি থেকে নিবারিত হয়।

উল্‌টোটা ঘটে যখন কাঁচামালের দাম হ্রাস পায়। বাকি অবস্থাগুলি একই থাকলে, এর ফলে মুনাফা-হার বৃদ্ধি পায়। বাজারজাত পণ্যসামগ্রী, উৎপাদন-প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত জিনিসপত্র এবং কাঁচামালের উপস্থিত সরবরাহের মূল্যে অবচয় ঘটে এবং এইভাবে মুনাফা-হারের আনুষঙ্গিক বৃদ্ধিকে প্রতিহত করে।

কাঁচামালের বেলায় দাম-পরিবর্তনের ফল আরো বেশি প্রকট হয়ে ওঠে, উৎপাদনের পরিধিতে সরবরাহ যত কম পাওয়া যায় এবং বাজারে, ধরুন, ব্যবসায়িক বর্ষের শেষে অর্থাৎ কৃষিতে ফসল তোলার পরে, যখন বিপুল পরিমাণ কাঁচামালের নোতুন করে যোগান আসে।

এই গোটা বিশ্লেষণটির ক্ষেত্রে আমরা এটা ধরে নিয়ে অগ্রসর হয়েছি যে, দামে বৃদ্ধি বা হ্রাস প্রকাশ করে মূল্যে সত্যিকারের ওঠা-নামা। কিন্তু যেহেতু এখানে আমাদের আলোচ্য হল মুনাফা-হারের উপরে এই দাম-পরিবর্তনের ফল, সেই হেতু সেই পরিবর্তনের মূলে কি আছে, তাতে কিছু যায় আসে না। উপস্থিত বিবৃতিগুলি সমান ভাবে প্রযোজ্য হয় যদি দাম বাড়ে বা কমে ক্রেডিট-ব্যবস্থা, প্রতিযোগিতা ইত্যাদির প্রভাবে কিন্তু মূল্যে পরিবর্তনের কারণে নয়।

যেহেতু মুনাফার হার অগ্রিম-দত্ত মোট মূলধনের সঙ্গে উৎপন্ন সামগ্রীর মূল্যের উপরে বাড়তি পরিমাণের অনুপাতের সমান, সেই হেতু অগ্রিম-দত্ত মূলধনের অবচয়ের ফলে মুনাফার হারে বৃদ্ধি ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই ঘটে মূলধনের মূল্যে হ্রাস। অনুরূপ ভাবে, অগ্রিম-দত্ত মূলধনের উপচয়ের ফলে মুনাফার হারে যে হানি ঘটে তার সঙ্গে সঙ্গেও সম্ভবতঃ ঘটতে পারে একটি লাভ।

স্থির মূলধনের অন্য অংশটি সম্পর্কে, যেমন মেশিনপত্র এবং সাধারণ ভাবে স্থিতি-শীল মূলধন সম্পর্কে বলা যায় যে, প্রধানতঃ বাড়িঘর, স্থাবর সম্পত্তি ইত্যাদির ব্যাপারে এতে যে মূল্য-উপচয় ঘটে, তা নিয়ে আলোচনা করা যায় না ভূমি-খাজনার তত্ত্বটিকে ছাড়া; অতএব, তা এই অধ্যায়ের মধ্যে পড়ে না। কিন্তু অবচয়ের প্রশ্নটি প্রসঙ্গে সাধারণ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলি হচ্ছে:

ক্রমাগত উৎকর্ষ-সাধন, যার ফলে হ্রাস পায় উপস্থিত মেশিনপত্র, কারখানা-বাড়ি ইত্যাদির ব্যবহার-মূল্য, এবং অতএব, মূল্য। নোতুন প্রবর্তিত মেশিনারির প্রথম পর্বে, পরিপক্কতার একটি বিশেষ পর্যায়ে পৌঁছবার আগে, যখন তা তার নিজের মূল্য পুনরুৎপাদনের সময় পাবার আগেই ক্রমাগত সেকেলে হয়ে যায়, তখন এই প্রক্রিয়াটির ফল হয় বিশেষ গুরুতর। এই পর্বে কাজের সময়ে যথেচ্ছ বৃদ্ধি-সাধনের জন্য পরপর দিন ও রাতের 'শিফ্‌ট্' চালু-করণের এটাই অন্যতম প্রধান কারণ, এসব করা হয় যাতে করে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ অতিরিক্ত বেড়ে যাবার আগেই অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের

মধ্যে মেশিনপত্রের মূল্য পুনরুৎপাদন করে নেওয়া সম্ভব হয়। অন্য দিকে, যদি যে অল্প সময়-কালে মেশিনারিটা কার্যকর থাকে (প্রত্যাশিত উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে এর স্বল্পকালীন আয়ু), সে সময়ের মধ্যে যদি এই ভাবে ক্ষতি পুষিয়ে না নেওয়া হয়, তা হলে তা নৈতিক অবচয়ের মাধ্যমে এত পরিমাণ মূল্য ছেড়ে দেয় যে তা হাতের শ্রমের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারে না।[১]

মেশিনপত্র, বাড়িঘরের সাজ-সরঞ্জাম, এবং সাধারণভাবে স্থিতিশীল মূলধন একটা বিশেষ পরিপক্কতা লাভ করার পরে, যাতে করে সেগুলি অন্তত: তাদের মূল গঠন-কাঠামোয় একটা সময়কাল জুড়ে অপরিবর্তিত থাকে, তখন দেখা দেয় এই স্থিতিশীল মূলধন পুনরুৎপাদনের পদ্ধতিতে উন্নতি সাধনের দরুন একটি অনুরূপ অবচয়। এ ক্ষেত্রে মেশিনপত্রের মূল্য হ্রাস পায় ততটা ঠিক এই কারণে নয় যে নোতুন ও আরো উৎপাদনশীল মেশিনপত্র তাকে স্থানচ্যুত করে দিয়েছে এবং কিছুটা পরিমাণে তার অবচয় ঘটিয়েছে, যতটা এই কারণে যে একে পুনরুৎপাদন করা যায় আরো সস্তায়। বড় বড় শিল্পোদ্যোগগুলি পরের হাতে যাবার আগে পর্যন্ত, অর্থাৎ সেগুলির মূল মালিকেরা দেউলিয়া হয়ে যাবার পরে, পরবর্তী মালিকেরা সেগুলিকে সস্তায় কিনে নিয়ে, গোড়া থেকেই ক্ষুদ্রতর পরিমাণ মূলধন-ব্যয় দিয়ে শুরু করার আগে পর্যন্ত, কেন সমৃদ্ধি লাভ করে না, তার অন্যতম কারণ এই।

এটা চোখের সামনে প্রকট হয়ে ওঠে, বিশেষ করে কৃষিকাজের ক্ষেত্রে, যে যে-কারণগুলি একটি উৎপন্নের দাম বাড়ায় বা কমায়, সেই কারণগুলিই মূলধনের মূল্য বাড়ায় বা কমায়, কেননা এই দ্বিতীয়োক্তটি প্রধানত: গঠিত হয় এই উৎপন্নটি দিয়েই —শস্য, গবাদি পশু ইত্যাদি যে আকারেই হোক। (রিকার্ডো)।*

এখনো অস্থির মূলধনের আলোচনা বাকি আছে।

যেহেতু শ্রমশক্তির মূল্য বৃদ্ধি পায় তার পুনরুৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় জীবন-ধারণের উপায়সমূহের মূল্য-বৃদ্ধির কারণে, কিংবা হ্রাস পায় সেগুলির মূল্য-হ্রাসের কারণে—এবং অস্থির মূলধনের উপচয় ও অবচয় বস্তুত: এই দুটি ক্ষেত্রের প্রকাশ ছাড়া কিছু নয়—সেই হেতু উদ্বৃত্ত-মূল্যে হ্রাসের সঙ্গে ঘটে এবংবিধ অবচয়, যদি কাজের দিনের দৈর্ঘ্য থাকে একই। কিন্তু অন্যান্য ঘটনাও—মূলধনের বিমোচন ও সংবন্ধনও—এই

১. দৃষ্টান্তের জন্য অন্যান্যদের মধ্যে দ্রষ্টব্য ব্যাবেজ (*On the Economy of Machinery & Manufactures*, London, 1832, p. 280-281.) সচরাচর চলতি কৌশলটি—মজুরি ছাঁটাই—এখানেও খাটানো হয়, যার ফলে এই ক্রমাগত অবচয় কাজ করে ক্যারি সাহেবের "সুষম মস্তিষ্কের" স্বপ্নের ঠিক উলটো ভাবে।

* ডি. রিকার্ডো: *On the Principles of Political Economy, and Taxation*, তৃতীয় সং, লণ্ডন, ১৮২১, দ্বিতীয় অধ্যায়।

ধরনের ক্ষেত্রগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হতে পারে, এবং যেহেতু আমরা এখনো সেগুলিকে বিশ্লেষণ করিনি, সেহেতু এখানে আমরা সংক্ষেপে সেগুলির উল্লেখ করব।

যদি শ্রমশক্তির মূল্যে অবচয়ের কারণে (যা এমনকি শ্রমের আসল দামে বৃদ্ধি-প্রাপ্তির সঙ্গেও ঘটতে পারে), তা হলে এতাবৎ বিনিয়োজিত মূলধনের একটি অংশ ছাড়া পেতে পারে। অস্থির মূলধন মুক্তি পেয়ে যায়। মূলধনের নোতুন নোতুন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে, এর ফল হয় কেবল উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি উচ্চতর হার নিয়ে তার কাজ চালানো। একই পরিমাণ শ্রমকে গতিশীল করে তুলতে, তা নেয় অল্পতর পরিমাণ অর্থ, এবং এই ভাবে শ্রমের মজুরি-দত্ত অংশের বিনিময়ে বৃদ্ধি পায় তার মজুরি-বঞ্চিত অংশ। কিন্তু আগে থেকেই বিনিয়োজিত মূলধনের ক্ষেত্রে, উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারই কেবল বৃদ্ধি পায় না, উপরন্তু, মজুরি বাবদে পূর্ব-বিনিয়োজিত মূলধনের একটা অংশও মুক্তি পেয়ে যায়। এই সময় অবধি তা ছিল সংবদ্ধ এবং গঠন করত এমন একটি নিয়মিত অংশ, যাকে বিয়োগ করতে হত উৎপন্ন সামগ্রীর বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে এবং অগ্রিম দিতে হ'ত মজুরি বাবদে, যা কাজ করত অস্থির মূলধন হিসাবে—যদি কারবার চালু রাখতে হ'ত আগেকার আয়তনে। এখন এই অংশ বিমুক্ত এবং একে ব্যবহার করা যায় একটি নোতুন বিনিয়োগ হিসাবে—তা সে সেই একই কারবারের বিস্তার সাধনের জন্যই হোক কিংবা উৎপাদনের এক নোতুন ক্ষেত্রে কাজ করার জন্যই হোক।

দৃষ্টান্ত হিসাবে ধরা যাক যে, ৫০০ শ্রমিক নিয়োগ করতে গোড়ার দিকে লাগত সপ্তাহে £৫০০, এবং এখন একই উদ্দেশ্যে লাগে মাত্র £৪০০। যদি দুটি ক্ষেত্রেই উৎপাদিত মূল্যের পরিমাণ হয়=£১০০০, তা হলে সাপ্তাহিক উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ প্রথম ক্ষেত্রে হবে=£৫০০ এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার $\frac{৫০০}{৫০০}$=১০০%। কিন্তু মজুরি-ছাঁটাইয়ের পরে উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ £১০০০ – £৪০০ = ৬০০, এবং তার হার $\frac{৬০০}{৪০০}$=১৫০%। এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারে এই বৃদ্ধিই হচ্ছে একজনের পক্ষে একমাত্র ফল, যে এই উৎপাদন-ক্ষেত্রে শুরু করে নোতুন একটি শিল্পোদ্যোগ £৪০০ পরিমাণ অস্থির মূলধন এবং তদনুযায়ী স্থির মূলধন নিয়ে। কিন্তু যখন এটা ঘটে এমন একটি কারবারে, যা আগে থেকেই আছে, তখন অস্থির মূলধনের অবচয় উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণকেই কেবল £৫০০ থেকে ৬০০-তে এর উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারকে ১০০ থেকে ১৫০ শতাংশ বৃদ্ধিই করে না, সেই সঙ্গে আরো শ্রম শোষণের জন্য বিমুক্ত করে দেয় £১০০ পরিমাণ অস্থির মূলধন। অতএব একই পরিমাণ শ্রম শোষিত হয় আরো সুবিধাজনকভাবে এবং তার চেয়েও বড় কথা, £১০০-র মুক্তি সম্ভব করে একই £৫০০ পরিমাণ অস্থির মূলধন দিয়ে আগের চেয়ে উচ্চতর হারে অধিকতর সংখ্যক শ্রমিকের শোষণ।

এখন বিপরীত পরিস্থিতি। ধরুন, ৫০০ নিযুক্ত শ্রমিক নিয়ে, যে মূল অনুপাতে উৎপন্ন সামগ্রী বিভক্ত হয়, তা হচ্ছে=৪০০অ+৬০০উ=১০০০, যাতে করে উদ্বৃত্ত-

মূল্যের হার দাঁড়ায়=১৫০%। সে ক্ষেত্রে শ্রমিক পায় প্রতি সপ্তাহে £$\frac{৪}{৫}$, বা ১৬ শিলিং। যদি ৫০০ শ্রমিক বাবদে সাপ্তাহিক ব্যয় হয় £৫০০, অস্থির মূলধনের উপচয়ের দরুণ, তাদের প্রত্যেকে পারে সপ্তাহপিছু মজুরি=£১, এবং £৪০০ নিযুক্ত করতে পারবে ৭০০ শ্রমিককে। যদি আগের মত একই সংখ্যক শ্রমিককে কাজে লাগানো হয়, তা হলে আমরা পাই $৫০০_{অ} + ৫০০_{উ} = ১০০০$। উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার নেমে যাবে ১৫০ থেকে ১০০% ভাগে, যা হচ্ছে এক-তৃতীয়াংশ। নোতুন মূলধনের বেলায় এক-মাত্র ফল হবে উদ্বৃত্ত-মূল্যের এই নিম্নতর হার। বাকি সব অবস্থা সমান থাকলে, মুনাফার হারও নেমে যেত, যদিও একই অনুপাতে নয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে, যদি স= ২০০০, তা হলে আমরা পাই এক ক্ষেত্রে $২০০০_{স} + ৪০০_{অ} + ৬০০_{উ} = ৩০০০$। উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার=১৫০%, মুনাফার হার=$\frac{৬০০}{২৪০০}$=২৫%। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে $২০০০_{স} + ৫০০_{অ} + ৫০০_{উ} = ৩০০০$। উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার=১০০%, মুনাফার হার=$\frac{৫০০}{২৫০০}$= ২০%। আগে থেকেই বিনিয়োজিত মূলধনের ক্ষেত্রে অবশ্য আমরা দেখব দ্বৈত ফল। £৪০০ পরিমাণ একটি অস্থির মূলধন দিয়ে নিয়োগ করা যায় ৭০০ শ্রমিক এবং সেটা উদ্বৃত্ত-মূল্যের ১০০% হারে। সুতরাং তারা উৎপাদন করবে কেবল £৪০০ পরিমাণ মোট উদ্বৃত্ত-মূল্য। অধিকন্তু, যেহেতু £২০০০ পরিমাণ একটি স্থির মূলধন তার কাজের জন্য আবশ্যক করে ৫০০ শ্রমিক, সেই হেতু ৪০০ শ্রমিক গতিশীল করতে পারে কেবল £১,৬০০ পরিমাণ একটি স্থির মূলধনকে। একই আয়তনে উৎপাদন চালু রাখতে হলে, যাতে করে মেশিনারির এক-পঞ্চমাংশ অলস পড়ে না থাকে, অস্থির মূলধনের সঙ্গে অবশ্যই যোগ করতে হবে £১০০ যাতে আগের মতই নিয়োগ করা যায় ৫০০ শ্রমিক। এবং এটা করা যায় এতাবৎ যে মূলধন বিমুক্ত ছিল তাকে সংবদ্ধ করে, যাতে করে উৎপাদনের বিস্তার-সাধনের জন্য উদ্দিষ্ট মূলধনের একটা অংশ কাজ করে কেবল একটা ফাঁক পূরণ করার জন্য, কিংবা আগমের জন্য সংরক্ষিত একটি অংশকে যুক্ত করা হয় পুরানো মূলধনটির সঙ্গে। তা হলে £১০০ যুক্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত একটি অস্থির মূলধন উৎপাদন করে £১০০ পরিমাণ হ্রাসপ্রাপ্ত একটি উদ্বৃত্ত-মূল্য। একই সংখ্যক শ্রমিক নিযুক্ত করতে আবশ্যক হয় অধিকতর মূলধন, এবং একই সময়ে প্রত্যেক শ্রমিকের দ্বারা উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্য হ্রাস পায়।

অস্থির মূলধনের বিমোচন-জনিত সুবিধাগুলি এবং সংবন্ধন-জনিত অসুবিধাগুলি —দুটিই থাকে কেবল সেই মূলধনের জন্য যা আগে থেকেই কয়েকটি নির্দিষ্ট অবস্থাধীনে বিনিযুক্ত এবং নিজেকে পুনরুৎপাদনে রত। নোতুন করে বিনিয়োজিত মূলধনের ক্ষেত্রে, এক দিকে এই সুবিধাগুলি, এবং অন্য দিকে এই অসুবিধাগুলি নিবদ্ধ থাকে উদ্বৃত্ত-মূল্যের বৃদ্ধি বা হ্রাসে, এবং মুনাফার হারে একটি পরিবর্তনে, যে পরিবর্তন যদিও আনুষঙ্গিক, তবু কোনক্রমেই আনুপাতিক নয়।

অস্থির মূলধনের বিমোচন ও সংবন্ধন, যা আমরা এই মাত্র বিশ্লেষণ করলাম, তা হল অস্থির মূলধনের উপাদানগুলির, অর্থাৎ শ্রম-শক্তি পুনরুৎপাদনের খরচের, অবচয় বা উপচয়ের ফল।

কিন্তু অস্থির মূলধন এ ছাড়াও বিমোচিত হতে পারত, যদি, মজুরি-হার অপরিবর্তিত থেকে, একই পরিমাণ, স্থির মূলধনকে গতিশীল করার জন্য, শ্রমের উৎপাদনশীলতার বিকাশের কল্যাণে, আবশ্যক হত অল্পতর সংখ্যক শ্রমিক। অনুরূপ ভাবে, বিপরীত দিকে অতিরিক্ত অস্থির মূলধনেরও একটা সংবন্ধন ঘটতে পারে, যদি একই পরিমাণ স্থির মূলধনের জন্য, উৎপাদনশীলতা হ্রাসের দরুন, আবশ্যক হয় অধিকতর সংখ্যক শ্রমিক। অন্য দিকে, যদি পূর্বে অস্থির মূলধন হিসাবে নিয়োজিত মূলধনের একটি অংশ এখন নিয়োজিত হয় স্থির মূলধন হিসাবে, যাতে করে একই মূলধনের গঠনকারী উপাদানগুলির কেবল ভিন্নতর একটি বণ্টনই ঘটে, তা হলে তা প্রভাবিত করে উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার এবং মুনাফার হার উভয়কেই, কিন্তু তা অন্তর্ভুক্ত হয় না মূলধনের সংবন্ধন ও বিমোচন—এই শিরোনামের অধীনে, যা এখানে আলোচিত হচ্ছে।

আমরা আগেই দেখেছি যে, তার গঠনকারী উপাদানগুলির উপচয় বা অবচয়ের দ্বারাও স্থির মূলধন সংবদ্ধ বা বিমুক্ত হতে পারে। এ ছাড়া, তা সংবদ্ধ হতে পারে কেবল তবেই যদি শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায় (যদি অস্থির মূলধনের একটি অংশ স্থির মূলধনে রূপান্তরিত না হয়)। যাতে করে একই পরিমাণ শ্রম সৃষ্টি করে একটি বৃহত্তর উৎপন্ন এবং, অতএব, গতিশীল করে একটি বৃহত্তর স্থির মূলধন। একই জিনিস ঘটতে পারে কতকগুলি বিশেষ অবস্থায়, যদি উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়, যেমন কৃষিতে, যাতে করে একই পরিমাণ শ্রমের আবশ্যক হয় অধিকতর পরিমাণ উৎপাদনের উপায়, যেমন বীজ বা সার, পয়ঃ প্রণালী ইত্যাদি, একই পরিমাণ ফসল উৎপন্ন করতে। স্থির মূলধন বিমুক্ত হতে পারে অবচয় ছাড়াই, যদি উন্নয়ন, প্রাকৃতিক শক্তির সদ্ব্যবহার ইত্যাদির ফলে ক্ষুদ্রতর মূল্যের একটি স্থির মূলধন কারিগরি দিক দিয়ে সক্ষম হয় সেই একই সব কাজ সম্পাদন করতে, যেগুলি আগে সম্পাদিত হত একটি বৃহত্তর মূল্যের স্থির মূলধনের দ্বারা।

দ্বিতীয় গ্রন্থে* আমরা দেখেছি যে, পণ্য এ বার অর্থে রূপান্তরিত হয়ে গেলে অর্থাৎ বিক্রি হয়ে গেলে, তার একটা অংশকে অবশ্যই পুনঃ-রূপান্তরিত হতে হবে স্থির মূলধনের বস্তুগত উপাদানসমূহে, এবং তা হতে হবে উৎপাদনের ঐ বিশেষ ক্ষেত্রটির কৃৎকৌশলগত প্রকৃতির প্রয়োজন অনুযায়ী বিবিধ অনুপাতে। এদিক থেকে সমস্ত শাখায় সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটি হচ্ছে—মজুরি অর্থাৎ অস্থির মূলধন ছাড়া—কাঁচামাল, যার মধ্যে সহায়ক সামগ্রীও অন্তর্ভুক্ত, যা বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদনের এমন সব লাইনে, যেগুলিতে সঠিক অর্থে কাঁচামাল বলতে যা বোঝায় তা লাগে না,

* ইংরেজী সংস্করণ, দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়।

দৃষ্টান্ত হিসাবে খনির কাজে এবং সাধারণ ভাবে নিষ্কর্ষণমূলক শিল্পসমূহে। দামের যে অংশ মেশিনপত্রের ক্ষয়-ক্ষতি পূরণ করে, সে অংশটি হিসাবে স্থান পায় প্রধানতঃ নামীয় ভাবে যেহেতু তা তখনো থাকে চালু অবস্থায়। একদিন বা পরদিন তা অর্থের মাধ্যমে প্রদত্ত বা প্রতিস্থাপিত হয়, নাকি হয় মূলধনটির প্রতিবর্তনের অন্য কোনো সময়কালে, তাতে খুব বেশি যায় আসে না। কাঁচামালের ক্ষেত্রে এটা সম্পূর্ণভাবে ভিন্নতর। কাঁচামালের দাম যদি বেড়ে যায়, তা হলে পণ্যের দাম থেকে মজুরি বাদ দেবার পরে বাকি অংশ থেকে তা পুরোপুরি প্রতিপূরণ করা অসম্ভব হতে পারে। সুতরাং দামে প্রচণ্ড রকমের হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়ায় ঘটে ব্যাঘাত, বড় বড় সংঘাত, এমনকি বিপর্যয়। বিশেষ করে প্রকৃত কৃষি-উৎপন্ন অর্থাৎ উদ্ভিদ ও জীব প্রকৃতি থেকে সংগৃহীত কাঁচামাল—আপাততঃ ক্রেডিট-ব্যবস্থাকে হিসাবে না নিলে—পরিবর্তনশীল ফলনের দরুন মূল্যের এই হ্রাস-বৃদ্ধির দ্বারা প্রভাবিত হয়। নিয়ন্ত্রণ-বহির্ভূত প্রাকৃতিক ঘটনাবলী, অনুকূল এবং প্রতিকূল মরশুম ইত্যাদির কারণে একই পরিমাণ শ্রম প্রতিরূপায়িত হতে পারে বিভিন্ন পরিমাণের ব্যবহার মূল্যে, এবং একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ব্যবহার-মূল্যের তাই থাকতে পারে খুবই ভিন্ন ভিন্ন মূল্য। যদি ও-এর মূল্যের প্রতিনিধিত্ব করে ১০০ পাউণ্ড ক পণ্য, তা হলে ১ পাউণ্ডে ক-এর দাম হয় $=\frac{ও}{১০০}$. যদি তার প্রতিনিধিত্ব করে ১০০০ পাউণ্ড ক, তা হলে ক-এর দাম দাঁড়ায় $\frac{ও}{১০০০}$ ইত্যাদি ইত্যাদি। অতএব কাঁচামালের দামে হ্রাস-বৃদ্ধির এটা একটা উপাদান। একটি দ্বিতীয় উপাদান, এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে কেবল সম্পূর্ণতার স্বার্থে—যেহেতু প্রতিযোগিতা এবং ক্রেডিট-ব্যবস্থা এখনো আমাদের বিশ্লেষণের পরিধির বাইরে—হচ্ছে: এটা স্বাভাবিক যে উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ বস্তুসমূহ যাদের বৃদ্ধি ও উৎপাদন কতকগুলি জৈব নিয়মের অধীন এবং বিশেষ বিশেষ প্রাকৃতিক সময়-কালের সঙ্গে বাঁধা, সেগুলিকে আকস্মিক একই মাত্রায় বৃদ্ধি করা যায় না, যেমন যায়, দৃষ্টান্ত স্বরূপ, মেশিন ও অন্যান্য স্থিতিশীল মূলধন, কিংবা কয়লা, আকর ইত্যাদি, একটি শিল্পায়িত দেশে যাদের পুনরুৎপাদন দ্রুত বেগে সম্পন্ন করা যায়—যদি প্রাকৃতিক অবস্থাবলীতে পরিবর্তন না ঘটে। অতএব এটা সম্পূর্ণ সম্ভব, এবং ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের বিকশিত ব্যবস্থায় এমনকি অবশ্যম্ভাবী যে, স্থিতিশীল মূলধন, মেশিনপত্র ইত্যাদি দিয়ে গঠিত স্থির মূলধনের অংশটির উৎপাদন ও বৃদ্ধি প্রভূত ভাবে ছাড়িয়ে যাবে উদ্ভিজ্জ ও জৈব কাঁচা মালগুলি নিয়ে গঠিত অংশটিকে, যার দরুন এই শেষোক্ত দ্রব্যাদির চাহিদা তাদের যোগানের তুলনায় দ্রুততর বেগে বৃদ্ধি পায় এবং ফলে তাদের দামও বেড়ে যায়। চড়তি দাম কার্যতঃ ঘটায় ১) বহু দূর দূর থেকে এই কাঁচামালগুলির জাহাজ-বোঝাই চালান, কেননা উঁচু মাল-ভাড়া দেবার পক্ষে এই চড়া দাম যথেষ্ট; ২) সেগুলির উৎপাদনে বৃদ্ধি সে ব্যাপারটা যদিও স্বাভাবিক কারণেই, খুব সম্ভবতঃ পরবর্তী বছরের আগে ঘটাবে না উৎপন্নসম্ভারে কোনো বৃদ্ধি; আগে যেগুলি থাকত

অব্যবহৃত, এমন সব বিকল্প ও পরিত্যক্ত জিনিসের ব্যবহার। যখন এই দাম-বৃদ্ধি উৎপাদন ও সরবরাহের উপরে একটা লক্ষণীয় প্রভাব খাটাতে শুরু করে, তখন তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্দেশ করে যে প্রত্যাবর্তনের বিন্দুতে পৌছানো গিয়েছে, যেখানে কাঁচামালের দামে এবং যেসব পণ্যের তা একটি উপাদান সে সব পণ্যের দামও ক্রমাগত বেড়ে যাবার ফলে কাঁচামালের দামে একটা প্রতিক্রিয়া ঘটার কারণে চাহিদা পড়ে যায়। এর ফলে মূলধনের অবচয়ের মাধ্যমে নানান আকারে যেসব আলোড়ন ঘটে, তা ছাড়াও ঘটে অন্যান্য ঘটনা যা আমরা অচিরে আলোচনা করব।

কিন্তু যা বলা হয়েছে, তা থেকে যতটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে, তা এই : ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের বিকাশ যত বেশি হয় এবং তার ফলে মেশিনপত্র ইত্যাদি দিয়ে গঠিত স্থির মূলধনের ঐ অংশটি আকস্মিক ও চিরস্থায়ী ভাবে বৃদ্ধি করার উৎপাদনসমূহ যত বিপুল হয় এবং সঞ্চয়ন যত দ্রুত হয় (বিশেষ করে সমৃদ্ধির সময়ে), তত বেশি বিরাট হয় মেশিনারি ও অন্যান্য স্থিতিশীল মূলধনের অতি-উৎপাদন, তত বেশি ঘন ঘন হয় উদ্ভিজ্জ ও জৈব কাঁচামালসমূহের আপেক্ষিক উন-উৎপাদন, এবং তত বেশি প্রকট হয় সেগুলির দামের পূর্ব-বর্ণিত বৃদ্ধি এবং আনুষঙ্গিক প্রতিক্রিয়া। এবং তত বেশি ঘন ঘন হয়, পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়ায় প্রধান প্রধান উপাদানগুলির একটির দামে প্রচণ্ড ওঠা-নামার দ্বারা সংঘটিত প্রবল আলোড়ন-বিলোড়ন।

অবশ্য এই উঁচু দামগুলির যদি বিপর্যয় ঘটে এই কারণে যে, এক দিকে সেগুলির বৃদ্ধি চাহিদায় পতন ঘটিয়েছিল এবং, অন্য দিকে ঘটিয়েছিল এক জায়গায় উৎপাদনের সম্প্রসারণ এবং আরেক জায়গায় দূরবর্তী এবং অতীতে, খুবই কম, আপেক্ষিত কিংবা সম্পূর্ণই উপেক্ষিত উৎপাদন-অঞ্চলগুলি থেকে আমদানি-করণ, এবং উভয় ক্ষেত্রেই চাহিদাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল কাঁচামালের সরবরাহ—বিশেষ করে পুরনো উচু দামে, তা হলে ফলটাকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা যেতে পারে। কাঁচামাল-গুলির দামে আকস্মিক বিপর্যয় সেগুলির পুনরুৎপাদন রোধ করে, এবং তার ফলে মূল উৎপাদনকারী দেশগুলির, যারা ভোগ করে সবচেয়ে অনুকূল উৎপাদনের অবস্থা, তাদের একচেটিয়া অধিকার আবার কায়েম হয়—সম্ভবতঃ কিছু সীমাবদ্ধতা সহ, তবু আবার কায়েম তো হয়। সত্য বটে, যে প্রেরণা তা পেয়েছে তার দৌলতে কাঁচামালের পুনরুৎপাদন অগ্রসর হয় সম্প্রসারিত আয়তনে, বিশেষ করে সেই সব দেশ যারা এই উৎপাদনের কম-বেশি একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে। কিন্তু মেশিনারি ইত্যাদির সম্প্রসারণের পরে যে- ভিত্তিতে উৎপাদন চলতে থাকে, এবং যা কিছু ওঠা-নামার পরে কাজ করে নোতুন স্বাভাবিক ভিত্তি, নোতুন সূচনা-স্থল হিসাবে, সেটি আরো অনেকটা, সম্প্রসারিত হয় প্রতিবর্তনের পূর্ববর্তী আবর্তের বিবিধ বিকাশের দ্বারা। ইত্যবসরে, সামান্য মাত্র বর্ধিত পুনরুৎপাদন আবার মুখোমুখি হয় বেশ কিছু বাধা-বিঘ্নের সঙ্গে সরবরাহের কয়েকটি গৌণ উৎসে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, রপ্তানি-সারণীগুলির ভিত্তিতে এটা অনায়াসেই দেখানো যায় যে গত ত্রিশ বছরে (১৮৬৫ অবধি) ভারতে তুলোর উৎপাদন তখনি বৃদ্ধি পায়, যখনি মার্কিন উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে, এবং পরবর্তীকালে তা আবার

পড়ে যায় কম-বেশি স্থায়ীভাবে। যে সময়কালে কাঁচামালসমূহ মহার্ঘ হয়, সেই সময়কালে শিল্প-ধনিকেরা হাত মেলায় এবং উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করতে সমিতি গঠন করে। যেমন, ১৮৪৮ সালে তুলোর দাম বেড়ে যাবার পরে ম্যাঞ্চেস্টারে তারা এ কাজ করে; একই ব্যাপার ঘটে আয়ার্ল্যাণ্ডে শণ-উৎপাদনের ক্ষেত্রে। কিন্তু যে মুহূর্তে তাৎক্ষণিক তাড়নাটি পার হয়ে যায় এবং "সবচেয়ে সস্তা বাজারে কেনার" প্রতিযোগিতার সাধারণ নীতিটি (উৎপত্তির দেশগুলিতে উৎপাদনে প্রেরণাদানের পরিবর্তে, যা সমিতিগুলি করতে চেষ্টা করে—সে সময়ে তাদের উৎপন্ন সামগ্রী বিক্রি করতে সক্ষম হতে হলে যে তাৎক্ষণিক দামে এগুলি সম্ভব, হতে পারে, তার প্রতি নজর না দিয়েই)—যে মুহূর্তে প্রতিযোগিতার নীতিটি আবার আধিপত্য বিস্তার করে, সেই মুহূর্ত থেকে সরবরাহের নিয়ন্ত্রণ আবার ছেড়ে দেওয়া হয় "দাম"-এর উপরে। কাঁচামালের উৎপাদনের উপরে একটি অভিন্ন, সর্বব্যাপক ও দূরদর্শী নিয়ন্ত্রণের সমস্ত চিন্তা আবার জায়গা ছেড়ে দিল এই বিশ্বাসকে যে চাহিদা, এবং যোগান পারস্পরিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে একে অপরকে। এবং এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, এই ধরনের নিয়ন্ত্রণ ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের নিয়মাবলীর সঙ্গে মোটের উপরে সঙ্গতি-সাধনের অসাধ্য এবং তা চিরকালই থাকে একটি সদিচ্ছা মাত্র, কিংবা সীমাবদ্ধ থাকে দারুণ চাপ ও বিভ্রান্তির সময়ে সহযোগিতার ব্যতিক্রমমূলক ক্ষেত্রে।[১] এই ব্যাপারে ধনিকদের কুসংস্কার এত গভীর যে এমনকি কারখানা-পরিদর্শকরা পর্যন্ত তাঁদের রিপোর্টগুলিতে সবিস্ময়ে বারংবার হাত ছোঁড়েন।

১. উপরে যা লেখা হয়েছে, তখন (১৮৬৫) থেকে সমগ্র সভ্য দেশে, বিশেষ করে আমেরিকা এবং জার্মানিতে। শিল্পের দ্রুত অগ্রগতির ফলে বিশ্ব-বাজারে প্রতিযোগিতা উল্লেখযোগ্য ভাবে তীব্রতর হয়েছে। এই যে ঘটনা যে দ্রুত গতিতে ও বিপুল পরিমাণে সম্প্রসারণশীল উৎপাদনশীল শক্তিসমূহ আজ পণ্য বিনিময়ের ধনতান্ত্রিক পদ্ধতির নিয়মগুলিকে অতিক্রম করে যায়, যে নিয়মগুলির চৌহদ্দির মধ্যে তাদের কাজ করার কথা, তা ধনিকদের মনে ক্রমেই আরো বেশি বেশি করে কেটে বসে। এটা প্রকাশ পায় প্রধানতঃ দুটি লক্ষণের মধ্যে। প্রথমতঃ, সংরক্ষণমূলক শুল্কের জন্য নোতুন ও সাধারণ বাতিক—পুরনো সংরক্ষণবাদ থেকে যার পার্থক্য এই যে এখন রপ্তানির উপযুক্ত দ্রব্যগুলিই সবচেয়ে বেশি সংরক্ষণ পেয়ে থাকে। এবং দ্বিতীয়তঃ, গোটা গোটা উৎপাদন-ক্ষেত্রের ম্যানুফ্যাকচারকারীদের ট্রাস্ট, যেগুলি উৎপাদন এবং এইভাবে দাম ও মুনাফা নিয়ন্ত্রণ করে। বলা বাহুল্য যে এই পরীক্ষাগুলি কেবল তত দিনই সম্ভব, যত দিন অর্থনৈতিক আবহাওয়া থাকে অপেক্ষাকৃত অনুকূল। প্রথম ঝড়েই তা ওলটপালট হয়ে যায় এবং প্রমাণ হয়ে যায় যে যদিও উৎপাদনের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ অবশ্যই প্রয়োজন, কিন্তু ধনিক শ্রেণী এই কাজের জন্য যোগ্য নয়: এ সময়ে, ট্রাস্টগুলির আর কোনো মহৎ ব্রত থাকে না কেবল এইটুকু দেখা ছাড়া যে, ছোট মাছগুলোকে বড় মাছগুলো খেয়ে ফেলছে আগের চেয়েও তাড়াতাড়ি। —এঙ্গেলস।

সুবৎসর এবং দুর্বৎসরের পরম্পরা স্বভাবতই সস্তা কাঁচামালেরও সংস্থান করে। চাহিদা বৃদ্ধির উপরে এর যে প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে, তা ছাড়াও আছে মুনাফার হারের উপরে পূর্বে উল্লিখিত প্রভাবের বাড়তি প্রণোদনা। কাঁচামাল উৎপাদনের পূর্বোক্ত প্রক্রিয়াটিকে ক্রমেই অতিক্রম করে যাচ্ছে মেশিনারি ইত্যাদির উৎপাদন এবং তার পরে তার পুনরাবৃত্তি ঘটছে এক বৃহত্তর আয়তনে। কাঁচামালের এমন উন্নতি-সাধন ঘটে যে তা কেবল বাঞ্ছিত পরিমাণই নয়, বাঞ্ছিত গুণমানও পূর্ণ করে যেমন, ভারত থেকে মার্কিন গুণমাণের তুলো, দাবি করে দীর্ঘস্থায়ী, নিয়মিত ভাবে বর্ধমান ও অবিচল মার্কিন চাহিদা (তার নিজের দেশে যে অর্থনৈতিক অবস্থার অধীনে ভারতীয় উৎপাদনকারী শ্রম করে তা নির্বিশেষে)। যা হোক, কাঁচামালের উৎপাদন-ক্ষেত্র, দমকে দমকে, প্রথমে হঠাৎ বেড়ে যায় এবং তারপরে আবার দারুণ ভাবে কমে যায়। এই সব কিছু, এবং সাধারণ ভাবে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের মর্ম, খুব ভাল ভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায় ১৮৬১-৬৫ সালের তুলোর ঘাটতিতে, যার আরো বিশেষত্ব ছিল এই ঘটনা যে, এমন একটি কাঁচামাল, যা ছিল পুনরুৎপাদনের অন্যতম প্রধান উপাদান, তা ছিল সম্পূর্ণ অপ্রাপ্য। সঠিকভাবে বললে, প্রচুর সরবরাহের অবস্থাতেও দাম বেড়ে যেতে পারে —যদি এই প্রাচুর্যের সর্তগুলি হয় আরো জটিল। কিংবা, সেখানে দেখা দিতে পারে কাঁচামালের একটি সত্যিকারের ঘাটতি। এই সর্বশেষ পরিস্থিতিটাই গোড়ায় দেখা দিয়েছিল তুলো সংকটে।

উৎপাদনের ইতিহাসে আমরা যতই এগিয়ে আসি আমাদের যুগের দিকে, ততই নিয়মিত ভাবে আমরা দেখতে পাই, বিশেষ করে শিল্পের অত্যাবশ্যক শাখাগুলিতে, উদ্ভিজ্জ ও জৈব প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত কাঁচামালগুলির আপেক্ষিক উপচয় তার ফলস্বরূপ পরবর্তী অবচয়ের মধ্যে চির-পৌনঃপুনিক পরাম্পরা। এই মাত্র যা আমরা বিশ্লেষণ করেছি, তা এবারে বোঝানো হবে নিচেকার দৃষ্টান্তগুলি দিয়ে, যেগুলি নেওয়া হয়েছে কারখানা-পরিদর্শকদের রিপোর্ট থেকে।

ইতিহাসের শিক্ষা, কৃষি সংক্রান্ত অন্যান্য পর্যবেক্ষণ থেকেও যাতে উপনীত হওয়া যায়, তা এই যে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা কাজ করে একটি যুক্তিবিন্যস্ত কৃষি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, অথবা একটি যুক্তি-বিন্যস্ত কৃষিব্যবস্থা খাপ খায় না ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে (যদিও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা কৃষিকার্যে ঘটায় বিবিধ কারিগরি উন্নয়ন); তার জন্য আবশ্যক হয় ছোট চাষীর হাত, যে কাজ করে নিজের শ্রমের দ্বারা বা সমিতিবদ্ধ উৎপাদনকারীদের নিয়ন্ত্রণের দ্বারা।

ইংল্যাণ্ডের ফ্যাক্টরি রিপোর্টগুলি থেকে গৃহীত উল্লিখিত দৃষ্টান্তসমূহ এখানে উপস্থিত করছি।

"বাণিজ্যের অবস্থা উন্নততর। কিন্তু মেশিনারি যেমন বৃদ্ধি পায়, ভাল এবং মন্দ মরশুমের চক্র তেমন হ্রাস পায়, এবং একটা থেকে অন্যটায় পরিবর্তন ঘটে আরো ঘন, ঘন, তার সঙ্গে কাঁচামালের চাহিদা যেমন বৃদ্ধি পায়।····১৮৫৭ সালের আতঙ্কের পরে, বর্তমানে আস্থা কেবল ফিরেই আসে নি, উপরন্তু আতঙ্কের স্মৃতিটাও আর নেই বলে মনে হচ্ছে। এই উন্নতি অব্যাহত থাকবে কি থাকবে না, তা অনেকটাই নির্ভর করে কাঁচামালের দামের পরে। আমার কাছে ইতিমধ্যেই লক্ষণ দেখা দিচ্ছে যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সীমা পৌঁছে যাওয়া হয়েছে, যার বাইরে সেগুলির ম্যানুফ্যাকচার ক্রমেই কম কম মুনাফাজনক হয়, যে পর্যন্ত তা আর হয়ই নয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে আমরা যদি ১৮৪৯ ও ১৮৫০-এর পশম ব্যবসার লাভজনক বছরগুলির কথা ধরি, আমরা দেখি যে ইংল্যাণ্ডের আঁচড়ানো পশমের দাম ছিল পাউণ্ড প্রতি ১ শিলিং পেন্স এবং অস্ট্রেলিয়ার ১ শিলিং ২ পেন্স আর ১ শিলিং ৫ পেন্সের মধ্যে, এবং ১৮৪১ থেকে ১৮৫১ পর্যন্ত, উভয় বছরকেই ধরে দশ বছরের গড-পড়তা হিসাবে ইংল্যাণ্ডের উলের পাউণ্ডপ্রতি গড দাম কখনো ১ শিলিং ২ পেন্সের আর অস্ট্রেলিয়ার কখনো ১ শিলিং ৫ পেন্সের বেশি হয়নি। কিন্তু ১৮৫৭-র বিপর্যয়কর বৎসরটির প্রারম্ভে, অস্ট্রেলিয়ার পশম শুরু করে ১ শি ১১ পেন্স থেকে এবং ডিসেম্বরে পড়ে যায় ১ শি ৬ পেন্সে, যখন আতঙ্ক ছিল তুঙ্গে, কিন্তু পরে ১৮৫৮ সাল ধরে তা আবার ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১ শি ৯ পেন্সে, যেখানে এখনো তা স্থিত আছে, অন্যদিকে ইংল্যাণ্ডের পশম ১ শি ৮ পে থেকে শুরু করে এবং ১৮৫৭-র এপ্রিলে আর সেপ্টেম্বর ১ শি ৯ পেন্সে ওঠে, ১৮৫৮-র জানুয়ারিতে ১ শি ২ পেন্সে নেমে গিয়ে, আবার এখন উঠেছে ১ শি ৫ পেন্স, যা আমার উল্লিখিত দশ বছরের গড়ের চেয়ে পাউণ্ডপ্রতি ৩ পেন্স বেশি। ····আমি মনে করি, এ থেকে তিনটি জিনিসের মধ্যে একটি প্রমাণিত হয়—হয় ১৮৫৭ সালে একই রকমের দাম যেসব দেউলিয়াপনা ঘটিয়েছিল সেগুলি মন থেকে মুছে গিয়েছে, কিংবা নিছক সেই পরিমাণ পশম উৎপন্ন হয়েছে যা উপস্থিত টাকুগুলি পরিভুক্ত করতে সক্ষম, কিংবা ম্যানুফ্যাকচার-করা দ্রব্যাদির দামগুলি স্থায়ীভাবে উঁচু হবার মুখে। ····এবং যেমন অতীত অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি মাকু এবং তাঁত বেড়ে চলে সংখ্যায় ও বেগে দুটোতেই অবিশ্বাস্য রকমের অল্প সময়ে, এবং ফ্রান্সে আমাদের পশম-রপ্তানির পরিমাণ বেড়ে যায় প্রায় সমান অনুপাতে, এবং যেমন দেশে ও বিদেশে, বর্ধমান সংখ্যার দরুন এবং, যাকে চাষীরা বলে "ত্বরিত বংশ-বৃদ্ধি" তার দরুন, ভেড়ার বয়স ক্রমাগত কমে যায় বলে মনে হয়, তেমন আমিও সেই সব লোকের জন্য উদ্বেগ বোধ করি যাদের, এই জ্ঞান ব্যতিরেকে, আমি দেখেছি, এমন সব উদ্যোগে দক্ষতা ও মূলধন খাটাতে, যেগুলি তাদের সাফল্যের জন্য নির্ভর করে এমন একটি উৎপন্নের উপরে যা কেবল বৃদ্ধি করা যায় জৈব নিয়মাবলী অনুযায়ী।·· মনে হয়, সমস্ত কাঁচামালের যোগান ও চাহিদার অনুরূপ পরিস্থিতি অতীতে তুলো ব্যবসায়ে অনেক ওঠানামার জন্য এবং ১৮৫৭ সালের শরৎকালে ইংল্যাণ্ডের তুলো বাজারের অবস্থা—যার ফলাফল

ঘটেছিল নিদারুণ—তাঁর জন্য, দায়ী।"[১] (আর বেকার, রিপোর্টস অব ইন্সপেক্টরস অব ফ্যাক্টরিজ, অক্টোবর ১৮৫৮, পৃঃ ৫৬—৬১)।

১৮৪৯-৫৯ সাল ছিল ওয়েস্ট-রাইডিং পশম শিল্পের, ইয়র্কশায়ারের সুখের কাল। এই শিল্পে নিযুক্ত ছিল ১৮৩৮ সালে ২৯,২৪৬ জন; ১৮৪৩ সালে ৩৭,০০০ জন; ১৮৪৫ সালে ৪৮,০৯৭ জন এবং ১৮৫০ সালে ৭৪,৮৯১ জন ব্যক্তি। ঐ একই জেলায় ছিল ১৮৩৮-এ ২,৭৬৮ খানা; ১৮৪১-এ ১১,৪৫৮ খানা; ১৮৪৩-এ ১৬,৮৭০ খানা; ১৮৪৫-এ ১৯,১২১ খানা এবং ১৮৫০-এ ২৯,৫৩৯ খানা যান্ত্রিক তাঁত। (রিপোর্টস অব ইন্সপেক্টরস অব ফ্যাক্টরিজ, ১৮৫০, পৃঃ ৬০)। পশম শিল্পে এই সমৃদ্ধি সেই ১৮৫০-এর অক্টোবরেই কিছু দুর্লক্ষণ সূচিত করেছিল। তাঁর ১৮৫১ সালের এপ্রিলের রিপোর্টে সাব-ইন্সপেক্টর বেকার লীডস ও ব্রাডফোর্ড সম্পর্কে বলেন, "ব্যবসার অবস্থা কিছুকাল ধরেই রয়েছে এবং এখনো আছে খুবই অসন্তোষজনক। পশমের সুতো-কাটুনীরা ১৮৫০ সালের মুনাফা দ্রুত হারাচ্ছে, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ম্যানুফ্যাক-চারকারীরাও বেশি ভাল করছে না। আমার ধারণা, এখন এত বেশি পশম মেশিনারি অলস পড়ে আছে, এর আগে একই সময়ে আমি যা কখনো দেখিনি এবং শনের সুতো-কাটুনীরাও হাত তুলে নিচ্ছে এবং কাঠামোগুলো বন্ধ রাখছে। বাস্তবিক পক্ষে তন্তুজ-বস্ত্রের ক্ষেত্রে বাণিজ্যের চক্রগুলি এখন চরম অনিশ্চিত, এবং আমার মনে হয় আমরা অচিরেই সত্য বলে দেখব যে··· টাকুগুলির উৎপাদন-ক্ষমতা, কাঁচামালের পরিমাণ, এবং জনসংখ্যার বৃদ্ধির মধ্যে কোনো তুলনাই খাটছে না।" (পৃঃ ৫২)

তুলো শিল্পের ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য। ১৮৫৮ সালের উদ্ধৃত রিপোর্টটিতে আমরা দেখি: "যেহেতু ফ্যাক্টরিগুলিতে শ্রমের ঘণ্টা বেঁধে দেওয়া হয়েছে, সেই হেতু সমস্ত তন্তু-বস্ত্রে পরিভোগ, উৎপাদন, এবং মজুরি পর্যবসিত হয়েছে ত্রৈরাশিকে। ···আমি এখানে উদ্ধৃত করছি তুলো ব্যবসা সম্পর্কে···ব্ল্যাকবার্নের বর্তমান মেয়র মিঃ বেন্‌স-এর একটি সাম্প্রতিক বক্তৃতা থেকে, যিনি এই উপায়ে তাঁর নিজের অঞ্চলের তুলোর পরিসংখ্যানকে পর্যবসিত করেছেন প্রায় সঠিক হিসাবে:—

"প্রত্যেকটি বাস্তব ও যান্ত্রিক অশ্বশক্তি ৪০ ইঞ্চি কাপড়ের জন্য চালনা করবে প্রস্তুতি-সহ ৪৫০টি স্বয়ংক্রিয় 'মিউল'-টাকু, বা ২০০টি 'থ্‌্রশ্‌ল্‌' টাকু, বা ১৫টি তাঁত —পাক দেওয়া, পাট করা ও 'সাইজ' করা সমেত। প্রত্যেকটি অশ্বশক্তি কাজ দেবে সুতো কাটার ক্ষেত্রে ২½ জন কর্মীকে কিন্তু বুননের ক্ষেত্রে ১০ জন ব্যক্তিকে— প্রত্যেককে প্রতি-সপ্তাহে গড়ে পুরো ১০ শিলিং ৬ পেন্স মজুরিতে।··· কাটা এবং বোনা সুতোর গড় 'কাউন্ট' ৩০ শিলিং থেকে ৩২ শিলিং 'টুইস্ট', এবং ৩৪ শিলিং 'ওয়েফ্‌ট্‌' সুতো; এবং প্রতি সপ্তাহে টাকু-পিছু ১৩ আউন্স উৎপাদন ধরলে পাওয়া

১. বলা বাহুল্য, মিঃ বেকারের মত, আমরা ১৮৫৭-র সংকটকে ব্যাখ্যা করি না কাঁচামালের দাম এবং উৎপন্ন দ্রব্যের দামের অসামঞ্জস্যের ভিত্তিতে। এই অসামঞ্জস্যটা নিজেই একটা লক্ষণ, এবং সংকট হচ্ছে একটা সাধারণ সংকট। —এঙ্গেলস।

যাবে সপ্তাহ-প্রতি ৮,২৪,৭০০ স্থতো, যাতে লাগবে ২,০০০ গাঁট তুলো এবং খরচ পড়বে £২৮,৩০০।....এই অঞ্চলে (ব্ল্যাকবার্ন'কে ঘিরে পাঁচ-মাইল ব্যাসার্ধসহ) সপ্তাহে পরিভুক্ত মোট তুলোর পরিমাণ হল ১৫,৩০,০০০ পাউণ্ড বা ৩,৬৫০ গাঁট, যার জন্য খরচ পড়ে £৪৪,৬২৫।...এই পরিমাণটা হচ্ছে যুক্তরাজ্যে মোট তুলো-কাটা স্থতোর আঠারো ভাগের এক ভাগ এবং বিদ্যুৎ-চালিত তাঁতে বোনা কাপড়ের ছয় ভাগের এক ভাগ।'

"অতএব আমরা দেখতে পাই যে, মিঃ বেন্স্-এর হিসাব অনুসারে, যুক্তরাজ্যে মোট তুলোর টাকুর সংখ্যা হল ২,৮৮,০০,০০০ এবং যদি ধরে নেওয়া যায় যে এগুলি কাজ করছে সর্বদা পুরো সময়ের জন্য, তা হলে বছরে পরিভুক্ত তুলোর পরিমাণ হওয়া উচিত ১৪৩,২০,৮০,০০০ পাউণ্ড। কিন্তু যেহেতু ১৮৫৬ ও ১৮৫৭ সালের রপ্তানি বাদ দিয়ে আমদানির পরিমাণ ছিল মাত্র ১০২,২৫,৭৬,৮৩২ পাউণ্ড, সেহেতু অবশ্যই তুলোর যোগানে ঘাটতি ছিল ৪০,৯৫,০৩,১৬৮ পাউণ্ড। যাই হোক, মিঃ বেন্স্, যিনি এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে পত্রালাপ করার সহৃদয়তা দেখিয়েছেন, মনে করেন যে, ব্ল্যাকবার্ন জেলায় ব্যবহৃত তুলোর পরিমাণের উপরে ভিত্তিশীল তুলোর বাৎসরিক পরিভোগ, কেবল স্থতোর কাউণ্টে পার্থক্যের জন্যই নয়, মেশিনারির উৎকর্ষে পার্থক্যের জন্যও, অতিরঞ্জিত করা হতে পারে। তার হিসাবে যুক্ত রাজ্যে তুলোর বাৎসরিক পরিভোগের পরিমাণ ১০০,০০,০০০,০০ পাউণ্ড। কিন্তু তিনি যদি নির্ভুল হন, এবং সত্য সত্যই সেখানে হয় ২,২৫,৭৩,৮৩২ পাউণ্ড পরিমাণ বাড়তি যোগান, তা হলে যোগান ও চাহিদার মধ্যে একটা ভারসাম্য ইতিমধ্যে ঘটে গিয়েছে বলে মনে হয়—যে অতিরিক্ত-সংখ্যক টাকু ও তাঁত কাজের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে তাঁর নিজের অঞ্চলে, এবং এই যুক্তি অনুসারে অন্যান্য অঞ্চলেও, যার কথা মিঃ বেন্স্ বলেছেন, সেগুলিকে হিসাবের মধ্যে না ধরেই।

৩. সাধারণ উদাহরণ। ১৮৬১-৬৫ সালের তুলো-সংকট। প্রাথমিক ইতিহাস: ১৮৪৫-৫০

১৮৪৫। তুলো শিল্পের স্বর্ণযুগ। তুলোর দাম খুবই কম। গত শরৎ ও গ্রীষ্ম-কালে ব্যবসা-ক্ষেত্রে, বিশেষ করে তুলো-জাত স্থতোর ক্ষেত্রে, যে তৎপরতা বিরাজ করেছে, গত আট বছরে আমি তা দেখিনি। গত অর্ধ-বর্ষ ধরে প্রতি সপ্তাহে আমি নোটিস পাচ্ছি কারখানায় কারখানায় নোতুন নোতুন পুঁজি-বিনিয়োগের—নোতুন নোতুন মিল প্রতিষ্ঠার, যে-কয়েকটি মিল বিনা কাজে পড়ে ছিল, সেগুলিতে কাজ শুরু হবার আকারে, কিংবা উপস্থিত মিলগুলির সম্প্রসারণের, বর্ধিত শক্তি নোতুন নোতুন ইঞ্জিন প্রবর্তনের এবং মেশিনারি নির্মাণের আকারে।" ('রিপোর্টস অব ইন্সপেক্টরস অব ফ্যাক্টরিজ', অক্টোবর ১৮৪৫, পৃঃ ১৩।)

১৮৪৬। নালিশের শুরু: "বেশ কিছুকাল ধরে তুলো-কলের মালিকদের কাছ থেকে আমি তাদের ব্যবসার মন্দা অবস্থা সম্পর্কে খুব সাধারণ নালিশ শুনে আসছি·· গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ কয়েকটি কল কমৃতি-সময় কাজ শুরু করেছে, দিনে বারো ঘণ্টার বদলে সচরাচর আট ঘণ্টা; এই ধরনের ঘটনা বেড়েই চলেছে। কাঁচামালের দামে বিরাট বৃদ্ধি ঘটেছে·······তৈরি জিনিসের কোন বৃদ্ধি তো ঘটেইনি, বরং··· তুলোর দামে বৃদ্ধি শুরু হবার আগে যে দাম ছিল, এখন তার চেয়েও তা কমে গিয়েছে। গত চার বছরের মধ্যে তুলোকলের বিপুল বৃদ্ধি থেকে, সেখানে অবশ্যই হয়েছে, এক দিকে, কাঁচামালের জন্য বিরাট ভাবে বর্ধিত চাহিদা এবং, অন্য দিকে, বাজারে তৈরি জিনিসের বিরাট ভাবে বর্ধিত সরবরাহ; এমন দুটি কারণ যা যুগপৎ কাজ করেছে মুনাফার বিরুদ্ধে—অবশ্য ধরে নিয়ে যে কাঁচামালের সরবরাহ এবং তৈরি জিনিসের পরিবর্তিতই থেকে গিয়েছে; কিন্তু অবশ্যই তুলোর সরবরাহে সাম্প্রতিক ঘাটতি এবং স্বদেশে বিভিন্ন বাজারে তৈরি জিনিসের চাহিদায় পড়তির ফলেই বৃহত্তর অনুপাতে।" ('রিপোর্টস অব····ফ্যাক্টরিজ', অক্টোবর ১৮৪৬, পৃঃ ১০।)

কাঁচামালের জন্য ক্রমবর্ধমান চাহিদা স্বভাবতই ঘটুল তৈরি জিনিসে প্লাবিত বাজারের সঙ্গে। প্রসঙ্গতঃ, সে সময়ে শিল্পের সম্প্রসারণ এবং পরবর্তী অচলাবস্থা কেবল তুলো-অঞ্চলগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ১৮৩৬ সালে ব্রাডফোর্ডের মত পশম শিল্পাঞ্চলেও কারখানার সংখ্যা ছিল মাত্র ৩১৮ এবং ১৮৩৬-এ ৪৯০। এই সংখ্যাগুলি কোনক্রমেই উৎপাদনের বাস্তব অগ্রগতিকে প্রকাশ করে না, কারণ উপস্থিত কারখানাগুলিরও সম্প্রসারণ ঘটেছিল। এটা বিশেষ করে সত্য শন-বোনার মিলগুলির বেলায়। "গত দশ বছরে সবাই কম-বেশি অবদান যুগিয়েছে বাজারে পণ্য-বাহুল্য সৃষ্টি করার ব্যাপারে, ব্যবসার বর্তমান অচলাবস্থার জন্য যাকে অনেক পরিমাণে দায়ী করতে হবে। · মন্দা··· স্বাভাবিক ভাবেই ঘটে মিল ও মেশিনের এই রকম দ্রুত বৃদ্ধির ফলে।" ('রিপোর্টস অব ফ্যাক্টরিজ', অক্টোবর ১৮৪৬, পৃঃ ৩০।)

১৮৪৭। অক্টোবরে, টাকা আতঙ্ক। বাট্টা ৮%। এর আগে ঘটেছিল রেলওয়ে জালিয়াতির এবং 'অ্যাকোমোডেশন বিল'-এ 'ইস্ট ইণ্ডিয়ান ফটকা বাজির বিপর্যয়। কিন্তু:

"গত ক'বছরে তুলো পশম ও শনের ব্যবসার বিরাট বিস্তারলাভের হেতু এ জিনিসগুলির চাহিদা বৃদ্ধির সম্পর্কে মিঃ বেকার প্রবেশ করেন কৌতূহলকর পুংখানুপুংখ বিবরণে। তিনি মনে করেন, এই সব কাঁচামালের চাহিদা-বৃদ্ধি, যা ঘটেছে এমন একটি সময়ে যখন ফলন কমে গিয়েছে গড় সরবরাহেরও ঢের নিচে, তা-ই এই শাখাগুলিতে বর্তমান অবস্থা ঘটাবার পক্ষে প্রায় যথেষ্ট কারণ, এমনকি আর্থিক বিশৃংখলার ঘটনাটাকেও তিনি উল্লেখ করেন নি। আমার নিজের পর্যবেক্ষণ এবং ব্যবসা সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত ব্যক্তিদের সঙ্গে আমার কথোপকথনও এটা সমর্থন করে, ঐ সবকটি শাখাই ছিল দারুণ মন্দার অবস্থায়, যখন 'ডিসকাউন্ট' ছিল সহজলভ্য এবং হার ৫%

এবং তারও কম। উল্‌টো, অন্য দিকে, কাঁচামালের যোগান ছিল প্রচুর, দাম ছিল পরিমিত এবং ব্যবসা ছিল খুবই তেজী · গত দু-তিন সপ্তাহ অবধি, যখন, কোনো সন্দেহ নেই যে আর্থিক বিশৃংখলা আহত করেছে কেবল বাস্তবিকই ঐ ম্যানুফ্যাকচারে নিযুক্ত ব্যক্তিদেরই না, উপরন্তু আরো ব্যাপক ক্ষেত্রে সৌখীন সামগ্রীর ম্যানুফ্যাকচার-কারীদেরও, যারা ছিল রেশম-তন্তু বিক্রেতার বিরাট খরিদ্দার। প্রকাশিত বিবরণী থেকে দেখা যায় যে গত তিনবছরে তুলো ব্যবসা বেড়ে গিয়েছিল ২৭ শতাংশ। অতএব তুলো বৃদ্ধি পেয়েছে, গোটাসংখ্যায়, পাউণ্ড প্রতি ৪ পেন্স থেকে ৬ পেন্স এবং বর্ধিত সরবরাহের দরুন, সুতো তখনো তার আগেকার দামের তুলনায় ভগ্নাংশমাত্র বেশি। পশম ব্যবসা বাড়তে শুরু করেছিল ১৮৪৬ সালে, যখন থেকে ইয়র্কশায়ার তার এই জিনিসটির ম্যানুফ্যাকচার বাড়িয়েছে শতকরা ৪০ ভাগ, কিন্তু স্কটল্যাণ্ডে ঘটেছে আরো বৃহৎ বৃদ্ধি। লম্বা পশমের সুতোর ব্যবসা[১] বৃদ্ধি পেয়েছে আরো বেশি। হিসাবের ফলে পাওয়া যায় একই সময়কালের মধ্যে ৭৪ শতাংশেরও উপরে বৃদ্ধি। সুতরাং কাঁচা পশমের ব্যবহারে বৃদ্ধি ঘটেছে বিপুল। ১৮৩৯ সাল থেকে শনের ব্যবহার ইংল্যাণ্ডে বেড়েছে ২৫ শতাংশ, স্কটল্যাণ্ডে ২২ শতাংশ এবং আয়র্ল্যাণ্ডে প্রায় ৯০ শতাংশ[২], খারাপ ফলনের প্রেক্ষিতে এর ফল দাঁড়িয়েছে এই যে কাঁচামাল বেড়ে গিয়েছে টনপিছু £১০, যখন সুতোর দাম কমে গিয়েছে বাণ্ডিল পিছু ৬ পেন্স।" ('রিপোর্টস অব ফ্যাক্টরিজ', অক্টোবর ১৮৪৭, পৃঃ ৩০-৩১)।

১৮৪৯। ১৮৪৮ সালের শেষ দিক থেকে ব্যবসায়ে পুনর্জাগরণ দেখা দিল। "শনের দাম যা ছিল এত কম যে ভবিষ্যতে যা কিছু ঘটুক না কেন, তাতেই একটা যুক্তিসঙ্গত মুনাফা ছিল প্রায় অবধারিত, তা মানুফ্যাকচারকারীকে উৎসাহিত করল খুব নিশ্চিত গতিতে তার কাজ চালিয়ে যেতে।·· বছরের শুরুর দিকে পশম-দ্রব্যাদির ম্যানুফ্যাকচারকারীরা কিছু কালের জন্য ছিল অত্যন্ত ব্যস্ত। ··আমার আশংকা, পশম-দ্রব্যের 'কনসাইনমেণ্ট' প্রায়ই গ্রহণ করে আসল চাহিদার স্থান এবং বাহ্যিক সমৃদ্ধির কালগুলি, অর্থাৎ চাহিদার কাল নয়। কোনো কোনো মাসে লম্বা পশমী সুতীদ্রব্যের ব্যবসা হয়েছে অতি মাত্রায় ভাল, বস্তুতঃ পক্ষে সমৃদ্ধিশালী।···উল্লিখিত পর্বের সূচনায়, পশম ছিল খুব নিচু; কাটুনীরা যা কিনত, সস্তায় কিনত এবং বেশি বেশি পরিমাণে।

১. ইংল্যাণ্ডে পশমের তৈরি জিনিস যা খাটো পশম থেকে সুতো কাটে এবং তা বোনে (প্রধান কেন্দ্র লীডস) এবং যা লম্বা পশম থেকে সুতো কাটে এবং তা বোনে (প্রধান কেন্দ্র ইয়র্কশায়ারের ব্রাডফোর্ড)—এই দুয়ের মধ্যে তীক্ষ্ণ পার্থক্য করা হয়। —এঙ্গেলস।

২. আয়র্ল্যাণ্ডে মেশিনে তৈরী সুতোর এই দ্রুত প্রসার, জার্মানির হস্ত নির্মিত সুতোর প্রসারের ক্ষেত্রে হয়েছে মৃত্যু সম আঘাত (সাইলেসিয়া, লুসাটিয়া এবং ওয়েস্টফেলিয়া)—এঙ্গেলস।

বসন্তকালীন পশমের বিক্রির সঙ্গে যখন পশমের দাম বাড়লো, তখন কাটুনীরা সুবিধা পেল এবং, তৈরি দ্রব্যাদির চাহিদা প্রভূত ও আবশ্যিক হওয়ায়, তা বজায় রাখল।" ('রিপোর্টস অব…ফ্যাক্টরিজ', এপ্রিল ১৮৪৯, পৃ: ৪২।)

"আমরা যদি ব্যবসার অবস্থায় অদল-বদলের দিকে তাকাই যা দেশে ঘটেছে এখন থেকে তিন চার বছরের সময় কালের মধ্যে, তা হলে আমার মনে হয় যে আমরা নিশ্চয়ই স্বীকার করব যে কোথাও একটা বিরাট ব্যাঘাত-সৃষ্টিকারী কারণ রয়েছে… কিন্তু বর্ধিত মেশিনারির বিপুল উৎপাদিকা শক্তি কি একই কারণের সঙ্গে আরেকটি উপাদান যুক্ত করতে পারে না?" ('রিপোর্টস অব…ফ্যাক্টরিজ', এপ্রিল ১৮৪৯, পৃ: ৪২, ৪৩।)

১৮৪৮-এর নভেম্বরে এবং ১৮৪৯-এর মে এবং গ্রীষ্মকালে, একটানা অক্টোবর অবধি ব্যবসা সমৃদ্ধি লাভ করল। "লম্বা আঁশের পশমী জিনিসের ব্যবসা, যে শিল্পের বিরাট মধুচক্র হল ব্রাডফোর্ড এবং হ্যালিফ্যাক্স, সেই ব্যবসাটাই হয়েছে সবচেয়ে তৎপর; এখন তা যে মাত্রায় পৌঁছেছে, অতীতে কখনো তা সেই মাত্রায় পৌঁছায় নি।…ফটকাবাজি, এবং তুলো পশমের সম্ভাব্য সরবরাহ সম্পর্কে অনিশ্চয়তা অন্য যে কোনো ব্যাপারের তুলনায় বেশি উত্তেজনা এবং আরো ঘন ঘন পরিবর্তন ঘটাত ম্যানুফ্যাকচারের সেই শাখার পরিস্থিতিতে।…বর্তমানে মোটা রকমের তুলোজাত দ্রব্যাদির ভাণ্ডার এমন পরিমানে জমে গিয়েছে, তার ফলে অপেক্ষাকৃত ছোট সুতোকল মালিকেদের পক্ষে দুঃশ্চিন্তা দেখা দিয়েছে এবং তাদের কয়েক জন কমতি সময়ের জন্য কল চালাতে বাধ্য হওয়ায় ইতিমধ্যেই তাদের স্বার্থ ব্যাহত হচ্ছে।" ('রিপোর্টস অব…ফ্যাক্টরিজ,' অক্টোবর ১৮৪৯, পৃ: ৬৮-৬৫।)

১৮৫০। এপ্রিল। ব্যবসা ভালই চলছে। ব্যতিক্রম: "তুলো ব্যবসার এক অংশে দারুণ মন্দা…যার জন্য দায়ী করা যায় কাঁচা-মালের সরবরাহে স্বল্পতাকে, বিশেষ করে সেই শাখাকে, যা নিযুক্ত আছে নিচু নম্বরের সুতো বোনার কিংবা ভারি তুলোজাত জিনিসপত্র তৈরির কাজে। এমন একটা ভয় পোষণ করা হচ্ছে যে, লম্বা আঁশের পশম শিল্পের জন্য সম্প্রতি নির্মিত বর্ধিত মেশিনারিও একই প্রতিক্রিয়া ঘটাতে পারে। মিঃ বেকার হিসাব করে দেখিয়েছেন যে, একমাত্র ১৮৪০ সালেই পশম-তাঁতগুলি তাদের উৎপন্ন বৃদ্ধি করেছে ৪০ শতাংশ এবং টাকু ২৫ বা ৩০ শতাংশ এবং তারা এখনো বৃদ্ধি করে চলেছে একই হারে।" ('রিপোর্টস অব…ফ্যাক্টরিজ,' এপ্রিল ১৮৫০, পৃ: ৫৪।)

১৮৫০। অক্টোবর। "কাঁচা তুলোর উঁচু দাম…এখনো ম্যানুফ্যাকচারের এই শাখায় বেশ মন্দা ঘটিয়ে চলেছে, বিশেষ করে সেই সব ধরনের জিনিসের ক্ষেত্রে, যেগুলিতে উৎপাদন-খরচের একটা বড় অংশ যায় কাঁচামালের খাতে।…কাঁচা রেশমের দামে বিরাট অগ্রগতি ঐ শিল্পের বহু শাখায় মন্দা ঘটিয়েছে।" ('রিপোর্টস অব…ফ্যাক্টরিজ', অক্টোবর ১৮৫০, পৃ: ১৪।)

এবং ঐ একই রিপোর্টের ৩১ এবং ৩৩ পৃষ্ঠায় আমরা দেখতে পাই যে আয়ার্ল্যাণ্ডে শণ বৃদ্ধির সহায়তা ও উন্নয়নের জন্য গঠিত রয়্যাল কমিশনের কমিটি আগেই বলেছিল যে, শণের উচ্চ দাম এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যের দামের নিম্ন মান পরবর্তী বছরের শণ উৎপাদনের বহুল বৃদ্ধির নিশ্চয়তা সৃষ্টি করেছিল।

১৮৫৩। এপ্রিল। বিপুল সমৃদ্ধি। এল. হর্নার তাঁর রিপোর্টে বলেন: "গত সতের বছর ধরে ল্যাঙ্কাশায়ারের শিল্পাঞ্চলগুলির সঙ্গে আমার সরকারি পরিচয়; কিন্তু এর মধ্যে কোনো সময়েই আমি এমন সর্বব্যাপ্ত সমৃদ্ধি দেখিনি; প্রত্যেক শাখাতেই অসাধারণ তৎপরতা।" ('রিপোর্টস অব ···ফ্যাক্টরিজ', এপ্রিল ১৮৫৩, পৃঃ ১৯।)

১৮৫৩। অক্টোবর। তুলো শিল্পে মন্দাভাব। "অধিক উৎপাদন ('রিপোর্টস অব ···ফ্যাক্টরিজ' অক্টোবর ১৮৫৩, পৃঃ ১৫।)

১৮৫৪। এপ্রিল। "পশম ব্যবসা যদিও খুব তেজী নয়, তবু তা দিয়েছে এই তত্ত্বের উপরে ভিত্তিশীল সমস্ত কারখানাকে পুরো সময়ের কাজ এবং এই একই মন্তব্য করা যায় তুলো কারখানাগুলির ক্ষেত্রেও। গত অর্ধ-বর্ষ যাবৎ লম্বা আঁশের পশম শিল্পের অবস্থা সাধারণ ভাবে ছিল অসন্তোষজনক ও অনিশ্চিত। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের দরুন রাশিয়া থেকে কাঁচামালের সরবরাহ হ্রাস পাবার ফলে শণের ম্যানুফ্যাকচার গুরুতর ভাবে ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনা।" ('রিপোর্টস অব ফ্যাক্টরিজ, এপ্রিল ১৮৫৪, পৃঃ ৩৭।)

১৮৫৯। "স্কটল্যাণ্ডের শণ অঞ্চলগুলিতে ব্যবসায়ে এখনো মন্দা চলছে—কাঁচামাল দুষ্প্রাপ্য এবং সেই সঙ্গে দুর্মূল্য এবং গত বছরে বাল্টিকে—যেখান থেকে আমাদের প্রধান প্রধান সরবরাহ আসে—সেখানে ফলনের মান অপকৃষ্ট হবার ফলে—এই অঞ্চলের ব্যবসার ক্ষতিকর প্রভাব, যা হোক পাট—যা অনেক মোটা কাপড়ে ক্রমে ক্রমে শণের জায়গা দখল করে নিচ্ছে—তা দামেও খুব চড়া নয়, সরবরাহের খুব স্বল্প নয়···ডাণ্ডির এখন প্রায় অর্ধেক মেশিনারি নিযুক্ত আছে পাটের কাজে।" ('রিপোর্টস অব · ফ্যাক্টরিজ', এপ্রিল ১৮৫৯, পৃঃ ১৯।)—"কাঁচা মালের উঁচু দামের দরুন, শণ-বুননে এখন আর মোটেই খরচ পোষায় না, এবং যখন বাকি সব মিল চলছে পুরো সময় ধরে, তখন শণ মেশিনারি বন্ধ হয়ে যাবার বেশ কয়েকটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।····পাট বুনন বরং এখন বেশ সন্তোষজনক অবস্থায়, যার কারণ তার দামে সাম্প্রতিক হ্রাস, যা এখন নেমে এসেছে একটি পরিমিত মাত্রায়।" ('রিপোর্টস অব : ফ্যাক্টরিজ', অক্টোবর ১৮৫৯ পৃঃ ২০।)

১৮৬১—৬৪। আমেরিকার গৃহ-যুদ্ধ। তুলা দুর্ভিক্ষ কাঁচামালের স্বল্পতা ও মহার্ঘতার ফলে উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাতের একটি দৃষ্টান্ত।

১৮৬০। এপ্রিল। "ব্যবসার অবস্থা সম্পর্কে আমি আপনাদের একথা জানাতে পেরে খুশি যে, কাঁচামালের উঁচু দাম সত্ত্বেও, রেশম বাদে, বাকি সবরকম বস্ত্রের

উৎপাদন গত অর্ধ-বৎসরে বেশ ভাল ভাবেই সচল ছিল। কয়েকটি তুলো-অঞ্চলে কর্মীর জন্য বিজ্ঞাপন দিতে হয়েছিল, এবং কর্মীরা সেখানে এসেছে নরফোক এবং অন্যান্য গ্রামীণ অঞ্চল থেকে। ব্যবসার প্রতিটি ক্ষেত্রেই কাঁচামালের দারুণ স্বল্পতা ঘটেছে বলে মনে হয়। একমাত্র কাঁচামালের অভাবই আমাদের সীমার মধ্যে আটকে রেখেছে। আমার ধারণা যে তুলো ব্যবসায়ে নোতুন মিলের প্রতিষ্ঠা, নোতুন বিস্তার-ব্যবস্থার গঠন এবং কর্মীর জন্য চাহিদা আর কখনো এর বেশি হয়নি। সর্বত্রই কাঁচামালের জন্য নোতুন তৎপরতা।" ('রিপোর্টস অব…ফ্যাক্টরিজ', এপ্রিল, ১৮৬০, পৃঃ ৫৭।)

১৮৬০। অক্টোবর। তুলো, পশম এবং শণের অঞ্চলগুলিতে ব্যবসার অবস্থা ভাল ; বস্তুতঃ পক্ষে, আয়ার্ল্যাণ্ডে নাকি অবস্থা খুবই ভাল—এক বছরেরও বেশি কাল ধরে, কাঁচামালের দাম যদি এত বেশি না হত, তা হলে তা নাকি হত আরো ভাল। তাদের চাহিদার সঙ্গে শণের সরবরাহের সামঞ্জস্য ঘটবে—এই আশায় শণ-কলের মালিকেরা রেলপথের কল্যাণে ভারতের উন্মোচন এবং কৃষিতে অগ্রগমনের প্রতি উৎকণ্ঠিত ভাবে তাকিয়ে আছে।" ('রিপোর্টস… অব ফ্যাক্টরিজ', অক্টোবর, ১৮৬০, পৃঃ ৩৭।)

১৮৬১। এপ্রিল। "ব্যবসার অবস্থায় বর্তমানে মন্দা।…কয়েকটা তুলো-কল কমতি সময় কাজ করছে এবং অনেকগুলি রেশমকলই কেবল আংশিকভাবে চালু রয়েছে। কাঁচামালের দাম চড়া। বস্ত্র উৎপাদনের প্রায় সব শাখাতেই এর দাম তার চেয়ে বেশি।" ('রিপোর্টস অব…ফ্যাক্টরিজ' এপ্রিল ১৮৬১, পৃঃ ৩৩।)

১৮৬০ সালে এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে তুলো-শিল্পে অতি-উৎপাদন চলছে। পরবর্তী ক'বছরে তার ফল বোঝা গেল। "১৮৬০ সালের অতি-উৎপাদনকে আত্মীকৃত করতে বিশ্বের বাজারগুলির লেগেছিল দুই থেকে তিন বছর।" ('রিপোর্টস অব ফ্যাক্টরিজ' ডিসেম্বর ১৮৬৩, পৃঃ ১২৭।) "১৮৬০ সালের শুরুতে প্রাচ্যে তুলোজাত দ্রব্যাদির বাজারে মন্দার অবস্থা ব্ল্যাকবার্নের ব্যবসার উপরে বিস্তার করেছিল অনুরূপ প্রভাব, যেখানে প্রায় একান্ত ভাবে প্রাচ্যে পরিভোগ্য বস্ত্র উৎপাদনের জন্য সচরাচর ব্যস্ত থাকে ৩০,০০০ বিদ্যুৎ-চালিত তাঁত। কাজে কাজেই, তুলো অবরোধের ফলাফল বোঝার আগে অনেক মাস ধরেই শ্রমের চাহিদা ছিল সীমাবদ্ধ।… সৌভাগ্যক্রমে, এর ফলে বহু সুতো-কল মালিকও ম্যানুফ্যাকচারকারী সাধারণ সর্বনাশ থেকে রক্ষা পেয়েছিল। যতদিন 'স্টক' ধরে রাখা হত, তত দিন তার মূল্য বৃদ্ধি পেত, এবং তার ফলে সম্পত্তির মূল্যে তেমন কোনো আতঙ্কজনক অবচয় ঘটত না, এমন সংকটের সময় যার জন্য অপেক্ষা করা অযৌক্তিক হত না।" ('রিপোর্টস অব ফ্যাক্টরিজ, অক্টোবর ১৮৬২, পৃঃ ২৯ ৩১।)

১৮৬১। অক্টোবর। "কিছু দিন ধরে ব্যবসায়ে চলছে খুবই মন্দার অবস্থা।…বস্তুতঃ পক্ষে এটা মোটেই অসম্ভব নয় যে শীতের মাসগুলিতে অনেক প্রতিষ্ঠানকেই

দেখা যাবে খুবই কমতি সময়ের জন্য কাজ করতে। যাই হোক, এটা আগে থেকেই অনুমান করা যেত⋯যে কারণগুলি আমেরিকা থেকে আমাদের স্বাভাবিক তুলো-সরবরাহ এবং আমাদের রপ্তানি ব্যাহত করছে, সেগুলি নির্বিশেষে, গত তিন বছর ধরে বিপুল উৎপাদন-বৃদ্ধি এবং ভারত ও চীনের বাজারের অস্থির অবস্থার ফলে আসন্ন শীতে কমতি সময় অবশ্যই বজায় রাখতে হত।" ('রিপোর্টস অব⋯ফ্যাক্টরিজ,' অক্টোবর ১৮৬১, পৃঃ ১৯।)

ঝরতি তুলো। পূর্বভারতীয় তুলো (সুরাট)। শ্রমিকদের মজুরির উপরে প্রভাব। মেশিনারির উন্নয়ন। তুলোর সঙ্গে মাড়-ময়দা ও খনিজ বিকল্পের সংযোজন। শ্রমিকদের উপরে মাড়-ময়দা সাইজ করার ফল। সূক্ষ্মতর মানের সুতো ম্যানুফ্যাকচারকারী। ম্যানুফ্যাকচারকারীদের প্রতারণা।

"একজন ম্যানুফ্যাকচারকারী আমাকে এই রকম লেখেন: মাকু-পিছু পরিভোগের হিসাব প্রসঙ্গে, আমার সন্দেহ হয় আপনি এই ঘটনাটি যথেষ্ট ভাবে গণনার মধ্যে নেন কিনা যে তুলোর দাম যখন বেশি, তখন সাধারণ সুতোর (ধরুন ৪০ শি অবধি) (প্রধানতঃ ১২ শি থেকে ৩২ শি) প্রত্যেক কাটুনী তার 'কাউন্ট' যথাসাধ্য বৃদ্ধি করবে, অর্থাৎ যেখানে সে কাটত ১২ শি সেখানে কাটবে ১৬ শি, ১৬ শি-এর পরিবর্তে ২২ শি ইত্যাদি ইত্যাদি; এবং যে ম্যানুফ্যাকচারকারী এই সব সূক্ষ্ম সুতো ব্যবহার করবে, সে তার কাপড়ের সঙ্গে ততটা বেশি 'সাইজ' যোগ করে তার ওজনটাকে রেওয়াজ-মাফিক করে তোলে। এই উপায়টিকে ব্যবসায়ীরা এখন এমন মাত্রায় কাজে লাগায় যা এমনকি কলঙ্কজনক। আমি খুব প্রামাণ্য সূত্র থেকে জেনেছি যে রপ্তানির জন্য তৈরি মামুলি শার্টের কাপড়, যার ওজন ৮ পাউণ্ড, তা তৈরি হয় ৫¼ পাউণ্ড তুলো এবং ২¾ পাউণ্ড 'সাইজ' দিয়ে। অন্যান্য ধরনের কাপড়ে অনেক সময়ে যোগ করা হয় এমনকি শতকরা ৫০ ভাগ অবধি 'সাইজ' সুতরাং একজন ম্যানুফ্যাকচারকারী এই বলে গর্ব করতে পারে, এবং বাস্তবিকই করেও থাকে, যে সুতো দিয়ে সে কাপড় তৈরি করে, সেই সুতোর জন্য যে টাকা সে দেয়, তার চেয়ে কম টাকায় সেই কাপড় বিক্রি করে ও সে ধনবান হয়।" ('রিপোর্টস অব⋯ফ্যাক্টরিজ', এপ্রিল ১৮৬৪, পৃঃ ২৭।)

"আমি এমন বিবৃতিও পেয়েছি যে সুরাট তুলোর সুতোকে পাট করার জন্য যে 'সাইজ' ব্যবহার করা হয় এবং যা আগের মত একই জিনিস দিয়ে, অর্থাৎ ময়দা দিয়ে, তৈরি হয় না, সেই 'সাইজ'-কেই শ্রমিকেরা দাবি করে তাদের অসুখ-বিসুখ বৃদ্ধির জন্য। যাই হোক, ময়দার এই বিকল্পটি নাকি এই বিরাট সুবিধাটি করে দেয় যে তা ব্যবহারের ফলে তৈরি কাপড়ের ওজন বিপুল ভাবে বেড়ে যায়, ১৫ পাউণ্ড কাঁচামাল দিয়ে কাপড়

বুনলে তার ওজন বেড়ে দাঁড়ায় ২০ পাউণ্ড। ('রিপোর্টস অব…ফ্যাক্টরিজ,' অক্টোবর, ১৮৬৩।) এই বিকল্প বস্তুটি হল গুঁড়ো করা 'ট্যালকাম', যাকে বলা হয় "চায়না ক্লে", বা 'জিপসাম', যাকে বলা হয় "ফ্রেঞ্চ, চক।" "তন্তুবায়দের" (অর্থাৎ কর্মীদের) উপার্জন মযদার বদলে এই বিকল্প বস্তু ব্যবহারের ফলে অনেকটা কমে গেল। এই 'সাইজিং', যা সুতোকে ওজন দেয়, তা তাকে শক্ত ও ভঙ্গুরও করে। তাঁতে 'টানা'র প্রত্যেকটি সুতো তাঁতের একটি অংশের মধ্য দিয়ে যায়, যাকে বলা হয় "হিল্‌ড্‌", যা গঠিত হয় জোরালো সুতো দিয়ে যাতে 'টানা-কে যথাস্থানে ধরে রাখতে পারে; এবং 'টানা' শক্ত অবস্থায় থাকায় 'হিল্‌ড্‌'-এর সুতোগুলি ঘন ঘন ছিঁড়ে যায়; এবং যত বার ছিঁড়ে যায় তত বার তাকে বেঁধে দিতে তন্তুবায়ের পাঁচ মিনিট করে সময় লাগে; এবং আগে যত বার এ কাজ করতে হত এখন তার অন্ততঃ দশগুণ বার তা করতে হয়; এর ফলে কাজের সময়ের মধ্যে তাঁতের উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায়।" (ঐ, পৃঃ ৪২-৪৩।)

"অ্যাশটন, স্ট্যালিব্রিজ, মোস্‌লে, ওল্‌ড্‌হ্যাম ইত্যাদিতে কাজের সময়ের এই হ্রাস ঘটেছে পুরো এক-তৃতীয়াংশ এবং প্রতি সপ্তাহেই ঘণ্টা কমে যাচ্ছে। সময়ের এই হ্রাসের সঙ্গে যুগপৎ অনেক বিভাগে মজুরিতেও হ্রাস ঘটে।" ('রিপোর্টস অব… ফ্যাক্টরিজ', অক্টোবর ১৮৬১, পৃঃ ১২-১৩।) ১৮৬১-র গোড়ার দিকে ল্যাঙ্কাশায়ারের কোন কোন অংশে কলের তাঁতের তাঁতীদের ধর্মঘট হয়েছিল। বেশ কয়েকজন ম্যানুফ্যাকচারকারী ৫ থেকে ৭.৫ শতাংশ মজুরি হ্রাস ঘোষণা করেছিল। কর্মীরা দাবি করেছিল কাজের সময় কমানো হলেও মজুরি-কাঠামো একই থাক। এটা মঞ্জুর হল না, এবং ধর্মঘট ডাকা হল। এক মাস পরে কর্মীদের মেনে নিতে হল। মজুরি-হ্রাস, যা অবশেষে কর্মীরা মেনে নিল, তা ছাড়াও, অনেক মিল এখন চালানো হচ্ছে কমতি সময়ের জন্য।" ('রিপোর্টস অব · ফ্যাক্টরিজ', এপ্রিল, ১৮৬১, পৃঃ ২৩।)

১৮৬২। এপ্রিল। "আমার সর্বশেষ রিপোর্টের সময় থেকে কর্মীদের দুর্দশা ঢের বেশি বেড়ে গিয়েছে; কিন্তু ম্যানুফ্যাকচারের ইতিহাসের কোনো পর্বেই এত আকস্মিক, এত কঠোর দুর্দশা এমন নীরব নির্লিপ্ততা সহকারে, এমন ধৈর্যশীল আত্মমর্যাদা সহকারে বহন করা হয়নি।" ('রিপোর্টস অব…ফ্যাক্টরিজ', এপ্রিল ১৮৬২, পৃঃ ১০।) "এই তারিখে সম্পূর্ণ কর্মহীন কর্মীর আনুপাতিক সংখ্যা ১৮৪৮ সালের চেয়েও বেশি বলে মনে হয়, যখন ম্যানুফ্যাকচারকারীদের মধ্যে আশংকা সৃষ্টি করার মত যথেষ্ট কারণ সহ একটা মামুলি আতঙ্ক দেখা দিয়েছিল, এই আশংকা এত বেশি হয়েছিল যে আজকে যেমন সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হয়, তখনো তুলো ব্যবসার অবস্থা সংক্রান্ত অনুরূপ পরিসংখ্যান সংকলনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল।…১৮৪৮-এর মে মাসে ম্যাঞ্চেস্টারে কর্মহীন তুলো-মিল মজুরের আনুপাতিক সংখ্যা ছিল সচরাচর কর্মনিযুক্ত মজুরদের সংখ্যার ১৫ শতাংশ, কমতি সময়ের জন্য নিযুক্ত ছিল ১২ শতাংশ আর পুরো সময়ের কাজে ছিল ৭০ শতাংশ। বর্তমান বৎসরের ২৮শে মে,

সচরাচর নিযুক্ত ব্যক্তিদের সমগ্র সংখ্যার মধ্যে ১৫ শতাংশ কর্মহীন, ৩৫ শতাংশ কম্‌তি সময়ের কর্মী, এবং ৪৯ শতাংশ পুরো সময়ের জন্ত কর্মরত। অন্যান্য কিছু জায়গায়, যেমন স্টকপোর্টে, কমতি সময়ের কর্মী এবং বেকারদের সংখ্যা আরো বেশি, আর পুরো সময়ের কর্মীদের সংখ্যা আরো কম," কেননা সেখানে বোনা হয় ম্যাঞ্চেস্টারের চেয়ে মোটা রকমের কাপড় (পৃঃ ১৬)।

১৮৬২। অক্টোবর। "পার্লামেন্টে পেশ করা সর্বশেষ 'রিটার্ন' থেকে আমি দেখতে পাই যে ১৮৬১ সালে যুক্তরাজ্যে তুলো কারখানার সংখ্যা ছিল ২,৮৮৭; তার মধ্যে ২,১০৯টি ছিল আমার জেলায় (ল্যাঙ্কাশায়ার এবং চেশায়ারে)। আমি জানতাম যে আমার জেলায় ২,১০৯টি কারখানার মধ্যে একটা অতি বৃহৎ অনুপাতই ছিল খুবই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান, যা কাজ দিত সামান্য কিছু ব্যক্তিকে, কিন্তু আমি দেখে আশ্চর্য হয়েছি সেই অনুপাত কত বৃহৎ। ৩৯২টিতে, কিংবা ১৯ শতাংশে বাষ্প-ইঞ্জিন বা জল-চক্র ১০ অশ্বশক্তিরও নীচে; এবং ১,৩৭২টিতে ২০ অশ্বশক্তি বা তার উপরে।... এই ছোট ছোট ম্যানুফ্যাকচারকারীদের মধ্যে একটি বৃহৎ অনুপাত—গোটা সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ—এই সে দিন পর্যন্ত নিজেরাই ছিল কর্মী; পুঁজির উপরে এই লোকগুলির কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। অতএব আসল বোঝাটা বইতে হয় বাকি দুই-তৃতীয়াংশকে।" ('রিপোর্টস অব... ফ্যাক্টরিজ', অক্টোবর ১৮৬২, পৃঃ ১৮, ১৯।)

একই রিপোর্ট অনুযায়ী, ল্যাঙ্কাশায়ার এবং চেশায়ারের তুলো-কলে নিযুক্ত কর্মীদের ৪০,১৪৬ জন, বা ১১.৩ শতাংশ তখন কাজ করছিল পূর্ণ সময়ের জন্য, এবং ১,৩৪,৭৬৭ জন বা ৩৮ শতাংশ, কাজ করছিল আংশিক সময়ের জন্য; এবং ১,৭৯,৭২১ জন বা ৫০.৭ শতাংশ ছিল বেকার। ম্যাঞ্চেস্টার এবং বোল্টন থেকে 'রিটার্ন'গুলি বাদ দেবার পরে—যেখানে প্রধানতঃ সূক্ষ্মতর মানের সুতো কাটা হত, যে লাইনটা তুলো-দুর্ভিক্ষের দ্বারা সামান্যই ক্ষুন্ন হয়েছে—ব্যাপারটা দেখাচ্ছে আরো বেশি প্রতিকূল; যথা, পূর্ণ নিযুক্ত ৮.৫%, আংশিক নিযুক্ত ৩৮% এবং বেকার ৫৩.৫% (পৃঃ ১৯, ২০)।

"ভাল বা খারাপ তুলো দিয়ে কাজ করার কর্মীর পক্ষে বাস্তব পার্থক্য ঘটে। বছরের গোড়ার দিকে, যখন ম্যানুফ্যাকচারকারীরা চেষ্টা করত পরিমিত দামের তুলো যে যতটা সংগ্রহ করতে পারত তার সাহায্যে মিল চালু রাখতে, তখন যে সব মিলে আগে ভাল তুলো ব্যবহার করা হত সেগুলিতে অনেক বাজে তুলোও আনা হল এবং কর্মীদের মজুরিতে পার্থক্য এত বেশি হল যে অনেক ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হল—এই কারণে যে পুরনো হারে তারা দিনের ন্যায্য মজুরি আয় করতে পারে না।....কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরো সময় কাজ করেও, বাজে তুলো দিয়ে কাজ করার দরুন পার্থক্য হত এত বেশি যে তা হত অর্ধেকের সমান (পৃঃ ২৭)।

১৮৬৩। এপ্রিল। "এই বছরে দেশের তুলো-কর্মীদের অর্ধেকের চেয়ে বেশি সংখ্যার পুরো কাজ মিলবে না। ('রিপোর্টস অব....ফ্যাক্টরিজ', এপ্রিল ১৮৬৩, পৃঃ ১৪।)

"ম্যানুফ্যাকচারকারীরা এখন যা ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছে, সেই সুরাট তুলোর বিরুদ্ধে একটি গুরুতর আপত্তি এই যে, ম্যানুফ্যাকচারের প্রক্রিয়ায় মেশিনারির গতিবেগ দারুণ ভাবে হ্রাস পায়। গত ক'বছর ধরে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে মেশিনারির গতিবেগ বৃদ্ধি করার, যাতে করে একই মেশিনারি উৎপাদন করতে পারে অধিকতর কাজ; সুতরাং গতিবেগের হ্রাস হয়ে ওঠে এমন একটি সমস্যা যা আঘাত করে কর্মী এবং ম্যানুফ্যাকচারকারী উভয়কেই; কেননা কর্মীদের প্রধান অংশকে মজুরি দেওয়া হয় কৃত কাজ অনুযায়ী; যেমন সুতো-কাটুনীকে মজুরি দেওয়া হয় তার কাটা সুতোর পাউণ্ডের হিসাবে, তাঁতীকে দেওয়া হয় তার বোনা কাপড়ের 'পিস' হিসাবে, এমনকি অন্যান্য শ্রেণীর শ্রমিকেরা, যাদের মজুরি দেওয়া হয় সপ্তাহের হিসাবে, তাদের ক্ষেত্রেও, উৎপাদিত জিনিস কমে যাওয়ায়, মজুরিও কমে যায়। বর্তমান বৎসরে তুলোকল কর্মীদের উপার্জন সম্পর্কে আমি যেসব তদন্ত করেছি এবং যেসব বিবৃতি আমার হাতে এসেছে, আমি দেখতে পাচ্ছি যে আগেকার তুলনায় তাদের মজুরি ২০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে; কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই হ্রাসের পরিমাণ এমনকি ৫০ শতাংশ অবধি—১৮৮১ সালে যে হার চালু ছিল সেই একই হারের হিসাবে" (পৃঃ ১৩)। "...উপার্জনের অঙ্ক নির্ভর করে...যে-সামগ্রীর উপরে কাজ করা হয় তার প্রকৃতির উপরে।... উপার্জনের পরিমাণের ব্যাপারে কর্মীদের অবস্থান গত বৎসর এই সময়ে যা ছিল, তার চেয়ে এখন (অক্টোবর ১৮৬৩) ঢের বেশি ভাল। মেশিনারির উন্নতি ঘটেছে, সামগ্রীটা ভাল ভাবে জানা হয়েছে এবং গোড়ায় যে সব সমস্যা নিয়ে হিমসিম খেতে হত কর্মীরা এখন সেগুলিকে ভাল ভাবে অতিক্রম করতে শিখেছে। গত বসন্তে প্রেস্টনে একটি সেলাইয়ের ইস্কুলে (বেকারদের জন্য একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান) যাবার কথা আমার মনে পড়ে, যেখানে দুজন তরুণী মেয়ে, তারা সপ্তাহের ৪ শিলিং উপার্জন করতে পারবে—ম্যানুফ্যাকচারকারীর এই বিবৃতির ভিত্তিতে যাদের আগের দিন পাঠানো হয়েছিল একটি তাঁতশালায়, তারা ঐ ইস্কুলে আবার ভর্তি হবার জন্য গিয়েছিল; তারা নালিশ জানায় যে তারা সপ্তাহে ১ শিলিংও উপার্জন করতে পারত না। আমাকে বলা হয়েছে 'স্বয়ংক্রিয় তদারককারীদের' কথা...যারা তদারক করত এক জোড়া স্বয়ংক্রিয় 'মিউল' এর পক্ষ-কালের পুরো কাজের শেষে উপার্জন করত ৮ শিলিং ১১ পেন্স; এই অঙ্কটা থেকে আবার বাদ যেত বাড়ি ভাড়া, যার অর্ধেকটা আবার ম্যানুফ্যাকচারকারী ফিরিয়ে দেয় দান হিসাবে। (অহো, কী সদাশয়!) তদারককারীরা নিয়ে যেত ৬ শিলিং ১১ পেন্স। ১৮৬২ সালের শেষের মাসগুলিতে অনেক জায়গায় স্বয়ংক্রিয় তদারককারীরা পেত সপ্তাহ-পিছু ৫ শিলিং থেকে ৯ শিলিং করে এবং তাঁতীরা ২ শিলিং থেকে ৬ শিলিং করে।...বর্তমানে পরিস্থিতি ঢের বেশি স্বাস্থ্যকর, যদিও অধিকাংশ জেলাতেই উপার্জনে বড় রকমের হ্রাস এখনো চলছে।... সুরাট তুলোর ক্ষুদ্র তন্তু এবং তার অপরিচ্ছন্ন অবস্থা ছাড়াও বিভিন্ন কারণ এই উপার্জন-হ্রাসের জন্য দায়ী; দৃষ্টান্ত হিসাবে, এখন রেওয়াজ হয়েছে সুরাট তুলোর সঙ্গে বেশি করে 'ঝরতি' মিশিয়ে দেওয়া, যা সুতো-কাটুনী এবং তদারককারীর

অসুবিধাগুলিকে আরো বাড়িয়ে দেয়। তন্তু ক্ষুদ্র হওয়ায় সুতোগুলিকে 'মিউল' থেকে টেনে বার করা এবং পাক দেবার সময়ে সেগুলি ছিঁড়ে যায় এবং সেই জন্য মিউলটাকে অবিরাম গতিশীল রাখা যায় না। তার পরে, বুননের সময়ে সুতোগুলির উপর নজর রাখতে যে মনোযোগ দিতে হয়, তাতে অনেক তাঁতীই কেবল একটি তাঁতেই মন দিতে পারে এবং খুব কম তাঁতীই পারে দুটির বেশিতে মন দিতে।…কর্মীদের মজুরিতে সরাসরি ৫, ৭½ এবং ১০ শতাংশ হ্রাস ঘটেছে।…অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কর্মীকে তার কাঁচামালের যথাসাধ্য ভাল ব্যবহার করতে হয় এবং মামুলি হারে যথাসাধ্য ভাল মজুরি কামিয়ে নিতে হয়।…আরেকটি অসুবিধা যা নিয়ে তাঁতীদের মাঝে মাঝে ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয়, তা হচ্ছে এই যে অপকৃষ্ট কাঁচামাল দিয়ে তাদের কাছ থেকে আশা করা হয় উৎকৃষ্ট কাপড় এবং তাদের কাজের দোষ-ত্রুটির জন্য তাদের জরিমানা দিতে হয়।" ('রিপোর্টস অব …ফ্যাক্টরিজ', অক্টোবর ১৮৬৩, পৃঃ ৪১-৪১)

মজুরি ছিল শোচনীয়, এমন কি কাজ যেখানে পুরো সময়ের জন্য সেখানেও, তুলো কলকর্মীরা সব রকমের সাধারণ পূর্তকর্মে স্বেচ্ছায় আত্মনিয়োগ করত, যেমন জল নিষ্কাশনী ব্যবস্থা, সড়ক নির্মাণ, পাথর ভাঙা এবং রাস্তা বাঁধানো ইত্যাদিতে যেখানে তারা কাজ করত নিজেদের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে খোরপোশ পাবার জন্য (যদিও বাস্তবে তা দাঁড়াত ম্যানুফ্যাকচারকারীকে সাহায্য দানে (দ্রষ্টব্য : প্রথম গ্রন্থ, S.598/598*)। গোটা বুর্জোয়া শ্রেণী কাজ করত শ্রমিকদের উপর পাহারাদার হিসাবে। যদি নেড়ি কুত্তার মত মজুরিও দেওয়া হত এবং শ্রমিক তা নিতে অস্বীকার করত, তা হলে 'রিলিফ কমিটি'সঙ্গে সঙ্গে তাদের তালিকা থেকে তার নাম কেটে দিত। এক দিক থেকে, ম্যানুফ্যাকচারকারীদের পক্ষে এটা ছিল স্বর্ণযুগ, কেননা শ্রমিকদের হয় উপবাস করতে হত আর নয়তো কাজ করতে হত এমন দামে যা হত ধনিকের পক্ষে সবচেয়ে মুনাফাজনক। রিলিফ কমিটিগুলি কাজ করত প্রহরী কুকুর হিসাবে। একই সঙ্গে, শ্রমিকদের দেশান্তর গমনে বাধা দেবার উদ্দেশ্যে ম্যানুফ্যাকচারকারীরা সরকারের গোপন চুক্তি অনুযায়ী কাজ করত—অংশতঃ শ্রমিকদের রক্ত-মাংসে বিনিয়োজিত মূলধনকে প্রস্তুত অবস্থায় ধরে রাখতে এবং অংশতঃ শ্রমিকদের কাছ থেকে নিঙড়ে আদায় করা বাড়ি ভাড়া নিরাপদ রাখতে।

"এ ব্যাপারে রিলিফ কমিটিগুলি কাজ করত খুব কঠোরতার সাথে। যদি কাজের প্রস্তাবে দেওয়া হত, তা হলে যে-কর্মীদের কাছে তা দেওয়া হত, তাদের নাম তালিকা থেকে কেটে বাদ দেওয়া হত, এবং এই ভাবে ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করতে বাধ্য করা হত। যখন তারা প্রস্তাব গ্রহণে আপত্তি করত…কারণ হত এই যে আয়টা ছিল নিছক নামমাত্র এবং কাজটা অতিরিক্ত কষ্টসাধ্য।" ('রিপোর্টস অব ফ্যাক্টরিজ', অক্টোবর ১৮৬৩, পৃঃ ৯৭।)

সাধারণ পূর্ত আইনের অধীনে কর্মীদের যে কাজই দেওয়া হত, সেই কাজই করতে

---

* ইং সং : পৃঃ ৫৭৪-৭৫

তারা ইচ্ছুক ছিল। "যে সব নীতির উপরে শিল্পে কর্ম-নিয়োগ সংগঠিত হত, সেগুলি শহর থেকে শহরে দারুণ ভাবে ভিন্ন ভিন্ন হত। কিন্তু যে সব জায়গায় ঘরের বাইরের কাজ ছিল না আদৌ একটি শ্রম-পরীক্ষা, সেখানেও শ্রমের পারিশ্রমিক যে ভাবে দেওয়া হত—হয় ঠিক 'রিলিফ' এর হারে, নয়তো তারই কাছাকাছি হারে, তাতে তা কার্যতঃ একটা পরীক্ষাই হয়ে উঠত (পৃঃ ৬৯)। "১৮৬৩ সালের সাধারণ পূর্ত আইনের উদ্দেশ্য ছিল এই ত্রুটিটার প্রতিকার করা এবং শ্রমিককে সক্ষম করা যাতে সে একজন স্বাধীন শ্রমিক হিসাবে তার দিনের মজুরি পেতে পারে। এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল ত্রিবিধ প্রথমতঃ স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে সরকারি (কেন্দ্রীয় রিলিফ কমিটির সম্মতি-সাপেক্ষ); দ্বিতীয়তঃ, তুলো জেলাগুলির শহরগুলির উন্নয়নে সাহায্য করা, তৃতীয়তঃ বেকার কর্মীদের জন্য কাজ এবং কাজ-অনুযায়ী মজুরির ব্যবস্থা করা।" ১৮৬৩ সালের অক্টোবরের শেষ পর্যন্ত এই আইনের অধীনে £৮,৮৩,৭০০ পরিমাণ ঋণ দেওয়া হয়েছিল (পৃঃ ৭০)। যে সব কাজ নেওয়া হয়েছিল, সেগুলি ছিল প্রধানতঃ খাল-খনন, সড়ক-নির্মাণ, রাস্তা-বাঁধানো, জলাধার নির্মাণ ইত্যাদি।

ব্ল্যাকবার্নে কমিটির সভাপতি মিঃ হেণ্ডারসন এই প্রসঙ্গে কারখানা-পরিদর্শক রেডগ্রেভকে লেখেন: "ব্ল্যাক-বার্নের কর্পোরেশন সাধারণ পূর্ত আইন অনুযায়ী তাদের যে-কাজ দিয়েছে, যেমন সানন্দ আগ্রহে বেকার কর্মীরা তা গ্রহণ করেছে, বর্তমান দুঃখ-দুর্দশার সময়ে আমার অভিজ্ঞতায় এমন কিছুই আসেনি, যা আমার মনে তার চেয়ে বেশি রেখাপাত করেছে বা আনন্দ দিয়েছে। কারখানায় কর্মরত দক্ষ কর্মী হিসাবে একজন তুলো-কাটুনী এবং ১৪ বা ১৮ ফুট গভীরে একটি নর্দমায় কর্মরত একজন শ্রমিকের মধ্যে যে প্রতিতুলনা, তার চেয়ে তীক্ষ্ণতর প্রতিতুলনা আর কল্পনা করা যায় না।" (তার পরিবারের আকার অনুযায়ী, সপ্তাহে উপার্জন করত ৪ থেকে ১২ শিলিং; এই বিরাট পরিমাণটা কখনো কখনো প্রয়োজন মেটাতো আট জনের একটি পরিবারের। এ থেকে শহরের মানুষেরা পেত দ্বিগুণ লাভ। প্রথমতঃ, তাদের ধূম্র-মলিন ও অবহেলিত নগরীগুলির জন্য তারা অর্থ সংগ্রহ করত অত্যন্ত কম সুদের হারে। দ্বিতীয়তঃ, তারা শ্রমিকদের দিত তাদের নিয়মিত মজুরির চেয়ে ঢের কম।) "যেহেতু সে এমন এক তাপমাত্রায় অভ্যস্ত যা গ্রীষ্মমণ্ডলের অনুরূপ, যেখানে কাজ করতে পেশীবলের চেয়ে সীমাহীন ভাবে বেশি প্রয়োজন হত তৎপর ও সূক্ষ্ম কর্ম নৈপুণ্য এবং এখন তার পক্ষে যে পারিশ্রমিক পাওয়া সম্ভব তার চেয়ে দ্বিগুণ, এমনকি তিনগুণ পেতে অভ্যস্ত, সেই হেতু প্রস্তাবিত নিয়োগ গ্রহণে তার চটপট সম্মতি তার পক্ষে বেশ কিছু আত্মত্যাগ ও বিবেচনাবোধের পরিচায়ক, যা খুবই প্রশংসনীয়। ব্ল্যাকবার্নে লোকগুলি পরীক্ষিত হয়েছে প্রায় সব রকমের বহির্দ্বার কাজে—একটি খাড়া ভারি মাটির ঢিবিকে অনেকটা গভীর অবধি খোঁড়া, জল-নিষ্কাশনী ব্যবস্থা করা, পাথর ভাঙা, সড়ক তৈরি করা এবং রাস্তা বরাবর নর্দমা তৈরির জন্য ১৪, ১৬, এমনকি কখনো কখনো ২০ ফুট গভীর পর্যন্ত খোঁড়া। অনেক ক্ষেত্রে এই ধরনের কাজে নিযুক্ত হয়ে তাদের দাঁড়িয়ে থাকতে হয় ১০ বা ইঞ্চি কাদা-

জলে, এবং মোটের উপরে তারা উন্মুক্ত থাকে এমন এক জলবায়ুতে, যার হিমেল আর্দ্রতাকে, আমার মনে হয়, ছাড়িয়ে যায় না ইংল্যাণ্ডের কোনো জেলা, যদি তার সমানও হয়" (পৃঃ ৯১-৯২)। "কর্মীদের আচরণ হয়েছে নিষ্কলঙ্ক; এবং বহির্ভার শ্রম গ্রহণে এবং তার সর্বোত্তম সদ্ব্যবহারে তাদের তৎপরতা" (পৃঃ ৬৯)।

১৮৬৪। এপ্রিল। অনেক জেলায় মাঝে মাঝে কর্মীর অভাবের নালিশ শোনা যায়, কিন্তু এই ঘাটতি প্রধানতঃ অনুভূত হয় বিশেষ বিশেষ বিভাগে, যেমন তাঁতীদের বিভাগে। এই সব নালিশের মূলে আছে, এক দিকে যেমন মজুরির নিচু হার— সুতোর নিম্ন মানের জন্য কর্মীদের পক্ষে যা উপার্জন করা সম্ভব, অন্য দিকে তেমন শ্রমিকের যথার্থ দুষ্প্রাপ্যতা—এমনকি সেই বিশেষ বিভাগটিতেও। গত মাসে বিশেষ মিল-মালিক এবং তাদের কর্মীদের মধ্যে মজুরি নিয়ে অসংখ্য পার্থক্য দেখা দিয়েছে। বলতে দুঃখ হয়, অতি ঘন ঘন ধর্মঘটের আশ্রয় নেওয়া হচ্ছে,...পূর্ত আইনের ফল মিল-মালিকরা অনুভব করছে প্রতিযোগিতা হিসাবে। ব্যাকাপ-এর স্থানীয় কমিটি সাময়িক ভাবে কাজ বন্ধ করে দিয়েছে, কারণ সব কটি মিল চালু না থাকা সত্ত্বেও কর্মীর অভাব দেখা দিয়েছে।" ('রিপোর্টস অব...ফ্যাক্টরিজ', এপ্রিল ১৮৬৪, পৃঃ ৯, ১০।) বস্তুতঃ পক্ষে এটা ছিল ম্যানুফ্যাকচারকারীদের পক্ষে খুবই চাপের সময়। পূর্ত আইনের দরুন শ্রমের চাহিদা এত প্রবল হয়েছিল যে ব্যাকাপের পাথর-খনিগুলিতে অনেক কারখানা কর্মী দৈনিক ৪/৫ শিলিং উপায় করছিল। সুতরাং ক্রমে ক্রমে পূর্তকাজ বন্ধ করে দেওয়া হল—১৮৪৮ সালের *Ateliers nationaux*-এর নোতুন সংস্করণ, কিন্তু এবারে প্রবর্তিত হল বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থে।

কর্পোর ভিলি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা

"যদিও কয়েকটি মিলের কর্মীদের (পুরো সময়ের জন্য নিযুক্ত) সঠিক মজুরি আমি দিয়েছি, এর মানে এই নয় যে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে তারা একই মজুরি আয় করে। একই মিলে তুলো এবং ঝরতির বিভিন্ন রকমের অনুপাত নিয়ে ম্যানুফ্যাকচারকারীদের নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষার দরুন, যাকে বলা হয় "মেশাল" তা ঘন ঘন পরিবর্তন করার দরুন, কর্মীদের অনেক ওঠা-নামা পোহাতে হয়, এবং তুলোর মেশালের গুণাগুণ অনুযায়ী কর্মীদের উপার্জনও বৃদ্ধি বা হ্রাস পায়; কখনো কখনো তা থাকে তাদের আগেকার উপার্জনের ১৫ শতাংশের মধ্যে এবং তার পরেই এক বা দু সপ্তাহের মধ্যে পড়ে যায় ৫০ থেকে ৬০ শতাংশে।" এই রিপোর্ট দিয়েছেন পরিদর্শক রেডগ্রেভ এবং তার পরে তিনি উপস্থিত করেছেন চালু রেওয়াজ থেকে গৃহীত মজুরি-পরিসংখ্যান, যার মধ্যে নিম্নোক্ত উদাহরণগুলিই যথেষ্ট:

ক, তাঁত বোনে, পরিবারে লোকসংখ্যা ৬, সপ্তাহে চার দিন কাজ থাকে, ৬ শি ৫ পে; খ, সুতো পাকায়, সপ্তাহে ৪-৫ দিন কাজ থাকে ৬, শি; গ, তাঁত বোনে, পরিবারে লোকসংখ্যা ৪, সপ্তাহে ৫ দিন কাজ থাকে, ৫ শি ১ পে; ঘ, লেই লাগায়,

পরিবারে লোকসংখ্যা ৬, সপ্তাহে ৪ দিন কাজ থাকে, ৭ শি ১০ পে ; ঙ, তাঁত বোনে পরিবারে লোকসংখ্যা ৭, সপ্তাহে ৩ দিন কাজ থাকে, ৫ শি ইত্যাদি। রেডগ্রেভ আরো বলেন, "উল্লিখিত 'রিটার্ন' সমূহ বিবেচনার যোগ্য, কারণ এগুলি থেকে দেখা যায় যে অনেক পরিবারেই কাজটা একটা দুর্ভাগ্য, কেননা তা কেবল আয় হ্রাসই করে না, তাকে এত নিচুতে নামিয়ে আনে যে অবশ্যপূরণীয় অভাবগুলির একটি ক্ষুদ্র অংশের চেয়ে বেশী কিছু সংস্থানের পক্ষেও তা সম্পূর্ণ অপ্রতুল হত, যদি না, যখন পরিবারের আয় এত কম যে, সকলে বেকার থাকলে 'রিলিফ' হিসাবে যা দেওয়া হত, তার চেয়েও কম, তখন যে অনুপূরক অনুদান দেওয়া হয়, তা না দেওয়া হত।" ('রিপোর্টস অব ফ্যাক্টরিজ', অক্টোবর ১৮৬৩, পৃঃ ৫০-৫৩।)

"গত ৫ই জুন থেকে কোনো সপ্তাহেই সমস্ত শ্রমিকের জন্য দুই দিন সাত ঘণ্টা এবং কয়েক মিনিটের বেশি কাজ মেলে নি।" (ঐ, পৃঃ ১৩।)

সংকটের সূচনা থেকে ১৮৬৩ সালের ২৫শে মার্চ অবধি প্রায় ৩০ লক্ষ পাউণ্ড স্টার্লিং ব্যয় করেছিলেন অভিভাবকবৃন্দ, কেন্দ্রীয় রিলিফ কমিটি এবং ম্যান্সন হাউজ কমিটি। (ঐ পৃঃ ৩)

"একটি জেলায়, যেখানে সবচেয়ে সূক্ষ্ম সুতো কাটা হয়···সেখানে সাউথ সি আইল্যাণ্ড মিশরের সুতোয় পরিবর্তনের ফলে কাটুনীদের পরোক্ষ ভাবে ১৫ শতাংশ ক্ষতি হয়। ···একটি সুবিস্তৃত জেলায়, যার অনেক অংশে 'ঝরতি' বিপুল ভাবে মেশানো হয় সুরাটের মেশাল হিসাবে কাটুনীদের মজুরি হ্রাস হয়েছিল ৫ শতাংশ এবং তার উপরে সুরাট এবং ঝরতি দিয়ে কাজ করার দরুন তাদের ক্ষতি হয়েছে আরো ২০ থেকে ৩০ শতাংশ। চারটি তাঁত থেকে তাঁতীদের কমিয়ে আনা হয় দুটি তাঁতে। ১৮৬০ সালে তাদের তাঁত-প্রতি গড় ছিল ৫ শি ৭ পে, ১৮৬৩ সালে তা দাঁড়ালো কেবল ৩ শি ৪ পে। জরিমানা, যা আগে ছিল মার্কিন তুলোর ক্ষেত্রে (তাঁতীর বেলায়) ৩ পে ৬ পে, তা এখন ওঠে ১ শি থেকে ৩ শি ৬ পে পর্যন্ত।" একটি জেলায়, যেখানে মিশরীয় তুলো ব্যবহৃত হত কিছুটা পূর্ব-ভারতীয় তুলোর মেশাল দিয়ে, সেখানে 'মিউল' কাটুনীদের গড়, যা ১৮৬০ সালে ছিল সপ্তাহে ১৮ শি থেকে ২৫ শি, তা এখন ১০ শি থেকে ১৮ শি, এর কারণ অপকৃষ্ট তুলো ছাড়াও, 'মিউল'-এর গতিবেগে হ্রাস সাধন, যাতে করে সুতোয় বাড়তি পরিমাণ পাক দেওয়া যায় ; সাধারণ সময়ে এর জন্য তালিকা অনুযায়ী পারিশ্রমিক দেওয়া হত" (পৃঃ ৪৩, ৪৪)। "যদিও ভারতীয় তুলো দিয়ে ম্যানুফ্যাকচারকারী মুনাফাজনক ভাবে কাজ করেছে, তা হলেও দেখা যাবে (৫৩ পৃষ্ঠায় মজুরি-তালিকা দ্রষ্টব্য) কর্মীরা ১৮৬১ সালের তুলনায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, এবং সুরাটের ব্যবহার যদি সমর্থিত হয়, তা হলে কর্মীরা চাইবে ১৮৬১ সালের মজুরি অর্জন করতে, যা ম্যানুফ্যাকচারকারীদের মুনাফা দারুণ ভাবে ক্ষুণ্ণ করবে, যদি সে তুলোর দামে বা তার উৎপন্ন দ্রব্যাদির দামে ক্ষতিপূরণ না পায়" (পৃঃ ৫৭)।

বাড়ি-ভাড়া। "বাড়ি-ভাড়া প্রায়ই ম্যানুফ্যাকচারকারীরা মজুরি থেকে কেটে

রেখে দেয়, এমন কি আংশিক সময়ের জন্য কাজ থাকলেও, কেননা তারা হয়ত ম্যানুফ্যাকচারকারীদের কুটিরগুলিতেই আছে। যাই হোক, এই শ্রেণীর সম্পত্তির মূল্য কমে গিয়েছে, এবং সাধারণ সময়ে যে ভাড়ায় বাড়ি ভাড়া পাওয়া যেত তার চেয়ে ২৫ থেকে ৫০ শতাংশ কমে পাওয়া যেতে পারে, যেমন, একটা কুটির, যার জন্য আগে দিতে হত সপ্তাহে ৩ শি ৬ পে, তা এখন পাওয়া যেতে পারে সপ্তাহে ২ শি ৪ পেন্সে, এমন কি তার চেয়েও কমে।

দেশান্তরগমন। নিয়োগকর্তারা স্বভাবতই শ্রমিকদের দেশান্তরগমনের বিরোধী, কারণ, এক দিকে, "বর্তমান মন্দা থেকে তুলো ব্যবসার পুনরুজ্জীবনের প্রত্যাশায় তারা সেই উপায়গুলি তাদের নাগালের মধ্যে রাখতে চায়, সেগুলির সাহায্যে তাদের কল-কারখানাগুলিকে সবচেয়ে সুবিধাজনক ভাবে চালানো যায়।" অন্য দিকে, "অনেক ম্যানুফ্যাকচারকারীই সেই ঘরগুলির মালিক, যেগুলিতে তাদের মিলে নিযুক্ত কর্মীরা অবস্থান করে, এবং কেউ কেউ নিঃসন্দেহে আশা করে যে বকেয়া ভাড়ার একটা অংশ ফেরৎ পাওয়া যাবে" (পৃঃ ৯৬)।

১৮৬০ সালের ২২শে অক্টোবর তারিখে মিঃ বের্নাল অসবোর্ন তাঁর পার্লামেণ্টীয় নির্বাচন-ক্ষেত্রে এক বক্তৃতায় বলেন যে, ল্যাঙ্কাশায়ারের শ্রমিকেরা আচরণ করেছে প্রাচীন দার্শনিকদের ('স্টয়িক'-দের) মত। ভেড়ার মত নয়?

সপ্তম অধ্যায়

অনুপূরক মন্তব্য

ধরুন, যা এই খণ্ডে ধরে নেওয়া হয়েছে উৎপাদনের যে কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে মুনাফার পরিমাণ সেই ক্ষেত্রটিতে বিনিয়োজিত মোট মূলধনের দ্বারা উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের অঙ্কের সমান হয়। এমন কি তখনো ধনিক তার মুনাফাকে উদ্বৃত্ত-মূল্যের সঙ্গে, অর্থাৎ মজুরি-বঞ্চিত উদ্বৃত্ত শ্রমের সঙ্গে অভিন্ন বলে স্বীকার করবে না, এবং স্পষ্ট-ভাবে বললে, তার কারণগুলি এই :

১) সঞ্চলনের প্রক্রিয়ার মধ্যে সে ভুলে যায় উৎপাদনের প্রক্রিয়াটিকে। সে মনে করে যে উদ্বৃত্ত-মূল্য তৈরী হয় তখন, যখন সে পণ্যের মূল্য বাস্তবায়িত করে, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় পণ্যের উদ্বৃত্ত-মূল্যের বাস্তবায়ন, [পাণ্ডুলিপিতে এর পরে একটা অংশ ফাঁকা, যা নির্দেশ করে যে এ বিষয়ে মার্কসের আরো সবিস্তারে আলোচনা করার ইচ্ছা ছিল,—এঙ্গেলস]

২) শোষণের একটি সমান মাত্রা ধরে নিয়ে আমরা দেখেছি যে ক্রেডিট ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত সমস্ত পরিবর্তন নির্বিশেষে পরস্পরকে বোকা বানাবার ও ঠকিয়ে দেবার ধনিকদের যাবতীয় চেষ্টা নির্বিশেষে, এবং সর্বশেষে, বাজারের কোনো অনুকূল নির্বাচন-নির্বিশেষে, মুনাফার হারে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য হতে পারে—কাঁচামালের নিচু বা উঁচু দাম এবং ক্রেতার অভিজ্ঞতা, মেশিনারির আপেক্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা, কর্ম-দক্ষতা ও স্বল্পমূল্যতা, উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিবিধ পর্যায়ে মোট বন্দোবস্তের বেশি বা কম নিপুণতা, অপরিচিতির অবসান, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার সরলতা ও পারদর্শিতা ইত্যাদি অনুযায়ী। এক কথায়, কোনো একটি অস্থির মূলধনের উদ্বৃত্ত-মূল্য দেওয়া থাকলে, এটা অনেকটাই নির্ভর করে ধনিকের নিজের কিংবা তার 'ম্যানেজার'ও 'সেলস-ম্যান' দের নৈপুণ্যের উপরে যে এই একই উদ্বৃত্ত-মূল্য অভিব্যক্ত হয় একটি বৃহত্তর বা ক্ষুদ্রতর মুনাফার পরিমাণে এবং তদনুযায়ী ও প্রদান করে একটি বৃহত্তর বা ক্ষুদ্রতর পরিমাণ মুনাফা। ধরা যাক, একই £১০০০ উদ্বৃত্ত-মূল্য, মজুরি খাতে £১০০০ এর উৎপন্নফল, পাওয়া যায় ক প্রতিষ্ঠানে £৯০০০ স্থির মূলধন বাবদে এবং খ প্রতিষ্ঠানে £১১,০০০ স্থির মূলধন বাবদে। ক-এর ক্ষেত্রে আমরা পাই ল´= ১০০০ বা ১০%।

খ এর ক্ষেত্রে, $ল' = \frac{১০০০}{১২,০০০} = ৮\frac{১}{৩}\%$। মোট মূলধনটা খ-এ যা উৎপাদন করে, তার চেয়ে আপেক্ষিক ভাবে বেশি উৎপাদন করে ক-এ তার কারণ মুনাফার উচ্চতর

হার, যদিও উভয় ক্ষেত্রেই অগ্রিম দত্ত অস্থির মূলধন=£১০০০ এবং প্রত্যেকের দ্বারা উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্যও অনুরূপভাবে=£১০০; তার মানে উভয় ক্ষেত্রেই চলছে একই সংখ্যক শ্রমিকের একই মাত্রায় শোষণ। একই পরিমাণ উদ্বৃত্ত-মূল্যের উপস্থাপনীয় এই যে পার্থক্য, কিংবা মুনাফার হারে, অতএব খোদ মুনাফায় এই যে পার্থক্য, যেখানে শ্রমের শোষণ একই, সেটা ঘটতে পারে অন্যান্য কারণেও। তবু সেটা ঘটতে পারে সম্পূর্ণভাবে ব্যবসায়িক নৈপুণ্যের পার্থক্যের দরুন, যা দিয়ে প্রতিষ্ঠান দুটি পরিচালিত হয়। এবং এই ঘটনা বিভ্রান্ত করে ধনিককে এবং তার মনে এই ধারণা সৃষ্টি করে যে মুনাফার কারণ শ্রমিক শোষণ নয়, তার কারণ অন্তত: আংশিক ভাবে, অন্যান্য সব স্বতন্ত্র ঘটনা, এবং বিশেষ ভাবে তার ব্যক্তিগত তৎপরতা।

এই প্রথম অংশের বিশ্লেষণ (রডবার্টাস*-এর মতটি) যে ভুল তা প্রমাণ করে, যে-মত অনুসারে (ভূমি-খাজনা থেকে স্বতন্ত্র ভাবে, যে ক্ষেত্রে, দৃষ্টান্ত হিসাবে, স্থাবর সম্পত্তির এলাকা একই থাকে এবং তবু খাজনা বৃদ্ধি পায়) একটি একক মূলধনের আয়তনে কোনো পরিবর্তনের মূলধনের সঙ্গে মুনাফার অনুপাতের উপরে, অতএব মুনাফার হারের উপরে, কোনো প্রভাব নেই বলে মনে করা হয়, কেননা মুনাফার পরিমাণ যদি বৃদ্ধি পায়, তা হলে মূলধনের পরিমাণও—যার উপরে তা হিসাব করা হয় তাও বৃদ্ধি পায়, এবং দ্বিতীয়টা বৃদ্ধি পেলে প্রথমটাও বৃদ্ধি পায়।

এটা খাটে কেবল দুটি ক্ষেত্রে। প্রথমত:, যখন—বাকি সব অবস্থা, বিশেষ করে উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার, অপরিবর্তিত আছে, ধরে নিয়ে—সেই পণ্যটির মূল্যে কোনো পরিবর্তন ঘটে, যেটি হচ্ছে অর্থ পণ্য। (একই জিনিস ঘটে মূল্যের নিছক একটি নামীয় পরিবর্তনে মূল্যের নিছক প্রতীকগুলির বৃদ্ধি বা হ্রাসে—বাকি সব অবস্থা সমান থাকলে।) ধরা যাক মোট মূলধন=£১০০, এবং মুনাফা=£২০, মুনাফার হার যখন =২০%। যদি সোনা পড়ে যায় অর্ধেক পরিমাণ, বা হয় দ্বিগুণ, তা হলে একই মূলধন, আগে যার মূল্য ছিল কেবল £১০০, তা হবে £২০০ সমান যদি তা পড়ে যায় এবং মুনাফা হবে £৪০ সমান, অর্থাৎ, সেটা প্রকাশিত হবে এই পরিমাণ অর্থে—আগেকার £২০ পরিমাণ অর্থের পরিবর্তে; যদি তা বেড়ে যায়, তা হলে £১০০ পরিমাণ মূলধনের মূল্য হবে কেবল £৫০, এবং মুনাফার প্রতিনিধিত্ব করবে, এমন একটি উৎপন্ন সামগ্রী, যার মূল্য হবে £১০। কিন্তু প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই ২০০ : ৪০=৫০ : ১০=১০০ : ২০=২০%। যাই হোক, এই সব কয়টি দৃষ্টান্তে, মূলধন-মূল্যের আয়তনে কিন্তু কোনো সত্যিকার পরিবর্তন হত না, পরিবর্তন হত কেবল একই মূল্যের এবং একই

* Rodbertus, *Sociale Briefe an von kirchmann Dritter Brief: Winder legung der Ricardo sehen' Lehre von der grundrente and Begrund ung einer neuen Renten theorie,* Berlin 1851 S 125—*Ed.*

উদ্বৃত্ত-মূল্যের অর্থরূপে অভিব্যক্তিকে। এই কারণেই $\frac{উ}{ম}$, বা মুনাফার হার প্রভাবিত হতে পারে নি।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, মূল্যের আয়তনে সত্যিকার পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু তার সাথে স-এর সঙ্গে অ-এর অনুপাতে কোনো পরিবর্তন ঘটে না; অন্য ভাবে বলা যায়, উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার স্থির থাকলে, উৎপাদনের উপায়সমূহে বিনিয়োজিত মূলধনের সঙ্গে শ্রম-শক্তিকে বিনিয়োজিত মূলধনের (যে-পরিমাণ শ্রম-শক্তিকে গতিশীল করা হয়, তার সূচক হিসাবে পরিগণিত অস্থির মূলধনের) সম্পর্ক একই থাকে। এই অবস্থায়, আমাদের ম, বা ন ম, বা $\frac{ম}{ন}$, অর্থাৎ ১০০ , বা ২০০০ বা ৫০০ আছে কিনা তাতে কিছু এসে যায় না, এবং মুনাফার হার ২০% হলে, মুনাফা = ২০০ প্রথম ক্ষেত্রে, = ৪০০ দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এবং = ১০০ তৃতীয় ক্ষেত্রে। কিন্তু ২০০ : ১০০০ = ৪০০ : ২০০০ = ১০০ : ৫০০ = ২০%। তার মানে, মুনাফার হার থাকে অপরিবর্তিত, কারণ মুনাফার গঠন থাকে একই এবং আয়তনে পরিবর্তনের দ্বারা হয় না প্রভাবিত। সুতরাং, মুনাফার পরিমাণে কোনো বৃদ্ধি হ্রাস প্রকাশ করে কেবল বিনিয়োজিত মূলধনের আয়তনে বৃদ্ধি বা হ্রাস।

অতএব, প্রথম ক্ষেত্রে যা ঘটে, তা হল বিনিয়োজিত মূলধনের আয়তনে একটি পরিবর্তনের বিভ্রম মাত্র, কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ঘটে আয়তনে যথার্থই একটি পরিবর্তন, তবে মূলধনের দৈহিক গঠনে অর্থাৎ তার স্থির ও অস্থির অংশ দুটি আপেক্ষিক অনুপাতে কোনো পরিবর্তন নয়। কিন্তু এই দুটি ক্ষেত্র বাদে, বিনিয়োজিত মূলধনের আয়তনে একটি পরিবর্তন হয়, তার গঠনকারী উপাদান দুটির কোনো একটির মূল্যে, এবং অতএব এই উপাদান দুটির আপেক্ষিক আয়তনে, পূর্ববর্তী একটি পরিবর্তনের ফল (যতক্ষণ পর্যন্ত উদ্বৃত্ত-মূল্য নিজেই পরিবর্তিত হয়ে যায় না অস্থির মূলধনের সঙ্গে), আর নয়তো, আয়তনে এই পরিবর্তন (যেমন বৃহদায়তনে, শ্রম-প্রক্রিয়া সমূহে নোতুন মেশিনারির প্রবর্তন ইত্যাদি) তার দুটি দৈহিক উপাদানের আপেক্ষিক আয়তনে একটি পরিবর্তনের হেতু। এই সব ক্ষেত্রেই, অন্যান্য অবস্থাবলী অপরিবর্তিত থাকলে, বিনিয়োজিত মূলধনের আয়তনে কোনো পরিবর্তন ঘটলে, তার সঙ্গে অবশ্যই যুগপৎ ঘটবে মুনাফার হারে কোনো পরিবর্তন।

মুনাফার হারে বৃদ্ধি সব সময়েই ঘটে উৎপাদন-ব্যয়ের অর্থাৎ অগ্রিম-দত্ত মোট মূলধনের প্রেক্ষিতে উদ্বৃত্ত-মূল্যের আপেক্ষিক বা অনাপেক্ষিক বৃদ্ধির কারণে। কিংবা মুনাফার হার এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারের মধ্যে পার্থক্য হ্রাসের কারণে।

মুনাফার হারে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটতে পারে, মূলধনটির দৈহিক উপাদান দুটিতে পরিবর্তন-নির্বিশেষে কিংবা মূলধনটির অনাপেক্ষিক আয়তন নির্বিশেষে—স্থিতিশীল বা সঞ্চলন-শীল অগ্রিম-দত্ত মূলধনের মূল্যে বৃদ্ধি বা হ্রাসের দরুন, যা সংঘটিত হয় তার পুনরুৎপাদনে

প্রয়োজিত কর্ম-কালের বৃদ্ধি বা হ্রাসের দ্বারা ; এই বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটে থাকে আগে থেকে বিদ্যমান মূলধন থেকে স্বতন্ত্র ভাবে। প্রত্যেক পণ্যেরই মূল্য—অতএব মূলধন-গঠনকারী পণ্যসমূহেরও মূল্য—নির্ধারিত হয় তার মধ্যে বিধৃত আবশ্যিক শ্রম-সময়ের দ্বারা নয়, নির্ধারিত হয় তার পুনরুৎপাদনের জন্য প্রয়োজিত **সামাজিক** শ্রম-সময়ের দ্বারা। এই পুনরুৎপাদন ঘটতে পারে প্রতিকূল বা অনুকূল অবস্থার অধীনে—মূল উৎপাদনের অবস্থা থেকে যা আলাদা। যদি, পরিবর্তিত অবস্থায় একই বস্তুগত মূলধন পুনরুৎপাদন করতে আবশ্যক হয় দ্বিগুণ কিংবা, পক্ষান্তরে, অর্ধেক সময়, এবং যদি অর্থের মূল্য থাকে অপরিবর্তিত, তা হলে আগে যে মূলধনের মূল্য ছিল £১০০, তার মূল্য হবে যথাক্রমে £২০০ বা £৫০। যদি এই উপচয় বা অবচয় মূলধনের সমস্ত অংশকে প্রভাবিত করত সমান ভাবে, তা হলে মুনাফাও তদনুযায়ী অভিব্যক্ত হত দ্বিগুণ বা অর্ধেক পরিমাণ অর্থে। কিন্তু যদি তা আবশ্যক করে মূলধনটির দৈহিক গঠনে কোনো পরিবর্তন, যদি স্থির মূলধনের সঙ্গে অস্থির মূলধনের অনুপাতটি বৃদ্ধি বা হ্রাস পায়, তা হলে বাকি সব অবস্থা একই থাকলে, তা হলে আপেক্ষিক ভাবে বর্ধমান অস্থির মূলধনের সঙ্গে সঙ্গে মুনাফার হারও বৃদ্ধি পাবে এবং আপেক্ষিক ভাবে হ্রাসমান অস্থির মূলধনের সঙ্গে সঙ্গে তা হ্রাস পাবে। যদি অগ্রিম-দত্ত মূলধনের নিছক অর্থ-মূল্যটাই বাড়ে বা কমে (অর্থের মূল্যে পরিবর্তনের ফলে), তা হলে উদ্বৃত্ত-মূল্যের অর্থ-রূপী অভিব্যক্তিও একই অনুপাতে বাড়ে বা কমে। মুনাফার হার থাকে অপরিবর্তিত।

দ্বিতীয় অংশ

মুনাফার রূপান্তর গড় মুনাফায়

অষ্টম অধ্যায়

উৎপাদনের বিভিন্ন শাখায় মূলধনের বিভিন্ন গঠন এবং এই কারণে মুনাফার হারেও বিবিধ পার্থক্য

পূর্ববর্তী অংশে আমরা, অন্যান্য জিনিস ছাড়াও দেখিয়েছিলাম যে মুনাফার হারে পরিবর্তন—বৃদ্ধি বা হ্রাস—ঘটতে পারে, যখন উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার থাকে একই। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা ধরে নিচ্ছি যে শ্রম-শোষণের তীব্রতা, এবং অতএব উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার এবং কর্ম-দিবসের দৈর্ঘ্য, উৎপাদনের সেই সমস্ত ক্ষেত্রেই এক, যে-সমস্ত ক্ষেত্রের মধ্যে সংশ্লিষ্ট দেশটির সামাজিক শ্রম বিভক্ত। অ্যাডাম স্মিথ* ইতিপূর্বেই সবিস্তারে দেখিয়েছেন যে উৎপাদনের বিবিধ ক্ষেত্রে শ্রমের শোষণে অসংখ্য পার্থক্যগুলি পরস্পরকে সমান করে দেয় উপস্থিত ক্ষতিপূরণের সব রকমের উপায়ের মাধ্যমে অথবা চলতি রেওয়াজের ভিত্তিতে গৃহীত ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে, যার ফলে এই পার্থক্যগুলি লয়প্রাপ্ত হয় এবং সাধারণ সম্পর্কসমূহ অনুধাবনের ক্ষেত্রে গুরুত্বহীন হয়ে যায়। অন্যান্য পার্থক্যসমূহ, যেমন মজুরি কাঠামোয় পার্থক্য, প্রধানতঃ নির্ভর করে সরল এবং জটিল শ্রমের পার্থক্যের উপরে, যার কথা প্রথম গ্রন্থের সূচনায় (ইং সং পৃঃ ৪৪)** উল্লেখ করা হয়েছে, উৎপাদনের বিবিধ ক্ষেত্রে শোষণের তীব্রতার ব্যাপারে এদের কিছু করার নেই, যদি এরা ঐসব ক্ষেত্রের শ্রমিকদের ভাগ্যে দারুণ অসমতা সৃষ্টি করে। যেমন, যদি একজন স্বর্ণকারের শ্রমের জন্য একজন দিন-মজুরের শ্রমের চেয়ে বেশি মজুরি দেওয়া হয়, তা হলে প্রথম জনের উদ্বৃত্ত-শ্রম দ্বিতীয় জনের উদ্বৃত্ত-শ্রমের চেয়ে আনুপাতিক ভাবে উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদন করে। এবং যদিও উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে, এমনকি মূলধনের বিনিয়োগের মধ্যেও, মজুরি ও কাজের দিনের, এবং অতএব উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারের, সমীকরণ স্থানীয় সর্ব প্রকারের প্রতিবন্ধকের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়, তা সত্ত্বেও ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের অগ্রগতি এবং এই উৎপাদন-পদ্ধতির কাছে সমস্ত অর্থনৈতিক অবস্থার অধীনতা-স্বীকারের সঙ্গে সঙ্গে সেটা ঘটে চলেছে।

* A. Smith, *An Inquiry into the Nature and causes of the Wealth of Nations.* Vol. I, Chap. X.—*Ed.*

** ইং সংস্করণ পৃঃ ৪৪—*Ed.*

এই ধরণের সংঘাতগুলির অনুশীলন মজুরি সংক্রান্ত কোন বিশেষ বইয়ের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ হলেও, ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের একটি সাধারণ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তাকে আনুষঙ্গিক ও অবান্তর বলে বাদ দেওয়া যেতে পারে। এই ধরনের একটি সাধারণ বিশ্লেষণে সচরাচর ধরে নেওয়া হয় যে, যে বাস্তব অবস্থাবলী তাদের ধারণার সঙ্গে খাপ খায়, কিংবা, একই কথা অন্য ভাবে বলা যায় যে, বাস্তব অবস্থাবলী প্রতিরূপায়িত হয় সেই মাত্রা অবধি, যে মাত্রা তারা তাদের নিজস্ব সাধারণ ক্ষেত্রটির বৈশিষ্ট্যবাহী।

বিভিন্ন দেশে উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারে পার্থক্যগুলি এবং অতএব শ্রমের শোষণের মাত্রায় পার্থক্যগুলি আমাদের বর্তমান বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বহীন। এই অংশে আমরা যা দেখাতে চাই, তা ঠিক সেই পদ্ধতিটি, যাতে করে যে কোনো দেশে মুনাফার একটি সাধারণ হার আকার গ্রহণ করে। যাই হোক, এটা স্পষ্ট যে বিবিধ জাতীয় মুনাফা-হারের একটি তুলনা দাবি করে কেবল ইতিপূর্বে যা অনুশীলন করা হয়েছে, তার সঙ্গে এখন যা অনুশীলন করা হবে, তার সংকলন। প্রথমে বিবেচনা করতে হবে উদ্বৃত্ত-মূল্যের জাতীয় হারগুলির মধ্যে পার্থক্যসমূহকে, এবং তার পরে, এই নির্দিষ্ট হারগুলির ভিত্তিতে, তুলনা করতে হবে জাতীয়-মুনাফা হারগুলির পার্থক্যসমূহের সঙ্গে। যেহেতু ঐ পার্থক্য-সমূহ উদ্বৃত্ত-মূল্যের জাতীয় হারগুলির পার্থক্য- জনিত নয়, সেই হেতু সেগুলি হবে সেই সব অবস্থা-জনিত যেখানে ঠিক এই অধ্যায়ের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, ধরে নেওয়া হয় যে, উদ্বৃত্ত-মূল্য সর্বজনীন ভাবে সমান অর্থাৎ স্থির।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখিয়েছি যে, উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারটিকে স্থির ধরে নিলে, একটি নির্দিষ্ট মূলধনের জন্য প্রাপ্তব্য মুনাফার হার সেই সব অবস্থার দরুন বাড়তে বা কমতে পারে, যে সব অবস্থা স্থির মূলধনের কোন না কোন অংশের মূল্যকে বৃদ্ধি বা হ্রাস করে, এবং এই ভাবে মূলধনের অস্থির এবং স্থির অংশ-দুটির মধ্যেকার অনুপাতটিকে পরিবর্তিত করে। আমরা আরো দেখেছিলাম, যে অবস্থাগুলি একটি একক মূলধনের প্রতিবর্তন-কালকে দীর্ঘ বা খর্ব করে। সেগুলি অনুরূপ ভাবে মুনাফার হারকেও প্রভাবিত করতে পারে। যেহেতু মুনাফার পরিমাণ উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণের সঙ্গে এবং স্বয়ং উদ্বৃত্ত-মূল্যের সঙ্গে অভিন্ন, সেই হেতু এটাও দেখেছিলাম যে মুনাফার পরিমাণ—মুনাফার হার নয়—পূর্বোক্ত মূল্য-পরিবর্তনের দ্বারা প্রভাবিত হয় না। মূল্যে ঐ হ্রাস-বৃদ্ধি কেবল সেই হারটিকেই পরিবর্তিত করে, যে-হারে একটি নির্দিষ্ট উদ্বৃত্ত-মূল্য, এবং অতএব একটি নির্দিষ্ট আয়তনের মুনাফা, নিজেদেরকে প্রকাশ করে; অন্য ভাবে বলা যায়, তারা পরিবর্তিত করে কেবল মুনাফার আপেক্ষিক আয়তনটিকে, অর্থাৎ অগ্রিম-দত্ত মূলধনটির আয়তনের সঙ্গে তুলনায় তার আয়তনটিকে। যেহেতু মূল্যের এই ওঠা-নামার ফলে মূলধন বাঁধা পড়ে বা ছাড়া পায়, সেই হেতু কেবল মুনাফার হারই নয়, স্বয়ং মুনাফাই এই পরোক্ষ পথে প্রভাবিত হবার সম্ভাবনা থাকে। যাই হোক, এটা সব সময়েই প্রযোজ্য হয়েছে এই ধরনের মূলধনের বেলায় যা আগে থেকেই বিনিয়োজিত ছিল, নোতুন বিনিয়োগের বেলায় নয়। তা ছাড়া, মুনাফার বৃদ্ধি বা হ্রাস

সব সময়েই নির্ভর করত, মূল্যের এই সব পরিবর্তনের ফলে, একই মূলধন কত বেশি বা কম শ্রমকে গতিশীল করতে পারত তার মাত্রার উপরে ; অন্যভাবে বলা যায়, তা নির্ভর করত, একই মূলধন, উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার একই থাকলে,• কত বেশি বা কম পরিমাণ উদ্বৃত্ত-মূল্য পেতে পারত তার মাত্রার উপরে। সাধারণ নিয়মটিকে খণ্ডন করা কিংবা তার একটি ব্যতিক্রম-মাত্র হওয়া দূরের কথা, এই আপাতদৃষ্ট ব্যতিক্রমটি আসলে কিন্তু সাধারণ নিয়মটিরই প্রয়োগের একটি বিশেষ ক্ষেত্র।

পূর্ববর্তী অংশে দেখা গিয়েছিল যে, শোষণের হার স্থির থাকলে, স্থির মূলধনের অঙ্গ-গঠক উপাদানগুলির মূল্যে এবং মূলধনের প্রতিবর্তন-কালে পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঘটে মুনাফার হারেও পরিবর্তন। এ থেকে যে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে, তা এই যে, পাশাপাশি অবস্থানকারী উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুনাফার হার বিভিন্ন হতেই হবে, যখন অন্যান্য অবস্থাবলী অপরিবর্তিত থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিযুক্ত মূলধনসমূহের প্রতিবর্তন কাল বিভিন্ন হয়, কিংবা যখন এই মূলধন-সমূহের দৈহিক উপাদানগুলির মূল্য-সম্পর্কটি বিভিন্ন উৎপাদন-শাখায় বিভিন্ন হয়। যাকে আমরা গণ্য করেছিলাম, একই অভিন্ন মূলধনের ক্ষেত্রে সংঘটিত পরিবর্তন পরম্পরা বলে, তাকে এখন গণ্য করতে হবে বিভিন্ন উৎপাদন ক্ষেত্রে পাশাপাশি অবস্থিত বিবিধ মূলধন বিনিয়োগের যুগপৎ পার্থক্যসমূহ বলে।

এই অবস্থায় আমাদের বিশ্লেষণ করতে হবে (১) মূলধনের **দৈহিক গঠনে** পার্থক্য এবং (২) সেগুলির প্রতিবর্তন-কালে পার্থক্য।

এই গোটা বিশ্লেষণের পূর্ব-প্রতিজ্ঞা স্বাভাবিক ভাবেই এই যে, কোন একটি বিশেষ উৎপাদন-শাখায় একটি মূলধনের গঠন বা প্রতিবর্তনের কথা বলে আমরা সব সময়েই বোঝাই এই ক্ষেত্রে বিনিয়োজিত মূলধনের গড় স্বাভাবিক অনুপাতগুলির কথা এবং সাধারণতঃ সেই বিশেষ ক্ষেত্রটিতে নিযুক্ত মোট মূলধনের গড়টির কথা—আলাদা আলাদা মূলধনগুলির আপতিক পার্থক্যসমূহের কথা নয়।

যেহেতু আরো ধরে নেওয়া হয়েছে যে উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার এবং কাজের দিন আরো স্থির, এবং যেহেতু এই ধরে নেওয়ার মধ্যে আরো নিহিত আছে যে মজুরিও আছে স্থির, সেই হেতু অস্থির মূলধনের একটি বিশেষ পরিমাণ প্রতিনিধিত্ব করে গতি-মুক্ত শ্রম-শক্তির একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের, এবং অতএব বস্তু-রূপায়িত শ্রমের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের। সুতরাং যদি £১০০ প্রতিনিধিত্ব করে ১০০ শ্রমিকের সাপ্তাহিক মজুরি, নির্দেশ করে ১০০ সত্যিকার শ্রম-শক্তি, তা হলে ন গুণ £১০০ নির্দেশ করে ন গুণ ১০০ শ্রমিকের শ্রম-শক্তিকে, এবং $\frac{£১০০}{ন}$ নির্দেশ করে $\frac{১০০}{ন}$ শ্রমিকের শ্রম-শক্তিকে। সুতরাং অস্থির মূলধন এখানে কাজ করে (যেমন সব সময়েই করে থাকে যেখানে মজুরি থাকে নির্দিষ্ট) একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মোট মূলধনের দ্বারা গতি-মুক্ত শ্রমের পরিমাণটির সূচক হিসাবে। অতএব, নিযুক্ত অস্থির মূলধনগুলির আয়তনের পার্থক্যসমূহ কাজ করে নিযুক্ত শ্রম-

শক্তির পরিমাণে পার্থক্যের সূচক হিসাবে। যদি £১০০ নির্দেশ করে সপ্তাহ প্রতি ১০০ শ্রমিক, এবং প্রতিনিধিত্ব করে সপ্তাহপ্রতি ৬০ ঘণ্টার ৬০০০ কাজের ঘণ্টার, তা হলে £১০০ প্রতিনিধিত্ব করে ৬,০০০-এর, এবং £৫০ কেবল ৩,০০০ কাজের ঘণ্টার।

মূলধনের গঠন বলতে আমরা বোঝাই তার সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় উপাদানগুলির, অর্থাৎ অস্থির এবং স্থির মূলধনের, অনুপাতটিকে—যা প্রথম গ্রন্থে বলা হয়েছে। এই শিরোনামের অধীনে দুটি অনুপাত আলোচনায় প্রবেশ করে। তাদের গুরুত্ব সমান নয়, যদিও কয়েকটি অবস্থায় তারা অনুরূপ ফল উৎপন্ন করতে পারে।

প্রথমে অনুপাতটি দাঁড়ায় একটি কারিগরি ভিত্তির উপরে, এবং উৎপাদিকা শক্তি-গুলির বিকাশের একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে তাকে ধরতে হবে নির্দিষ্ট বলে। একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক শ্রমিকের দ্বারা প্রতিরূপায়িত একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রম আবশ্যক হয়, ধরুন, একদিনে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সামগ্রী উৎপাদন করতে এবং—যা স্বতঃই স্পষ্ট—উৎপাদনশীল ভাবে পরিভোগ করতে, অর্থাৎ গতি-মুক্ত করতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদনের উপায়, মেশিনপত্র, কাঁচামাল ইত্যাদি। একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক শ্রমিক নির্দেশ করে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদনের উপায়, এবং অতএব একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ জীবন্ত শ্রম নির্দেশ করে উৎপাদনের উপায়সমূহে বস্তু-রূপায়িত একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রম। এই অনুপাত বিপুল ভাবে ভিন্ন ভিন্ন হয় উৎপাদনের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে, এমনকি প্রায়শই একই অভিন্ন শিল্পের বিভিন্ন শাখায়, যদিও তা ঘটনাচক্রে হতে পারে সম্পূর্ণ ভাবে বা প্রায় সম্পূর্ণ ভাবে একই সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা শিল্প শাখায়।

এই অনুপাতই রচনা করে মূলধনের কারিগরি গঠন এবং তার দৈহিক গঠনের আসল ভিত্তি।

যাই হোক, এটাও সম্ভব যে এই অনুপাত বিভিন্ন শিল্প শাখায় হতে পারে অভিন্ন—যদি অস্থির মূলধন হয় শ্রম-শক্তির নিছক একটি সূচক মাত্র এবং স্থির মূলধন হয় এই শ্রম-শক্তির দ্বারা গতিমুক্ত উৎপাদন উপায়সম্ভারের নিছক একটি সূচক মাত্র। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, তামা এবং লোহার কিছু কাজ দাবি করতে পারে উৎপাদনের উপায় সম্ভারের সঙ্গে শ্রম-শক্তির একই অনুপাত। কিন্তু যেহেতু লোহার চেয়ে তামা বেশি ব্যয়-বহুল, সেই হেতু অস্থির এবং স্থির মূলধনের মধ্যে মূল্য সম্পর্ক প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ভিন্ন, এবং অতএব দুটি মোট মূলধনের মূল্য গঠনও। কারিগরি গঠন এবং মূল্য গঠনের মধ্যে পার্থক্য প্রত্যেক শিল্প-শাখার প্রকাশ পায় এই ব্যাপারে যে মূলধনের দুটি অংশের মধ্যে মূল্য-সম্পর্ক একই থাকতে পারে যদিও কারিগরি গঠন বদলে যায়। এই দ্বিতীয় ঘটনাটি অবশ্য তবেই সম্ভব হবে, যদি নিয়োজিত উৎপাদনের উপায়সম্ভার এবং শ্রম-শক্তির অনুপাতটি প্রতিপূরিত হয় তাদের মূল্যে একটি বিপরীত পরিবর্তনের দ্বারা।

মূলধনের মূল্য-গঠন, যেহেতু তা নির্ধারিত হয় তার কারিগরি গঠনের দ্বারা এবং

প্রতিফলিত করে এই কারিগরি গঠনকে, সেই হেতু অভিহিত হয় মূলধনের **দৈহিক গঠন** বলে।[১]

সুতরাং অস্থির মূলধনের ক্ষেত্রে আমরা ধরে নিই যে তা হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রম-শক্তির, বা একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক শ্রমিকের, বা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ গতিমুক্ত জীবন্ত শ্রমের, সূচক। পূর্ববর্তী অংশে আমরা দেখেছি যে অস্থির মূলধনের মূল্যের আয়তনে *একটি পরিবর্তন একই শ্রম-পরিমাণের একটি উচ্চতর বা নিম্নতর দামই কেবল ঘটনাক্রমে* নির্দেশ করতে পারে। কিন্তু এখানে, যেখানে উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার এবং কাজের দিনকে ধরা হয় স্থির বলে, এবং একটি নির্দিষ্ট সময়কালের মজুরিও দেওয়া আছে, সেখানে এ প্রশ্ন ওঠে না। অন্য দিকে স্থির মূলধনের আয়তনে একটি পার্থক্য অনুরূপ ভাবে হতে পারে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রম-শক্তির দ্বারা গতিমুক্ত উৎপাদনের উপায়সম্ভারে পরিবর্তনের একটি সূচক। কিন্তু তা উদ্ভূত হতে পারে এক ক্ষেত্রে গতিমুক্ত উৎপাদন উপায়সমূহ এবং আরেক ক্ষেত্রে গতিমুক্ত উৎপাদন-উপাসমূহের মধ্যে মূল্যে একটি পার্থক্য থেকেও। সুতরাং দুটি ব্যাপারকেই এখানে পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

সর্বশেষে, আমরা অবশ্যই হিসাবে নেব নিচেকার জরুরি ঘটনাগুলিকে :

ধরা যাক, ১০০ জন শ্রমিকের সাপ্তাহিক মজুরি হল £ ০০। ধরা যাক সাপ্তাহিক কাজের ঘণ্টা = ৬০। আরো ধরা যাক উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার = ১০০%। এ ক্ষেত্রে, ৬০ ঘণ্টার মধ্যে ৩০ ঘণ্টা শ্রমিকেরা কাজ করে নিজেদের জন্য এবং বাকি ৩০ ঘণ্টা ধনিকের জন্য বিনা মজুরিতে। বস্তুত: পক্ষে, £১০০ প্রতিনিধিত্ব করে ১০০ জন শ্রমিকের ঠিক ৩০টি করে কাজের ঘণ্টার বা মোট ৩০০০ কাজের ঘণ্টার, অন্য দিকে শ্রমিকদের করা বাকি ৩০০০ ঘণ্টার কাজ অন্তর্ভুক্ত হয় £১০০ পরিমাণ উদ্বৃত্ত-মূল্যের মধ্যে, বা ধনিকের দ্বারা হস্তগত মুনাফার মধ্যে। সুতরাং যদিও £১০০ পরিমাণ মজুরি প্রকাশ করে না সেই মূল্যটিকে, যার মধ্যে বাস্তবায়িত হয় ১০০ জন শ্রমিকের সাপ্তাহিক শ্রম, তৎসত্ত্বেও তা নির্দেশ করে (যেহেতু কাজের দিনের দৈর্ঘ্য এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার নির্দিষ্ট আছে) যে, এই মূলধন গতিমুক্ত করে ১০০ শ্রমিককে ৬০০০ কাজের ঘণ্টার জন্য। £১০০ পরিমাণ মূলধন এটা নির্দেশ করে, প্রথমতঃ, কারণ তা নির্দেশ করে গতিমুক্ত শ্রমিকদের সংখ্যা সপ্তাহ প্রতি ১ জন শ্রমিক = £১ হারে, অতএব ১০০ শ্রমিক = ১০০; এবং দ্বিতীয়তঃ, কারণ যেহেতু উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার নির্দিষ্ট আছে ১০০% হিসাবে, এই শ্রমিকদের প্রত্যেকে সম্পাদন করে তার মজুরির মধ্যে বিধৃত কাজের দ্বিগুণ পরিমাণ কাজ, যাতে করে £১, অর্থাৎ তার মজুরি, যা হচ্ছে তার অর্ধ-সপ্তাহের শ্রমের প্রকাশ, তা গতিশীল রাখে একটা গোটা সপ্তাহের শ্রম, ঠিক যেমন £ ০০ গতিশীল রাখে ১০০ সপ্তাহের শ্রম, যদিও তা ধারণ করে কেবল ৫০। অতএব মজুরি

১. জার্মান সংস্করণে ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের শুরুতে ৬২৮ পৃষ্ঠায় (ইং. সংস্করণের পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের শুরুতে ৬১২ পৃষ্ঠায়) উল্লিখিত বিষয়টি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যেহেতু দুটি প্রথম সংস্করণে অনুচ্ছেদটি অনুপস্থিত, সেই হেতু সেটির পুনরুল্লেখ এখানে আরো বাঞ্ছনীয়।—এঙ্গেলস

বাবদ ব্যয়িত অস্থির মূলধনে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য করতে হবে। মজুরির অঙ্ক হিসাবে অর্থাৎ বাস্তবায়িত শ্রমের একটি বিশেষ পরিমাণ হিসাবে, তার মূল্যকে পার্থক্য করতে হবে তা যাকে গতিশীল করে সেই জীবন্ত শ্রমের পরিমাণের সূচক হিসাবে যে-মূল্য, তার চেয়ে। যে শ্রমকে তা ধারণ করে তার চেয়ে এই দ্বিতীয়োক্ত মূল্যটি সব সময়েই বৃহত্তর এবং সেই জন্য তার প্রতিনিধিত্ব করে অস্থির মূলধনটির মূল্যের চেয়ে একটি বৃহত্তর মূল্য। এই বৃহত্তর মূল্যটি নির্ধারিত হয়, একদিকে, অস্থির মূলধনের দ্বারা গতিমুক্ত শ্রমিকদের সংখ্যা এবং, অন্য দিকে, তাদের দ্বারা সম্পাদিত উদ্বৃত্ত-শ্রমের পরিমাণের দ্বারা।

অস্থির মূলধনকে এইভাবে দেখা থেকে যা আসে, তা এই :

যখন ক উৎপাদন ক্ষেত্রে বিনিযুক্ত একটি মূলধন প্রতি ৭০০ পরিমাণ মোট মূলধনের বাবদে ব্যয় করে অস্থির মূলধনের খাতে মাত্র ১০০ এবং স্থির মূলধনের খাতে ৬০০, আর খ উৎপাদন-ক্ষেত্রে বিনিযুক্ত একটি মূলধন অস্থির মূলধনের খাতে ব্যয় করে ৬০০ এবং স্থির মূলধনের খাতে মাত্র ১০০, তখন ক-এর ৭০০ পরিমাণ মূলধন গতিশীল করে কেবল ১০০ পরিমাণ শ্রম-শক্তিকে, কিংবা আমরা আগে যা ধরে নিয়েছি, তদনুসারে ১০০ সপ্তাহের শ্রম কিংবা ৬০০০ ঘণ্টার জীবন্ত শ্রমকে, অন্যদিকে খ-এর সেই একই পরিমাণ মূলধন গতিশীল করবে ৬০০ সপ্তাহের শ্রম কিংবা ৩৬,০০০ ঘণ্টার জীবন্ত শ্রমকে। তা হলে ক এর মূলধন আত্মসাৎ-করবে কেবল ৫০ সপ্তাহের শ্রম, বা ৩০০০ ঘণ্টার উদ্বৃত্ত-শ্রম, যখন খ-এর সেই একই পরিমাণ মূলধন আত্মসাৎ করবে ৩০০ সপ্তাহের বা ১৮,০০০ ঘণ্টার শ্রম। অস্থির মূলধন কেবল তার মধ্যে মূর্ত শ্রমেরই সূচক নয়। যখন উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার জানা থাকে, তখন তা তার মধ্যে মূর্ত শ্রমেরও উপরে বাড়তি শ্রমের পরিমাণেরও, অর্থাৎ উদ্বৃত্ত-শ্রমেরও সূচক। শোষণের তীব্রতা একই আছে ধরে নিলে, প্রথম ক্ষেত্রে মুনাফা হবে $\frac{১০০}{৭০০}=\frac{১}{৭}=১৪\frac{২}{৭}\%$ এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে $\frac{৬০০}{৭০০}=\frac{৬}{৭}=৮৫\frac{৫}{৭}\%$, অর্থাৎ মুনাফা-হার। এ ক্ষেত্রে খোদ মুনাফাই বস্তুতঃ হবে ছয়গুণ বেশি, ক-এ ১০০-র জায়গায় খ-এ ৬০০, কেননা একই মূলধন গতিশীল করে ছয়গুণ বেশি জীবন্ত শ্রম, যা শোষণের একই মাত্রায় বোঝায় ছয়গুণ বেশি উদ্বৃত্ত-মূল্য, এবং তাই ছয়গুণ বেশি মুনাফা।

কিন্তু যদি ক-এ বিনিয়োজিত মূলধন ৭০০ না হয়ে হত £৭০০০, আর খ-এ নিয়োজিত মূলধন হত কেবল £৭০০ এবং দুয়েরই দৈহিক গঠন থাকত একই, তা হলে ক মূলধন নিয়োগ করত £৭০০০-এর মধ্যে £১০০০ অস্থির মূলধন হিসাবে, অর্থাৎ সপ্তাহপিছু ১০০০ শ্রমিক = ৬০,০০০ ঘণ্টা জীবিত শ্রম, যার মধ্যে ৩০,০০০ হত উদ্বৃত্ত-শ্রম। তবু ক-এ প্রতি £৭০০ পরিমাণ মূলধন গতিশীল করতে থাকত খ-এর তুলনায় কেবল এক-ষষ্ঠাংশ জীবন্ত শ্রম, এবং অতএব এক-ষষ্ঠাংশ উদ্বৃত্ত-শ্রম এবং উৎপাদন করত কেবল এক-ষষ্ঠাংশ মুনাফা। আমরা যদি মুনাফার হারটিকে বিবেচনা

কার, তা হলে ক-এ $\frac{১০০০}{৭০০০} = \frac{১০০}{৭০০} = ১৪\frac{২}{৭}\%$ আর তুলনায় খ-এ $\frac{৬০০}{৭০০} = ৮৫\frac{৫}{৭}$; মূলধনের পরিমাণ উভয় ক্ষেত্রে সমান হলেও, গতিমুক্ত জীবন্ত শ্রমের পরিমাণ বিভিন্ন হওয়ায়, উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ, অতএব মুনাফার পরিমাণও, হয় বিভিন্ন, যদিও উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার একই।

আমরা কার্যত: একই ফল পাই, যদি উৎপাদনের উভয় ক্ষেত্রেই কারিগরি অবস্থাগুলি থাকে একই, কিন্তু নিয়োজিত স্থির মূলধনের উপাদান-সমূহের মূল্য একটির চেয়ে অন্যটিতে হয় বৃহত্তর বা ক্ষুদ্রতর। ধরে নেওয়া যাক, উভয়েই প্রতি সপ্তাহে অস্থির মূলধন হিসাবে বিনিয়োগ করে £১০০ এবং অতএব নিয়োগ করে ১০০ জন শ্রমিক একই পরিমাণ মেশিনপত্র ও কাঁচামাল গতিশীল করতে। কিন্তু ধরা যাক, শেষোক্তটি ক-এর চেয়ে খ-এ বেশি ব্যয়সাধ্য। দৃষ্টান্ত হিসাবে, £১০০ অস্থির মূলধন ক-এ গতিশীল করে £২০০ স্থির মূলধনকে এবং খ-এ £৪০০ স্থির মূলধনকে। একই ১০০% উদ্বৃত্ত-মূল্য সহ, উভয় ক্ষেত্রেই উদ্বৃত্ত-মূল্য £১০০-এর সমতুল্য। কিন্তু মুনাফার হার ক-এ হয় $\frac{১০০}{২০০_{স} + ১০০_{অ}} = \frac{১}{৩} = ৩৩\frac{১}{৩}\%$, যখন খ-এর তা হয় $\frac{১০০}{৪০০_{স} + ১০০_{অ}} = \frac{১}{৫} = ২০\%$। বাস্তবিক পক্ষে, আমরা যদি উভয় ক্ষেত্রে বেছে নিই একটি কোন একাংশ, তা হলে আমরা দেখি যে, খ-এর প্রত্যেক £১০০-তে কেবল £২০, অর্থাৎ এক-পঞ্চমাংশ, রচনা করে অস্থির মূলধন আর ক-এর প্রত্যেক £১০০-তে £৩৩$\frac{১}{৩}$, অর্থাৎ এক-তৃতীয়াংশ, রচনা করে অস্থির মূলধন। প্রতি £১০০ বাবদ খ উৎপাদন করে অল্পতর মুনাফা, কেননা তা গতিশীল করে ক-এর তুলনায় অল্পতর জীবন্ত শ্রম। মুনাফার হারে এই পার্থক্য তাই নিজেকে পর্যবসিত করে আরো একবার, এ ক্ষেত্রে, মুনাফার পরিমাণে পার্থক্যে—বিনিয়োজিত মূলধনের প্রতি ১০০ দ্বারা উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণের কারণে।

এই দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত এবং প্রথমটির মধ্যে পার্থক্য কেবল এই: দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ক এবং খ-এর সমতাসাধনের জন্য আবশ্যক হয় ক বা খ-এর স্থির মূলধনের মূল্যে শুধু একটি পরিবর্তন, যদি কারিগরি ভিত্তিটি থাকে একই। কিন্তু প্রথম ক্ষেত্রে খোদ কারিগরি গঠনটিই উৎপাদনের দুটি ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন এবং সমতাসাধনের জন্য তার পরিবর্তন ঘটাতে হবে সম্পূর্ণ ভাবে।

বিবিধ মূলধনের বিভিন্ন দৈহিক গঠন এইভাবে তাদের অনাপেক্ষিক আয়তন থেকে নিরপেক্ষ। সব সময়েই প্রশ্নটা এই: প্রত্যেক ১০০-র মধ্যে কতটা অস্থির মূলধন আর কতটাই বা স্থির মূলধন।

শতকরা ভিত্তিতে গণনা-করা ভিন্ন ভিন্ন আয়তনের মূলধন, কিংবা যা এক্ষেত্রে দাঁড়ায় একই, একই কাজের সময় ধরে কর্মরত এবং একই মাত্রার শোষণে লিপ্ত একই

আয়তনের একাধিক মূলধন উৎপাদন করতে পারে খুবই ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণের মুনাফা ; এর কারণ এই যে, উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মূলধনের দৈহিক গঠনে একটি পার্থক্য সূচিত করে তাদের অস্থির অংশে একটি পার্থক্য, অতএব তাদের দ্বারা গতিমুক্ত জীবন্ত শ্রমের পরিমাণে একটি পার্থক্য, এবং কাজে কাজেই তাদের দ্বারা আত্মীকৃত উদ্বৃত্ত-শ্রমের পরিমাণগত একটি পার্থক্য। আর এই উদ্বৃত্ত-শ্রমই হচ্ছে উদ্বৃত্ত-মূল্যের, তথা মুনাফার অন্তর্বস্তু। উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মোট মূলধনের সমান সমান অংশ ধারণ করে উদ্বৃত্ত-মূল্যের অসমান অসমান উৎস, এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যের একমাত্র উৎস হচ্ছে জীবন্ত শ্রম। একই মাত্রার শ্রম-শোষণ ধরে নিলে, ১০০ পরিমাণ মূলধনের দ্বারা গতিমুক্ত শ্রমের পরিমাণ, এবং অতএব, তার দ্বারা আত্মীকৃত উদ্বৃত্ত-শ্রমের পরিমাণ, নির্ভর করে তার অস্থির উপাদানটির আয়তনের উপরে। যদি $৯০_{স}+১০_{অ}$ শতকরা ভাগে গঠিত একটি মূলধন উৎপাদন করত ততটা পরিমাণ উদ্বৃত্ত-মূল্য, বা মুনাফা, একই শ্রম-শোষণের হারে, যতটা করে $১০_{স}+৯০_{অ}$ শতকরা ভাগে গঠিত একটি মূলধন, তাহলে এটা দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে যেত যে উদ্বৃত্ত-মূল্য, এবং অতএব সাধারণ ভাবে মূল্য, নিশ্চয়ই উদ্ভূত হয় শ্রম ছাড়া অন্য কোনো উৎস থেকে এবং সেক্ষেত্রে অর্থনীতি বঞ্চিত হত প্রত্যেক যুক্তিসিদ্ধ ভিত্তি থেকে। আমাদের যদি সব সময়েই ধরে নিতে হয় যে £১ প্রতিনিধিত্ব করে ৬০ ঘণ্টা করে কাজ করে এমন একজন শ্রমিকের সাপ্তাহিক মজুরির, এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার হচ্ছে ১০০%, তা হলে, এটা পরিষ্কার যে একজন শ্রমিকের এক সপ্তাহে মূল্য-উৎপন্ন £২। তা হলে দশজন শ্রমিক উৎপাদন করে £২০-এর বেশি নয়। এবং যেহেতু £২০-এর মধ্যে £১০ প্রতিস্থাপন করে মজুরিকে, সেই হেতু দশ জন শ্রমিক পারে না £১০-এর চেয়ে বেশি উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদন করতে। অন্যদিকে, ৯০ জন শ্রমিক, যাদের মোট উৎপন্ন হচ্ছে £১৮০, এবং যাদের মোট মজুরি হচ্ছে £৯০, উৎপাদন করে £৯০ পরিমাণ একটি উদ্বৃত্ত-মূল্য। মুনাফার হার প্রথম ক্ষেত্রে হয় ১০% এবং অন্যটিতে ৯০%। যদি তা না হত, তা হলে মূল্য এবং উদ্বৃত্ত-মূল্য হত বাস্তবায়িত শ্রম ছাড়া অন্য কিছু। যেহেতু শতাংশ হিসাবে কিংবা সমান সমান আয়তনের মূলধন হিসাবে দৃষ্ট বিভিন্ন উৎপাদন-ক্ষেত্রের মূলধনগুলি বিভক্ত হয় বিভিন্ন ভাবে অস্থির এবং স্থির মূলধনে, গতিশীল করে বিভিন্ন অসমান পরিমাণ জীবন্ত শ্রম এবং উৎপাদন করে বিভিন্ন উদ্বৃত্ত মূল্য। অতএব মুনাফা, সেহেতু এটা অনুসরণ করে যে, মুনাফার হার, যা গঠিত হয় শতাংশের হিসাবে মোট মূলধনের সঙ্গে উদ্বৃত্ত-মূল্যের ঠিক এই অনুপাতটি দিয়ে, তাও অবশ্যই হবে বিভিন্ন।

এখন যদি শতাংশের ভিত্তিতে হিসাব-করা বিভিন্ন উৎপাদন-ক্ষেত্রের মূলধনগুলি, অর্থাৎ সমান আয়তনের মূলধনগুলি, উৎপাদন করে, তাদের বিভিন্ন দৈহিক গঠনের দরুন, অসমান মুনাফা, তা হলে এটা অনুসরণ করে যে, বিভিন্ন উৎপাদন-ক্ষেত্রের

বিভিন্ন অসমান মুনাফা হতে পারে না তাদের নিজ নিজ আয়তনের সঙ্গে আনুপাতিক, অথবা উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মুনাফাসমূহ হয় না সেখানে সেখানে বিনিয়োজিত মূলধনসমূহের যথাক্রমিক আনুপাতিক। কারণ যদি মুনাফা বৃদ্ধি পেত বিনিয়োজিত মূলধনের সঙ্গে হারাহারি ভাবে, তা হলে তার মানে দাঁড়াত যে শতাংশের হিসাবে মুনাফা হত একই, যাতে করে উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমান আয়তনের মূলধনগুলি পেত অভিন্ন মুনাফার হার, যদিও তাদের দৈহিক গঠন হত বিভিন্ন। কেবলমাত্র একই উৎপাদন-ক্ষেত্রে, যেখানে আছে মূলধনের একটি নির্দিষ্ট দৈহিক গঠন, কিংবা বিভিন্ন উৎপাদন-ক্ষেত্রে, যেখানে আছে মূলধনের একই অভিন্ন গঠন, সেখানেই মুনাফার পরিমাণ হতে পারে বিনিয়োজিত মূলধনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে আনুপাতিক। অসমান মূলধনসমূহের মুনাফাগুলি তাদের নিজ নিজ আয়তনের সঙ্গে আনুপাতিক—একথা বলার মানে দাঁড়াবে কেবল এই যে সমান সমান আয়তনের মূলধন দেয় সমান সমান মুনাফা, অর্থাৎ, তাদের আয়তন ও অবয়বগত গঠন যাই হোক না কেন, সমস্ত মূলধনের ক্ষেত্রেই মুনাফার হার একই।

যদি ধরে নেওয়া হয় যে পণ্যসমূহ বিক্রি হয় তাদের নিজ নিজ মূল্যে, তা হলে উল্লিখিত বিবৃতিগুলি খাটে। একটি পণ্যের মূল্য হচ্ছে—তার মধ্যে বিধৃত স্থির মূলধনের মূল্য, যোগ তার মধ্যে পুনরুৎপাদিত অস্থির মূলধনের মূল্য, যোগ এই অস্থির মূলধনের বৃদ্ধিটি, তথা উদ্বৃত্ত-মূল্য। উদ্বৃত্ত-মূল্যের একই হারে, তার পরিমাণ স্পষ্টতই নির্ভর করে অস্থির মূলধনের পরিমাণটির উপরে। একটি ১০০ পরিমাণ একক মূলধনের উৎপন্নের মূল্য, এক ক্ষেত্রে, $৯০_{স} + ১০_{অ} + ১০_{উ} = ১১০$, এবং অন্য ক্ষেত্রে $১০_{স} + ৯০_{অ} + ৯০_{উ} = ১৯০$। যদি পণ্যসমূহ বিক্রি হয় তাদের নিজ নিজ মূল্যে, তা হলে প্রথম উৎপন্নটি বিক্রি হয় ১১০-এ, যার মধ্যে ১০ হচ্ছে উদ্বৃত্ত-মূল্য বা মজুরি-বঞ্চিত শ্রম এবং দ্বিতীয়টি ১৯০-এ, যার মধ্যে ৯০ হচ্ছে উদ্বৃত্ত-মূল্য বা মজুরি-বঞ্চিত শ্রম।

এটা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন দেশের মুনাফার হারগুলিকে তুলনা করার জন্য। ধরে নেওয়া যাক, একটি ইউরোপীয় দেশে উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার ১০০%, যার মানে শ্রমিক অর্ধেক দিন কাজ করে নিজের জন্য, বাকি অর্ধেক দিন তার নিয়োগকর্তার জন্য। আরো ধরা যাক যে, একটি এশীয় দেশে মুনাফার হার হচ্ছে ২৫%, যার মানে শ্রমিক নিজের জন্য কাজ করে কাজের দিনের চার-পঞ্চমাংশ এবং নিয়োগকর্তার জন্য এক-পঞ্চমাংশ। ধরা যাক, ইউরোপীয় দেশটিতে জাতীয় মূলধনের গঠন হল $৮৪_{স} + ১৬_{অ}$ এবং এশীয় দেশটিতে, তা হল $১৬_{স} + ৮৪_{অ}$, যেখানে খুব সামান্যই মেশিনপত্র ব্যবহৃত হয় এবং যেখানে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রম-শক্তি একটি নির্দিষ্ট সময়ে উৎপাদনশীল ভাবে পরিভুক্ত করে আপেক্ষিক ভাবে সামান্য কাঁচামাল। তা হলে আমরা পাই এই নিম্নলিখিত হিসাব :

ইউরোপের দেশটিতে উৎপন্ন সামগ্রীটির মূল্য $= ৮৪_{স} + ১৬_{অ} + ১৬_{উ} = ১১৬$; মুনাফার হার $= \frac{১৬}{১০০} = ১৬\%$।

এশিয়ার দেশটিতে উৎপন্ন সামগ্রীটির মূল্য $= ১৬_{স} + ৮৪_{অ} + ২১_{উ} = ১২১$, মুনাফার হার $= ২১\%$।

অতএব এশিয়ার দেশটিতে মুনাফার হার ইউরোপের দেশটির মুনাফার হারের চেয়ে ২৫% বেশি, যদিও দ্বিতীয়টির চেয়ে প্রথমটিতে উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার এক-চতুর্থাংশ। ক্যারি বাস্তিয়াতের মত লোকেরা এবং **আরো অনেকে** উপনীত হবে ঠিক বিপরীত সিদ্ধান্তে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, বিভিন্ন জাতীয় মুনাফা-হার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন জাতীয় উদ্বৃত্ত-হারের উপরে ভিত্তিশীল। কিন্তু এই অধ্যায়ে আমরা তুলনা করছি উদ্বৃত্ত-মূল্যের একই হার থেকে প্রাপ্ত মুনাফার অসমান হারগুলিকে।

মূলধনসমূহের অবয়বগত পার্থক্যগুলি ছাড়াও, এবং অতএব শ্রমের বিভিন্ন পরিমাণ ছাড়াও—এবং কাজে কাজেই বাকি সব অবস্থা একই থাকলে, উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে একই আয়তনের মূলধনসমূহের দ্বারা গতিমুক্ত বিভিন্ন পরিমাণের উদ্বৃত্ত-মূল্য ছাড়াও, মুনাফার হারে অসমতার আরো একটি উৎসও আছে। সেটা হল উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মূলধনের প্রতিবর্তনের বিভিন্ন সময়কাল। চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, বাকি সব অবস্থা সমান থাকলে, একই অবয়বগত গঠনের মূলধনসমূহের মুনাফার হারগুলি হয় তাদের প্রতিবর্তনের সময়কালের সঙ্গে বিপরীত ভাবে আনুপাতিক। আমরা আরো দেখেছি যে, ভিন্ন ভিন্ন সময়কালে প্রতিবর্তিত একই অস্থির মূলধন উৎপাদন করে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণের উদ্বৃত্ত-মূল্য। সুতরাং প্রতিবর্তনের সময়কালে পার্থক্য হল আরেকটি কারণ, যার দরুন উৎপাদনের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে সমান আয়তনের মূলধনসমূহ উৎপাদন করে না সমান সময়কালে সমান মুনাফা এবং, অতএব, এই ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে মুনাফার হারও হয় বিভিন্ন।

যাই হোক, মূলধনসমূহের গঠনে স্থিতিশীল এবং সঞ্চরণশীল মূলধনের অনুপাতটির ব্যাপারে উল্লেখ্য যে, এ নিজে আদৌ মুনাফার হারকে প্রভাবিত করে না। এ পারে মুনাফার হারকে প্রভাবিত করতে কেবল যদি, এক ক্ষেত্রে, মূলধনের গঠনে এই পার্থক্য সহঘটিত হয় অস্থির এবং স্থির অংশ দুটির একটি ভিন্নতর অনুপাতের সঙ্গে, যাতে করে মুনাফার হারে পার্থক্যটি ঘটে এই পরবর্তী পার্থক্যের কারণে, এবং স্থিতিশীল ও সঞ্চলনশীল মূলধনের ভিন্নতর অনুপাতের কারণে নয়, এবং, অন্য ক্ষেত্রে, যদি মূলধনের স্থিতিশীল এবং সঞ্চলনশীল অংশ দুটির অনুপাতের পার্থক্যটি সংঘটিত করে প্রতিবর্তনের সময়কালে একটি পার্থক্য, যে সময়কালে একটি কোনো মুনাফা উপলব্ধ হয়। যদি মূলধনসমূহ স্থিতিশীল ও সঞ্চলনশীল মূলধনে বিভক্ত হয় ভিন্ন ভিন্ন অনুপাতে, তা হলে সেটা স্বাভাবিক ভাবেই প্রভাবিত করবে প্রতিবর্তনের সময়কালকে। কিন্তু এর তাৎপর্য এই নয় যে, প্রতিবর্তনের সময়কালটি—যখন একই মূলধনসমূহ উপলব্ধ করে কিছু কিছু

মুনাফা—হবে ভিন্ন। দৃষ্টান্ত হিসাবে, **ক**-কে ক্রমাগত রূপান্তরিত করতে হতে পারে তার উৎপন্নের বৃহত্তর অংশটিকে কাঁচামাল ইত্যাদিতে ; আর **খ** ব্যবহার করতে পারে একই মেশিনপত্র ইত্যাদি একটি দীর্ঘতর সময়ের জন্য, এবং আবশ্যক করতে পারে অল্পতর কাঁচামাল, কিন্তু **ক** এবং **খ**, উভয়েই উৎপাদনে লিপ্ত হয়ে, সব সময়েই তাদের মূলধনের একটি অংশকে নিযুক্ত রাখে—একজন রাখে কাঁচামালে, অর্থাৎ সঞ্চলনশীল মূলধনে, এবং অন্য জন মেশিনপত্রে, অর্থাৎ স্থিতিশীল মূলধনে। **ক** ক্রমাগত তার মূলধনের একটি অংশকে রূপান্তরিত করে পণ্যের রূপ থেকে অর্থের রূপে, এবং দ্বিতীয়টিকে কাঁচামালের রূপে, আর **খ** তার মূলধনের একটি অংশকে নিযুক্ত করে একটি দীর্ঘতর সময়ের জন্য শ্রমের একটি হাতিয়ার হিসাবে এই ধরনের কোনো রূপান্তর ছাড়াই। যদি তারা উভয়েই নিযুক্ত করে একই পরিমাণ শ্রম, তা হলে তারা এক বছরে বিক্রি করবে বাস্তবিক পক্ষেই অসমান মূল্যের উৎপন্নসম্ভার, কিন্তু এই উভয় পরিমাণ উৎপন্নই ধারণ করবে সমান সমান পরিমাণ উদ্বৃত্ত-মূল্য, এবং তাদের মুনাফার হার, গোটা বিনিয়োজিত মূলধনের উপরে, হবে একই, যদিও তাদের স্থিতিশীল ও সঞ্চলনশীল মূলধনের গঠন এবং তাদের প্রতিবর্তনের সময়কাল বিভিন্ন। দুটি মূলধনই সমান সময়কালে উপলব্ধ করে সমান মুনাফা, যদিও তাদের প্রতিবর্তন-কাল বিভিন্ন।[১] প্রতিবর্তনের সময়কালের এই পার্থক্যের নিজের আর কোনো মূল্য নেই কেবল এই ঘটনা ছাড়া যে, একটি নির্দিষ্ট সময়ে একই মূলধনের দ্বারা আত্মীকৃত ও উপলব্ধ উদ্বৃত্ত-শ্রমের পরিমাণটিকে তা প্রভাবিত করে। সুতরাং যদি স্থিতিশীল এবং সঞ্চলনশীল মূলধনে একটি ভিন্নতর বিভাজন আবশ্যিক ভাবেই নির্দেশ না করে

১. [চতুর্থ অধ্যায় থেকে এটা অনুসরণ করে যে উল্লিখিত বিবৃতিটি সঠিক ভাবে খাটে কেবল তখনি যখন মূলধন **ক** এবং **খ** তাদের মূল্যের ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গঠিত, কিন্তু তাদের অস্থির অংশ দুটির শতাংশদ্বয় তাদের নিজ নিজ প্রতিবর্তন-কালের সঙ্গে আনুপাতিক অর্থাৎ তাদের নিজ নিজ প্রতিবর্তন-সংখ্যার সঙ্গে বিপরীত ভাবে আনুপাতিক। ধরা যাক **ক** মূলধনের শতাংশের হিসাবে গঠন এই রকম : $২০_{স}$ স্থিতিশীল + $৭০_{স}$ সঞ্চলনশীল, এবং অতএব $৯০_{স} + ১০_{অ} = ১০০$। ১০০% উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারে $১০_{অ}$ উৎপাদন করে $১০_{উ}$ এক প্রতিবর্তনে, যে ক্ষেত্রে এক প্রতিবর্তনে মুনাফার হার = ১০%। ধরা যাক, **খ** মূলধন = $৬০_{স}$ স্থিতিশীল + $২০_{স}$ সঞ্চলনশীল, এবং অতএব $৮০_{স} + ২০_{অ} = ১০০$। উল্লিখিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারে $২০_{অ}$ এক প্রতিবর্তনে উৎপাদন করে $২০_{উ}$ যে ক্ষেত্রে এক প্রতিবর্তনের মুনাফার হার দাঁড়ায় = ২০%, যা **ক**-এর চেয়ে দ্বিগুণ। কিন্তু **ক** যদি বছরে প্রতিবর্তিত হয় দুবার, এবং **খ** কেবল একবার, তা হলে ২ × ১০-ও তৈরি করে বছরে $২০_{উ}$, এবং মুনাফার হার হয় উভয়ের ক্ষেত্রেই এক, যথা ২০%। —এঙ্গেলস]

একটি ভিন্নতর প্রতিবর্তন-কাল, তা হলে এটা সুস্পষ্ট যে যদি মুনাফার হারে কোনো পার্থক্য থেকেই থাকে, তা হলে সেটা স্থিতিশীল এবং সঞ্চলনশীল মূলধনের মধ্যেকার একটি ভিন্নতর অনুপাতের কারণে নয়, পরন্তু এই ঘটনার কারণে যে এই ভিন্নতর অনুপাতটি নির্দেশ করে প্রতিবর্তনের সময়কালে একটি অসমানতা, যা প্রভাবিত করে মুনাফার হারকে।

সুতরাং এটা অনুসরণ করে যে উৎপাদনের বিবিধ শাখায় স্থিতিশীল ও সঞ্চলনশীল অংশ দুটির ক্ষেত্রে স্থির মূলধনের ভিন্নতর গঠনের নিজের কোনো প্রভাব নেই মুনাফার হারের উপরে, কেননা স্থির মূলধনের সঙ্গে অস্থির মূলধনের যে অনুপাত, তাই এখানে প্রশ্নটিকে মীমাংসা করে দেয়, তার অস্থির মূলধনের সঙ্গে তুলনায় স্থির মূলধনের মূল্য, এবং অতএব তার আয়তনও, তার গঠনকারী উপাদানগুলির স্থিতিশীল বা সঞ্চলনশীল প্রকৃতির সঙ্গে থাকে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন। তবু এটা দেখা যেতে পারে, —এবং এ থেকে প্রায়ই নানা ভুল সিদ্ধান্ত টানা হয়—যে যেখানে স্থিতিশীল মূলধন উল্লেখযোগ্য ভাবে অগ্রিম দেওয়া হয়, তা এই ঘটনাটাই প্রকাশ করে যে উৎপাদন চলছে বৃহদায়তনে, যার দরুন স্থির মূলধন প্রভূত ভাবে ছাড়িয়ে যাচ্ছে অস্থির মূলধনকে, কিংবা তা যে জীবন্ত শ্রমকে নিয়োগ করেছে, সেই জীবন্ত শ্রম যে-পরিমাণ উৎপাদনের উপায়কে চালনা করছে, সেই পরিমাণটির তুলনায় কম।

আমরা দেখিয়েছি যে বিভিন্ন ধারার শিল্পে আছে বিভিন্ন মুনাফার হার, যেগুলি হয়, নির্দেশিত সীমার মধ্যে, তাদের মূলধন সমূহের অবয়বগত গঠনে পার্থক্য তাদের বিভিন্ন প্রতিবর্তনকাল অনুযায়ী এবং প্রতিবর্তনের কাল যদি একই হয়, তা হলে এই যে নিয়ম (একটি সাধারণ ধারা হিসাবে) যে, বিবিধ মূলধনের বিবিধ আয়তন অনুযায়ী মুনাফাগুলিও হয় পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত, এবং ফলতঃ, সমান সমান আয়তনের মূলধন দেয় সমান সমান মুনাফা—এই নিয়মটি খাটে কেবল একই অবয়বগত গঠনের মূলধন-সমূহের ক্ষেত্রে, এমনকি উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার যদি একই হয়। পণ্যসমূহ বিক্রি হয় তাদের নিজ নিজ মূল্যে—এই যে আগে থেকে ধরে নেওয়া ধারণাটির যার ভিত্তিতে এ পর্যন্ত আমরা আমাদের সমস্ত বিশ্লেষণ চালিয়ে এসেছি, সেই ধারণাটির ভিত্তিতেই কেবল এই বিবৃতিগুলি খাটে। অন্য দিকে, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, অ-জরুরি ঘটনাক্রমে ঘটিত, পরস্পর-প্রতিপূরণকারী পার্থক্যগুলি ছাড়া, বিবিধ শিল্প-শাখায় মুনাফার গড় হারে পার্থক্যগুলি বাস্তবে থাকে না। এবং ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের গোটা ব্যবস্থাটির অবলুপ্তি ছাড়া থাকতেও পারে না। সুতরাং এটা মনে হবে যে মূল্যের তত্ত্বটি বাস্তব প্রক্রিয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন, উৎপাদনের বাস্তব ব্যাপারটির সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন, এবং এই কারণে এই ব্যাপারগুলি বুঝবার যাবতীয় চেষ্টা ছেড়ে দেওয়া উচিত।

এই খণ্ডের প্রথম অংশটি থেকে অনুসরণ করে যে উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপন্ন-সমূহের ব্যয়-দামগুলি সমান হয়, যদি মূলধনের সমান সমান অংশ অগ্রিম দেওয়া

হয়ে থাকে তাদের উৎপাদনে, এই সব মূলধনের অবয়বগত গঠন যতই বিভিন্ন হোক না কেন। অস্থির এবং স্থির মূলধনের মধ্যেকার পার্থক্যটি ব্যয়-দামের ক্ষেত্রে ধনিকের বিবেচনা এড়িয়ে যায়। যে পণ্যের জন্য সে অবশ্যই অগ্রিম দেবে £১০০, তার জন্য তাকে ব্যয় করতে হয় ঠিক ততটাই, তা সে বিনিয়োগ করুক $৯০_{স}+১০_{অ}$ কিংবা $১০_{স}+৯০_{অ}$। যে কোনো ক্ষেত্রেই তার ব্যয় হচ্ছে £১০০—বেশিও নয়, কমও নয়। ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে সমান সমান মূলধনের জন্য ব্যয়-দাম হয় সমান সমান, উৎপাদিত মূল্যগুলি এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যগুলি যতই ভিন্ন ভিন্ন হোক না কেন। বিনিয়োজিত মূলধন-সমূহের মধ্যে প্রতিযোগিতার ভিত্তি হচ্ছে ব্যয়-দামগুলির সমতা, যার দ্বারা একটি গড় মুনাফা সংঘটিত হয়।

নবম অধ্যায়

মুনাফার একটি সাধারণ হারের গঠন
(মুনাফার গড় হার)
এবং পণ্যের মূল্যের উৎপাদনের দামে রূপান্তরণ

একটি নির্দিষ্ট সময়ে মূলধনের অবয়বগত গঠন নির্ভর করে দুটি ব্যাপারের উপরে : প্রথমতঃ, নিযুক্ত উৎপাদনের উপায়সমূহের সঙ্গে নিযুক্ত শ্রম-শক্তির কারিগরি সম্পর্কের উপরে দ্বিতীয়তঃ, এই উপায়সমূহের দামগুলির উপরে। আমরা দেখেছি যে এই গঠনকে অবশ্যই পরীক্ষা করতে হবে শতকরা অনুপাত-সমূহের ভিত্তিতে। $\frac{4}{5}$ স্থির এবং $\frac{1}{5}$ অস্থির মূলধন নিয়ে গঠিত কোন একটি মূলধনের অবয়বগত গঠনকে আমরা প্রকাশ করি $৮০_{স}+২০_{অ}$ সূত্রটির সাহায্যে। এই তুলনাটিতে আরো ধরে নেওয়া হয় যে, উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারটি অপরিবর্তনীয়। খুশীমত বাছাই করা যে-কোনো একটি হারকে নেওয়া যাক ; ধরুন ১০০%। তা হলে $৮০_{স}+২০_{অ}$ পরিমাণ মূলধনটি উৎপাদন করে একটি উদ্বৃত্ত-মূল্য $= ২০_{উ}$, এবং তা দেয় মোট মূলধনের উপরে ২০% পরিমাণ একটি মুনাফার হার। তার উৎপন্ন সামগ্রীর সঠিক মূল্যের আয়তন নির্ভর করে স্থির মূলধনের স্থিতিশীল অংশটির আয়তনের উপরে, এবং সেই অংশটির উপরে যেটি ক্ষয়-ক্ষতির মাধ্যমে এ থেকে চলে যায় উৎপন্ন সামগ্রীটির মধ্যে। কিন্তু যেহেতু এই ব্যাপারটি আদৌ কোনো প্রভাব নেই, এবং সেই কারণে সরলতার স্বার্থে, উপস্থিত বিশ্লেষণে আমরা ধরে নেব যে, স্থির মূলধনটি সর্বত্র সমান ভাবে ও সমগ্র ভাবে স্থানান্তরিত হয় মূলধনসমূহের বাৎসরিক উৎপন্ন সামগ্রীতে। আরো ধরে নেওয়া হয় উৎপাদনের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে মূলধন-সমূহ বাৎসরিক উপলব্ধ করে একই পরিমাণ উদ্বৃত্ত-মূল্য— তাদের অস্থির অংশগুলির আয়তনের সঙ্গে আনুপাতিক। সুতরাং আপাততঃ আমরা উপেক্ষা করছি সেই পার্থক্যটিকে, যা এই প্রসঙ্গে উৎপাদিত হতে পারে প্রতিবর্তনের স্থায়িত্বকালের পরিবর্তনের দ্বারা। এই বিষয়টি পরে আলোচনা করা হবে।

পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন উৎপাদন-ক্ষেত্র নেওয়া যাক এবং ধরা যাক যে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে মূলধনের আছে একটি ভিন্ন স্বতন্ত্র গঠন, যেমন :—

মূলধন-সমূহ	উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার	উদ্বৃত্ত-মূল্য	উৎপন্নের মূল্য	মুনাফার হার
১. $৮০_{স} + ২০_{অ}$	১০০%	২০	১২০	২০%
২. $৭০_{স} + ৩০_{অ}$	১০০%	৩০	১৩০	৩০%
৩. $৬০_{স} + ৪০_{অ}$	১০০%	৪০	১৪০	৪০%
৪ $৮৫_{স} + ১৫_{অ}$	১০০%	১৫	১১৫	১৫%
৫. $৯৫_{স} + ৫_{অ}$	১০০%	৫	১০৫	৫%

এখানে শোষণের একই মাত্রা সহ উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, আমরা দেখি বেশ কিছুটা বিভিন্ন মুনাফার হার—এই মূলধনগুলির বিভিন্ন অবয়বগত গঠন অনুযায়ী।

এই পাঁচটি উৎপাদন-ক্ষেত্রে বিনিয়োজিত মূলধনগুলির মোট পরিমাণ = ৫০০; তাদের দ্বারা উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের মোট পরিমাণ = ১১০; তাদের দ্বারা উৎপাদিত পণ্যসম্ভারের সামূহিক মূল্য = ৬১০। যদি আমরা ৫০০-কে ধরি একটি একক মূলধন হিসাবে, এবং ১ নং থেকে ৫ নং পর্যন্ত মূলধনগুলিকে কেবল তার গঠনকারী বিভিন্ন অংশ হিসাবে (যেমন, ধরুন, একটি তুলো কলের বিভিন্ন বিভাগ, যার আছে তার সাফাই, বানাই, কাটুনি ও বুননের 'শপ'-গুলিতে অস্থির মূলধনের সঙ্গে স্থির মূলধনের ভিন্ন-ভিন্ন অনুপাত এবং যেখানে সমগ্র ভাবে ফ্যাক্টরিটার গড় অনুপাতটি এখনো হিসাব করা বাকি), তা হলে এই ৫০০ পরিমাণ মূলধনের গড় গঠন হবে = $৩৯০_{স}$ + $১১০_{অ}$, কিংবা শতকরা হিসাবে = $৭৮_{স} + ২২_{অ}$ যদি এই ১০০ পরিমাণ প্রত্যেকটি মূলধনকে গণ্য করা হয় মোট মূলধনের এক-পঞ্চমাংশ বলে, তা হলে তার গঠন হবে এই $৭৮_{স} + ২২_{অ}$ গড়ের সমান; প্রত্যেক ১০০ বাবদ গড় উদ্বৃত্ত-মূল্য হবে ২২, অতএব গড় মুনাফা-হার হবে = ২২%, এবং সর্বশেষে, ৫০০ দ্বারা উৎপাদিত মোট উৎপন্নের প্রত্যেক পঞ্চমাংশ = ১২২। অগ্রিম-দত্ত মোট মূলধনের প্রত্যেক পঞ্চমাংশকে বিক্রি করতে হবে ১২২-এ।

কিন্তু সম্পূর্ণ ভাবে ভুল সব সিদ্ধান্ত পরিহার করতে এটা অবশ্যই ধরে নেওয়া হবে না যে সমস্ত ব্যয়-দামই = ১০০।

$৮০_{স} + ২০_{অ}$ এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার = ১০০% সহ, মূলধন ১ = ১০০ দ্বারা উৎপাদিত পণ্যসমূহের মোট মূল্য হবে $৮০_{স} + ২০_{অ} + ২০_{উ}$ = ১২০, যদি গোটা স্থির মূলধনটি যায় বাৎসরিক উৎপন্নে। এখন, কোন কোন অবস্থায় কয়েকটি উৎপাদন-

ক্ষেত্রে এটা ঘটতে পারে। কিন্তু যেখানে স : অ-এর অনুপাত=৪:১, সে সব ক্ষেত্রে নয়। সুতরাং বিভিন্ন মূলধনগুলির প্রত্যেক ১০০ দ্বারা উৎপাদিত মূল্যসমূহকে তুলনা করতে গিয়ে আমরা অবশ্যই স্মরণে রাখব যে, স্থিতিশীল এবং সঞ্চলনশীল অংশের ব্যাপারে স-এর ভিন্ন গঠন অনুযায়ী তারা বিভিন্ন হবে, এবং আবার বিভিন্ন মূলধনগুলির স্থিতিশীল অংশ সমূহের অবচয় ঘটে, অবস্থানুসারে, ধীর বা দ্রুত গতিতে এবং এই ভাবে তাদের অসমান পরিমাণগুলিকে উৎপন্ন সামগ্রীতে স্থানান্তর করে সমান সময়ে। কিন্তু মুনাফা-হারের ক্ষেত্রে এর কোনো গুরুত্ব নেই। $৮০_{স}$ বাৎসরিক উৎপন্নে কত মূল্য ছেড়ে দেয় : ৮০ বা ৫০ বা ৫ এবং ফলতঃ, বাৎসরিক উৎপন্ন কত হয়=$৮০_{স}+২০_{অ}+২০_{উ}=১২০$, বা $৫০_{স}+২০_{অ}+২০_{উ}=৯০$, বা $৫_{স}+২০_{অ}+২০_{উ}=৪৫$, তাতে কিছু এসে যায় না ; এই সমস্ত ক্ষেত্রে উৎপন্নের ব্যয়-দামের তুলনায় তার মূল্যের আধিক্য=২০ ; এবং মুনাফার হার গণনা করতে এই ২০ সম্পর্কিত হয় তাদের সমস্তের অন্তর্গত ১০০ পরিমাণ মূলধনের সঙ্গে। সুতরাং, মূলধন ১-এর মুনাফার হার হচ্ছে প্রতেক ক্ষেত্রে ২০%। ব্যাপারটাকে আরো সরল করার জন্য, আমরা স্থির মূলধনের বিভিন্ন অংশকে যেতে দিই একই পাঁচটি মূলধনের উৎপন্ন সামগ্রীর মূল্যে, যেমন নিচেকার সারণীতে :—

মূলধন সমূহ	উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার	উদ্বৃত্ত-মূল্য	মুনাফার হার	পরিভুক্ত স	পণ্যের দাম	ব্যয়-দাম	
১. $৮০_{স}+২০_{অ}$	১০০%	২০	২০%	৫০	৯০	৭০	
২. $৭০_{স}+৩০_{অ}$	১০০%	৩০	৩০%	৫১	১১১	৮১	
৩. $৬০_{স}+৪০_{অ}$	১০০%	৪০	৪০%	৫১	১৩১	৯১	
৪. $৮৫_{স}+১৫_{অ}$	১০০%	১৫	১৫%	৪০	৭০	৫৫	
৫. $৯৫_{স}+৫_{অ}$	১০০%	৫	৫%	১০	২০	১৫	
$৩৯০_{স}+১১০_{অ}$	—	১১০	১১০%	—	=	=	মোট
$৭৮_{স}+২২_{অ}$	—	২২	২২%	—	—	—	গড়

এখন যদি আমরা আবার ১ থেকে ৫ পর্যন্ত মূলধনগুলিকে গণ্য করি একটি একক মূলধন হিসাবে, তা হলে, এ ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাব যে এই পাঁচটি মূলধনের মোট অঙ্কের গঠন $= ৫০০ = ৩৯০_{স} = ১১০_{অ}$, যাতে করে আমরা পাই একই গড় গঠন $= ৭৮_{স} + ২২_{অ}$, এবং অনুরূপ ভাবে, গড় উদ্বৃত্ত-মূল্যটিও থাকে ২২। যদি আমরা ১ থেকে ৫ পর্যন্ত মূলধনগুলির মধ্যে এই উদ্বৃত্ত-মূল্যটিকে সমান ভাবে ভাগ করে দিই, তা হলে আমরা পাই :

মূলধন সমূহ	উদ্বৃত্ত-মূল্য	পণ্যের মূল্য	পণ্যের ব্যয়-দাম	পণ্যের দাম	মুনাফার হার	মূল্য থেকে দামের বিচ্যুতি
১. $৮০_{স} + ২০_{অ}$	২০	৯০	৭০	৯২	২২%	+২
২. $৭০_{স} + ৩০_{অ}$	৩০	১১১	৮১	১০৩	২২%	−৮
৩. $৬০_{স} + ৪০_{অ}$	৪০	১৩১	৯১	১১৩	২২%	−১৮
৪. $৮৫_{স} + ১৫_{অ}$	১৫	৭০	৫৫	৭৭	২২%	+৭
৫. $৯৫_{স} + ৫_{অ}$	৫	২০	১৫	৩৭	২২%	+১৭

এক সঙ্গে ধরলে পণ্যগুলি বিক্রি হয় তাদের মূল্যের চেয়ে ২ + ৭ + ১৭ = ২৬ বেশিতে, এবং ৮ + ১৮ = ২৬ কমে, যাতে করে মূল্য থেকে দামের বিচ্যুতিগুলি পরস্পরের সঙ্গে কাটাকাটি হয়ে যায়; এটা হয় উদ্বৃত্ত-মূল্যের সমান বণ্টনের মাধ্যমে কিংবা ১ থেকে ৫-এর পণ্যসমূহের যথাক্রমিক ব্যয়-দামগুলির সঙ্গে প্রতি ১০০ একক অগ্রিম-দত্ত মূলধন বাবদ ২২ পরিমাণ গড় মুনাফার সংযোজনের মাধ্যমে। পণ্য-সমূহের এক অংশ বিক্রি হয় মূল্যের বেশিতে সেই একই অনুপাতে, যে অনুপাতে অন্য অংশটি বিক্রি হয় মূল্যের নিচুতে। এবং এই এই দামে পণ্য-সমূহের বিক্রিই ১ থেকে ৫ অবধি মূলধনগুলির পক্ষে সম্ভব করে একটি সমান মুনাফার হার, ২২%, তাদের বিভিন্ন অবয়বগত গঠন নির্বিশেষে। যে দামগুলি চালু থাকে বিভিন্ন উৎপাদন-ক্ষেত্রে বিবিধ মুনাফা-হারের গড় যুক্ত বিভিন্ন উৎপাদন-ক্ষেত্রের বিবিধ ব্যয়-দাম হিসাবে, সেগুলিই হচ্ছে **উৎপাদনের দাম**। সেগুলির পূর্বশর্তই হচ্ছে মুনাফার একটি সাধারণ হারের অস্তিত্ব, এবং সেটার পূর্বশর্ত আবার এই যে, প্রত্যেকটি একক উৎপাদন-ক্ষেত্রে মুনাফার হারগুলি আগে ভাগেই পর্যবসিত হয়েছে ঠিক সেই কয়টি গড় হারে। এই বিশেষ মুনাফা-হারগুলি হল $= \frac{উ}{ম}$ প্রত্যেকটি উৎপাদন-ক্ষেত্রে এবং

সেগুলিকে অবশ্যই বার করতে হবে পণ্য-সমূহের মূল্যগুলি হতে, এই গ্রন্থের প্রথম অংশে যা দেখানো হয়েছে। এই ভাবে বার করা ছাড়া মুনাফার সাধারণ হার (ফলতঃ, পণ্যসমূহের উৎপাদনের দাম) থেকে যায় একটি অস্পষ্ট ও অর্থহীন ধারণা। অতএব একটি পণ্যের উৎপাদনের দাম সমান সমান তার ব্যয়-দাম যোগ মুনাফা, যা তার ভাগে পড়ে শতাংশের হিসাবে, মুনাফার সাধারণ হার অনুযায়ী, অর্থাৎ তার দাম যোগ গড় মুনাফা অনুযায়ী।

উৎপাদনের বিভিন্ন শাখায় বিনিয়োজিত মূলধনসমূহের বিভিন্ন অবয়বগত গঠনের দরুন, এবং অতএব, এই ঘটনার দরুন যে—একটি নির্দিষ্ট আয়তনের মোট মূলধনে অস্থির অংশটি যে ভিন্ন শতাংশটি রচনা করে, তার উপরে নির্ভর করে—সমান আয়তনের মূলধনসমূহ গতিশীল করে অতি ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ শ্রম, তারা আত্মীকৃতও করে অতি ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ উদ্বৃত্ত-শ্রম কিংবা উৎপাদন করে অতি ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ উদ্বৃত্ত-মূল্য। অতএব, উৎপাদনের বিভিন্ন শাখায় প্রচলিত মুনাফার হারগুলি একেবারে শুরুতে থাকে অতি বিভিন্ন। এই ভিন্ন ভিন্ন হারগুলি প্রতিযোগিতার ফলে সমীকৃত হয়ে যায় একটি একক সাধারণ মুনাফা-হারে, যা হচ্ছে এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন মুনাফা-হারের গড়। মুনাফার এই সাধারণ হার অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট আয়তনের যে-কোনো মূলধনে উপচিত মুনাফাটিকেই বলা হয় গড় মুনাফা, তা সেই মূলধনের অবয়বগত গঠন যাই হোক না কেন। একটি পণ্যের দাম, যা হচ্ছে সমান সমান তার ব্যয়-দাম যোগ তার উৎপাদনে বিনিয়োজিত (কেবল পরিভুক্তই নয়) মোট মূলধনের উপরে বাৎসরিক মুনাফার সেই অংশটি, যেটি প্রতিবর্তনের অবস্থাবলী অনুযায়ী তার ভাগে পড়ে, তাকেই বলা হয় উৎপাদনের দাম। নমুনা হিসাবে নিন ৫০০ পরিমাণ একটি মূলধন, যার ১০০ হচ্ছে স্থিতিশীল মূলধন এবং ধরুন তার ১০% ক্ষয়ে যায় ৪০০ পরিমাণ সঞ্চলনশীল মূলধনের প্রতিবর্তন চলাকালে। ধরা যাক, প্রতিবর্তন-কালের জন্য গড় মুনাফা ১০%। সে ক্ষেত্রে এই প্রতিবর্তন-কালে সৃষ্ট উৎপন্ন দ্রব্যটির ব্যয়-দাম হবে ক্ষয় বাবদে $১০_{স}$ যোগ $৪০০\,(_{স}+_{অ}) = ৪১০$, এবং তার উৎপাদনের দাম হবে ৪১০ ব্যয়-দাম যোগ (৫০০ বাবদ ১০% মুনাফা) ৫০ = ৪৬০।

অতএব, যদিও তাদের পণ্যদ্রব্যাদি বিক্রি করে বিভিন্ন উৎপাদন-ক্ষেত্রের ধনিকেরা তাদের উৎপাদনে পরিভুক্ত মূলধনের মূল্য পুনরুদ্ধার করে, তারা এই পণ্যাদির উৎপাদনের দ্বারা তাদের নিজস্ব ক্ষেত্রে সৃষ্ট উদ্বৃত্ত-মূল্য, এবং স্বভাবতই মুনাফা, আয়ত্ত করে না। যা তারা আয়ত্ত করে, তা হল কেবল ততটা উদ্বৃত্ত-মূল্য, এবং তাই মুনাফা—উৎপাদনের সমস্ত ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট সময়ে সামাজিক মূলধনের দ্বারা উৎপাদিত মোট সামাজিক মূলধন সমান ভাবে ভাগ হয়ে গেলে—যতটা তার প্রত্যেক একাংশের ভাগে পড়ে। একটি বিনিয়োজিত মূলধনের প্রত্যেকটি ১০০, তার গঠন যাই হোক না কেন, বছরে বা যে কোন সময়কালে, ততটা মুনাফাই পায়, যতটা ঐ

একই সময়কালে প্রত্যেক ১০০-র ভাগে পড়ে—মোট মূলধনের যথাবিহিত অংশ। মুনাফার ব্যাপারে বলা যায়, বিভিন্ন ধনিক ঠিক একটি যৌথ-মূলধন প্রতিষ্ঠানের অংশীদারদের মত, যে-প্রতিষ্ঠানে মুনাফার অংশগুলি সমান ভাবে ভাগ হয় ১০০ প্রতি, যার দরুন একক ধনিকদের ক্ষেত্রে মুনাফায় পার্থক্য হয় কেবল সামূহিক প্রতিষ্ঠানটিতে প্রত্যেকের দ্বারা বিনিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ অনুযায়ী, অর্থাৎ সমগ্রভাবে সামাজিক উৎপাদনে তার বিনিয়োগ অনুযায়ী 'শেয়ার'-এর সংখ্যা অনুযায়ী। সুতরাং, পণ্য-সমূহের দামের যে-অংশটি প্রতিস্থাপন করে এইসব পণ্যের উৎপাদনে পরিভুক্ত মূলধনের উপাদানগুলিকে, সুতরাং সেই অংশটি, যেটিকে ব্যবহার করতে হবে আবার কিনে আনাবার জন্য এই পরিভুক্ত মূলধন-মূল্যগুলিকে, অর্থাৎ সেগুলির ব্যয়-দাম, সমগ্রভাবে নির্ভর করে সেই সেই উৎপাদন-ক্ষেত্রের মধ্যে মূলধনের ব্যয়ের উপরে। কিন্তু পণ্যের দামের বাকি উপাদানটি, ব্যয়-দামের সঙ্গে যুক্ত মুনাফাটি, নির্ভর করে না একটি নির্দিষ্ট উৎপাদন-ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট সময়কালে একটি নির্দিষ্ট মূলধনের দ্বারা উৎপাদিত মুনাফার পরিমাণটির উপরে। সেটা নির্ভর করে সেই পরিমাণ মুনাফার উপরে, যা একটি নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য গড় হিসাবে পড়ে প্রত্যেকটি একক মূলধনের ভাগে—সামাজিক উৎপাদনে বিনিয়োজিত সামাজিক মূলধনের একাংশ হিসাবে একক মূলধনের ভাগে।[১]

যখন একজন ধনিক তার পণ্যসমূহ বিক্রি করে তাদের উৎপাদনের দামে, তখন সে তাই ফিরে পায় তাদের উৎপাদনে পরিভুক্ত মূলধনের মূল্যের অনুপাতে অর্থ ; এবং মুনাফা আয়ত্ত করে মোট সামাজিক মূলধনে একটি একাংশ হিসাবে তার অগ্রিম-দত্ত মূলধনের অনুপাতে। তার ব্যয়-দামগুলি সুনির্দিষ্ট। কিন্তু তাদেব সঙ্গে সংযোজিত মুনাফাটি তার বিশেষ উৎপাদন-ক্ষেত্র থেকে নিরপেক্ষ; সেটি হচ্ছে বিনিয়োজিত মূলধনের ১০০ একক-প্রতি একটি সরল গড়।

ধরা যাক যে উল্লিখিত ১ থেকে ৫ অবধি পাঁচটি বিনিয়োগের মালিক একজন ব্যক্তি। পণ্যসমূহের উৎপাদনে ১ থেকে ৫ প্রত্যেকটি বিভাগে বিনিয়োজিত মূলধনের প্রতি ১০০ বাবদ পরিভুক্ত অস্থির ও স্থির মূলধনের পরিমাণ থাকবে পরিজ্ঞাত, এবং, বলা বাহুল্য ১ থেকে ৫-এর পণ্যসমূহের মূল্যের এই অংশটি হবে তাদের দামের একটি অংশ। কেননা অন্ততঃ এই দামটি চাই মূলধনের অগ্রিম-দত্ত ও পরিভুক্ত অংশগুলিকে ফিরে পেতে। সুতরাং ১ থেকে ৫ পর্যন্ত প্রত্যেকটি শ্রেণীর পণ্যদ্রব্যাদির ক্ষেত্রে এই ব্যয়-দামগুলি হবে ভিন্ন ভিন্ন, এবং এই কারণে সেগুলি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ধার্য হবে মালিক-ব্যক্তিটির দ্বারা। কিন্তু ১ থেকে ৫-এ উৎপাদিত বিভিন্ন পরিমাণ উদ্‌বৃত্ত-মূল্য, বা মুনাফা প্রসঙ্গে—মালিক এগুলিকে অনায়াসে গণ্য করতে পারে তার অগ্রিম-দত্ত মোট মূলধনের উপরে মুনাফা হিসাবে, যার দরুন প্রত্যেক ১০০ একক পাবে তাদের

---

১. Cherbuliez [*Richesse ou pauvrete* Paris, 1841, pp. 71—72.—*Ed.*]

নির্দিষ্ট একাংশ। সুতরাং ১ থেকে ৫ অবধি বিভিন্ন বিভাগে উৎপাদিত পণ্যসমূহের ব্যয়-দামগুলি হবে ভিন্ন ভিন্ন; কিন্তু তাদের বিক্রয়-দামের সেই অংশটি, যেটি আসে প্রতি ১০০ মূলধন বাবদে সংযোজিত মুনাফা থেকে, সেটি এই সমস্ত পণ্যের ক্ষেত্রেই হবে এক। অতএব ১ থেকে ৫-এর পণ্যসমূহের মোট দাম হবে সমান সমান তাদের মোট মূল্য অর্থাৎ ১ থেকে ৫-এর ব্যয়-দামগুলির মোট অঙ্ক যোগ ১ থেকে ৫-এ উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্যসমূহের বা মুনাফাসমূহের মোট অঙ্ক। কাজে কাজেই, এটা হবে আসলে ১ থেকে ৫-এর অন্তর্গত পণ্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত অতীত ও নব-প্রযুক্ত শ্রমের মোট পরিমাণের অর্থ-রূপ প্রকাশ। এবং একই ভাবে, সমাজে উৎপাদিত সমস্ত পণ্যের উৎপাদন-দামগুলির মোট অঙ্কটি—সমস্ত উৎপাদন-শাখার সর্বমোটটি—হবে তাদের মূল্যসমূহের মোট অঙ্কটির সমান।

এই বিবৃতি এই ঘটনাটির বিরোধিতা করে বলে মনে হয় যে, ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের অধীনে উৎপাদনশীল মূলধনের উপাদানগুলি, সাধারণভাবে, ক্রয় করা হয় বাজার থেকে, এবং এই কারণে সেগুলির দাম অন্তর্ভুক্ত করে মুনাফাকে, যা ইতিমধ্যেই উপলব্ধ হয়ে গিয়েছে, অতএব অন্তর্ভুক্ত করে সংশ্লিষ্ট শিল্প-শাখাটির উৎপাদনের দাম, তার মধ্যে বিধৃত মুনাফাটি সমেত, যার দরুন একটি শিল্প-শাখার মুনাফা প্রবেশ করে আরেকটির ব্যয়-দামের মধ্যে। কিন্তু আমরা যদি একটি গোটা দেশের পণ্যসম্ভারের ব্যয়-দামগুলির মোট অঙ্কটিকে রাখি এক দিকে, এবং তার উদ্বৃত্ত-মূল্যসমূহকে বা মুনাফাসমূহকে অন্য দিকে, তা হলে হিসাবটা স্পষ্টতই সঠিক হবে। দৃষ্টান্ত হিসাবে কোন একটি পণ্যকে নেওয়া যাক, ধরুন **ক**। এর ব্যয়-দাম অন্তর্ভুক্ত করতে পারে **খ**, **গ**, **ঘ** ইত্যাদির মুনাফাগুলিকে, ঠিক যেমন **খ**, **গ**, **ঘ** ইত্যাদির ব্যয়-দামগুলি অন্তর্ভুক্ত করতে পারে **ক**-এর মুনাফাকে। এখন, যখন আমরা হিসাব করি তখন **ক**-এর মুনাফা অন্তর্ভুক্ত হবে না তার ব্যয়-দামে, কিংবা **খ**, **গ**, **ঘ** ইত্যাদির মুনাফাও অন্তর্ভুক্ত হবে না তাদের ব্যয়-দামে। কেউই তার নিজের মুনাফাকে অন্তর্ভুক্ত করে না তার ব্যয়-দামে। সুতরাং যদি সেখানে থাকে ন-সংখ্যক উৎপাদন-ক্ষেত্র এবং যদি প্রত্যেকেই ল পরিমাণ একটি মুনাফা করে, তা হলে তাদের মোট ব্যয়-দাম = ধ-ন ল। এই হিসাবটিকে সমগ্রভাবে বিবেচনা করলে, আমরা দেখি যে, যেহেতু একটি উৎপাদন-ক্ষেত্রের মুনাফা প্রবেশ করে আরেকটির ব্যয়-দামে, সেই হেতু তা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয় অন্তিম-উৎপন্ন সামগ্রীটির মোট দামের গঠনকারী উপাদান হিসাবে, এবং সেই কারণে দ্বিতীয়বার দেখা দিতে পারে না মুনাফার মধ্যে। অবশ্য, যদি তা আদৌ দেখা দেয় মুনাফার মধ্যে, তা হলে তা দেখা দেয় কেবল এই কারণে যে আলোচ্য পণ্যটি নিজেই হচ্ছে একটি অন্তিম-সামগ্রী, যার উৎপাদন-দাম প্রবেশ করে না অন্য কোনো পণ্যের ব্যয়-দামের মধ্যে।

যদি একটি পণ্যের ব্যয়-দাম অন্তর্ভুক্ত করে একটি অঙ্ক = ল', যা নির্দেশ করে উৎপাদন-উপায়সমূহের উৎপাদনকারীদের মুনাফা, এবং যদি একটি মুনাফা $ল_১$ সংযোজিত হয় এই ব্যয়দামের সঙ্গে, তা হলে মোট মুনাফা ল = ল' + $ল_১$। পণ্যটির

মোট ব্যয়-দাম, মুনাফার অংশগুলিকে বাদ দিয়ে, তখন হয় তার নিজের ব্যয়-দাম বিয়োগ ল। ধরা যাক এই ব্যয়-দাম হচ্ছে ব তা হলে, স্পষ্টতই, ব, তা হলে, স্পষ্টতই, ব+ল=ব+ল+ল, । উদ্বৃত্ত-মূল্যের আলোচনায়, আমরা প্রথম গ্রন্থে দেখেছি (Kap. VII, 2, S 211/203)* যে, প্রত্যেক মূলধনের উৎপন্নকে এই ভাবে গণ্য করা যায় যেন তার একটি অংশ প্রতিস্থাপন করে কেবল মূলধন, যখন অন্য অংশটি প্রতিনিধিত্ব করে কেবল উদ্বৃত্ত-মূল্যের। সমাজের মোট উৎপন্ন সম্ভারের প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগে, আমরা অবশ্যই কিছু সংশোধন করব। সমাজকে সমগ্র ভাবে দেখে, ধরুন শণের দামের মধ্যে বিধৃত মুনাফাটি দুবার আবির্ভূত হতে পারে না— কাপড়ের দামের অংশ এবং শণের মুনাফা, এই উভয় হিসাবে।

উদ্বৃত্ত-মূল্য এবং মুনাফার মধ্যে কোনো পার্থক্য হয় না, যতক্ষণ, ধরা যাক, ক-এর উদ্বৃত্ত-মূল্য প্রবেশ করে খ-এর স্থির মূলধনের মধ্যে। যাই হোক, পণ্যের মূল্যের ক্ষেত্রে এটা সম্পূর্ণ গুরুত্বহীন যে তার মধ্যে বিধৃত শ্রম মজুরি প্রদত্ত না কি মজুরি-বঞ্চিত। এ কেবল দেখায় যে খ ব্যয় করে ক-এর উদ্বৃত্ত-মূল্যের জন্য। ক-এর উদ্বৃত্ত-মূল্যকে দুবার ঢোকানো যায় না মোট হিসাবের মধ্যে।

কিন্তু পার্থক্যটা এই : এই ঘটনাটি ছাড়া যে একটি বিশেষ উৎপন্নের, ধরা যাক, মূলধন খ-এর উৎপন্নের, দাম তার মূল্য থেকে আলাদা হয় কারণ খ-এ উপলব্ধ উদ্বৃত্ত-মূল্যটি হতে পারে খ-এর উৎপন্নের দামের সঙ্গে যুক্ত মুনাফার চেয়ে বেশি বা কম, এই একই ব্যাপার খাটে সেই পণ্যদ্রব্যাদির বেলায়, যা গঠন করে খ মূলধনের স্থির অংশটিকে, এবং পরোক্ষভাবে তার অস্থির অংশটিকেও, শ্রমিকদের জীবনের অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি হিসাবে। স্থির অংশটির ক্ষেত্রে উল্লেখ্য, সেটি নিজেই সমান সমান ব্যয়-দাম যোগ উদ্বৃত্ত-মূল্য অতএব এখানে ব্যয়-দাম যোগ মুনাফা, এবং এই মুনাফা আবার হতে পাবে উদ্বৃত্ত-মূল্যের চেয়ে বেশি বা কম, যে-উদ্বৃত্ত-মূল্যের প্রতিনিধিত্ব সে করে। অস্থির অংশটির ক্ষেত্রে উল্লেখ্য, গড় দৈনিক মজুরি বাস্তবিকই সব সময়ে সমান সমান জীবন-ধারণের অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি উৎপাদন করার জন্য শ্রমিককে যত সংখ্যক ঘণ্টা কাজ করতে হয়,তার মধ্যে উৎপাদিত মূল্য। কিন্তু কাজের ঘণ্টার এই সংখ্যাটা আবার প্রচ্ছন্ন হয়ে যায় জীবন-ধারণের অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদির মূল্যসমূহ থেকে তাদের উৎপাদন-দামগুলির বিচ্যুতির দ্বারা। যাই হোক, এটা সব সময়েই নিজেকে পর্যবসিত করে এক দিকে একটি পণ্যের অতিসামান্য উদ্বৃত্ত-মূল্য-প্রাপ্তিতে, অন্য দিকে আরেকটি পণ্যের অতি অধিক উদ্বৃত্ত-মূল্য-প্রাপ্তিতে, যার দরুন মূল্য থেকে বিচ্যুতিগুলি, যেগুলি মূর্তি লাভ করে উৎপাদনের দাম-সমূহে, পরস্পরকে প্রতিপূরণ করে। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায়, সাধারণ নিয়মটি কাজ করে প্রচলিত প্রবণতা হিসাবে কেবল খুবই জটিল ও অনুমান-সাপেক্ষ রূপে—অবিরাম ওঠা-নামার চির-অনিশ্চিত গড় হিসাবে।

যেহেতু মুনাফার সাধারণ হারটি গঠিত হয় একটি নির্দিষ্ট সময়কালে, ধরা যাক,

* ইং সংস্করণ : নবম অধ্যায়, ২, পৃঃ ২২০-২১।—সম্পাদক, ইং সংস্করণ।

এক বছরে, বিনিয়োজিত প্রতি ১০০ পরিমাণ মূলধনের বিবিধ মুনাফা-হারগুলির গড়ের ভিত্তিতে, সেই হেতু এটা অনুসরণ করে যে বিভিন্ন মূলধনের বিভিন্ন প্রতিবর্তন-কালের দ্বারা তার মধ্যে যে পার্থক্য সংঘটিত হয়, তাও অন্তর্হিত হয়ে যায়। কিন্তু বিভিন্ন উৎপাদনক্ষেত্রে বিভিন্ন মুনাফা-হারগুলির উপরে—যেগুলির গড়ের ভিত্তিতে গঠিত হয় মুনাফার সাধারণ হার, সেগুলির উপরে—এই পার্থক্যসমূহের চূড়ান্ত প্রভাব পড়ে।

গড় মুনাফা-হার গঠন সংক্রান্ত পূর্ববর্তী দৃষ্টান্তটিতে আমরা ধরে নিয়েছিলাম প্রত্যেকটি উৎপাদন-ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি মূলধন = ১০০, আমরা এটা করেছিলাম শতকরা হিসাবে মুনাফার হারগুলিতে পার্থক্য দেখাবার জন্য, এবং, অতএব, সমান সমান পরিমাণ মূলধনের দ্বারা উৎপাদিত পণ্যসমূহের মূল্যগুলিতে পার্থক্য দেখাবার জন্যও। কিন্তু বলা বাহুল্য যে, উৎপাদনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের বাস্তব পরিমাণগুলি নির্ভর করে বিনিয়োজিত মূলধনসমূহের উপরে, কেননা উৎপাদনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে মূলধনের গঠন থাকে নির্দিষ্ট। কিন্তু তবু উৎপাদনের কোনো এক বিশেষ ক্ষেত্রে মুনাফার বাস্তব **হারটি** এই ঘটনার দ্বারা প্রভাবিত হয় না যে বিনিয়োজিত মূলধনটি ১০০, বা চ গুণ ১০০। মুনাফার হার থাকে সেই ১০%—তা মোট মুনাফা যাই হোক, ১০ : ১০০, কিংবা ১০০০ : ১০০০০।

যাই হোক, যেহেতু উৎপাদনের বিবিধ ক্ষেত্রে মোট মূলধনের সঙ্গে অস্থির মূলধনের পার্থক্য অনুযায়ী খুবই ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ উদ্বৃত্ত-মূল্য বা মুনাফা উৎপাদিত হবার কারণে, সেগুলিতে মুনাফার হার হয় বিভিন্ন, সেই হেতু এটা স্পষ্ট যে সামাজিক মূলধনের প্রতি ১০০ বাবদে গড় মুনাফাও হবে বেশ পরিমাণে বিভিন্ন-বিবিধ ক্ষেত্রে বিনিয়োজিত মূলধনগুলির যথাক্রমিক আয়তনসমূহ অনুযায়ী। চারটি মূলধন নেওয়া যাক **ক, খ, গ, ঘ**; ধরা যাক সকলের ক্ষেত্রেই উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার=১০০%। ধরা যাক, মোট মূলধনের প্রতি ১০০ বাবদ অস্থির মূলধন হচ্ছে **ক**-এর বেলায় ২৫, **খ**-এর ৪০, **গ**-এর ১৫ এবং **ঘ**-এর ১০। মোট হবে ৯০, আর যদি চারটি মূলধন হয় একই আয়তনের তা হলে মুনাফার গড় হার হবে $\frac{৯০}{৪}$ কিংবা ২২$\frac{১}{২}$%।

কিন্তু ধরুন, মোট মূলধনগুলি এই রকম: **ক** = ২০০, **খ** = ৩০০, **গ** = ১০০০, **ঘ** = ৪০০০। সেক্ষেত্রে উৎপাদিত মুনাফা হবে যথাক্রমে = ৫০, ১২০, ১৫০ এবং ৪০০। চারটি মূলধনের মোট বাবদ, ৫৫০০ বাবদ, মুনাফার পরিমাণ দাঁড়াবে ৭২০, আর মুনাফার গড় হার দাঁড়াবে ১৩$\frac{১}{১১}$%।

উৎপাদিত মোট মূল্যের পরিমাণগুলি **ক, খ, গ** এবং **ঘ**-এ বিনিয়োজিত মোট মূলধনের আয়তনসমূহ অনুযায়ী যথাক্রমে ভিন্ন ভিন্ন হবে। সুতরাং গড় মুনাফা-হারের গঠন কেবল বিভিন্ন উৎপাদন-ক্ষেত্রে বিভিন্ন **মুনাফা-হারের** সরল গড়টি বার করার ব্যাপার নয়, বরং এই গড়টি গঠনের ক্ষেত্রে এই ভিন্ন ভিন্ন মুনাফা-হারগুলির যে আপেক্ষিক গুরুত্ব, তার ব্যাপার। এটা অবশ্য নির্ভর করে প্রত্যেকটি বিশেষ ক্ষেত্রে

বিনিয়োজিত মূলধনের আপেক্ষিক আয়তনের উপরে, কিংবা প্রত্যেকটি বিশেষ ক্ষেত্রে বিনিয়োজিত মূলধন মোট সামাজিক মূলধনে যে একাংশ গঠন করে তার উপরে। এটা ঠিক সেই গড় সুদের হারটির মত, যা একজন কুসীদজীবী পায়, যে ধার দেয় ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ মূলধন ভিন্ন ভিন্ন সুদের হারে, যেমন ৪, ৫, ৬, ৭% ইত্যাদিতে। গড হারটি সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করবে বিভিন্ন সুদের হারে কোন্ কোন্ হারে সে তার মূলধনের কত কত পরিমাণ ধার দিয়েছে, তার উপরে।

সুতরাং মুনাফার সাধারণ হারটি নির্ধারিত হয় দুটি বিষয়ের দ্বারা :

(১) উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মূলধন-সমূহের অবয়বগত গঠন, এবং অতএব, আলাদা আলাদা ক্ষেত্রে মুনাফার ভিন্ন ভিন্ন হার।

(২) এই ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রগুলিতে মোট সামাজিক মূলধনের বণ্টন, এবং অতএব, প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সেখানে প্রচলিত মুনাফার হার বিনিয়োজিত মূলধনের আপেক্ষিক আয়তন, অর্থাৎ প্রত্যেকটি একক উৎপাদন-ক্ষেত্রের দ্বারা আত্মীকৃত মোট মূলধনের আপেক্ষিক অংশ।

প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রন্থে আমরা আলোচনা করেছিলাম কেবল পণ্যের মূল্য নিয়ে। একদিকে, এখন এই মূল্যের একটি অংশ হিসাবে এখন ব্যয়-দাম-কে একক ভাবে বেছে নেওয়া হয়েছে এবং অন্য দিকে, পণ্যের **উৎপাদনের দামকে** বিস্তারিত করা হয়েছে তার রূপান্তরিত রূপ হিসাবে।

ধরুন, গড় সামাজিক মূলধনের গঠন হচ্ছে $৮০_{স}+২০_{অ}$ এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার, উ´, হচ্ছে ১০০%। সে ক্ষেত্রে ১০০ পরিমাণ মূলধন বাবদ গড় বার্ষিক মুনাফা=২০, এবং মুনাফার সাধারণ বার্ষিক হার=২০%। ১০০ পরিমাণ মূলধনের দ্বারা বার্ষিক উৎপাদিত পণ্যসম্ভারের ব্যয়-দাম, ব, যাই হোক না কেন, তাদের উৎপাদনের দাম হবে তখন ব+২০। উৎপাদনের যেসব ক্ষেত্রে মূলধনের গঠন হবে=$(৮০-x)_{স}+(২০+x)_{অ}$ সেখানে বাস্তবিকই উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্য, কিংবা সেই বিশেষ ক্ষেত্রে উৎপাদিত বার্ষিক মুনাফা হবে $২০+x$, অর্থাৎ ২০-র চেয়ে বেশি, এবং উৎপাদিত পণ্য-সমূহের মূল্য হবে=$ব+২০+x$, তার মানে ব+২০ থেকে বেশি, বা তাদের উৎপাদনের দাম থেকে বেশি। যে সব ক্ষেত্রে, মূলধনের গঠন=$(৮০+x)_{স}+(২০-x_{অ})$ বার্ষিক উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্য বা মুনাফা হবে=$২০-x$, অর্থাৎ ২০-র চেয়ে কম, এবং কাজে কাজেই পণ্য-সমূহের মূল্য $ব+২০-x$ উৎপাদনের দামের চেয়ে, যা হল ব+২০, তার চেয়ে কম। প্রতিবর্তনের সময়কালে সম্ভাব্য পার্থক্যগুলি ছাড়া, পণ্যের উৎপাদন-দাম তা হলে হবে তার মূল্যের সমান—কেবল সেই সব ক্ষেত্রে, যেখানে ঘটনা-ক্রমে মূলধনের গঠনটি হবে $৮০_{স}+২০_{অ}$। উৎপাদনের প্রত্যেক বিশেষ ক্ষেত্রে শ্রমের সামাজিক উৎপাদনশীলতার নির্দিষ্ট বিকাশ মাত্রাগত ভাবে পরিবর্তিত

হয়, উচ্চতর বা নিম্নতর হয়, কত বৃহৎ পরিমাণ উৎপাদন উপায় গতিমুক্ত হয় একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রমের দ্বারা, অতএব একটি বিশেষ কাজের দিনে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক শ্রমিকের দ্বারা, সেই অনুযায়ী ; এবং কাজে কাজেই উৎপাদন-উপায়ের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের জন্য আবশ্যক হয় কত কম পরিমাণ শ্রম, সেই অনুযায়ী। গড় সামাজিক মূলধনের তুলনায় যে সব মূলধন ধারণ করে স্থির মূলধনের একটি বৃহত্তর শতাংশ এবং অস্থির মূলধনের একটি ক্ষুদ্রতর শতাংশ, সেই সব মূলধনকে তাই বলা হয় **উচ্চতর** গঠন বিশিষ্ট মূলধন, এবং উল্‌টো, যেসব মূলধনে স্থির অংশটি আপেক্ষিক ভাবে ক্ষুদ্রতর এবং অস্থির অংশটি আপেক্ষিক ভাবে বৃহত্তর, সেগুলিকে বলা হয় **নিম্নতর** গঠন বিশিষ্ট মূলধন। সর্বশেষে, যেসব মূলধনের গঠন মিলে যায় গড়ের সঙ্গে, সেগুলিকে আমরা বলি **গড়** গঠন বিশিষ্ট মূলধন। যদি গড় সামাজিক মূলধন গঠিত হয় $৮০_{স}+২০_{অ}$ শতাংশে, তা হলে সামাজিক গড়ের তুলনায় $৯০_{স}+১০_{অ}$ মূলধন হচ্ছে **উচ্চতর**, এবং $৭০_{স}+৩০_{অ}$ মূলধন হচ্ছে **নিম্নতর**। সাধারণ ভাবে বলা যায়, যদি গড় সামাজিক মূলধনের গঠন হয় $চ_{স}+ছ_{অ}$, যেখানে চ এবং ছ হচ্ছে দুটি অনড় আয়তন এবং চ+ছ=১০০, সেখানে $(চ+x)_{স}+(ছ-x)_{অ}$ সূত্রটি নির্দেশ করে একটি একক মূলধনের বা মূলধন-গোষ্ঠীর উচ্চতর গঠন এবং $(চ-x)_{স}+(ছ+x)_{অ}$ নির্দেশ করে তার নিম্নতর গঠন। মুনাফার একটি গড হার প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবার পরে এবং বছরে একটি প্রতিবর্তন ধরে নিলে, এই মূলধনগুলি কি ভাবে কাজ করে তা নিচের সারণীতে দেখানো হল, যেখানে ১ নির্দেশ করে ২০% গড় মুনাফা-হার সহ গড় গঠন।

(১) $৮০_{স}+২০_{অ}+২০_{উ}$। মুনাফার হার=২০%। উৎপন্নের দাম=১২০। মূল্য=১২

(২) $৯০_{স}+১০_{অ}+১০_{উ}$। মুনাফার হার=২০%। উৎপন্নের দাম=১২০। মূল্য=১১০

(৩) $৭০_{স}+৩০_{অ}+৩০_{উ}$ মুনাফার হার=২০%। উৎপন্নের দাম=১২০। মূল্য ১৩০।

সুতরাং ২-এর দ্বারা উৎপাদিত পণ্য-সমূহের মূল্য হবে তাদের উৎপাদনের দামের চেয়ে কম ; ৩-এর পণ্য-সমূহের উৎপাদনের দাম হবে তাদের মূল্যের চেয়ে কম ; একমাত্র মূলধন ১-এর বেলায় উৎপাদনের সেই সব ক্ষেত্রে, যেখানে সামাজিক গড়ের সঙ্গে গঠনটা মিলে যায়, সেখানেই মূল্য এবং উৎপাদনের দাম হবে সমান। যাইহোক, এই কথাগুলিকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগের সময়ে অবশ্যই নজর রাখতে হবে যে স এবং অ-এর মধ্যকার অনুপাতটির একটি বিচ্যুতি, আঙ্গিক গঠনে পার্থক্যের দরুন না ঘটে, স্থির মূলধনের উপাদানগুলির মূল্যে নিছক একটি পরিবর্তনের দরুন ঘটেছে কিনা।

উল্লিখিত বক্তব্যগুলি যতটাই হোক, পণ্যের ব্যয়-দাম নির্ধারণ সম্পর্কে আমরা গোড়ায় যা ধরে নিয়েছিলাম, তাতে পরিবর্তন ঘটিয়েছে। গোড়ায় আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে একটি পণ্যের ব্যয়-দাম তার উৎপাদনে পরিভুক্ত পণ্যগুলির **মূল্যের** সমান। কিন্তু ক্রেতার পক্ষে একটি নির্দিষ্ট পণ্যের উৎপাদনের দাম হল তার ব্যয়-দাম, এবং তা হলে, তা ব্যয়-দাম হিসাবে ঢুকে যেতে পারে অন্যান্য পণ্যের দামগুলির মধ্যে। যেহেতু উৎপাদনের দাম একটি পণ্যের মূল্য থেকে আলাদা হতে পারে, সেই হেতু এটা অনুসরণ করে যে, একটি পণ্যের ব্যয়-দাম, যা ধারণ করে আরেকটি পণ্যের এই উৎপাদনের দাম, তা হতে পারে তার মোট মূল্যের সেই অংশের চেয়েও বেশি বা কম, যা তার দ্বারা পরিভুক্ত উৎপাদনের উপায়গুলির মূল্য থেকে আসে। ব্যয়-দামের এই পরিবর্তিত তাৎপর্যটা এটা মনে রাখা দরকার, এবং আরো মনে রাখা দরকার যে যদি কোন একটি ক্ষেত্রে একটি পণ্যের ব্যয়-দামকে একাত্ম করা হয় তার দ্বারা পরিভুক্ত উৎপাদন-উপায়গুলির মূল্যের সঙ্গে, তা হলে সব সময়েই থাকে একটি ভুলের সম্ভাবনা। আমাদের বর্তমান বিশ্লেষণে এই বিষয়টি সম্পর্কে এর চেয়ে আর বেশি পর্যালোচনার প্রয়োজন নেই। যাই হোক, এটা সত্যই থাকে যে একটি পণ্যের ব্যয়-দাম সব সময়েই তার মূল্যের চেয়ে কম। যাই হোক, একটি পণ্যের ব্যয়-দাম তার দ্বারা পরিভুক্ত উৎপাদনের উপায়গুলির মূল্যের চেয়ে যত বেশি আলাদাই হোক, এই অতীতের ভুলটি ধনিকের কাছে গুরুত্বহীন। কোন একটি পণ্যের ব্যয়-দাম হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট অবস্থা যা আগে থেকে বিদ্যমান এবং আমাদের ধনিক থেকে নিরপেক্ষ, আর তার উৎপাদনের ফল হচ্ছে একটি পণ্য, যা ধারণ করে উদ্বৃত্ত-মূল্য, অর্থাৎ তার ব্যয়-দামের উপরে একটি অতিরিক্ত মূল্য। বাকি সমস্ত ব্যাপারে, এই যে বিবৃতি যে, ব্যয়-দাম হচ্ছে পণ্যের মূল্যের চেয়ে কম—এটি কার্যতঃ পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে এই বক্তব্যে যে, ব্যয়-দাম হচ্ছে উৎপাদনের দামের চেয়ে কম। মোট সামাজিক মূলধনের ক্ষেত্রে, যেখানে উৎপাদনের দাম মূল্যের সমান, সেখানে এই বক্তব্যটি আগেরটির সঙ্গে অভিন্ন, যথা ব্যয়-দাম হচ্ছে মূল্যের চেয়ে কম। এবং যখন এটিকে পরিবর্তন করা হয় আলাদা আলাদা উৎপাদন-ক্ষেত্র অনুযায়ী, মূল ঘটনাটি সব সময়েই থাকে এই যে, মোট সামাজিক মূলধনের বেলায় তার দ্বারা উৎপাদিত পণ্যসমূহের ব্যয়-দাম তাদের মূল্যের চেয়ে কম, অথবা, সামাজিক পণ্য-সমূহের মোট পরিমাণের বেলায়, তাদের উৎপাদনের দামের চেয়ে কম যা তাদের মূল্যের সঙ্গে অভিন্ন। পণ্যের ব্যয়-দাম উল্লেখ করে তার মধ্যে বিধৃত কেবল মজুরি-প্রদত্ত শ্রমের পরিমাণটিকে, আর তার মূল্য উল্লেখ করে তার মধ্যে বিধৃত-প্রদত্ত ও মজুরি বঞ্চিত সমস্ত শ্রমকে। উৎপাদনের দাম উল্লেখ করে মজুরি-দত্ত শ্রম যোগ কিছু পরিমাণ, মজুরি-বঞ্চিত শ্রমের মোট অঙ্ককে, যা নির্ধারিত হয় উৎপাদনের কোন বিশেষ ক্ষেত্রের জন্য এমন বিবিধ অবস্থার দ্বারা যেগুলির উপরে তার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই।

এই যে সূত্র যে, একটি পণ্যের উৎপাদনের দাম = ব + ল তার ব্যয়-দাম যোগ মুনাফার সমান, এখন আরো যথাযথ ভাবে নিরূপিত হয় ল = বল′-এর সাহায্যে (ল′

হচ্ছে মুনাফার সাধারণ হার)। সুতরাং উৎপাদনের দাম=ব+বল′। যদি ব হয় =৩০০ এবং ল′=১৫%, তা হলে উৎপাদনের দাম হয় ব+বল′=৩০০+৩০০×$\frac{১৫}{১০০}$, কিংবা ৩৪৫।

কোন এক বিশেষ ক্ষেত্রে পণ্যসমূহের দাম আয়তনে পরিবর্তিত হতে পারে:

(১) যদি বিশেষ ক্ষেত্রটি থেকে নিরপেক্ষ ভাবে মুনাফার সাধারণ হারটি পরিবর্তিত হয়, যখন পণ্যসমূহের মূল্য একই থাকে (তাদের উৎপাদনে আগের মত একই পরিমাণ ঘনীভূত ও জীবন্ত শ্রম পরিভুক্ত হয়)।

(২) যদি এই বিশেষ ক্ষেত্রটিতে কৃৎকৌশলগত পরিবর্তনের ফলে কিংবা যেসব পণ্য তার স্থির মূলধনের উপাদান, সেগুলির মূল্যে কোন পরিবর্তনের ফলে, মূল্যে কোন পরিবর্তন ঘটে, যখন মুনাফার সাধারণ হারটি থাকে অপরিবর্তিত।

(৩) যদি উল্লিখিত দুটি অবস্থার সম্মিলন ঘটে।

উৎপাদনের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রের অভ্যন্তরে মুনাফার চালু হারগুলিতে ক্রমাগত বিরাট বিরাট পরিবর্তন ঘটা সত্ত্বেও, আমরা দেখতে পাব যে মুনাফার সাধারণ হারে কোনো যথার্থ পরিবর্তন—যদি তা সংঘটিত না হয় অসাধারণ অর্থনৈতিক ঘটনাবলীর দ্বারা ব্যতিক্রম হিসাবে—হল দীর্ঘকাল জুড়ে পরপর হ্রাসবৃদ্ধির বিলম্বিত ফল, এমন সব হ্রাস-বৃদ্ধি, যেগুলি মুনাফার সাধারণ হারে পরিবর্তন ঘটাবার জন্য পরস্পরকে সংহত ও সমান করার আগে দাবি করে দীর্ঘ সময়। সুতরাং সমস্ত অল্পস্থায়ী সময়কালেই (বাজার-দামে হ্রাসবৃদ্ধি ছাড়াও), উৎপাদনের দামে কোন পরিবর্তন সব সময়েই বস্তুতঃ পক্ষে ঘটে পণ্যসমূহের মূল্যে সত্যিকারের পরিবর্তনের কারণে, অর্থাৎ তাদের উৎপাদনে প্রয়োজিত শ্রম-সময়ের মোট পরিমাণে পরিবর্তনের কারণে। একই মূল্যের কেবল অর্থ-রূপে অভিব্যক্তিতে পরিবর্তনকে স্বভাবতই এখানে বিবেচনা করা হচ্ছে না।[১]

অন্য দিকে, এটা স্পষ্ট যে মোট সামাজিক মূলধনের দৃষ্টিকোণ থেকে তার দ্বারা উৎপাদিত পণ্যসমূহের মূল্য (কিংবা অর্থ-রূপে প্রকাশিত তাদের দাম=স্থির মূলধনের মূল্য+অস্থির মূলধনের মূল্য+উদ্বৃত্ত-মূল্য। শ্রম-শোষণের হারকে স্থির ধরে নিলে, মুনাফার হার ততক্ষণ পর্যন্ত বদলাতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ একই থাকে, যদি না সেখানে ঘটে কোনো বদল হয়, স্থির মূলধনের মূল্যে, নয়তো, অস্থির মূলধনের মূল্যে, কিংবা দুটিতেই, যার দরুন ম বদলে যায়, এবং সেই কারণে বদলে যায় $\frac{উ}{ম}$, যা প্রকাশ করে মুনাফার সাধারণ হারটিকে। সুতরাং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই মুনাফার সাধারণ হারে পরিবর্তন সূচিত করে সেই সব পণ্যের মূল্যে পরিবর্তন, যারা গঠন করে স্থির বা অস্থির মূলধনের বা উভয়েরই বিবিধ উপাদান।

১. Corbet [*An Inquiry into the Causes and Modes of the Wealth of Individuals*, London, 1841.], p. 174—Ed.

অথবা, পণ্যসমূহের মূল্য একই থেকে, মুনাফার সাধারণ হারে পরিবর্তন ঘটতে পারে, যখন শ্রম-শোষণের মাত্রায় পরিবর্তন ঘটে।

অথবা, শ্রম-শোষণের হার একই থেকে, মুনাফার সাধারণ হারে পরিবর্তন ঘটতে পারে শ্রম-প্রক্রিয়ায় কারিগরি পরিবর্তনের ফলে স্থির মূলধনের অনুপাতে নিযুক্ত শ্রমের পরিমাণে পরিবর্তনের মাধ্যমে। কিন্তু এই ধরনের কারিগরি পরিবর্তনগুলি অবশ্যই সব সময়ে আত্মপ্রকাশ করবে পণ্যসমূহের মূল্যে পরিবর্তনের মধ্যে এবং ঘটবে সেই পরিবর্তনকে সঙ্গে করে; এই পণ্য-সমূহের উৎপাদনে তখন আবশ্যক হবে আগের তুলনায় বেশি বা কম শ্রম।

প্রথম অংশে আমরা দেখেছিলাম যে উদ্বৃত্ত-মূল্য এবং মুনাফা তাদের পরিমাণের দিক থেকে অভিন্ন। কিন্তু মুনাফার হার গোড়া থেকেই উদ্বৃত্তের হার থেকে স্বতন্ত্র, যা প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় কেবল গণনার একটি আলাদা ধরন হিসাবে। কিন্তু একই সময়ে তা লাগে, এ ক্ষেত্রেও গোড়া থেকেই, উদ্বৃত্ত-মূল্যের প্রকৃত উৎসটিকে প্রচ্ছন্ন ও রহস্য-মণ্ডিত করার কাজে, যেহেতু মুনাফার হার বাড়তে বা কমতে পারে যখন উদ্বৃত্ত-মূল্য থাকে একই, এবং উল্টোটাও ঘটতে পারে, এবং যেহেতু ধনিক কাজের বেলায় আগ্রহী থাকে একমাত্র মুনাফার হারটিতে। কিন্তু তবু সেখানে ছিল আয়তনগত পার্থক্য, খোদ উদ্বৃত্ত-মূল্য এবং মুনাফার মধ্যে নয়, উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার এবং মুনাফার হারের মধ্যে। যেহেতু মুনাফার হারে উদ্বৃত্ত-মূল্য গণনা করা হয় মোট মূলধনের সঙ্গে সম্পর্কে, এবং দ্বিতীয়টিকে গ্রহণ করা হয় তার পরিমাপের মান হিসাবে, সেই হেতু উদ্বৃত্ত-মূল্যকে মনে হয় মোট মূলধন থেকে উদ্ভূত বলে, তার সমস্ত অংশ থেকে সমান ভাবে প্রাপ্ত বলে, যার দরুন স্থির এবং অস্থির মূলধনের মধ্যে অবয়বগত পার্থক্যটি লুপ্ত হয়ে যায়। মুনাফার ছদ্মবেশে আবৃত, উদ্বৃত্ত-মূল্য কার্যতঃ তার উৎসকে অস্বীকার করে, চরিত্রকে বিসর্জন দেয় এবং হয়ে ওঠে অপরিজ্ঞেয়। যাই হোক, এ পর্যন্ত মুনাফা এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যের মধ্যে পার্থক্যটি প্রযুক্ত হত একমাত্র একটি গুণগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে, বা রূপগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে, যখন সেখানে ছিল না আসল কোনো আয়তনগত পার্থক্য পরিবর্তনের এই প্রথম পর্যায়ে উদ্বৃত্ত-মূল্য এবং মুনাফার মধ্যে, কিন্তু ছিল কেবল উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার এবং মুনাফার হারের মধ্যে।

কিন্তু ব্যাপারটা হয়ে পড়ে ভিন্ন, যখনি মুনাফার একটি সাধারণ হার, এবং সেই সঙ্গে একটি গড় মুনাফা—উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োজিত মূলধনের আয়তন অনুযায়ী, প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে।

এটা তবেই কেবল একটি আপতিক ঘটনা যদি উৎপাদনের কোন একটি ক্ষেত্রে প্রকৃতই উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্য, অতএব মুনাফা, মিলে যায় একটি পণ্যের বিক্রয়-দামের অন্তর্ভুক্ত মুনাফার সঙ্গে। সাধারণ ভাবে, উদ্বৃত্ত-মূল্য এবং মুনাফা, এবং তাদের হারই কেবল নয়, তখন ভিন্ন ভিন্ন আয়তন। শোষণের একটি নির্দিষ্ট মাত্রায়, উৎপাদনের কোন একটি ক্ষেত্রে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ তখন হয় উৎপাদনের কোন এক শাখায় নিযুক্ত একক ধনিকের পক্ষের তুলনায় সামাজিক মূলধনের মোট গড়ের পক্ষে,

তথা সাধারণ ভাবে ধনিক শ্রেণীর পক্ষে, অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। এটা পূর্বোক্তের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ[১] কেবল ততটাই, যতটা তার শাখায় উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণটি সাহায্য করে গড় মুনাফাকে নিয়মিত করতে। কিন্তু এটা এমন একটি প্রক্রিয়া যেটি ঘটে তার অগোচরে—যেটিকে সে দেখতে পায় না, বুঝতে পারে না, এবং যেটি বাস্তবিক পক্ষে তার আগ্রহ সৃষ্টি করে না। উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুনাফা এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যের মধ্যে—কেবল মুনাফার হার এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারের মধ্যে নয়—প্রকৃত পার্থক্য এখন পুরোপুরি লুকিয়ে রাখে মুনাফার প্রকৃতি ও উৎসটিকে কেবল ধনিকের কাছ থেকেই নয়—যার এ ব্যাপারে আত্মপ্রতারণায় একটি বিশেষ স্বার্থ আছে, কেবল তার কাছ থেকেই নয়, এমন কি শ্রমিকের কাছ থেকেও। মূল্যসমূহের এই যে দামে রূপান্তর, তা স্বয়ং মূল্য-নির্ধারণের ভিত্তিটাকেই করে রহস্যাবৃত। সর্বশেষে, যেহেতু উদ্বৃত্ত-মূল্যের মুনাফায় রূপান্তরের নিছক ঘটনাটাই একটি পণ্যের মূল্যের মুনাফা-গঠনকারী অংশটিকে পার্থক্য করে তার ব্যয়-দাম-গঠনকারী অংশটি থেকে, সেই হেতু এটা স্বাভাবিক যে মূল্যের ধারণাটি এই সন্ধিক্ষণে ধনিককে ছলনা করবে, কারণ সে ঐ পণ্যটিতে ব্যয়িত মোট শ্রমকে দেখতে পায় না, দেখতে পায় কেবল মোট শ্রমের সেই অংশটিকে, যার জন্য সে ব্যয় করেছে উৎপাদনের উপায়সমূহের আকারে—তা, তারা জীবন্ত হোক, আর না হোক, যার জন্য তার মুনাফা তার কাছে প্রতিভাত হয় পণ্যটির অন্তর্নিহিত মূল্যের বাইরেকার কোন কিছু বলে। এখন এই ধারণাটা পুরোপুরি সমর্থিত, সুরক্ষিত ও শিলীভূত এই ঘটনাটিতে যে, তার বিশেষ উৎপাদন-ক্ষেত্রটির দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যয়-দামের সঙ্গে সংযোজিত মুনাফা আসলে নির্ধারিত হয় না তার নিজের ক্ষেত্রের অভ্যন্তরে মূল্য-গঠনের চতুঃসীমার মধ্যে, নির্ধারিত হয় সম্পূর্ণ ভাবে ঐ সীমা-বহির্ভূত প্রভাব-সমূহের মাধ্যমে।

ঘটনা এই যে এই অন্তর্নিহিত সংযোগটি এই সর্বপ্রথম প্রকাশিত হল; বর্তমান কাল পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি, যা আমরা নীচে এবং চতুর্থ গ্রন্থে দেখতে পাব, হয়, নিজেকে জোর করে উদ্বৃত্ত-মূল্য এবং মুনাফা, এবং তাদের হার দুটির মধ্যেকার পার্থক্যগুলি থেকে সরিয়ে রেখেছিল, যাতে করে তা মূল্য নির্ধারণকে একটি ভিত্তি হিসাবে রাখতে পারে, নয়তো, পরিত্যাগ করেছিল এই মূল্য-নির্ধারণকে এবং সেই সঙ্গে একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সমস্ত চিহ্নকে, যাতে করে আঁকড়ে থাকা যায় সেই পার্থক্যগুলিকে যা এই ব্যাপারে প্রকট হয়ে ওঠে—তত্ত্ববিদদের এই বিভ্রান্তি সবচেয়ে ভালভাবে বুঝিয়ে দেয় কর্মবিদ ধনিকের চূড়ান্ত অক্ষমতাকে—বাহ্য দৃশ্যের নেপথ্যবর্তী এই প্রক্রিয়ার অভ্যন্তরস্থ মর্ম ও অভ্যন্তরস্থ কাঠামোটিকে চিনে নেবার চূড়ান্ত অক্ষমতাকে, যার কারণ এই যে প্রতিযোগিতা তাকে অন্ধ করে দিয়েছে এবং তার বাহ্য প্রকাশগুলির মর্মভেদ করতে সে অক্ষম।

১. আমরা স্বভাবতই আপাততঃ সরিয়ে রাখছি একটি সাময়িক বাড়তি মুনাফা লাভের কথা—মজুরি-হ্রাস, একচেটিয়া দাম ইত্যাদির মাধ্যমে [—এঙ্গেলস]।

বস্তুতঃ পক্ষে, মুনাফার বৃদ্ধি এবং হ্রাস সম্পর্কে প্রথম অংশে যে নিয়মগুলি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, সেগুলির প্রত্যেকটিরই আছে এই দ্বিবিধ অর্থ :

(১) এক দিকে সেগুলি হচ্ছে মুনাফার সাধারণ হার সম্পর্কিত নিয়ম। যে বহুবিধ কারণ মুনাফা-হারের বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটায়, সেগুলির পরিপ্রেক্ষিতে একজনের মনে হবে, যা কিছু বলা ও করা হয়েছে তার পরেও, যে মুনাফার সাধারণ হারটি অবশ্যই প্রতিদিন পরিবর্তিত হবে। কিন্তু উৎপাদনের একটি ক্ষেত্রে একটি ধারা আরেকটি ক্ষেত্রে আরেকটি ধারার প্রতিপূরণ করে, তাদের ফলাফল পরস্পরকে কাটাকাটি করে এবং নিষ্ক্রিয় করে দেয়। পরে আমরা পরীক্ষা করে দেখব কোন্ দিকে এই ওঠা-নামাগুলি শেষ পর্যন্ত ঝুঁকে পড়ে। কিন্তু সেগুলি বড় মন্থর। উৎপাদনের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ওঠা-নামাগুলির আকস্মিকতা, বহুলতা এবং স্থায়িত্বকালের বিভিন্নতা তাদের দিয়ে সংঘটিত করে পরস্পরের প্রতিপূরণ—তাদের সময়ক্রমিক পরম্পরা অনুসারে, দাম বৃদ্ধির পরে তার হ্রাস এবং দাম হ্রাসের পরে তার বৃদ্ধি, যাতে করে তারা সীমাবদ্ধ থাকে স্থানীয় অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে। সর্বশেষে, নানাবিধ স্থানীয় ওঠা-নামাগুলি পরস্পরকে নিরপেক্ষ করে দেয়। প্রত্যেকটি একক উৎপাদন-ক্ষেত্রে, ঘটে বিবিধ পরিবর্তন, অর্থাৎ মুনাফার সাধারণ হার থেকে বিবিধ বিচ্যুতি, যেগুলি, এক দিকে, একটি নির্দিষ্ট সময়-কালে পরস্পরের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে, অতএব মুনাফার সাধারণ হারের উপরে খাটায় না কোনো প্রভাব এবং যা, অন্য দিকে, তার উপরে ঘটায় না কোনো প্রতিক্রিয়া, কেননা অন্যান্য যুগপৎ স্থানীয় ওঠা-নামাগুলির ফলে তাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় ভারসাম্য। যেহেতু মুনাফার সাধারণ হার কেবল প্রত্যেক ক্ষেত্রে মুনাফার গড় হারের দ্বারাই নির্ধারিত হয় না, সেই সঙ্গে নির্ধারিত হয় বিভিন্ন একক ক্ষেত্রের মধ্যে মোট সামাজিক মূলধনের বণ্টনের দ্বারাও, এবং যেহেতু এই বণ্টন ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছে, সেই হেতু সেটা হয়ে ওঠে মুনাফার সাধারণ হারে পরিবর্তনের আরো একটি নিত্য কারণ। কিন্তু এটা পরিবর্তনের এমন একটি কারণ যেটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজেকে অসাড় করে দেয়—এই গতিক্রিয়ার অব্যাহত* ও বহুমুখী প্রকৃতির দরুন।

(২) প্রত্যেক ক্ষেত্রের অভ্যন্তরে থাকে দীর্ঘ বা অল্প কালের জন্য খেলার কিছু অবকাশ, যখন সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রটির মুনাফার হারে ওঠানামা ঘটতে পারে—উঠে গিয়ে বা নেমে গিয়ে মুনাফার সাধারণ হারকে প্রভাবিত করার এবং স্থানীয় গুরুত্বের মাত্রা ছাড়িয়ে অধিকতর গুরুত্ব অর্জন করার জন্য নিজেকে সংহত করার যথেষ্ট সময় পাবার আগে। মুনাফার হারের নিয়মগুলি, এই বইয়ের প্রথম অংশে যেগুলি ব্যাখ্যা করা হয়েছে, একই ভাবে প্রযোজ্য হয় স্থান ও কালের এই সীমার মধ্যে।

উদ্বৃত্ত-মূল্যের মুনাফায় প্রথম রূপান্তরণে সংক্রান্ত তত্ত্বগত, এই ধারণাটি যে, একটি

* মূলে ছিল "interrupted" (Unterbrochenheit) (অর্থাৎ "ব্যাহত"—অনুবাদক)। মার্কসের পাণ্ডুলিপি অনুসারে সংশোধন করা হয়।

মূলধনের প্রত্যেকটি অংশই দেয় একটি সমান মুনাফা[১], এটি প্রকাশ করে একটি বাস্তব ঘটনা। একটি শিল্প-মূলধনের গঠন যাই হোক না কেন, তা এক-চতুর্থাংশ ঘনীভূত শ্রম এবং তিন-চতুর্থাংশ জীবন্ত শ্রমকে গতিশীল করে নাকি তিন-চতুর্থাংশ ঘনীভূত শ্রম এবং এক চতুর্থাংশ জীবন্ত শ্রমকে গতিশীল করে, এক ক্ষেত্রে তা অন্য ক্ষেত্রের চেয়ে তিন গুণ উদ্বৃত্ত-শ্রম আত্মসাৎ করে কিনা কিংবা তিন গুণ উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদন করে কিনা—যে কোনো ক্ষেত্রেই তা দেয় একই মুনাফা, যদি শ্রম-শোষণের হার থাকে একই এবং বাদ দেওয়া হয় ব্যক্তিগত পার্থক্যগুলিকে, যেগুলি, প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, অন্তর্হিত হয়ে যায় কেননা উভয় ক্ষেত্রেই আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে উৎপাদনের সমগ্র ক্ষেত্রটিরই গড় গঠন। ব্যক্তিগত ধনিক (কিংবা প্রতেকটি একক উৎপাদন-ক্ষেত্রের সমস্ত ধনিক), যার দৃষ্টি সীমিত, সঠিক ভাবেই বিশ্বাস করে যে তার মুনাফা সম্পূর্ণ ভাবে তার দ্বারা নিযুক্ত শ্রম থেকে আসে না, কিংবা তার উৎপাদনের ধারায় নয়। এটা খুবই সত্য তার মুনাফার বেলায়। কোন্ মাত্রা পর্যন্ত এই মুনাফা মোট সামাজিক মূলধনের দ্বারা অর্থাৎ তার সমস্ত ধনিক সহকর্মীদের দ্বারা শ্রমের সামূহিক শোষণের ফল—এই অন্তঃসম্পর্কটি ব্যক্তিগত ধনিকের কাছে একটা সম্পূর্ণ রহস্য: আরো বেশি এই কারণে যে কোনো বুর্জোয়া তত্ত্ববিদ, কোনো রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিবিদ্, এ পর্যন্ত সেটা প্রকাশ করেন নি। শ্রমের সাশ্রয়—কেবল সেই শ্রমই নয় যা একটি দ্রব্য উৎপাদনে আবশ্যক, সেই সঙ্গে নিযুক্ত শ্রমিক-সংখ্যাও—এবং আরো ঘনীভূত শ্রমের (স্থির মূলধনের) নিয়োগ অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিভাত হয় অতি উত্তম কর্মকাণ্ড বলে এবং বোধ হয় না যে তারা মুনাফার সাধারণ হার এবং গড় হারের উপরে সামান্যতম প্রভাবও বিস্তার করে। এই যে ঘটনা যে উৎপাদনের জন্য আবশ্যক শ্রমের পরিমাণে হ্রাস সাধনের ফলেও মুনাফার উপরে কোনো প্রভাব পড়ে বলে প্রতিভাত হয় না—এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জীবন্ত শ্রম কি ভাবে হতে পারে মুনাফার একমাত্র উৎস? অধিকন্তু, এমনকি কোন কোন অবস্থায় একে মনে হয় মুনাফা বৃদ্ধির নিকটতম উৎস বলে অন্তত: ব্যক্তিগত ধনিকের পক্ষে।

যদি উৎপাদনের কোনো একটি বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যয়-দামের সেই অংশে একটি বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটে, যা প্রতিনিধিত্ব করে স্থির মূলধনের মূল্যের, তবে এই অংশটি আসে সঞ্চলন থেকে এবং, হয় বর্ধিত নয়তো খর্বিত হয়ে, গোড়া থেকেই প্রবেশ করে পণ্যটির উৎপাদন-প্রক্রিয়ায়। অন্য দিকে, যদি একই সংখ্যক শ্রমিক একই সময়ে উৎপাদন করে বেশি বা কম, যাতে করে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করতে প্রয়োজিত শ্রম পরিবর্তিত হয়, যখন শ্রমিকের সংখ্যা একই থাকে, তাহলে ব্যয়-দামের যে অংশটি প্রতিনিধিত্ব করে অস্থির মূলধনের, সেটি একই থাকতে পারে অর্থাৎ

১. Malthus (*Principles of Political Economy*, 2nd. Ed., 1836, p. 268—Ed.)

মোট উৎপন্ন সম্ভারের ব্যয়-দামে যোগাতে পারে একই পরিমাণ। কিন্তু যাদের যোগফল গঠন করে মোট উৎপন্ন সম্ভার, সেই আলাদা আলাদা পণ্যগুলির প্রত্যেকটি, ভাগীদার হয় বেশি বা কম শ্রমে (মজুরি-প্রদত্ত এবং অতএব মজুরি-বঞ্চিত শ্রমেও), এবং কাজে কাজে কাজেই ভাগীদার হয় এই শ্রম বাবদে বেশি বা কম বিনিয়োগ-ব্যয়েও, অর্থাৎ মজুরির বেশি বা কম অংশে। ধনিকের দ্বারা ব্যয়িত শ্রম একই থাকে, কিন্তু পণ্যের প্রতি একক-পিছু হিসাবে গুনলে মজুরিতে মজুরিতে পার্থক্য হয়। এই ভাবে, পণ্যটির ব্যয়-দামের এই অংশটিতে পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু একটি একক পণ্যের ব্যয়-দাম (কিংবা সম্ভবতঃ একটি নির্দিষ্ট আয়তনের মূলধনের দ্বারা উৎপাদিত একটি পণ্য-সম্ভারের ব্যয়-দাম) বাড়ুক কি কমুক, সেটা তার নিজের মূল্যে এবংবিধ পরিবর্তনের দরুনই ঘটুক কি তার উপাদানগুলির মূল্যে পরিবর্তনের দরুনই ঘটুক, কিছু যায় আসে না, গড় মুনাফা, ধরা যাক ১০% ই। তবু একটি একক পণ্যের ১০% প্রতিনিধিত্ব করতে পারে খুবই ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণের, যা নির্ভর করে ব্যয়-দামের আয়তনে এবংবিধ হ্রাস-বৃদ্ধির দ্বারা, সংঘটিত পরিবর্তনের উপরে—যে ধরনের হ্রাস-বৃদ্ধি আমরা ধরে নিয়েছি।[১]

অস্থির মূলধনের বেলায়—এবং এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটা উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎস, এবং কারণ যা কিছু ধনিকের বিত্ত সঞ্চয়নের সঙ্গে এর সম্পর্ককে লুকিয়ে রাখে, তাই গোটা প্রণালীটাকে রহস্যাবৃত করে—ব্যাপারগুলি স্থূলতা ধারণ করে কিংবা ধনিকের চোখে এই আলোকে প্রতিভাত হয়: £১০০ পরিমাণ একটি মূলধন প্রতিনিধিত্ব করে, ধরুন ; ১০০ শ্রমিকের সাপ্তাহিক মজুরির। যদি এই ১০০ শ্রমিক একটি নির্দিষ্ট কর্মকালে সপ্তাহে উৎপাদন করে ২০০ একক পণ্য = ২০০ **প**, তা হলে **প** বাবদ তার ব্যয়-দামের যে অংশটি সংযোজিত হয় স্থির মূলধনের দ্বারা সেই অংশটি থেকে বিযুক্ত হলে—ব্যয় হয় $\frac{£১০০}{২০০}$ = ১০ শিলিং ; কেননা £১০০ = ২০০ **প**। এখন ধরুন, শ্রমের উৎপাদনশীলতায় ঘটল একটি পরিবর্তন। ধরুন তা হয়ে গেল দ্বিগুণ, ফলে একই সংখ্যক শ্রমিক এখন উৎপাদন করে দ্বিগুণ ২০০ সেই একই সময়ে যা আগে তাদের লাগত ২০০ **প** উৎপাদন করতে। সেক্ষেত্রে (ব্যয়-দামের অংশটি মজুরি দিয়ে গঠিত, কেবল সেই অংশটি হিসাব ধরে) ১ **প** = $\frac{£১০০}{৪০০}$ = ৫ শিলিং, যেহেতু এখন £১০০ = ৪০০**প**। এখন যদি উৎপাদনশীলতা কমে যায় অর্ধেক, তাহলে একই শ্রম উৎপাদন করে $\frac{২০০প}{২}$ এবং যেহেতু £১০০ = $\frac{২০০প}{২}$, ১ **প** = $\frac{£২০০}{২০০}$ = £১। পণ্যের উৎপাদনে প্রয়োজিত শ্রম-সময়ে পরিবর্তন, এবং অতএব তাদের মূল্যে পরিবর্তন, এই-

১. Corbet [*An Inquiry into the Causes aud Modes of the Wealth of Individuals*, London, 1841, p. 20—*Ed*]

ভাবে ব্যয়-দামের পরিপ্রেক্ষিতে, অতএব, উৎপাদনের দামের পরিপ্রেক্ষিতে, প্রতিভাত হয় অধিকতর বা অল্পতর সংখ্যক পণ্যের জন্য একই মজুরির একটি ভিন্নতর বণ্টন হিসাবে —একই কর্মকালে একই মজুরিতে উৎপাদিত পণ্যের বৃহত্তর বা অল্পতর পরিমাণ অনুসারে। ধনিক, এবং কাজে কাজেই অর্থনীতিবিদও, যা দেখেন, তা এই যে শ্রমের উৎপাদনশীলতার সঙ্গে সঙ্গে পণ্যের একক-প্রতি মজুরি-প্রদত্ত শ্রমের অংশ পরিবর্তিত হয়, এবং প্রত্যেক এককের মূল্যও পরিবর্তিত হয় তদনুযায়ী। তাঁরা যা দেখেন না, তা এই যে, এই একই জিনিস খাটে পণ্যের প্রতিটি এককে বিধৃত মজুরি-বঞ্চিত শ্রমের ক্ষেত্রেও, এবং এটা নজরে পড়ে আরো কম যেহেতু গড় মুনাফাটা কেবল আপতিক ভাবেই নির্ধারিত হয় ব্যক্তিগত ধনিকের উৎপাদন-ক্ষেত্রে আত্মীকৃত মজুরি-বঞ্চিত শ্রমের দ্বারা। এই রকম অমার্জিত ও অর্থহীন আকারেই আমরা নজর করতে পারি যে, পণ্যসমূহের মূল্য নির্ধারিত হয় তাদের মধ্যে বিধৃত শ্রমের দ্বারা।

দশম অধ্যায়

প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মুনাফার-সাধারণ হারের সমীভবন

বাজার-দাম এবং বাজার মূল্য। উদ্বৃত্ত-মুনাফা

উৎপাদনের কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিনিয়োজিত মূলধনের থাকে একটি মধ্যবর্তী বা গড় গঠন, অর্থাৎ তার থাকে গড় সামাজিক মূলধনের মত প্রায় গঠন।

এই সব ক্ষেত্রে উৎপাদনের দাম উৎপন্ন পণ্যটির অর্থের অঙ্কে প্রকাশিত মূল্যের ঠিক বা প্রায় একই রকম। যদি গাণিতিক মাত্রাটিতে উপনীত হবার আর কোনো পথ না থাকত, তা হলেই এটাই হত সেই পথ। প্রতিযোগিতা সামাজিক মূলধনকে এমন করে উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে বণ্টন করে দেয় যে, প্রত্যেক ক্ষেত্রে উৎপাদনের দামগুলি আকার ধারণ করে এই সব গড় গঠনের ক্ষেত্র সমূহের উৎপাদনের দামগুলির ছাঁচ অনুযায়ী, অর্থাৎ সেগুলি হয় = ব + বল´ (ব্যয়-দাম যোগ মুনাফার গড় হার গুণ ব্যয়-দাম)। মুনাফার এই গড় হারটি অবশ্য গড় গঠনের সেই ক্ষেত্রটির মুনাফার শতাংশ, যে ক্ষেত্রটিতে মুনাফা কাজে কাজেই মিলে যায় উদ্বৃত্ত-মূল্যের সঙ্গে। অতএব, উৎপাদনের সমস্ত ক্ষেত্রে মুনাফার হার একই, কারণ তা সমান হয়ে যায় উৎপাদনের সেই সব গড় ক্ষেত্রের ভিত্তিতে, যার থাকে মূলধনের গড় গঠন। কাজে কাজেই, সমস্ত ক্ষেত্রের মুনাফার যোগফল অবশ্যই সমান হবে উদ্বৃত্ত-মূল্যের যোগফলের সঙ্গে, এবং মোট সামাজিক উৎপন্নের উৎপাদনের দাম-সমূহের যোগফল সমান হবে তার মূল্যের অঙ্কের সঙ্গে। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে, বিভিন্ন গঠন-সমন্বিত উৎপাদন-ক্ষেত্র সমূহের মধ্যেকার ভারসাম্য অবশ্যই কাজ করবে তাদের সমান করে দিতে গড় গঠনের ক্ষেত্রগুলির সঙ্গে, তা সামাজিক গড়ের সঙ্গে হুবহু বা কেবল কাছাকাছি এক রকমের হোক। গড়ের কম-বেশি কাছাকাছি ক্ষেত্রগুলির মধ্যে আবার যাকে সমান হয়ে যাওয়ার দিকে একটা প্রবণতা, আদর্শ গড়টিতে পৌছাবার দিকে অর্থাৎ যে গড় বাস্তবে থাকে না তাতে পৌছাবার দিকে, এই আদর্শটাকেই মান হিসাবে ধরে নেবার দিকে, একটা প্রবণতা, এই ভাবে উৎপাদনের দামগুলিকে মূল্যের নিছক রূপান্তরিত রূপে, কিংবা মুনাফাগুলিকে উদ্বৃত্ত-মূল্যের অংশে পরিণত করার দিকে একটা প্রবণতা আবশ্যিক ভাবেই থাকে। যাই হোক, এগুলি বণ্টিত হয় না উৎপাদনের প্রত্যেকটি বিশেষ ক্ষেত্রে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের অনুপাত অনুসারে, বরং বণ্টিত হয় প্রত্যেক ক্ষেত্রে নিযুক্ত মূলধনের অনুপাত অনুসারে, যাতে করে মূলধনের সমান সমান পরিমাণ,

তা তাদের গঠন যাই হোক না কেন, প্রাপ্ত হয় মোট সামাজিক উৎপন্নের দ্বারা উৎপাদিত মোট উদ্বৃত্ত-মূল্যের সমান সমান একাংশ।

গড় বা প্রায় গড় গঠনের মূলধন সমূহের বেলায়, উৎপাদনের দাম তাই মূল্যের সঙ্গে একই বা প্রায় একই, এবং মুনাফাও একই তাদের দ্বারা উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের সঙ্গে। বাকি সমস্ত মূলধন, তাদেই গঠন যাই হোক না কেন প্রতিযোগিতার চাপে ঝুঁকে পড়ে এই গড়ের দিকে। কিন্তু যেহেতু গড় গঠনের মূলধনগুলি গড় সামাজিক মূলধনের কাঠামোর মত একই বা প্রায় একই কাঠামোর, সেই হেতু সমস্ত মূলধনের—তাদের দ্বারা উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্য-নির্বিশেষে—প্রবণতা থাকে তাদের পণ্যের দামে, তাদের নিজেদের উদ্বৃত্ত-মূল্য উপলব্ধ না করে বরং গড় মুনাফা উপলব্ধ করার, অর্থাৎ উৎপাদনের দামগুলি উপলব্ধ করার।

অন্য দিকে, বলা যেতে পারে যে, যেখানেই একটি গড় মুনাফা, এবং অতএব মুনাফার একটি সাধারণ হার, উৎপাদিত হয়—কোন্ ভাবে তাতে কিছু এসে যায় না—সেখানে এই গড় মুনাফা হতে পারে না গড় সামাজিক মূলধনের উপরে মুনাফা ছাড়া অন্য কিছু, যার পরিমাণ উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণের সমান। অধিকন্তু, ব্যয়-দামসমূহের সঙ্গে এই গড় মুনাফা যোগ করে যে দামগুলি পাওয়া যায়, সেগুলি উৎপাদনের দামে রূপান্তরিত মূল্যসমূহ ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। কিছুই পরিবর্তিত হবে না যদি উৎপাদনের কোন কোন ক্ষেত্রে মূলধনগুলি, কোনো কারণে, সমীভবনের প্রক্রিয়াভুক্ত না হয়। সে ক্ষেত্রে গড় মুনাফা গণনা করা হবে সামাজিক মূলধনের সেই অংশের ভিত্তিতে, যে অংশটি প্রবেশ করে সমীভবনের প্রক্রিয়ায়। এটা স্পষ্ট যে, উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিমাণের মূলধনের আয়তনগত অনুপাত অনুসারে তাদের জন্য বরাদ্দ মোট উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ ছাড়া গড় মুনাফা অন্য কিছু নয়। এটা হচ্ছে মোট উপলব্ধ মজুরি-বঞ্চিত শ্রম, এবং এই মোট পরিমাণটি—মজুরি-প্রদত্ত, ঘনীভূত বা জীবন্ত শ্রমের মতই—অবস্থান করে পণ্য ও অর্থের মধ্যে, যা পড়ে ধনিকদের ভাগে।

সত্যিকারের দুরূহ প্রশ্নটি এই: মুনাফার সাধারণ হারে মুনাফাগুলির এই সমতাপ্রাপ্তি কি ভাবে সংঘটিত হয়, যেহেতু স্পষ্টতই এটা প্রক্রিয়াটার সূচনা নয়, বরং তার পরিণতি।

শুরু করা যাক: পণ্যসমূহের মূল্যের একটা হিসাব, ধরুন, অর্থের অঙ্কে, স্পষ্টতই হতে পারে কেবল তাদের বিনিময়েরই ফলে। সুতরাং যদি আমরা এমন একটা হিসাবে ধরে নিই, তা হলে, তাকে আমরা অবশ্যই, গণ্য করব পণ্য-মূল্যের পরিবর্তে পণ্য-মূল্যের একটি বাস্তব বিনিময়ের ফল বলে। কিন্তু বিবিধ পণ্যের এই বিনিময়, তাদের প্রকৃত মূল্যে, কি ভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারে?

প্রথমে আমরা ধরে নিই যে উৎপাদনের বিভিন্ন শাখার অন্তর্গত সমস্ত পণ্যই বিক্রয় হয় তাদের প্রকৃত মূল্যে। তা হলে ফলটা কি দাঁড়াবে? আগে যা বলা হয়েছে, তদনুযায়ী উৎপাদনের বিবিধ ক্ষেত্রে রাজত্ব খুবই বিভিন্ন মুনাফার হার। এটা স্পষ্টতই

দুটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ব্যাপার যে পণ্যসমূহ তাদের নিজ নিজ মূল্যে বিক্রি হয় (অর্থাৎ, তাদের মধ্যে বিধৃত মূল্যের অনুপাতে তাদের মূল্য অনুযায়ী দামে), না কি তারা বিক্রি হয় এমন এমন দামে যে তাদের বিক্রি থেকে আসে তাদের যার যাঁর উৎপাদনের জন্য অগ্রিম-দত্ত সমান সমান পরিমাণ মূলধনের জন্য সমান সমান মুনাফা।

এই যে ঘটনা যে, বিবিধ অসম পরিমাণ জীবন্ত শ্রম নিযুক্ত করে মূলধন-সমূহ উৎপাদন করে বিবিধ অসম পরিমাণ উদ্বৃত্ত-মূল্য তা ধরে নেয় যে অন্তত কিছু মাত্রা অবধি শোষণের মাত্রা বা উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার একই, কিংবা তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকলে তা সমান হয়ে যায় কোনো প্রকৃত বা কল্পিত (প্রথাগত, ক্ষতিপূরণের কারণের দ্বারা। এটা ধরে নেয় শ্রমিকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা এবং তাদের এক উৎপাদন-ক্ষেত্র থেকে অন্য উৎপাদন ক্ষেত্রে ক্রমাগত স্থান-পরিবর্তনের মাধ্যমে সমীভবন। উদ্বৃত্তমূল্যের এমন একটি সাধারণ হার—বাকি সব অর্থনৈতিক নিয়মের মতই একটি প্রবণতা হিসাবে পরিগণিত—আমরা ধরে নিয়েছি তত্ত্বগত সরলীকরণের খাতিরে, কিন্তু ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতিতে এটা বাস্তবেই একটি পূর্বশর্ত, যদিও এটা কম-বেশি ব্যাহত হয় কার্যগত সংঘাতের দ্বারা, যার ফলে ঘটে কম-বেশি উল্লেখযোগ্য স্থানীয় পার্থক্য, যেমন ব্রিটেনের কৃষি-শ্রমিকদের জন্য জমি-বন্দোবস্ত আইন। কিন্তু তত্ত্বগত ভাবে ধরে নেওয়া হয় যে, ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের নিয়মগুলি কাজ করে তাদের বিশুদ্ধ রূপে। বাস্তবে যা ঘটে তা কেবল তার কম-বেশি অনুরূপ; তবে এই অনুরূপতা তত বেশি নিকট হয়, যত বেশি বিকশিত হয় ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি এবং যত কম তা দূষিত ও আক্রান্ত থাকে পূর্ববর্তী অর্থনৈতিক অবস্থাগুলির অবশেষ সমূহের দ্বারা।

গোটা সমস্যাটারই উদ্ভব ঘটে এই ঘটনা থেকে যে, পণ্য বিনিমিত হয় না নিছক **পণ্য** হিসাবে, বিনিমিত হয় **মূলধনের উৎপন্ন** হিসাবে, যা দাবি করে উদ্বৃত্ত-মূল্যের মোট পরিমাণে অংশগ্রহণ—প্রত্যেকটি পণ্যের আয়তনের অনুপাতিক কিংবা, সেগুলি যদি সমান আয়তনের হয়, তা হলে সমান। আর এই দাবি মিটিয়ে দিতে হবে একটি নির্দিষ্ট সময়-কালে একটি নির্দিষ্ট মূলধনের দ্বারা উৎপাদিত পণ্যসম্ভারের বাবদে মোট মূল্যের দ্বারা। এই মোট মূল্যটি অবশ্য হল এই মূলধনের দ্বারা উৎপাদিত একক পণ্য-গুলির দামের সমষ্টি মাত্র। *punctum saliens*-টি সবচেয়ে ভাল ভাবে উদ্ঘাটিত হবে যদি আমরা ব্যাপারটিকে দেখি এই ভাবে: ধরুন, শ্রমিকেরা নিজেরাই তাদের উৎপাদনের উপায়গুলির অধিকারী এবং তাদের পণ্যসামগ্রী বিনিময় করে পরস্পরের সঙ্গে সে ক্ষেত্রে এই পণ্যগুলি হবে না মূলধনের উৎপন্ন। শ্রমের বিভিন্ন উপায় ও কাঁচামালগুলির মূল্যে পার্থক্য ঘটবে উৎপাদনের বিভিন্ন শাখায় সম্পাদিত বিবিধ শ্রমের কৃৎকৌশলগত প্রকৃতি অনুসারে। অধিকন্তু, তাদের দ্বারা নিযুক্ত উৎপাদনের উপায়-সমূহের অসম মূল্য ছাড়াও, তাদের আবশ্যক হবে বিভিন্ন পরিমাণের উৎপাদন-উপায় বিশেষ বিশেষ পরিমাণ শ্রমের জন্য—যা নির্ভর করবে একটি পণ্য তৈরি হয়ে যাবে এক

ঘণ্টায় আরেকটি এক দিনে ইত্যাদি ইত্যাদি, তার উপরে। আরো ধরুন, শ্রমিকেরা কাজ করে সমান গড় সময়কাল ধরে—শ্রম-তীব্রতার বিভিন্ন মাত্রা ইত্যাদি থেকে উদ্ভূত ক্ষতিপূরণগুলির সংস্থান রেখে। এই ধরনের এক ক্ষেত্রে, প্রথম, দুজন শ্রমিক উভয়েই তাদের দিনের কাজের উৎপন্ন গঠিত হয় যেসব পণ্যের দ্বারা, সেগুলিতে প্রতিস্থাপন করবে তাদের বিনিয়োগ-ব্যয় তথা পরিভুক্ত উৎপাদন-উপায়ের ব্যয়-দাম। এই বিনিয়োগ-ব্যয়গুলি তাদের শ্রমের কারিগরি প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন হবে। দ্বিতীয়, তাদের দুজনেই সৃষ্টি করবে সমান সমান পরিমাণ নোতুন মূল্য, যথা উৎপাদন-উপায়-সমূহের সঙ্গে তাদের দ্বারা সংযোজিত কাজের দিনটি। এর মধ্যে পড়বে তাদের মজুরি যোগ উদ্বৃত্ত-মূল্য; এই শেষোক্তটি প্রতিনিধিত্ব করবে উদ্বৃত্ত-শ্রম—তাদের আবশ্যিক প্রয়োজনসমূহের অতিরিক্ত, যার উৎপন্নের মালিক অবশ্য হবে তারাই। ধনিকের মত করে বললে, তাদের উভয়েই পায় একই মজুরি যোগ একই মুনাফা, কিংবা একই মূল্য, যা প্রকাশিত হয়, ধরুন, একটি দশ-ঘণ্টা কাজের দিনের উৎপন্ন-ফলের দ্বারা। কিন্তু প্রথমতঃ, তাদের পণ্যসমূহের মূল্যগুলি হতে হবে ভিন্ন ভিন্ন। যেমন, পণ্য ১-এ পরিভুক্ত উৎপাদন-উপায়ের অনুযায়ী মূল্যাংশটি হতে পারে পণ্য ২-এর চেয়ে বেশি। এবং, সম্ভাব্য সমস্ত পার্থক্যগুলি প্রবর্তন করতে গিয়ে, আমরা ঠিক এখনি ধরে নিতে পারি যে, পণ্য ১ আত্মসাৎ করে পণ্য ২-এর চেয়ে অধিকতর জীবন্ত শ্রম, এবং কাজে কাজেই উৎপাদিত হবার জন্য আবশ্যক করে অধিকতর শ্রম-সময়। সুতরাং ১ এবং ২-এর মূল্যদ্বয় খুবই ভিন্ন ভিন্ন। পণ্যসমূহের মূল্যগুলির মোট পরিমাণ দুটিও তাই—যা যা প্রতিনিধিত্ব করে একটি নির্দিষ্ট সময়ে ১ এবং ২-এর শ্রমিকদের দ্বারা সম্পাদিত শ্রমের উৎপন্ন-ফলের। ১ এবং ২-এর ক্ষেত্রে মুনাফার হার দুটিতেও হবে বেশ পার্থক্য, যদি আমরা মুনাফার হারকে ধরে নিই বিনিয়োজিত উৎপাদন-উপায়সমূহের মোট মূল্যের সঙ্গে উদ্বৃত্ত-মূল্যের অনুপাত হিসাবে। উৎপাদন চলাকালে ১ এবং ২-এর দ্বারা প্রত্যহ পরিভুক্ত জীবন-ধারণের উপকরণসমূহ, যা স্থান গ্রহণ করে মজুরির, তা এখানে গঠন করে বিনিয়োজিত উৎপাদনের উপায়ের অংশবিশেষ, যাকে সাধারণতঃ বলা হয় অস্থির মূলধন। কিন্তু সমান সমান কাজের সময়ের জন্য ১ এবং ২-এর ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত-মূল্য হবে একই; কিংবা, আরো, সঠিক ভাবে, যেহেতু ১ এবং ২ প্রত্যেকেই পায় এক দিনের কাজের উৎপন্ন-ফলের মূল্য, তাদের উভয়েই পায় সমান সমান মূল্য—বিনিয়োজিত "স্থির" উপাদানগুলির মূল্য বিয়োজিত হয়ে যাবার পরে, এবং এই সমান মূল্যগুলির একটি অংশকে গণ্য করা যায় উৎপাদনে পরিভুক্ত জীবন-ধারণের উপকরণের পরিবর্ত হিসাবে, এবং অন্যটিকে তার অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত-মূল্য হিসাবে। যদি শ্রমিক ১-এর ব্যয় হয় বেশি, তা হলে সেটার প্রতিপূরণ করা হয় তার পণ্যের মূল্যের একটি বৃহত্তর অংশের দ্বারা, যা প্রতিস্থাপন করে এই "স্থির" অংশটিকে; সুতরাং তাকে পুনঃরূপান্তরিত করতে হবে তার উৎপন্নের মোট মূল্যের একটি বৃহত্তর অংশকে এই স্থির অংশটির বস্তুগত উপাদান-গুলিতে; অন্য দিকে, শ্রমিক ২ যদিও এর জন্য পায় কম, তার পুনঃ-রূপান্তরিত করতে হয় ততটা কম। এই অবস্থায়, মুনাফার হারে কোন পার্থক্য স্বভাবতই হবে গুরুত্বহীন,

ঠিক যেমন মজুরি-শ্রমিকের কাছে আজ গুরুত্বহীন মুনাফার কোন্ হারটি প্রকাশ করে তাকে নিঙড়ে দেওয়া উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ, এবং ঠিক যেমন পণ্য-বিনিময়ের পক্ষে গুরুত্বহীন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিভিন্ন জাতীয় মুনাফার হারের মধ্যে পার্থক্য।

তাদের মূল্যে বা মূল্যের কাছাকাছিতে পণ্যসমূহের বিনিময়ে তাই আবশ্যক হয় তাদের উৎপাদনের দামে তাদের বিনিময়ের তুলনায় একটি অনেক নিম্নতর পর্যায়; উৎপাদনের দামে বিনিময়ে দরকার হয় ধনতান্ত্রিক বিকাশের একটি নির্দিষ্ট পর্যায়।

যে পদ্ধতিতেই বিভিন্ন পণ্যের দাম পারস্পরিক ভাবে নির্ধারিত বা নিয়মিত হোক না কেন, তাদের চলাচল সব সময়েই শাসিত হয় মূল্যের নিয়মের দ্বারা। যদি তাদের উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-সময়ে সংকোচন ঘটে, তা হলে দাম হ্রাস পায়; যদি তা বৃদ্ধি পায়, দামও বৃদ্ধি পায়—যদি বাকি সব অবস্থা একই থাকে।

দামের উপরে এবং দামের ওঠানামার উপরে মূল্যের নিয়মের আধিপত্যের ব্যাপারটি ছাড়াও, এটা খুবই যুক্তিযুক্ত যে পণ্যসমূহের মূল্যগুলিকে গণ্য করা হয় কেবল তত্ত্বগত ভাবেই নয়, ঐতিহাসিক ভাবেও, উৎপাদনের দামের পূর্ববর্তী বলে। এটা সেই সব অবস্থায় প্রযোজ্য, যেখানে শ্রমিক তার উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিক, এবং এটাই হল জমির স্বত্বাধিকারী ও নিজ-শ্রমজীবী কৃষকের এবং কারিগরের অবস্থা—প্রাচীন এবং সেই সঙ্গে আধুনিক যুগেও। আমরা ইতিপূর্বে যে মত[1] প্রকাশ করেছি, তার সঙ্গেও এটা সঙ্গতিপূর্ণ*: উৎপন্ন দ্রব্যের পণ্য-দ্রব্যে বিবর্তন ঘটে কেবল বিভিন্ন জন-সম্প্রদায়ের মধ্যে বিনিময়ের মাধ্যমে—একই জন-সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরে সদস্যদের মধ্যে বিনিময়ের মাধ্যমে নয়। এটা কেবল এই আদিম অবস্থার ক্ষেত্রেই খাটে না, পরবর্তী বিবিধ অবস্থার ক্ষেত্রেও খাটে—ক্রীতদাসত্ব ও ভূমিদাসত্বের উপরে ভিত্তিশীল অবস্থার ক্ষেত্রেও খাটে এবং গিল্ড্-সংগঠনের পক্ষেও খাটে—যতকাল পর্যন্ত উৎপাদনের প্রত্যেকটি শাখায় জড়িত উৎপাদনের উপায়গুলিকে এক শাখা থেকে আরেক শাখায় স্থানান্তরিত করা যায় কেবল কষ্ট সহকারে এবং, অতএব, উৎপাদনের বিবিধ ক্ষেত্রগুলি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত, কতকগুলি সীমার মধ্যে—বিদেশের দেশসমূহ বা সাম্যতান্ত্রিক সম্প্রদায়-সমূহের মত।

পণ্যসমূহ যাতে নিজ নিজ মূল্যের সঙ্গে মোটামুটি অনুরূপ দামে বিক্রি হয়, তার জন্য এগুলি ছাড়া আর বেশি কিছু আবশ্যক নয়:—(১) বিভিন্ন পণ্যের বিনিময় যেখানে ঘটে নিছক আপতিক বা আকস্মিক ঘটনা হিসাবে সে অবস্থার বিরতি; (২) পণ্যের প্রত্যক্ষ বিনিময়ের বেলায়, পারস্পরিক প্রয়োজন মেটাবার উদ্দেশ্য উভয় দিকেই

১. ১৮৬৫ সালে এটা ছিল কেবল মার্কসের "মত"। এখন আদিম জন-সম্প্রদায়-গুলির প্রকৃতি সম্পর্কে মরার থেকে মর্গ্যান পর্যন্ত গবেষকদের ব্যাপক গবেষণার ফলে, এটা পরিণত হয়েছে একটি স্বীকৃত ঘটনায়, যা কদাচিৎ সুত্রাপি অস্বীকৃত হয়। —এঙ্গেলস।

* ইং সং: প্রথম খণ্ড, পৃ: ৮৭।

মোটামুটি পর্যাপ্ত পরিমাণে পণ্যসম্ভারের উৎপাদনের জন্য, বাণিজ্যিক ব্যাপারে পারস্পরিক অভিজ্ঞতা থেকে কিছু শিক্ষা এবং অতএব, একটি স্বাভাবিক অনুমতি হিসাবে নিরবচ্ছিন্ন বাণিজ্যের প্রচলন এবং (৩) বিক্রির ব্যাপারে, যাতে করে চুক্তিকারী পক্ষ দুটির মধ্যে কোনো পক্ষেরই ক্ষমতা না হয় পণ্যের মূল্যের বেশিতে তা বিক্রি করা বা তার কমে তা বিক্রি করতে বাধ্য করার উদ্দেশ্য স্বাভাবিক বা কৃত্রিম একচেটিয়া কারবারের প্রতিষ্ঠা।

উৎপাদনের বিবিধ ক্ষেত্রে পণ্যসমূহ বিক্রি হয় তাদের নিজ নিজ মূল্যে—এই ধরে-নেওয়া ধারণাটা অবশ্য কেবল নির্দেশ করে যে তাদের মূল্যই হচ্ছে অভিকর্ষের কেন্দ্রবিন্দু, যার চারপাশে ওঠানামা করে তাদের দাম, এবং তাদের ক্রমাগত হ্রাস-বৃদ্ধির প্রবণতা থাকে সমতা সাধনের দিকে। তা ছাড়াও আছে **বাজার-মূল্য**, যাকে আলাদা করে দেখতে হবে বিভিন্ন উৎপাদনকারীর দ্বারা উৎপাদিত বিশেষ বিশেষ পণ্যের একক মূল্য থেকে, বাজার-মূল্য সম্পর্কে আরো আলোচনা পরে। এই সব পণ্যের কোন-কোনটির একক মূল্য হবে তাদের বাজার-মূল্যের চেয়ে কম (তার মানে বাজার-মূল্যে যা প্রকাশ পায় তার চেয়ে কম শ্রম-সময় লাগবে তাদের উৎপাদনে), যখন বাকিদের বেলায় তা হবে বাজার-মূল্যের চেয়ে বেশি। বাজার-মূল্যকে এক দিকে দেখতে হবে একটি মাত্র ক্ষেত্রে উৎপাদিত পণ্যসমূহের মূল্যগুলির গড় হিসাবে, এবং অন্য দিকে, তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রের গড় অবস্থায় উৎপাদিত পণ্যগুলির একক মূল্য হিসাবে, যেগুলি গঠন করে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রটির উৎপন্নসমূহের বিপুল সমষ্টি। কেবল অসাধারণ সন্নিবেশেই সবচেয়ে খারাপ, কিংবা সবচেয়ে অনুকূল, অবস্থায় উৎপাদিত পণ্যসমূহ বাজার-মূল্যকে নিয়ন্ত্রণ করে, যা আবার পরিণত হয় বাজার-দামগুলির ওঠা-নামার কেন্দ্রে। শেষোক্তগুলি, অবশ্য, একই রকমের পণ্যসমূহের ক্ষেত্রে একই। যদি সাধারণ চাহিদা পূর্ণ হয় গড় মূল্যের পণ্যের সরবরাহের দ্বারা, অতএব দুটি চরমের মধ্যবর্তী একটি মূল্যের পণ্যের সরবরাহের দ্বারা, তা হলে যেসব পণ্যের একক মূল্য বাজার-মূল্যের কম, সেগুলি উপলব্ধ করে একটি বাড়তি উদ্বৃত্ত-মূল্য, বা উদ্বৃত্ত-মুনাফা; অন্য দিকে, যেসব পণ্যের একক মূল্য বাজার-মূল্যের চেয়ে বেশি, সেগুলি ব্যর্থ হয় তাদের মধ্যে বিধৃত উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি অংশকে উপলব্ধ করতে।

এটা বলার কোনো মানে নেই যে, সবচেয়ে কম অনুকূল অবস্থার অধীনে উৎপাদিত পণ্যসমূহের বিক্রয় প্রমাণ করে যে চাহিদা পূরণ করতে তাদের প্রয়োজন আছে। যদি আমরা যে ক্ষেত্রটি ধরে নিয়েছি, তাতে দাম হত গড় বাজার-মূল্যের চেয়ে উচ্চতর তা হলে চাহিদা হত অল্পতর।* একটা নির্দিষ্ট দামে, একটা পণ্য বাজারে ঠিক অতটা জায়গা দখল করে। দাম পরিবর্তনের বেলায়, যদি একটি উচ্চতর দামের সঙ্গে সঙ্গে ঘটে পণ্যটির সরবরাহে একটি হ্রাস এবং একটি নিম্নতর দামের সঙ্গে সঙ্গে তার সরবরাহে একটি বৃদ্ধি, তা হলে এই জায়গাটা একই

মূলে ছিল "বৃহত্তর" (grosser)। মার্কসের পাণ্ডুলিপি অনুযায়ী সংশোধিত

থাকে। আর চাহিদাটা যদি হয় এত বেশি যে তা সঙ্কুচিত হয় না যখন দামটা নিয়ন্ত্রিত হয় সবচেয়ে কম অনুকূল অবস্থায় উৎপাদিত পণ্য সমূহের, মূল্যের দ্বারা, তখন এগুলি নির্ধারণ করে বাজার মূল্য। এটা সম্ভব নয় যদি চাহিদা সাধারণের চেয়ে বেশি না হয়, বা সরবরাহ স্বাভাবিক মানের চেয়ে কমে না যায়। সর্বশেষে, যদি উৎপাদিত পণ্যসমূহের পরিমাণ গড় বাজার-মূল্যে বেচে দেওয়া পরিমাণটকে ছাড়িয়ে যায়, তা হলে সবচেয়ে বেশি অনুকূল অবস্থায় উৎপাদিত পণ্যগুলি বাজার-মূল্যকে নিয়ন্ত্রণ করে। দৃষ্টান্ত হিসাবে সেগুলি বিক্রি হতে পারে তাদের একক মূল্যের হুবহু বা কাছাকাছি মূল্যে। যেক্ষেত্রে সবচেয়ে কম অনুকূল অবস্থায় পণ্যগুলি এমনকি তাদের ব্যয়-দামটাও উপলব্ধ করতে পারে না, আর গড় অবস্থায় উৎপাদিত পণ্যগুলি পারে কেবল তাদের মধ্যে বিধৃত উদ্বৃত্ত মূল্যের একটি অংশ মাত্র। যা এখানে বলা হয়েছে বাজার-মূল্য প্রসঙ্গে, তা খাটে উৎপাদনের দাম প্রসঙ্গেও—যখনি তা নেয় বাজার-মূল্যের জায়গা। উৎপাদনের দাম নিয়ন্ত্রিত হয় প্রত্যেক ক্ষেত্রে, এবং অনুরূপ ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় বিশেষ ঘটনাবলীর দ্বারা এবং উৎপাদনের এই দাম আবার হয় সেই কেন্দ্র, যাকে ঘিরে দৈনিক বাজার-দামগুলি ওঠানামা করে এবং নির্দিষ্ট সময়-কালের মধ্যে পরস্পরের সমীকরণের দিকে কাজ করে। সবচেয়ে কম অনুকূল অবস্থার অধীনে কাজের মাধ্যমে উৎপাদনের দাম নির্ধারণ প্রসঙ্গে দেখুন রিকার্ডো।)*

দাম যে ভাবেই নিয়ন্ত্রিত হোক না কেন, আমরা উপনীত হই এই সিদ্ধান্তসমূহে :

(১) মূল্যের নিয়ম দামের নামা-ওঠার উপরে আধিপত্য করে, আবশ্যক শ্রম-সময়ে হ্রাস-বৃদ্ধিসহ, এবং এই ভাবে উৎপাদনের দামে ঘটায় পতন বা উত্থান। এই অর্থেই রিকার্ডো (যিনি নিঃসন্দেহে উপলব্ধি করেছিলেন যে তাঁর উৎপাদনের দামগুলি সরে গিয়েছিল পণ্যের মূল্য থেকে) বলেছিলেন যে, "অনুসন্ধানটির প্রতি আমি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই, সেটি পণ্যের আপেক্ষিক মূল্যে পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত, অনাপেক্ষিক মূল্যে নয়।"**

(২) উৎপাদনের দাম নির্ধারণকারী গড় মুনাফা অবশ্যই সব সময়ে উদ্বৃত্ত-মূল্যের সেই পরিমাণটির মোটামুটি সমান হবে, যেটি পড়ে, মোট সামাজিক মূলধনের একটি একাংশ হিসাবে, একক মূলধনের ভাগে। ধরুন, মুনাফার সাধারণ হার, অতএব গড় মুনাফা, অভিব্যক্ত হয় প্রকৃত গড় উদ্বৃত্ত-মূল্যের অর্থ-মূল্যের চেয়ে বৃহত্তর অর্থ-মূল্যের দ্বারা। ধনিকদের বেলায়, এটার তখন কোনো গুরুত্ব নেই যে তারা পরস্পরের কাছ থেকে ১০% বা ১৫% দাবি করে। এই দুটি শতাংশের মধ্যে কোনোটাই অন্যটার চেয়ে বেশি প্রকৃত পণ্য-মূল্য আবৃত করে না, কেননা অর্থের অঙ্কে অতিরিক্ত দাবিটা পারস্পরিক। শ্রমিকের বেলায় (এটা ধরে নিয়ে যে সে পায় তার স্বাভাবিক মজুরি; সুতরাং গড়

* D. Ricardo, *On the principles of Political Economy and Taxation.* Third Edition, London 1821 pp 60-61—*Ed.*

** D. Ricardo, *Principles of Political Economy works*, ed. by MacCulloch 1852 p-15—*Ed.*

মুনাফায় বৃদ্ধি নির্দেশ করে না তার মজুরি থেকে প্রকৃত কোনো বিয়োজন; অর্থাৎ তা প্রকাশ করে এমন কিছু যা ধনিকের স্বাভাবিক উদ্বৃত্ত-মূল্য থেকে সম্পূর্ণ আলাদা), গড় মুনাফার বৃদ্ধির দ্বারা সংঘটিত পণ্য-মূল্যে বৃদ্ধি অবশ্যই মিলবে অস্থির মূলধনের অর্থগত অভিব্যক্তির বৃদ্ধির সঙ্গে। মোট বিনিয়োজিত মূলধনের সঙ্গে প্রকৃত গড় মুনাফার অনুপাতের দ্বারা ব্যবস্থিত মাত্রার উপরে মুনাফার সাধারণ হারে এবং গড় মুনাফায় এই রকম একটা সাধারণ নামীয় বৃদ্ধি কার্যতঃ সম্ভব নয় মজুরির বৃদ্ধি এবং সেই সঙ্গে যেসব পণ্য স্থির মূলধন গঠন করে তাদের দামেরও বৃদ্ধি ছাড়া। হ্রাসের বেলায় উল্‌টোটা সত্য। যেহেতু পণ্যসমূহের মোট মূল্য নিয়ন্ত্রণ করে মোট উদ্বৃত্ত-মূল্য, এবং তা আবার নিয়ন্ত্রণ করে গড় মুনাফার মান এবং তার মাধ্যমে মুনাফার সাধারণ হারটিকে—একটি সাধারণ নিয়ম অনুসারে কিংবা ওঠা-নামা নিয়ন্ত্রণকারী নিয়ম হিসাবে, সেহেতু এটা অনুসরণ করে যে, মূল্যের নিয়মটিই উৎপাদনের দামগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

যা প্রতিযোগিতা, প্রথমে একটি একক ক্ষেত্রে, সম্পন্ন করে তা হল একটি একক বাজার-মূল্য এবং বাজার দাম—পণ্যসমূহের বিবিধ ভিন্ন ভিন্ন দামগুলি থেকে উদ্‌গত। এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে মূলধনসমূহের মধ্যে এই প্রতিযোগিতা, যা প্রথমে বের করে আনে উৎপাদনের দাম—বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুনাফার হারগুলির মধ্যে সমতা খাটিয়ে। শেষোক্ত প্রক্রিয়াটির জন্য প্রয়োজন হয় পূর্ববর্তীটির তুলনায় ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের একটি উচ্চতর বিকাশ।

একই উৎপাদন-ক্ষেত্রের, একই ধরনের এবং প্রায় একই গুণমানের পণ্যসমূহের বেলায়, তাদের স্ব-মূল্যে বিক্রি হবার জন্য নিচেকার দুটি শর্ত পূরণ হওয়া আবশ্যক:

প্রথমতঃ, বিভিন্ন একক মূল্যগুলিকে সমীকৃত করতে হবে একটি সামাজিক মূল্যে, উল্লিখিত বাজার-মূল্যে, এবং এর মানে দাঁড়ায় একই ধরনের পণ্যের উৎপাদনকারীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা এবং, অনুরূপ ভাবে, একটি অভিন্ন বাজারের অবস্থান, যেখানে তারা হাজির করে তাদের পণ্য—বিক্রয়ের জন্য। একই রকম পণ্য-সমূহের বাজার-দাম, যদিও প্রত্যেকটি উৎপাদিত হয়েছে আলাদা আলাদা অবস্থার অধীনে, তা হলেও যাতে তা সঙ্গত হতে পারে বাজার-মূল্যের সঙ্গে—এবং তা থেকে বিচ্যুত হতে না পারে তার উপরে উঠে গিয়ে কিংবা তার নীচে নেমে গিয়ে, তার জন্য আবশ্যক হয় যে, বিভিন্ন বিক্রেতার উপরে পারস্পরিক চাপ হবে যথেষ্ট, যাতে করে সামাজিক প্রয়োজন পূরণের পক্ষে পর্যাপ্ত পরিমাণ পণ্য বাজারে আনীত হয়, অর্থাৎ এমন পরিমাণ যার জন্য সমাজ বাজার-মূল্য দিতে সক্ষম। যদি পণ্যের সম্ভার এই চাহিদাকে ছাড়িয়ে যায়, তা হলে পণ্যগুলিকে বিক্রি করে দিতে হবে তাদের বাজার-মূল্যের নীচে; এবং উল্‌টো, যদি পণ্যের চাহিদা পূরণের পক্ষে পর্যাপ্ত না হয়, অথবা অন্য ভাবে বলা যায়, যদি বিক্রেতাদের মধ্যে চাপ এই পরিমাণ পণ্যকে বাজারে নিয়ে আসার মত যথেষ্ট প্রবল না হয়, তা হলে তা বিক্রি হবে বাজার মূল্যের উপরে। বাজার-

মূল্যে যদি পরিবর্তন ঘটে, তা হলে তার সঙ্গে ঘটে সেই অবস্থাটিতে পরিবর্তন, যে-অবস্থায় মোট পণ্যসম্ভার বিক্রি হয়ে যেতে পারত। বাজার-মূল্য যদি হ্রাস পায়, তার সঙ্গে ঘটে গড় সামাজিক চাহিদার বৃদ্ধি (এর মানে সব সময়েই কার্যকর চাহিদা), যা পারে, কিছু সীমার মধ্যে, বৃহত্তর পরিমাণ পণ্যসম্ভার আত্মীকৃত করতে। বাজার-মূল্য যদি বৃদ্ধি পায় তার সঙ্গে ঘটে সামাজিক চাহিদায় হ্রাস এবং ক্ষুদ্রতর পণ্যসম্ভারের আত্তীকরণ। অতএব, যদি যোগান এবং চাহিদা বাজার দামকে নিয়ন্ত্রণ করে, কিংবা বরং বাজার-মূল্য থেকে বাজার দামের বিচ্যুতিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে তা হলে আবার বাজার-মূল্যও নিয়ন্ত্রণ করে চাহিদার সঙ্গে যোগানের অনুপাতটিকে, কিংবা নিয়ন্ত্রণ করে সেই কেন্দ্রটিকে, যাকে ঘিরে যোগান ও চাহিদার ওঠা-নামা বাজার-দামের পরিবর্তন ঘটায়।

আরো ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখলে, আমরা দেখতে পাই যে, একটি একক পণ্যের মূল্যের প্রতি প্রযোজ্য অবস্থাগুলি এখানে পুনরুৎপাদিত হয় কোন একটা ধরনের পণ্যের মোট সমষ্টির মূল্য নিয়ন্তা অবস্থাবলী হিসাবে। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন শুরু থেকেই গণ-উৎপাদন। কিন্তু এমনকি অন্যান্য, কম বিকশিত, উৎপাদন-পদ্ধতিগুলিতে, যা উৎপাদিত হয় একটি অভিন্ন দ্রব্য হিসাবে আপেক্ষিক ভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিমাণে ক্ষুদ্রায়তন, যদিও বহুসংখ্যক, উৎপাদনকারীদের দ্বারা, তাও কেন্দ্রীভূত হয় বিরাট বিরাট পরিমাণে—অন্তত: অত্যাবশ্যক দ্রব্যগুলির ক্ষেত্রে—আপেক্ষিক ভাবে অল্পসংখ্যক বণিকের হাতে। শেষোক্তরা সেগুলিকে জড় করে এবং বিক্রি করে একটা গোটা উৎপাদন-শাখার, অথবা তার একটি কম-বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের, অভিন্ন উৎপন্ন-সামগ্রী হিসাবে।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, "সামাজিক চাহিদা"—অর্থাৎ যে-বিষয়টি চাহিদার নীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে, সে বিষয়টি—মূলতঃ অধীন বিভিন্ন শ্রেণীর পারস্পরিক সম্পর্ক এবং তাদের অর্থনৈতিক অবস্থানের অতএব, বিশেষ ভাবে, প্রথমতঃ, মজুরির সঙ্গে মোট উদ্বৃত্ত-মূল্যের অনুপাতের এবং দ্বিতীয়তঃ, যে বিবিধ অংশে উদ্বৃত্ত-মূল্য বিভক্ত (মুনাফা, সুদ, ভূমি-খাজনা, কর ইত্যাদি) সেগুলির। এবং এই ভাবে এটা আবার দেখিয়ে দেয় চাহিদার সঙ্গে যোগানের সম্পর্কের সাহায্যে কেমন আদৌ কোনো কিছুর ব্যাখ্যা করা যায় না—এই সম্পর্ক যে ভিত্তির উপরে অবস্থিত, সেটা নিরূপণ করার আগে।

যদিও পণ্য এবং অর্থ উভয়ে প্রতিনিধিত্ব করে বিনিময়-মূল্য এবং ব্যবহার মূল্যের একটি ঐক্যের, আমরা আগেই দেখেছি (Buch I, Kap I, 3 *) যে, ক্রয় এবং বিক্রয় এই উভয় কার্য দুটি বিপরীত প্রান্ত-বিন্দুতে সন্নিবিষ্ট; পণ্য (বিক্রেতা) প্রতিনিধিত্ব করে ব্যবহার-মূল্যের এবং অর্থ (ক্রেতা) প্রতিনিধিত্ব করে বিনিময়-মূল্যের। বিক্রয়ের প্রথম পূর্বশর্তগুলির একটি ছিল এই যে, একটি পণ্যের থাকতে হবে ব্যবহার-মূল্য এবং, স্বভাবতই পূরণ করতে হবে একটি সামাজিক প্রয়োজন। বাকি

* ইং সংস্করণ: প্রথম অধ্যায়, ৩।

পূর্বশর্তটি ছিল এই যে, পণ্যের মধ্যে বিধৃত শ্রমের পরিমাণকে প্রতিনিধিত্ব করতে হবে সামাজিক ভাবে প্রয়োজনীয় শ্রমের, অর্থাৎ তার একক মূল্য (এবং বর্তমানে যা ধরে নেওয়া হয়েছে, তদনুযায়ী যার মানে দাঁড়ায় তার বিক্রয় দাম) মিলে যাবে তার সামাজিক মূল্যের সঙ্গে।[১]

এটা প্রয়োগ করা যাক বাজারে উপস্থিত পণ্য-সম্ভারের বেলায়, যা প্রতিনিধিত্ব করে একটা গোটা ক্ষেত্রের উৎপন্ন সামগ্রীর।

ব্যাপারটা সবচেয়ে চটপট বোঝানো যাবে যদি শিল্পের **একটি** শাখায় উৎপাদিত এই গোটা পণ্যসম্ভারকে গণ্য করা হয় **একটি** পণ্য হিসাবে এবং একই রকম অনেক পণ্যগুলির দাম-সমষ্টিকে **একটি** দাম হিসাবে। তা হলে, একটি মাত্র পণ্য সম্বন্ধে যা কিছু বলা হয়েছে, তা আক্ষরিক ভাবেই প্রযোজ্য হবে একটি গোটা উৎপাদন শাখার বাজারে উপস্থাপিত পণ্য-সম্ভারের বেলায়। একটি পণ্যের একক মূল্যকে হতে হবে তার সামাজিক মূল্যের সঙ্গে সঙ্গত—এই যে শর্ত, সেটি এখন বাস্তবায়িত, বা আরো সমর্থিত হয় এই ঘটনায় যে, পণ্য-সম্ভারটি ধারণ করে তার উৎপাদনের জন্য সামাজিক ভাবে প্রয়োজনীয় শ্রম এবং এই সম্ভারের মূল্য হয় তার বাজার-মূল্যের সমান।

এখন ধরা যাক, এই পণ্যসম্ভার উৎপাদিত হয় মোটামুটি একই রকম স্বাভাবিক অবস্থায়, যাতে করে এই মূল্য একই সময়ে এই পণ্য-সম্ভারের অন্তর্ভূত একক পণ্য-গুলির একক মূল্যের সমান হয়। যদি এই পণ্য-সমূহের আপেক্ষিক ভাবে একটি ক্ষুদ্র অংশ উৎপাদিত হয়ে থাকে এইসব অবস্থার নীচে এবং আরেকটি ক্ষুদ্র অংশ এইসব অবস্থার উপরে, যাতে করে একটি অংশের একক মূল্য হয় এই পণ্য-সম্ভারের গড় মূল্যের চেয়ে বৃহত্তর এবং অন্য অংশটির হয় অল্পতর, কিন্তু এমন এমন অনুপাতে যে এই দুটি চরম পরস্পরের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে, যার ফলে এই দুটি চরম বিন্দুতে স্থিত পণ্য-সমূহের গড় মূল্য সমান হয়ে যায় কেন্দ্র-স্থিত পণ্য-সমূহের মূল্যের সমান, তা হলে বাজার-মূল্য নির্ধারিত হয় গড় অবস্থায় উৎপাদিত পণ্য-গুলির মূল্যের দ্বারা।[২]

সমগ্র পণ্য-সম্ভারের মূল্য সমান সমান সমস্ত একক পণ্যের মূল্য-সমূহকে এক সঙ্গে ধরে তাদের প্রকৃত যোগফল—তা সেই পণ্যগুলি গড় অবস্থাতেই উৎপাদিত হোক, কিংবা এই গড়ের উপরের বা নিচের অবস্থাতেই উৎপাদিত হোক। সে ক্ষেত্রে, ঐ পণ্য-সম্ভারের বাজার-মূল্য বা সামাজিক মূল্য—তাদের মধ্যে বিধৃত প্রয়োজনীয় শ্রম-সময়—নির্ধারিত হয় অধিপ্রধান মধ্যবর্তী সম্ভারটির দ্বারা।

উল্টো, ধরা যাক, বাজারে আনীত আলোচ্য মোট পণ্য-সম্ভারটি একই থাকে, যখন অপেক্ষাকৃত কম অনুকূল অবস্থায় উৎপাদিত পণ্য-সমূহের মূল্য ব্যর্থ হয় অপেক্ষাকৃত বেশি অনুকূল অবস্থায় উৎপাদিত পণ্য-সমূহের মূল্যের সঙ্গে ভারসাম্য

---

১. মার্কস: *Zur kritik der politischen Oekenomie,* Berlin, 1860.

২. ঐ

প্রতিষ্ঠা করতে, যার দরুন কম অনুকূল অবস্থায় উৎপাদিত পণ্য-সম্ভার হয়ে পড়ে একটি আপেক্ষিক ভাবে গুরুভার পরিমাণ—গড় পণ্য-সম্ভার এবং অন্য চরমটির তুলনায়। সেক্ষেত্রে, কম অনুকূল অবস্থায় উৎপাদিত সম্ভারটিই নিয়ন্ত্রণ করে বাজার-মূল্য বা সামাজিক মূল্য।

সর্বশেষে, ধরা যাক, গড়ের চেয়ে ভাল অবস্থায় উৎপাদিত পণ্য-সম্ভার খারাপ অবস্থায় উৎপাদিত পণ্য-সম্ভারকে ছাড়িয়ে যায় প্রভূত ভাবে, এবং এমনকি গড় অবস্থায় উৎপাদিত পণ্য-সম্ভারের তুলনাতেও বৃহৎ। সে ক্ষেত্রে, সবচেয়ে অনুকূল অবস্থায় উৎপাদিত পণ্য-সম্ভারই নির্ধারণ করবে বাজার-মূল্য। আমরা এখানে চাহিদার অতিরিক্ত পণ্য-ভর্তি বাজারকে উপেক্ষা করছি, যেখানে সবচেয়ে অনুকূল অবস্থায় উৎপাদিত অংশটিই বাজার-দাম নিয়ন্ত্রিত করে। আমরা এখানে বাজার-দাম নিয়ে আলোচনা করছি না। যেখানে তা বাজার-মূল্য থেকে আলাদা; আলোচনা করছি স্বয়ং বাজার-মূল্যের বিবিধ নির্ধারণ নিয়ে।[১]

বাস্তবিক পক্ষে, যথাযথ ভাবে বললে (যা, অবশ্য, বাস্তবে ঘটে কেবল মোটামুটি ভাবে এবং হাজারো রদবদলসহ গোটা পণ্যসম্ভারের বাজার-মূল্য, যেহেতু তা নিয়ন্ত্রিত

১. ভূমি-খাজনা নিয়ে স্টর্চ এবং রিকার্ডোর মধ্যে বিতর্ক (কেবল বিষয়টি প্রসঙ্গেই বিতর্ক; বস্তুতঃ দুজন বিরোধীর কেউই অপর জনের প্রতি কোনো মনোযোগ দেন না): বাজার-মূল্য (বা, যাকে তাঁরা যথাক্রমে বলেন বাজার-দাম এবং উৎপাদনের দাম) প্রতিকূল অবস্থায় উৎপাদিত পণ্য-সমূহের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় (রিকার্ডো) [*On the principles of Political Economy, and Taxation*, 3rd, ed London, 1821 60-61] নাকি নিয়ন্ত্রিত হয় অনুকূল অবস্থায় উৎপাদিত পণ্য-সমূহের দ্বারা (স্টর্চ) [Cours d'economie politique pp. 78-79] শেষ পর্যন্ত নিজেকে পর্যবসিত করে এই মীমাংসায় যে উভয়েই ঠিক এবং উভয়েই ভুল এবং উভয়েই ব্যর্থ হয়েছেন গড় ক্ষেত্রটি বিচার করতে। তুলনীয় করবেট [*An Inquiry into the Causes and Modes of the Wealth of Individuals*, London, 1841, pp. 42-44] সেই সব ক্ষেত্রে যেখানে দাম নির্ধারিত হয় সবচেয়ে অনুকূল অবস্থায় উৎপাদিত পণ্যসমূহের দ্বারা। "তিনি (রিকার্ডো) একথা বলতে চান নি যে দুটি ভিন্ন ভিন্ন জিনিসের, যেমন টুপি এবং জুতোর, দুটি বিশেষ সংখ্যা পরস্পরের সঙ্গে বিনিমিত হয় যখন দুটিই উৎপাদিত হয় সম-পরিমাণ শ্রমের দ্বারা। 'পণ্য' বলতে আমরা এখানে বুঝি 'একটি পণ্যের বর্ণনা', কোন একটি বিশেষ টুপি বা এক-জোড়া জুতো নয়। যে গোটা শ্রম উৎপাদন করে ইংল্যাণ্ডের সমস্ত টুপি, তাকে এই উদ্দেশ্য ধরতে হবে সমস্ত টুপির মধ্যে বিভক্ত বলে। আমার বোধ হয় এটা প্রথমে, এবং এই তত্ত্বের সাধারণ বিবৃতিগুলিতে, প্রকাশ করা হয় নি।" (*Observations on Certain Verbal Disputes in Political Economy*, London, 1821, pp. 53—54)।

হয় গড মূল্যসমূহের দ্বারা, সেই হেতু ১ নং ক্ষেত্রে তা তাদের একক মূল্যগুলির যোগফলের সমান, যদিও চরম অবস্থা-দুটিতে উৎপাদিত পণ্যসমূহের বেলায়, এই মূল্যটিকে উপস্থাপন করা হয় একটি গড় মূল্য হিসাবে, যেটাকে তাদের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়। যারা উৎপাদন করে চরম খারাপ অবস্থায় তারা তখন অবশ্যই তাদের পণ্যগুলি বিক্রি করবে একক মূল্যের নীচে, যারা উৎপাদন করে চরম ভাল অবস্থায়, তারা বিক্রি করে একক মূল্যের উপরে।

২ নং ক্ষেত্রে দুটি চরম অবস্থায় উৎপাদিত মূল্যসমূহের আলাদা আলাদা লটগুলির পরস্পরের সঙ্গে ভারসাম্য হয়। বরং অপেক্ষাকৃত খারাপ অবস্থায় উৎপাদিত লটটিই প্রশ্নটার মীমাংসা করে দেয়। যথাযথ ভাবে বললে, প্রত্যেক একক পণ্যের কিংবা মোট পণ্যসম্ভারের প্রত্যেক একাংশের, এখন নির্ধারিত হবে উক্ত সম্ভারটির মোট মূল্যের দ্বারা, যেটা বিভিন্ন অবস্থায় উৎপাদিত পণ্যসমূহের মূল্যগুলিকে যোগ দিয়ে এবং এই মোট মূল্যের যে একাংশ প্রত্যেক একক পণ্যের ভাগে পড়ে সেই অনুসারে। এই ভাবে যে বাজার মূল্য পাওয়া যায়, তা ছাড়িয়ে যায় একক মূল্যকে—কেবল চরম অনুকূল অবস্থায় উৎপাদিত পণ্যসমূহেরই নয়, গড় লটের অন্তর্গত পণ্যসমূহেরও। কিন্তু তবু তা তখনো থাকে চরম না-অনুকূল অবস্থায় উৎপাদিত পণ্যসমূহের একক মূল্যের নীচে। বাজার-মূল্য শেষোক্তটির কত ঘনিষ্ঠ হয় এবং শেষ পর্যন্ত সেটির সঙ্গে মিলে যায়, তা সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করে আলোচনাধীন পণ্য ক্ষেত্রটির চরম না-অনুকূল অবস্থায় উৎপাদিত পণ্যসমূহের দ্বারা অধিকৃত আয়তনের উপরে। যদি চাহিদা হয় যোগানের কিঞ্চিৎ মাত্র বেশি। তা হলে না-অনুকূল ভাবে উৎপাদিত পণ্যসমূহের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করে বাজার বাজার-দাম।

সর্বশেষে যদি অনুকূল প্রান্তে উৎপাদিত পণ্যের লটটি অধিকার করে অন্য প্রান্তের চেয়ে এবং গড লটটির চেয়েও বৃহত্তর জায়গা, যেমন তা করে ৩ নং ক্ষেত্রটিতে, তা হলে বাজার-মূল্য পড়ে যায় গড মূল্যের নীচে। দুটি প্রান্তস্থিত এবং মধ্যস্থিত মূল্যসমূহের মোট অঙ্কদুটি যোগফলের ভিত্তিতে গণনাকৃত গড মূল্যটি এখানে অবস্থান করে মধ্যস্থটির মূল্যের নীচে, যা তা সমীপবর্তী বা দূরবর্তী হয় অনুকূল প্রান্তটির দ্বারা অধিকৃত আপেক্ষিক জায়গা অনুযায়ী। যদি চাহিদা হয় যোগানের চেয়ে দুর্বলতর, তা হলে অনুকূল ভাবে অবস্থিত অংশটি—তার আকার যাই হোক না কেন—নিজের জন্য সজোরে পথ করে নেয় তার একক মূল্যের মাপে তার দামটাকে কমিয়ে এনে। বাজার-দামটা কখনো মিলতে পারে না সবচেয়ে অনুকূল অবস্থায় উৎপাদিত পণ্যগুলির একক মূল্যের সঙ্গে।

বাজার-মূল্য নির্ধারণেই এই যে পদ্ধতি, যার রূপরেখা আমরা এখানে দিয়েছি **অমূর্ত ভাবে,** তা বাস্তব বাজারে প্রতিষ্ঠা পায় ক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে—যদি চাহিদাটা এমন পর্যাপ্ত হয় যে পণ্য-সম্ভারের এই ভাবে স্থিরীকৃত মূল্যসমূহকে তা আত্তীকৃত করতে পারে। এবং এখানে আমাদের যেতে হয় অন্য একটি বিষয়ে।

দ্বিতীয়তঃ, এ কথা বলা যে একটি পণ্যের আছে একটি ব্যবহার-মূল্য মানে কেবল এই কথাটি বলা যে তা পূরণ করে কোন সামাজিক অভাব। যে পর্যন্ত আমরা আলোচনা করেছিলাম শুধু একক পণ্যসমূহ সম্পর্কে, আমরা ধরে নিতে পেরেছিলাম যে একটা বিশেষ পণ্যের জন্য একটা অভাব ছিল—তার দামের দ্বারাই তার পরিমাণ নির্দেশিত থাকায় প্রশ্ন করা হয়নি এই অভাব পূরণে কতটা পরিমাণ লাগবে। কিন্তু এই পরিমাণটা তখনি অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে, যখনি উৎপাদনের একটা গোটা শাখার উৎপন্ন সামগ্রী রাখা হয় এক দিকে এবং সামাজিক অভাবকে রাখা হয় অন্য দিকে। তখন আবশ্যক হয় এই সামাজিক অভাবের মাত্রা বা পরিমাণ কতটা।

বাজার-মূল্যের পূর্ববর্তী নির্ধারণ সমূহে ধরে নেওয়া হয়ে ছিল যে উৎপাদিত পণ্য-সমূহের সম্ভার নির্দিষ্ট অর্থাৎ একই থাকে এবং কেবল তার গঠনকারী উপাদানগুলির অনুপাতেই ঘটে একটি পরিবর্তন, যে-উপাদানগুলি উৎপাদিত হয় ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায়, এবং তাই একই পণ্যসম্ভারের বাজার-মূল্য নির্ধারিত হয় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে। ধরা যাক, এই সম্ভারের আয়তন খাপ খায় স্বাভাবিক সরবরাহের সঙ্গে, এই সম্ভাবনাকে বাদ দিয়ে রাখা হচ্ছে যে উৎপাদিত পণ্যসমূহের একটি অংশকে সাময়িক ভাবে তুলে নেওয়া হতে পারে। যদি এই সম্ভারের জন্য চাহিদা যদি এখন একই থাকে, তা হলে এই পণ্য বিক্রি হবে তার বাজার-মূল্যে—পূর্বোল্লিখিত তিনটি ক্ষেত্রের কোন্‌টি বাজার-মূল্যকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাতে কিছু এসে যায় না। এই পণ্যসম্ভার একটি অভাবকে কেবল পূরণই করে না, পূরণ করে তার পূর্ণ সামাজিক মাত্রায়। যাই হোক, তাদের পরিমাণ যদি তাদের চাহিদার চেয়ে কম বা বেশি হয়, তাহলে বাজার-মূল্য থেকে বাজার-দামের বিচ্যুতি ঘটবে। এবং প্রথম বিচ্যুতিটি এই যে, যদি সরবরাহ হয় অত্যন্ত কম, তা হলে বাজার-মূল্য সব সময়েই নিয়ন্ত্রিত হয় সবচেয়ে কম অনুকূল অবস্থায় উৎপাদিত পণ্যসমূহের দ্বারা; এবং সরবরাহ যদি হয় অত্যন্ত বেশি, তা হলেই সর্বদাই সবচেয়ে বেশি অনুকূল অবস্থায় উৎপাদিত পণ্যসমূহের দ্বারা; সুতরাং দুটি চরম অবস্থার মধ্যে একটিই নির্ধারণ করে বাজার-মূল্য --এই ঘটনা সত্ত্বেও যে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় উৎপাদিত পণ্যসম্ভারগুলির নিছক অনুপাত অনুসারেই একটি ভিন্নতর ফল পাওয়া উচিত। দ্রব্যটির চহিদা এবং উপস্থিত যোগানের মধ্যে ব্যবধান যদি হয় আরো প্রভূত, তা হলে বাজার-দামও হবে প্রভূত ভাবে বাজার-মূল্যের উপরে বা নীচে। 'এখন, উৎপাদিত পণ্যসমূহের পরিমাণ এবং তাদের মধ্যে সেই পরিমাণটি, যাতে তারা বিক্রি হয় বাজার-মূল্যে—এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্যটি ঘটতে পারে দুটি কারণে। হয় খোদ পরিমাণটাই বদলে যায়, খুব কম বা খুব বেশি হয়, যাতে করে পুনরুৎপাদন ঘটে, যে আয়তনটি নিয়ন্ত্রণ করে উপস্থিত বাজার-দামটিকে, সেটি থেকে ভিন্নতর আয়তনে। সে ক্ষেত্রে যোগান বদলে যায়, যদিও চাহিদা থেকে যায় একই এবং অতএব দেখা দেবে আপেক্ষিক অতি উৎপাদন বা উন-উৎপাদন। নয়তো অন্যথায়, পুনরুৎপাদন, অতএব যোগান থাকে একই, যখন চাহিদা কমে যায় বা বেড়ে যায়, যা ঘটতে পারে বিবিধ কারণে। যদিও যোগানের অনাপেক্ষিক আয়তন থাকে একই, তা হলেও তার আপেক্ষিক

আয়তন, চাহিদার সঙ্গে তুলনায় বা পরিমাপে তার আয়তন, বদলে গিয়েছে। প্রথম ক্ষেত্রটির মত ফল একই, তবে বিপরীত দিকে। সর্বশেষে, যদি পরিবর্তন ঘটে থাকে দু পক্ষেই, কিন্তু বিপরীত দিকে, বা যদি একই দিকে, তবে একই মাত্রায় নয়, অতএব যদি পরিবর্তন ঘটে থাকে দু পক্ষেই কিন্তু তার ফলে পরিবর্তিত হয়ে যায় দুটি পক্ষের মধ্যেকার পূর্ববর্তী অনুপাত, তা হলে চূড়ান্ত ফলটি অবশ্যই নিয়ে যাবে উল্লিখিত দুটি ক্ষেত্রের যে-কোনো একটিতে।

যোগান ও চাহিদার একটি সাধারণ সংজ্ঞা নিরূপণের আসলে সমস্যাটা এই যে, তা একই কথা ভিন্ন ভাষায় বলার মত মনে হবে। প্রথমে ধরুন যোগান—বাজারে উপস্থিত উৎপন্ন-সামগ্রী অথবা যা সেখানে উপস্থিত করা যেতে পারে। অদরকারি খুঁটিনাটি বাদ দিয়ে, আমরা এখানে কেবল বিবেচনা করব উৎপাদনের প্রত্যেক শাখায় বার্ষিক পুনরুৎপাদিত পণ্যসম্ভার এবং উপেক্ষা করব বাজার থেকে তুলে নেওয়া পরবর্তী সময়ে, ধরুন, এক বছর পরে, পরিভোগের জন্য জমিয়ে রাখা পণ্যগুলির বেশি বা কম উপযোগিতার ব্যাপারটি। এই বার্ষিক পুনরুৎপাদনটি প্রকাশিত হয় একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের মাধ্যমে—ওজন বা সংখ্যার হিসাবে—এই পণ্যসম্ভার পৃথক পৃথক উপাদানে নাকি অবিচ্ছিন্ন ভাবে মাপা হয়, সেই অনুযায়ী। সেগুলি কেবল মানুষের অভাব-পূরণকারী ব্যবহার মূল্যই নয়, পরন্তু এগুলি পাওয়া যায় বিশেষ বিশেষ পরিমাণে। দ্বিতীয়ত:, যাই হোক, পণ্যের এই পরিমাণটির থাকে এক নির্দিষ্ট বাজার-মূল্য, যাকে প্রকাশ করা যায় পণ্যটির বাজারমূল্যের, বা তার পরিমাপের, একটি গুণিতকের দ্বারা, যা কাজ করে একক হিসাবে। অতএব, বাজার-স্থিত পণ্যসমূহের পরিমাণগত আয়তন এবং তাদের বাজার-মূল্যের মধ্যে আবশ্যিক কোনো সম্পর্ক নেই, যেহেতু, যেমন দৃষ্টান্ত হিসাবে, অনেক পণ্যের থাকে নির্দিষ্টভাবেই একটি উচ্চ মূল্য, এবং অন্যান্যদের থাকে নির্দিষ্ট ভাবেই একটি নিম্ন মূল্য, যাতে করে একটি নির্দিষ্ট অঙ্কের মূল্যকে প্রকাশ করা যায় একটি পণ্যের খুবই বৃহৎ একটি পরিমাণের সাহায্যে, এবং আরেকটি পণ্যের খুবই ক্ষুদ্র একটি পরিমাণের সাহায্যে। বাজারে প্রাপ্য দ্রব্যসামগ্রী এবং সেগুলির বাজার-মূল্যের মধ্যে কেবল এই সম্পর্কই থাকে: শ্রমের উৎপাদনশীলতার একটি নির্দিষ্ট ভিত্তিতে উৎপাদনের প্রত্যেক শাখায় একটি বিশেষ পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদনে আবশ্যক হয় একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রম-সময়; যদিও এই অনুপাতটি উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন হয় এবং তার থাকে না কোনো অন্তর্নিহিত সম্পর্ক এই দ্রব্য-সামগ্রীর উপযোগিতার সঙ্গে কিংবা সেগুলির ব্যবহার-মূল্যসমূহের বিশেষ প্রকৃতির সঙ্গে। যদি ধরে নেওয়া হয় যে, বাকি সমস্ত অবস্থা একই আছে এবং কোনো একটি পণ্যের ক পরিমাণে খরচ পড়ে খ শ্রম-সময়। তা হলে ঐ একই পণ্যের ক চ পরিমাণে খরচ পড়বে খ চ।

অধিকন্তু, যদি সমাজ চায় কোনো অভাব পূরণ করতে এবং সেই উদ্দেশ্যে একটি জিনিস উৎপাদন করতে, তা হলে তাকে অবশ্যই তার জন্য খরচ দিতে হবে। বস্তুতঃ

পক্ষে, যেহেতু পণ্য-উৎপাদনে আবশ্যক হয় শ্রম বিভাজন, সেই হেতু সমাজ এই জিনিসটির জন্য খরচ করে তার উৎপাদনে উপাস্থত শ্রম-সময়ের একটি অংশ বরাদ্দ করার আকারে। সুতরাং, সমাজ তা ক্রয় করে তার ব্যয়যোগ্য শ্রম-সময়ের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের সাহায্যে। সমাজের যে-অংশ উক্ত শ্রম-বিভাজনের মাধ্যমে তার শ্রম নিয়োগ করে এই বিশেষ জিনিসটি উৎপাদনের জন্য, সেই অংশটি অবশ্যই পাবে তুল্যমূল্য সামাজিক শ্রম—যা বিধৃত থাকবে এমন সব জিনিসে যেগুলি পূরণ করে তার নিজের অভাব। যাই হোক, সেখানে থাকে, এক দিকে একটি সামাজিক জিনিসে প্রযুক্ত সামাজিক শ্রমের মোট পারমাণটি, তথা সমাজের মোট শ্রমের যে অংশ এই জিনিসটি উৎপাদনে বরাদ্দ হয় সেই একাংশটি, কিংবা এই জিনিসটির উৎপাদন মোট উৎপাদনে যে আয়তন অধিকার করে সেই আয়তনটি, এবং অন্য দিকে, যে আয়তনটির সাহায্যে সমাজ চায় আলোচ্য জিনিসটির দ্বারা তার অভাব পূরণ করতে, সেটি—এই দুয়ের মধ্যে একটি সম্পর্ক, আবশ্যিক না হলেও আপতিক। প্রত্যেকটি একক জিনিস, কিংবা কোনো পণ্যের প্রতি-একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ, বাস্তবিক পক্ষে, ধারণ করে না তার উৎপাদনের জন্য আবশ্যক শ্রমের বেশি শ্রম, এবং এই দৃষ্টিকোণ থেকে এই গোটা পণ্যের বাজার-মূল্য প্রতিনিধিত্ব করে কেবল আবশ্যিক মূল্যের, কিন্তু যদি এই পণ্য উৎপাদিত হয়ে থাকে উপস্থিত সামাজিক অভাবের চেয়ে বেশি পরিমাণে, তা হলে সেই বাড়তি পরিমাণ সামাজিক শ্রম-সময়ের অপচয় ঘটে এবং উক্ত পণ্যসম্ভার বাজারে প্রতিনিধিত্ব করে তার মধ্যে বাস্তবিকই সামাজিক শ্রম বিধৃত আছে, তার চেয়ে অল্পতর সামাজিক শ্রমের। (যেখানে উৎপাদন সমাজের বাস্তব ও পূর্ব-নিয়ন্তা নিয়ন্ত্রণের অধীনে থাকে, কেবল সেখানেই সমাজ প্রতিষ্ঠা করে, এক দিকে, বিশেষ বিশেষ দ্রব্য উৎপাদন প্রযুক্ত সামাজিক শ্রমের পরিমাণ এবং অন্য দিকে, দ্রব্যসমূহের দ্বারা পূরণীয় সামাজিক অভাবের পরিমাণের মধ্যে একটি সম্পর্ক।) এই কারণে, এই পণ্যগুলিকে অবশ্যই বিক্রি করতে হবে তাদের বাজার-মূল্যের চেয়ে কমে ; এমন কি তাদের একটা অংশ হয়ে পড়তে পারে সম্পূর্ণ অবিক্রয়যোগ্য। উলটোটা ঘটে যদি একটি বিশেষ ধরনের পণ্যের উৎপাদনে নিয়োজিত সামাজিক শ্রমের পরিমাণ হয় পণ্যের সামাজিক চাহিদা পূরণের পক্ষে খুবই কম। কিন্তু যদি কোন একটি দ্রব্যের উৎপাদনে ব্যয়িত সামাজিক শ্রমের পরিমাণ হয় সেই দ্রব্যটির সামাজিক চাহিদার সঙ্গে সঙ্গত, যাতে করে উৎপাদিত পরিমাণটি হয় পুনরুৎপাদনের স্বাভাবিক আয়তনের সঙ্গে সঙ্গত এবং চাহিদা থাকে অপরিবর্তিত, তা হলে দ্রব্যটি বিক্রি হয় তার বাজার-মূল্যে। নিজ নিজ মূল্যে পণ্যসমূহের বিক্রয় বা বিনিময়ই হল যুক্তিসিদ্ধ পরিস্থিতি অর্থাৎ তাদের ভারসাম্যের স্বাভাবিক নিয়ম। এই নিয়মটাই ব্যাখ্যা করে বিবিধ বিচ্যুতিকে এবং উলটোটা নয়, অর্থাৎ বিচ্যুতিগুলি ব্যাখ্যা করে না নিয়মটাকে।

এখন দৃষ্টি ফেরানো যাক অন্য দিকটিতে—চাহিদার দিকটিতে।

পণ্যসমূহ ক্রয় করা হয় উৎপাদনের উপায় হিসাবে বা জীবন-ধারণের উপায় হিসাবে

—উৎপাদনশীল পরিভোগে বা ব্যক্তিগত পরিভোগে ব্যবহারের জন্য। কিছু কিছু পণ্য যে উভয় উদ্দেশ্যই সাধন করতে পারে, তাতে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে না। সেক্ষেত্রে তাদের চাহিদা আসে উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে, (এখানে ধনিকদের কাছ থেকে কেননা আমরা ধরে নিয়েছি যে উৎপাদনের উপায়গুলি রূপান্তরিত হয়েছে মূলধনে) এবং পরিভোগকারীদের কাছ থেকে ; প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় যে উভয়েই ধরে নেয় চাহিদার দিকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সামাজিক অভাবের আগে থেকে উপস্থিতি—অন্য দিকে, উৎপাদনের বিভিন্ন শাখায় সামাজিক উৎপাদন-ফলের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অনুযায়ী। যদি তুলো শিল্পকে সম্পাদন করতে হয় তার বার্ষিক পুনরুৎপাদন একটি বিশেষ আয়তনে, তা হলে তার থাকতে হবে তুলোর স্বাভাবিক যোগান, এবং বাকি সব অবস্থা একই থাকলে, সেই সঙ্গে একটি অতিরিক্ত পরিমাণ তুলো—মূলধনের সঞ্চয়নের দ্বারা ঘটিত পুনরুৎপাদনের বার্ষিক সম্প্রসারণ অনুযায়ী। জীবনধারণের উপায়সমূহের ক্ষেত্রেও এটা সমান ভাবে সত্য। শ্রমিক শ্রেণীকে যদি তার অভ্যস্ত গড় অবস্থায় জীবন যাপন করতে হয়, তা হলে তাকে অবশ্যই হাতে পেতে হবে একই পরিমাণ প্রয়োজন সম্ভার যদিও সেগুলি ছড়িয়ে থাকতে পারে বিভিন্ন ধরনের পণ্যে। অধিকন্তু, জনসংখ্যার বার্ষিক বৃদ্ধির জন্যও রাখতে হবে অতিরিক্ত সংস্থান। কম-বেশি অদল-বদল সমেত একই ব্যাপার খাটে অন্যান্য শ্রেণীর ক্ষেত্রে।

এখন মনে হবে যে সেখানে চাহিদার দিকে আছে বিশেষ বিশেষ সামাজিক অভাবের একটি নির্দিষ্ট আয়তন, যাদের পরিতৃপ্তির জন্য চাই বাজারে একটি পণ্যের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ। কিন্তু পরিমাণগত ভাবে, নির্দিষ্ট সামাজিক অভাবগুলি খুবই স্থিতিস্থাপক ও পরিবর্তনশীল। তাদের নির্দিষ্টতা কেবল বাহ্যিক। যদি জীবন-ধারণের উপায়গুলি হয় আরো সস্তা, কিংবা আর্থিক মজুরি হয় আরো বেশি। তা হলে শ্রমিকেরা কিনবে সেগুলির আরো বেশি পরিমাণ, এবং সেগুলির জন্য সৃষ্টি হবে আরো "সামাজিক অভাব-বোধ"—নিঃস্বদের বাদ দিয়ে, যাদের "চাহিদা" তাদের দৈহিক অভাবগুলির সংকীর্ণতম সীমার চেয়েও অল্পতর। অন্য দিকে, তুলো যদি হত সস্তা, তা হলে, দৃষ্টান্ত হিসাবে, তার জন্য ধনিকদের চাহিদা হত বেশি, আরো অতিরিক্ত মূলধন নিক্ষেপ করা হত তুলো শিল্প ইত্যাদিতে। আমরা অবশ্যই কখনো ভুলে যাব না যে উৎপাদনশীল পরিভোগের জন্য চাহিদা, আমরা যা ধরে নিয়েছি তদনুসারে, হচ্ছে ধনিকের চাহিদা, যার বিশেষ উদ্দেশ্য হল উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎপাদন, যার দরুন সে একটি বিশেষ পণ্য উৎপাদন করে একমাত্র এই উদ্দেশ্যই। তবু, তা ধনিককে বাধা দেয় না, যতক্ষণ সে বাজারে হাজির হয়, ধরা যাক, তুলোর ক্রেতা হিসাবে, এই তুলোর প্রয়োজনের প্রতিনিধিত্ব করা থেকে, যেমন এটা তুলোর বিক্রেতার পক্ষে গুরুত্বহীন যে ক্রেতা সেটাকে সার্টের কাপড়ে বা বিস্ফোরক দ্রব্যে রূপান্তরিত করে, নাকি সে সেটাকে পরিণত করে তার নিজের এবং বিশ্বের, কানে গোঁজার পিণ্ড হিসাবে। কিন্তু ধনিক যে ধরনের ক্রেতা, তাতে এর ফলে তার উপরে বিশেষ একটা প্রভাব বিস্তার করে না।

তুলোর জন্য তার চাহিদা বিশেষ ভাবে পরিবর্তিত হয় এই ঘটনার দ্বারা যে, তা প্রচ্ছন্ন রাখে মুনাফা করার জন্য তার আসল প্রয়োজনক। যে যে সীমার মধ্যে বাজারে পণ্যের প্রয়োজন তথা চাহিদা পরিমাণগত ভাবে আলাদা হয় বাস্তব সামাজিক প্রয়োজন থেকে, সেগুলি স্বভাবতই বিভিন্ন পণ্যের ক্ষেত্রে হয় অনেকটা ভিন্ন ভিন্ন, যা আমি বোঝাতে চাই, তা হচ্ছে পণ্যের চাহিদা অনুযায়ী পরিমাণ এবং সেই পরিমাণটির মধ্যে পার্থক্য, যার চাহিদা হত অন্যান্য আর্থিক দামে কিংবা ক্রেতাদের অন্যবিধ আর্থিক বা জীবন-যাত্রার অবস্থায়।

চাহিদা এবং যোগানের অসঙ্গতিগুলি এবং তার ফল হিসাবে বাজার-মূল্য থেকে বাজার-দামের বিচ্যুতিগুলি উপলব্ধি করার চেয়ে সহজতর ব্যাপার আর কিছু নেই। আসল সমস্যা হচ্ছে যোগান এবং চাহিদার মধ্যে সমীকরণ বলতে কি বোঝায়, সেটা নিরূপণ করা।

যোগান এবং চাহিদা মিলে যায় যখন তাদের পারস্পরিক অনুপাতসমূহ হয় এমন যে একটি নির্দিষ্ট উৎপাদন-শাখার পণ্যসম্ভার বিক্রি করা যেতে পারে তাদের বাজার মূল্যে, তার বেশিতেও নয়, কমেও নয়। সেটাই হচ্ছে প্রথম জিনিস যা আমরা শুনি।

দ্বিতীয়টি এই : যদি পণ্যসমূহ বিক্রি হয়ে যায় তাদের বাজার-দামে, তা হলে তাদের যোগান এবং চাহিদা মিলে যায়।

যোগান যদি হয় চাহিদার সমান, তা হলে তারা কাজ করা থেকে বিরত হয়, এবং এই কারণে পণ্যসমূহ বিক্রি হয় তাদের নিজ নিজ বাজার-মূল্যে। যখনি দুটি শক্তি কাজ করে বিপরীত দিকে, তারা পরস্পর প্রতি-সমান করে ; বিস্তার করে না কোনো বহিরাগত প্রভাব, এবং এই অবস্থায় যে ব্যাপারই ঘটে না কেন, তাকে ব্যাখ্যা করতে হবে এই দুটি শক্তির ফল ছাড়া অন্যান্য কোনো কারণের সাহায্যে। যদি যোগান এবং চাহিদা পরস্পরকে প্রতি-সমান করে, তা হলে তারা আর কিছু ব্যাখ্যা করে না, বাজার-মূল্যসমূহকে প্রভাবিত করে না, এবং কেন বাজার-মূল্য প্রকাশিত হয় ঠিক এই পরিমাণ অর্থে এবং আর কোনো পরিমাণে নয় তার কারণগুলি সম্পর্কে আমাদের আরো বেশি অন্ধকারে ছেড়ে দেয়। এটা স্পষ্ট যে, ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের আসল অন্তর্লীন নিয়মাবলীকে ব্যাখ্যা করা যায় না যোগান এবং চাহিদার আন্তঃক্রিয়ার দ্বারা (এই দুটি সামাজিক প্রেষক-শক্তির এক গভীরতর বিশ্লেষণ ছাড়া, যা এখানে হবে অপ্রাসঙ্গিক), কেননা এই নিয়মগুলিকে পর্যবেক্ষণ করা যায় না তাদের বিশুদ্ধ অবস্থায়, যে পর্যন্ত না যোগান ও চাহিদা কাজ করা থেকে বিরত হয়, অর্থাৎ সমীকৃত হয়। বাস্তবে, যোগান ও চাহিদা কখনো মিলে যায় না, কিংবা যদি মিলে যায়ও, সেটা হবে নিছক একটা আকস্মিক ঘটনা। অতএব বৈজ্ঞানিক ভাবে = ০, এবং পণ্য করতে হবে যেন কিছু ঘটে নি। কিন্তু রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি ধরে নেয় যে যোগান ও চাহিদা পরস্পরের সঙ্গে মিলে যায়। কেন? ব্যাপারগুলিকে তাদের মৌল সম্পর্ক-সমূহে, তাদের ধারণা অনুযায়ী রূপে, অনুধাবন করতে সক্ষম হবার জন্য, অর্থাৎ যোগান

ও চাহিদার চলাচলের দ্বারা সংঘটিত আপাতদৃষ্ট প্রকাশগুলি থেকে নিরপেক্ষ ভাবে। বাকি কারণটি হল তাদের চলাচলের বাস্তব প্রবণতাগুলি অনুশীলন করা এবং কিছু মাত্রায় সেগুলিকে লিপিবদ্ধ করা। যেহেতু অসঙ্গতিগুলি প্রকৃতির দিক থেকে বিরোধী-ভাবাপন্ন এবং যেহেতু সেগুলি ক্রমাগত পরস্পরের পরম্পরাগত ভাবে ঘটে, সেই হেতু সেগুলি তাদের বিপরীতমুখী গতিক্রিয়া এবং পারস্পরিক দ্বন্দ্বের মাধ্যমে পরস্পরকে কাটাকাটি করে দেয়। সুতরাং, যেহেতু যোগান ও চাহিদা কোনো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কখনো একে অপরের সমান হয় না, সেহেতু তাদের পার্থক্যগুলি অনুসরণ করে এমন ভাবে—এবং এক দিকে একটি বিচ্যুতি সংঘটিত করে—যে যোগান ও চাহিদা সর্বদাই সমীকৃত হয়ে যায়, যখন গোটাটাকে দেখা হয় একটা বিশেষ সময়কাল জুড়ে, কিন্তু কেবল অতীত গতি ক্রিয়াসমূহের গড় হিসাবে এবং কেবল তাদের দ্বন্দ্বের নিরন্তর গতিক্রিয়া হিসাবে। এই ভাবে, তাদের গড় সংখ্যার বিচারে, বাজার-মূল্যগুলি থেকে বিচ্যুত বাজার-দামগুলি নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নেয় বাজার-মূল্যগুলির সঙ্গে সমতা-বিধানে --এই ভাবে যে সেগুলি পরস্পরকে কাটাকাটি করে দেয় যোগ এবং বিয়োগ হিসাবে। এবং মূলধনের কাছে এই গড়ের গুরুত্ব কেবল তত্ত্বগতই নয়, কার্যগতও বটে, যার বিনিয়োগ গণনা করা হয় মোটামুটি নির্দিষ্ট একটি সময়কালের ওঠানামা ও প্রতিপূরণের উপরে।

অতএব চাহিদা ও যোগানের সম্পর্ক, এক দিকে, ব্যাখ্যা করে বাজার-মূল্য থেকে বাজার দামের বিচ্যুতি। অন্য দিকে, তা ব্যাখ্যা করে এই বিচ্যুতিগুলিকে অর্থাৎ চাহিদা ও যোগানের সম্পর্কটির ফলকে নাকচ করে দেবার প্রবণতাকে। (যেসব পণ্যের মূল্য নেই অথচ দাম আছে, সেই ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রগুলি এখানে বিবেচনা করা হচ্ছে না।) যোগান এবং চাহিদা নাকচ করে দিলেও দিতে পারে তাদের পার্থক্যজনিত ফলকে বহু বিভিন্ন ভাবে। যেমন, যদি চাহিদা, এবং কাজে কাজেই বাজার-দাম, কমে যায়, তা হলে মূলধনকে তুলে নেওয়া যায়, যার ফল দাঁড়ায় যোগানের সংকোচন। এটাও হতে পারে যে বাজার-মূল্য নিজেই সংকুচিত হয়ে যায় এবং বাজার-দামের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে যায়—বিবিধ উদ্ভাবনের ফলে, যা কমিয়ে দেয় আবশ্যিক শ্রম-সময়কে। বিপরীত দিকে, যদি চাহিদা বৃদ্ধি পায়, এবং কাজে কাজেই বাজার-দাম উঠে যায় বাজার-মূল্যের উপরে তা হলে তার ফলে ঘটতে পারে এই উৎপাদন-শাখায় অতিরিক্ত মূলধনের প্রবাহ এবং উৎপাদন বেড়ে যেতে পারে এমন এক মাত্রায় যে বাজার-দাম নেমে যায় বাজার-মূল্যের নীচে। কিংবা, তার ফলে ঘটতে পারে দামে একটি বৃদ্ধি, যা আবার হ্রাস করে চাহিদা। উৎপাদনের কোন কোন শাখায় তা আবার ঘটাতে পারে হ্রস্ব বা দীর্ঘ কালের জন্য খোদ বাজার-মূল্যেই একটি বৃদ্ধি বাঞ্ছিত উৎপন্ন দ্রব্যাদির একটি অংশ উৎপাদন করতে হয় অপেক্ষাকৃত খারাপ অবস্থায়।

যোগান এবং চাহিদাকে নির্ধারণ করে বাজার-দাম, এবং বাজার দামও, এবং আরো বিশ্লেষণে বাজার-মূল্যও, নির্ধারণ করে যোগান এবং চাহিদা। চাহিদার বেলায় এটা স্পষ্ট, যেহেতু তা চলে দামের বিপরীত দিকে—বৃদ্ধি পায় যখন দাম কমে, এবং

হ্রাস পায় যখন দাম বাড়ে। কিন্তু এটা যোগানের ক্ষেত্রেও সত্য। যেহেতু বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপিত পণ্যসমূহের মধ্যে বিধৃত উৎপাদন-উপায়গুলির দাম নির্ধারণ করে দেয় এই উৎপাদন-উপায়গুলির চাহিদা, এবং, অতএব, সেই সব পণ্যের যোগানও, যার যোগান অন্তর্ভুক্ত করে এই সব উৎপাদন-উপায়ের চাহিদা। তুলোর দামগুলি গ্রহণ করে তুলোজাত দ্রব্যাদির যোগানে নির্ধারক ভূমিকা।

এই বিভ্রান্তির সঙ্গে—চাহিদা ও যোগানের মাধ্যমে দাম নির্ধারণ করা, এবং একই সঙ্গে, দামের মাধ্যমে চাহিদা ও যোগান নির্ধারণ করা—এই বিভ্রান্তির সঙ্গে যুক্ত করতে হবে যে চাহিদা নির্ধারণ করে যোগান, ঠিক যেমন যোগান নির্ধারণ করে চাহিদা, এবং উৎপাদন নির্ধারণ করে বাজার, আবার বাজার নির্ধারণ করে উৎপাদন।[১]

১. নিচেকার এই চাতুর্য একেবারেই অর্থহীন: "যেখানে একটি জিনিস তৈরি করতে আবশ্যক মজুরি, মূলধন ও ভূমির পরিমাণ যা ছিল তা থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছে, সেখানে অ্যাডাম স্মিথ যাকে বলেন তার স্বাভাবিক দাম, তাও হয় আলাদা, এবং যে দামটা আগে ছিল তার স্বাভাবিক দাম, সেটা, এই পরিবর্তনের প্রসঙ্গে, হয় তার বাজার-দাম; কারণ যদিও যোগান এবং বাঞ্ছিত পরিমাণ—কোনোটাই হয়তো পরিবর্তিত হয় নি"—সেই দুটোই এখানে পরিবর্তিত হয়, ঠিক এই কারণে যে বাজার-মূল্য, কিংবা অ্যাডাম স্মিথের বেলায়, উৎপাদনের দাম, পরিবর্তিত হয়ে যায় মূল্যের পরিবর্তনের ফলে—"যোগান এখন সেই সব ব্যক্তির পক্ষে ঠিক যথেষ্ট নয় যারা, যা এখন উৎপাদনের ব্যয়, তা দিতে সক্ষম ইচ্ছুক, বরং তা থেকে বেশি বা কম; যার দরুন যোগান এবং যা এই নোতুন উৎপাদন-ব্যয় প্রসঙ্গে, ফলপ্রসূ চাহিদা—এই দুয়ের মধ্যেকার অনুপাতটি এখন আগে যা ছিল, তা থেকে আলাদা। যোগানের হারে তখন একটি পরিবর্তন ঘটবে—যদি তার পথে কোনো বাধা না থাকে, এবং পরিশেষে পণ্যটিকে নিয়ে আসবে তার নোতুন স্বাভাবিক দামটিতে। তখন কিছু ব্যক্তির পক্ষে এটা বলা ভাল মনে হতে পারে যে, যেহেতু একটি পণ্য উপনীত হয় তার স্বাভাবিক দামে তার যোগানের পরিবর্তনের মাধ্যমে, সেই হেতু স্বাভাবিক দাম যে পরিমানে চাহিদা ও যোগানের একটি অনুপাতের উপরে সাপেক্ষ সেই পরিমাণে বাজার-দামও আরেকটি অনুপাতের উপরে সাপেক্ষ; এবং, অতএব, ঠিক বাজার-দামের মত, স্বাভাবিক দামও নির্ভর করে চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক সম্পর্কের উপরে।" ("চাহিদা এবং যোগানের মহৎ নীতিটিকে কাজে প্রয়োগ করা হয়, অ্যাডাম স্মিথ যাকে বলেন স্বাভাবিক দাম, তাকে এবং সেই সঙ্গে বাজার দামগুলিকেও, নির্ধারণ করতে"—ম্যালথাস।) [*Principles of Political Economy*, London, 1820, p, 75—Ed] (*Observations on Certain Verbal Disputes, etc.*, London, 1821, pp. 60—61।) ভালো মানুষটি এই ঘটনাটা ধরতে পারেন নি যে ঠিক এই উৎপাদন-ব্যয়ে, এবং তাই মূল্যে, পরিবর্তনটাই, বর্তমান ক্ষেত্রে ঘটিয়েছিল চাহিদায় একটি পরিবর্তন, এবং এই ভাবে চাহিদা ও যোগানের অনুপাতে একটি

এমনকি মামুলি অর্থনীতিবিদ্‌ও (পাদটীকা দ্রষ্টব্য) স্বীকার করেন যে যোগান ও চাহিদার মধ্যে অনুপাতটি পরিবর্তিত হতে পারে পণ্য-দ্রব্যাদির বাজার মূল্যে পরিবর্তনের ফলে—বাইরের ঘটনার দ্বারা সংঘটিত চাহিদা বা যোগানে কোনো পরিবর্তন ছাড়াই। এমনকি তিনিও স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, বাজার মূল্য যাই হোক না কেন, তার প্রতিষ্ঠিতির জন্য যোগান ও চাহিদাকে মিলতে হবে। অন্য কথায়, চাহিদার সঙ্গে যোগানের অনুপাত ব্যাখ্যা করে না বাজার-দামকে বরং উল্টো, বাজার-দামই ব্যাখ্যা করে যোগান এবং চাহিদায় পরিবর্তনকে। পাদটীকায় উদ্ধৃত অনুচ্ছেদটির পরে 'অবজার্ভেশনস'-এর প্রণেতা আরো বলেন, "এই অনুপাত" (চাহিদা ও যোগানের মধ্যে) "যাই হোক, আমরা যদি 'চাহিদা' এবং 'স্বাভাবিক দাম' বলতে এই মাত্র যা বুঝেছিলাম—অ্যাডাম স্মিথ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে, এখনো তাই বুঝি, তা হলে সর্বদাই হবে সমতার অনুপাত ; কারণ যোগান যখন ফলপ্রসূ চাহিদার অর্থাৎ সেই চাহিদার যা স্বাভাবিক দামের চেয়ে বেশিও দেবেনা বা কমও দেবেনা, সমান হয়, কেবল তখনি স্বাভাবিক দামটি দেওয়া হয়, অতএব, একেই পণ্যের ক্ষেত্রে দেখা দিতে পারে দুটি খুবই ভিন্ন ভিন্ন স্বাভাবিক দাম, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, এবং তবু চাহিদার সঙ্গে যোগানের যে অনুপাত, তা দুটি ক্ষেত্রে একই থাকতে পারে, যথা সমতার অনুপাত।" তা হলে এটা স্বীকার করা হচ্ছে যে একই পণ্যের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দুটি ভিন্ন ভিন্ন স্বাভাবিক দাম নিয়ে চাহিদা এবং যোগান সর্বদাই পরস্পরকে সমান সমান করে দিতে পারে এবং করে দেবেও—যদি উভয় ক্ষেত্রেই পণ্যটি বিক্রি হয় তার স্বাভাবিক দামে। যেহেতু কোনো ক্ষেত্রেই চাহিদার সঙ্গে যোগানের অনুপাতে কোনো পার্থক্য নেই, পার্থক্য আছে কেবল স্বয়ং স্বাভাবিক দামটির আয়তনে, সেই হেতু এটা অনুসরণ করে যে এই দাম স্পষ্টতই নির্ধারিত হয় চাহিদা ও যোগান থেকে নিরপেক্ষ ভাবে, এবং অতএব তা তাদের দ্বারা নির্ধারিত হবার সম্ভাব্যতা সবচেয়ে কম।

তার বাজার মূল্যে অর্থাৎ তার মধ্যে বিধৃত প্রয়োজনীয় সামাজিক শ্রমের অনুপাত অনুযায়ী, বিক্রি হবার জন্য এই পণ্যের মোট সম্ভারটির উৎপাদনে ব্যবহৃত সামাজিক শ্রমের মোট পরিমাণটিকে অবশ্যই সুসঙ্গত হতে হবে তার জন্য যে-পরিমাণ সামাজিক অভাব বোধ অর্থাৎ কার্যকর অভাব বোধ, তার সঙ্গে। প্রতিযোগিতা, বাজার দামগুলির পরিবর্তন যা ঘটে চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তন অনুযায়ী, তা নিরন্তর কাজ করে প্রত্যেক ধরনের পণ্যে নিয়োজিত শ্রমের মোট পরিমাণকে এই আয়তনে পর্যবসিত করার দিকে।

পরিবর্তন, এবং চাহিদায় এই পরিবর্তন ঘটাতে পারে যোগানেও একটি পরিবর্তন। আমাদের ভালো ভাবুক ব্যক্তিটি যা প্রমাণ করতে চান, এটা তার উল্টোটাই প্রমাণ করবে। প্রমাণ করবে যে উৎপাদন-ব্যয়ে পরিবর্তন কোনো ক্রমেই চাহিদা ও যোগানের অনুপাতে পরিবর্তনের কারণে ঘটে না, বরং তা এই অনুপাতটিকে নিয়ন্ত্রিত করে।

যোগান এবং চাহিদার অনুপাত সংক্ষেপে পুনর্বিবৃত করে, প্রথমতঃ, বিনিময়-মূল্যের সঙ্গে ব্যবহার-মূল্যের, অর্থের সঙ্গে পণ্যের এবং বিক্রেতার সঙ্গে ক্রেতার, সম্পর্ককে; দ্বিতীয়তঃ, পরিভোগকারীর সঙ্গে উৎপাদনকারীর সম্পর্ককে, যদিও তাদের উভয়েরই প্রতিনিধিত্ব করতে পারে তৃতীয় পক্ষসমূহ, বণিকগণ। ক্রেতা এবং বিক্রেতাকে বিবেচনা করতে গিয়ে, তাদের সম্পর্ককে উপস্থিত করার জন্য তাদের পরস্পরকে আলাদা আলাদা ভাবে বিপরীত অবস্থানে দাঁড় করিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট। একটি পণ্যের সম্পূর্ণ রূপান্তরণের জন্য, এবং অতএব বিক্রয় ও ক্রয়ের সমগ্র প্রক্রিয়াটির জন্য তিন জন ব্যক্তিই যথেষ্ট। ক তার পণ্যকে রূপান্তরিত করে খ-এর অর্থে, যার কাছে সে তার পণ্য বিক্রি করে, এবং তার পণ্যকে পুনঃরূপান্তরিত করে অর্থে, যখন সে তা ব্যবহার করে গ-এর কাছ থেকে ক্রয়সমূহ সম্পন্ন করতে; সমগ্র প্রক্রিয়াটি ঘটে এই তিন ব্যক্তির মধ্যে। অধিকন্তু, অর্থের অনুশীলনে ধরে নেওয়া হয়েছিল যে, বিবিধ পণ্য বিক্রি হয় তাদের নিজ নিজ মূল্যে, কেননা মূল্য থেকে ভিন্নতর দামকে বিবেচনা করার আদৌ কোনো কারণ নেই, কারণ এটা হচ্ছে কেবল রূপগত পরিবর্তনের ব্যাপার যার মধ্য দিয়ে পণ্যসমূহ পার হয় তাদের অর্থে রূপান্তরণ এবং অর্থ থেকে পণ্যে পুনঃরূপান্তরণের প্রক্রিয়ায়। যখনি একটি পণ্য বিক্রি হয়ে যায় এবং তা থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে একটি নোতুন পণ্য কেনা হয়, তখনি আমরা আমাদের সামনে পাই গোটা রূপান্তরণটি, আর এই প্রক্রিয়ার পক্ষে এটা গুরুত্বহীন যে দামটা তার মূল্যের উপরে না নীচে। পণ্যের, মূল্যের গুরুত্ব থেকে যায় ভিত্তি হিসাবে, কেননা অর্থের ধারণাটিকে বিকশিত করা যায় না অন্য কোনো ভিত্তির উপরে, এবং দামের সাধারণ মানে হচ্ছে অর্থের আকারে প্রকাশিত মূল্য। যাই হোক, সঞ্চলনের মাধ্যম হিসাবে অর্থের অনুশীলনে এটা ধরে নেওয়া হয় যে, কোন একটি পণ্যের ঠিক একটিমাত্র রূপান্তরণই ঘটে না। বরং যা অনুশীলন করা হয় তা হল এই সব রূপান্তরণের সামাজিক অন্তঃসম্পর্ক। কেবল এই ভাবেই আমরা উপনীত হই অর্থের সঞ্চলনে এবং সঞ্চলনের মাধ্যম হিসাবে তার ভূমিকার বিকাশ। কিন্তু সঞ্চলনশীল মাধ্যমে অর্থের এই পর্যবসনের পক্ষে এবং তার ফলস্বরূপতার রূপ, পরিবর্তনের পক্ষে, এই আন্তঃসম্পর্ক যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন, ব্যক্তিগত ক্রেতাদের এবং ব্যক্তিগত বিক্রেতাদের পক্ষে তা একেবারেই গুরুত্বহীন।

যোগান এবং চাহিদার ক্ষেত্রে অবশ্য যোগান হল একটি বিশেষ ধরনের পণ্যের বিক্রেতাদের বা উৎপাদনকারীদের মোট সমষ্টির সমান এবং চাহিদা হল একই ধরনের পণ্যের ক্রেতাদের বা পরিভোগকারীদের (উৎপাদনশীল ও ব্যক্তিগত উভয়েরই) মোট সমষ্টি। এই দুটি সমষ্টি পরস্পরের উপরে ক্রিয়া করে দুটি একক হিসাবে, দুটি সামূহিক শক্তি হিসাবে। ব্যক্তি এখানে গণ্য হয় সামাজিক শক্তির কেবল একটি অংশ হিসাবে, ভরের একটি পরমাণু হিসাবে, এবং এই আকারেই প্রতিযোগিতা উদ্ঘাটিত করে দেয় উৎপাদন ও পরিভোগের সামাজিক চরিত্র।

প্রতিযোগিতার পক্ষটি, যেটি আপাততঃ ঘটনাক্রমে দুর্বলতর, সেটিই হচ্ছে আবার সেই পক্ষ, যেখানে ব্যক্তি কাজ করে তার প্রতিযোগীদের থেকে নিরপেক্ষ ভাবে এবং

প্রায়শই তাদের বিরুদ্ধে, এবং ঠিক এই ভাবেই পরস্পরের উপরে নির্ভরতা তাদের উপরে রেখাপাত করে, যখন প্রবলতর পক্ষ তার বিরোধীদের বিরুদ্ধে কাজ করে মোটামুটি একটি ঐক্যবদ্ধ গোটা দল হিসাবে। যদি এই বিশেষ ধরনের পণ্যের চাহিদা তার যোগানের চেয়ে বেশি হয়, তা হলে একজন ক্রেতা অন্য ক্রেতার চেয়ে, কিছু মাত্রার মধ্যে, বেশি হাঁকে—এবং তাদের সকলের জন্যই দাম বাড়িয়ে দেয় বাজারমূল্য ছাড়িয়ে, আর অন্য দিকে তখন বিক্রেতারা তখন ঐক্যবদ্ধ হয় উঁচু বাজারদামে বিক্রয়ের চেষ্টায়। উল্টো, যদি যোগান বেশি হয় চাহিদার চেয়ে, তা হলে একজন তার জিনিস বিক্রি করতে শুরু করে অপেক্ষাকৃত সস্তায় এবং বাকিরাও তাকে অনুসরণ করতে বাধ্য হয়, আর অন্য দিকে তখন ক্রেতারা ঐক্যবদ্ধ হয় তাদের চেষ্টায় বাজার মূল্যের চেয়ে বাজার দামকে যথাসাধ্য দাবিয়ে দিতে। অভিন্ন স্বার্থটা কেবল ততক্ষণ পর্যন্তই প্রত্যেকে তারিফ করে, যতক্ষণ সেটা দিয়ে তার লাভ হয়, এবং বাদ দিলে তার ক্ষতি হয়। এবং ঐক্যবদ্ধ চেষ্টা তখনি শেষ হয়, যখন এক পক্ষ বা অন্য পক্ষ দুর্বলতর হয়ে পড়ে, যখন প্রত্যেকেই চেষ্টা করে নিজের চেষ্টায় নিজেকে বিপন্মুক্ত করতে—যতটা সম্ভব নিজের পক্ষে সুবিধাজনক ভাবে। আবার, যদি কেউ উৎপাদন করে অন্যদের চেয়ে সস্তায় এবং বিক্রি করতে পারে বেশি জিনিস, এবং এই ভাবে চলতি বাজার-দাম বা বাজার-মূল্যের চেয়ে কমে বিক্রি ক'রে সে নিজের জন্য বাজারে দখল করে নেয় বৃহত্তর জায়গা. তা হলে সে তা করবে, এবং তার মাধ্যমে সূচনা করবে এমন একটি গতিক্রিয়া, যা ক্রমে ক্রমে বাকিদের বাধ্য করবে উৎপাদনের সস্তা পদ্ধতি প্রবর্তন করতে, সামাজিক ভাবে আবশ্যক শ্রমকে নামিয়ে আনবে এক নোতুন, নিম্নতর মানে। এক পক্ষ যদি সুবিধা পায়, তা হলে সেই পক্ষভুক্ত সকলেরই লাভ। যেন তাদের যৌথ একচেটিয়া অধিকার প্রয়োগ করছে। এক পক্ষ যদি দুর্বল হয়, তা হলে সে চেষ্টা করবে নিজের লাঠিতে ভর করে সবল হয়ে উঠতে (যেমন, কেউ কাজ করে অল্পতর উৎপাদন-খরচে), কিংবা অন্ততঃ যত হাল্‌কা ভাবে পারে, পার পেয়ে যেতে, এবং এই ধরনের ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই চাচা আপন প্রাণ বাঁচা আর বাঘে ভাঙে মাচা, যদিও তার কাজ কেবল তারই ক্ষতি করে না; ক্ষতি করে তার তামাম সঙ্গী-সাথীদেরও।[১]

---

১. যদি কোন শ্রেণীর প্রত্যেকটি লোক গোটা শ্রেণীটার সুবিধা ও সম্পত্তিসমূহের একটি নির্দিষ্ট অংশের চেয়ে, কিংবা একাংশের চেয়ে বেশি কখনো নিতে না পারত, তা হলে সে আগ্রহভরে এই অংশ বাড়াবার জন্য অন্যদের সঙ্গে সম্মিলিত হত" ; (সে তা করে যখনি যোগানের সঙ্গে চাহিদার অনুপাত তা অনুমোদন করে) "এটাই হল এক-চেটিয়া ব্যবস্থা। কিন্তু যেখানেই মানুষ ভাবে যে সে তার নিজের ভাগের অনাপেক্ষিক পরিমাণটি বাড়াতে পারবে, যদিও এমন এক প্রক্রিয়ায় যা গোটা পরিমাণটা কমিয়ে দেবে, সে তা করবে ; এটাই হল প্রতিযোগিতা।" (*An Inquiry into Thosie Principles representing the Nature of Demands, etc.* London. 1821, p. 105.)

চাহিদা এবং যোগান সূচিত করে মূল্যের বাজার-দামে রূপান্তর, এবং যে পর্যন্ত তারা অগ্রসর হয় ধনতান্ত্রিক ভিত্তিতে. যে পর্যন্ত পণ্যসমূহ হচ্ছে মূলধনের উৎপন্ন ফল, তারা দাঁড়িয়ে থাকে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-প্রক্রিয়াগুলির ভিত্তির উপরে, অর্থাৎ কেবল পণ্যের ক্রয় ও বিক্রয় থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর সম্পর্কসমূহের উপরে। এখানে প্রশ্নটা পণ্য-মূল্যের দামে রূপান্তরিত হবার নয় অর্থাৎ কেবল রূপগত পরিবর্তনের প্রশ্ন নয়। প্রশ্নটা হচ্ছে বাজার-মূল্য থেকে বাজার-দামের নির্দিষ্ট পরিমাণগত বিচ্যুতির প্রশ্ন। সরল ক্রয় ও বিক্রয়ে পণ্যসমূহের উৎপাদনকারীদের পরস্পরের বিপরীতে দাঁড় করিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট। আরো বিশ্লেষণে যোগান এবং চাহিদা ধরে নেয় বিভিন্ন শ্রেণীর ও তাদের বিভিন্ন অংশের আগে থেকে অবস্থান, যারা সমাজের মোট আয়কে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয় এবং পরিভোগ করে আয় হিসাবে, অতএব গঠন করে এই আয় কর্তৃক সৃষ্ট চাহিদাকে। যখন অন্য দিকে উৎপাদনকারীদের দ্বারা তাদের নিজেদের মধ্যে সৃষ্ট যোগান ও চাহিদার অনুধাবনের জন্য আবশ্যক হয় ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-প্রক্রিয়ার সামগ্রিক কাঠামো সম্বন্ধে একটা অন্তর্দৃষ্টি।

ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের অধীনে এটা কেবল একটি পণ্যের আকারে সঙ্কলনে নিক্ষিপ্ত মূল্যের একটি পরিমাণের পরিবর্তে অন্য এক রূপে মূল্যের একটি সমান পরিমাণ লাভ করার ব্যাপার নয়—তা সেটা অর্থের রূপেই হোক বা আর কোনো পণ্যের রূপেই হোক, বরং এটা হচ্ছে উৎপাদন-বাবদ আগাম-দেওয়া মূলধনের উপরে যতটা সম্ভব ততটা উদ্বৃত্ত-মূল্য বা মুনাফা আদায় করে নেবার একই আয়তনের অন্য যে-কোনো মূলধনের মত, কিংবা তার আয়তনের সঙ্গে আনুপাতিক ভাবে—যে লাইনেই তা প্রযুক্ত হোক না কেন। সুতরাং এটা হচ্ছে পণ্যসমূহকে এমন এমন দামে বিক্রি করার ব্যাপার, অন্ততঃপক্ষে একটি ন্যূনতম সীমা হিসাবে, যা থেকে পাওয়া যায় গড় মুনাফা—অর্থাৎ উৎপাদনের বিবিধ দামে। এই রূপটিতে মূলধন নিজের সম্পর্কে সচেতন হয় একটি সামাজিক শক্তি হিসাবে, যাতে প্রত্যেক ধনিক অংশিদার হয় মোট সামাজিক মূলধনে তার অংশের সঙ্গে আনুপাতিক ভাবে।

প্রথমতঃ, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন নিজের দিক থেকে তার উৎপাদিত কোনো পণ্যের বিশেষ ব্যবহার মূল্য এবং বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণগুলি সম্পর্কে উদাসীন। উৎপাদনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তার আগ্রহ কেবল উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনে, এবং শ্রমের উৎপন্ন ফলে বিধৃত মজুরি-বঞ্চিত শ্রমের কোন একটি পরিমাণকে আত্মীকরণে। এবং মূলধনের বশ্যতাধীন মজুরি শ্রমের প্রকৃতিও অনুরূপ ভাবে এই যে তা তার শ্রমের বিশেষ চরিত্রটি সম্পর্কে উদাসীন, এবং মূলধনের প্রয়োজন অনুযায়ী রূপান্তরিত হতে এবং উৎপাদনের এক ক্ষেত্র থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত হতে বাধ্য।

দ্বিতীয়তঃ, উৎপাদনের একটি ক্ষেত্র, বাস্তবিক পক্ষে অন্য একটি ক্ষেত্রের মতই সমান ভাল বা সমান খারাপ। তাদের প্রত্যেকটিই দেয় একই মুনাফা, এবং তাদের প্রত্যেকটিই হবে অপ্রয়োজনীয় যদি উৎপাদিত পণ্যসম্ভার পূর্ণ না করে কোনো সামাজিক প্রয়োজন।

এখন পণ্যসমূহ যদি বিক্রি হয় তাদের মূল্যসমূহে, তা হলে, যেমন আমরা দেখিয়েছি, উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, সেগুলিতে বিনিয়োজিত মূলধনের পরিমাণগুলির অবয়বগত গঠন অনুযায়ী, মুনাফার হারও হবে বিভিন্ন। কিন্তু যে ক্ষেত্রটিতে মুনাফার হার নিচু মূলধন সেখান থেকে সরে যায় এবং যেখানে যেখানে মুনাফার হার উঁচু, সেখানে হানা দেয়। এই নিরন্তর বহিঃপ্রবাহ ও অন্তঃপ্রবাহের মাধ্যমে, কিংবা সংক্ষেপে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার বণ্টনের মাধ্যমে—যা নির্ভর করে মুনাফার এখানে কি ভাবে নেমে যায় এবং ওখানে বেড়ে যায়, তার উপরে—মূলধন সৃষ্টি করে চাহিদার সঙ্গে যোগানের এমন একটি অনুপাত যে, উৎপাদনের বিবিধ ক্ষেত্রে গড় মুনাফা হয়ে যায় একই; এবং মূল্যগুলি তাই রূপান্তরিত হয় উৎপাদনের বিবিধ দামে। মূলধন সফল হয় এই সমতা সাধনে। বৃহত্তর বা অল্পতর মাত্রায়—আলোচ্য দেশটিতে ধনতান্ত্রিক বিকাশের মাত্রা কিংবা আলোচ্য দেশটি ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির সঙ্গে কতটা অভিযোজিত, তার মাত্রা অনুযায়ী। ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের অগ্রগতির সঙ্গে, তা নিজের অবস্থাবলীরও বিকাশ সাধন করে এবং তার সুনির্দিষ্ট চরিত্র এবং তার অন্তর্লীন নিয়মাবলীর অধীনে নিয়ে আসে সমস্ত সামাজিক পূর্বশর্তগুলিকে, যার উপরে উৎপাদন প্রক্রিয়াটি ভিত্তিশীল।

নিরন্তর বৈষম্যের নিরবচ্ছিন্ন সমীকরণ সাধিত হয় তত বেশি তাড়াতাড়ি, (১) যত বেশি গতিশীল হয় মূলধন অর্থাৎ যত বেশি সহজে তাকে স্থানান্তরিত করা যায় এক ক্ষেত্র থেকে অন্য ক্ষেত্রে, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে; (২) যত তাড়াতাড়ি শ্রম-শক্তিকে স্থানান্তরিত করা যায় এক ক্ষেত্র থেকে অন্য ক্ষেত্র থেকে, এক উৎপাদন-এলাকা থেকে অন্য উৎপাদন-এলাকায়। প্রথম শর্তটির জন্য আবশ্যক হয় সমাজের অভ্যন্তরে ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাধীনতা এবং স্বাভাবিক একচেটিয়া কারবারগুলিকে বাদ দিয়ে, অর্থাৎ যেগুলি স্বাভাবিক ভাবেই উদ্ভূত হয় ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতি থেকে সেগুলিকে বাদ দিয়ে বাকি সব একচেটিয়া অধিকারের অবসান। এতে আরো আবশ্যক হয় ক্রেডিট ব্যবস্থার বিকাশ, যা কেন্দ্রীভূত করে বিনিয়োগযোগ্য সামাজিক মূলধনের অজৈব পরিমাণটিকে—ব্যক্তিগত ধনিকের প্রতিপ্রেক্ষিত। সর্বশেষে, এতে আবশ্যক হয় ধনিকদের নিয়ন্ত্রণের অধীনে উৎপাদনের বিবিধ ক্ষেত্রের বশ্যতাবিধান। এই শেষ শর্তটি আমাদের পূর্ব-ধৃত প্রতিজ্ঞাগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, কারণ আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে, এটা হল সমস্ত ধনতান্ত্রিক ভাবে পরিচালিত উৎপাদন-ক্ষেত্রসমূহে উৎপাদনের দামগুলির মূল্যে রূপান্তরণের ব্যাপার। কিন্তু এই সমীভবনের প্রক্রিয়াটি নিজেই বৃহত্তর বাধা-বিঘ্নের মুখে গিয়ে পড়ে, যখনি ধনতান্ত্রিক ভিত্তিতে পরিচালিত নয় এমন অসংখ্য ও বড় বড় উৎপাদন-ক্ষেত্র (যেমন ছোট চাষীদের দ্বারা জমি চাষ) ধনতান্ত্রিক উদ্যোগগুলির ভিতর দিয়ে গলে যায় এবং সেগুলির সঙ্গে গাঁঠ ছড়ায় বাঁধা হয়ে যায়। আরো একটি শর্ত হল জনসংখ্যার নিবিড় ঘনত্ব।—দ্বিতীয় শর্তটি দাবি করে এক ক্ষেত্র থেকে অন্য ক্ষেত্রে, এক উৎপাদন-এলাকা থেকে আরেক উৎপাদন-

এলাকায় শ্রমিকদের স্থানান্তর করার পরিপন্থী সমস্ত আইনের নির্বাসন ; তার শ্রমের প্রকৃতির প্রতি শ্রমিকের ঔদাসীনতা ; উৎপাদনের সমস্ত ক্ষেত্রে যথাসম্ভব বিপুলতম শ্রমের সরল শ্রমে পর্যবসন ; শ্রমিকদের মধ্যে যাবতীয় পেশাগত সংস্কারের অবলুপ্তি ; এবং সব শেষে, যদিও গুরুত্বে সবচেয়ে কম নয়, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির কাছে শ্রমিকদের বশ্যতা-সাধন। এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত একটি বিশেষ বিশ্লেষণের অন্তর্গত।

যা বলা হয়েছে, তা থেকে অনুসরণ করে যে প্রত্যেক বিশেষ উৎপাদন-ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ধনিক। এবং সেই সঙ্গে সমগ্র ভাবে ধনিকেরা, অংশ গ্রহণ করে সমগ্র শ্রমিক শ্রেণীর শোষণে সমগ্র মূলধনের সাহায্যে এবং সেই শোষণের মাত্রানুযায়ী—কেবল সাধারণ শ্রেণী-সহানুভূতির জন্যই নয়, সেই সঙ্গে প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক কারণের জন্যও। কেননা, মোট অগ্রিম-দত্ত স্থির মূলধনের মূল্য সহ বাকি সব অবস্থা নির্দিষ্ট আছে ধরে নিলে, মুনাফার গড় হার নির্ভর করে মূলধনের মোট সমষ্টির দ্বারা শ্রমের মোট সমষ্টির শোষণের তীব্রতার উপরে।

গড় মুনাফা মিলে যায় মূলধনের প্রতি ১০০ বাবদ উৎপাদিত গড় উদ্বৃত্ত-মূল্যের সঙ্গে, এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যের বেলায় পূর্বোক্ত বিবৃতিগুলি স্বাভাবিক ভাবেই খাটে। গড় মুনাফার বেলায় অগ্রিম দত্ত মূলধনের মূল্য হয়ে ওঠে মুনাফার হার-নির্ধারণকারী একটি অতিরিক্ত উপাদান। বস্তুতঃ পক্ষে, প্রত্যক্ষ ভাবে নিযুক্ত শ্রমিকদের শোষণের ব্যাপারে একটি একক উৎপাদন-ক্ষেত্রের ধনিক, বা মূলধন, যে প্রত্যক্ষ আগ্রহ পোষণ করে তা নিবদ্ধ থাকে একটি বাড়তি লাভ, অর্থাৎ গড়ের অতিরিক্ত একটি লাভ, কামিয়ে নেওয়ার মধ্যে—হয়, অসাধারণ উপরি-কাজের মাধ্যমে, কিংবা গড়ের চেয়েও নীচে মজুরি হ্রাসের মাধ্যমে আর নয়তো, নিযুক্ত শ্রমের অসাধারণ উৎপাদনশীলতার মাধ্যমে। এ ছাড়া, একজন ধনিক যে তার উৎপাদনের লাইনে কোনো অস্থির মূলধন, সুতরাং কোনো শ্রমিক, নিয়োগ করে না (বাস্তবে একটি অতিশয়োক্তি), সেও সমান ভাবে আগ্রহ পোষণ করে মূলধনের দ্বারা শ্রমিক শ্রেণীর শোষণে, এবং, ধরুন একজন ধনিক, যে নিয়োগ করে শুধু অস্থির মূলধন (আরেকটি অতিশয়োক্তি), এবং এই ভাবে তার গোটা মূলধন বিনিয়োগ করে মজুরি বাবদে, তারই মত সমান ভাবে মুনাফা অর্জন করবে মজুরি-বঞ্চিত উদ্বৃত্ত-শ্রম থেকে। কিন্তু কাজের দিন নির্দিষ্ট থাকলে, শ্রমের শোষণের মাত্রা নির্ভর করে শ্রমের গড় তীব্রতার উপরে। এবং শোষণের তীব্রতার মাত্রা নির্দিষ্ট থাকলে, কাজের দিনের দৈর্ঘ্যের উপরে। শ্রমের শোষণের মাত্রা নির্ধারণ করে উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার, এবং অতএব অস্থির মূলধনের একটি নির্দিষ্ট মোট পরিমাণের জন্য উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ, এবং কাজে কাজেই মুনাফার আয়তন। মোট সামাজিক মূলধন থেকে আলাদা, একটি বিশেষ ক্ষেত্রের মূলধনের যেমন স্বার্থ থাকে সেই ক্ষেত্রটিতে প্রত্যক্ষ ভাবে নিযুক্ত শ্রমিকদের শোষণে, তেমনি তার গোটা

ক্ষেত্রটি থেকে আলাদা ভাবে ব্যক্তিগত ধনিকেরও থাকে একই স্বার্থ তার নিজের নিযুক্ত শ্রমিকদের শোষণে।

অন্য দিকে, মূলধনের প্রত্যেকটি বিশেষ ক্ষেত্রের, এবং প্রত্যেক ব্যক্তিগত ধনিকের একই স্বার্থ থাকে মোট মূলধনের দ্বারা নিযুক্ত সামাজিক শ্রমের উৎপাদনশীলতায়। প্রথমতঃ ব্যবহার-মূল্যের সমষ্টি, যার মধ্যে প্রকাশ পায় গড় মুনাফা; এবং এটা দুগুণ জরুরি, কারণ এই গড় মুনাফাই কাজ করে নোতুন মূলধন সঞ্চয়নের ভাণ্ডার হিসাবে এবং পরিভোগ বাবদে ব্যয়িতব্য আয়ের ভাণ্ডার হিসাবে। দ্বিতীয়তঃ বিনিয়োজিত মোট মূলধন (স্থির এবং অস্থির), যা—গোটা ধনিক শ্রেণীর উদ্বৃত্ত-মূল্য বা মুনাফার পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকলে—নির্ধারণ করে মুনাফার হার, বা মূলধনের বিশেষ পরিমাণের উপরে মুনাফা। কোনো একটি বিশেষ ক্ষেত্রে, এই ক্ষেত্রটির কোনো একটি একক প্রতিষ্ঠানে, শ্রমের উৎপাদনশীলতায় স্বার্থ থাকে কেবল সেই সব ধনিকের, যারা তাতে প্রত্যক্ষ ভাবে লিপ্ত যেহেতু তা সক্ষম করে মোট মূলধনের প্রতিপ্রেক্ষিতে সেই বিশেষ ক্ষেত্রটিকে, কিংবা তার নিজের ক্ষেত্রের প্রতিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিগত ধনিককে, একটি বাড়তি মুনাফা আয়ত্ত করতে।

এখানে তা হলে আমরা পাচ্ছি গাণিতিক ভাবে যথাযথ একটি প্রমাণ কেন গোটা শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিপ্রেক্ষিতে ধনিকেরা গড়ে তোলে এক গুপ্ত ভ্রাতৃসংঘ। যখন তাদের নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতায়, থাকে না কোনো ভ্রাতৃত্ববোধ।

উৎপাদনের দাম অন্তর্ভুক্ত করে গড় মুনাফাকে। আমরা একে বলি উৎপাদনের দাম। বস্তুতঃ পক্ষে একেই অ্যাডাম স্মিথ বলেন **স্বাভাবিক দাম,** রিকার্ডো বলেন **উৎপাদনের দাম** এবং ফিজিওক্র্যাটরী বলেন *prix necessaire*, কেননা শেষ পর্যন্ত এটা হল যোগানের, প্রত্যেকটি একক ক্ষেত্রে[১] পণ্য-পুনরুৎপাদনের, পূর্বশর্ত। কিন্তু তাদের কোনোটাই প্রকাশ করেনি উৎপাদনের দাম এবং মূল্যের মধ্যে পার্থক্য-টিকে। আমরা ভাল ভাবেই বুঝতে পারি কেন একই অর্থনীতিবিদেরা, যাঁরা শ্রম-সময়ের দ্বারা, অর্থাৎ পণ্যের মধ্যে বিধৃত শ্রমের দ্বারা, মূল্য নির্ধারণের বিরোধিতা করেন, কেন তাঁরাই সর্বদা উৎপাদনের দামের কথা বলেন সেই কেন্দ্র হিসাবে, যাকে ঘিরে বাজার-দমে ওঠা-নামা করে। তাঁরা তা করতে পারেন কেননা উৎপাদনের দাম সম্পূর্ণ ভাবেই এবং স্পষ্টতই একটি পণ্যের মূল্যের নিরর্থক রূপ—একটি রূপ যা দেখা দেয় প্রতিযোগিতায়, অতএব মামুলি ধনিকের মনে, এবং স্বভাবতই মামুলি অর্থনীতিকের মনে।

আমাদের বিশ্লেষণে প্রকাশ পেয়েছে কি ভাবে বাজার-মূল্য (এবং তৎ সংক্রান্ত সব কিছুই উপযুক্ত অদল-বদল সমেত, প্রযোজ্য হয় উৎপাদনের দামের ক্ষেত্রে) অন্তর্ভুক্ত

১. ম্যালথাস (*Principles of Political Economy*, London, 1836 pp. 77-78—*Ed.*

করে একটি উদ্বৃত্ত-মূল্য—তাদের জন্য, যারা কোন একটি উৎপাদন ক্ষেত্রে উৎপাদন করে সর্বাধিক অনুকূল অবস্থায়। সংকট এবং সাধারণ ভাবে অতি-উৎপাদন বাদ দিয়ে, এটা খাটে সমস্ত বাজার-দামের বেলায়, উৎপাদনের বাজার-মূল্য দাম থেকে সেগুলি যতই বিচ্যুত হোক না কেন। কারণ বাজার দাম নির্দেশ করে যে একই ধরনের পণ্যের জন্য একই দাম দেওয়া হয়, যদিও সেগুলি উৎপাদিত হতে পারে অত্যন্ত ভিন্ন স্বতন্ত্র অবস্থায়। (এখানে আমরা প্রচলি কথায় একচেটিয়া কারবার বলতে যা বোঝায়, তজ্জনিত উদ্বৃত্ত-মুনাফার কথা বলছি না—তা সে একচেটিয়া কারবার স্বাভাবিকই হোক বা কৃত্রিমই হোক।)

কতকগুলি উৎপাদন-ক্ষেত্র যদি এমন অবস্থানে থাকে যে সেগুলি উৎপাদনের দামে মূল্যের রূপান্তরকে এবং অতএব, গড় মুনাফায় তাদের মুনাফায় পর্যবসনকে, এড়িয়ে যেতে পারে, তা হলে সেখানেও উদ্বৃত্ত-মুনাফার উদ্ভব ঘটতে পারে। উদ্বৃত্ত-মূল্যের এই দুটি রূপের আরো রদবদলের প্রতি আমরা আরো মনোযোগদের ভূমি-খাজনা সংক্রান্ত অংশটিতে।

একাদশ অধ্যায়

উৎপাদনের দামের উপরে সাধারণ মজুরি ওঠানামার ফলাফল

ধরা যাক, সামাজিক মূলধনের গড় গঠন হল $৮০_{স}+২০_{অ}$ এবং মুনাফা ২০%। সেক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত মূল্যের হার হয় ১০০%। বাকি সব কিছু সমান থাকলে, মজুরির একটি সাধারণ বৃদ্ধির মানে দাঁড়ায় উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারে একটি হ্রাস। গড় মূলধনের বেলায়, মুনাফা এবং উদ্বৃত্ত-মূল্য একই। ধরা যাক, মজুরি বৃদ্ধি পেল ২৫%। তা হলে যে-পরিমাণ শ্রমকে আগে গতিমুক্ত করা হয়েছিল ২০ দিয়ে, সেই একই পরিমাণ শ্রমের জন্য এখন ব্যয় করতে হবে ২৫। তা হলে আমরা পাব একটি প্রতিবর্তন-মূল্য যা হবে $৮০_{স}+২৫_{অ}+১৫_{ল}$—$৮০_{স}+২০_{অ}+২০_{ল}$-এর পরিবর্তে। আগের মতই, অস্থির মূলধনের দ্বারা গতিমুক্ত শ্রম উৎপাদন করে ৪০ পরিমাণ মূল্য। যদি অ বৃদ্ধি পায় ২০ থেকে ২৫-এ তা হলে উদ্বৃত্ত উ, বা ল হবে কেবল ৫। ১০৫ পরিমাণ একটি মূলধনের উপরে ১৫ পরিমাণ মুনাফা হল ১৪ $\frac{২}{৭}$%, এবং এটাই হবে মুনাফার নোতুন গড় হার। যেহেতু গড় মূলধনের দ্বারা উৎপাদিত পণ্যসম্ভারের উৎপাদন-দাম মিলে যায় তাদের মূল্যের সঙ্গে, সেই হেতু এই পণ্যগুলির উৎপাদন-দাম থেকে যেত অপরিবর্তিত। অতএব একটি মজুরি-বৃদ্ধির ফলে ঘটত মুনাফায় একটি হ্রাস কিন্তু ঐ সব পণ্যের মূল্যে বা দামে কোনো হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটত না।

আগে যত কাল গড় মুনাফা ছিল ২০%, ততকাল প্রতিবর্তনের এক পর্বে উৎপাদিত পণ্যসমূহের উৎপাদন-দাম ছিল সমান সমান তাদের ব্যয়-দাম যোগ এই ব্যয়-দামের উপরে ২০% একটি মুনাফা ; সুতরাং $= ব + বল' = ব + \frac{২০০}{১০০}$। এই সূত্রটিতে ব একটি পরিবর্তনশীল রাশি—পণ্যসমূহের মধ্যে যে-পরিমাণ উৎপাদনের উপায় ঢুকে যায় তার মূল্যে হ্রাস-বৃদ্ধি এবং উৎপন্ন-সামগ্রীর মধ্যে যে-পরিমাণ অবচয় স্থির মূলধন ছেড়ে দেয়, তার হ্রাস-বৃদ্ধি অনুযায়ী পরিবর্তনশীল। তা হলে উৎপাদন-দামের পরিমাণ এখন দাঁড়াবে $ব + \frac{১৪\frac{২}{৭} ব}{১০০}$

এখন এমন একটি মূলধন বেছে নেওয়া যাক যার গঠন গড় সামাজিক মূলধনের মূল গঠনের চেয়ে, $৮০_{স}+২০_{অ}$ (যা এখন পরিবর্তিত হয়ে হয়েছে $৭৬\frac{৪}{২১}_{স}$ +

$২৩\frac{১৭}{২১}$)-এর চেয়ে নিম্নতর ; ধরা যাক, $৫০_{স}+৫০_{অ}$। এ ক্ষেত্রে, মজুরি বৃদ্ধির আগে বার্ষিক উৎপন্নের উৎপাদন-দাম হ'ত $৫০_{স}+৫০_{অ}+২০_{ল}=১২০$; সরলতার খাতিরে ধরে নেওয়া হয়েছে যে গোটা স্থিতিশীল মূলধনটাই অবচয়ের মাধ্যমে উৎপন্নটির মধ্যে এবং প্রতিবর্তনের সময়কালটা প্রথম ক্ষেত্রের সময়কালের সঙ্গে একই। গতিমুক্ত একই পরিমাণ শ্রমের পক্ষে ২৫% মজুরি-বৃদ্ধির মানে অস্থির মূলধনের বৃদ্ধি—৫০ $৬২\frac{১}{২}$ তে থেকে। যদি বার্ষিক উৎপন্নটি বিক্রি হ'ত আগেকার উৎপাদন-দামে, ১২০তে, তা হলে আমরা পেতাম $৫০_{স}+৬২\frac{১}{২}_{অ}+৭\frac{১}{২}_{ল}$, অথবা মুনাফার হার $৬\frac{২}{৩}$%। কিন্তু মুনাফার নোতুন গড় হার হল $১৪\frac{২}{৭}$%, এবং যেহেতু আমরা ধরে নিয়েছি যে বাকি সব কিছুই থাকে একই, সেই হেতু $৫০_{স}+৬২\frac{১}{২}_{অ}$ পরিমাণ মূলধনও অবশ্যই অর্জন করবে এই মুনাফা। এখন $১১২\frac{১}{২}$ পরিমাণ একটি মূলধন অর্জন করে $১৬\frac{১}{১৪}$ পরিমাণ একটি মূলধন—$১৪\frac{২}{৭}$% মুনাফার হারে। সুতরাং এই মূলধনটির দ্বারা উৎপাদিত পণ্য-সম্ভারের উৎপাদন-দাম এখন $৫০_{স}+৬২\frac{১}{২}_{অ}+১৬\frac{১}{১৪}_{ল}=১২৮\frac{৮}{১৪}$। অতএব ২৫% মজুরি-বৃদ্ধির দরুন, একই পণ্যের একই পরিমাণের উৎপাদন-দাম এখানে ১২০ থেকে বেড়ে হয়েছে $১২৮\frac{৮}{১৪}$, অথবা ৭%-এরও বেশি।

উল্টো, ধরুন আমরা নিই গড় মূলধনের চেয়ে উচ্চতর গঠনের একটি উৎপাদন-ক্ষেত্র; ধরা যাক, $৯২_{স}+৮_{অ}$। এ ক্ষেত্রে মূল গড় মুনাফা এখনো থাকবে ২০, এবং আমরা যদি আবার ধরি যে গোটা স্থিতিশীল মূলধনটাই চলে যায় বার্ষিক উৎপন্নের মধ্যে এবং প্রতিবর্তনের সময়কাল ১ এবং ২ ক্ষেত্রের মত একই, তা হলে এখানেও উৎপাদন-দাম ১২০।

২৫% মজুরি-বৃদ্ধির দরুন একই পরিমাণ শ্রমের জন্য অস্থির মূলধন ৮ থেকে বেড়ে হয় ১০, পণ্যগুলির ব্যয়-দাম ১০০ থেকে ১০২, যখন গড় মুনাফা-হার ২০% থেকে কমে হয় $১৪\frac{২}{৭}$%। কিন্তু ১০০ : $১৪\frac{২}{৭}$ = ১০২ : $১৪\frac{৪}{৭}$। ১০২-এর ভাগে যে মুনাফা পড়ে, তা এখন তাই $১৪\frac{৪}{৭}$। এই কারণে, মোট উৎপন্নটি বিক্রি হয় ব+বল'-এ = ১০২ + $১৪\frac{৪}{৭}$ = $১১৬\frac{৪}{৭}$। সুতরাং উৎপাদন-দাম ১২০ থেকে কমে হয়েছে $১১৬\frac{৪}{৭}$, বা $৩\frac{৩}{৭}$।

কাজে কাজেই মজুরি যদি বাড়ানো হয় ২৫%, তা হলে :

(১) গড় সামাজিক গঠনের একটি মূলধনের পণ্যসমূহের উৎপাদন-দামে পরিবর্তন হয় না ;

(২) নিম্নতর গঠনের একটি মূলধনের পণ্যসমূহের উৎপাদন দাম বৃদ্ধি পায়, তবে মুনাফায় হ্রাসপ্রাপ্তির অনুপাতে নয় ;

(৩) উচ্চতর গঠনের একটি মূলধনের পণ্যসমূহের উৎপাদন-দাম হ্রাস পায়, তবে মুনাফার অনুপাতে নয়।

যেহেতু গড় মূলধনের পণ্যসমূহের উৎপাদন-দাম থেকে গিয়েছিল একই, উৎপন্নের মূল্যের সমান, সেই হেতু সমস্ত মূলধনের উৎপন্নসমূহের উৎপাদন-দামগুলির মোট সমষ্টিও ছিল একই, সামূহিক সামাজিক মূলধনের দ্বারা উৎপাদিত মূল্যসমূহের যোগ-ফলের সমান। এক দিকে বৃদ্ধি এবং অন্য দিকে হ্রাস সামূহিক মূলধনের জন্য ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে গড় সামাজিক মূলধনের মানের উপরে।

যদি ২ নং ক্ষেত্রে উৎপাদন দাম বাড়ে এবং ৩ নং ক্ষেত্রে তা কমে, তা হলে, কেবল এই বিপরীত ফলগুলিই, যেগুলি সংঘটিত হয় উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারে একটি হ্রাস বা একটি সাধারণ মজুরি-বৃদ্ধির দ্বারা, সেগুলিই দেখিয়ে দেয় যে, এটা মজুরি-বৃদ্ধির জন্য দামে একটা প্রতিপূরণের ব্যাপার হতে পারে না, কেননা ৩নং ক্ষেত্রে উৎপাদন-দাম হ্রাস ধনিককে প্রতিপূরণ করনে পারে না মুনাফা হ্রাসের জন্য, এবং যেহেতু ২নং ক্ষেত্র দাম বৃদ্ধি নিবারণ করে না। মুনাফা হ্রাস বরং, উভয় ক্ষেত্রেই, দাম বাড়ুক বা কমুক, মুনাফা থাকে গড় মূলধনের মুনাফার মত একই, যে ক্ষেত্রে দাম থাকে অপরিবর্তিত। ২নং ক্ষেত্রে এবং ৩নং ক্ষেত্রে হ্রাস পেয়েছে একই গড় মুনাফা—৫$\frac{৫}{৭}$ ভাগ কিংবা ২৫ শতাংশের কিছুটা বেশি। এ থেকে অনুসরণ করে যে যদি দাম ২-এ বৃদ্ধি না পেত এবং ৩-এ হ্রাস না পেত, তা হলে ২-কে বিক্রি করতে হত নোতুন হ্রাসপ্রাপ্ত গড় মুনাফার কমে এবং ৩-কে বিক্রি করতে হত তার বেশিতে। এটা স্বতঃস্পষ্ট যে, ১০০ একক মূলধন পিছু কত বিনিয়োজিত হয় মজুরি বাবদে—৫০ বা ২৫ বা ১০, তদনুযায়ী একজন ধনিকের উপরে মজুরি-বৃদ্ধির ফল, যে মজুরি বাবদে বিনিয়োগ করেছে তার মূলধনের $\frac{১}{১০}$ ভাগ, অবশ্যই হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন আরেক জন ধনিকের চেয়ে, যে বিনিয়োগ করেছে $\frac{১}{৪}$ বা $\frac{১}{২}$ ভাগ। একটি মূলধন গড় সামাজিক গঠনের নীচে না উপরে, তদনুযায়ী এক দিকে উৎপাদন দামের বৃদ্ধি, অন্য দিকে তার হ্রাস, ঘটে সম্পূর্ণ ভাবে একটি প্রক্রিয়ার কল্যাণে—নোতুন হ্রাসপ্রাপ্ত গড় মুনাফার মানে মুনাফাকে সমান করার প্রক্রিয়াটির কল্যাণে।

মজুরির একটি সাধারণ হ্রাস এবং তদনুযায়ী মুনাফা হারের, অতএব গড় মুনাফার, একটি সাধারণ বৃদ্ধি এখন কেমন করে প্রভাবিত করবে সেই সব পণ্যের দামসমূহকে, যেগুলি উৎপাদিত হয়েছে গড় সামাজিক গড় থেকে বিচ্যুত বিবিধ মূলধনের দ্বারা পূর্ববর্তী ব্যাখ্যাকে আমাদের উল্টে দিতে হবে ফল লাভের উদ্দেশ্যে (যা রিকার্ডো বিশ্লেষণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন)।

১। গড় মূলধন $=$ ৮০$_{স}$ $+$ ২০$_{অ}$ $=$ ১০০; উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার $=$ ১০০%; উৎপাদনের দাম-পণ্যসম্ভারের মূল্য $=$ ৮০$_{স}$ $+$ ২০$_{অ}$ $+$ ২০$_{ল}$ $=$ ১২০; মুনাফার হার $=$ ২০%। ধরা যাক মজুরি হ্রাস পেল এক-চতুর্থাংশ। তখন একই স্থির মূলধন গতিমুক্ত হয় ২০$_{অ}$-এর পরিবর্তে, ২৫$_{অ}$-এর দ্বারা। সেক্ষেত্রে পণ্যসম্ভারের মূল্য দাঁড়ায় ৮০$_{স}$ $+$ ১৫$_{অ}$ $+$ ২০$_{ল}$ $=$ ১২০। $_{অ}$-এর দ্বারা সম্পাদিত শ্রম থাকে

অপরিবর্তিত—কেবল এটা ছাড়া যে তার দ্বারা সৃষ্ট নোতুন মূল্যটি ধনিক এবং শ্রমিকের মধ্যে বন্টিত হয় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে। উদ্বৃত্ত-মূল্য ২০ থেকে বেড়ে হয় ২৫ এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার $\frac{২০}{২০}$ থেকে $\frac{২৫}{১৫}$, কিংবা ১০০% থেকে $১৬৬\frac{২}{৩}$%। ৯৫-এর উপরে মুনাফা এখন = ২৫, যার দরুন প্রতি ১০০ বাবদ মুনাফার হার = $২৬\frac{৬}{১৯}$। শতাংশের হিসাবে মূলধনের নোতুন গঠন এখন $৮৪\frac{৪}{১৯}_{স} + ১৫\frac{১৫}{১৯}_{অ} = ১০০$।

২। নিম্নতর গঠন। গোড়ায় উপরের মতই $৫০_{স} + ৫০_{অ}$। মজুরির এক-চতুর্থাংশ হ্রাসের দরুন $_{অ}$ হ্রাস পেয়ে হয় $৩৭\frac{১}{২}$, অতএব অগ্রিম-দত্ত মোট মূলধন হ্রাস পেয়ে হয় $৫০_{স} + ৩৭\frac{১}{২}_{অ} = ৮৭\frac{১}{২}$। যদি আমরা এতে প্রয়োগ করি $২৬\frac{৬}{১৯}$% নোতুন মুনাফা হারটিকে, তা হলে আমরা পাই $১০০ : ২৬\frac{৬}{১৯} = ৮৭\frac{১}{২} : ২৩\frac{১}{৩৮}$। একই পণ্যসম্ভার যাতে আগে ব্যয় হত ১২০, তাতে এখন ব্যয় হয় $৮৭\frac{১}{২} + ২৩\frac{১}{৩৮} = ১১০\frac{১০}{১৯}$, যার মানে প্রায় ১০% দাম-হ্রাস।

৩। উচ্চতর গঠন। গোড়ায় $৯২_{স} + ৮_{অ} = ১০০$। মজুরি এক-চতুর্থাংশ হ্রাস পেয়ে হয় ৯৮। অতএব, $১০০ : ২৬\frac{৬}{১৯} = ৯৮ : ২৫\frac{১৫}{১৯}$। পণ্যের উৎপাদন-দাম, আগে যা ছিল ১০০ + ২০ = ১২০, তা এখন মজুরি হ্রাস পাবার পরে হয় $৯৮ + ২৫\frac{১৫}{১৯} = ১২৩\frac{১৫}{১৯}$, যার মানে প্রায় ৪ বৃদ্ধি।

সুতরাং এটা স্পষ্ট যে আমাদের অনুসরণ করতে হবে, উপযুক্ত রদবদল সহ, একই ঘটনাক্রম, তবে বিপরীত দিকে; মজুরির সাধারণ হ্রাস ঘটলে, তার সঙ্গে ঘটে উদ্বৃত্ত-মূল্যের, উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারের এবং বাকি সব অবস্থা একই থাকলে, মুনাফার হারের, সাধারণ বৃদ্ধি, এমনকি যদিও তা প্রকাশ পায় একটি ভিন্ন অনুপাতে; নিম্নতর গঠনের মূলধন-সমূহের দ্বারা উৎপাদিত পণ্য-সম্ভারের দাম হ্রাস এবং উচ্চতর গঠনের মূলধন-সমূহের দ্বারা উৎপাদিত পণ্য-সম্ভারের দাম বৃদ্ধি। ফল দাঁড়ায়, মজুরির সাধারণ বৃদ্ধি ঘটায় যা ফল হয়, ঠিক তার বিপরীত।[১] উভয় ক্ষেত্রেই—মজুরির বৃদ্ধি বা

১. এটা খুবই অদ্ভুত যে রিকার্ডো (*On the principles of Political Economy and Taxation.* pp. 36-41) [যিনি স্বভাবতই আমাদের থেকে ভিন্ন ভাবে এগিয়েছেন যেহেতু উৎপাদন-দামে মূল্যের মিলে যাবার ব্যাপারটা বুঝতে পারেন নি] একবারও এই সম্ভাব্য ঘটনাটা ভেবে দেখেন নি; ভেবে দেখেছেন কেবল প্রথম ক্ষেত্রটি: মজুরি-বৃদ্ধি এবং পণ্যের দামের উপরে তার প্রভাবের ক্ষেত্রটি। এবং The *servum pecus imitatorum* [Horace, *Epistles* Book I,

হ্রাসের ক্ষেত্রেই—ধরে নেওয়া হয় যে কাজের দিন একই আছে, এবং জীবন-ধারণের উপায়-সমূহের দামগুলিও। এই অবস্থায় মজুরি হ্রাস কেবল তখনি সম্ভব, যখন যদি তা থেকে থাকে শ্রমের স্বাভাবিক দামের চেয়ে উপরে বা যদি তা অবদমিত থেকে থাকে তার চেয়ে নীচে। যে ভাবে ব্যাপারটায় রদবদল ঘটে—যদি মজুরির বৃদ্ধি বা হ্রাস হয় মূল্যে পরিবর্তন ঘটার ফলে, এবং অতএব, সচরাচর শ্রমিকদের দ্বারা পরিভুক্ত পণ্যগুলির দামে পরিবর্তন ঘটার ফলে। তা কিছুটা সবিস্তারে আলোচনা করা হবে ভূমি-খাজনা সংক্রান্ত অধ্যায়ে। এই মুহূর্তে অবশ্য নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলি করা হচ্ছে এখনকার জন্য এবং সব সময়ের জন্য।

জীবন-ধারণের অত্যাবশ্যক দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যে পরিবর্তন ঘটার দরুণ, যদি মজুরিতে হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটে, তা হলে পূর্বোল্লিখিত পর্যবেক্ষণ-গুলিতে পরিবর্তন ঘটতে পারে এই মাত্রা অবধি যে, যেসব পণ্যের দামে পরিবর্তনের ফলে অস্থির মূলধনে বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটে, সেগুলি স্থির মূলধনের মধ্যে প্রবেশ করে অঙ্গ-গঠক উপাদান হিসাবে এবং অতএব কেবল একা মজুরিকেই নয়, আরো কিছুকে প্রভাবিত করে। কিন্তু যদি তা কেবল মজুরিকেই প্রভাবিত করে, তা হলে যা বলা দরকার, তা উপরি-উক্ত বিশ্লেষণের মধ্যেই বলা হয়ে গিয়েছে।

এই গোটা অধ্যায়টিতে, মুনাফার সাধারণ হার এবং গড় মুনাফার প্রতিষ্ঠা, এবং অতএব মূল্যের দামে রূপান্তরণকে উপস্থিত বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। প্রশ্নটি কেবল এই ছিল যে মজুরির সাধারণ বৃদ্ধি বা হ্রাস কেমন করে পণ্যের উৎপাদন-দামকে প্রভাবিত করে। এই অংশে আর যেসব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আলোচনা করা হয়েছে, সেগুলির তুলনায় এটি একটি গৌণ ব্যাপার। কিন্তু এটাই একমাত্র প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন যেটা রিকার্ডো আলোচনা করেছেন, তাও আবার একপেশে ও অসন্তোষজনক ভাবে—যা আমরা দেখতে পাব।

Epistle 19] এমনকি চেষ্টাও করেননি এই অতিশয় স্বতঃস্পষ্ট, বাস্তবিক পক্ষে পুনরুক্তিবাচক, কার্যগত প্রয়োগটি করে দেখতে।

* মার্কস, *Theorien uber den Mehrwert*. K. Marx F. Engels *Werke*, Band 26, Teil 2, *S*. 181—94—*Ed.*

দ্বাদশ অধ্যায়

অনুপূরক মন্তব্যসমূহ

১. উৎপাদন-দামে পরিবর্তন সূচনাকারী বিবিধ কারণ

পণ্যের দামে পরিবর্তন ঘটাতে পারে এমন ঠিক দুটি কারণ আছে।

প্রথম। মুনাফার সাধারণ হার একটি পরিবর্তন। এটা একমাত্র ঘটতে পারে উদ্বৃত্ত-মূল্যের গড় হারে একটি পরিবর্তনের কারণে, কিংবা, যদি উদ্বৃত্ত-মূল্যের সাধারণ হার একই থাকে, তা হলে অগ্রিম-দত্ত মোট মূলধনের অঙ্কের সঙ্গে আত্মীকৃত উদ্বৃত্ত-মূল্যসমূহের অঙ্কের অনুপাতে একটি পরিবর্তনের কারণে।

যদি উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারে পরিবর্তনটি স্বাভাবিকের নীচে মজুরির নেমে যাওয়া, বা স্বাভাবিকের উপায়ে তার উঠে যাওয়ার কারণে না হয়—এই ধরনের নামা-ওঠাকে গণ্য করতে হবে কেবল এদিক-ওদিক দোলনের সঙ্গে—তা হলে সেটি ঘটতে পারে কেবল শ্রম-শক্তির মূল্যে বৃদ্ধি বা হ্রাসের মাধ্যমে, যার কোনোটাই সম্ভব নয় যদি না জীবন-ধারণের দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনকারী শ্রমেয় উৎপাদনশীলতায়, অর্থাৎ শ্রমিকের দ্বারা পরিভুক্ত পণ্যসমূহের মূল্যে, কোনো পরিবর্তন ঘটে।

অথবা, সমাজের অগ্রিম-দত্ত মোট মূলধনের সঙ্গে আত্মীকৃত উদ্বৃত্ত-মূল্যসমূহের অঙ্কের অনুপাতে কোন পরিবর্তন ঘটে। যেহেতু এ ক্ষেত্রে পরিবর্তনটি উদ্বৃত্ত-মূল্যের দ্বারা সংঘটিত হয় না, সেইহেতু এটা নিশ্চয়ই সংঘটিত হয় মোট মূলধনের দ্বারা কিংবা বরং তার স্থির অংশটির দ্বারা। এই অংশের পরিমাণটি, আঙ্গিকগত বিচারে, বৃদ্ধি পায় বা হ্রাস পায় অস্থির মূলধনের দ্বারা ক্রীত শ্রম-শক্তির পরিমাণটির অনুপাতে। অতএব তার মূল্যের পরিমাণটি বৃদ্ধি পায় তার নিজের পরিমাণের বৃদ্ধি বা হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে। সুতরাং, অস্থির মূলধনের মূল্যের পরিমাণটির সঙ্গেও তা আনুপাতিক ভাবে বৃদ্ধি বা হ্রাস পায়। যদি একই শ্রম বেশি স্থির মূলধনকে গতিশীল করে, তা হলে তা বেশি উৎপাদনশীল হয়ে উঠেছে। যদি উলটোটা ঘটে, তা হলে হয়ে পড়েছে কম উৎপাদনশীল। অতএব, শ্রমের উৎপাদনশীলতায় একটি পরিবর্তন ঘটেছে এবং কিছু পণ্যের মূল্যেও নিশ্চয়ই পরিবর্তন ঘটেছে।

তা হলে, এই নিয়মটি উভয় ক্ষেত্রেই খাটে: যদি মুনাফার সাধারণ হারে পরিবর্তনের ফলে, একটি পণ্যের উৎপাদন-দামে পরিবর্তন ঘটে, তা হলে তার নিজের মূল্য অপরিবর্তিত থাকতে পারে। যাই হোক, অন্যান্য পণ্যের মূল্যে অবশ্যই পরিবর্তন ঘটে গিয়ে থাকবে।

দ্বিতীয়। মুনাফার সাধারণ হার অপরিবর্তিত আছে। এ ক্ষেত্রে পণ্যের উৎপাদন-দামে পরিবর্তন হতে পারে কেবল তখনি, যদি তার নিজের মূল্যে পরিবর্তন ঘটে গিয়ে থাকে। এটা ঘটতে পারে আলোচ্য পণ্যটির পুনরুৎপাদনে যদি বেশি বা কম শ্রমের প্রয়োজন হয়—হয়, এই পণ্যটিকে চূড়ান্ত আকারে উৎপাদন করে যে শ্রম, সেই শ্রমের উৎপাদনশীলতায় পরিবর্তনের কারণে, আর নয়তো তার উৎপাদনে যেসব পণ্য প্রবেশ করে, সেগুলিকে উৎপাদন করে যে শ্রম, সেই শ্রমের উৎপাদনশীলতায় পরিবর্তনের কারণে। তুলোজাত সুতোর দাম পড়ে যেতে পারে যদি কাঁচা তুলো উৎপাদিত হয় আগের চেয়ে সস্তায় কিংবা যদি যন্ত্রপাতির উন্নয়নের দরুন সুতো কাটার শ্রম আরো উৎপাদনশীল হয়ে গিয়ে থাকে।

উৎপাদনের দাম, যা আমরা দেখেছি = ব + ল, সমান সমান ব্যয়-দাম যোগ মুনাফা। এটা অবশ্য = ব + ল, যেখানে অর্থাৎ ব্যয়-দাম হচ্ছে একটি পরিবর্তনশীল রাশি, যা পরিবর্তিত হয় উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের জন্য এবং সর্বত্রই পণ্যটির উৎপাদনে পরিভুক্ত স্থির ও অস্থির মূলধনের মূল্যের সমান, এবং ল´ হচ্ছে শতাংশের আকারে মুনাফার গড় হার। যদি ব = ২০০ এবং ল´ = ২০% হয়, তা হলে উৎপাদনের দাম $ব + বল' = ২০০ + ২০০\ \frac{২০}{১০০} = ২০০ + ৪০ = ২৪০$। এই উৎপাদন দাম স্পষ্টতই একই থাকতে পারে—পণ্য-সমূহের মূল্যে পরিবর্তন সত্ত্বেও।

পণ্যসমূহের উৎপাদন দামে যাবতীয় পরিবর্তন, শেষ বিশ্লেষণে, পর্যবসিত হয় মূল্যে বিবিধ পরিবর্তনে। কিন্তু মূল্যে যাবতীয় পরিবর্তনই নিজেদেরকে উৎপাদন-দামে প্রকাশ না-ও করতে পারে।

উৎপাদনের দাম কোনো একটি পণ্যের একক মূল্যের দ্বারা নির্ধারিত হয় না, নির্ধারিত হয় সমস্ত পণ্যের সামূহিক মূল্যের দ্বারা। সুতরাং **ক** পণ্যে একটি পরিবর্তন প্রতি-পূরিত হয়ে যেতে পারে **খ** পণ্যে একটি বিপরীত পরিবর্তনের দ্বারা, যার ফলে সাধারণ সম্পর্কগুলি একই থাকে।

২. গড় গঠনযুক্ত পণ্যসমূহের উৎপাদন দাম

আমরা দেখেছি, মূল্য থেকে উৎপাদন-দামের বিচ্যুতি কেমন করে উদ্ভূত হয় এগুলি থেকে :—

(১) একটি পণ্যের মধ্যে বিধৃত উদ্বৃত্ত-মূল্যের বদলে গড় মুনাফাকে তার ব্যয়-দামের সঙ্গে সংযোজন ;

(২) উৎপাদনের দাম, যা অন্যান্য পণ্যের ব্যয়-দামের মধ্যে তার একটি উপাদান হিসাবে প্রবেশকারী একটি পণ্য-মূল্য থেকে এমন ভাবে বিচ্যুত হয় যে, একটি পণ্যের দাম ধারণ করতে পারে—গড় মুনাফা এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যের মধ্যেকার পার্থক্যের মাধ্যমে উদ্ভূত তার নিজের বিচ্যুতি ছাড়াও—তার দ্বারা পরিভুক্ত উৎপাদন উপায়সমূহের মূল্য থেকে আরো একটি বিচ্যুতি।

সুতরাং এটা সম্ভব যে, এমনকি গড় গঠনযুক্ত মূলধন-সমূহের দ্বারা উৎপাদিত পণ্যগুলির ব্যয়-দামও সেই সব উপাদানের মূল্য-সমষ্টি থেকে আলাদা হতে পারে, যেগুলি গঠন করে তাদের উৎপাদন-দামের এই উপাদানটিকে। ধরা যাক, গড় গঠন হল $৮০_{স}+২০_{অ}$। এখন, এটা সম্ভব যে, এই গঠনের আসল মূলধনগুলির মধ্যে $৮০_{স}$ হতে পারে স-এর, অর্থাৎ স্থির মূলধনের, মূল্যের চেয়ে বেশি বা কম, কেননা এই স গঠিত হতে পারে তেমন সব পণ্য দিয়ে, যেগুলির উৎপাদনের দাম তাদের মূল্য থেকে পৃথক। একই ভাবে, $২০_{অ}$ হতে পারে তার মূল্য থেকে ভিন্ন, যদি মজুরির পরিভোগের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় তেমন সব পণ্য যেগুলির উৎপাদন দাম তাদের মূল্য থেকে ভিন্ন; সে ক্ষেত্রে শ্রমিক সেগুলিকে ক্রয় করে ফিরে পেতে (প্রতিস্থাপন করতে) কাজ করবে দীর্ঘতর বা হ্রস্বতর সময় এবং এই ভাবে সম্পাদন করবে অধিকতর বা অল্পতর পরিমাণ প্রয়োজনীয় শ্রম—জীবন-ধারণের এই জরুরি দ্রব্যগুলির উৎপাদন-দাম যদি সমান হত তাদের মূল্যের সঙ্গে, তা হলে যে পরিমাণ প্রয়োজনীয় শ্রম আবশ্যক হত, তার তুলনায়।

যাই হোক, এই সম্ভাবনা প্রমাণিত উপপাদ্যগুলিকে, যেগুলি গড় গঠন যুক্ত মূলধনগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সেগুলিকে তাদের নির্ভুলতা থেকে একটুকুও ভ্রষ্ট করে না। এই পণ্যগুলির ভাগে যে পরিমাণ মুনাফা পড়ে, তা তাদের মধ্যে বিধৃত উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণটির সমান। যেমন, $৮০_{স}+২০_{অ}$ গঠনের উল্লিখিত মূলধনটিতে, উদ্বৃত্ত-মূল্য নির্ধারণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এটা নয় যে এই সংখ্যাগুলি প্রকৃত মূল্য-সমূহের প্রকাশ কিনা, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এটাই যে কি ভাবে তারা পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত, অর্থাৎ অ = মোট মূলধনের $\frac{১}{৫}$, এবং স = $\frac{৪}{৫}$ কিনা। যখনি ব্যাপারটা তাই, অ-এর দ্বারা উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্যটি, যা আমরা ধরে নিয়েছিলাম, হয় গড় মুনাফার সমান। অন্য দিকে যেহেতু সেটি গড় মুনাফার সমান, সেই হেতু উৎপাদনের দাম = ব্যয়-দাম যোগ মুনাফা = ব + ল + উ; অর্থাৎ কার্যক্ষেত্রে সেটি পণ্যের মূল্যের সমান। এ থেকে সূচিত হয় যে, মজুরিতে বৃদ্ধি বা হ্রাসের ফলে উৎপাদনের দামে তথা ব, + ল-এ ততটার বেশি পরিবর্তন ঘটে না, যতটা পরিবর্তন ঘটে পণ্যসমূহের মূল্যে, এবং শুধু সংঘটিত করে মুনাফার হারে একটি অনুরূপ গতিক্রিয়া—হ্রাস বা বৃদ্ধি। কারণ মজুরির বৃদ্ধি বা হ্রাস যদি এখানে ঘটাত পণ্যের দামে কোন পরিবর্তন, তা হলে গড় গঠনের এই ক্ষেত্রগুলিতে মুনাফার হার অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রচলিত মানটির উপরে উঠে যেত বা নীচে নেমে যেত। গড় গঠনের ক্ষেত্রটি অন্যান্য ক্ষেত্রের সঙ্গে রক্ষা করে মুনাফার একই মান কেবল তত কাল, যত কাল দাম থাকে অপরিবর্তিত। সুতরাং কার্যক্ষেত্রে ফল হবে একই যেমন হত যদি তার উৎপন্নগুলি বিক্রি হত তাদের আসল মূল্যে। কেননা যদি পণ্যসমূহ বিক্রি হয় তাদের প্রকৃত মূল্যে, তা হলে, এটা পরিষ্কার যে, অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে, মজুরিতে কোন বৃদ্ধি বা হ্রাস

মুনাফাতে ঘটাবে, তদনুযায়ী হ্রাস বা বৃদ্ধি, কিন্তু পণ্যসমূহের মূল্যে ঘটাবে না কোনো পরিবর্তন এবং সর্ব অবস্থাতেই মজুরিতে কোন বৃদ্ধি বা হ্রাস কখনো ঘটাতে পারে না পণ্যসমূহের মূল্যে কোনো পরিবর্তন, তবে পরিবর্তন ঘটাতে পারে কেবল উদ্বৃত্ত-মূল্যের আয়তনটিতে।

৩. প্রতিপূরণের পক্ষে ধনিকের যুক্তি

বলা হয়েছে যে, প্রতিযোগিতা উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মুনাফার হারগুলিকে সমান করে দেয় মুনাফার একটি গড় হারে এবং তার দ্বারা উৎপাদনের এই বিভিন্ন ক্ষেত্রের উৎপন্ন সমূহের মূল্যগুলিকে পরিণত করে যার যার দামে। এটা ঘটে কেবল এক ক্ষেত্র থেকে আরেক ক্ষেত্রে মূলধনের ক্রমাগত স্থানান্তরের ফলে, যে-ক্ষেত্রটিতে, তৎ মুহূর্তে, মুনাফা ঘটনাক্রমে রয়েছে গড়ের চেয়ে উপরে। যাই হোক, কোন এক শিল্প-শাখায়, বিশেষ বিশেষ সময়-পর্বের মধ্যে পরম্পরা-ক্রমে আগত তেজী ও মন্দার বছর-গুলির চক্রের দ্বারা সংঘটিত, মুনাফার হ্রাস-বৃদ্ধিগুলি পায় যথোচিত মনোযোগ। উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে মূলধনের এই নিরবচ্ছিন্ন বহিঃপ্রবাহ এবং অন্তঃপ্রবাহ মুনাফার হারে সৃষ্টি করে বৃদ্ধি ও হ্রাসের ধারা, যা পরস্পরকে সমান করে দেয় এবং সর্বত্র একটি অভিন্ন ও সাধারণ হারে মুনাফার হারকে পর্যবসিত করার প্রবণতা সৃষ্টি করে।

মূলধনসমূহের এই গতিক্রিয়া প্রাথমিক ভাবে সংঘটিত হয় বাজার-দরগুলির মানের দ্বারা, যেগুলি এক জায়গায় মুনাফাকে তুলে দেয় সাধারণ গড়ের উপরে এবং আরেক জায়গায় নামিয়ে দেয় তার নীচে। বণিক-মূলধনকে এখানে রাখা হচ্ছে বিবেচনার বাইরে, যেহেতু এখানে তা অবান্তর, কারণ কয়েকটি জনপ্রিয় প্রবন্ধে প্রকাশিত ফটকা কারবারের আকস্মিক আক্রমণ থেকে আমরা জানি যে, অসাধারণ ক্ষিপ্রতা সহকারে তা পারে এক লাইনের ব্যবসা থেকে মূলধন তুলে নিতে এবং সমান ক্ষিপ্রতা সহকারে আরেক লাইনের ব্যবসায়ে তা ছুঁড়ে দিতে। তবু প্রকৃত উৎপাদনের প্রত্যেকটি লাইনের ব্যাপারে—শিল্প, কৃষি, খনি ইত্যাদির ব্যাপারে,—এক ক্ষেত্র থেকে আরেক ক্ষেত্রে মূলধনের স্থানান্তর প্রভূত সমস্যা দেখা দেয়, বিশেষ করে উপস্থিত স্থিতিশীল মূলধনের কারণে। অধিকন্তু, অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, যদি শিল্পের কোন একটি শাখা, যেমন ধরুন তুলো শিল্প, এক সময়ে দেয় অসাধারণ উঁচু মুনাফা, অন্য সময়ে তা কামায় সামান্যই মুনাফা, এমন কি লোকসানও সহ্য করে, যার ফলে কয়েকটি বছরের একটি চক্রে গড় মুনাফা দাঁড়ায় অন্যান্য শাখার মত একই। এবং মূলধন অচিরে এই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।

কিন্তু প্রতিযোগিতা যা প্রকাশ করে না, তা হল মূল্যের নির্ধারণ, যা নিয়ন্ত্রণ করে উৎপাদনের গতিক্রিয়া; এবং মূল্যসমূহ যেগুলি থাকে উৎপাদনের দামগুলির নীচে এবং যেগুলি শেষ পর্যন্ত এই দামগুলিকে নির্ধারণ করে। অন্য দিকে, প্রতিযোগিতা প্রকাশ করে: (১) গড় মুনাফাসমূহ, যেগুলি উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মূলধনের

অবয়বগত গঠন থেকে নিরপেক্ষ এবং, অতএব, কোনো বিশেষ শোষণ ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ মূলধনের দ্বারা আত্মীকৃত জীবন্ত শ্রমের পরিমাণ থেকেও নিরপেক্ষ; (২) মজুরি-মানে পরিবর্তনের কারণে ঘটিত উৎপাদন দামসমূহে বৃদ্ধি ও হ্রাস—এমন একটি ঘটনা যা প্রথম দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ ভাবে খণ্ডন করে পণ্যসমূহের মূল্য-সম্পর্ক; (৩) বাজার-দামে উঠ্‌তি-পড়্‌তি, যা একটি বিশেষ সময়পর্বে পণ্যের বাজার-দামকে পর্যবসিত করে, বাজার মূল্যে নয়, একটি অত্যন্ত ভিন্ন উৎপাদনের বাজার-দামে, যা এই বাজার-মূল্য থেকে অনেকটা আলাদা হয়। এই সব ব্যাপারকে বোধ হয় শ্রম-সময়ের দ্বারা মূল্য-নির্ধারণের বিরোধী বলে এবং সেই সঙ্গে মজুরি-বঞ্চিত উদ্বৃত্ত-শ্রম দিয়ে গঠিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের প্রকৃতির বিরোধী বলে। **এইভাবে প্রতিযোগিতায় সব কিছুই প্রতিভাত হয় বিপরীত ভাবে।** বাহ্যত: দৃষ্ট অর্থনৈতিক সম্পর্ক-সমূহের চূড়ান্ত বিন্যাস—তাদের বাস্তব অস্তিত্বে এবং ফলতঃ, যে ধারণা-সমূহের দ্বারা এই সম্পর্কগুলির বাহক ও ধারকেরা সেগুলিকে বুঝতে চায় সেই ধারণাসমূহে—সম্পূর্ণ আলাদা এবং বস্তুতঃ পক্ষে বিপরীত তাদের অভ্যন্তরীণ কিন্তু প্রচ্ছন্ন প্রকৃত বিন্যাস এবং তদনুযায়ী ধারণার তুলনায়।

আরো আছে। যে মুহূর্তে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন উপনীত হয় বিকাশের একটি নির্দিষ্ট মানে, তখন থেকেই আলাদা আলাদা ক্ষেত্রের ভিন্ন ভিন্ন মুনাফা-হারের সাধারণ মুনাফা-হারে সমীভবন আর কেবল মাত্র আকর্ষণ ও বিকর্ষণের মাধ্যমে অগ্রসর হয় না, যার দ্বারা বাজার দাম মূলধনকে কাছে টানে বা দূরে ঠেলে। গড় দামগুলি, এবং তদনুযায়ী বাজার দামগুলি কিছু কালের জন্য স্থিতি লাভ করার পরে, এটা ব্যক্তিগত ধনিকদের **চেতনায়** প্রবেশ করে যে এই সমীভবন **নির্দিষ্ট পার্থক্যসমূহকে** পরস্পর-সম করে দেয়, যাতে করে তারা সেগুলিকে তাদের পারস্পরিক গণনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে। *পার্থক্যগুলি থাকে ধনিকের মনে এবং হিসাবে ধরা হয় প্রতিপূরণের যুক্তি হিসাবে।*

ভিত্তি-স্থানীয় ধারণাটি হল গড় মুনাফা—এই ধারণাটি যে সমান সমান আয়তনের মূলধন দেবে সমান সমান সময়কালে সমান সমান মুনাফা। এটা আবার দাঁড়িয়ে আছে এই ধারণাটির ভিত্তিতে যে উৎপাদনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে মূলধন অবশ্যই মোট সামাজিক মূলধনের দ্বারা শ্রমিকদের কাছ থেকে নিংড়ে নেওয়া মোট উদ্বৃত্ত-মূল্যে তার নিজের আয়তনের অনুপাত অনুসারে অংশীদার হবে; অথবা, প্রত্যেকটি একক মূলধনকে গণ্য করতে হবে কেবল মোট সামাজিক মূলধনের একটি অংশমাত্র হিসাবে, এবং প্রত্যেকজন ধনিককে গণ্য করতে হবে মোট সামাজিক উদ্যোগে সত্য-সত্যই একজন অংশভাক হিসাবে—প্রত্যেকেই পাচ্ছে মোট মুনাফায় তার অংশ তার মূলধনের অংশের আয়তনের সঙ্গে **হারাহারি** ভাবে। এই ধারণাটি কাজ করে ধনিকের হিসাবের ভিত্তি হিসাবে, দৃষ্টান্ত হিসাবে যেমন, একটি মূলধন যার প্রতিবর্তন আরেক জনের মূলধনের চেয়ে মন্থরতর, কারণ তার পণ্যসম্ভার উৎপাদনের জন্য

আবশ্যক হয় দীর্ঘতর সময়, কিংবা সেগুলি বিক্রি করতে হয় দূরতর বাজারে, যাই হোক আদায় করে নেয় সেই মুনাফা যা সে হারায় এই ভাবে, এবং নিজেকে প্রতিপূরণ করে উচ্চতর দামের সাহায্যে। কিংবা অন্যথা, বৃহত্তর বিপদের ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে, এমন সব লাইনে, যেমন জাহাজ পরিবহনে, মূলধনের বিনিয়োগ প্রতিপূরিত হয় উচ্চতর দামের দ্বারা। যত শীঘ্র ধনতান্ত্রিক উৎপাদন, এবং তার সঙ্গে বীমা ব্যবসা, বিকাশ লাভ করে, তত তাড়াতাড়ি বিপদের ঝুঁকিগুলি কার্যতঃ উৎপাদনের সমস্ত ক্ষেত্রে সমান হয়ে যায় (দ্রষ্টব্যঃ করবেট*); কিন্তু বেশি ঝুঁকি-প্রবণ লাইনগুলি দেয় বীমার উচ্চতর হার, এবং তা পুনরুদ্ধার করে নিজ নিজ পণ্যের দামে। কার্য ক্ষেত্রে এইসব কিছুর মানে এই যে প্রত্যেকটি ব্যাপার, যার দরুন উৎপাদনের কোনো একটি লাইন—এবং সমস্ত লাইনকেই ধরা হয় নির্দিষ্ট মাত্রার মধ্যে সমান প্রয়োজনীয় বলে—হয়ে পড়ে কম মুনাফাজনক, এবং আরেকটি লাইন হয়ে ওঠে বেশি মুনাফাজনক, তেমন প্রত্যেকটি ব্যাপারকে চিরতরে মেনে নেওয়া হয় প্রতিপূরণের বৈধযুক্তি হিসাবে, যার জন্য সব সময়ে দরকার পড়ে না নোতুন করে প্রতিযোগিতামূলক কাজের মাধ্যমে এই প্রতিপূরণ হিসাব করার উদ্দেশ্য বা কারণগুলিকে সমর্থন করার। ধনিক নিছক ভুলে যায়—কিংবা, বরং দেখতে ব্যর্থ হয়—কারণ প্রতিযোগিতা তাকে দেখিয়ে দেয় না—যে উৎপাদনের বিভিন্ন লাইনের পণ্যসমূহের দামগুলির গণনায় ধনিকদের পরস্পরের দ্বারা উত্থাপিত প্রতিপূরণের পক্ষে এই সব যুক্তিগুলি কেবল এই ঘটনাটিতেই পর্যবসিত হয় যে, তাদের নিজ নিজ মূলধনের আয়তনের অনুপাত অনুযায়ী সকলেরই আছে সমান দাবি এই বারোয়ারি লুঠে। তাদের কাছে বরং **বোধ হয়** যে, যেহেতু তাদের দ্বারা আত্মসাৎকৃত উদ্বৃত্ত-মূল্য থেকে হস্তগত মুনাফাটা আলাদা, সেই হেতু এই কারণগুলি মোট উদ্বৃত্ত-মূল্যে তাদের অংশগ্রহণকে সমান করে দেয় না পরন্তু **সৃষ্টি করে স্বয়ং মুনাফাটাকেই**, যাকে মনে হয় তাদের পণ্যসমূহের ব্যয়-দামে কোনো না কারণে কৃত সংযোজন থেকে প্রাপ্ত বলে।

অন্যান্য দিক সম্পর্কে সপ্তম অধ্যায়ে ১১৩ পৃষ্ঠায়** উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎস সম্বন্ধে ধনিকদের গৃহীত ধারণাগুলি প্রসঙ্গে যেসব বিবৃতি প্রদত্ত হয়েছে, সেগুলি গড় মুনাফার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বর্তমান ক্ষেত্রটি ভিন্ন বলে প্রতিভাত হয় কেবল সেখানেই যেখানে ব্যয়দামে একটি সাশ্রয় নির্ভর করে ব্যক্তিগত ব্যবসায়িক নৈপুণ্য, সতর্কতা ইত্যাদির উপরে—যদি ধরে নেওয়া হয় যে পণ্যের বাজার দাম এবং শ্রমের শোষণ নির্দিষ্ট আছে।

---

* Th. Corbet, *An Inquiry into the Causes and Modes of the Wealth of Individuals,* London, 1841, pp. 100-02.—*Ed.*

** বর্তমান সংস্করণ (ইং) পৃঃ ১৩৬-৩৭।

তৃতীয় অংশ

মুনাফা-হারের পতন-প্রণবতা সংক্রান্ত নিয়ম

ত্রয়োদশ অধ্যায়

নিয়মটির স্বরূপ

একটি নির্দিষ্ট মজুরি ও কাজের দিন ধরে নিলে, একটি অস্থির মূলধন, ধরা যাক ১০০, প্রতিনিধিত্ব করে একটি বিশেষ সংখ্যক নিযুক্ত শ্রমিকের। ধরুন, £:০০ হল ১০০ শ্রমিকের মজুরি এক সপ্তাহের জন্য। যদি এই শ্রমিকেরা সম্পাদন করে সমান সমান পরিমাণ আবশ্যিক এবং উদ্বৃত্ত-শ্রম, যদি তারা প্রত্যহ নিজেদের জন্য, অর্থাৎ তাদের মজুরি পুনরুৎপাদনের জন্য, যত ঘণ্টা কাজ করে, ঠিক তত ঘণ্টা কাজ করে ধনিকের জন্য অর্থাৎ উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনের জন্য, তা হলে তাদের মোট উৎপন্নের মূল্য = £ ২০০, এবং তারা যে উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদন করবে, তার পরিমাণ দাঁড়াবে £ ১০০। উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার, $\frac{উ}{অ}$, হবে = ১০০%। কিন্তু, আমরা দেখেছি, এই উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার নিজেকে প্রকাশ করবে অত্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন মুনাফার হারে—স্থির মূলধন স-এর, অতএব মোট মূলধন ম-এর পরিমাণ অনুযায়ী, কারণ মুনাফার হার = $\frac{উ}{ম}$। উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার ০০%।

যদি স = ৫০, এবং অ = ১০০, তবে $ল' = \frac{১০০}{১৫০} = ৬৬\frac{২}{৩}\%$;

" স = ১০০, এবং অ = ১০০, তবে $ল' = \frac{১০০}{২০০} = ৫০\%$,

" স = ২০০, এবং অ = ১০০, তবে $ল' = \frac{১০০}{৩০০} = ৩৩\frac{১}{৩}\%$;

" স = ৩০০, এবং অ = ১০০, তবে $ল' = \frac{১০০}{৪০০} = ২৫\%$;

" স = ৪০০, এবং অ = ১০০, তবে $ল' = \frac{১০০}{৫০০} = ২০\%$।

এইভাবে উদ্বৃত্ত-মূল্যের একই হার নিজেকে প্রকাশ করবে শ্রম-শোষণের একই মাত্রার অধীনে মুনাফার হ্রাস মান হারের অবস্থায়, কারণ স্থির মূলধনের বস্তুগত বৃদ্ধি আরো সূচিত করে তার মূল্যেও বৃদ্ধি, যদিও একই অনুপাতে নয়, এবং কাজে কাজেই মোট মূলধনের মূল্যেও বৃদ্ধি।

আরো ধরে নেওয়া হয় যে, মূলধনের গঠনে এই ক্রমিক পরিবর্তন কেবল বিশেষ বিশেষ উৎপাদন-ক্ষেত্রগুলির মধ্যেই নিবদ্ধ নয়, পরন্তু তা ঘটে কম-বেশি সমস্ত, কিংবা অন্ততঃ প্রধান প্রধান, উৎপাদন-ক্ষেত্রগুলিতে, যার দরুন তা সূচিত করে কোন একটি সমাজের মোট মূলধনের গড় অবয়বগত গঠনে পরিবর্তন, তা হলে অস্থির মূলধনের সঙ্গে তুলনায় স্থির মূলধনের ক্রমিক বৃদ্ধি আবশ্যিক ভাবেই পরিণতি লাভ করবে **মুনাফার সাধারণ হারে ক্রমিক হ্রাসপ্রাপ্তিতে**, যতক্ষণ উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার বা শ্রমের উপরে মূলধনের শোষণের তীব্রতা একই থাকে। এখন আমরা দেখেছি যে এটা ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের একটি নিয়ম যে তার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ঘটে স্থির মূলধনের সঙ্গে তুলনায়, অতএব গতিমুক্ত মোট মূলধনের সঙ্গে তুলনায়, অস্থির মূলধনের আপেক্ষিক হ্রাস। এটা কেবল এই একই কথা অন্য ভাবে বলা যে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্ব-বিশেষ উৎপাদন পদ্ধতি সমূহের বিকাশের দরুন একই সংখ্যক শ্রমিক, অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট মূল্যের অস্থির মূলধনের দ্বারা গতি-বিমুক্ত একই পরিমাণ শ্রম-শক্তি, একই সময়কালের মধ্যে ক্রিয়াশীল করে, সম্প্রস্তুত করে এবং উৎপাদনশীল ভাবে পরিভোগ করে একটি ক্রম-বর্ধমান পরিমাণের শ্রম-উপকরণ, নানা রকমের যন্ত্রপাতি ও স্থিতিশীল মূলধন, কাঁচামাল ও সহায়ক সামগ্রী—এবং, অতএব, ক্রমবর্ধমান মূল্যের একটি স্থির মূলধন। স্থির মূলধনের অতএব মোট মূলধনের, প্রতিপ্রেক্ষিতে অস্থির মূলধনের এই ক্রমাগত আপেক্ষিক হ্রাস গড় হিসাবে সামাজিক মূলধনের ক্রমবর্ধিত হারে, উচ্চতর অবয়বগত গঠনের সঙ্গে অভিন্ন। অনুরূপ ভাবে এটা শ্রমের সামাজিক উৎপাদনশীলতার আরো একটি অভিব্যক্তি মাত্র, যেটা ঠিক এই ঘটনার দ্বারা প্রদর্শিত হয় যে একই সংখ্যক শ্রমিক, একই সময়ের মধ্যে, অল্পতর শ্রমের সাহায্যে, একটি ক্রমবর্ধমান পরিমাণ কাঁচামালকে রূপান্তরিত করে উৎপন্ন সামগ্রীতে—সাধারণ ভাবে মেশিনারি ও স্থিতিশীল মূলধনের বর্ধিষ্ণু প্রয়োগের কল্যাণে। স্থিতিশীল মূলধনের মূল্যের এই বর্ধিষ্ণু পরিমাণের সঙ্গে সঙ্গে—যদিও তা সূচনা করে ব্যবহার মূল্যসমূহের আসল পরিমাণের বৃদ্ধি, যে মূল্যসমূহ দিয়ে স্থির মূলধন গঠিত হয় কেবল মোটামুটিভাবে—উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীও হয় ক্রমেই আরো বেশি বেশি করে সস্তা। প্রত্যেকটি একক উৎপন্ন দ্রব্য, স্বতন্ত্রভাবে দেখলে, ধারণ করে, উৎপাদনের নিম্নতর মানে তা যা ধারণ করত, তার চেয়ে কম পরিমাণ শ্রম; নিম্নতর পর্যায় মানে যেখানে মজুরি বাবদে বিনিয়োজিত মূলধন উৎপাদনের উপায় বাবদে বিনিয়োজিত মূলধনের তুলনায় অধিকার করে অনেক বৃহত্তর স্থান। সুতরাং এই অধ্যায়ের শুরুতে যে অনুমান-ভিত্তিক সারণী দেওয়া হয়েছে, তা প্রকাশ করে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের প্রকৃত প্রবণতা। উৎপাদনের এই পদ্ধতিটি

উৎপাদন করে, স্থির মূলধনের সঙ্গে তুলনায়, অস্থির মূলধনের একটি ক্রমবর্ধিত হারে আপেক্ষিক হ্রাস, এবং অতএব, মোট মূলধনের একটি ক্রমাগত বৃদ্ধিশীল অবয়বগত গঠন। এর তাৎক্ষণিক ফল হয় এই যে, উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার, একই সময়ে, কিংবা এমনকি শ্রম-শোষণের একটি বর্ধমান হারও, প্রতি-প্রকাশিত হয় একটি ক্রমাগত হ্রাসমান সাধারণ মুনাফা-হারের দ্বারা। (পরে* আমরা দেখব কেন এই হ্রাস নিজেকে প্রকাশ করে না একটি অনাপেক্ষিক রূপে, বরং প্রকাশ করে একটি ক্রমবৃদ্ধিশীল হারে হ্রাসপ্রাপ্তির প্রবণতা হিসাবে)। সুতরাং সাধারণ মুনাফা হারের হ্রাসপ্রাপ্তির এই ক্রমবৃদ্ধিশীল প্রবণতা হচ্ছে শ্রমের সামাজিক উৎপাদনশীলতার ক্রমবর্ধিত বিকাশলাভের **ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির একান্ত স্ব-বিশেষ একটি অভিব্যক্তি।** এ কথা বলার মানে এই নয় যে, মুনাফার হার অন্যান্য কারণে সাময়িক ভাবে হ্রাস পেতে পারে না। কিন্তু ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির প্রকৃতি থেকে অগ্রসর হলে, এটা তার ফলে প্রমাণিত হয় একটি যুক্তিসিদ্ধ প্রয়োজন হিসাবে যে উদ্বৃত্ত-মূল্যের সাধারণ গড় হার নিজেকে অবশ্যই প্রকাশ করবে মুনাফার একটি হ্রাসমান সাধারণ হারে। যেহেতু নিযুক্ত জীবন্ত শ্রমের পরিমাণ, তার দ্বারা গতিবিমুক্ত বস্তু-রূপায়িত শ্রমের সঙ্গে তুলনায়, অর্থাৎ উৎপাদনশীল ভাবে পরিভুক্ত উৎপাদন-উপায়সমূহের সঙ্গে তুলনায়, ক্রমাগত হ্রাসমান, সেই হেতু এটা অনুসরণ করে যে, জীবন্ত শ্রমের সেই অংশটি, যেটি মজুরি-বঞ্চিত এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যের আকারে ঘনীভূত, সেটিও, বিনিয়োজিত মোট মূলধনের দ্বারা প্রকাশিত মূল্যের তুলনায়, ক্রমাগত হ্রাসমান। যেহেতু বিনিয়োজিত মোট মূলধনের সঙ্গে উদ্বৃত্ত-মূল্যের অনুপাতটি গঠন করে মুনাফার হার, সেই হেতু এই হারটি অবশ্যই নিরন্তর হ্রাস পাবে।

উল্লিখিত বিবৃতিগুলি থেকে এই নিয়মটি সরল বলে প্রতিভাত হলেও, সমগ্র রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি এতকাল অবধি একে আবিষ্কার করতে সামান্যই সফল হয়েছে, যা আমরা পরবর্তী একটি অংশে দেখতে পাব।** অর্থনীতিবিদেরা ব্যাপারটি লক্ষ্য করেছিলেন এবং তাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্যাঁচালো চেষ্টায় নিজেদের মস্তিষ্কের উপরে অত্যাচার চালিয়ে ছিলেন। যেহেতু ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের পক্ষে এই নিয়মটির গুরুত্ব বিরাট, সেই হেতু একে বলা যেতে পারে এমন একটি রহস্য, যার সমাধান হয়ে এসেছে অ্যাডাম স্মিথ থেকে শুরু করে তাবৎ অর্থনীতির লক্ষ্য; অ্যাডাম স্মিথ থেকে বিভিন্ন মতবাদী গোষ্ঠীগুলির মধ্যেকার পার্থক্যের উৎস হচ্ছে সমাধানের লক্ষ্যের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য। অন্য দিকে, যখন আমরা বিবেচনা করি যে, বর্তমান কাল পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি কেবল ঘুরপাক খাচ্ছে স্থির এবং অস্থির মূলধনের পার্থক্যটিকে ঘিরে, কিন্তু কখনো বুঝতে পারেনি কিভাবে তাকে নির্ণয় করতে হবে,

---

* বর্তমান সংস্করণ চতুর্দশ অধ্যায়—সম্পাদক।

** মার্কস, *Theorien uber den Mehrwert*. কে. মার্কস ' এফ. এঙ্গেলস, *Werke*, Band 26, Teil 2, *S.* 435-66, 541-43.—*Ed.*

কথনো মুনাফাকে এমনকি বিবেচনাও করেনি শিল্প-মুনাফা, বাণিজ্য মুনাফা, সুদ এবং ভূমি-খাজনা হিসাবে তার বিভিন্ন স্বতন্ত্র উপাদানগুলি থেকে আলাদা ভাবে তার বিশুদ্ধ রূপে; তা কথনো পুরোপুরি ভাবে বিশ্লেষণ করেনি মূলধনের অবয়বগত গঠনে পার্থক্য-সমূহকে এবং এই কারণে, কখনো চিন্তাও করেনি মুনাফার সাধারণ হারের গঠন-পদ্ধতিটিকে বিশ্লেষণ করার—যদি আমরা এসব ভেবে দেখি, তা হলে এই ধাঁধাটা সমাধানে তাঁদের ব্যর্থতাকে আর বিস্ময়কর বলে মনে হয় না।

বিভিন্ন স্বতন্ত্র বর্গে মুনাফার বিভাজনে যাবার আগে আমরা ইচ্ছা করেই এই নিয়মটি উপস্থিত করলাম। এই যে ঘটনা যে, এই বিশ্লেষণটি করা হল বিভিন্ন অংশে মুনাফার বিভাজন থেকে নিরপেক্ষ ভাবে যে যে অংশে তা ভাগ হয়ে যায় বিভিন্ন বর্গের মানুষদের মধ্যে, তা থেকে নিরপেক্ষ ভাবে,—এই ঘটনাটি শুরু থেকেই প্রমাণ করে যে এই নিয়মটি সামগ্রিক ভাবেই এই বিভাজন থেকে নিরপেক্ষ, এবং ঠিক যেমন ভাবে তা নিরপেক্ষ মুনাফার বিভাজন-জনিত অংশগুলির পারস্পরিক সম্পর্কসমূহ থেকে। যে মুনাফার কথা আমরা এখানে উল্লেখ করছি, তা স্বয়ং উদ্বৃত্ত-মূল্যেরই নামান্তর মাত্র, যাকে উপস্থিত করা হয় কেবল মোট মূলধনের সঙ্গে সম্পর্কে—অস্থির মূলধনের সঙ্গে না, করে, যা থেকে তার উদ্ভব ঘটে। সুতরাং মুনাফার হারে হ্রাস প্রকাশ করে অগ্রিম-দত্ত মূলধনের সঙ্গে উদ্বৃত্ত-মূল্যের হ্রাসমান সম্পর্ককে, এবং তাই তা বিভিন্ন বর্গের মধ্যে উদ্বৃত্ত-মূল্যের যে-কোনো রকমের বিভাজন থেকে নিরপেক্ষ।

আমরা দেখেছি যে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের বিশেষ একটি পর্যায়ে, যেখানে মূলধনের অবয়বগত গঠন স : অ, ছিল ৫০ : ১০০, সেখানে উদ্বৃত্ত-মূল্যের একই হার প্রকাশিত হয়েছিল কেবল ২০% মুনাফার হারে। যা একটি দেশের বিকাশের পরম্পরাগত পর্যায়গুলির ক্ষেত্রে সত্য, তা বিভিন্ন দেশে বিকাশের বিভিন্ন সহ-অবস্থান-কারী পর্যায়গুলি সম্পর্কেও সত্য। একটি অল্প-বিকশিত দেশে, যেখানে মূলধনের আগেকার গঠনটিই হচ্ছে গড়, সেখানে মুনাফার সাধারণ হারটি হবে = ৬৬⅔% ; অন্য দিকে, যেখানে মূলধনের পরের গঠনটি, এবং বিকাশের একটি ঢের বেশি উচ্চতর পর্যায় বিদ্যমান, সেখানে সেটি হবে ২০%।

দুটি দেশের মুনাফা-হারের মধ্যে পার্থক্যটি অন্তর্হিত হয়ে যেতে পারে, এমনকি বিপরীতও হয়ে যেতে পারে, যদি শ্রম হত কম উৎপাদনশীল কম বিকশিত দেশটিতে, যাতে করে একটি বৃহত্তর পরিমাণ শ্রম প্রতিরূপায়িত হত একই পণ্যসম্ভারের একটি অল্পতর পরিমাণে, এবং একটি বৃহত্তর বিনিময় মূল্য প্রতিরূপায়িত হত অল্পতর ব্যবহার-মূল্যে। শ্রমিক তখন তার বেশি সময়টাই ব্যয় করত তার নিজের জীবন-ধারণের উপায়-উপকরণ, কিংবা সেগুলির মূল্য, পুনরুৎপাদনে এবং কম সময়টা ব্যয় করত উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনে, অতএব সে সম্পাদন করত অল্পতর উদ্বৃত্ত-শ্রম, যার ফল হত এই যে উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার হত কম। ধরা যাক, কম বিকশিত দেশটির মজুর তার কাজের দিনের ⅔ কাজ করত তার নিজের জন্য এবং ⅓ ধনিকের জন্য; উল্লিখিত

দৃষ্টান্ত অনুসারে, ঐ একই শ্রম-শক্তির জন্য তখন মজুরি দেওয়া হবে ১৩৩⅓ এবং তা সরবরাহ করবে কেবল ৬৬⅔ উদ্বৃত্ত-মূল্য। ৫০ পরিমাণ স্থির মূলধন হবে ১৩৩⅓ পরিমাণ অস্থির মূলধনের সহযোজী উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার দাঁড়াবে ৬৬⅔ : ১৩৩⅓=৫০% এবং মুনাফার হার ৬৬⅔ : ১৮৩⅓, কিংবা মোটামুটি ভাবে ৩৬⅓%।

যেহেতু আমরা এখনো বিশ্লেষণ করিনি মুনাফার বিভিন্ন গঠনকারী অংশগুলিকে, অর্থাৎ আপাততঃ আমাদের কাছে সেগুলির কোনো অস্তিত্ব নেই। আমরা আগে থেকেই এই মন্তব্য ক'টি করে রাখছি, যাতে করে কোনো ভুল বোঝাবুঝি না হয়। বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে অবস্থিত দেশগুলিকে তুলনা করতে গিয়ে, মুনাফার জাতীয় হারের মানকে, ধরুন, জাতীয় সুদের হারের মান দিয়ে পরিমাপ করা হবে একটা মস্ত বড় ভুল, যথা যখন একটি বিকশিত ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা-সমন্বিত দেশগুলিকে তুলনা করা হয় সেই সব দেশের সঙ্গে যেখানে শ্রম এখনো আনুষ্ঠানিক ভাবে মূলধনের বশ্যতাধীন হয়নি, যদিও বাস্তবে শ্রমিক শোষিত হয় ধনিকের দ্বারা (দৃষ্টান্ত হিসাবে যেমন ভারতে, যেখানে রায়ত তার জোত পরিচালনা করে একজন স্বাধীন উৎপাদনকারী হিসাবে, যার উৎপাদন এখনো মূলধনের বশ্যতাধীন নয় যদিও কুসিদজীবী সুদের মাধ্যমে কেবল তার গোটা উদ্বৃত্ত শ্রমই লুণ্ঠন করে নিতে পারে না, সেই সঙ্গে পারে, ধনিকের ভাষায় বলা যায়, তার মজুরির একটা অংশ ছেঁটে দিতে)। এই সুদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় সমস্ত মুনাফাটা, এবং তার চেয়েও বেশি—কেবলমাত্র উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্য, বা মুনাফার একাংশকে প্রকাশ করার পরিবর্তে, যেমন করে বিকশিত ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাসহ একটি দেশে। অন্য দিকে সুদের হার, এ ক্ষেত্রে প্রধানতঃ নির্ধারিত হয় এমন সব সম্পর্কের দ্বারা (কুসিদজীবীদের দ্বারা ভূমি-খাজনা ভোগী বড় বড় জোত-মালিকদের দেওয়া ঋণ), যাদের মুনাফার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই; বরং তা থেকে বোঝা যায় কি মাত্রায় কুসিদ প্রথা-ভূমি খাজনা আত্মসাৎ করে।

যে সব দেশ ধনতান্ত্রিক বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে অবস্থিত এবং, অতএব বিভিন্ন অবয়বগত গঠনের অধিকারী, তাদের সম্পর্কে উল্লেখ্য যে দেশটিতে স্বাভাবিক কর্মদিবসটির দৈর্ঘ্য অন্যটির তুলনায় হ্রস্বতর, সে দেশটির উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারটি (মুনাফার হার নির্ধারণকারী একটি উপাদান) হতে পারে উচ্চতর। প্রথমতঃ, যদি ইংল্যাণ্ডের দশ-ঘণ্টা কাজের দিন, তার উচ্চতর তীব্রতার কারণে, সমান হয় অস্ট্রিয়ার ১৪ ঘণ্টার কাজের দিনের, তা হলে উভয় ক্ষেত্রে কাজের দিনটিকে সমান সমান দুটি ভাগে ভাগ করলে ইংল্যাণ্ডের ৫ ঘণ্টার উদ্বৃত্ত-শ্রম বিশ্ব-বাজারে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে অস্ট্রিয়ার ৭ ঘণ্টা উদ্বৃত্ত-শ্রমের চেয়ে বৃহত্তর একটি মূল্য। দ্বিতীয়তঃ, অস্ট্রিয়ার কাজের দিনের চেয়ে ইংল্যাণ্ডের কাজের দিনের একটি বৃহত্তর অংশ প্রতিনিধিত্ব করতে পারে উদ্বৃত্ত-শ্রমের।

হ্রাসমান মুনাফা-হারের নিয়মটি, যা প্রকাশ করে উদ্বৃত্ত-মূল্যের একই বা এমনকি উচ্চতর একটি হার, বিবৃত করে অন্য ভাষায়, যে, গড় সামাজিক মূলধনের যে কোনো

পরিমাণ, ধরা যাক ১০০ পরিমাণ একটি মূলধন, অন্তর্ভুক্ত করে শ্রম-উপায়ের একটি চির বৃহত্তর অংশ এবং উৎপাদন-উপায়ের একটি চির ক্ষুদ্রতর অংশ। সুতরাং যেহেতু উৎপাদন-উপায়গুলিকে নিয়ে ক্রিয়াশীল জীবন্ত শ্রমের সামূহিক পরিমাণটি এই উৎপাদন-উপায়গুলির সঙ্গে তুলনায় হ্রাস পায়, সেই হেতু এটা অনুসরণ করে যে, মজুরি-বঞ্চিত শ্রম এবং মূল্যের যে-অংশটিতে তা প্রকাশ পায় সেটি অবশ্যই হ্রাস পাবে—অগ্রিম-দত্ত মোট মূলধনের মূল্যের সঙ্গে তুলনায়। কিংবা: বিনিয়োজিত মোট মূলধনের একটি চির-ক্ষুদ্রতর একাংশ রূপান্তরিত হয় জীবন্ত শ্রমে, এবং, এই মোট মূলধন তাই আত্মীকৃত করে তার আয়তনের অনুপাতে কম, আরো কম উদ্বৃত্ত-শ্রম, যদিও প্রযুক্ত শ্রমের মজুরি-বঞ্চিত অংশটি একই সময়ে বেড়ে যেতে পারে মজুরি-প্রদত্ত শ্রমের সঙ্গে তুলনায়। অস্থির মূলধন এবং স্থির মূলধনের যথাক্রমে আপেক্ষিক হ্রাস এবং বৃদ্ধি হচ্ছে, যে কথা আমরা আগেই বলেছি, শ্রমের বৃহত্তর উৎপাদনশীলতার আরেকটি প্রকাশ মাত্র—দুটি অংশ অনাপেক্ষিক আয়তনে যতই বৃদ্ধি পাক না কেন।

ধরা যাক, ১০০ পরিমাণ একটি মূলধন গঠিত হয় $৮০_{স}+২০_{অ}$ দিয়ে, এবং দ্বিতীয়টি $=২০$ জন শ্রমিক। ধরা যাক, উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার ১০০%, অর্থাৎ শ্রমিকেরা অর্ধেক দিন কাজ করে নিজেদের জন্য এবং বাকি অর্ধেক দিন ধনিকের জন্য। এখন ধরা যাক একটি কম বিকশিত দেশে ১০০ পরিমাণ মূলধন$=২০_{স}+৮০_{অ}$, এবং দ্বিতীয়টি$=$ ৮০ জন শ্রমিক। কিন্তু এই শ্রমিকদের নিজেদের জন্য আবশ্যক হয় কাজের দিনের $\frac{২}{৩}$ ভাগ এবং তারা ধনিকের জন্য কাজ করে দিনের কেবল $\frac{১}{৩}$ ভাগ। বাকি সব কিছু সমান থাকলে, শ্রমিকেরা প্রথম ক্ষেত্রে উৎপাদন করে ৪০ পরিমাণ মূল্য এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ১২০ পরিমাণ মূল্য। প্রথম মূলধনটি উৎপাদন করে $৮০_{স}+২০_{অ}+২০_{উ}=১২০$; মুনাফার হার$=২০\%$। দ্বিতীয় মূলধনটি উৎপাদন করে $২০_{স}+৮০_{অ}+৪০_{উ}=১৪০$; মুনাফার হার$=৪০\%$। সুতরাং দ্বিতীয় ক্ষেত্রটিতে মুনাফার হার প্রথমটির চেয়ে দ্বিগুণ, যদিও উদ্বৃত্ত মূল্যের হার প্রথমটিতে$=১০০\%$, দ্বিতীয়টির দ্বিগুণ, যেখানে সেটি মাত্র ৫০%। কিন্তু তবে, একই আয়তনের মূলধন আত্মসাৎ করে প্রথম ক্ষেত্রে মাত্র ২০ জন শ্রমিকের এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ৮০ জন শ্রমিকের।

মুনাফা-হারের ক্রমবর্ধিত মাত্রায় হ্রাস-প্রাপ্তির নিয়মটি, কিংবা জীবন্ত শ্রমের দ্বারা গতি-বিমুক্ত বস্তু রূপায়িত শ্রমের পরিমাণের সঙ্গে তুলনায় আত্মীকৃত উদ্বৃত্ত-মূল্যের আপেক্ষিক হ্রাস-প্রাপ্তির নিয়মটি, কোনো ক্রমেই বাতিল করে দেয় না যে সামাজিক শ্রমের দ্বারা গতি-বিমুক্ত শোষিত শ্রমের অনাপেক্ষিক পরিমাণটি, এবং অতএব তার দ্বারা আত্মীকৃত উদ্বৃত্ত-শ্রমের অনাপেক্ষিক পরিমাণটি বৃদ্ধি পেতে পারে; এটাকেও বাতিল করে দেয় না যে একক ধনিকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মূলধনগুলি সংস্থান করতে পারে শ্রমের একটি বর্ধমান পরিমাণের, এবং অতএব উদ্বৃত্ত-শ্রমের—শেষোক্তটি পারে এমনকি যদিও তাদের দ্বারা নিযুক্ত শ্রমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি না পায়, তবু।

ধরা যাক শ্রমিক সংখ্যা ২ মিলিয়ন। আরো ধরা যাক যে গড় কাজের দিনের দৈর্ঘ্য ও তীব্রতা, এবং মজুরির মান, এবং সেই হেতু আবশ্যিক শ্রম এবং উদ্বৃত্ত-শ্রমের মধ্যেকার অনুপাতটিও নির্দিষ্ট আছে। সে ক্ষেত্রে এই ২ মিলিয়ন শ্রমিকের সামূহিক শ্রম, এবং উদ্বৃত্ত-মূল্য হিসাবে প্রকাশিত তাদের উদ্বৃত্ত-শ্রম, সব সময়েই উৎপাদন করে একই আয়তনের মূল্য। কিন্তু এই শ্রমের দ্বারা গতি-বিমুক্ত স্থির (স্থিতিশীল ও আবর্তনশীল) মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, এই উৎপাদিত মূল্যের পরিমাণ এই মূলধনটির মূল্যের সঙ্গে তুলনায় হ্রাস পায়, যে-মূল্যটি বৃদ্ধি পায় তার পরিমাণের সঙ্গে সঙ্গে—যদি ঠিক একই অনুপাতে না-ও হয়। আদেশাধীন জীবন্ত শ্রমের পরিমাণ আগের মত একই আছে এবং তা থেকে সেই একই পরিমাণ উদ্বৃত্ত-মূল্যকে নিঙড়ে নেয় মূলধন—এই ঘটনা সত্ত্বেও উল্লিখিত অনুপাতটি, এবং অতএব, মুনাফার হারটি সংকুচিত হয়। পরিবর্তিত হয়, কেননা জীবন্ত শ্রমের দ্বারা গতি-বিমুক্ত বস্তু-রূপায়িত শ্রমের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়; পরিবর্তিত হয় এই কারণে নয় যে জীবন্ত শ্রমের পরিমাণ সংকুচিত হয়েছে। এটা একটা অনাপেক্ষিক হ্রাস নয়, একটি আপেক্ষিক হ্রাস, এবং গতি-বিমুক্ত শ্রম এবং উদ্বৃত্ত-শ্রমের অনাপেক্ষিক পরিমাণের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্কই নেই। মুনাফার হারে এই হ্রাস মোট মূলধনের অস্থির অংশটির অনাপেক্ষিক হ্রাসের কারণে ঘটে না, ঘটে তার আপেক্ষিক হ্রাসের কারণে, অর্থাৎ স্থির অংশটির সঙ্গে তুলনায় তার হ্রাসের কারণে।

একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রম ও উদ্বৃত্ত-শ্রমের ক্ষেত্রে যা খাটে, তা একটি বৃদ্ধিশীল শ্রমিক-সংখ্যার ক্ষেত্রেও খাটে, এবং উপরে যা ধরে নেওয়া হয়েছে, তার দরুন সাধারণ ভাবে আদেশাধীন শ্রমের যে-কোনো বৃদ্ধিশীল পরিমাণের ক্ষেত্রে এবং, বিশেষ ভাবে উদ্বৃত্ত-শ্রমের ক্ষেত্রেও খাটে। যদি শ্রমিক-সংখ্যা ২ মিলিয়ন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩ মিলিয়ন হয়, এবং যদি মজুরি বাবদে বিনিয়োজিত অস্থির মূলধনও বৃদ্ধি পায় আগেকার ২ মিলিয়ন থেকে ৩ মিলিয়নে, যখন স্থির মূলধন বৃদ্ধি পায় ৪ মিলিয়ন থেকে ১৫ মিলিয়নে, তা হলে উপরে আমরা যে নির্দিষ্ট কাজের দিন এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার ধরে নিয়েছি, তদনুযায়ী উদ্বৃত্ত-শ্রমের এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যের, পরিমাণ অর্ধেক অর্থাৎ ৫০% বৃদ্ধি পায়—২ মিলিয়ন থেকে হয় ৩ মিলিয়ন। যাই হোক, উদ্বৃত্ত-শ্রমের অতএব, উদ্বৃত্ত-মূল্যের, অনাপেক্ষিক পরিমাণে এই ৫০% বৃদ্ধি, স্থির মূলধনের সঙ্গে অস্থির মূলধনের অনুপাত ২ : ৪ থেকে কমে হবে ৩ : ৫, এবং মোট মূলধনের সঙ্গে উদ্বৃত্ত-মূল্যের অনুপাত হবে (মিলিয়নের হিসাবে)।

১। $৪_{স} + ২_{অ} + ২_{উ}$; ম = ৬, ল′ = ৩৩$\frac{১}{৩}$%।

২। $১৫_{স} + ৩_{অ} + ৩_{উ}$; ম = ১৮, ল′ = ১৬$\frac{২}{৩}$%।

উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ যেখানে বৃদ্ধি পেয়েছে অর্ধেক, সেখানে মুনাফার হার হ্রাস পেয়েছে অর্ধেক। যাইহোক, মুনাফা হল কেবল মোট সামাজিক মূলধনের প্রেক্ষিতে

গণনা করা উদ্বৃত্ত-মূল্য, এবং মুনাফার পরিমাণ তার অনাপেক্ষিক আয়তন, হল উদ্বৃত্ত-মূল্যের অনাপেক্ষিক আয়তনের সঙ্গে সামাজিক ভাবে সমান। সুতরাং মুনাফার অনাপেক্ষিক আয়তনটি, তার মোট পরিমাণটি বেড়ে যাবে ৫০%—অগ্রিম-দত্ত মোট মূলধনের সঙ্গে তুলনায় তার বিপুল আপেক্ষিক হ্রাসপ্রাপ্তি সত্ত্বেও, কিংবা মুনাফার সাধারণ হারে বিপুল হ্রাসপ্রাপ্তি সত্ত্বেও। মূলধনের দ্বারা নিযুক্ত শ্রমিকদের সংখ্যা অতএব তার দ্বারা গতিবিমুক্ত শ্রমের অনাপেক্ষিক পরিমাণ, তার দ্বারা আত্মীকৃত উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ, এবং তাই তার দ্বারা উৎপাদিত মুনাফার অনাপেক্ষিক পরিমাণ, অতএব, **পারে** বৃদ্ধি পেতে, এবং বৃদ্ধি পেতে ক্রমবর্ধিত মাত্রায়—মুনাফার হারে ক্রমবর্ধিত মাত্রায় হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও। এবং এটা কেবল তাই হতে **পারে** তা নয়। সাময়িক ওঠা-নামা সত্ত্বেও, তা **অবশ্যই** তাই হবে, ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের ভিত্তিতে।

মর্মগত ভাবে, উৎপাদনের ধনতান্ত্রিক প্রক্রিয়াটি যুগপৎ সঞ্চয়নেরও প্রক্রিয়া। আমরা দেখিয়েছি, ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শুধু পুনরুৎপাদনীয়, বা সংরক্ষণীয় মূল্যের পরিমাণটি শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায়—এমনকি যদি নিযুক্ত শ্রম-শক্তি স্থিরও থাকে। কিন্তু শ্রমের সামাজিক উৎপাদনশীলতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদিত ব্যবহার-মূল্য-সমূহের পরিমাণ, উৎপাদনের উপায়গুলি যার একটা অংশ, আরো বৃদ্ধি পায়। এবং যে অতিরিক্ত শ্রমের আত্মীকরণের মাধ্যমে এই অতিরিক্ত ধনকে মূলধনে রূপান্তরিত করা যায়, তা নির্ভর করে না এই উৎপাদন-উপায়গুলির (জীবন-ধারণের উপায় সহ) মূল্যের উপরে; নির্ভর করে তাদের পরিমাণের উপরে, কেননা উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় উৎপাদন উপায়ের মূল্যের সঙ্গে শ্রমিকদের কোনো সম্পর্ক নেই সম্পর্ক আছে তাদের ব্যবহার-মূল্যের সঙ্গে। অবশ্য, স্বয়ং সঞ্চয়ন এবং সেই সঙ্গে তৎ-সহবর্তী মূলধনের কেন্দ্রীভবন উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির একটি বাস্তব উপায়। এখন, উৎপাদন-উপায়সমূহের এই বৃদ্ধি অন্তর্ভুক্ত করে শ্রমিক জনসংখ্যার বৃদ্ধি, একটি শ্রমিক-জনসংখ্যার সৃষ্টি যা হবে উদ্বৃত্ত-মূলধনের অনুরূপ, কিংবা ছাড়িয়ে যাবে তার সাধারণ প্রয়োজন-সমূহকে এবং পরিণতি লাভ করবে শ্রমিকদের অতি-জনসংখ্যায়। তার অনুগ্রাধীন শ্রমিক-জনসংখ্যার তুলনায় উদ্বৃত্ত-মূলধনের একটি সাময়িক বাহুল্যের ফল হবে দ্বিবিধ। এক দিকে, তা মজুরির বৃদ্ধি ঘটিয়ে, প্রতিকূল অবস্থাগুলি, যে অবস্থাগুলি শ্রমিকদের বংশ-বৃদ্ধি অসম্ভব করে তোলে সেগুলিকে প্রশমিত করবে এবং তাদের মধ্যে বিবাহকে সহজতর করবে, যাতে করে জনসংখ্যা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাবে! অন্য দিকে, যেসব পদ্ধতির (যন্ত্রপাতির উন্নয়ন ও প্রবর্তন) মাধ্যমে আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্য পাওয়া যায়, সেগুলিকে প্রয়োগ করে, তা উৎপাদন করবে ঢের বেশি দ্রুতগতি, কৃত্রিম, আপেক্ষিক অতি-জনসংখ্যা, যা আবার পালাক্রমে হবে দ্রুত জনসংখ্যা প্রজননের উর্বর ক্ষেত্র, কেননা ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় দুর্দশাই উৎপাদন করে জনসংখ্যা। অতএব, ধনতান্ত্রিক সঞ্চয়ন প্রক্রিয়া থেকে, যা ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের একটি দিক মাত্র, তা থেকে এটা অনুসরণ করে যে, উৎপাদন-উপায়সমূহের বর্ধিত পরিমাণটি, যাকে রূপান্তরিত করতে হবে মূলধনে, সেটি সব সময়েই

পায় অনুরূপ ভাবে, কিংবা তার চেয়েও বেশি, একটি শোষণ-যোগ্য শ্রমিক জনসংখ্যা। সুতরাং, উৎপাদন ও সঞ্চয়নের প্রক্রিয়ার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে প্রাপ্তব্য ও আত্মীকৃত উদ্বৃত্ত শ্রমও, এবং অতএব, সামাজিক মূলধনের দ্বারা আত্মীকৃত মুনাফার পরিমাণটিও, অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে। অবশ্য, আয়তনের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন ও সঞ্চয়নের একই নিয়মাবলী আরো বৃদ্ধি করে স্থির মূলধনের মূল্য—মূলধনের অস্থির অংশের মূল্যের চেয়ে ক্রমবর্ধিত মাত্রায়, কেননা তা বিনিয়োজিত হয় জীবন্ত শ্রমে। অতএব, একই নিয়মাবলী সামাজিক মূলধনের জন্য উৎপাদন করে মুনাফার একটি বর্ধিষ্ণু অনাপেক্ষিক পরিমাণ, এবং মুনাফার একটি হ্রাসমান হার।

আমরা এখানে এ ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভাবেই উপেক্ষা করব যে, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন এবং তার সঙ্গে সামাজিক শ্রমের উৎপাদনশীলতার বিকাশ এবং উৎপাদন-শাখার সংখ্যাবৃদ্ধি এবং তৎসহ উৎপন্ন-সামগ্রীর বিভিন্নতা-বৃদ্ধির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে, একই পরিমাণ মূল্য প্রতিনিধিত্ব করে ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধিশীল ব্যবহার-মূল্য ও উপভোগ-সমূহের।

ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ও সঞ্চয়নের বিকাশ শ্রম-প্রক্রিয়াসমূহকে উন্নীত করে ক্রম-বৃদ্ধিশীল হারে বর্ধিত আয়তনে এবং এইভাবে তাদের সঙ্গে যোগ করে ক্রম-বৃহত্তর মাত্রা, এবং সেই কারণে আবশ্যক করে প্রত্যেকটি একক প্রতিষ্ঠানের জন্য তদনুযায়ী বৃহত্তর বিনিয়োগ। মূলধনের বর্ধমান কেন্দ্রীভবন (ধনিকদের সংখ্যাবৃদ্ধি যার সহগামী, যদিও ক্ষুদ্রতর আয়তনে। একই সঙ্গে তার বস্তুগত বিবিধ প্রয়োজনের একটি এবং তার বিবিধ ফলাফলেরও একটি। তার সঙ্গে হাতে হাতে এবং পরস্পরের উপরে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াশীল ভাবে সেখানে ঘটে কম-বেশি প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারীদের উচ্ছেদ সাধন। সুতরাং একক ধনিকদের পক্ষে এটা স্বাভাবিক যে তারা প্রত্যেকে ক্রমেই বৃহত্তর শ্রমিক-বাহিনীর উপরে অধিকার কায়েম করবে (স্থির মূলধনের প্রতিপ্রেক্ষিতে অস্থির মূলধন যতই হ্রাস পাক না কেন, কিছু এসে যায় না), এবং এটাও স্বাভাবিক যে তাদের দ্বারা আত্মীকৃত উদ্বৃত্ত-মূল্যের, অতএব মুনাফার পরিমাণ মুনাফা-হারের পতনের সঙ্গে সঙ্গে, এবং তৎসত্ত্বেও, বৃদ্ধি পাবে। যেসব কারণ শ্রমিকদের সমষ্টিগুলিকে কেন্দ্রীভূত করে আলাদা আলাদা ধনিকের নিয়ন্ত্রণে, সেগুলি সেই একই কারণ, যেগুলি পরিস্ফীত করে বিনিয়োজিত স্থিতিশীল মূলধনকে, এবং সহায়ক সামগ্রী ও কাঁচামাল-গুলিকে—নিযুক্ত জীবন্ত শ্রমের সঙ্গে তুলনায় বর্ধমান অনুপাতে।

এখানে এটা বোঝাতে এই প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটির চেয়ে বেশি কিছু লাগে না যে, শ্রমিক জনসংখ্যা নির্দিষ্ট থাকলে, উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ, অতএব মুনাফার অনাপেক্ষিক পরিমাণ, অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে, যদি উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারটি বৃদ্ধি পায়—কাজের দিনের দীর্ঘতা বা তীব্রতা বৃদ্ধির মাধ্যমেই হ্রাস কিংবা শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কারণে মজুরির মূল্য হ্রাসের মাধ্যমেই হোক; এবং এটা অবশ্যই এমন হবে স্থির মূলধনের সঙ্গে তুলনায় অস্থির মূলধনের আপেক্ষিক হ্রাস সত্ত্বেও।

সামাজিক শ্রমের উৎপাদনশীলতার সেই একই বিকাশ, সেই একই নিয়মাবলী যেগুলি নিজেদেরকে প্রকাশ করে মোট মূলধনের সঙ্গে তুলনায় অস্থির মূলধনের আপেক্ষিক হ্রাসে, এবং তদ্দ্বারা সহজীকৃত সঞ্চয়নে ; অন্য দিকে, এই সঞ্চয়ন আবার হয়ে হয়ে ওঠে উৎপাদনশীলতার আরো বিকাশ এবং অস্থির মূলধনের আরো আপেক্ষিক হ্রাসের একটি সূচনা বিন্দু—এই একই বিকাশ নিজেকে প্রকাশ করে, সাময়িক পরিবর্তনের মধ্যে ছাড়াও, মোট নিযুক্ত শ্রম-শক্তির ক্রমবর্ধিত হারে বৃদ্ধিপ্রাপ্তিতে, উদ্বৃত্ত-মূল্যের অনাপেক্ষিক পরিমাণে, অতএব মুনাফার অনাপেক্ষিক পরিমাণে ক্রমবর্ধিত হারে বৃদ্ধিপ্রাপ্তিতে।

এখন মুনাফার হারে হ্রাস এবং একই কারণ থেকে উদ্ভূত মুনাফার অনাপেক্ষিক পরিমাণে যুগপৎ বৃদ্ধি—দুদিকে ধার-ওয়ালা এই নিয়মটির রূপ কি হবে? এই যে ঘটনা যে, নির্দিষ্ট অবস্থাবলীতে উদ্বৃত্ত-শ্রমের, অতএব উদ্বৃত্ত-মূল্যের আত্মীকৃত পরিমাণটি বৃদ্ধি পায়, এবং মোট মূলধনের ক্ষেত্রে, কিংবা মোট মূলধনের একাংশের আকারের একক মূলধনের ক্ষেত্রে, মুনাফা এবং উদ্বৃত্ত মূল্য হয় একই অভিন্ন আয়তন —এই ঘটনাটির উপরে প্রতিষ্ঠিত নিয়মটির রূপ?

মূলধনের একটি একাংশ নেওয়া যাক, যার উপরে আমরা মুনাফার হার গণনা করব, যথা ১০০। এই ১০০ প্রকাশ করে মোট মূলধনের গড় গঠন, ধরুন $৮০_{স} + ২০_{অ}$। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশে আমরা দেখেছি যে উৎপাদনের বিবিধ শাখায় মুনাফার গড় হার নির্ধারিত হয় প্রত্যেক একক মূলধনের বিশেষ গঠনের দ্বারা নয়, নির্ধারিত হয় গড় সামাজিক গঠনের দ্বারা। যেহেতু স্থির মূলধনের অতএব মোট মূলধন ১০০-র প্রতিপ্রেক্ষিতে অস্থির মূলধন হ্রাস পায়, সেই হেতু মুনাফার হার, কিংবা উদ্বৃত্ত-মূল্যের আপেক্ষিক আয়তন, অর্থাৎ অগ্রিম-দত্ত মোট মূলধন ১০০-র সঙ্গে তার অনুপাত, হ্রাস পায়, এমনকি যদি শোষণের তীব্রতা একই থেকে যায় বা বেড়েও যায়। কিন্তু একা এই আপেক্ষিক আয়তনটিই হ্রাস পায় না। ১০০ পরিমাণ মোট মূলধনের দ্বারা আত্মীকৃত উদ্বৃত্ত মূল্য বা মুনাফার আয়তনটিও অনাপেক্ষিক ভাবে হ্রাস পায়। ১০০% উদ্বৃত্ত মূল্যের হারে, $৬০_{স} + ৪০_{অ}$ পরিমাণ একটি মূলধন উৎপাদন করে ৪০ পরিমাণ উদ্বৃত্ত-মূল্য বা মুনাফা ; $৭০_{স} + ৩০_{অ}$ পরিমাণ একটি মূলধন উৎপাদন করে ৩০ পরিমাণ মুনাফা ; এবং $৮০_{স} + ২০_{অ}$ পরিমাণ একটি মূলধনের ক্ষেত্রে মুনাফা হ্রাস পেয়ে হয়। এই হ্রাসপ্রাপ্তি উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ, অতএব মুনাফার পরিমাণের ক্ষেত্রেও প্রয়োজ্য এবং এই ঘটনার কারণে প্রযোজ্য যে ১০০ পরিমাণ মোট মূলধন নিযুক্ত করে অল্পতর জীবন্ত শ্রম, এবং শ্রম শোষণের তীব্রতা একই থাকলে, গতি-বিমুক্ত করে অল্পতর উদ্বৃত্ত-শ্রম, এবং সেই কারণে উৎপাদন করে অল্পতর উদ্বৃত্ত-মূল্য। সামাজিক মূলধনের অর্থাৎ গড় গঠনের মূলধনের একটি একাংশকে উদ্বৃত্ত-মূল্য পরিমাণের একটি মান হিসাবে নিলে—আর এটা করা হয় তাবৎ মুনাফা গণনার

ক্ষেত্রে—উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি আপেক্ষিক হ্রাস সাধারণ ভাবে হয় তার অনাপেক্ষিক হ্রাসের সঙ্গে অভিন্ন। উল্লিখিত ক্ষেত্রগুলিতে, মুনাফার হার হ্রাস পায় ৪০% থেকে ৩০% এবং ২০% শতাংশে, কারণ বস্তুতঃ পক্ষে, একই মূলধনের দ্বারা উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের, অতএব মুনাফার পরিমাণ অনাপেক্ষিক ভাবে হ্রাস পায় ৪০ থেকে ৩০-এ এবং ২০-তে। যেহেতু যার দ্বারা উদ্বৃত্ত-মূল্য মাপা হয়, সেই মূলধনের মূল্যের আয়তনটি নির্দিষ্ট ভাবে ১০০, সেই হেতু এই নির্দিষ্ট আয়তনটির সঙ্গে উদ্বৃত্ত-মূল্যের অনুপাতে একটি হ্রাস হতে পারে উদ্বৃত্ত-মূল্যের, বা মুনাফার, অনাপেক্ষিক আয়তনে একটি হ্রাসের, আরেকটি অভিব্যক্তি মাত্র। বাস্তবিক পক্ষে, এটি এবই কথার পুনরুক্তি মাত্র। কিন্তু যা দেখানো হয়েছে এই যে ঘটনা যে এই হ্রাস আদৌ ঘটে, তা উদ্ভূত হয় স্বয়ং ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-প্রক্রিয়ার বিকাশের প্রকৃতি থেকেই।

অন্য দিকে, অবশ্য, যে কারণগুলি একটি নির্দিষ্ট মুনাফার উপরে উদ্বৃত্ত মূল্যের, অতএব মুনাফার এবং ফলতঃ, শতাংশের ভিত্তিতে গণিত মুনাফা হারের একটি অনাপেক্ষিক হ্রাস ঘটায়, সেই একই কারণগুলি উৎপাদন করে সামাজিক মূলধনের দ্বারা (অর্থাৎ সমগ্র ভাবে ধনিকদের দ্বারা) আত্মীকৃত উদ্বৃত্ত মূল্যের অতএব মুনাফার, অনাপেক্ষিক পরিমাণে বৃদ্ধি ঘটায়। কেমন করে এটা ঘটে, কি সেই একমাত্র পথ যে পথে এটা ঘটতে পারে, অথবা কি সেই শর্তাবলী যেগুলি নিহিত আছে এই আপাত স্ববিরোধটির মধ্যে ?

যদি কোন একাংশ=সামাজিক মূলধনের ১০০, অতএব গড় সামাজিক গঠনের যে-কোনো ১০০, হয় একটি নির্দিষ্ট আয়তন, যার ক্ষেত্রে স্বভাবতঃই মুনাফার হারে হ্রাসপ্রাপ্তি সহ-ঘটিত হয় মুনাফার অনাপেক্ষিক আয়তনে বৃদ্ধি-প্রাপ্তির সঙ্গে কারণ যে মূলধনটি এখানে কাজ করে পরিমাপের মান হিসাবে, সেটি একটি স্থির আয়তন, তা হলে, একক ধনিকদের হাতের মূলধনের মত, সামাজিক মূলধনের আয়তনও হয় পরিবর্তনীয়, এবং আমরা যা ধরে নিয়েছি, তদনুযায়ী এটা অবশ্যই পরিবর্তিত হবে অস্থির অংশটির হ্রাস প্রাপ্তির বিপরীত দিকে।

আমাদের আগেকার দৃষ্টান্তটিতে, যেখানে গঠনের শতাংশ ছিল $৬০_{স}+৪০_{অ}$, সেখানে আনুষঙ্গিক উদ্বৃত্ত-মূল্য বা মুনাফা ছিল ৪০, অতএব মুনাফার হার ছিল ৪০%। ধরা যাক, গঠনের এই পর্যায়ে মোট মূলধন ছিল এক মিলিয়ন। তা হলে মোট উদ্বৃত্ত-মূল্য, অতএব মোট মুনাফার পরিমাণ হবে ৪,০০,০০০। এখন গঠন যদি পরে হয়=$৮০_{স}+২০_{অ}$, যখন শোষণের মাত্রা থাকে একই, তা হলে প্রত্যেক ১০০ বাবদে উদ্বৃত্ত-মূল্য বা মুনাফা=২০ হবে। কিন্তু, যেমন দেখানো হয়েছে, যেহেতু উদ্বৃত্ত-মূল্যের মুনাফার অনাপেক্ষিক পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, ধরা যাক, ৪,০০,০০০ থেকে ৪,৮০,০০০তে মুনাফা-হারে হ্রাস বা উদ্বৃত্ত-মূল্য-উৎপাদনে হ্রাস সত্ত্বেও—মূলধনের প্রতি ১০০ পরিমাণ হিসাবে, সেই হেতু এটা ঘটে সম্পূর্ণ ভাবে এই কারণে যে মোট মূলধনটি, যেটি গঠিত হয়েছিল এই নোতুন গঠনের সময়ে, সেটি বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে

২২,০০,০০০। গতি-বিমুক্ত মোট মূলধনটির পরিমাণ বেড়ে হয়েছে ২২০%, যখন মুনাফার হার কমে গিয়েছে ৫০%। যদি মোট মূলধন দ্বিগুণের চেয়ে বেশি না হত, তা হলে ২০% মুনাফা-হার পেতে হলে তাকে উৎপাদন করতে হত তত পরিমাণ উদ্বৃত্ত-মূল্য, যতটা পরিমাণ উৎপাদন করত ১০,০০,০০০ পরিমাণ মূলধন ৪০% শতাংশে। যদি তা বৃদ্ধি পেত দ্বিগুণের কমে, তা হলে তা উৎপাদন করত, অল্পতর উদ্বৃত্ত-মূল্য বা মুনাফা—পুরনো মূলধন ১০,০০,০০০-এর চেয়ে, থাকে, তার পুরনো গঠনে বৃদ্ধি লাভ করতে হত ১০,০০,০০০ থেকে অনধিক ১১,০০,০০০তে, যাতে করে উদ্বৃত্ত মূল্যকে বাড়ানো যায় ৪,০০,০০০ থেকে ৪,৪০,০০০-তে।

আমরা এখানে আবার সাক্ষাৎ করি পূর্ব-ব্যাখ্যাত* নিয়মটির সঙ্গে যে, অস্থির মূলধনের আপেক্ষিক হ্রাস, অতএব শ্রমের সামাজিক উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি, আবশ্যক করে মোট মূলধনের একটি ক্রমবর্ধমান পরিমাণ একই পরিমাণ শ্রম-শক্তিকে গতি-বিমুক্ত করতে এবং একই পরিমাণ উদ্বৃত্ত-শ্রম নিঙড়ে নিতে। কাজে কাজেই, শ্রমিক জনসংখ্যার একটি আপেক্ষিক উদ্বৃত্তের সম্ভাবনা বিকাশ লাভ করে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের দ্বারা প্রদত্ত অগ্রিমের সঙ্গে আনুপাতিক ভাবে—এই কারণে নয় যে সামাজিক শ্রমের উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়, পরন্তু এই কারনে যে তা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং তার উদ্ভব ঘটে না শ্রম এবং জীবন-ধারণের উপায়, বা এই সব জীবন-ধারণের উপায়ের উৎপাদনকারী উপায়সমূহের মধ্যে অনাপেক্ষিক অসঙ্গতি থেকে, বরং উদ্ভব ঘটে শ্রমের ধনতান্ত্রিক শোষণের দ্বারা ঘটিত অসঙ্গতি থেকে, মূলধনের ক্রমবর্ধিত মাত্রায় বৃদ্ধি এবং বর্ধমান জনসংখ্যার জন্য তার প্রয়োজনের আপেক্ষিক সংকোচনের মধ্যে অসঙ্গতি থেকে।

মুনাফার হার যদি হ্রাস পেত ৫০%, তা হলে তা সংকুচিত হত অর্ধেক। মুনাফার পরিমাণ যদি থাকে একই, তা হলে মূলধনকে অবশ্যই করতে হবে দ্বিগুণিত। মুনাফার হ্রাসমান হারে মুনাফার পরিমাণকে একই রাখতে হলে, মোট মূলধনের বৃদ্ধি নির্দেশক গুণকটিকে অবশ্যই হতে হবে মুনাফার হারে পতন-নির্দেশক ভাজকটির সমান। মুনাফার হার যদি হ্রাস পায় ৪০ থেকে ৮-এ, তা হলে মূলধনকে বৃদ্ধি পেতে হবে ৮ : ৪০ হারে অর্থাৎ পাঁচগুণ। ১০,০০,০০০ পরিমাণ একটি মূলধন ৪০% হারে উৎপাদন করে ৪,০০,০০০ এবং ৫০,০০,০০০ পরিমাণ একটি মূলধন ৮% হারে অনুরূপ ভাবে উৎপাদন করে ৪,০০,০০০। এটা খাটে যদি আমরা ফলটি একই রাখতে চাই। কিন্তু ফলটিকে যদি উচ্চতর করতে হয়, তা হলে মূলধনকে অবশ্যই বৃদ্ধি পেতে হবে মুনাফা-হারের পতনের চেয়ে বৃহত্তর হারে। অন্যভাবে বলা যায়, মোট মূলধনের অস্থির অংশটি যাতে অনাপেক্ষিক অঙ্কে একই না থাকে, বরং যাতে তা বৃদ্ধি পায় অনাপেক্ষিক ভাবে, মোট মূলধনের শতাংশের হিসাবে তার হ্রাসপ্রাপ্তি সত্ত্বেও, সেই জন্য মোট মূলধনকে অবশ্যই বৃদ্ধি পেতে হবে অস্থির মূলধনের হ্রাসপ্রাপ্তির চেয়ে দ্রুততর বেগে। তাকে বৃদ্ধি পেতে হবে এত পর্যাপ্ত ভাবে যে তার নোতুন গঠনে তার আবশ্যক হবে শ্রমশক্তি ক্রয় করতে

* ইংরেজী সংস্করণ প্রথম খণ্ড পৃঃ ৬৪৪।

অস্থির মূলধনের পুরনো অংশটির চেয়ে বেশি। যদি একটি মূলধনের অস্থির অংশটি—১০০ হ্রাস পায় ৮০ থেকে ৪০-তে, তা হলে মোট মূলধনকে অবশ্যই হতে হবে ২০০-র চেয়ে বেশি, যাতে করে নিযুক্ত করতে পারে ৪০-এর চেয়ে বেশি অস্থির মূলধন।

এমনকি যদি শোষিত শ্রমিক জনসংখ্যাকে স্থিরও থাকতে হত, এবং শ্রম-দিবসের দৈর্ঘ্য ও তীব্রতাকেই কেবল বাড়াতে হত, তা হলে বিনিয়োজিত মূলধনের পরিমাণকেও বাড়াতে হত, কেননা মূলধনের গঠন বদলে যাবার পরে শোষণের পুরনো অবস্থায় একই পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করার জন্য তাকে হতে হত বৃহত্তর।

এই ভাবে শ্রমের সামাজিক উৎপাদনশীলতার একই বিকাশ নিজেকে প্রকাশ করে, ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের অগ্রগতির সঙ্গে, একদিকে, মুনাফা-হারের ক্রমবর্ধমান মাত্রায় হ্রাস পাবার প্রবণতায়, এবং, অন্যদিকে, আত্মীকৃত, উদ্বৃত্ত-মূল্যের অনাপেক্ষিক পরিমাণে ক্রমবর্ধমান মাত্রায় বৃদ্ধি পাওয়ায়; যাতে করে মোটের উপর অস্থির মূলধন ও মুনাফার আপেক্ষিক হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে ঘটে উভয়েরই অনাপেক্ষিক বৃদ্ধি। এই দ্বিবিধ ফল, যেমন আমরা দেখেছি, নিজেকে প্রকাশ করতে পারে কেবল মোট মূলধনের এমন এক গতিতে বৃদ্ধিতে যা মুনাফা-হারের হ্রাসের চেয়ে দ্রুততর। উচ্চতর গঠনের এক মূলধনে, কিংবা এমন এক মূলধনে যাতে স্থির মূলধনটি আপেক্ষিক ভাবে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে, তা নিয়োজিত হবার জন্য, মোট মূলধনকে কেবল তার উচ্চতর গঠনের সঙ্গে আনুপাতিক ভাবে বৃদ্ধি পেলেই হবে না, বৃদ্ধি পেতে হবে আরো দ্রুত গতিতে। তা হলে এটা অনুসরণ করে যে, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, বর্ধিত শ্রম-শক্তি দূরের কথা, একই পরিমাণ শ্রম-শক্তিকে নিযুক্ত করার জন্যই আবশ্যক হয় একটি ক্রম-বৃহত্তর পরিমাণ শ্রম। অতএব, ধনতান্ত্রিক ভিত্তির উপরে, শ্রমের বর্ধমান উৎপাদনশীলতা আবশ্যিক ও স্থায়ী ভাবে সৃষ্ট করে একটি অতিরিক্ত শ্রমিক জনসংখ্যা। যদি অস্থির মূলধন আগেকার ½-এর পরিবর্তে এখন হয় মোট মূলধনের ঠিক ⅙, তা হলে একই পরিমাণ শ্রম-শক্তিতে নিযুক্ত করতে মোট মূলধনকে করতে হবে ত্রি-গুণিত। আর যদি দ্বিগুণ শ্রম-শক্তি নিযুক্ত করতে হয়, তা হলে মোট মূলধনকে বৃদ্ধি করতে হবে ছ'গুণ।

রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি, যা এতকাল পর্যন্ত মুনাফা-হারের এই পতন প্রবণতার নিয়মটি ব্যাখ্যা করতে পারেনি, সান্ত্বনা লাভ করত মুনাফার বর্ধমান পরিমাণের দিকে, অর্থাৎ মুনাফার অনাপেক্ষিক বৃদ্ধির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে—তা সে একক ধনিকের জন্যই হোক বা সামাজিক মূলধনের জন্যই হোক, কিন্তু তারও ভিত্তি ছিল নিছক বাগাড়ম্বর বা জল্পনা।

এই কথা বলা যে, মুনাফার পরিমাণ নির্ধারিত হয় দুটি বিষয়ের দ্বারা, প্রথমত: মুনাফার হার, এবং দ্বিতীয়ত:, এই হারে বিনিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ, হচ্ছে কেবল একই কথার পুনরুক্তি। সুতরাং এ কথা বলা যে, এমনকি যদি মুনাফার হার পড়েও যায়, তা হলেও একই সময়ে মুনাফার পরিমাণ বেড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে, হচ্ছে এই

পুনরুক্তি থেকে অনুসৃত অনুমান মাত্র। এটা আমাদের এক পা এগোতেও সাহায্য করে না, কেননা এটা মূলধনের পক্ষে সমান ভাবে সম্ভব যে মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া ছাড়াও তা বৃদ্ধি পেতে পারে, এবং যখন মুনাফার পরিমাণ হ্রাসও পায়, এমনকি তখনো তা বৃদ্ধি পেতে পারে। কারণ ২৫% হারে ১০০ দেয় ২৫, এবং ৫% হারে ৪০০ দেয় দেয় কেবল ২০[১] কিন্তু যদি যে কারণগুলি মুনাফার হারে হ্রাস ঘটায়, সেই একই কারণগুলি ঘটায় সঞ্চয়ন, অর্থাৎ অতিরিক্ত মূলধনের গঠন এবং যদি প্রত্যেকটি অতিরিক্ত মূলধন নিযুক্ত করে অতিরিক্ত শ্রম এবং উৎপাদন করে অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত-মূল্য; যদি, অন্য দিকে, মুনাফার হারে কেবলমাত্র হ্রাস সূচিত করে যে স্থির মূলধন, এবং তার সঙ্গে মোট পুরনো মূলধনটি, বৃদ্ধি পেয়েছে, তা হলে এই প্রক্রিয়াটি আর রহস্যাবৃত থাকে না। পরে* আমরা দেখব মুনাফার হারে একটি হ্রাসের সঙ্গে যুগপৎ

---

১. আমরা আরো আশা করব যে, জমির উপরে সঞ্চয়ন এবং মজুরির বৃদ্ধির ফলে মূলধনের মুনাফার হার যতই কমুক না কেন, তবু মুনাফার মোট পরিমাণ বাড়বে। অতএব, ধরে নিয়ে যে, £১,০০,০০০-র বারংবার সঞ্চয়নের সঙ্গে সঙ্গে, মুনাফার হার ২০ থেকে কমে গিয়ে হবে ১৯, তা থেকে ১৮, তা থেকে ১৭%, একটি ক্রমাগত হ্রাসমান হার, আমরা আশা করব যে, মূলধনের ঐ পরপর মালিকদের দ্বারা প্রাপ্ত মুনাফার মোট পরিমাণটি সব সময়েই হবে ক্রম-বৃদ্ধিশীল; যে, যখন মূলধন ছিল ১,০০,০০০, তার চেয়ে তা যখন হবে ২,০০,০০০, তখন ঐ পরিমাণটি হবে আরো বেশী এবং যখন হবে ৩,০০,০০০ তখন আরো আরো বেশি; এবং চলবে এই ভাবেই, বাড়বে, মূলধনের প্রতিটি বৃদ্ধির সঙ্গে তবে ক্রমশঃ কম হারে। কিন্তু এই ক্রম বৃদ্ধিশীলতা সত্য হবে কেবল একটা বিশেষ সময় পর্যন্ত; যেমন, £২,০০,০০০ এর উপরে ১৯% £১,০০,০০০-এর চেয়ে বেশি, আবার £৩,০০,০০০-এর উপরে ১৮% £২,০০,০০০-এর উপরে ১৯%-এর চেয়ে বেশি; কিন্তু মূলধন একটি বৃহৎ পরিমাণে সঞ্চয়িত হয়ে যাবার পরে এবং মুনাফা কমে যাবার পরে, আরো সঞ্চয়ন মোট মুনাফায় হ্রাস ঘটায়। এই ভাবে ধরা যাক যে, সঞ্চয়ন ১০,০০,০০০ এবং মুনাফা ৭%, তা হলে মুনাফার মোট পরিমাণ হবে £৭০,০০০, এখন যদি ঐ ১০,০০,০০০-এর সঙ্গে আরো ১,০০,০০০ যোগ করা হয় এবং মুনাফা কমে গিয়ে দাঁড়ায় ৭%, তা হলে মূলধনের মালিকেরা পাবে £৬৬,০০০ অর্থাৎ £৪,০০০ কম যদিও মূলধনের মোট মোট পরিমাণ £১০,০০,০০০ থেকে বেড়ে হবে £১১,০০,০০০। —Ricardo, Political Economy, ch. VI (Works ed. by Macculloch, 1852, PP. 68·69)—ঘটনাটা এই যে ধরে নেওয়া হয়েছে, মূলধন বেড়েছে ১০,০০,০০০ থেকে ১১,০০,০০০-এ অর্থাৎ ১০% কিন্তু মুনাফার হার কমে গিয়েছে ৭ থেকে ৬-এ, অর্থাৎ ১৪২⁄৭%। *Hinc illae lacrimae.* [Publius, Terence, *Andria*, Act I, Scene I,

* K. Marx "*Theorien uber den Mehrwert.* K. Marx / F. Engels, *Werke* Band 26 Teil 2. S. ৪৩৫-৬৬, ৫:৪-৪৭—সম্পাদক।

মুনাফার পরিমাণে একটি বৃদ্ধির সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্যে কিছু লোক তাদের গণনায় কী রকম সুচিন্তিত মিথ্যা-কথনের আশ্রয় নেন।

আমরা দেখিয়েছি কি ভাবে সেই একই কারণগুলি, যেগুলি মুনাফার সাধারণ হারের পক্ষে সৃষ্টি করে হ্রাস পাবার প্রবণতা, সেগুলিই আবার আবশ্যক করে তোলে মূলধনের ত্বরান্বিত সঞ্চয়ন এবং, অতএব, তার দ্বারা আত্মীকৃত উদ্বৃত্ত-শ্রমের (উদ্বৃত্ত-মূল্য, মুনাফার) অনাপেক্ষিক আয়তন, বা মোট পরিমাণের সম্প্রসারণ। ঠিক যেমন প্রতি-যোগিতায়, এবং প্রতিযোগিতার ধারকদের চেতনায়, সব কিছুই প্রতিভাত হয় বিপরীত রূপে, ঠিক তেমনি এই নিয়মটি, দুটি আপাত স্ববিরোধের মধ্যে নিহিত ও আবশ্যিক সংযোগটি। এটা স্পষ্ট যে, উপরে নির্দেশিত অনুপাতগুলির মধ্যে, একটি বৃহৎ মূলধনের বিনিয়োগকারী ধনিক আপাত-দৃষ্ট উচ্চ মুনাফা অর্জনকারী একজন ক্ষুদ্র ধনিকের চেয়ে করায়ত্ত করবে একটি বৃহত্তর পরিমাণ মুনাফা। এমনকি প্রতিযোগিতার একটি ভাসা-ভাসা পরীক্ষা থেকেও আরো প্রকাশ পায় যে, কতকগুলি অবস্থায়, যখন বৃহত্তর ধনিক তার নিজের জন্য বাজারে জায়গা করে নিতে এবং ক্ষুদ্রতর ধনিকদের বাইরে ঠেলে দিতে চায়, যেমন ঘটে সংকটের সময়ে, সে হাতে কলমে একে কাজে লাগায় অর্থাৎ সে সুচিন্তিত ভাবেই তার মুনাফার হার কমিয়ে দেয়, যাতে করে ক্ষুদ্র ধনিকদের কোনঠাসা করে দিতে পারে। বণিক-মূলধন, যার কথা আমরা পরে বিশদ ভাবে আলোচনা করব, তা-ও লক্ষণীয় ভাবে এমন সব লক্ষণ প্রদর্শন করে যাতে মনে হয় যে মুনাফায় যেন হ্রাস ঘটে ব্যবসার এবং, অতএব, মূলধনের সম্প্রসারণের কারণে। এই মিথ্যা ধারণাটির বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তি পরে দেওয়া হবে। একই ধরনের ভাসাভাসা মন্তব্য আসে ব্যবসার ভিন্ন ভিন্ন লাইনের মুনাফা-হারগুলি মধ্যে তুলনা থেকে—যেগুলি প্রতিযোগিতার অধীনস্থ বা একচেটিয়া কারবারের অধীনস্থ বলে বিশেষিত। প্রতিযোগিতার ধ্বজাধারীদের মনে মনে বিরাজমান ধারণাগুলির সম্পূর্ণ শূন্যগর্ভতা লক্ষ্য করা যায় রশচারে, যথা, মুনাফার হারে হ্রাস সাধনই হচ্ছে অধিকতর "প্রাজ্ঞ ও মানবিক"।* মুনাফার হারে পতন এখানে প্রতিভাত হয় মূলধনের বৃদ্ধির এবং ধনিকের আনুষঙ্গিক হিসাবের ফল রূপে—যে হিসাব বলে যে তার দ্বারা পকেটস্থ-করা মুনাফার পরিমাণ বেশি হবে, যদি মুনাফার হার হয় কম। এই গোটা ধারণাটা (অ্যাডাম স্মিথেরটা বাদে, যেটা আমরা পরে উল্লেখ করব)** দাঁড়িয়ে আছে মুনাফার সাধারণ হার সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভাবে ভ্রান্ত এক উপলব্ধির উপরে এবং এই স্থূল মতের উপরে যে দাম আসলে নির্ধারিত হয় পণ্যের প্রকৃত মূল্যের সঙ্গে মুনাফার একটা কম-বেশি খেয়াল-খুশি মাফিক যোগ করে দিয়ে। স্থূল এই ধ্যান-ধারণাগুলি আবশ্যিক

* Roscher, *Die Grundlage der Nationalokonomie*, 3 Auflage, 1858, 8108, *S.* 192.—*Ed*,

** K. Marx *Theorien uber den Mehrwert*. Marx/Engels, *Werke*, Band 26, Teil 2, *S* 214-28.—*Ed*.

ভাবেই উদ্ভূত হয় সেই উল্‌টে-যাওয়া চেহারাটি থেকে, ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের অন্তর্নিহিত নিয়মগুলি যাকে প্রদর্শন করে প্রতিযোগিতায়।

উৎপাদনশীলতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ঘটে মুনাফার পরিমাণে বৃদ্ধি—এই যে নিয়মটি, এটি নিজেকে আরো প্রকাশ করে এই ঘটনায় যে একটি মূলধনের দ্বারা উৎপাদিত পণ্যসম্ভারের দাম হ্রাস পেলে তার সঙ্গে সঙ্গে ঘটে তাদের মধ্যে বিধৃত, এবং বিক্রয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়িত, মুনাফার পরিমাণগুলিতে বৃদ্ধি।

যেহেতু উৎপাদনশীলতার বিকাশ এবং তদনুযায়ী মূলধনের উচ্চতর গঠন গতি-বিমুক্ত করে উৎপাদনের উপায়সমূহের একটি ক্রমবর্ধমান পরিমাণকে, শ্রমের ক্রমাগত হ্রাসমান পরিমাণের মাধ্যমে, সেইহেতু মোট উৎপন্নের প্রত্যেকটি একাংশ, অর্থাৎ প্রত্যেকটি একক পণ্য, কিংবা মোট পণ্যসম্ভারের এক-একটি লট, আত্মীকৃত করে অল্পতর জীবন্ত শ্রম, এবং ধারণ করে অল্পতর বস্তু রূপায়িত শ্রম—উভয় ক্ষেত্রেই, প্রযুক্ত স্থিতিশীল মূলধনের অবচয়ে এবং পরিভুক্ত কাঁচামাল ও সহায়ক সামগ্রীসমূহে। অতএব, প্রত্যেকটি একক পণ্য ধারণ করে উৎপাদনের উপায়গুলিতে বস্তু-রূপায়িত শ্রমের অল্পতর পরিমাণ এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সংযোজিত নোতুন শ্রমের অল্পতর পরিমাণ। এর ফলে একক পণ্যের দাম পড়ে যায়। কিন্তু একক পণ্যগুলিতে বিধৃত মুনাফাসমূহের পরিমাণ তৎসত্ত্বেও বাড়তে পারে, যদি অনাপেক্ষিক বা আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার বেড়ে যায়। পণ্যটি ধারণ করে অল্পতর পরিমাণ নোতুন সংযোজিত শ্রম কিন্তু তার মজুরি-প্রদত্ত অংশের তুলনায় মজুরি-বঞ্চিত অংশ বৃদ্ধি পায়। যাই হোক, এটা ঘটে কতকগুলি সীমার মধ্যে। উৎপাদনের বিকাশলাভের সঙ্গে একক পণ্যগুলিতে নোতুন-সংযোজিত জীবন্ত শ্রমের অনাপেক্ষিক পরিমাণ বিপুল ভাবে হ্রাস পাবার সঙ্গে সঙ্গে, সেগুলির মধ্যে বিধৃত মজুরি-বঞ্চিত শ্রমের অনাপেক্ষিক পরিমাণও অনুরূপ ভাবে হ্রাস পাবে—মজুরি-প্রদত্ত শ্রমের সঙ্গে তুলনায় তা যতই বৃদ্ধি পাক না কেন। প্রত্যেকটি একক পণ্যের মুনাফার পরিমাণ, শ্রমের উৎপাদনশীলতার বিকাশের সঙ্গে, বিশেষভাবে সংকুচিত হবে—উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও। এবং ঠিক মুনাফার হারে পতনের মতই, এই সংকোচন কেবল বিলম্বিত হয় স্থির মূলধনের উপাদানগুলির সস্তা হওয়া এবং এই বইয়ের প্রথম অংশে বিবৃত অন্যান্য অবস্থাগুলির ফলে, যেগুলি একটি নির্দিষ্ট, বা এমনকি হ্রাসমান, উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারেও, মুনাফার হারটিকে বৃদ্ধি করে।

যেসব একক পণ্যের যোগফল গঠন করে মূলধনের মোট উৎপন্নের পরিমাণ, সেগুলির দাম যে হ্রাস পায়, তার মানে কেবল এই যে একটা বিশেষ পরিমাণ শ্রম বাস্তবায়িত হয় একটি বৃহত্তর পরিমাণ পণ্যসম্ভারের মধ্যে, যার ফলে প্রত্যেকটি একক পণ্য ধারণ করে আগের চেয়ে কম শ্রম। এটা ঘটে এমনকি যদি স্থির মূলধনের একটা অংশের, যেমন কাঁচামাল ইত্যাদির, দাম বেড়েও যায়। কয়েকটি ক্ষেত্রের বাইরে (যেমন, শ্রমের উৎপাদনশীলতা যদি স্থির, এবং অস্থির, মূলধনের সমস্ত উপাদানগুলিকে সমান ভাবে

সস্তা করে দেয়), মুনাফার হার হ্রাস পাবে, উদ্বৃত্ত-মূল্যের উচ্চতর হার সত্ত্বেও, (১) কেননা নোতুন সংযোজিত শ্রমের ক্ষুদ্রতর মোট পরিমাণটির একটি বৃহত্তর মজুরি-বঞ্চিত অংশ আগেকার বৃহত্তর পরিমাণটির একটি ক্ষুদ্রতর মজুরি-বঞ্চিত অংশের চেয়ে ক্ষুদ্রতর, এবং (২) কেননা মূলধনের উচ্চতর গঠনটি একক পণ্যের মধ্যে ব্যক্ত হয় এই ঘটনাটির দ্বারা যে, তার মূল্যের যে-অংশটিতে নোতুন সংযোজিত শ্রম বস্তু-রূপায়িত হয়, সেই অংশটি তার মূল্যের সেই অংশের সঙ্গে তুলনায় হ্রাস পায়, যেটি প্রকাশ করে কাঁচামাল ও সহায়ক সামগ্রী, এবং স্থিতিশীল মূলধনের ক্ষয়-ক্ষতি। একক পণ্যগুলির দামে বিবিধ, গঠনকারী অংশের অনুপাতে এই পরিবর্তন, অর্থাৎ দামের সেই অংশটিতে হ্রাস, যেটিতে নোতুন সংযোজিত জীবন্ত শ্রম বস্তু-রূপায়িত হয় এবং তার সেই অংশটিতে বৃদ্ধি, যেটিতে প্রকাশিত হয় পূর্বেকার বস্তু-রূপায়িত শ্রম, হচ্ছে সেই রূপটি, যেটি একক পণ্যগুলির দামের মাধ্যমে প্রকাশ করে স্থির মূলধনের সঙ্গে তুলনায় অস্থির মূলধনের হ্রাস। ঠিক যেমন একটি বিশেষ মূলধনের পক্ষে, ধরা যাক ১০০-র পক্ষে, এই হ্রাস অনাপেক্ষিক, ঠিক তেমনি এটা পুনরুৎপাদিত মূলধনের একটি একাংশ হিসাবে প্রত্যেকটি একক পণ্যের ক্ষেত্রেও অনাপেক্ষিক। যাই হোক, মুনাফার হারকে যদি গণনা করা হয় কেবল একটি একক পণ্যের দামের উপাদানগুলির ভিত্তিতে, তা হলে সেটি আসলে যা তা থেকে ভিন্নতর হবে। এবং সেটা হবে এই কারণে :

[মুনাফার হার গণনা করা হয় বিনিয়োজিত মোট মূলধনের উপরে, তবে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, কার্যতঃ এক বছরের জন্য। মুনাফার হার হচ্ছে শতাংশের হিসাবে গণনা-করা মোট মূলধনের সঙ্গে এক বছরে উৎপাদিত ও উপলব্ধ উদ্বৃত্ত-মূল্য বা মুনাফার অনুপাত। সুতরাং, এক বছরের জন্য না হয়ে, মুনাফা-হার যদি গণনা করা হয় বিনিয়োজিত মূলধনের প্রতিবর্তনের সময়কালের জন্য, তা হলে এটা তার সমান হবে না। যদি মূলধনটা প্রতিবর্তিত হয় ঠিক এক বছরে, তা হলেই কেবল এই দুটি হার মিলে যাবে।

অন্য দিকে, এক বছরে অর্জিত মুনাফা হচ্ছে কেবল একই বছরে উৎপাদিত ও বিক্রীত পণ্যসমূহের উপরে মুনাফাগুলির মোট অঙ্ক। এখন আমরা যদি মুনাফাকে গণনা করি পণ্যসমূহের ব্যয়-দামের উপরে, আমরা পাই একটি মুনাফার হার = $\frac{ল}{ব}$, যাতে ল মানে এক বৎসর কালে উপলব্ধ মুনাফা এবং ব মানে ঐ একই সময়-কালের মধ্যে উৎপাদিত ও বিক্রীত পণ্যসমূহের ব্যয়-দামগুলির মোট অঙ্ক। এটা পরিষ্কার যে, এই মুনাফা-হার $\frac{ল}{ব}$ মিলবে না মুনাফার আসল হারটির সঙ্গে, যেটি হচ্ছে $\frac{ল}{ম}$, মুনাফার পরিমাণ ভাগ মোট মূলধন, যদি না ব = ম, অর্থাৎ যদি না মূলধনটির প্রতিবর্তিত হয় ঠিক এক বছরে।

শিল্প-মূলধনের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে নেওয়া যাক :

(১) £৮,০০০ পরিমাণ একটি মূলধন বাৎসরিক উৎপাদন ও বিক্রয় করে একটি পণ্যের ৫,০০০ একক, একক-প্রতি ৩০ শিলিং হিসাবে; এই ভাবে সম্পাদন করে বাৎসরিক £৭,৫০০ পরিমাণ একটি প্রতিবর্তন। একক-প্রতি তা মুনাফা করে ১০ শি করে, কিংবা বৎসরে £২,৫০০ করে। তা হলে, প্রতি একক ধারণ করে ২০ শি করে অগ্রিম মূলধন এবং ১০ শি করে মুনাফা, যাতে করে একক-প্রতি মুনাফার হার হয় $\frac{১০}{২০}$ = ৫০%। £৭৫০০ পরিমাণ প্রতিবর্তিত অঙ্কটি ধারণ করে £৫,০০০ পরিমাণ অগ্রিম মূলধন এবং £২,৫০০ পরিমাণ মুনাফা। প্রতিবর্তন-পিছু মুনাফার হার, $\frac{ল}{ব}$, অনুরূপ ভাবে = ৫০%। কিন্তু মোট মূলধনের উপরে গণনা করলে মুনাফার হার $\frac{ল}{ম} = \frac{২,৫০০}{৮,০০০} = ৩১\frac{১}{৪}$%।

(২) মূলধন বেড়ে দাঁড়ায় £১০,০০০। শ্রমের বর্ধিত উৎপাদনশীলতার কারণে, তা সক্ষম হয় পণ্যটির বাৎসরিক ১০,০০০ একক উৎপাদন করতে, একক-প্রতি ২০ শি ব্যয়-দামে। ধরুন, পণ্যটি বিক্রয় হয় ৪ শি মুনাফায়। অতএব একক-প্রতি ২৪ শি দামে। সে ক্ষেত্রে বাৎসরিক উৎপন্নের দাম দাঁড়ায় £১২,০০০ যার মধ্যে £১০,০০০ হল অগ্রিম-দত্ত মূলধন এবং £২,০০০ মুনাফা মুনাফার হার $\frac{ল}{ব} = \frac{৪}{২০}$ একক-প্রতি, $\frac{২০০০}{১০,০০০}$ বাৎসরিক প্রতিবর্তন বাবদে, কিংবা উভয় ক্ষেত্রেই = ২০%। আর যেহেতু মোট মূলধন ব্যয়-দামগুলির যোগফলের সমান অর্থাৎ £১০,০০০, সেহেতু এটা অনুসরণ করে যে $\frac{ল}{ম}$, মুনাফার আসল হার, এ ক্ষেত্রে হল ২০%।

(৩) ধরা যাক, শ্রমের উৎপাদনশীলতার ক্রমাগত বৃদ্ধির দরুন মূলধন বেড়ে দাঁড়ায় £১৫,০০০, এবং তা বাৎসরিক উৎপাদন করে ৩০,০০০ একক পণ্য, একক-প্রতি ১৩ শি ব্যয়-দামে; প্রত্যেকটি একক বিক্রি হয় ২ শি মুনাফায়, বা ১৫ শি দামে। সুতরাং বাৎসরিক প্রতিবর্তন = ৩০,০০০ × ১৫ শি = £২২,৫০০, যার মধ্যে £১৯,৫০০ হল অগ্রিম-দত্ত মূলধন এবং £৩০০০ মুনাফা। মুনাফার হার $\frac{ল}{ব}$ তা হলে = $\frac{২}{১৩}$, $\frac{৩,০০০}{১৯,৫০০} = ১৫\frac{৫}{১৩}$%। কিন্তু $\frac{ল}{ম} = \frac{৩০০০}{১৫,০০০} = ২০$%।

সুতরাং আমরা দেখতে পাই যে, কেবল ২ নং ক্ষেত্রটিতে, যেখানে প্রতিবর্তিত মূলধন-মূল্য মোট মূলধনের সমান, সেখানে একক-প্রতি, বা প্রতিবর্তনের মোট পরিমাণ-প্রতি, মুনাফার হার মোট মূলধনের উপরে গণনা-করা মুনাফার হারের সমান। ১ নং ক্ষেত্রে, যেখানে প্রতিবর্তনের পরিমাণ মোট মূলধনের চেয়ে কম, সেখানে পণ্যটির ব্যয়-দামের উপরে গণনা-করা মুনাফার হারটি উচ্চতর; এবং ৩ নং ক্ষেত্রে,

যেখানে মোট মূলধন প্রতিবর্তনের পরিমাণের চেয়ে কম, সেখানে তা মোট মূলধনের উপরে গণনা-করা আসল হারটির চেয়ে নিম্নতর। এটা একটা সাধারণ নিয়ম।

বাণিজ্যিক রেওয়াজে, প্রতিবর্তনকে সাধারণ ভাবে গণনা করা হয় বেঠিক ভাবে। ধরে নেওয়া হয়, যে মূলধন তখনি একবার প্রতিবর্তিত হয়ে গিয়েছে, যখনি উপলব্ধ পণ্য-দামগুলির সমষ্টি বিনিয়োজিত মোট মূলধনটির সমান হয়ে যায়। কিন্তু মূলধন গোটা প্রতিবর্তনটি কেবল তখনি সম্পূর্ণ করতে পারে, যখন উপলব্ধ পণ্য-দামগুলির সমষ্টি মোট মূলধনের অঙ্কটির সমান হয়। —এঙ্গেলস]

এ থেকে আবার বোঝা যায়, ধনতান্ত্রিক উৎপাদনে একক পণ্যগুলিকে, বা একটা নির্দিষ্ট সময়কালের পণ্য-উৎপন্নকে, পরস্পর-বিচ্ছিন্ন, নিছক কতকগুলি পণ্য হিসাবে গণ্য না করে অগ্রিম-দত্ত মূলধনের উৎপন্ন হিসাবে এবং, যে-মোট মূলধন সেগুলিকে উৎপাদন করে, সেগুলির প্রতিপেক্ষিতে, গণ্য করা কত গুরুত্বপূর্ণ।

মুনাফার হারটিকে অবশ্যই গণনা করতে হবে কেবল পণ্যসমূহের মধ্যে পুনরাবির্ভূত মূলধনের পরিভুক্ত অংশটিরই প্রতিপ্রেক্ষিতে উৎপাদিত ও উপলব্ধ উদ্বৃত্ত-মূল্যকে পরিমাপ করে নয়, পরন্তু এই অংশ যোগ মূলধনের অপরিভুক্ত অথচ প্রযুক্ত অংশটি, যেটি উৎপাদনে কর্মরত আছে, সেটিরও প্রতিপ্রেক্ষিতে। যাই হোক, মুনাফার পরিমাণটি পণ্যগুলির নিজেদেরই মধ্যে বিধৃত এবং সেগুলির বিক্রয়ের মাধ্যমে উপলভ্য, মুনাফা বা উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ ছাড়া আর কিছুর সমান হতে পারে না।

শিল্পের উৎপাদনশীলতা যদি বাড়ে একক পণ্যগুলির দাম তবে কমে। সেগুলির মধ্যে থাকে অল্পতর শ্রম, অল্পতর মজুরি-প্রদত্ত ও মজুরি-বঞ্চিত শ্রম। ধরা যাক, একই শ্রম উৎপাদন করে, ধরুন, তার আগেকার উৎপন্নের তিন গুন। সেক্ষেত্রে ⅓ শ্রম দেয় একক উৎপন্ন এবং যেহেতু মুনাফা পারে পণ্যের মধ্যে বিধৃত শ্রমের পরিমাণের কেবল একটি অংশ মাত্র পূরণ করতে, সেই হেতু একক পণ্যটিতে মুনাফার পরিমাণ অবশ্যই হ্রাস পাবে, এবং এটা ঘটে কতকগুলি সীমার মধ্যে, এমন কি যদি উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার বৃদ্ধিও পায়। যাই হোক, মোট উৎপন্নের উপরে মুনাফার পরিমাণ হল মুনাফার পরিমাণটির নীচে নামে না, যতক্ষণ পর্যন্ত মূলধন একই সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করে একই শোষণের মাত্রায়। (এটা আরো ঘটতে পারে যদি অল্পতর সংখ্যক শ্রমিককে নিযুক্ত করা হয় শোষণের উচ্চতর হারে।) কেননা একক উৎপন্নের উপরে মুনাফার পরিমাণ হ্রাস পায় উৎপন্নের সংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে আনুপাতিক ভাবে। মুনাফার পরিমাণটি একই থাকে কিন্তু বন্টিত হয় বিভিন্ন ভাবে পণ্যসমূহের মোট পরিমাণের উপরে। নোতুন সংযোজিত শ্রমের দ্বারা সৃষ্ট মূল্যের পরিমাণটির শ্রমিক এবং ধনিকদের মধ্যে বণ্টনকেও তা পরিবর্তিত করে না। যতক্ষণ পর্যন্ত একই পরিমাণ শ্রমকে নিযুক্ত করা হয়, ততক্ষণ অবধি মুনাফার পরিমাণটিতে পরিবর্তন ঘটতে পারে না, যেদিন মজুরি-বঞ্চিত উদ্বৃত্ত-শ্রম বৃদ্ধি পায়, কিংবা, যদি শোষণের তীব্রতা একই থাকে, যদিনা শ্রমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। অথবা এই দুটি কারণই সম্মিলিত হয়ে এই ফলটি উৎপাদন করতে পারে। এই সমস্ত ক্ষেত্রেই—যেগুলি অবশ্য, আমরা

যা ধরে নিয়েছি তদনুসারে, ধরে নেয় অস্থির মূলধনের সঙ্গে তুলনায় স্থির মূলধনের বৃদ্ধি এবং মোট মূলধনের আয়তনে বৃদ্ধি—একক পণ্যটি ধারণ করে একটি ক্ষুদ্রতর পরিমাণ মুনাফা এবং এমনকি একক পণ্যের উপরে গণনা করা হলেও মুনাফার হার হ্রাস পায় নোতুন সংযোজিত শ্রমের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বস্তু-রূপায়িত হয় একটি বৃহত্তর সংখ্যক পণ্যে। একক পণ্যের দাম হ্রাস পায়। অমূর্ত ভাবে বিবেচনা করলে, মুনাফার হার একই থাকতে পারে, এমনকি যদিও একক পণ্যটির দাম হ্রাস পেতেও পারে শ্রমের বৃহত্তর উৎপাদনশীলতা এবং এই স্বলভতর পণ্যটির সংখ্যায় একটি যুগপৎ বৃদ্ধির ফলে—যদি দৃষ্টান্ত হিসাবে, শ্রমের এই বর্ধিত উৎপাদনশীলতা সমান ভাবে ও যুগপৎ কাজ করে পণ্যটির সমস্ত উপাদানের উপরে, যাতে করে তার মোট মূল্যটি হ্রাস পায় সেই একই অনুপাতে, যে অনুপাতে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়, যখন, অন্য দিকে, উক্ত পণ্যটির দামের বিভিন্ন উপাদানগুলির পারস্পরিক সম্পর্কটা থেকে যায় একই। মুনাফার হারটি এমনকি বৃদ্ধিও পেতে পারে, যদি উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারটি বৃদ্ধি প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে স্থির, বিশেষ করে স্থিতিশীল, মূলধনের উপাদানগুলির মূল্যে একটি উল্লেখযোগ্য হ্রাস ঘটে। কিন্তু বাস্তবে, যেমন আমরা দেখেছি শেষ পর্যন্ত মুনাফার হারটি হ্রাস পাবে। কোন ক্ষেত্রেই কোনো একক পণ্যের দামে হ্রাসপ্রাপ্তি নিজে নিজেই মুনাফার হারের কোনো সমাধান সূত্র দিতে পারে না। সব কিছুই নির্ভর করে তার উৎপাদনে বিনিয়োজিত মোট মূলধনের আয়তনের উপরে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যদি একগজ কাপড়ের দাম ৩শি থেকে কমে হয় ১⅔শি, যদি আমরা জানি যে এই দাম কমার আগে তা ধারণ করত ১⅔শি স্থির মূলধন, সুতা ইত্যাদি, ⅔শি মজুরি এবং ⅔শি মুনাফা যখন দাম কমার পরে তা ধারণ করে ১শি স্থির মূলধন, ⅓শি মজুরি এবং ⅓শি মুনাফা, আমরা বলতে পারি না মুনাফার হারটি একই আছে কিনা। এটা নির্ভর করে অগ্রিম-দত্ত মোট মূলধন বেড়েছে কিনা, বেড়ে থাকলে কতটা বেড়েছে, এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ে তা আরো কত গজ উৎপাদন করে, তার উপরে।

ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতি থেকে উদ্ভূত এই যে ব্যাপার যে, শ্রমের বর্ধমান উৎপাদন-শীলতা সূচিত করে একক পণ্যের, বা একটি বিশেষ পরিমাণ পণ্যসম্ভারের, দামে হ্রাস, পণ্যের সংখ্যায় বৃদ্ধি, একক পণ্যের মুনাফার পরিমাণে এবং মোট পণ্য-সম্ভারের মুনাফার হারে হ্রাস, এবং মোট পণ্য-সম্ভারের মুনাফার পরিমাণে বৃদ্ধি—এই ব্যাপারটি উপরে উপরে প্রতিভাত হয় কেবল একক পণ্যের উপরে মুনাফার পরিমাণে হ্রাস, তার দামে বৃদ্ধি, মোট সামাজিক মূলধন বা একজন একক ধনিকের দ্বারা উৎপাদিত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মোট পণ্যসংখ্যার উপরে মুনাফার পরিমাণে বৃদ্ধি হিসাবে। তখন মনে হয় যেন ধনিক তার নিজের স্বাধীন ইচ্ছামত একক পণ্যের দামে সংযোজিত করে অল্পতর মুনাফা এবং সেটা পূরণ করে নেয় তার উৎপাদিত পণ্যের বর্ধিত সংখ্যার দ্বারা। এই ধারণাটির ভিত্তি হল পরকীকরণের পরে মুনাফার ধারণাটি, যার উদ্ভব ঘটে আবার বণিক-মূলধনের ধারণাটি থেকে।

প্রথম গ্রন্থে (৪৩৭ Abschnitt*) আমরা আগেই দেখেছি যে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং একক পণ্যের দাম হ্রাসের সঙ্গে পণ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি (যতক্ষণ পর্যন্ত এই পণ্যগুলি নির্ধারক রূপে শ্রম-শক্তির মধ্যে প্রবেশ না করে) একক পণ্যটিতে মজুরি-প্রদত্ত এবং মজুরি-বঞ্চিত শ্রমের মধ্যেকার অনুপাতটিকে ক্ষুণ্ণ করে না—দাম হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও।

যেহেতু প্রতিযোগিতায় সব জিনিসই, প্রতিভাত হয় বিকৃত, যথা বিপরীতান্বিত, রূপে, সেই হেতু একক ধনিক কল্পনা করতে পারে যে, (১) একক পণ্যের দাম কমিয়ে সে তার উপরে তার মুনাফার পরিমাণ কমিয়ে দিচ্ছে, অথচ তখনো একটি বৃহত্তর পরিমাণ পণ্য বিক্রয় করে হস্তগত করছে একটি বৃহত্তর মুনাফা ; (২) একক পণ্য-গুলির দাম সে ধার্য করে এবং মোট উৎপন্নের দাম সে নির্ধারণ করে স্বার্থ অনুসারে কৌশল গ্রহণ করে, যেখানে মূল প্রক্রিয়াটি হল বস্তুতঃ পক্ষে বিভাজনের প্রক্রিয়া (দ্রষ্টব্য: Book I, Kap X, *S.* 281 **), এবং গুণন হচ্ছে কেবল গৌণ ভাবে সঠিক, কারণ তার ভিত্তি হচ্ছে ঐ বিভাজন। প্রতিযোগিতার সেবাদাস এই ধনিকদের অনন্য ধারণাগুলিকে আপাত দৃষ্টিতে অধিকতর তাত্ত্বিক ও সাধারণীকৃত ভাষায় অনুবাদ এবং ঐ ধারণাগুলির ন্যায্যতা প্রমাণের চেষ্টা করা ছাড়া হাতুড়ে অর্থনীতিবিদ আর কিছুই করেন না।

পণ্য-দামে হ্রাস এবং এই দাম হ্রাস-পাওয়া পণ্যগুলির বর্ধিত পরিমাণ, বস্তুতঃ পক্ষে, মুনাফার হ্রাস-মান হারের সঙ্গে যুগপৎ মুনাফার বর্ধমান পরিমাণের নিয়মটিরই ভিন্ন একটি প্রকাশ।

একটি হ্রাসমান মুনাফা-হার কত দূর অবধি বর্ধমান দামসমূহের সঙ্গে সহ-ঘটিত হতে পারে—তার বিশ্লেষণের জায়গা এটা নয়, যেমন প্রথম গ্রন্থে (*S.* 280-81) আলোচিত আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্য সংক্রান্ত বিষয়টির বিশ্লেষণের জায়গাও নয়। উন্নীত অথচ এখনো সাধারণ ভাবে প্রবর্তিত হয়নি, এমন সব উৎপাদন-পদ্ধতি নিয়ে কর্মলিপ্ত ধনিক বিক্রয় করে বাজার দামের নীচে, কিন্তু তার নিজের উৎপাদন-দামের উপরে ; তার মুনাফার হার বাড়তে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রতিযোগিতা তাকে সমান করে দেয়। এই সমীকরণের সময়কালে দ্বিতীয় প্রয়োজনীয় শর্তটি, বিনিয়োজিত মূলধনটির সম্প্রসারণ, আত্মপ্রকাশ করে। এই সম্প্রসারণের মাত্রা, অনুযায়ী, নোতুন অবস্থায়, ধনিক সক্ষম হবে তার পূর্বতন শ্রমিকদের একটি অংশকে, বাস্তবে হয়ত তাদের সকলকে, এমনকি আরো বেশি সংখ্যককে, নিযুক্ত করতে এবং এইভাবে একই, বা বৃহত্তর, পরিমাণ মুনাফা উৎপাদন করতে।

* ইং সং : চতুর্থ ও সপ্তম অংশ।

** ইং সং : দ্বাদশ অধ্যায়, পৃ:-৩১৬-১৭।

*** ইং সং : পৃ: ৩১৬-১৭

চতুর্দশ অধ্যায়

বিরুদ্ধ-ক্রিয়াশীল প্রভাবসমূহ

পূর্ববর্তী সমস্ত সময়কালের সঙ্গে তুলনায় একমাত্র গত ত্রিশ বছরে সামাজিক শ্রমের উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিপুল বিকাশের ব্যাপারটি যদি আমরা বিবেচনা করি; সমগ্র ভাবে সামাজিক উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় সত্যিকার যন্ত্রপাতি ছাড়াও, বিশেষ করে স্থিতিশীল মূলধনের বিপুল পরিমাণের কথাটি যদি আমরা বিবেচনা করি, তা হলে যে সমস্যাটা এত কাল অর্থনীতিবিদকে বিড়ম্বিত করে এসেছে—হ্রাসমান মুনাফা-হারের ব্যাখ্যার সমস্যাটা, সেটা এখন তার বিপরীতটাকে জায়গা ছেড়ে দেয়—এই হ্রাস কেন আরো বেশি এবং আরো দ্রুত হয় না, সেটা ব্যাখ্যা করার সমস্যাটাকে। নিশ্চয়ই কিছু বিরুদ্ধতাকারী প্রভাব কাজ করছে, যেগুলি সাধারণ নিয়মের ফলকে ছাড়িয়ে যায় এবং নাকচ করে দেয়, এবং যা তাকে দেয় কেবল প্রবণতা-বাচক একটি বৈশিষ্ট্য, যে কারণে আমরা মুনাফার সাধারণ হারের হ্রাসকে একটি প্রবণতা হিসাবে উল্লেখ করেছি।

সবচেয়ে সাধারণ প্রতি-বিরোধী শক্তিগুলি হচ্ছে এই:

১. শোষণের বর্ধমান তীব্রতা

শ্রম-শোষণের তীব্রতাকে, উদ্বৃত্ত-শ্রম ও উদ্বৃত্ত-মূল্যের আত্মীকরণকে, লক্ষণীয় ভাবে বাড়ানো হয় কাজের দিনকে দীর্ঘতর করে, শ্রমকে তীব্রতর করে। এই বিষয় দুটিকে প্রথম গ্রন্থে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে—অনাপেক্ষিক ও আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎপাদন প্রসঙ্গে। শ্রমের তীব্রতা সাধনের অনেক পন্থা আছে, যেগুলি নির্দেশ করে, অস্থির মূলধনের সঙ্গে তুলনায় স্থির মূলধনের বৃদ্ধি; এবং অতএব, মুনাফার হারে হ্রাস, যেমন শ্রমিককে বাধ্য করা বৃহত্তর সংখ্যক মেশিন নিয়ে কাজ করতে। এই ধরনের ক্ষেত্রে—এবং আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনের সহায়তাকারী অধিকাংশ কার্যক্রমে—যে-কারণগুলি উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারটিকে বৃদ্ধি করে, সেই একই কারণগুলি আবার, বিনিয়োজিত মোট মূলধনের নির্দিষ্ট পরিমাণ-সমূহের অবস্থান থেকে, সংঘটিত করতে পারে উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণে একটি হ্রাসও। কিন্তু তীব্রতা-সাধনের অন্যান্য দিকও আছে, যেমন মেশিনপত্রের দ্রুততর গতিবেগ, যার ফলে একই সময়ের মধ্যে অধিকতর কাঁচামাল পরিভুক্ত হয় কিন্তু, স্থিতিশীল মূলধনের বেলায়, মেশিনপত্র তত তাড়াতাড়ি ক্ষয়-ক্ষতি হয়, এবং তবু যে-শ্রম তাকে গতিশীল করে, তার দামের সঙ্গে মেশিনপত্রের মূল্যের সম্পর্কটি কোনো ক্রমে ক্ষুণ্ন হয় না। কিন্তু উল্লেখ্য যে,

কাজের দিনের এই যে দীর্ঘতা সাধনই, আধুনিক শিল্পের এই যে উদ্ভাবন, এটাই আত্মীকৃত উদ্বৃত্ত-শ্রমের পরিমাণ বৃদ্ধি করে—নিযুক্ত শ্রম-শক্তির সঙ্গে তার দ্বারা গতিবিমুক্ত স্থির মূলধনের অনুপাতটিকে মূলত কোনো পরিবর্তন না ঘটিয়ে ; এবং এটাই বরং এই মূলধনের আপেক্ষিক হ্রাস সাধনের দিকে প্রবণতা সৃষ্টি করে। অধিকন্তু, এটা ইতিপূর্বেই দেখানো হয়েছে—এবং মুনাফা-হারের পতন-প্রবণতার এটাই হল আসল রহস্য—যে, আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদন করার কলা-কৌশল, মোটের উপরে, পরিণত হয় একদিকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রমের যত বেশি সম্ভব অংশকে উদ্বৃত্ত-মূল্যে রূপান্তরিত করণে এবং অন্য দিকে, বিনিয়োজিত মূলধনের অনুপাতে শ্রমের যত কম সম্ভব অংশকে নিযুক্ত করণে, যাতে করে যে কারণগুলি শোষণের তীব্রতা-বৃদ্ধির সুযোগ করে দেয়, সেই একই কারণগুলি আবার আগের মত একই পরিমাণ শ্রমের শোষণকে নাকচ করে দেয়। এগুলিই হচ্ছে প্রতি-বিরোধী প্রবণতা, যেগুলি, উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারে বৃদ্ধি সাধনের সঙ্গে, আবার উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ, অতএব একটি মূলধনের দ্বারা উৎপাদিত মুনাফার হার, হ্রাসেরও প্রবণতা সৃষ্টি করে। ব্যাপক ভাবে নারী ও শিশু শ্রম নিয়োগের উল্লেখও এখানে করা উচিৎ, যার ফলে গোটা পরিবার এখন মূলধনের জন্য সম্পাদন করে আগের চেয়ে বেশি উদ্বৃত্ত-শ্রম, এমনকি তাদের মজুরির মোট পরিমাণ যদি বেড়েও যায়, যা অবশ্য সব সময়ে ঘটে না।—বিনিয়োজিত মূলধনের আয়তন পরিবর্তন না করে, যা কিছু কেবল পদ্ধতিগত উন্নতি সাধনের মাধ্যমে আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎপাদন প্রণোদিত করে, যেমন কৃষিকার্যে, তারও ফল হয় এই একই। সত্য বটে যে, স্থির মূলধন, এমন ক্ষেত্রে, অস্থির মূলধনের সঙ্গে তুলনায় বৃদ্ধি পায় না, যেহেতু আমরা অস্থির মূলধনকে গণ্য করি নিয়োজিত শ্রম-শক্তির পরিমাণের একটি সূচক হিসাবে, কিন্তু উৎপন্নের পরিমাণ অবশ্যই বৃদ্ধি পায় নিয়োজিত শ্রম-শক্তির অনুপাতে। একই জিনিস ঘটে, যদি শ্রমের উৎপাদনশীলতা (তা, তার উৎপন্ন দ্রব্য শ্রমিকের পরিভোগেই যাক বা স্থির মূলধনের উৎপাদনগুলির মধ্যেই যাক) বিমুক্ত হয় পরিবহন-ব্যবস্থার বাধা-বিঘ্ন থেকে, কালক্রমে যেগুলি প্রতিবন্ধকে পরিণত হয়েছে তেমন স্বেচ্ছাচারী ও অন্যান্য বিধি-নিষেধ থেকে, সব রকমের শৃংখল থেকে—স্থির মূলধনের সঙ্গে অস্থির মূলধনের অনুপাতটিকে ক্ষুণ্ণ না করে।

প্রশ্ন করা যায়, যে বিষয়গুলি মুনাফা-হারের পতনকে বাধা দেয়, কিন্তু যেগুলি শেষ বিশ্লেষণে সব সময়েই ত্বরান্বিত করে তার পতন—সে বিষয়গুলি উদ্বৃত্ত-মূল্যের সাময়িক, অথচ পৌনঃপুনিক, বৃদ্ধিগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে কিনা, যেগুলি এখন ঘটে উৎপাদনের এই শাখায়, তখন ঘটে ঐ শাখায়, এবং সেই ধনিকদের স্বার্থসিদ্ধি করে, যারা অন্যত্র চালু হবার আগেই নোতুন নোতুন উদ্ভাবনকে কাজে লাগায় এই প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই হবে ইতিবাচক।

একটি নির্দিষ্ট আয়তনের মূলধনের দ্বারা উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ দুটি জিনিসের উৎপন্ন ফল—উদ্বৃত্ত মূল্যের হার গুণ এই হারে নিযুক্ত শ্রমিক সংখ্যা।

সুতরাং, উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি নির্দিষ্ট হারে. এটা নির্ভর করে শ্রমিকদের সংখ্যার উপরে, এবং যখন এই সংখ্যাটি নির্দিষ্ট থাকে, তখন এটা নির্ভর করে উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারের উপরে। সুতরাং, সাধারণতঃ, এটা নির্ভর করে অস্থির মূলধনের আয়তনসমূহ এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারের মিশ্র অনুপাতের উপরে। আমরা এখন দেখেছি যে, গড়ে, যে-বিষয়গুলি আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার বৃদ্ধি করে, ঠিক সেগুলিই আবার নিযুক্ত শ্রম-শক্তির পরিমাণ হ্রাস করে। যাই হোক. এটা স্পষ্ট যে, এই পরস্পর-বিরোধী গতি-প্রতিগতির নির্দিষ্ট অনুপাত অনুযায়ী এটা ঘটবে বেশি বা কম মাত্রায়, এবং মুনাফা-হ্রাসের প্রবণতাটি লক্ষণীয় ভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে অনাপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার বৃদ্ধি পাবার ফলে, যার উৎপত্তি ঘটে কাজের দিনের দীর্ঘতা-সাধন থেকে।

মুনাফা-হারের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছিলাম যে, এই হারে একটি হ্রাস ঘটার সঙ্গে সঙ্গে ঘটত মুনাফার পরিমাণে একটি বৃদ্ধি—নিয়োজিত মোট মুনাফার বর্ধমান পরিণামের দরুন। সমাজের মোট অস্থির মূলধনের অবস্থান থেকে, তা যে উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদন করেছে, সেটা তা যে মুনাফা উৎপাদন করেছে, তার সমান। উদ্বৃত্ত-মূল্যের অনাপেক্ষিক পরিমাণ এবং হার—দুটিই বৃদ্ধি পেয়েছে; একটি এই কারণে যে সমাজের দ্বারা নিয়োজিত শ্রম-শক্তির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্যটি এই কারণে যে এই শ্রম-শক্তির শোষণের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট আয়তনের মূলধনের ক্ষেত্রে ধরা যাক ১০০-এর ক্ষেত্রে, উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার বৃদ্ধি পেতে পারে, যখন গড় পরিমাণটি হ্রাস পেতে পারে; কেননা এই হারটি নির্ধারিত হয় সেই অনুপাতের দ্বারা, যে-অনুপাতে অস্থির মূলধন মূল্য উৎপাদন করে, যখন পরিমাণটি নির্ধারিত হয় মোট মূলধনের সঙ্গে অস্থির মূলধনের অনুপাতের দ্বারা।

উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারে বৃদ্ধি হচ্ছে একটি বিষয়, যা নির্ধারণ করে উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ, এবং অতএব, মুনাফার হারটিকেও, কেননা এটা ঘটে থাকে বিশেষ করে এমন এমন অবস্থায়, যেখানে, যেমন আমরা আগে দেখেছি, স্থির মূলধনটি একেবারেই বর্ধিত হয় না, কিংবা বর্ধিত হলেও অস্থির মূলধনের সঙ্গে আনুপাতিক ভাবে হয় না। এই ঘটনা সাধারণ নিয়মটিকে নাকচ করে দেয় না। কিন্তু এটা তাকে কাজ করায় একটি প্রবণতা হিসাবে অর্থাৎ এমন একটি নিয়ম হিসাবে যার অনাপেক্ষিক ক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত, ব্যাহত ও নিস্তেজিত হয়েছে প্রতি-বিরোধী অবস্থাবলীর দ্বারা। কিন্তু যেহেতু সেই একই প্রভাবসমূহ, যেগুলি বৃদ্ধি করে উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার (এমনকি কাজের দিনের দীর্ঘতা-সাধনও হচ্ছে বৃহদায়তন শিল্পের ফল), সেগুলিই একটি নির্দিষ্ট মূলধনের দ্বারা নিযুক্ত শ্রম-শক্তির হ্রাস-সাধনে সক্রিয় হয়, সেই হেতু এটা অনুসরণ করে যে সেগুলিই আবার সক্রিয় হয় মুনাফা-হারের হ্রাস-সাধনে এবং এই হ্রাসের পথে বাধাদানে। যদি যতটা শ্রম যুক্তিসঙ্গত ভাবে করার কথা হয় অন্ততঃ দুজন শ্রমিকের, তা করতে বাধ্য করা হয় একজন শ্রমিককে, এবং এটা যদি করা হয় এমন অবস্থায় যাতে এই একজন শ্রমিক প্রতিস্থাপিত করতে পারে তিন জন শ্রমিককে, তা হলে এই একজন শ্রমিক সম্পাদন

করবে ততটা পরিমাণ উদ্বৃত্ত-শ্রম, যতটা আগে করত দুজন শ্রমিক, এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারও বেড়ে যাবে তদনুযায়ী। কিন্তু তিনজন যা করত, তা সে করবে না। এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ তদনুযায়ী কম হবে। কিন্তু পরিমাণে এই কম হওয়া প্রতিপূরিত হয়ে যাবে উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার বেড়ে যাওয়ার দরুন। যদি গোটা জনসংখ্যাটাই নিযুক্ত হয় উদ্বৃত্ত-মূল্যের উচ্চতর হারে, তা হলে উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে—জনসংখ্যা অপরিবর্তিত থাকা সত্ত্বেও। তা বৃদ্ধি পাবে আরো বেশি যদি জনসংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। এবং যদিও তা বাধা থাকে মোট মূলধনের আয়তনের অনুপাতে নিযুক্ত শ্রমিক-সংখ্যার আপেক্ষিক হ্রাসের সঙ্গে, তবু এই হ্রাস শমিত বা প্রতিহত হয় উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারে বৃদ্ধি-প্রাপ্তির দ্বারা।

এই বিষয়টি ছেড়ে দেবার আগে, আরো একবার এর উপরে জোর দেওয়া উচিত যে, একটি নির্দিষ্ট আয়তনের মূলধনের ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত-মূল্যের **হার** বৃদ্ধি পেতে পারে, যখন তার **পরিমাণ** হ্রাস পাচ্ছে, এবং হ্রাস পেতে পারে, যখন পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ হল হার গুণ শ্রমিক সংখ্যা; যাই হোক, হারটিকে কখনো হিসাব করা হয় না মোট মূলধনের উপরে, হিসাব করা হয় কেবল অস্থির মূলধনের উপরে, কার্যতঃ কেবল প্রত্যেকটি কাজের দিনের বাবদে। অন্য দিকে, একটি নির্দিষ্ট আয়তনের মূলধন-মূল্যের ক্ষেত্রে, **উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণে** বৃদ্ধি বা হ্রাস ছাড়া **মুনাফার হার** বৃদ্ধিও পেতে পারে না, হ্রাসও পেতে পারে না।

২. শ্রম-শক্তির মূল্যের নীচে মজুরির হ্রাস

এটা এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে কেবল অভিজ্ঞতামূলক ভাবে, যেহেতু উল্লিখিতব্য অন্য অনেক জিনিসের মত, মূলধনের সাধারণ বিশ্লেষণের সঙ্গে এরও কোনো সম্পর্ক নেই; এটা প্রতিযোগিতার বিশ্লেষণের অন্তর্ভুত, যা এই গ্রন্থে অনুপস্থিত। যাই হোক, যেসব সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মুনাফা-হারের পতন-প্রবণতাকে প্রতিরোধ করে, এটা সেগুলির মধ্যে একটি।

৩. স্থির মূলধনের উপাদানগুলি সস্তা হবার ব্যাপার

উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার যখন একই থাকে তখন, কিংবা উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার নির্বিশেষে, যেসব বিষয় মুনাফার হার বৃদ্ধি করে, সে সম্পর্কে প্রথম বিভাগে যা কিছু বলা হয়েছে, তা সমস্তই এখানে স্থান পাবে। অতএব, মোট মূলধন প্রসঙ্গে, আরে. উল্লেখ্য যে স্থির মূলধনের মূল্য তার বস্তুগত আয়তনের সঙ্গে একই অনুপাতে বৃদ্ধি পায় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, একটি আধুনিক কারখানায় একজন মাত্র ইউরোপীয় সুতো-কাটুনীর দ্বারা সংসাধিত তুলোর পরিমাণ, আগে একজন ইউরোপীয় সুতো-কাটুনী চরকার সাহায্যে যে-পরিমাণ তুলো সংসাধিত করত, তার তুলনায় বিপুল ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবু সংসাধিত তুলোর মূল্য তার পরিমাণের সঙ্গে একই অনুপাতে বৃদ্ধি পায়নি। একই

কথা প্রযোজ্য মেশিনারি এবং অন্যান্য স্থিতিশীল মূলধনের ক্ষেত্রে। সংক্ষেপে, একই ঘটনা-বিকাশ, যা অস্থির মূলধনের সঙ্গে তুলনায় স্থির মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে, তা-ই আবার শ্রমের বর্ধিত উৎপাদনশীলতার ফলস্বরূপ তার উপাদান-সমূহের মূল্য হ্রাস করে, এবং স্থির মূলধনের মূল্যকে নিবারণ করে, যদিও তা ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়, তার বস্তুগত আয়তনের সমান হারে বৃদ্ধি-প্রাপ্তি থেকে—অর্থাৎ একই পরিমাণ শ্রম-শক্তির দ্বারা গতি-বিমুক্ত উৎপাদন-উপায়সমূহের বস্তুগত আয়তনের সমান হারে। ভিন্ন ভিন্ন বিচ্ছিন্ন ক্ষেত্রে স্থির মূলধনের উপাদানগুলির পরিমাণ এমনকি বৃদ্ধিও পেতে পারে, যখন তার মূল্য একই থাকে, বা হ্রাস পায়।

যা বলা হ'ল, তা উপস্থিত মূলধনের অর্থাৎ তার বস্তুগত উপাদানগুলির অবচয়ের সঙ্গে বাঁধা, যা ঘটে শিল্পের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে। এটা আরেকটা ক্রমাগত ক্রিয়াশীল বিষয়, যা মুনাফার হারের পতনকে রোধ করে, যদিও তা কখনো কখনো, মুনাফা-দায়ী মূলধনের পরিমাণকে খর্ব করে, মুনাফার পরিমাণের উপরে অনধিকার-চর্চা করতে পারে। এ থেকে আরেক বার দেখা যায় যে, যে প্রভাবগুলি মুনাফা-হারকে পতনের দিকে ঠেলে দেয়, সেগুলিই আবার এই পতন-প্রবণতাকে মাত্রাবদ্ধ রাখে।

৪. আপেক্ষিক অতি-জনসংখ্যা

শ্রমের উৎপাদনশীলতার বিকাশ, যা প্রকাশ পায় মুনাফা-হারের হ্রাস-প্রাপ্তিতে, তা থেকে-এর বিস্তার ও ত্বরান্বিত বৃদ্ধি। কোন দেশে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতি যত বিকাশ লাভ করে, সেখানে এই আপেক্ষিক অতি-জনসংখ্যাও তত প্রকট হয়ে ওঠে। এই কারণেই আবার, একদিকে, উৎপাদনের অনেক শাখায় মূলধনের কাছে শ্রমের এই কম বেশি অসম্পূর্ণ বশ্যতা অব্যাহত থাকে, এবং প্রথম দৃষ্টিতে যা বিকাশের সাধারণ পর্যায়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে হয়, তার চেয়ে দীর্ঘতর কাল অব্যাহত থাকে। এর কারণ হচ্ছে নিয়োগ-যোগ্য বা বেকার মজুরি-শ্রমিকদের সস্তা মজুরিতে প্রাপ্যতা ও প্রাচুর্য, এবং উৎপাদনের কিছু কিছু শাখা তাদের প্রকৃতিগত ভাবেই মেশিন-উৎপাদনে দৈহিক কাজের রূপান্তর সাধনে যে প্রতিরোধ সৃষ্টি করে, সেই প্রতিরোধ। অন্যদিকে, নোতুন নোতুন উৎপাদন-শাখা উন্মুক্ত হয়, বিশেষ করে বিলাস সামগ্রী উৎপাদনের জন্য, এবং এই শাখাগুলিই তাদের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করে এই অতি-জনসংখ্যাকে, যা মুক্তি পায় অন্যান্য শাখা থেকে—তাদের স্থির মূলধন বৃদ্ধি পাবার কারণে। এই নোতুন শাখাগুলি শুরু করে প্রধানত জীবন্ত শ্রম দিয়ে, এবং তার পরে ধাপে ধাপে অতিক্রম করে অন্যান্য শাখার মত একই বিবর্তনের মধ্য দিয়ে। উভয় ক্ষেত্রেই অস্থির মূলধন গঠন করে মোট মূলধনের একটি বড় অংশ এবং মজুরি গড়ের তুলনায় কম, যার দরুন উৎপাদনের এই শাখাগুলিতে উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার ও মুনাফা উভয়ই অসাধারণ রকমের বেশি। যেহেতু মুনাফার সাধারণ হারটি গঠিত হয় আলাদা আলাদা উৎপাদন-শাখাগুলির মুনাফা-হারগুলিকে সমান করে দিয়ে, সেই হেতু সেই একই জিনিস, যেটা মুনাফার হারে ঘটায় পতনের প্রবণতা, সেটাই আবার উৎপাদন করে এই

প্রবণতার প্রতি একটি পাল্টা প্রতিরোধ এবং মোটামুটি ভাবে নিষ্ক্রিয় করে দেয় তার ফলাফলকে।

৫. বৈদেশিক বাণিজ্য

যেহেতু বৈদেশিক বাণিজ্য স্থির মূলধনের উপাদানগুলিকে আংশিক ভাবে সস্তা করে দেয়, এবং আংশিক ভাবে জীবনের সেই অত্যাবশ্যক দ্রব্যগুলিকে যেগুলির সঙ্গে অস্থির মূলধনের বিনিময় হয়, সেইহেতু উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার বৃদ্ধি করে এবং স্থির মূলধনের মূল্য হ্রাস করে তা মুনাফার হারটিকে বৃদ্ধি করতে সক্রিয় হয়। তা সাধারণতঃ এই দিকে কাজ করে উৎপাদন-আয়তনকে সম্প্রসারিত হবার সুযোগ দিয়ে। এই ভাবে তা, একদিকে, সঞ্চয়নের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে, এবং অন্য দিকে, স্থির মূলধনের সঙ্গে তুলনায় অস্থির মূলধনের সংকোচন সাধন করে, এবং এইভাবে মুনাফা-হারের পতনকে ত্বরান্বিত করে। যদিও ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির ভিত্তি তখনো তার শৈশবে, তবু, একই ভাবে, বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণ, হয়ে উঠেছে তার নিজেরই উৎপন্ন ফল—ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির আরো অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই পদ্ধতির অন্তর্নিহিত প্রয়োজনের, একটি ক্রম-বর্ধমান বাজারের, তাগিদের মাধ্যমে। এখানে আমরা আবার প্রত্যক্ষ করি তার ফলের দ্বৈত প্রকৃতি। (বৈদেশিক বাণিজ্যের এই দিকটিকে রিকার্ডো সম্পূর্ণ ভাবে উপেক্ষা করেছেন।*)

আরেকটি প্রশ্ন—বস্তুতঃ পক্ষে আমাদের বিশ্লেষণের বিশেষ প্রকৃতির দরুন, যা তার পরিধি-বহির্ভূত—হচ্ছে এই: মুনাফার সাধারণ হারটি কি বর্ধিত হয় বৈদেশিক, বিশেষ করে উপনিবেশিক, বাণিজ্যে বিনিয়োজিত মূলধনের দ্বারা উৎপাদিত উচ্চতর মুনাফা হারের দ্বারা ?

বৈদেশিক বাণিজ্যে বিনিয়োজিত মূলধনসমূহ দিতে পারে একটি উচ্চতর মুনাফা-হার, কারণ প্রথমতঃ, অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট উৎপাদন-সুবিধা সমন্বিত অপরাপর দেশগুলিতে উৎপাদিত পণ্যের সঙ্গে থাকে প্রতিযোগিতা, যাতে করে অধিকতর অগ্রসর দেশটি বিক্রি করে তার দ্রব্যসামগ্রী তাদের মূল্যের বেশিতে যদিও প্রতিযোগী দেশগুলির তুলনায় সস্তায়। যেহেতু অধিকতর অগ্রসর দেশটির শ্রম এখানে উপলব্ধ হয় একটি উচ্চতর নির্দিষ্ট ওজনের শ্রম হিসাবে, সেই হেতু মুনাফার হারটি বৃদ্ধি পায়, কেননা যে শ্রমকে মজুরি দেওয়া হয়নি উচ্চতর গুণমানের শ্রম হিসাবে, তাকে এখানে বিক্রি করা হয় সেই হিসাবে। একই জিনিস ঘটতে পারে সেই দেশটির ক্ষেত্রে, যেখানে পণ্য রপ্তানি করা হয় এবং সেই দেশটির ক্ষেত্রে, যেখান থেকে পণ্য আমদানি করা হয়; যথা শেষোক্তটি সামগ্রীর আকারে যে পরিমাণ বস্তু-রূপায়িত শ্রম পায়, তার চেয়ে বেশি পরিমাণ দিতে পারে, এবং তৎসত্ত্বেও যে-ব্যয়ে সে পণ্য উৎপাদন করে, তার চেয়ে

* D. Ricardo, *On the Principles of Political Economy and Taxation.* Third Edition, London 1821, Ch. VII.

সস্তায় সে তা পেতে পারে। ঠিক যেমন একজন ম্যানুফ্যাকচরাকারী একটি নোতুন আবিষ্কার সাধারণ ভাবে ব্যবহৃত হবার আগেই তাকে কাজে লাগায় তার প্রতিযোগীদের চেয়ে কমে বিক্রি করে তাদের হঠিয়ে দেয়, এবং তবু তার পণ্য সে বিক্রি করে সেটার একক মূল্যের চেয়ে বেশিতে, অর্থাৎ উপলব্ধ করে উদ্বৃত্ত-শ্রম হিসাবে যে শ্রম সে নিযুক্ত করে, সেই শ্রমের নির্দিষ্ট ভাবে উচ্চতর উৎপাদনশীলতাকে। এই ভাবে সে লাভ করে একটি উদ্বৃত্ত-মুনাফা। অন্য দিকে, উপনিবেশ ইত্যাদিতে বিনিয়োজিত মূলধন-গুলির ক্ষেত্রে, তারা উচ্চতর মুনাফা-হার দিতে পারে কেবল এই কারণে যে বিকাশের অনগ্রসরতার দরুন এবং ক্রীতদাস ও কুলিদের শ্রম ব্যবহারের জন্য শ্রমের শোষণের দরুন সেখানে মুনাফার হার উচ্চতর। বিশেষ বিশেষ লাইনে বিনিয়োজিত মূলধন-সমূহের দ্বারা উপলব্ধ এবং স্বদেশে প্রেরিত এই উচ্চতর মুনাফা-হারগুলি কেন মুনাফা-হারের সমীভবনের মধ্যে প্রবেশ করে না এবং আপনা আপনি সেটা বৃদ্ধি করার দিকে প্রবণতা সৃষ্টি করে না—যদি না একচেটিয়া কারবার তার পথে বাধা সৃষ্টি করে।[১] এর পক্ষে আরো কম যুক্তি আছে কেননা মূলধন বিনিয়োগের এই ক্ষেত্রগুলি অবাধ প্রতিযোগিতার নিয়মাবলীর অধীন। রিকার্ডো যা কল্পনা করেন, তা প্রধানতঃ এই: বিদেশে উপলব্ধ উচ্চতর দাম দিয়ে সেখানে আবার পণ্যসম্ভার ক্রয় করা হয় এবং স্বদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই সব পণ্য এইভাবে স্বদেশের বাজারে বিক্রি করা হয়, যা হতে পারে এই আনুকূল্যভোগী উৎপাদন-শাখাগুলির পক্ষে বাকিগুলির উপরে বড় জোর একটি সাময়িক সুবিধা। যে মুহূর্তে এই বিভ্রমটিকে তার অর্থরূপ থেকে বিবস্ত্র করা হয়, তখনি সেটি ভেঙে পড়ে। আনুকূল্যভোগী দেশটি অল্প শ্রমের বিনিময়ে বেশি শ্রম উশুল করে, যদিও এই পার্থক্যটা, এই বাড়তিটা পকেটস্থ করে একটি বিশেষ শ্রেণী—শ্রম এবং মূলধনের মধ্যেকার যে-কোনো লেনদেনে যা ঘটে থাকে। যেহেতু মুনাফার হারটি উচ্চতর, সেই হেতু, কারণ এটি সাধারণতঃ উচ্চতর একটি উপনিবেশিক দেশে, এ পারে নিম্ন পণ্য-দাম সমূহের সঙ্গে হাতে হাত দিয়ে যেতে—যদি প্রাকৃতিক অবস্থাবলী অনুকূল হয়। একটি সমতাপ্রাপ্তি ঘটে থাকে, তবে সেই মানে নয়, যা রিকার্ডো ভেবে থাকেন।

একেই বৈদেশিক বাণিজ্য স্বদেশে বিকশিত করে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি যা সূচিত করে স্থির মূলধনের তুলনায় অস্থির মূলধনের হ্রাস, এবং অন্য দিকে, বৈদেশিক বাজারের ক্ষেত্রে ঘটায় অতি-উৎপাদন, যাতে করে শেষ পর্যন্ত এর হয় একটি বিপরীত ফল।

১. রিকার্ডোর সঙ্গে প্রতি-তুলনায় অ্যাডাম স্মিথ এখানে ঠিক; "তিনি বলেছিলেন ওঁরা দাবি করেন যে মুনাফার সমতা সাধিত হয় মুনাফার সাধারণ বৃদ্ধির দ্বারা; এবং আমার মত হচ্ছে এই যে আনুকূল্য-ভোগী ব্যবসাটির মুনাফা দ্রুত বেগে নেমে আসবে সাধারণ মানে।" (*Works*, ed. by MacCulloch, p. 73)

এই ভাবে আমরা সাধারণ ভাবে দেখতে পেয়েছি যে একই সব প্রভাব, যেগুলি মুনাফার সাধারণ হারে ঘটার ফলে উৎপাদন করে একটি পতনমুখী প্রবণতা, সেগুলি আবার উদ্বোধিত করে পাল্টা সব প্রতিক্রিয়া, যা ব্যাহত করে, প্রতিহত করে এমনকি অংশত বিফল করে দেয় এই প্রবণতাটিকে। শেষোক্ত ব্যাপারগুলি এই নিয়মের নির্বাসন ঘটায় না, তবে তার ফলকে ক্ষুন্ন করে। অন্যথা, এটা হত না মুনাফার সাধারণ হারের পতন, বরং হত তার আপেক্ষিক মন্থরতা, যা হত অবোধগম্য। এই ভাবে, নিয়মটি কাজ করে একটি প্রবণতা হিসাবে। এবং এটা কেবল কতকগুলি বিশেষ অবস্থায় এবং কেবল দীর্ঘ সময়কাল অন্তর যে ফলাফলগুলি জাজ্বল্যমানভাবে প্রকট হয়ে ওঠে।

আরো এগোবার আগে ভুল বোঝা-বুঝি এড়াবার জন্য, আমরা দুটি পুনঃ পুনঃ আলোচিত বিষয়েব পুনরুল্লেখ করব।

প্রথমতঃ, সেই একই প্রক্রিয়া যা ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির বিকাশের পথে পণ্য-সমূহকে সস্তা করে, সেটাই আবার পণ্য-উৎপাদনে বিনিয়োজিত সামাজিক মূলধনের অবয়বগত গঠনে পরিবর্তন ঘটায় এবং, অতএব, মুনাফার হারে হ্রাস ঘটায়। সুতরাং আমাদের সতর্ক থাকতে হবে, যাতে করে একটি একক পণ্যের আপেক্ষিক ব্যয়কে—তার যে অংশটি মেশিনারির ক্ষয়ক্ষতির প্রতিনিধিত্ব করে, সেই অংশটি ধরে—একাত্ম করে না দেখি অস্থির মূলধনের প্রতিপ্রেক্ষিতে স্থির মূলধনের মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে, যদিও, উল্টো দিকে, স্থির মূলধনের আপেক্ষিক ব্যয়ে প্রত্যেকটি হ্রাস—তার বস্তুগত উপাদানগুলির আয়তন একই থাকে, বা বৃদ্ধি পায়, ধরে নিলে—কাজ করে মুনাফা বৃদ্ধি করার দিকে অর্থাৎ বিনিয়োজিত অস্থির মূলধনের হ্রাসমান অনুপাতসমূহের প্রবিপ্রেক্ষিতে স্থির মূলধনের মূল্য *pro tanto* হ্রাস করার দিকে।

দ্বিতীয়তঃ, যে একক পণ্যগুলি সমষ্টিগত ভাবে গঠন করে মূলধনের উৎপন্ন ফল, সেগুলির মধ্যে বিধৃত নোতুন সংযোজিত জীবন্ত শ্রম হ্রাস প্রাপ্ত হয় তাদের মধ্যে বিধৃত সামগ্রী সমূহ এবং তাদের দ্বারা পরিভুক্ত উৎপাদন উপায়সমূহের সঙ্গে তুলনায়, এই যে ঘটনা; অতিরিক্ত জীবন্ত শ্রমের একটি ক্রম-হ্রাসমান পরিমাণ সেগুলির মধ্যে বাস্তবায়িত হয় কেননা সামাজিক উৎপাদনশীলতার বিকাশলাভের ফলে সেগুলির উৎপাদনে আবশ্যক হয় অল্পতর শ্রম, এই যে ঘটনা; এই ঘটনা সেই অনুপাতটিকে ক্ষুন্ন করে না, যে অনুপাতটি অনুসারে পণ্যসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত জীবন্ত শ্রম বিভক্ত হয় মজুরি-দত্ত এবং মজুরি-বঞ্চিত শ্রমে। যদিও পণ্যসমূহে অন্তর্ভুক্ত অতিরিক্ত জীবন্ত শ্রমের মোট পরিমাণ হ্রাস পায়, তবু মজুরি-প্রদত্ত অংশের সঙ্গে তুলনায় মজুরি-বঞ্চিত অংশটি বৃদ্ধি পায়—মজুরি-প্রদত্ত অংশের অনাপেক্ষিক বা আপেক্ষিক সংকোচনের ফলে; কারণ সেই একই উৎপাদন-পদ্ধতি, যেটি একটি পণ্যে অতিরিক্ত জীবন্ত শ্রমের মোট পরিমাণে ঘটায় একটি হ্রাস সেটির সঙ্গেই আবার সহগামী হয় অনাপেক্ষিক ও আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্যে একটি বৃদ্ধি। মুনাফা-হারের পতন প্রবণতা জড়িত থাকে উদ্বৃত্ত-মূল্যের উত্থান-প্রবণতার সঙ্গে, অতএব শ্রম-শোষণের মাত্রা বৃদ্ধির প্রবণতার সঙ্গে। এই কারণে,

মুনাফা-হারের হ্রাসপ্রাপ্তিকে মজুরি-হারের বৃদ্ধির সাহায্যে ব্যাখ্যা করার চেয়ে আজগুবি আর কিছু হতে পারে না—যদিও ব্যতিক্রম হিসাবে এমন ঘটনা ঘটলেও ঘটতে পারে। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে মজুরির হারগুলির প্রকৃত বিশ্লেষণে পরিসংখ্যান সক্ষম নয়—যে পর্যন্ত বা যেসব অবস্থা মুনাফা-হারকে আকার দান করে, সেগুলিকে সম্পূর্ণ ভাবে বোঝা যায়। শ্রম কম উৎপাদনশীল হয়েছে বলে মুনাফা-হার কমে যায় না; বরং তা বেশি উৎপাদনশীল হয়েছে বলেই মুনাফা-হার কমে যায়। উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারে বৃদ্ধি এবং মুনাফার হারে হ্রাস—উভয়ই হল বিশেষ দুটি রূপ, যাদের মাধ্যমে ধনতন্ত্রের অধীনে শ্রমের বর্ধিষ্ণু উৎপাদনশীলতার প্রকাশ ঘটে।

৬. স্টক মূলধনের বৃদ্ধি

পূর্বোক্ত পাচটি বক্তব্যের অনুপূরক হিসাবে আরো বলা যায় নিচের কথা কয়টি, যেগুলি অবশ্য আরো বিশদ ভাবে আপাততঃ আর আলোচনা করা সম্ভব নয়। ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের অগ্রগতির সঙ্গে, যা চলে ত্বরান্বিত সঞ্চয়নের সাথে সাথে, মূলধনের একটি অংশকে গণনা ও নিয়োগ করা হয় সুদ-দায়ী মূলধন হিসাবে। যে অর্থে প্রত্যেক ধনিক, যে মূলধন ধার দেয়, সে সুদে সন্তুষ্ট হয়, সেই অর্থে নয়, শিল্প-ধনিক পকেটস্থ করে বিনিয়োগকারীর মুনাফা। মুনাফার সাধারণ হারের উপরে এর কোনো প্রভাব নেই, কারণ শেষোক্তটির ক্ষেত্রে মুনাফা = সুদে + সব রকমের মুনাফা + জমির খাজনা, এই বিশেষ বর্গগুলি তার পক্ষে গুরুত্বহীন। কিন্তু এই অর্থে যে, এই মূলধনগুলি, যদিও বিনিয়োজিত হয় বৃহৎ বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানে, তবু সেগুলি দেয় কেবল বড় বা ছোট পরিমাণের সুদ, যাকে বলা হয় লভ্যাংশ—সমস্ত ব্যয় বাদ দেবার পরে। দৃষ্টান্ত হিসাবে, রেল-কোম্পানিগুলিতে। সুতরাং, সাধারণ মুনাফা-হারের সমতা বিধানে এগুলি প্রবেশ করে না। যদি সেগুলি প্রবেশ করত, তা হলে মুনাফার সাধারণ হার আরো হ্রাস পেত। তত্ত্বগত ভাবে, এগুলিকে গণনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যায় এবং তা হলে ফল দাঁড়াতো আপাত-অস্তিত্বশীল হারটির চেয়ে, ধনিকদের কাছে যে হারটি চূড়ান্ত সেটির চেয়ে—নিম্নতর একটি মুনাফা-হার; এটা হত নিম্নতর কেননা স্থির মূলধন বিশেষ করে এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে হচ্ছে অস্থির মূলধনের সঙ্গে তুলনায় বৃহত্তম।

পঞ্চদশ অধ্যায়

নিয়মটির অভ্যন্তরীণ স্ববিরোধগুলির ব্যাখ্যা

১. সাধারণ

এই গ্রন্থের প্রথম অংশে আমরা দেখেছি যে মুনাফার হার উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারকে প্রকাশ করে সেটা প্রকৃতই যা তার চেয়ে সর্বদাই নিম্নতর হারে। আমরা এইমাত্র দেখেছি যে এমন কি উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি বর্ধমান হারেরও প্রবণতা হল নিজেকে মুনাফার একটি হ্রাসমান হারে প্রকাশ করা। মুনাফার হার উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারের সমান হবে কেবল যদি স = ০, অর্থাৎ যদি মোট মূলধনটাই দিয়ে দেওয়া হয় মজুরি হিসাবে। মুনাফার হ্রাসমান হার প্রকাশ করে না উদ্বৃত্ত-মূল্যের হ্রাসমান হার, যদি না স্থির মূলধনের মূল্যের সঙ্গে শ্রম-শক্তির যে পরিমাণটিকে তা গতিমুক্ত করেছে, তার অনুপাতটি অপরিবর্তিত থাকে কিংবা শ্রম-শক্তির পরিমাণ বৃদ্ধি পায় স্থির মূলধনের সঙ্গে তুলনায়।

মুনাফার হার বিশ্লেষণের অজুহাতে, রিকার্ডো কার্যতঃ বিশ্লেষণ করেছেন একমাত্র উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারটিকে, এবং সেটাও কেবল এটা ধরে নিয়ে যে কর্মদিবসটি তীব্রতা ও দীর্ঘতার দিক থেকে একটি স্থির রাশি।

মুনাফার হারে হ্রাস এবং ত্বরান্বিত সঞ্চয়ন হল একই প্রক্রিয়ার ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ কেবল ততটা অবধি যতটা অবধি উভয়েই প্রতিফলিত করে উৎপাদনশীলতার বিকাশ। সঞ্চয়ন, আবার, ত্বরান্বিত করে মুনাফার হারে পতন যেহেতু তা সূচিত করে বৃহদায়তনে শ্রমের সংকেন্দ্রীকরণ, এবং অতএব মূলধনের একটি উচ্চতর গঠন। অন্য দিকে, মুনাফার হারে হ্রাস ত্বরান্বিত করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধনিকদের—যে স্বল্পসংখ্যক প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারীদের এখনো এমন কিছু আছে যা থেকে তাদের স্বত্বচ্যুত করা যায়, তাদের স্বত্ব-হরনের মাধ্যমে মূলধনের সংকেন্দ্রীকরণ ও কেন্দ্রীকরণের প্রক্রিয়াকে। এর ফলে পরিমাণের ক্ষেত্রে ত্বরণ সংঘটিত হয়, যদিও মুনাফা-হারের সঙ্গে সঙ্গে পতন ঘটে সঞ্চয়নের হারেও।

অন্য দিকে, মোট মূলধনের আত্মপ্রসারণের হার, বা মুনাফার হার, ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের প্রেরণা হওয়ায় (ঠিক যেমন মূলধনের আত্ম-প্রসারণ হচ্ছে তার একমাত্র উদ্দেশ্য), তার হ্রাস নোতুন নোতুন স্বাধীন মূলধনের গঠন-ক্রিয়া রোধ করে এবং এই ভাবে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের বিকাশের পক্ষে বিপদ হিসাবে দেখা দেয়। তা অতি-

উৎপাদন, ফটকাবাজি, সংকট, এবং উদ্বৃত্ত-জনসংখ্যার পাশাপাশি উদ্বৃত্ত-মূলধনের জন্ম দেয়। সুতরাং যে সমস্ত অর্থনীতিবিদ, রিকার্ডোর মত, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতিকে গণ্য করেন অনাপেক্ষিক বলে, তাঁরা এই বিন্দুতে অনুভব করেন যে তা খোদ একটি প্রতিবন্ধকই সৃষ্টি করে এবং সেই প্রতিবন্ধকটি আরোপ করেন প্রকৃতির উপরে (খাজনা সংক্রান্ত তত্ত্বটিতে)—উৎপাদনের উপরে নয়। কিন্তু পতনশীল মুনাফা-হার সম্পর্কে তাঁদের আতঙ্কের প্রধান জিনিসটি হল এই অনুভূতি যে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন তার উৎপাদনশীল শক্তিসমূহের বিকাশে মুখোমুখি হয় এমন একটি প্রতিবন্ধকের সঙ্গে, ধন-সম্পদের উৎপাদনের সাথে যাঃ কোনো সম্পর্ক নেই; এবং এই অদ্ভুত প্রতিবন্ধকটি প্রমাণ করে দেয় ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির বিবিধ সীমাবদ্ধতা এবং তার ঐতিহাসিক, অচিরস্থায়ী চরিত্র; প্রমাণ করে দেয় যে ধনের উৎপাদনের জন্য এটা কোনো অনাপেক্ষিক পদ্ধতি নয়, অধিকন্তু, একটা বিশেষ পর্যায়ে এটা বরং তার আরো বিকাশের সঙ্গে সংঘাতে আসে।

সত্য বটে, রিকার্ডো এবং তাঁর অনুগামী-গোষ্ঠীর বিবেচ্য ছিল কেবল শিল্প মুনাফা, যার মধ্যে পড়ে সুদ। কিন্তু ভূমি খাজনারও থাকে অনুরূপ একটি হ্রাস-মান প্রবণতা, যদিও তার অনাপেক্ষিক পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, এবং এমনকি বৃদ্ধি পেতে পারে শিল্প-মুনাফার চেয়েও অনুপাতের তুলনায় বেশি ভাবে। (দ্রষ্টব্য: এড. ওয়েস্ট,* যিনি রিকার্ডোর চেয়ে আগে ভূমি-খাজনার নিয়মের বিকাশ ঘটিয়েছিলেন)। যদি আমরা বিবেচনা করি মোট সামাজিক মূলধন ম এবং শিল্প মূলধনকে বোঝাতে ব্যবহার করি $ল_১$—যা থাকে সুদ ও ভূমি খাজনা বাদ দেবার পরে, সুদ (কুসীদ) বোঝাতে ব্যবহার করি ক এবং ভূমি-খাজনা বোঝাতে খ, তা হলে

$$\frac{উ}{ম} - \frac{ল}{ম} = \frac{ল_১ + ক + খ}{ম} = \frac{ল_১}{ম} + \frac{ক}{ম} + \frac{খ}{ম}।$$

আমরা দেখেছি যে, ধনতান্ত্রিক বিকাশের পথে যখন উ, উদ্বৃত্ত-মূল্যের মোট পরিমাণ, ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন $\frac{উ}{ম}$ ঠিক তেমন নিশ্চিত গতিতে হ্রাস পাচ্ছে, কারণ ম বৃদ্ধি পায় উ-এর চেয়েও ক্ষিপ্রতর বেগে। সুতরাং, $ল_১$, ক, এবং খ-এর পক্ষে, প্রত্যেকে আলাদা আলাদা ভাবে, নিশ্চিন্ত গতিতে বৃদ্ধি পাওয়ায় কোনো স্ববিরোধ নেই, যখন $\frac{উ}{ম} - \frac{ল}{ম}$, এবং সেই সঙ্গে $\frac{ল_১}{ম}$, $\frac{ক}{ম}$ এবং $\frac{খ}{ম}$ প্রত্যেকেই একক ভাবে নিশ্চিত গতিতে সংকুচিত হচ্ছে, কিংবা ক-এর সঙ্গে তুলনায় $ল_১$ বৃদ্ধি পাচ্ছে, বা $ল_১$-এর সঙ্গে বা $ল_১$ এবং ক-এর সঙ্গে তুলনায় বৃদ্ধি পাচ্ছে খ। একটি ক্রমবর্ধমান মোট উদ্বৃত্ত-মূল্য বা মুনাফা উ − ল, এবং একটি যুগপৎ ক্রমহ্রাসমান মুনাফা-হার

* [E. West] *Essay on ihe application of Capital to land*, London, 1815,—*Ed.*

$\frac{\text{উ}}{\text{ম}} = \frac{\text{ল}}{\text{ম}}$ -এর সঙ্গে, $\text{ল}_{১}$, ক এবং খ অংশগুলি যেগুলি গঠন করে উ=ল, সেগুলি পরিবর্তিত হতে পারে উ-এর মোট পরিমাণটির দ্বারা ধার্য সীমার মধ্যে—উ বা $\frac{\text{উ}}{\text{ম}}$-এর আয়তন ক্ষুণ্ণ না করে ।

$\text{ল}_{১}$, ক এবং খ-এর পর পারস্পরিক পরিবর্তন হল কেবল বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে উ-এর একটি পরিবর্তনশীল বিলি-বণ্টন। কাজে কাজেই, $\frac{\text{ল}_{১}}{\text{ম}}$, $\frac{\text{ক}}{\text{ম}}$ বা $\frac{\text{খ}}{\text{ম}}$, একক শিল্প মুনাফার হার, সুদের হার, এবং মোট মূলধনের সঙ্গে ভূমি-খাজনার অনুপাত পরস্পরের সঙ্গে তুলনায় বৃদ্ধি পেতে পারে, যখন $\frac{\text{উ}}{\text{ম}}$, মুনাফার সাধারণ হার হ্রাস পায়। একমাত্র শর্ত এই যে তিনটির মোট হবে $= \frac{\text{উ}}{\text{ম}}$। যদি মুনাফার হার ৫০% থেকে হ্রাস পেয়ে ২৫% হয়, কেননা, ধরা যাক, উদ্বৃত্ত-মূল্য = ১০০% সহ কোনো একটি মূলধনের গঠন $৫০_{\text{স}} + ৫০_{\text{অ}}$ থেকে পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়িয়েছে $৭৫_{\text{স}} + ২৫_{\text{অ}}$, তা হলে ১,০০০ পরিমাণ একটি মূলধন প্রথম ক্ষেত্রে দেবে ৫০০ পরিমাণ একটি মুনাফা এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ৪,০০০ পরিমাণ একটি মূলধন দেবে ১০০০ পরিমাণ একটি মুনাফা। আমরা দেখি উ বা ল দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে, যখন $\text{ল}_{১}$ কমে গিয়ে হয়েছে অর্ধেক। এবং যদি সেই ৫০%-কে আনুষ্ঠানিক ভাবে ভাগ করা হ'ত ২০ মুনাফা, ১০ সুদ এবং ২০ খাজনা হিসাবে, তা হলে $\frac{\text{ল}_{১}}{\text{ম}} = ২০\%$ $\frac{\text{ক}}{\text{ম}} = ১০\%$ এবং $\frac{\text{খ}}{\text{ম}} = ২০\%$ হত। যদি অনুপাতগুলি একই থাকত ৫০% থেকে ২৫%-এ পরিবর্তিত হবার পরে, তা হলে হ'ত $\frac{\text{ল}_{১}}{\text{ম}} = ১০\%$, $\frac{\text{ক}}{\text{ম}} = ৫\%$ এবং $\frac{\text{খ}}{\text{ম}} = ১০\%$। কিন্তু যদি $\frac{\text{ল}_{১}}{\text{ম}}$ কমে গিয়ে হ'ত ৮% এবং $\frac{\text{ক}}{\text{ম}}$ ৪%, তা হলে $\frac{\text{খ}}{\text{ম}}$ বেড়ে গিয়ে হ'ত ১৩%। $\text{ল}_{১}$ এবং ক-এর প্রতিপ্রেক্ষিত খ-এর আপেক্ষিক আয়তন বৃদ্ধি পেত, যখন ল থাকত একই। ধরে নেওয়া দুটি ক্ষেত্রেই $\text{ল}_{১}$, ক এবং খ-এর যোগফল বেড়ে যেত, কারণ তা উৎপাদিত হত আগের চেয়ে ৪ গুণ বড় মূলধনের দ্বারা। অধিকন্তু, রিকার্ডো যে ধরে নিয়েছেন যে, শুরুতে শিল্প মূলধন (যে সুদ) ধার করে গোটা উদ্বৃত্ত-মূল্যটিকেই, এটা ইতিহাস ও যুক্তিবিদ্যার দিক থেকে মিথ্যা। বরং ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের অগ্রগতিই (১) গোটা মুনাফাটাকে দেয় প্রত্যক্ষ ভাবে শিল্পগত ও বাণিজ্যগত ধনিকদেরকে আরো বণ্টনের জন্য এবং (২) খাজনাকে পর্যবসিত করে মুনাফার উপরে বাড়তি অংশটিতে। এই ধনতান্ত্রিক ভিত্তির উপরেই আবার খাজনা বৃদ্ধি পায়, মুনাফার একটি অংশ হিসাবে (অর্থাৎ মোট মূলধনের উৎপন্ন রূপে পণ্য উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি অংশ হিসাবে, কিন্তু উৎপন্নের সেই নির্দিষ্ট অংশটি হিসাবে নয়। যেটি ধনিক পকেটস্থ করে।

প্রয়োজনীয় উৎপাদনের উপায় অর্থাৎ মূলধনের একটি পর্যাপ্ত সঞ্চয়ন থাকলে, উদ্বৃত্ত-মূল্যের সৃষ্টি কেবল সীমাবদ্ধ হয় শ্রমিক-জনসংখ্যার দ্বারা—যদি উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার অর্থাৎ শোষণের তীব্রতা নির্দিষ্ট থাকে, আর শ্রমিক জনসংখ্যা যদি নির্দিষ্ট থাকে, তবে অন্য কোনো সীমার দ্বারাই নয়। এবং ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-প্রক্রিয়া মর্মগত ভাবে হচ্ছে উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎপাদন, যার প্রতিনিধিত্ব করে উদ্বৃত্ত-উৎপন্ন কিংবা উৎপাদিত পণ্যসম্ভারের সেই একাংশটি যেটির মধ্যে বাস্তবায়িত হয় মজুরি-বঞ্চিত শ্রম। এটা কখনো ভুলে যাওয়া চলবে না যে এই উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎপাদন—এবং তার মূলধনে পুনঃ-রূপান্তরণ, কিংবা সঞ্চয়ন, হচ্ছে উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনের একটি অচ্ছেদ্য অংশ—হচ্ছে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের আশু লক্ষ্য এবং আবশ্যিক তাড়না। সুতরাং, ধনতান্ত্রিক উৎপাদনকে এমন কিছু হিসাবে দেখানো যা তা কখনো নয়, যেমন এই ভাবে দেখানো যে তার প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য হচ্ছে উপভোগ বা ধনিকের জন্য উপভোগের উপকরণের উৎপাদন—এটা কখনো চলতে পারে না। এর মানে দাঁড়াবে তার স্ব-বিশেষ চরিত্রটিকে উপেক্ষা করা, যা তার সমগ্র মর্মসত্তা নিয়ে প্রকাশমান।

এই উদ্বৃত্ত-মূল্যের সৃষ্টিই গঠন করে উৎপাদনের প্রত্যক্ষ প্রক্রিয়া, যার, যে কথা আমরা বলেছি, নেই আর কোনো সীমা—যেগুলি উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলি ছাড়া। যখনি সবটা উদ্বৃত্ত শ্রম, যতটা নিঙড়ে নেওয়া সম্ভব হয়েছিল, ততটাই পণ্যসম্ভারের মূর্তায়িত হয়েছে, তখনি উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদিত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু উদ্বৃত্ত-মূল্যের এই উৎপাদন কেবল সম্পূর্ণ করে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন প্রক্রিয়ার একটি মাত্র ক্রিয়া—প্রত্যক্ষ উৎপাদন প্রক্রিয়া। মূলধন আত্মীকৃত করেছে এতট এতটা মজুরি-বঞ্চিত শ্রম। প্রক্রিয়াটির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, যা নিজেকে প্রকাশ করে মুনাফা-হারে হ্রাসের মধ্যে, এই ভাবে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ স্ফীত হয়ে বিশাল আয়তন ধারণ করে। তার পরে আসে প্রক্রিয়াটির দ্বিতীয় ক্রিয়া। পণ্যের গোটা পরিমাণটাই অর্থাৎ মোট উৎপন্নটাই—যে-অংশটা ক্ষয়-ক্ষতি প্রতিপূরণ করে, এবং যেটা উদ্বৃত্ত-মূল্যের প্রতিনিধিত্ব করে, সেটা সমেত—অবশ্যই বিক্রয় করতে হবে। যদি তা না করা হয়, কিংবা করা হয় কেবল আংশিক ভাবে, কিংবা করা হয় উৎপাদন-দামের চেয়ে কম দামে, শ্রমিককে বাস্তবিকই শোষণ করা হয়েছে, কিন্তু তার এই শোষণ ধনিকের জন্য যথারূপে উপলব্ধ হয়নি, এবং এটা জড়িত হতে পারে তার কাছ থেকে নিঙড়ে-নেওয়া উদ্বৃত্ত-মূল্য উপলব্ধ করার ব্যাপারে সামগ্রিক বা আংশিক ব্যর্থতার সঙ্গে—বস্তুতঃ পক্ষে, এমনকি মূলধনের সামগ্রিক বা আংশিক ক্ষতির সঙ্গেও। প্রত্যক্ষ শোষণের অবস্থাবলী এবং তা উপলব্ধ করার অবস্থাবলী অভিন্ন নয়। তাদের মধ্যে পার্থক্য কেবল স্থানগত ও কালগতই নয়, যুক্তিগতও বটে। প্রথমগুলি কেবল সীমায়িত সমাজের উৎপাদনশীল ক্ষমতার দ্বারা, দ্বিতীয়গুলি উৎপাদনের বিবিধ শাখা এবং সমাজের পরিভোগ ক্ষমতার আনুপাতিক সম্পর্কের দ্বারা। কিন্তু এই শেষোক্তটি নির্ধারিত হয় না অনাপেক্ষিক উৎপাদন ক্ষমতার দ্বারা বা অনাপেক্ষিক পরিভোগ ক্ষমতার দ্বারা; নির্ধারিত হয় বণ্টনের পরস্পর-বিরোধী অবস্থাবলীর উপরে ভিত্তিশীল পরিভোগ ক্ষমতার দ্বারা, যে অবস্থাবলী সমাজের বিপুল

সমষ্টির পরিভোগকে পর্যবসিত করে ন্যূনতম মাত্রায়—যার পরিবর্তন ঘটে কম-বেশি সংকীর্ণ সীমার মধ্যে। এটা আরো সংকুচিত হয় সঞ্চয়নের প্রবণতা মূলধন সম্প্রসারণের সম্প্রসারিত আয়তনে উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনের তাড়নার দ্বারা। এই হচ্ছে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের নিয়ম, যা আরোপিত হয় খোদ উৎপাদন-পদ্ধতিগুলিতে নিরন্তর বিপ্লবের দ্বারা, সেগুলির সঙ্গে সর্বদা আবদ্ধ উপস্থিত মূলধনের অবচয়ের দ্বারা, সাধারণ প্রতিযোগিতামূলক সংগ্রাম এবং আত্ম-সংরক্ষণের উপায় হিসাবে এবং অন্যথা ধ্বংসের আশংকা মাথায় নিয়ে উৎপাদনের উৎকর্ষ ও আয়তনের প্রসার সাধন করা। সুতরাং, অবশ্যই অবিরাম বাজারের বিস্তার ঘটাতে হবে ; যাতে করে তার আন্তঃ-সম্পর্কসমূহ এবং সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে যে অবস্থাবলী, সেগুলি ক্রমেই বেশি বেশি করে ধারণ করে উৎপাদনকারী থেকে নিরপেক্ষ ভাবে কর্মরত একটি প্রাকৃতিক নিয়মের রূপ, এবং হয়ে ওঠে আরো বেশি অদম্য। এই অভ্যন্তরীণ স্ববিরোধ নিজেকে সমাধান করতে চায় উৎপাদনের প্রত্যন্ত ক্ষেত্রের সম্প্রসারণের মাধ্যমে। কিন্তু উৎপাদনশীলতা যতই বিকাশ লাভ করে, ততই তা নিজেকে দেখে সংকীর্ণ ভিত্তিটির সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন অবস্থায়, যে ভিত্তিটির উপরে পরিভোগ অবস্থাবলী নির্ভর করে। এই স্ব-বিরোধী অবস্থার ভিত্তিতে এটা মোটেই একটা স্ব-বিরোধ নয় যে একটি বর্ধমান উদ্বৃত্ত-জনসংখ্যার সঙ্গে যুগপৎ মূলধনেরও একটি উদ্বৃত্ত ঘটবে। কেননা যখন এই দুটির সম্মিলন, বাস্তবিকই বৃদ্ধি করে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ, তা একই সময়ে তীব্রতর করে এই উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনের অবস্থাবলী এবং তা উপলব্ধ করার অবস্থাবলীর মধ্যেকার স্ববিরোধটিকে।

যদি একটি বিশেষ মুনাফা-হার নির্দিষ্ট থাকে, তা হলে মুনাফার পরিমাণ সর্বদাই নির্ভর করবে অগ্রিম-দত্ত মূলধনের আয়তনের উপরে। সঞ্চয়ন, অবশ্য, তখন নির্ধারিত হয় এই পরিমাণের সেই অংশের দ্বারা, যে অংশটি পুনঃরূপান্তরিত হয় মূলধনে। এই অংশটি প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, যেহেতু এটি সমান সমান মুনাফা বিয়োগ ধনিকদের দ্বারা পরিভুক্ত আয়, সেই হেতু সেটি কেবল এই পরিমাণটির উপরে নির্ভর করবে না, নির্ভর করবে সেই পণ্যগুলি কতটা সস্তা তারও উপরে, যে পণ্যগুলিকে ধনিক এর সাহায্যে ক্রয় করতে পারে, যেগুলি অংশতঃ যায় পরিভোগে, তার আয়, এবং অংশতঃ তার স্থির মূলধনে। (এখানে মজুরি নির্দিষ্ট আছে বলে ধরে নেওয়া হয়েছে।)

শ্রমিকের দ্বারা গতি-সঞ্চারিত মূলধনের পরিমাণ, যার মূল্য সে রক্ষা করে তার শ্রমের দ্বারা এবং পুনরুৎপাদন করে তার উৎপন্ন দ্রব্যে, তা সে তার সঙ্গে যে-মূল্য যোগ করে, সেই মূল্যটি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। যদি মূলধনের পরিমাণ হয় = ১০০০ এবং সংযোজিত শ্রম = ২০, পুনরুৎপাদিত মূলধন = ১২০। প্রথম ক্ষেত্রে মুনাফার হার = ১০%, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে = ২০%। এবং তবু ২০ থেকে যতটা সঞ্চয়ন করা যায়, তার চেয়ে বেশি করা যায় ১০০ থেকে। এবং এই ভাবে মূলধনের নদী বয়ে চলে (উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধির কারণে তার অবচয় ছাড়া) কিংবা তার সঞ্চয়ন—মুনাফার হারের অনুপাতে নয়, যে আবেগ তা ইতিমধ্যেই ধারণ করেছে, তার অনুপাতে। যত দূর

অবধি ভিত্তি হল উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি উচ্চ হার, তত দূর অবধি মুনাফার একটি উচ্চ হারও সম্ভব, যখন কাজের দিনটি অত্যন্ত দীর্ঘ, যদিও শ্রম খুব উৎপাদনশীল নয়। এটা সম্ভব কারণ শ্রমিকদের প্রয়োজন খুব কম, অতএব গড় মজুরি খুব নিচু, যদিও শ্রম নিজেই পুনরুৎপাদনশীল। নিচু মজুরি হবে শ্রমিকদের কর্মশক্তির অভাবের অনুরূপ। মূলধন তখন সঞ্চয়িত হয় ধীর গতিতে—মুনাফার উঁচু হার সত্ত্বেও। জনসংখ্যা নিশ্চল এবং উৎপন্ন-সামগ্রীর জন্য যে কর্ম-দিবস ব্যয়িত হয় তা বিপুল, কিন্তু শ্রমিককে যে মজুরি দেওয়া হয়, তা সামান্য।

মুনাফার হার নেমে যায় না এই কারণে যে শ্রমিক শোষিত হয় কম, কিন্তু এই কারণে যে নিয়োজিত মূলধনের অনুপাতে সাধারণতঃ কম শ্রম নিযুক্ত হয়।

যদি, যেমন দেখানো হয়েছে, মুনাফার ক্রম-হ্রাসমান হার বাঁধা থাকে মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে, তা হলে শ্রমের বাৎসরিক উৎপন্নের একটি বৃহত্তর অংশ ধনিকের দ্বারা আত্মীকৃত হয় মূলধনের বর্গের অধীনে (পরিভুক্ত মূলধনের প্রতিস্থাপনা হিসাবে) এবং আপেক্ষিক ভাবে একটি ক্ষুদ্রতর অংশ মুনাফার বর্গের অধীনে। এই থেকেই পুরোহিত চ্যামার্স এর* অত্যাশ্চর্য ধারণা যে বাৎসরিক উৎপন্নের যত কম অংশ ধনিকেরা ব্যয় করে মূলধন হিসাবে, তত বেশি মুনাফা তারা হস্তগত করে। যে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় গীর্জা এগিয়ে আসে তাদের সাহায্যে, উদ্বৃত্ত-উৎপন্নের বৃহত্তর অংশটির পরিভোগের তত্ত্বাবধান করতে—তাকে মূলধন হিসাবে ব্যবহৃত হতে না দিয়ে। পুরোহিতটি ফলের সঙ্গে হেতুকে গুলিয়ে ফেলেছেন। অধিকন্তু, বিনিয়োজিত মূলধনের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মুনাফার পরিমাণও বৃদ্ধি পায়—তার হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও। যাই হোক, এতে আবশ্যক হয় মূলধনের একটি যুগপৎ সংকেন্দ্রীভবন, যেহেতু উৎপাদনের শর্তাবলী তখন দাবি করে বৃহদায়তনে মূলধনের নিয়োগ। এতে আরো আবশ্যক হয় তার কেন্দ্রীভবন, অর্থাৎ বড় বড় ধনিকের দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধনিকদের গ্রাস এবং মূলধন থেকে তাদের বঞ্চনা। এটা আবার উৎপাদনের অবস্থাগুলিকে উৎপাদনকারীদের থেকে—যাদের সংখ্যার মধ্যে এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধনিকেরা এখনো অন্তর্ভুক্ত, যেহেতু তাদের নিজেদের শ্রমও তাদের ক্ষেত্রে একটি ভূমিকা গ্রহণ করতে থাকে—তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন করণেরও বর্গহারে বর্ধিত ধনিকের শ্রম অবস্থান করে তার মূলধনের আয়তনের সঙ্গে—অর্থাৎ সে যে মাত্রায় ধনিক, তার সঙ্গে—বিপরীত অনুপাতে। এক দিকে উৎপাদনকারীদের থেকে উৎপাদনের অবস্থাবলীর এই একই বিচ্ছেদ, তাই আবার অন্য দিকে গঠন করে মূলধনের ধারণাটিকে। এর সূচনা হয় আদিম সঞ্চয়ন থেকে (Buch I, Kap. XXVI**), আবির্ভাব হয় মূলধনের সঞ্চয়ন ও সংকেন্দ্রীভবনে একটি স্থায়ী প্রক্রিয়া হিসাবে, এবং চূড়ান্ত আত্মপ্রকাশ ঘটে উপস্থিত মূলধনগুলির

* Thomas Chalmers, *On Political Economy in Connecion with the Moral State and Moral Prospects of society,* second edition, Glasgow, 1832, p. 88.—*Ed.*

** বাংলা সংস্করণ, দ্বিতীয় খণ্ড, অষ্টম বিভাগ।

কয়েকটি মাত্র হাতে কেন্দ্রীভবনে এবং নিজ নিজ মূলধন থেকে অনেকের বঞ্চনায় (যাতে এখন পরিবর্তিত হয়েছে বে-দখলীকরণ)। এই প্রক্রিয়া অচিরেই ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের ধ্বংস ডেকে আনত, যদি পাল্টা ক্রিয়াশীল প্রবণতাগুলি কাজ না করত—কেন্দ্রাভিমুখী গতির পাশাপাশি যেগুলির আবার আছে একটি নিরবচ্ছিন্ন কেন্দ্রাতিগ গতি।

২. উৎপাদনের সম্প্রসারণ এবং উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনের মধ্যে সংঘাত

সামাজিক উৎপাদনশীলতার বিকাশের প্রকাশ দুভাবে প্রকাশ লাভ করে : প্রথমতঃ, ইতিমধ্যে উৎপাদিত উৎপাদিকা শক্তিগুলির আয়তনে, উৎপাদনের যে অবস্থাধীনে নোতুন উৎপাদন পরিচালিত হয় সেই অবস্থাবলীর মূল্য ও পরিমাণে, এবং ইতিমধ্যে সঞ্চয়ীকৃত উৎপাদনশীল মূলধনের অনাপেক্ষিক আয়তনে ; দ্বিতীয়তঃ, মজুরি হিসাবে ব্যয়িত মোট মূলধনের অংশটির আপেক্ষিক ক্ষুদ্রতায়, অর্থাৎ গণ-উৎপাদনের জন্য, একটি নির্দিষ্ট মূলধনের পুনরুৎপাদন ও আত্মপ্রসারণের জন্য, আবশ্যক জীবন্ত শ্রমের আপেক্ষিক ক্ষুদ্র পরিমাণে। তা মূলধনের সংকেন্দ্রীভবনও নির্দেশ করে।

নিযুক্ত শ্রম-শক্তি সম্পর্কেও আবার উৎপাদনশীলতার বিকাশ আত্মপ্রকাশ করে দুভাবে : প্রথমতঃ, উদ্বৃত্ত-শ্রমের বৃদ্ধিতে অর্থাৎ শ্রম-শক্তি পুনরুৎপাদনের জন্য আবশ্যক প্রয়োজনীয় শ্রম-সময়ের হ্রাসে। দ্বিতীয়তঃ, একটি নির্দিষ্ট মূলধনকে গতিশীল করতে সাধারণভাবে নিযুক্ত শ্রম-শক্তির পরিমাণে (শ্রমিকদের সংখ্যায়) হ্রাসে।

দুটি গতিক্রিয়া কেবল হাতে হাত দিয়েই চলে না, পরন্তু পরস্পরকে প্রভাবিত করে এবং দুটি ব্যাপারের মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করে একই নিয়ম। তবু তারা মুনাফার হারকে প্রভাবিত করে বিপরীত ভাবে। মুনাফার মোট পরিমাণ উদ্বৃত্ত-মূল্যের মোট পরিমাণের সমান, মুনাফার হার $= \frac{\text{উ}}{\text{ম}} = \frac{\text{উদ্বৃত্ত-মূল্য}}{\text{অগ্রিম মোট মূলধন}}$ উদ্বৃত্ত-মূল্য, অবশ্য মোট হিসাবে, নির্ধারিত হয় প্রথমতঃ তার হারের দ্বারা, এবং দ্বিতীয়তঃ, এই হারে যুগপৎ নিযুক্ত শ্রমের পরিমাণের দ্বারা, কিংবা, অন্য ভাবে বলা যায়, অস্থির মূলধনের আয়তনের দ্বারা। এই দুটি উপাদানে মধ্যে একটি উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার, বৃদ্ধি পায়, এবং অন্যটি, শ্রমিক-সংখ্যা হ্রাস পায় (আপেক্ষিক ভাবে বা অনাপেক্ষি ভাবে)। যেহেতু উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ নিযুক্ত শ্রমের মজুরি দত্ত অংশকে হ্রাস করে, সেই হেতু তা উদ্বৃত্ত-মূল্যকে বৃদ্ধি করে, কেননা তা তার হারকে বৃদ্ধি করে ; কিন্তু যেহেতু তা একটি নির্দিষ্ট মূলধনের দ্বারা নিযুক্ত মোট শ্রমের পরিমাণকে হ্রাস করে, সেই হেতু তা সেই সংখ্যার উপাদানটিকে হ্রাস করে, যার দ্বারা উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারটিকে গুণ করা হয় তার পরিমাণকে বার করার জন্য। দুজন শ্রমিক, প্রত্যেকেই কাজ করে প্রত্যহ ১২

ঘণ্টা করে, পারে না ২৪ জনের মত একই পরিমাণ উদ্বৃত্ত-মূল্য, যারা কাজ করে কেবল ২ ঘণ্টা, এমনকি তারা যদি হাওয়া খেয়েও বেঁচে থাকতে পারত এবং অতএব নিজেদের জন্য আদৌ কোনো কাজ করতে না হত। এ দিক থেকে, তা হলে, শ্রমিকদের সংখ্যা-হ্রাসের প্রতিপূরণের জন্য শোষণের তীব্রতা-বৃদ্ধির কিছু অনতিক্রম সীমা আছে। এই কারণে তা মুনাফা-হারের পতনকে ভাল ভাবেই বাধা দিতে পারে, কিন্তু তাকে সম্পূর্ণ ভাবে নিবারণ করতে পারে না।

সুতরাং উৎপাদনের ধনতান্ত্রিক পদ্ধতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মুনাফার হার হ্রাস পায়, যখন নিয়োজিত মূলধনের বর্ধমান পরিমাণের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায় তার পরিমাণ। হার নির্দিষ্ট থাকলে, মূলধনের পরিমাণে অনাপেক্ষিক বৃদ্ধি নির্ভর করে তার উপস্থিত আয়তনের উপরে। কিন্তু, অন্য দিকে, এই আয়তনটি যদি নির্দিষ্ট থাকে, তা হলে তার বৃদ্ধির অনুপাত, অর্থাৎ তার বৃদ্ধির হার, নির্ভর করে মুনাফার হারের উপরে। উৎপাদনশীলতায় বৃদ্ধি (যা, উপরন্তু, আমরা আবার বলি, সর্বদাই হাতে হাত দিয়ে যায় উপস্থিত মূলধনের অবচয়ের সঙ্গে সঙ্গে) প্রত্যক্ষ ভাবে বৃদ্ধি করতে পারে কেবল বিদ্যমান মূলধনের মূল্য, যদি মুনাফার হার বৃদ্ধি ক'রে, তা বৃদ্ধি করে বাৎসরিক উৎপন্নের সেই অংশটিকে, যেটি পুনঃরূপান্তরিত হয় মূলধনে। শ্রমের উৎপাদনশীলতা প্রসঙ্গে, তা কেবল ঘটতে পারে (যেহেতু বিদ্যমান মূলধনের **মূল্যের** ব্যাপারে এই উৎপাদনশীলতার প্রত্যক্ষতঃ কিছু করার নেই) আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্যের বৃদ্ধি ঘটিয়ে কিংবা স্থির মূলধনের হ্রাস ঘটিয়ে, যাতে করে যে-পণ্যগুলি প্রবেশ করে, হয় শ্রম-শক্তির পুনরুৎপাদনে, নয়তো, স্থির মূলধনের উপাদান-সমূহে, সেগুলি সস্তা হয়। উভয় ক্ষেত্রেই আবশ্যক হয় বিদ্যমান মূলধনের অবচয়, এবং উভয়েই হাত ধরাধরি করে যায় স্থির মূলধনের তুলনায় অস্থির মূলধনের হ্রাসপ্রাপ্তির সঙ্গে। উভয়েই পতন ঘটায় মুনাফার হারে, এবং উভয়েই তাকে মন্থর করে দেয়। অধিকন্তু, যেহেতু মুনাফার বর্ধিত হার ঘটায় শ্রমের জন্য একটি বর্ধিত চাহিদা, সেই হেতু তা কাজ করে শ্রমিক-জনসংখ্যা এবং সামগ্রী সম্ভার বৃদ্ধির দিকে, যাকে শোষণের ফলে মূলধন থেকে গঠিত হয় প্রকৃত মূলধন।

পরোক্ষ ভাবে, অবশ্য, শ্রমের উৎপাদন-শীলতার বিকাশ উপস্থিত মূলধনের মূল্য বৃদ্ধিতে সাহায্য করে. এটা সে করে ব্যবহার-মূল্যসমূহের পরিমাণ ও বৈচিত্র্যের বৃদ্ধি সাধন করে, যেগুলির মধ্যে একই বিনিময়-মূল্য প্রকাশিত হয় এবং যেগুলি গঠন করে মূলধনের বস্তুগত সত্তা বা বস্তুগত উপাদানগুলিকে, প্রত্যক্ষ ভাবে স্থির মূলধনের এবং অন্তত: পরোক্ষ ভাবে অস্থির মূলধনের বস্তুগত বিষয়গুলিকে। আরো আরো উৎপন্ন দ্রব্য, যেগুলিকে রূপান্তরিত করা যায় মূলধনে, তাদের বিনিময়-মূল্য যাই-হোক না কেন. সৃষ্ট হয় একই মূলধন দিয়ে, একই শ্রম দিয়ে। এই উৎপন্নগুলি আত্মীকৃত করতে পারে অতিরিক্ত শ্রম, অতএব অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত, উদ্বৃত্ত-শ্রম, এবং তাই সৃষ্টি করতে পারে অতিরিক্ত মূলধন। একটি মূলধন যে-পরিমাণ শ্রমকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তা তার মূল্যের উপরে নির্ভর করে না, নির্ভর করে কাঁচামাল ও সহায়ক সামগ্রী, যন্ত্রপাতি

ও স্থিতিশীল মূলধনের বিবিধ উপাদান এবং জীবনের অত্যাবশ্যক দ্রব্যসামগ্রীর মোট পরিমাণের উপরে—যাদের সব কিছুই তা ধারণ করে, তাদের মূল্য যাইহোক না কেন। যেমন এই নিযুক্ত শ্রমের পরিমাণ এবং অতএব উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তেমনি পুনরুৎপাদিত মূলধনে এবং তার সঙ্গে নোতুন সংযোজিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের বৃদ্ধি ঘটে।

যাই হোক সঞ্চয়নের প্রক্রিয়ার মধ্যে বিধৃত এই দুটি উপাদানকে গণ্য করা যাবে না পাশাপাশি শান্তিতে অবস্থান করছে বলে। তাদের মধ্যে আছে একটি দ্বন্দ্ব, যা আত্মপ্রকাশ করে বিবিধ বিরোধী প্রবণতা ও ঘটনার মধ্যে। এই বৈরমূলক ব্যাপারগুলি যুগপৎ পরস্পরকে প্রতিহত করে।

শ্রমিক জনসংখ্যার প্রকৃত বৃদ্ধির উদ্দীপক সমূহের পাশাপাশি, যেগুলির উদ্ভব ঘটে মোট সামাজিক উৎপন্নের মূলধন হিসাবে কর্মরত অংশটির বৃদ্ধি থেকে, সেখানে থাকে বিবিধ সংঘটক, যেগুলি ঘটায় কেবল আপেক্ষিক অতি-জনসংখ্যা।

মুনাফা-হারের পতনের পাশাপাশি বৃদ্ধি পায় মূলধন সমূহের পরিমাণ, এবং এর সঙ্গে হাতে হাত দিয়ে ঘটে উপস্থিত মূলধনসমূহের অবচয়, যা এই পতন রোধ করে এবং মূলধন মূল্যগুলির সঞ্চয়নে সঞ্চার করে একটি ত্বরান্বিত গতি।

উৎপাদনশীলতার বিকাশের পাশাপাশি গড়ে ওঠে মূলধনের উচ্চতর গঠন। অর্থাৎ স্থির মূলধনের সঙ্গে অস্থির মূলধনের অনুপাতে একটি আনুপাতিক হ্রাস।

এই বিভিন্ন প্রভাবগুলি এক সময়ে পারে স্থানগত ভাবে প্রধানত পাশাপাশি কাজ করতে, এবং আরেক সময়ে পারে কালগত ভাবে একে অপরকে অনুসরণ করতে। মাঝে মাঝে এই পরস্পর-বিরোধী সংঘটকগুলি আত্মপ্রকাশ করে সংকটের মধ্যে। এই সব সংকট সব সময়েই কাজ করে উপস্থিত দ্বন্দ্বগুলির সাময়িক ও বাধ্যতামূলক সমাধান হিসাবে। সেগুলির প্রচণ্ড বিস্ফোরণ—কিছু কালের জন্য ফিরিয়ে আনে বিনষ্ট ভারসাম্যকে।

খুব সাধারণ ভাবে বললে, দ্বন্দ্বটি হচ্ছে এই যে, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতি ধারণ করে উৎপাদিকা শক্তিসমূহের অনাপেক্ষিক বিকাশের দিকে একটি প্রবণতা—তার মধ্যে যে মূল্য ও উদ্বৃত্ত-মূল্য বিধৃত আছে, তা নির্বিশেষে এবং যে সামাজিক অবস্থাবলীতে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন অনুষ্ঠিত হয়, তা নির্বিশেষে ; যখন, অন্য দিকে, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে উপস্থিত মূলধনের মূল্যটিকে রক্ষা করা এবং সর্বোচ্চ সীমা অবধি তার আত্ম-প্রসারণকে সহায়তা করা (এই মূল্যটির ক্রম-দ্রুততর বৃদ্ধিতে সাহায্য করা)। এর সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য এই যে, এ মূলধনের উপস্থিত মূল্যটিকেই ব্যবহার করে তার মূল্যের সর্বাধিক বৃদ্ধি সাধনের উপায় হিসাবে। যে সব পদ্ধতির মাধ্যমে এ তা সম্পাদন করে, সেগুলি অন্তর্ভুক্ত করে মুনাফার হারে হ্রাস, উপস্থিত মূলধনের অবচয়, এবং ইতিপূর্বে সৃষ্ট উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিনিময়ে উৎপাদিকা শক্তিসমূহের বিকাশ।

উপস্থিত মূলধনের পর্যাবৃত্ত অবচয়—মুনাফা-হারের পতন রোধে এবং নোতুন মূলধন গঠনের মাধ্যমে মূলধন-মূল্যের সঞ্চয়ন বৃদ্ধিতে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির

অন্তর্নিহিত একটি উপায়—ব্যাহত করে বিদ্যমান অবস্থাগুলিকে, যেগুলির মধ্যে মূলধনের সঙ্কলন ও পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়াটি অনুষ্ঠিত হয় এবং অতএব, অনুসৃত হয় উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় আকস্মিক বিরতি ও সংকটের দ্বারা।

স্থির মূলধনের সঙ্গে তুলনায় অস্থির মূলধনের হ্রাস, যা উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের সঙ্গে একযোগে ঘটে, তা শ্রমিক জনসংখ্যার বৃদ্ধিতে উদ্দীপনা যোগায়—সেই সঙ্গে ক্রমাগত একটি কৃত্রিম অতি-জনসংখ্যা সৃষ্টি করে। মূল্যের অঙ্কে মূলধনের সঞ্চয়ন মন্দীভূত হয় মুনাফার হ্রাসমান হারের দ্বারা, ব্যবহার-মূল্যের সঞ্চয়নকে আরো ত্বরান্বিত করতে; অন্য দিকে, এটাই আবার মূল্যের অঙ্কে সঞ্চয়নে নোতুন গতিবেগ সংযোজিত করে।

ধনতান্ত্রিক উৎপাদন চায় এই অন্তর্নিহিত প্রতিবন্ধকগুলিকে ক্রমাগত অতিক্রম করতে, কিন্তু সেগুলিকে অতিক্রম করে এমন সব উপায়ের দ্বারা, যেগুলি আবার এই প্রতিবন্ধকগুলিকেই স্থাপন করে তার পথে এবং আরো ভয়াবহ আয়তনে।

ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের **প্রকৃত প্রতিবন্ধক** হল **মূলধন নিজেই**। এটা ঘটনা যে, এই মূলধন এবং এর আত্ম-প্রসারণ আত্মপ্রকাশ করে উৎপাদনের সূচনা ও সমাপ্তি বিন্দু, উদ্দীপক ও উদ্দেশ্য হিসাবে; উৎপাদন কেবল **মূলধনেরই জন্য** এবং উল্টোটা নয়, উৎপাদনের উপায় কেবল উৎপাদনকারীদের **সমাজের** জীবন্ত প্রক্রিয়ার নিরন্তর প্রসারণের জন্য নিছক উপায়মাত্র নয়। উৎপাদনকারীদের বিপুল সমষ্টির স্বত্বহরণ ও নিঃস্বকরণের উপরেই ভিত্তিশীল যে মূলধন, তার মূল্যের সংরক্ষণ ও আত্ম-প্রসারণ যে সীমার মধ্যে ঘটতে পারে, সেই সীমাগুলি মূলধনের দ্বারা নিযুক্ত উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে ক্রমাগত সংঘাতে আসে তার উদ্দেশ্যগুলি সাধন করার জন্য—যেগুলি তাড়িত করে উৎপাদনের সীমাহীন প্রসারণের দিকে, আরো উৎপাদনই যার লক্ষ্য তেমন উৎপাদনের দিকে, শ্রমের সামাজিক উৎপাদনশীলতার শর্তহীন বিকাশের দিকে। সমাজের উৎপাদিকা শক্তিসমূহের শর্তহীন বিকাশ—এই যে উপায়, এটি নিরন্তর সংঘর্ষে আসে উপস্থিত মূলধনের আত্ম-প্রসারণের সীমিত উদ্দেশ্যটির সঙ্গে। এই কারণেই, ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের পদ্ধতিটি হচ্ছে উৎপাদনের বস্তুগত শক্তিসমূহের বিকাশ সাধনের এবং একটি যথাযোগ্য বিশ্ব-বাজার সৃজনের একটি ঐতিহাসিক উপায়, এবং একই সময়ে আবার এই ঐতিহাসিক কর্তব্য এবং তার নিজের তদনুযায়ী সামাজিক উৎপাদনের সম্পর্কসমূহের মধ্যে একটি নিরবচ্ছিন্ন সংঘাত।

৩. বাড়তি মূলধন এবং বাড়তি জনসংখ্যা

মুনাফা-হারে হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে ঘটে শ্রমের উৎপাদনশীল নিয়োগের জন্য একজন একক ধনিকের আবশ্যক ন্যূনতম মূলধনের বৃদ্ধি—আবশ্যক উভয় কারণেই, সাধারণ ভাবে তাঁর শোষণের কারণে এবং পণ্যের উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-সময়

হিসাবে পরিভুক্ত শ্রম-সময় যাতে যথেষ্ট হয়, সেই কারণে, যাতে করে তা যেন পণ্যের উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় গড় সামাজিক শ্রমকে ছাড়িয়ে না যায়। সংকেন্দ্রীকরণও বৃদ্ধি পায় যুগপৎ, কেননা কতকগুলি সীমার বাইরে একটি ক্ষুদ্র মুনাফা-হার সহ একটি বৃহৎ মূলধন সঞ্চয়িত হয় একটি বৃহৎ মুনাফা-হার সহ একটি ক্ষুদ্র মূলধনের চেয়ে দ্রুততর গতিতে। একটা বিশেষ উচ্চ বিন্দুতে এই ক্রমবর্ধমান সংকেন্দ্রীকরণ আবার মুনাফা-হারে ঘটায় একটি নোতুন অবনমন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিক্ষিপ্ত মূলধনগুলির সমষ্টি তখন তাড়িত হয় ফটকাবাজি, ক্রেডিট জালিয়াতি, স্টক প্রতারণা ও সংকটের দুঃসাহসিক পথে। মূলধনের তথাকথিত প্রাচুর্য সর্বদাই প্রযোজ্য হয় মূলতঃ সেই মূলধনের প্রচুর্যের ক্ষেত্রে যার বেলায় মুনাফা-হারে হ্রাস প্রতিপূরিত হয় না মুনাফার পরিমাণের মাধ্যমে—এটা সব সময়েই সত্য মূলধনের নোতুন বিকাশমান প্রশাখাগুলির বেলায়—কিংবা এমন এক প্রাচুর্যের ক্ষেত্রে যা নিজে নিজে কাজ করতে অক্ষম মূলধনগুলিকে স্থাপন করে বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালকদের হাতে ক্রেডিটের আকারে। মূলধনের এবংবিধ প্রাচুর্যের উদ্ভব ঘটে সেই একই কারণগুলি থেকে, যেগুলি থেকে ঘটে আপেক্ষিক অতি-জনসংখ্যা, এবং অতএব, এটা এমন একটি ব্যাপার যা দ্বিতীয়টিকে অনুপূরণ করে, যদিও তারা অবস্থান করে বিপরীত মেরুতে—এক মেরুতে বেকার মূলধন, এবং অন্য মেরুতে বেকার শ্রমিক-জনসংখ্যা।

সুতরাং মূলধনের অতি-উৎপাদন, একক পণ্যসমূহের নয়,—যদিও,মূলধনের অতি-উৎপাদন সর্বদাই অন্তর্ভুক্ত করে পণ্যের অতি-উৎপাদন—পণ্যের অতি-উৎপাদন হচ্ছে শুধু মূলধনের অতি-সঞ্চয়ন। এই অতি-সঞ্চয়ন কি তা বুঝতে হলে (আরো গভীর বিশ্লেষণ পরে পাওয়া যাবে), একে কেবল ধরে নিতে হবে অনাপেক্ষিক বলে। মূলধনের অতি-উৎপাদন কখন অনাপেক্ষিক হবে ? অতি-উৎপাদন যা প্রভাবিত করবে উৎপাদনের এই বা ঐ ক্ষেত্রটিকে, বা কয়েকটি মাত্র ক্ষেত্রকে নয়, কিন্তু অনাপেক্ষিক হবে আর পূর্ণতর ব্যাপ্তিতে, অতএব বিস্তৃত হবে উৎপাদনের সমস্ত ক্ষেত্রে ?

মূলধনের অতি-উৎপাদন ঘটবে তখনি, যখন ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত মূলধন = ০। অবশ্য, ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের উদ্দেশ্য, হচ্ছে মূলধনের আত্ম-অভিব্যক্তি, অর্থাৎ উদ্বৃত্ত-মূল্যের আত্মীকরণ, উদ্বৃত্ত-মূল্যের তথা মুনাফার উৎপাদন। সুতরাং যখনি মূলধন এমন এক অনুপাতে বৃদ্ধি পাবে যে, না এই জনসংখ্যার দ্বারা সরবরাহকৃত অনাপেক্ষিক কর্ম-কাল, না আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত কর্ম-কাল, আর প্রসারিত করা যায় (এই শেষোক্তটি কোনো ক্রমেই সম্ভব হবে না যখন শ্রমের চাহিদা এত প্রবল যে মজুরি-বৃদ্ধির একটা ঝোঁক দেখা দেয়) ; অতএব, এমন একটা বিন্দুতে, যখন বর্ধিত মূলধনটি উৎপাদন করবে ঠিক ততটা, বা এমনকি তার চেয়ে কম, উদ্বৃত্ত-মূল্য, যা তা উৎপাদন করত বৃদ্ধি-প্রাপ্তির আগে, তখন হবে মূলধনের অনাপেক্ষিক অতি উৎপাদন ; অর্থাৎ, বর্ধিত মূলধন ম + Δম উৎপাদন করবে মূলধন ম-এর চেয়ে অনধিক, এমনকি অল্পতর, মুনাফা—Δম-এর দ্বারা তার প্রসারণের আগে। উভয় ক্ষেত্রেই, মুনাফার সাধারণ হারে ঘটবে একটি খাড়া ও আচমকা পতন। কিন্তু এবারে মূলধনের গঠনে

একটি পরিবর্তনের দরুন—যে পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের দ্বারা নয়, বরং অস্থির মূলধনের অর্থ-মূল্যে একটি বৃদ্ধি (বর্ধিত মজুরির দরুন) এবং আবশ্যিক শ্রমের সঙ্গে উদ্বৃত্ত শ্রমের অনুপাতে তদনুযায়ী হ্রাসের দ্বারা।

বস্তুতঃ, দেখা যাবে যে মূলধনের একটা অংশ থেকে যাবে সম্পূর্ণ ভাবে বা আংশিক ভাবে অলস (কারণ নিজের মূল্য প্রসারণে সক্ষম হতে হলে তাকে ঠেলে বার করে দিতে হবে সক্রিয় মূলধনের কিছুটা অংশ, এবং তার বাকি অংশটা মূল্য উৎপাদন করবে নিম্নতর মুনাফা-হারে—অনিযুক্ত বা অংশতঃ নিযুক্ত মূলধনের চাপের কারণে। এ দিক থেকে এটা হবে গুরুত্বহীন যদি অতিরিক্ত মূলধনের একটা অংশকে গ্রহণ করতে হত পুরনো মূলধনের স্থান, এবং পুরনো মূলধনকে তার অবস্থান গ্রহণ করত অতিরিক্ত মূলধনে। আমাদের তখনো রাখতে হত এক পাশে পুরনো মূলধনের পরিমাণটি এবং অন্য পাশে অতিরিক্ত মূলধনের পরিমাণটি। মুনাফার হারে পতনের সঙ্গে সঙ্গে তখন ঘটবে মুনাফার পরিমাণে অনাপেক্ষিক হ্রাস, কেননা, আমরা যে অবস্থাগুলি ধরে নিয়েছি তাতে, নিযুক্ত শ্রম-শক্তির পরিমাণটিকে বাড়ানো যায় না এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারটিকেও উপরে তোলা যায় না, যার দরুন উদ্বৃত্ত মূল্যের পরিমাণটিকেও বৃদ্ধি করা যায় না। এবং এই হ্রাস প্রাপ্ত মুনাফার পরিমাণটিকে গণনা করতে হবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মোট মূলধনের উপরে। কিন্তু এমনকি যদি ধরে নেওয়া যায় যে নিযুক্ত মূলধন পুরনো হারেই আত্ম-প্রসার করতে থাকে, এবং অতএব মুনাফার পরিমাণ একই থাকে, তা হলেও এই পরিমাণটি গণনা করা হবে একটি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মোট মূলধনের উপরে, যা অনুরূপ ভাবে সূচিত করে মুনাফার হারে একটি পতন। যদি ১,০০০ পরিমাণ একটি মোট মূলধন দিত ১০০ পরিমাণ মুনাফা, এবং ১,৫০০ পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে তখনো দিত ১০০, তা হলে দ্বিতীয় ক্ষেত্রটিতে, ১,০০০ দিত কেবল ৬৬⅔%। পুরনো মূলধনটির আত্ম-প্রসারণ, অনাপেক্ষিক অর্থে, হ্রাস পেত। নোতুন অবস্থায় ঐ মূলধনটি = ১,০০০ দিত না আগেকার অবস্থায় যা যদিও একটি মূলধন = ৬৬৬⅔, তার চেয়ে বেশি।

যাই হোক, এটা স্পষ্ট যে, পুরনো মূলধনের এই সত্যিকার অবচয় ঘটতে পারে নি একটি সংগ্রাম ছাড়া, এবং অতিরিক্ত মূলধন ∆ম গ্রহণ করতে পারে নি মূলধনের কার্যাবলী একটি সংগ্রাম ছাড়া। মুনাফার হার পড়ে যাবে না মূলধনের অতি-উৎপাদন-জনিত প্রতিযোগিতার প্রভাবে। বরং হবে উল্টো; প্রতিযোগিতামূলক সংগ্রামটাই আবার শুরু হবে কারণ মুনাফার অবনমিত হার এবং মূলধনের অতি-উৎপাদন উদ্ভূত হয় একই কারণসমূহ থেকে। পুরনো কর্মরত ধনিকদের হাতে ∆ম-এর অংশটিকে কম-বেশি অলসই থাকতে দেওয়া হয়, যাতে করে তাদের নিজেদের মূল মূলধনটিতে অবচয় নিবারণ করা যায় এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে তার স্থান সংকুচিত না হয়। অথবা তারা এটা নিয়োগ করবে, এমনকি সাময়িক ক্ষতি হলেও; উদ্দেশ্য হবে অতিরিক্ত মূলধন অলস রাখার প্রয়োজনটাকে নবাগতদের এবং সাধারণ ভাবে তাদের প্রতিযোগীদের কাঁধে সরিয়ে দেওয়া।

∆ম-এর অংশ, যা আছে নোতুন নোতুন হাতে, এখন সচেষ্ট হবে পুরনো মূলধনের

জায়গায় নিজের জন্য একটা জায়গা করে নিয়ে, এবং এ কাজটা অংশতঃ সম্পাদন করবে পুরনো মূলধনের একটা অংশকে অলস থাকতে বাধ্য করে। এই মূলধন পুরনো মূলধনকে বাধ্য করবে তার পুরনো জায়গা ছেড়ে দিতে এবং নিজেকে তুলে নিয়ে পুরোপুরি বা আংশিক ভাবে বেকার অতিরিক্ত মূলধনের সঙ্গে সামিল হতে।

মূলধনের একটা অংশকে সব অবস্থাতেই অব্যবহৃত পড়ে থাকতে হয়; একে পরিত্যাগ করতে হয় মূলধন হিসাবে তার বৈশিষ্ট্যসূচক গুণটিকে—যেখানে মূলধন হিসাবে কাজ করা এবং মূল্য উৎপাদনের ব্যাপার থাকে। প্রতিযোগিতামূলক সংগ্রামই ঠিক করে দেবে তার কোন্ অংশটি বিশেষ ভাবে আহত হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত সব কিছু ভালই চলে, প্রতিযোগিতা ধনিক শ্রেণীর মধ্যে সৃষ্টি করে একটি কর্মগত ভ্রাতৃত্ব যেমন আমরা দেখেছি মুনাফার সাধারণ হা'রের সমীভবনের ক্ষেত্রে, যাতে করে প্রত্যেকেই তার নিজের বিনিয়োগের আয়তনের অনুপাতে বারোয়ারি লুঠে অংশ পায়। কিন্তু যখনি প্রশ্নটা থাকে না আর মুনাফায় অংশ নেবার, সেটা হয়ে পড়ে লোকসানে অংশ নেবার, তখনি প্রত্যেকের চেষ্টা হয় নিজের অংশটা ন্যূনতম মাত্রায় নামিয়ে আনার এবং বাকিটা পরের কাঁধে ঝেড়ে দেবার। শ্রেণী হিসাবে ধনিকেরা অনিবার্য ভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই ক্ষতির কতটা ব্যক্তি-মালিক বহন করবে, অর্থাৎ তাতে তার আদৌ কতটা অংশ হবে, তা স্থির হয় শক্তি ও ধূর্ততার দ্বারা; এবং প্রতিযোগিতা তখন পরিণত হয় বৈর-ভাবাপন্ন ভাইদের মধ্যে লড়াইয়ে। প্রত্যেক ধনিকের ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং ধনিক শ্রেণীর সমষ্টিগত স্বার্থের মধ্যেকার বৈরিতা তখন প্রকট হয়ে ওঠে, ঠিক যেমন আগে কার্যক্ষেত্রে প্রকট হয়ে উঠেছিল তাদের স্বার্থের অভিন্নতা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে।

কি ভাবে এই সংঘাতের সমাধান হয় এবং তেমন অবস্থার পুনরুদ্ধার ঘটে, যা ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের "সুস্থ" পরিচালনার সঙ্গে সুসঙ্গত হয়। সমাধানের পদ্ধতিটি আগেই নির্দেশ করা হয়েছে স্বয়ং ঐ সংঘাতটিরই উদ্ভবের মধ্যে, যার সমাধান এখানে আমাদের আলোচনাধীন। সেটি অন্তর্ভুক্ত করে মূলধনের প্রত্যাহার এবং এমনকি আংশিক বিনাশ-সাধন—হয়, অতিরিক্ত মূলধন Δম-এর পূর্ণ পরিমাণে আর নয়তো অন্ততঃ তার একটা আংশিক পরিমাণে। যদিও, যেমন এই সংঘাতের বিবরণটি থেকে প্রকাশ পায়, লোকসানটা কোনো ক্রমেই সমভাবে বণ্টিত হয় না একক মূলধনগুলির মধ্যে; বরং তার বণ্টন স্থিরকৃত হয় একটা প্রতিযোগিতামূলক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, যে সংগ্রামে, লোকসানটা বণ্টিত হয় খুবই ভিন্ন ভিন্ন অনুপাতে—বিশেষ বিশেষ সুবিধা বা আগে থেকে আবৃত অবস্থানগুলি অনুযায়ী, যাতে করে একটি মূলধন পড়ে থাকে অব্যবহৃত, আরেকটি হয়ে যায় ধ্বংস এবং তৃতীয় একটি সহ্য করে আপেক্ষিক ক্ষতি বা অবচিত হয় নেহাৎ সাময়িক ভাবে, ইত্যাদি।

কিন্তু সব অবস্থাতেই ভারসাম্যের পুনরুদ্ধার ঘটবে অল্পাধিক পরিমাণ মূলধনের প্রত্যাহার বা বিনাশের মাধ্যমে। এটা অংশতঃ বিস্তৃত হবে মূলধনের বস্তুগত সত্তা পর্যন্ত, অর্থাৎ স্থিতিশীল ও সঞ্চলনশীল মূলধনের উৎপাদন-উপায় সমূহের একটা অংশ

পর্যন্ত ; কাজ করবে না, ক্রিয়াশীল হবে না মূলধন হিসাবে। কিছু কিছু চালু প্রতিষ্ঠান অচল হয়ে যাবে। যদিও এই প্রসঙ্গে, সময় উৎপাদনের সমস্ত উপায়কেই (জমি ছাড়া) আক্রান্ত ও অধঃপতিত করে, তবু বন্ধ হয়ে পড়ে থাকার ফলে উৎপাদন-উপায়-গুলির ক্ষতি হয় ঢের বেশি। যাই হোক, এ ক্ষেত্রে প্রধান ফলটি হবে এই যে এগুলি উৎপাদনের উপায় হিসাবে কাজ করা থেকে বিরত হবে, উৎপাদনের উপায় হিসাবে এদের ভূমিকা অল্প কাল বা দীর্ঘ কালের জন্য ব্যাহত হবে।

প্রধান ক্ষতি, এবং সবচেয়ে দারুণ প্রকৃতির ক্ষতি, ঘটবে মূলধনের ক্ষেত্রে, এবং যেহেতু তা ধারণ করে মূল্য-রূপ বৈশিষ্ট্যটি, সেই হেতু এই ক্ষতিটা ঘটবে মূলধনের **মূল্যের** ক্ষেত্রে। মূলধনের মূল্যের যে অংশটা থাকে কেবল উদ্বৃত্ত-মূল্যের অর্থাৎ মুনাফার, ভবিষ্যৎ অংশের উপরে দাবির আকারে, বস্তুতঃ পক্ষে নানান রূপে উৎপাদনের উপরে প্রত্যর্থ পত্রের ('প্রমিসরি নোট'-এর) আকারে, সেটা সঙ্গে সঙ্গে অবচিত হয়ে যায়—যার উপরে সেটা হিসাব করা হয়, সেই পাওনার অঙ্ক কমে যাবার ফলে। সোনা ও রূপার একটা অংশ অব্যবহৃত পড়ে থাকে, অর্থাৎ মূলধন হিসাবে কাজ করে না। বাজারের পণ্যসম্ভারের একটি অংশ তাদের সঞ্চলন ও পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়াটিকে সম্পূর্ণ করতে পারে কেবল তাদের দামের বিরাট সংকোচনের মাধ্যমে, অতএব যে মূলধনের তারা প্রতিনিধিত্ব করে তার অবচয়ের মাধ্যমে। স্থিতিশীল মূলধনের উপাদানগুলির কম-বেশি মাত্রায় অবচয় ঘটে ঠিক একই ভাবে। এটা অবশ্যই যোগ করতে হবে যে নির্দিষ্ট, পূর্বধৃত মূল্য-সম্পর্ক-সমূহই পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে, যার দরুন দামের সাধারণ হ্রাস ঘটলে পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়াটি রুদ্ধ ও বিশৃংখল হয়ে যায়। এই বিশৃংখলা ও রুদ্ধাবস্থা পরিপ্রদানের মাধ্যম হিসাবে অর্থের ভূমিকাকে অকেজো করে দেয়, যার বিকাশ মূলধনের বিকাশের সঙ্গে সংগ্রথিত এবং ঐ পূর্বধৃত দাম-সম্পর্কগুলির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। বিশেষ বিশেষ তারিখে পরিপ্রদানের বাধ্য-বাধকতার শৃংখলটি শত স্থানে ভেঙে যায়। বিশৃংখলা আরো বেড়ে যায় ক্রেডিট ব্যবস্থার আনুষঙ্গিক বিপর্যয়ের ফলে, যে ক্রেডিট ব্যবস্থার বিকাশ ঘটে মূলধনের সঙ্গে যুগপৎ ; এই বিপর্যয়ের পরিণতি ঘটে প্রচণ্ড ও তীব্র সংকটে, আকস্মিক ও বাধ্যতামূলক অবচয়ে, পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ার সত্যিকারের গতিরুদ্ধ ও বিপর্যস্ত অবস্থায়, এবং পুনরুৎপাদনে প্রকৃতই একটি অবচ্ছেদে।

কিন্তু ঐ একই সময়ে অন্যান্য কারণিকও কাজ করে। উৎপাদনের রুদ্ধাবস্থা শ্রমিক শ্রেণীর একটা অংশের 'লে-অফ' ('কর্মচ্যুতি') ঘটায় এবং তার ফলে কর্ম-নিযুক্ত অংশকে এমন এক পরিস্থিতিতে ঠেলে দেয় যে, তাদেরকে এমন কি গড় মজুরির কমেও কাজ করতে বাধ্য হতে হয়। মূলধনের উপরে এর সেই একই ফল ঘটে, যেমন ঘটে গড় মজুরিতে আপেক্ষিক বা অনাপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি বৃদ্ধি ঘটলে। সমৃদ্ধির ফলে শ্রমিকদের মধ্যে বিবাহ বৃদ্ধি পাবে এবং বংশ-নিয়ন্ত্রণ হ্রাস পাবে। জনসংখ্যায় একটি প্রকৃত বৃদ্ধি সূচিত করলেও, তা সূচিত করে না কর্মরত জনসংখ্যার প্রকৃত বৃদ্ধি। কিন্তু তা মূলধনের সঙ্গে শ্রমিকের সম্পর্ককে একই ভাবে প্রভাবিত

করে, যেমন করত প্রকৃতই কর্মরত শ্রমিকদের সংখ্যায় একটি বৃদ্ধি। অন্য দিকে, দামে হ্রাস এবং প্রতিযোগিতামূলক সংগ্রাম প্রত্যেক ধনিককে তাড়িত করে তার মোট উৎপন্নের একক মূল্যকে তার সাধারণ মূল্যের চেয়ে নীচে নামিয়ে আনতে নোতুন নোতুন মেশিনপত্র, নোতুন ও উন্নত কার্য-পদ্ধতি নোতুন নোতুন সন্নিবেশের সাহায্যে, অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে, স্থির মূলধনের সঙ্গে অস্থির মূলধনের অনুপাত নিম্নতর করতে এবং তদ্দ্বারা কিছু শ্রমিককে মুক্তি দিতে; এক কথায়, একটা কৃত্রিম অতিজনসংখ্যা সৃষ্টি করতে। শেষ পর্যন্ত, স্থির মূলধনের উপাদানগুলির অবচয় নিজেই কাজ করবে মুনাফার হার বৃদ্ধি করার দিকে। নিয়োজিত স্থির মূলধনের পরিমাণটি অস্থির মূলধনের সঙ্গে তুলনায় বেড়ে যায় কিন্তু তার মূল্য কমে যেতে পারে। ফলশ্রুতি হিসাবে উৎপাদনে যে নিশ্চলতা আসে, তাই আবার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে—ধনতান্ত্রিক সীমার মধ্যে পরবর্তী সম্প্রসারণের জন্য।

এবং এই ভাবে চক্রটি নোতুন করে তার পথ পরিক্রমা করবে। নিজের কার্যগত নিশ্চলতার দরুন অবচয়-প্রাপ্ত মূলধনের অংশটি তার পুরনো মূল্য পুনরুদ্ধার করবে। বাকি অংশটির বেলায়, সেই একই পাপ-চক্র, সম্প্রসারিত বাজার এবং বর্ধিত উৎপাদন-শক্তি সহ, উৎপাদনের সম্প্রসারিত অবস্থায় আবার পরিক্রান্ত হবে।

যাই হোক, আমরা যা ধরে নিয়েছি, এমনকি সেই চরম অবস্থাতেও, মূলধনের এই অতি-উৎপাদন অনাপেক্ষিক অতি-উৎপাদন নয়, উৎপাদনের উপায়সমূহের অতি-উৎপাদন নয়। এটা উৎপাদনের উপায়সমূহের অতি উৎপাদন কেবল তত দূর পর্যন্ত, যতদূর সেগুলি **কাজ করে মূলধন হিসাবে**, এবং সেই কারণে অন্তর্ভুক্ত করে মূল্যের আত্ম-প্রসারণ, এবং অবশ্যই উৎপাদন করে একটি অতিরিক্ত মূল্য বর্ধিত পরিমাণটির অনুপাতে।

কিন্তু তবু এটা হবে অতি-উৎপাদন কেননা ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-প্রক্রিয়ার "সুস্থ" "স্বাভাবিক" বিকাশের জন্য যে মাত্রায় প্রয়োজন, নিয়োজিত মূলধনের বর্ধমান পরিমাণের সঙ্গে সঙ্গে মুনাফার পরিমাণের অন্ততঃ বৃদ্ধি সাধন করতে যে মাত্রায় প্রয়োজন, এবং অতএব, মূলধন যতটা বৃদ্ধি পায়, মুনাফা-হারের ততটা বা তার চেয়েও দ্রুততর পতন নিবারণ করতে যে মাত্রায় প্রয়োজন, সেই মাত্রায় শ্রমকে শোষণ করতে মূলধন সক্ষম হবে না।

মূলধনের অতি-উৎপাদন কখনো উৎপাদনের উপায়সমূহের—শ্রমের উপায় ও জীবন ধারণের অত্যাবশ্যক দ্রব্যসমূহের—চেয়ে বেশি কিছু নয়, যে-উপায়সমূহ কাজ করতে পারে মূলধন হিসাবে, অর্থাৎ শ্রমকে শোষণ করতে পারে শোষণের একটি নির্দিষ্ট মাত্রায়; একটি নির্দিষ্ট বিন্দুর নীচে শোষণের তীব্রতা-হ্রাস কিন্তু ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় ঘটায় ব্যাঘাত ও বিরতি, ঘটায় মূলধনের বিনাশ। এটা কোনো স্ববিরোধ নয়, মূলধনের এই অতি উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে চলে কমবেশি আপেক্ষিক অতি-জনসংখ্যা। যে অবস্থাবলী বৃদ্ধি করেছিল শ্রমের উৎপাদনশীলতা, বৃদ্ধি করেছিল উৎপাদিত পণ্যসম্ভারের পরিমাণ, সম্প্রসারিত করেছিল বাজারের বিস্তার, ত্বরান্বিত

করেছিল—পরিমাণ ও মূল্য, উভয়েরই অঙ্কে—মূলধনের সঞ্চয়ন এবং অবনমিত করেছিল মুনাফার হার, সেই একই অবস্থাবলীই আরো সৃষ্টি করেছে, এবং ক্রমাগত সৃষ্টি করে, একটি আপেক্ষিক অতি-জনসংখ্যা, উদ্বৃত্ত-মূলধনের দ্বারা নিযুক্ত হয়নি এমন শ্রমিকের অতি-জনসংখ্যা—যে নিযুক্ত না হওয়ার কারণ শোষণের নিম্ন মাত্রা, একমাত্র যে মাত্রায় তারা নিযুক্ত হতে পারত, কিংবা অন্ততঃ পক্ষে মুনাফার নিম্ন হার, যা তারা দিত শোষণের উপস্থিত মাত্রায়।

যদি মূলধন বিদেশে পাঠানো হয়, তার কারণ এই নয় যে তা আদৌ স্বদেশে নিয়োগ করা যেত না ; তার কারণ এই যে বিদেশে তাকে নিয়োগ করা যায় আরো উঁচু মুনাফার হারে। কিন্তু নিযুক্ত শ্রমিক জনসংখ্যার পক্ষে এবং সাধারণ ভাবে স্বদেশের পক্ষে এই ধরনের মূলধন হচ্ছে অনাপেক্ষিক বাহুল্য। আপেক্ষিক অতি-জনসংখ্যার পাশাপাশি তা এই ভাবেই থেকে যায়, এবং কিভাবে এরা উভয়ে সহ-অবস্থান করে, এবং পরস্পরকে প্রভাবিত করে, এটা তারই একটি দৃষ্টান্ত।

অন্য দিকে, সঞ্চয়নের সঙ্গে সংযুক্ত মুনাফার হারে একটি হ্রাস আবশ্যিক ভাবেই প্রণোদিত করে একটি প্রতিযোগিতামূলক সংগ্রাম। মুনাফার পরিমাণে একটি বৃদ্ধির দ্বারা মুনাফার হারে একটি হ্রাসের প্রতিপূরণ প্রযোজ্য হয় কেবল মোট সামাজিক মূলধনের ক্ষেত্রে এবং বৃহৎ ও দৃঢ়-সংস্থিত ধনিকদের ক্ষেত্রে। স্বতন্ত্র ভাবে ক্রিয়াশীল নোতুন অতিরিক্ত মূলধন ভোগ করে না এমন কোনো প্রতিপূরণকারী অবস্থা। তবু এমন সব অবস্থাকে তার জয় করে নিতে হবে, আর এই কারণেই মুনাফার হারে হ্রাস ঘটলে ধনিকদের মধ্যে শুরু হয় প্রতিযোগিতামূলক সংগ্রাম, এবং উল্‌টোটা ঘটে না। আরো নিশ্চয় করে বলা যায়, প্রতিযোগিতামূলক সংগ্রামের সঙ্গে সব সময়েই ঘটে সাময়িক মজুরি-বৃদ্ধি এবং তার ফল হিসাবে মুনাফার হারে আরো সাময়িক হ্রাস। একই জিনিস ঘটে যখন পণ্যসমূহের অতি-উৎপাদন হয়, যখন বাজারে মালের 'স্টক' অত্যধিক হয়। যেহেতু মূলধনের লক্ষ্য না [illegible] অভাবের পূর্তি সাধন করা, লক্ষ্য হচ্ছে মুনাফা উৎপাদন করা, এবং যেহেতু তা এই লক্ষ্য সিদ্ধ করে এমন সব পদ্ধতির সাহায্যে, যেগুলি উৎপাদনের পরিমাণকে অভিযোজিত করে উৎপাদনের আয়তনের সঙ্গে, উল্‌টোটা নয়, সেই হেতু একটি ফাটল ক্রমাগত ঘটবে ধনতন্ত্রের অধীনস্থ পরিভোগের সীমাবদ্ধ মাত্রা এবং এমন একটি উৎপাদন-ব্যবস্থার মধ্যে, যা সব সময়ে চায় এই অন্তর্নিহিত বাধাটাকে ছাড়িয়ে যেতে। অধিকন্তু মূলধন গঠিত হয় পণ্যসমূহ দিয়ে, এবং তাই মূলধনের অতি-উৎপাদন মানেই পণ্যের অতি-উৎপাদন। এই কারণেই অর্থনীতিবিদদের এই আজব কাণ্ড যে, তাঁরা মূলধনের অতি-উৎপাদন স্বীকার করেও পণ্যের অতি-উৎপাদন অস্বীকার করেন। এ কথা বলা যে, কোনো সাধারণ অতি-উৎপাদন নেই, বরং আছে উৎপাদনের বিবিধ শাখায় অনুপাতের অভাব, আর একথা বলা একই যে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের অধীনে উৎপাদনের বিবিধ শাখার মধ্যে আনুপাতিকতার উদ্ভব ঘটে অনুপাতহীনতার নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া থেকে, কেননা মোট উৎপাদনের সংহতি উৎপাদনের প্রতিনিধিদের উপরে নিজেকে চাপিয়ে দেয় একটি

অন্ধ নিয়মের মত—কিন্তু এমন একটি নিয়মের মত নয়, যাকে তাদের সকলের যৌথ মন দিয়ে অনুধাবন করে এবং অতএব, নিয়ন্ত্রণ করে, আনা যায় তাদের যৌথ নিয়ন্ত্রণে। অধিকন্তু, এর আরো দাবি দাঁড়ায় যে, যেসব দেশে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন বিকশিত নয়, সে সব দেশের উচিত এমন হারে পরিভোগ করা ও উৎপাদন করা যা ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-সমন্বিত দেশগুলির পক্ষে খাটে। যদি বলা হয় যে, অতি-উৎপাদন কেবল আপেক্ষিক, তা হলে এটা সম্পূর্ণ ঠিক ; কিন্তু গোটা ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতিটাই তো একটা আপেক্ষিক পদ্ধতি, যার বাধাগুলি অনাপেক্ষিক নয়। সেগুলি অনাপেক্ষিক কেবল এই পদ্ধতিটিরই ক্ষেত্রে, অর্থাৎ এটিরই ভিত্তিতে। অন্যথা কি করে সেই সব পণ্যেরই ঘাটতি হতে পারে, যেগুলির অভাবে বিপুল জনসমষ্টি ভোগে, এবং কি করে সম্ভব এই চাহিদার পক্ষে বিদেশে, বিদেশের বাজারে, সুযোগ খোঁজা, যাতে করে স্বদেশে শ্রমিকদের দেওয়া যায় জীবন-ধারণের জন্য অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদির গড় পরিমাণ ? এটা সম্ভব কেবল এই কারণে যে, এই সুনির্দিষ্ট ধনতান্ত্রিক আন্তঃসম্পর্কে উদ্বৃত্ত উৎপন্ন ধারণ করে এমন একটি রূপ, যে-রূপে এর মালিক একে উপস্থিত করতে পারে না পরিভোগের জন্য, যদি এ আগে নিজেকে তার জন্য মূলধনে পুনঃ রূপান্তরিত করে। যদি সর্বশেষে বলা যায় যে, ধনিকদের কেবল তাদের নিজেদের মধ্যেই পণ্য বিনিময় ও পরিভোগ করতে হবে, তা হলে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির গোটা প্রকৃতিটাই চোখের সামনে থেকে অন্তর্হিত হয়ে যায় ; এবং এই ঘটনাটাও ভুলে যেতে হয় যে, এটা মূলধনের মূল্যকে প্রসার করার ব্যাপার, তাকে পরিভোগ করার ব্যাপার নয়। সংক্ষেপে, অতি-উৎপাদনের সুস্পষ্ট ঘটনাগুলি সম্পর্কে এই সব কটি আপত্তি (যে ঘটনাগুলি এই সব আপত্তিকে কোনো আমল দেয় না) পর্যবসিত হয় এই বক্তব্যে যে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের বাধাগুলি **সাধারণ ভাবে উৎপাদনের** বাধা নয়, এবং, অতএব, এই বিশেষ, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির বাধা নয়। যাই হোক, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির দ্বন্দ্বটি অবস্থান করে উৎপাদন-শক্তিসমূহের অনাপেক্ষিক বিকাশের দিকে তার যে প্রবণতা ঠিক এই প্রবণতটারই মধ্যে, যা নিরন্তর সংঘাতে আসে উৎপাদনের সেই নির্দিষ্ট অবস্থাবলীর সঙ্গে, যার মধ্যে মূলধন চলাফেরা করে, এবং একমাত্র চলাফেরা করতে পারে।

উপস্থিত জনসংখ্যার অনুপাতে জীবনধারণের অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদির উৎপাদন অত্যধিক নয়। ঠিক বিপরীত। বিপুল জনসমষ্টির অভাবগুলিকে ভদ্রভাবে ও মনুষ্যোচিতভাবে পূরণ করতে হলে, তা বরং অত্যল্প।

জনসংখ্যার সক্ষম-দেহী অংশকে নিয়োগ করার মত অত্যধিক সংখ্যক উৎপাদনের উপায় নেই। ঠিক বিপরীত। প্রথমতঃ, উৎপাদিত জনসংখ্যার একটি অতি বৃহৎ অংশ আসলে কাজ করতে সক্ষম নয়, এবং ঘটনার চাপে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে অপরের শ্রম শোষণের উপরে, অথবা এখন শ্রমের উপরে থাকে এই নামে উল্লেখ করা যায় কেবল একটি শোচনীয় উৎপদ্ধতির অবস্থায়। দ্বিতীয়তঃ, সর্বাপেক্ষা উৎপাদনশীল অবস্থাতেও উৎপাদনের উপায়সমূহ এখন পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপাদিত হয় না যে সমগ্র সক্ষম-দেহী

জনসংখ্যাকে নিযুক্ত করা যায়, যাতে করে তাদের অনাপেক্ষিক কাজের সময়কে সংকুচিত করা যায় কাজের ঘণ্টায় নিয়োজিত স্থির মূলধনের পরিমাণ ও কার্যকরতা দিয়ে।

অন্য দিকে, মাঝে মাঝে অত্যধিক সংখ্যায় উৎপাদনের উপায় ও জীবন ধারণের অত্যাবশ্যক দ্রব্য উৎপাদন করা হয়, যাতে করে একটা বিশেষ হারে শ্রমিকদের শোষণ করার জন্য সেগুলিকে ব্যবহার করা যায়। অত্যধিক সংখ্যক পণ্য উৎপাদন করা হয়, যাতে করে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের স্ব-বিশেষ বণ্টন ও পরিভোগের অবস্থার অধীনে তাদের মধ্যে বিধৃত মূল্য ও উদ্বৃত্ত-মূল্যকে নোতুন মূলধনে, উপলব্ধ ও রূপান্তরিত করা যায়, অর্থাৎ নিরন্তর পৌনঃপুনিক বিস্ফোরণ ছাড়াই যাতে এই প্রক্রিয়াটির পূর্ণ পরিণতি লাভ করা যায়, তত সংখ্যক।

খুব বেশি ধন উৎপাদিত হয় না। কিন্তু মাঝে মাঝে অত্যধিক ধন উৎপাদন করা হয় তার ধনতান্ত্রিক ও স্ব-বিরোধী রূপগুলিতে।

ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির সীমাবদ্ধতাগুলি প্রকট হয়ে ওঠে :

(১) প্রকট হয় এই ঘটনায় যে শ্রমের উৎপাদনশীলতার বিকাশ মুনাফার হ্রাসমান হার থেকে সৃষ্টি করে একটি নিয়ম, যা একটি বিন্দুতে এই বিকাশের সঙ্গে বৈরভাবাপন্ন সংঘাতে আসে এবং নিরন্তর অতিক্রান্ত হবে সংকটের মধ্য দিয়ে।

(২) প্রকট হয় এই ঘটনায় যে, উৎপাদনের প্রসারণ বা সংকোচন নির্ধারিত হয় মজুরি-বঞ্চিত শ্রমের আত্মীকরণ এবং সাধারণ ভাবে বস্তু-রূপায়িত শ্রমের সঙ্গে এই মজুরি-বঞ্চিত শ্রমের অনুপাতের দ্বারা, কিংবা ধনিকদের ভাষায় বললে, মুনাফা এবং নিয়োজিত মূলধনের সঙ্গে এই মুনাফার অনুপাতের দ্বারা, অতএব, সামাজিক প্রয়োজনের তথা সামাজিক ভাবে বিকশিত প্রয়োজনসমূহের, সঙ্গে উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কের দ্বারা নয়, বরং মুনাফার একটি নির্দিষ্ট হারের দ্বারা। এই কারণেই, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতি উৎপাদনের একটি নির্দিষ্ট সম্প্রসারিত পর্যায়ে বিভিন্ন বাধার মুখোমুখি হয়, যে পর্যায়টিকে অন্য অবস্থাটির দিক থেকে দেখলে, তা হত বিপরীতভাবে সম্পূর্ণ অপ্রতুল। এটা নিশ্চল হয়ে যায় সেই বিন্দুতে, যেটি ধার্য হয় মুনাফার উৎপাদন ও উপলব্ধির দ্বারা —প্রয়োজনসমূহের পরিপূর্তির দ্বারা নয়।

মুনাফার হার যদি হ্রাস পায়, তা হলে এক দিকে অনুসরণ করে মূলধনের একটি তৎপরতা যাতে করে একক ধনিকেরা, উন্নত পদ্ধতি ইত্যাদির মাধ্যমে, তাদের নিজ নিজ পণ্যের মূল্যকে অবনমিত করতে পারে মূল্যের সামাজিক গড়ের নীচে এবং এই ভাবে উপলব্ধ করতে পারে একটি বাড়তি মুনাফা চলতি বাজার-দামে। অন্য দিকে, সেখানে উৎপাদনের নোতুন নোতুন পদ্ধতি, মূলধনের নোতুন নোতুন বিনিয়োগ, ভাগ্যসন্ধানের নোতুন নোতুন ঝুঁকি গ্রহণ ইত্যাদি উন্মত্ত তৎপরতাকে কেন্দ্র করে দেখা দেয় ঠগবাজি, ঘটে ঠগবাজির ঢালাও বিস্তার; সব কিছুই করা হয় কেবল বাড়তি একটু মুনাফা পাবার জন্য, যা হবে সাধারণ গড় থেকে স্বতন্ত্র এবং তার চেয়ে বেশি।

মুনাফার হার, অর্থাৎ মূলধনের আনুপাতিক সংবৃদ্ধি, সর্বোপরি, মূলধনের সমস্ত

নোতুন নোতুন শাখার পক্ষেই গুরুত্বপূর্ণ, যারা চায় নিজেদের জন্য একটি স্বতন্ত্র স্থান করে নিতে। এবং যখনি মূলধনের গঠন কয়েকটি প্রতিষ্ঠিত মূলধনের হার পড়ে, যাদের ক্ষেত্রে মুনাফার হার পতন প্রতিপূরিত হয় মুনাফার পরিমাণের দ্বারা, তখনি উৎপাদনের জীবন-দীপ একেবারে নিবে যায়। ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের তাড়িকা শক্তিই হচ্ছে মুনাফার হার। জিনিস উৎপাদিত হয় ততদিন পর্যন্তই, যতদিন সেগুলি উৎপাদিত হতে পারে একটি মুনাফা সহ। এই কারণেই মুনাফার হারে পতন নিয়ে ইংরেজ অর্থনীতিকদের এত মাথাব্যথা। এমন কিছু ঘটার নিছক সম্ভাবনাই যে রিকার্ডোর দুশ্চিন্তার কারণ হয়েছে—এই ঘটনা থেকেই প্রকাশ পায় ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের শর্তাবলী সম্পর্কে তাঁর সুগভীর উপলব্ধি। ঠিক এই জিনিসটাই তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপন করা হয়—"মানুষ" সম্পর্কে তাঁর নিরুদ্বেগের কথা, মানুষের ও মূলধন-মূল্যের ক্ষতি যাই হোক তা নির্বিশেষে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের জন্য তাঁর একমাত্র উদ্বেগের কথা, ঠিক এটাই তাঁর কাছে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। সামাজিক শ্রমের উৎপাদিকা শক্তিসমূহের বিকাশই হচ্ছে মূলধনের ঐতিহাসিক কর্তব্য ও কৈফিয়ৎ। ঠিক এই পথেই তা অচেতন ভাবে সৃষ্টি করে একটি উচ্চতর উৎপাদন-পদ্ধতির, বাস্তব প্রয়োজনসমূহ। যা রিকার্ডোকে ভাবিত করে, তা এই ঘটনা যে, মুনাফার হার, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির উদ্দীপিকা-শক্তি, সঞ্চয়নের মৌল শর্ত ও তাড়িকা শক্তি, বিপন্ন হবে স্বয়ং উৎপাদনেরই বিকাশের দ্বারা। এবং এখানে পরিমাণগত অনুপাতই সব কিছু। বস্তুতঃ পক্ষে, এর পিছনে গভীরতর কিছু আছে, যে সম্পর্কে তিনি কেবল তা স্পষ্টভাবেই অবহিত ছিলেন। এটা এখানে প্রকট হয়ে ওঠে কেবল বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক ভাবে—অর্থাৎ বুর্জোয়া দৃষ্টিকোণ থেকে, ধনতান্ত্রিক ধারণার সীমাবদ্ধতার মধ্যে, স্বয়ং ধনতান্ত্রিক উৎপাদনেরই প্রেক্ষিত থেকে—যে তার নিজের বাধা আছে, তা আপেক্ষিক, তা একটি অনাপেক্ষিক উৎপাদন-পদ্ধতি নয়, কেবল একটি ঐতিহাসিক উৎপাদন-পদ্ধতি—উৎপাদনের বস্তুগত প্রয়েজেনসমূহের বিকাশের একটি নির্দিষ্ট যুগের অনুযায়ী।

৪. অনুপূরক মন্তব্য

যেহেতু শ্রমের উৎপাদনশীলতার বিকাশ শিল্পের বিভিন্ন লাইনে খুবই অসঙ্গতিপূর্ণ ভাবে অগ্রসর হয়, এবং কেবল মাত্রার দিক থেকেই অসঙ্গতিপূর্ণ ভাবে নয়, প্রায়শই আবার বিপরীত মুখেও, সেই হেতু এটা অনুসরণ করে যে গড় মুনাফার পরিমাণ (=উদ্বৃত্ত-মূল্য) অবশ্যই হবে, শিল্পের সর্বাধিক অগ্রসর শাখাগুলিতে উৎপাদনশীলতার বিকাশের পরে যা স্বাভাবিক ভাবেই আশা করা যায়, তার চেয়ে প্রভূত কম। শিল্পের বিভিন্ন লাইনে উৎপাদনশীলতার বিকাশ অগ্রসর হয় প্রভূত ভাবে ভিন্ন ভিন্ন হারে এবং প্রায়শই বিপরীত দিকে—এই যে ঘটনা, তার কারণ কেবল উৎপাদন নৈরাজ্য এবং ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির স্বকীয় বৈশিষ্ট্যই নয়। শ্রমের উৎপাদনশীলতা প্রাকৃতিক অবস্থাবলীর সঙ্গেও বাঁধা, যা প্রায়শই হয় কম উৎপাদনশীল, যখন উৎপাদনশীলতা পায়

বৃদ্ধি—যেহেতু এই শেষোক্তটি নির্ভর করে সামাজিক অবস্থাবলীর উপরে। এই কারণেই এই ক্ষেত্রগুলিতে বিপরীতমুখী গতিশীলতা—এখানে প্রগতি, ওখানে প্রতিগতি। দৃষ্টান্ত হিসাবে বিভিন্ন ঋতুর প্রভাবের কথাই ভেবে দেখুন, যাদের উপরে নির্ভর করে বেশির ভাগ কাঁচামালের পরিমাণ, বনভূমি, কয়লা ও লোহার খনির ক্ষয়িষ্ণুতা।

যদিও স্থির মূলধনের সঙ্কলনশীল অংশ, যেমন কাঁচামাল ইত্যাদি শ্রমের উৎপাদনশীলতার অনুপাতে ক্রমাগত নিজের পরিমাণ বৃদ্ধি করে, তবু স্থিতিশীল মূলধন যেমন বাড়িঘর, যন্ত্রপাতি এবং আলো ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বেলায় ব্যাপারটা তা হয় না। যদিও অনাপেক্ষিক অঙ্কে একটি মেশিনের দৈহিক আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তা আরো মহার্ঘ্য হয়, তবু তা হয় আপেক্ষিক ভাবে সস্তা। যদি পাঁচজন শ্রমিক আগে একটি পণ্যের যে পরিমাণ উৎপাদন করত, এখন করে তার চেয়ে দশ গুণ বেশি, তা স্থিতিশীল মূলধনের বিনিয়োগ-ব্যয়কে দশ গুণ বৃদ্ধি করে না; যদিও স্থির মূলধনের এই অংশটির মূল্য উৎপাদনশীলতার বিকাশের সঙ্গে বৃদ্ধি পায়, তা কোনো ক্রমেই একই অনুপাতে বৃদ্ধি পায় না। মুনাফা-হারের পতনের মধ্যে অভিব্যক্ত, অস্থির মূলধনের সঙ্গে স্থির মূলধনের অনুপাতে পার্থক্যটিকে, এবং শ্রমের উৎপাদনশীলতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে একক পণ্য এবং তার দামের সঙ্গে সম্পর্কের মধ্যে অভিব্যক্ত ঐ একই অনুপাতে পার্থক্যটিকে, আমরা বারবার নির্দেশ করেছি।

[একটি পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হয় তার মধ্যে বিধৃত ও জীবন্ত শ্রমের মোট শ্রম-সময়ের দ্বারা। শ্রম-উৎপাদনশীলতায় বৃদ্ধির মানেই হচ্ছে ঠিক এই যে জীবন্ত শ্রমের অংশ হ্রাস পায় এবং সেই সঙ্গে অতীত শ্রমের অংশ বৃদ্ধি পায়, কিন্তু এমন ভাবে যে সেই পণ্যটিতে বিধৃত শ্রমের মোট পরিমাণটি কমে যয়ে; এমন ভাবে যে জীবন্ত শ্রম অতীত শ্রমের চেয়ে বেশি কমে যায়। একটি পণ্যের মধ্যে বিধৃত অতীত শ্রম—মূলধনের স্থির অংশটি—গঠিত হয় অংশতঃ স্থিতিশীল মূলধনের ক্ষয়-ক্ষতি এবং অংশতঃ সংশ্লিষ্ট পণ্যটির দ্বারা, যেমন কাঁচামাল ও সহায়ক সামগ্রীর দ্বারা কাঁচামাল ও সহায়ক সামগ্রী থেকে প্রাপ্ত মূল্যের অংশটি অবশ্যই হ্রাস পাবে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, কেবল এই সব জিনিসের বেলায় উৎপাদনশীলতা নিজেকে প্রকাশ করে ঠিক সেগুলির মূল্য হ্রাস করার মধ্যেই। অন্যদিকে, বৃদ্ধিশীল শ্রম-উৎপাদকতার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্যই এই যে, স্থির মূলধনের স্থিতিশীল অংশটি প্রবল ভাবে বর্ধিত হয়, এবং সেই সঙ্গে তার মূল্যের যে-অংশটি ক্ষয়-ক্ষতির মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয় পণ্যসমূহে, সেই অংশটিও। উৎপাদনশীলতায় একটি যথার্থ বৃদ্ধির প্রতিনিধিত্ব করতে হলে, একটি নোতুন উৎপাদন-পদ্ধতিকে অবশ্যই স্থানান্তরিত করতে হবে, জীবন্ত শ্রমের সাশ্রয় ঘটিয়ে তার থেকে মূল্যের যে-অংশটি বাদ দেওয়া হয়েছিল, তার চেয়ে একটি ক্ষুদ্রতর অতিরিক্ত মূল্যকে—পণ্যটির প্রতিটি একককে—ক্ষয়-ক্ষতি বাবদে; এক কথায়, তাকে অবশ্যই পণ্যটির মূল্য হ্রাস করতে হবে। এটা তা স্পষ্টতই করবে, এমন কি যদি, যেমন কিছু কিছু ক্ষেত্রে ঘটে, স্থিতিশীল মূলধনটির ক্ষয়-ক্ষতি বাবদে অতিরিক্ত অংশটির চেয়েও বেশি পরিমাণ বা বেশি মূল্যবান একটি অতিরিক্ত মূল্য পণ্যটির মূল্যে প্রবেশ করে।

মূল্যের সঙ্গে সব কটি সংযোজন এমন হতে হবে যে তা জীবন্ত শ্রমে হ্রাস-জনিত মূল্য-হ্রাসকে প্রতিপূরণের চেয়েও বেশি করবে।

পণ্যের মধ্যে প্রবিষ্ট শ্রমের মোট পরিমাণ শ্রমের এই হ্রাস, অতএব, প্রতিভাত হয় শ্রমের বর্ধিত উৎপাদনশীলতার আবশ্যিক মাপকাঠি হিসাবে—কোন্ অবস্থায় উৎপাদন পরিচালিত হয় তাতে কিছু এসে যায় না। বস্তুতঃ পক্ষে, যে সমাজে উৎপাদনকারীরা তাদের উৎপাদন পরিচালনা করে একটি পূর্ব-চিন্তিত পরিকল্পনা অনুসারে, সেখানে, এমন কি সরল পণ্য উৎপাদনের অধীনেও, শ্রমের উৎপাদনশীলতা সর্বদাই মাপা হয় এই মাপকাঠি দিয়ে। কিন্তু ধনতান্ত্রিক উৎপাদনে ব্যাপারটা কেমন দাঁড়ায়?

ধরুন, ধনতান্ত্রিক শিল্পের কোনো একটি লাইন উৎপাদন করে তার পণ্যটির একটি স্বাভাবিক একক নিম্নলিখিত অবস্থাগুলিতে: স্থিতিশীল মূলধনের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় প্রতি এককে ½ শিলিং; তার মধ্যে যাওয়া কাঁচামাল ও সহায়ক সামগ্রীর পরিমাণ দাঁড়ায় প্রতি এককে ১৭½ শিলিং; মজুরি ২ শিলিং এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যের ১০০% হারে উদ্বৃত্ত-মূল্য ২ শিলিং। মোট মূল্য ২২ শিলিং। সরলতার স্বার্থে আমরা ধরে নিচ্ছি যে উৎপাদনের এই লাইনটিতে মূলধনের আছে সামাজিক মূলধনের গড় গঠন, যাতে করে পণ্যটির উৎপাদন-দাম তার মূল্যের সঙ্গে অভিন্ন, এবং ধনিকের মুনাফা সৃষ্ট উদ্বৃত্ত-মূল্যের সঙ্গে অভিন্ন। তা হলে উক্ত পণ্যের উৎপাদন-দাম দাঁড়ায় = ½ + ১৭½ + ২ = ২ শিলিং, মুনাফার গড় হার ২⁄২০ = ১০%, এবং প্রতি একক পণ্যের দাম, তার মূল্যের মত = ২২ শিলিং।

ধরা যাক এখন একটি মেশিন উদ্ভাবিত হল, যা পণ্য-পিছু প্রয়োজনীয় জীবন্ত শ্রম অর্ধেক কমিয়ে দেয়, কিন্তু তিন গুণ করে দেয় মূল্যের সেই অংশটি, যেটি হিসাব করা হয় স্থিতিশীল মূলধনের ক্ষয়-ক্ষতি বাবদে। সেক্ষেত্রে গণনাটা এই: ক্ষয়-ক্ষতি = ১½ শি, কাঁচা ও সহায়ক মাল আগের মতই = ১৭½ শি, মজুরি ১ শি, উদ্বৃত্ত-মূল্য ১ শি, মোট ২১ শি। তা হলে পণ্যটির মূল্য কমে যায় ১ শি; নোতুন মেশিনটা নিশ্চয়ই বাড়িয়ে দিয়েছে শ্রমের উৎপাদনশীলতা। কিন্তু ধনিক ব্যাপারটাকে দেখে এইভাবে: তার ব্যয়-দাম এখন এই: ক্ষয়-ক্ষতি বাবদ ১½ শি, মজুরি বাবদ ১ শি, মোট ২০ শি, যেমন ছিল আগে। যেহেতু মুনাফার হারটি নোতুন মেশিনের দরুন তৎক্ষণাৎ পরিবর্তিত হয়ে যায় না, সেই হেতু সে তার ব্যয় দামের উপরে ১০%, অর্থাৎ ২ শি, বেশি পাবে। তা হলে উৎপাদনের দাম থাকে অপরিবর্তিত = ২২ শি, কিন্তু এটা মূল্যের চেয়ে ১ শি বেশি। ধনতান্ত্রিক অবস্থাবলীর অধীনে উৎপাদনরত একটি সমাজের পক্ষে পণ্যটি সস্তা হয়নি। নোতুন মেশিনটা তার ক্ষেত্রে কোনো উন্নয়ন নয়। সুতরাং সেটা প্রবর্তন করতে ধনিকের কোনো আগ্রহ থাকে না। এবং যেহেতু সেটার প্রবর্তনের ফলে তার বর্তমান, এখনো জীর্ণ-হয়ে-না-যাওয়া, মেশিনারিটা হয়ে পড়বে একেবারে অকেজো, সেটা পরিণত হবে বাজে লোহায়, অতএব ঘটবে একটা সরাসরি লোকসান, সেই হেতু সে সতর্ক হয়ে যায় যাতে এই ভুলটি না করে বসে, যেটা তার কাছে হবে একটা কল্পনামুগ্ধ ভুল।

সুতরাং, শ্রমের বর্ধিত উৎপাদনশীলতার নিয়মটি মূলধনের 'পক্ষে অনাপেক্ষিকভাবে সিদ্ধ নয়। মূলধনের ক্ষেত্রে, উৎপাদনশীলতা সাধারণ ভাবে জীবন্ত শ্রম বাঁচানোর মাধ্যমে বৃদ্ধি পায় না, পরন্তু বৃদ্ধি পায়, অতীতে ব্যয়িত শ্রমের সঙ্গে প্রতিতুলনায়, জীবন্ত শ্রমের **মজুরি-দত্ত** অংশটি বাঁচানোর মাধ্যমে, যা আমরা আগেই প্রথম গ্রন্থে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করেছি (Kap. XIII, S, 409/398*)। এখানে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতি আরেকটি দ্বন্দ্বের দ্বারা আক্রান্ত হয়। তার ঐতিহাসিক ব্রত হল মনুষ্য-শ্রমের উৎপাদনশীলতার জ্যামিতিক হারে বর্ধমান সীমাহীন বিকাশ। তা তখনি তার ব্রতটিকে লংঘন করে যখন তা এই বিকাশকে বাধা দেয়, যেমন এখানে। এটা আবার প্রমাণ করে দেয় যে তা জরাগ্রস্ত হয়ে গিয়েছে, এবং প্রয়োজনের তুলনায় বেশি দিন বেঁচে আছে।[১]]

প্রতিযোগিতার অধীনে, একটি স্বতন্ত্র শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সফল পরিচালনার জন্য, উৎপাদনশীলতায় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজিত মূলধনের ন্যূনতম বর্ধমান পরিমাণটি ধারণ করে এই চরিত্র: যখন থেকে নোতুন, অধিকতর ব্যয়বহুল সরঞ্জামটি সর্বজনীন ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তখন থেকেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূলধনগুলি এই শিল্প থেকে বাদ পড়ে যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূলধন শিল্পের বিবিধ ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ভাবে চালিয়ে যেতে পারে কেবল যান্ত্রিক আবিষ্কারের শৈশব কালে। রেলওয়ের মত বিরাট বিরাট উদ্যোগগুলি, অন্য দিকে, যেগুলির থাকে একটি অত্যন্ত উচ্চ অনুপাতের স্থিয় মূলধন, সেগুলি মুনাফার গড় হার প্রদান করে না, প্রদান করে তার একটি অংশ মাত্র, কেবল একটি সুদ। অন্যথা, মুনাফায় সাধারণ হার আরো নীচে নেমে যেত। কিন্তু এর ফলে বৃহৎ বৃহৎ সংকেন্দ্রীকৃত মূলধনগুলির স্টকের আকারে প্রত্যয় নিয়োগের সুযোগ ঘটে।

মূলধনের বৃদ্ধি, অতএব মূলধনের সঞ্চয়ন, সূচিত করে না মুনাফার হারে একটি হ্রাস, যদি তার সঙ্গে না ঘটে মূলধনের অবয়বগত উপাদানগুলির অনুপাতে উল্লিখিত-পরিবর্তনসমূহ। এখন, এটা এমন ঘটে যে, উৎপাদনের পদ্ধতিতে প্রতিদিন বিপ্লব ঘটা সত্ত্বেও মোট মূলধনের বৃহত্তর বা ক্ষুদ্রতর অংশের—কখনো এটা, কখনো ওটা, সঞ্চয়িত হতে থাকে কিছু কিছু সময়কাল ধরে, ঐ উপাদানগুলির একটি বিশেষ গড় অনুপাতের ভিত্তিতে, যাতে করে বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কোনো অবয়বগত পরিবর্তন ঘটে না, এবং

* ইং সংস্করণ, পঞ্চদশ অধ্যায়, ২, পৃঃ ৩৯২-৯৩, বাংলা দ্বিতীয় গ্রন্থ, পঞ্চদশ অধ্যায়।

১. এই অংশটি বন্ধনীর মধ্যে রাখা হয়েছে, কেননা মূল পাণ্ডুলিপির পুনর্বাচন হলেও, কোনো কোনো পয়েন্টে এটা মূল পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত বিষয়-পরিধিকে ছাড়িয়ে গিয়েছে।—এঙ্গেলস।

অতএব, মুনাফার হারে পতনের কোনো হেতুও ঘটে না। মূলধনের এই নিরন্তর সম্প্রসারণ, অতএব উৎপাদনেরও সম্প্রসারণ—উৎপাদনের পুরনো পদ্ধতির ভিত্তিতে, যা, তার পাশে নোতুন নোতুন পদ্ধতির প্রবর্তনের সঙ্গে, শান্তভাবে চলতে থাকে—এটা হচ্ছে আরো একটা কারণ কেন সমাজের মোট মূলধন যতটা বৃদ্ধি পায়, মুনাফার হার ততটা হ্রাস পায় না।

শ্রমিকদের অনাপেক্ষিক সংখ্যায় বৃদ্ধি উৎপাদনের সকল শাখায় ঘটে না, এবং আদৌ সমান ভাবে ঘটে না—মজুরি বাবদ ব্যয়িত অস্থির মূলধনের আপেক্ষিক হ্রাস সত্ত্বেও। কৃষিতে, জীবন্ত শ্রমের উপাদানটির হ্রাস অনাপেক্ষিক হতে পারে।

যাই হোক, ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের এটা একটা শর্ত যে, মজুরি-শ্রমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে অনাপেক্ষিক ভাবে, তার আপেক্ষিক হ্রাস সত্ত্বেও। শ্রম-শক্তি তার পক্ষে হয়ে পড়ে বাহুল্য যখনি আর আবশ্যক হয় না দৈনিক ১০ থেকে ১৫ ঘণ্টা তা নিযুক্ত করার। উৎপাদিকা শক্তির এমন এক বিকাশ, যা হ্রাস করে দেয় শ্রমিকদের অনাপেক্ষিক সংখ্যা, অর্থাৎ সমগ্র জাতিকে সক্ষম করবে অল্পতর সময়ের মধ্যে তার মোট উৎপাদনকে সম্পাদন করতে, তা ঘটিয়ে দেবে একটি বিপ্লব, কেননা জনসংখ্যার একটি বিপুল সমষ্টিকে তা বেকার করে দেবে। ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের পথে নির্দিষ্ট বাধার এটা আরো একটি অভিব্যক্তি; এ থেকে প্রকাশ পায় যে, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন কোনো ক্রমেই উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের এবং ধনসম্পদ সৃজনের একটি অনাপেক্ষিক রূপ নয়, বরং একটি বিশেষ বিন্দুতে তা এই বিকাশের সঙ্গে সংঘাতে আসে। এই সংঘাত আংশিক ভাবে আত্মপ্রকাশ করে পর্যাবৃত্তিক সংকটে, যা উদ্ভূত হয় এই ঘটনা থেকে যে শ্রমিক-জনসংখ্যার কখনো এই অংশ কখনো ঐ অংশ তার পুরনো নিয়োগ-পদ্ধতি অনুসারে বাহুল্যে পরিণত হয়। ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের সীমা হল শ্রমিকদের বাড়তি সময়। সমাজের দ্বারা লব্ধ অনাপেক্ষিক অবকাশ সময়ে তার আগ্রহ নেই। উৎপাদিকা শক্তির বিকাশে তার আগ্রহ থাকে ততক্ষণ, যতক্ষণ তা বৃদ্ধি করে শ্রমিক শ্রেণীর উদ্বৃত্ত-শ্রমসময়—সাধারণ ভাবে তা কাজ করে একটি দ্বন্দ্বের মধ্যে।

আমরা দেখেছি যে, মূলধনের বর্ধমান সঞ্চয়ন নির্দেশ করে তার বর্ধমান সংকেন্দ্রীকরণ। এইভাবে বৃদ্ধি পায় মূলধনের পরাক্রম, আসল উৎপাদনকারীর থেকে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-রূপটির মধ্যে মূর্তিপ্রাপ্ত সামাজিক উৎপাদনের অবস্থাবলীর পরকীকরণ। মূলধন ক্রমেই বেশি বেশি করে সামাজিক শক্তি হিসাবে সামনে আসে, যার প্রতিনিধি হল ধনিক। সামাজিক শক্তিটি আর তার সঙ্গে কোনো সম্ভাব্য সম্পর্ক বহন করে না, যা একজন একক শ্রমিকের শ্রম সৃষ্টি করতে পারে। তা হয়ে ওঠে একটি পরকীকৃত, স্বতন্ত্র, সামাজিক শক্তি, যা সমাজের বিপরীতে দাঁড়ায় একটি বাস্তব সত্তা হিসাবে—এমন একটি সত্তা যা ধনিকের ক্ষমতার উৎস। একদিকে সাধারণ সামাজিক শক্তি, যাতে মূলধন বিকাশ লাভ করে এবং অন্য দিকে, এই সামাজিক অবস্থাবলীর উপরে

একক ধনিকদের ব্যক্তিগত ক্ষমতা—এই উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব হয়ে ওঠে আরো আরো অনপনীয় এবং তবু ধারণ করে সমস্যাটির সমাধান, কেননা তা একই সঙ্গে নির্দেশ করে উৎপাদনের অবস্থাবলীর রূপান্তর সাধন—সাধারণ, সার্বজনিক, সামাজিক অবস্থাবলীতে। এই রূপান্তরের উদ্ভব ঘটে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের অধীনস্থ উৎপাদিকা শক্তি-সমূহের বিকাশ থেকে এবং যে যে পথে ও পদ্ধতিতে এই বিকাশ ঘটে সেগুলি থেকে।

কোনো ধনিকই কখনো স্বেচ্ছায় একটি নোতুন উৎপাদন-পদ্ধতি প্রবর্তন করে না, তা সেটি যত বেশি উৎপাদনশীলই হোক না কেন এবং যত বেশি উদ্বৃত্ত-মূল্যই উৎপাদন করুক না কেন, তাতে কিছু এসে যায় না, যতক্ষণ তা মুনাফার হারটিকে হ্রাস করে। তবু এমন প্রত্যেকটি নোতুন পদ্ধতি পণ্য সমূহকে সস্তা করে দেয়। অতএব, ধনিক সেগুলিকে গোড়ায় সেগুলির উৎপাদন-দামের চেয়ে বেশিতে, সম্ভবতঃ, মূল্যের চেয়েও বেশিতে, বিক্রয় করে। সেগুলির উৎপাদন-ব্যয় এবং উচ্চতর উৎপাদন-ব্যয়ে উৎপাদিত একই পণ্যসমূহের বাজার-দামের মধ্যেকার পার্থক্যটিকে সে পকেটস্থ করে। সে এটা করতে পারে, কেননা এই দ্বিতীয়োক্ত পণ্যগুলি উৎপাদনের জন্য সামাজিক ভাবে প্রয়োজিত গড় শ্রম-সময় নোতুন নোতুন উৎপাদন-পদ্ধতির জন্য প্রয়োজিত শ্রম-সময়ের চেয়ে বেশি। আর উৎপাদন-পদ্ধতি অবস্থান করে সামাজিক গড়ের চেয়ে উপরে। কিন্তু প্রতিযোগিতা তাকে করে তোলে সাধারণ এবং সাধারণ নিয়মটির অনুবর্তী। তখন ঘটে মুনাফার হারে একটি হ্রাস—সম্ভবতঃ প্রথমে উৎপাদনের এই ক্ষেত্রটিতে, এবং ঘটনাক্রমে তা অর্জন করে বাকিদের সঙ্গে একটি ভারসাম্য—যা সেই কারণে ধনিকদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা-নিরপেক্ষ।

এখানে আরো যোগ করতে হবে যে, এই একই নিয়ম শাসন করে সেই সব উৎপাদন ক্ষেত্রকে যেগুলির উৎপন্ন প্রবেশ করে, না প্রত্যক্ষ ভাবে, না পরোক্ষ ভাবে, শ্রমিকদের পরিভোগে কিংবা সেই সব অবস্থায় যার অধীনে তাদের অত্যাবশ্যক দ্রব্য-সম্ভার উৎপাদিত হয়; সুতরাং এই নিয়মটি সেই সব উৎপাদন-ক্ষেত্রেও খাটে, যেগুলিতে আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্য বাড়াতে বা শ্রম-শক্তিকে সস্তা করতে পণ্যসমূহকে সস্তা করা হয় না। (যাই হোক, এই সব লাইনে স্থির মূলধনের সস্তা হওয়ার ফলে, শ্রমের শোষণ একই থেকেও, মুনাফার হার বেড়ে যেতে পারে।) যত তাড়াতাড়ি নোতুন উৎপাদন-পদ্ধতি বিস্তার লাভ করে, এবং এই ভাবে বাস্তব প্রমাণ দাখিল করে যে, এই পণ্যগুলিকে সত্য সত্যই আরো সস্তায় উৎপাদন করা যায়, তত তাড়াতাড়ি পুরনো পদ্ধতি নিয়ে কর্মরত ধনিকেরা বাধ্য হয় তাদের উৎপন্নকে পূর্ণ উৎপাদন-দামের কমে বিক্রি করতে, কারণ এই পণ্যের মূল্য পড়ে গিয়েছে, এবং কারণ এটা উৎপাদন করতে তাদের প্রয়োজিত শ্রম-সময় এখন সামাজিক গড়ের তুলনায় বৃহত্তর। এক

কথায়—এবং এটা দেখা দেয় প্রতিযোগিতার একটি ফল হিসাবে—এই ধনিকেরাও অবশ্যই প্রবর্তন করবে উৎপাদনের নোতুন পদ্ধতিটিকে, যাতে স্থির মূলধনের সঙ্গে অস্থির মূলধনের অনুপাতটি হ্রাস পেয়েছে।

যে সমস্ত ঘটনার ফলে মেশিনারির প্রচলন হয়েছে এবং ফলতঃ তার দ্বারা উৎপাদিত পণ্যের দাম সস্তা হয়েছে, সেগুলি শেষ বিশ্লেষণে পর্যবসিত হয় সংশ্লিষ্ট পণ্যটির একটি এককের দ্বারা আত্মীকৃত শ্রমের পরিমাণের হ্রাস প্রাপ্তিতে; এবং, দ্বিতীয়তঃ, মেশিনারিটির ক্ষয়-ক্ষতির অংশটির হ্রাসপ্রাপ্তিতে, যার মূল্য প্রবেশ করে পণ্যটির একটি মাত্র এককে। মেশিনারির ক্ষয় যত কম দ্রুত হয়, তত বেশি হয় সেই পণ্যসমূহ যাদের উপরে তা বণ্টিত হয়, এবং তত বেশি জীবন্ত শ্রমকে তা প্রতিস্থাপিত করে তার পুনরুৎপাদনের মেয়াদ আসবার আগে। উভয় ক্ষেত্রেই স্থিতিশীল স্থির মূলধনের পরিমাণ ও মূল্য অস্থির মূলধনের সঙ্গে তুলনায় বৃদ্ধি পায়।

"বাকি সমস্ত জিনিস সমান থাকলে, একটি জাতির পক্ষে তার মুনাফা থেকে বাঁচানোর ক্ষমতা মুনাফার হারের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়; বেশি হয় যখন তা উঁচু হয়, কম হয় যখন তা হয় নিচু, কিন্তু যেহেতু মুনাফার হার হ্রাস পায়, বাকি সমস্ত জিনিস সমান থাকে না।...মুনাফার নিচু হারের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণতঃ চলে সঞ্চয়নের দ্রুততর হার—জনসংখ্যার সঙ্গে আপেক্ষিক ভাবে। উদাহরণ, পোল্যাণ্ড, রাশিয়া, ভারত, ইত্যাদি।" (রিচার্ড জোন্স, *An Introductory Lecture on Political Economy*, London, 1833, P. 50 ff)। জোন্স সঠিক ভাবেই জোর দিয়ে বলেছেন যে মুনাফার ক্রম-হ্রাসমান হার সত্ত্বেও সঞ্চয়ন করার প্রেরণা ও প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায়; প্রথমতঃ, বর্দ্ধমান আপেক্ষিক অতি-জনসংখ্যার কারণে; দ্বিতীয়তঃ, কারণ শ্রমের বর্ধিষ্ণু উৎপাদনশীলতার সঙ্গে সংঘটিত হয়, একই বিনিময়-মূল্য যার প্রতিনিধিত্ব করে, সেই ব্যবহার-মূল্যসমূহের পরিমাণে বৃদ্ধি, অতএব মূলধনের বস্তুগত উপাদানগুলিতে বৃদ্ধি; তৃতীয়তঃ, কারণ উৎপাদনের শাখাসমূহ হয় আরো বিভিন্ন; চতুর্থতঃ, ক্রেডিট-ব্যবস্থা, স্টক-কোম্পানি ইত্যাদির বিকাশ এবং তার ফলস্বরূপ শিল্প-ধনিক না হয়েও অর্থকে মূলধনে রূপান্তরিত করার ঘটনা; পঞ্চমতঃ, কারণ ধনের প্রয়োজন ও লোভ বৃদ্ধি পায়; এবং ষষ্ঠতঃ, কারণ স্থিতিশীল মূলধনে বিনিয়োগের পরিমাণ বেড়ে যায়।

ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের তিনটি প্রধান ঘটনা:

(১) স্বল্পসংখ্যক হাতে উৎপাদনের উপায়-সমূহের সংকেন্দ্রীভবন, যার দরুন সেগুলি আর প্রত্যক্ষ শ্রমিকদের সম্পত্তি হিসাবে প্রতিভাত হয় না এবং পরিণত হয় সামাজিক উৎপাদন-ক্ষমতায়। এমনকি যদিও সেগুলি শুরুতে থাকে ধনিকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এরাই হল বুর্জোয়া সমাজের অছি, কিন্তু এরা পকেটস্থ করে এই অছিগিরির সমস্ত অর্থ-প্রাপ্তি।

(২) স্বয়ং শ্রমেরই সামাজিক শ্রম রূপে সংগঠন সহযোগ, শ্রম-বিভাগ, এবং প্রকৃতি-বিজ্ঞানসমূহের সঙ্গে শ্রমের ঐক্যসাধনের মাধ্যমে।

এই দুটি ক্ষেত্রে, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতি ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং ব্যক্তিগত শ্রমের অবসান ঘটায়, যদিও স্ববিরোধী রূপে।

(৩) বিশ্ব-বাজারের সৃষ্টি। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির অধীনে, জনসংখ্যার সঙ্গে আপেক্ষিক ভাবে, বিকাশমান সুবিপুল উৎপাদনশীলতা, এবং মূলধন-মূল্যসমূহের (কেবল সেগুলির বস্তুগত উপাদানে নয়) বৃদ্ধি, যদি একই অনুপাতে নাও হয়, যা পায় জনসংখ্যার চেয়ে ঢের বেশি দ্রুত গতিতে, তা বিরোধিতায় আসে ভিত্তির সঙ্গে যা সম্প্রসারণশীল ধনসম্পদের সঙ্গে তুলনায় নিরন্তর সংকীর্ণতর হয়, এবং যার জন্য এই তাবৎ বিপুল উৎপাদনশীলতা কাজ করে তা সেই অবস্থাবলীর সঙ্গেও বিরোধিতায় আসে যেগুলির অধীনে এর স্ফীতমান মূলধন বৃদ্ধি করে তার মূল্য। আর এই কারণেই সংকট।

চতুর্থ বিভাগ

পণ্য-মূলধন ও অর্থ-মূলধনের বাণিজ্যিক মূলধন ও অর্থ-কারবারি মূলধনে (বণিক-মূলধনে) রূপান্তর

ষোড়শ অধ্যায়

বাণিজ্যিক মূলধন

বণিক-মূলধন, বা সওদাগরি মূলধন, নিজেকে বিভক্ত করে দুটি রূপে বা উপ-ভাগে, যথা বাণিজ্যিক মূলধন এবং অর্থ-কারবারি মূলধন, যা আমরা আরো ঘনিষ্ঠ ভাবে নিরূপণ করব, যেহেতু তা মূলধনকে তার বুনিয়াদি কাঠামোয় বিশ্লেষণ করতে আবশ্যক হবে। সেটা আরো বেশি আবশ্যক এই কারণে যে আধুনিক রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি, এমন কি তার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তাদের মাধ্যমেও, সওদাগরি মূলধন এবং শিল্প-মূলধনকে নির্বিচারে একাকার করে দেয় এবং, ফলতঃ, প্রথমোক্ত মূলধনটির চরিত্র-বৈশিষ্ট্যগুলিকে সম্পূর্ণ ভাবে উপেক্ষা করে।

পণ্য-মূলধনের গতিবিধি দ্বিতীয় গ্রন্থে* বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সমাজের মোট মূলধনটি নিলে, তার একটি অংশ—সব সময়েই গঠিত বিভিন্ন উপাদান নিয়ে এবং এমনকি আয়তনেও পরিবর্তনশীল—সব সময়েই থাকে বাজারে পণ্যসম্ভারের আকারে, অর্থে রূপান্তরিত হবার জন্য। আরেকটি অংশ থাকে বাজারে অর্থের আকারে, পণ্যে রূপান্তরিত হবার জন্য। এটা সর্বদাই এই এই অতিক্রমণের, এই আকারগত রূপান্তরণের, প্রক্রিয়ায়। যেহেতু সঞ্চলনের প্রক্রিয়ায় মূলধনের এই কাজটি একেবারে আলাদা করে রাখা হয় একটি বিশেষ মূলধনের একটি বিশেষ কাজ হিসাবে; শ্রম-বিভাগের কল্যাণে একটি বিশেষ ধনিক-গোষ্ঠীর পক্ষে নির্দিষ্ট কাজ হিসাবে, সেই হেতু পণ্য-মূলধন পরিণত হয় বাণিজ্যিক মূলধনে।

আমরা ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছি (দ্বিতীয় গ্রন্থ, ষষ্ঠ অধ্যায়, "সঞ্চলনের ব্যয়", ২ এবং ৩) কোন্ মাত্রা অবধি পরিবহণ শিল্প, পণ্যের ভাণ্ডার-রক্ষণ ('স্টোরেজ') ও বণ্টনযোগ্য রূপে পরিবণ্টনকে গণ্য করা যেতে পারে সঞ্চলনের অন্তর্গত চালু উৎপাদন-প্রক্রিয়া হিসাবে। পণ্য-মূলধনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এই ঘটনাগুলিকে কখনো কখনো গুলিয়ে ফেলা হয় বণিক-মূলধন বা বাণিজ্যিক মূলধনের স্বতন্ত্র কাজটির সঙ্গে। কখনো কখনো এগুলি কার্যতঃ জড়িত থাকে এই স্বতন্ত্র, সুনির্দিষ্ট, কাজগুলির সঙ্গে, যদিও সামাজিক শ্রম-

---

* ইংরাজী সংস্করণ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৩৬-৫২ বাংলা সংস্করণ তৃতীয় খণ্ড পৃঃ ১১৫-৩২।

বিভাগের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বণিক-মূলধনের কাজটির উদ্ভব ঘটে একটি বিশুদ্ধ রূপে, অর্থাৎ বাস্তব কাজগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন এবং সেগুলি থেকে নিরপেক্ষ ভাবে। সুতরাং আমাদের উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে ঐ কাজগুলি অবান্তর; আমাদের উদ্দেশ্য হল মূলধনের এই বিশেষ রূপটির নির্দিষ্ট পার্থক্যটিকে নিরূপণ করা। যত দূর পর্যন্ত মূলধন একমাত্র নিযুক্ত থাকে সঞ্চলন প্রক্রিয়ায়, বিশেষ বাণিজ্যিক মূলধন, আংশিক ভাবে এই কাজগুলিকে সম্মিলিত করে তার স্ব-বিশেষ কাজগুলির সঙ্গে, তত দূর অবধি তা আবির্ভূত হয় বিশুদ্ধ রূপে। এই ঘটনাক্রমে জড়িয়ে পড়া সমস্ত কাজগুলি থেকে তাকে বিমুক্ত করার পরেই কেবল পাই তার বিশুদ্ধ রূপটিকে।

আমরা দেখেছি যে পণ্য-মূলধন হিসাবে মূলধনের অস্তিত্ব এবং বাজারে সঞ্চলনের পরিধির অভ্যন্তরে পণ্য-মূলধন হিসাবে যে রূপান্তরের মধ্য দিয়ে তা যায়—এমন একটি রূপান্তর যা, পণ্য-মূলধনকে অর্থ-মূলধনে এবং অর্থ-মূলধনকে পণ্য মূলধনে পরিণত ক'রে, নিজেকে পর্যবসিত করে ক্রয়ে এবং বিক্রয়ে—তা গঠন করে শিল্প-মূলধনের পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়ায়, অতএব সমগ্র ভাবে তার উৎপাদন-প্রক্রিয়ায়, একটি পর্যায়। যাই হোক, আমরা আরো দেখেছি যে, সঞ্চলনের মূলধন হিসাবে তার কাজে তা উৎপাদনশীল মূলধন হিসাবে তার কাজ থেকে ভিন্নতর। এই দুটি হল একই মূলধনের দুটি বিভিন্ন ও পৃথক অস্তিত্বের রূপ। মোট সামাজিক মূলধনের ধারাবাহিক ভাবে বাজারে থাকে সঞ্চলনের মূলধনের রূপে, এই রূপ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে করতে, যদিও প্রত্যেকটি একক মূলধনের ক্ষেত্রে পণ্য-মূলধন হিসাবে তার অস্তিত্ব, এবং এই ভাবে তার রূপান্তর, কেবল প্রতিনিধিত্ব করে চির-অদৃশ্যমান এবং চিরনবীভুত সন্ধিবিন্দু-সমূহের—অর্থাৎ তার উৎপাদন-প্রক্রিয়ার নিরবচ্ছিন্নতায় বিবিধ পর্যায়, এবং যদিও বাজারস্থিত পণ্য-মূলধনের উপাদানগুলি এই কারণে পরিবর্তিত হয় নিরবচ্ছিন্ন ভাবে—পণ্য-বাজার থেকে নিরন্তর যেমন তুলে নেওয়া হতে থাকে, তেমনি আবার সমান ভাবে পর্যায়ক্রমে তাতে ফেরৎ পাঠানো হয় নোতুন নোতুন উৎপন্ন হিসাবে।

বাণিজ্যিক মূলধন এই সঞ্চলনের মূলধনেরই একটি অংশের একটি ভিন্ন-মূর্তায়িত রূপ ছাড়া আর কিছুই নয়, তাকে সব সময়েই বাজারে দেখা যায়, থাকে রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় এবং সব সময়েই পরিবেষ্টিত থাকে সঞ্চলনের পরিধির দ্বারা। আমরা বলি, একটি অংশ, কারণ পণ্যের বিক্রয় ও ক্রয়ের একটি অংশ সর্বদাই ঘটে সরাসরি শিল্প-ধনিকদের মধ্যে। উপস্থিত বিশ্লেষণ থেকে আমরা এই অংশটিকে বাইরে রাখছি, কারণ ধারণাটি নিরূপণ, কিংবা বণিক-মূলধনের প্রকৃতি অনুধাবনে, এর কোনো অবদান নেই এবং কারণ আমাদের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে একে দ্বিতীয় গ্রন্থে* নিঃশেষে আলোচনা করা হয়েছে।

পণ্যের কারবারি—সাধারণ ভাবে একজন ধনিক তাই—বাজারে আবির্ভূত হয়

* বাংলা তৃতীয় ও চতুর্থ গ্রন্থ।

একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের প্রতিনিধি হিসাবে, যা সে আগাম দেয় ধনিক হিসাবে অর্থাৎ যা সে পরিবর্তিত করতে চায় x (তার মূল মূল্য) থেকে $x+\Delta x$-এ (মূল পরিমাণ যোগ মুনাফায়)। কিন্তু এটা তার কাছে স্পষ্ট যে—সাধারণ ভাবে একজন ধনিক না হয়ে, পণ্যের এক বিশেষ কারবারি হওয়ায়—তার মূলধন বাজারে প্রথম প্রবেশ করবে অর্থ-মূলধনের রূপে, কেননা সে পণ্য উৎপাদন করে না। সে কেবল পণ্য-সম্ভার নিয়ে ব্যবসা করে, সেগুলির চলাচলকে ত্বরান্বিত করে, এবং সেগুলি নিয়ে ব্যবসা চালাতে হলে তাকে আগে সেগুলি কিনতে হবে, এবং সেই কারণেই অর্থ-মূলধনের অধিকারী হতে হবে।

ধরা যাক, জনৈক পণ্যের কারবারি £৩০০০-এর মালিক, যা সে বিনিয়োগ করে সওদাগরি মূলধনে। এই অর্থ জনৈক কাপড় ম্যানুফ্যাকচারকারীর কাছে দিয়ে সে ক্রয় করে, ধরুন, ৩০,০০০, গজ কাপড়, গজ-প্রতি ২ শি দামে। সে তারপরে বিক্রয় করে সেই ৩০,০০০ গজ। যদি বাৎসরিক গড় মুনাফার হার হয় = ১০% এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত ব্যয় বাদ দেবার পরে সে বাৎসরিক মুনাফা করে ০%, তা হলে বৎসরের শেষে সে তার £৩,০০০-কে রূপান্তরিত করে £৩৩,০০-তে। কি ভাবে সে এই মুনাফা করে —এ প্রশ্নটা আমরা পরে আলোচনা করব। আপাততঃ, আমরা শুধু বিবেচনা করতে চাই তার মূলধনের গতিবিধির রূপটি। তার £৩,০০০ দিয়ে সে কাপড় কিনতে ও বেচতে থাকে; বিক্রয়ের জন্য ক্রয়ের এই ক্রিয়াটি সে নিরন্তর পুনরাবৃত্ত করতে থাকে, অ—প—অ´, সঞ্চলনের প্রক্রিয়ায় যেমন ভাবে মূলধন সমগ্র ভাবে থাকে, তারই সরল রূপ; উৎপাদন প্রক্রিয়ার দ্বারা তা ব্যাহত হয় না, কেননা প্রক্রিয়া তার নিজের গতিপথ ও কাজের বাইরে।

এখন শিল্প-মূলধনের অস্তিত্বের একটি নিছক রূপ হিসাবে পণ্য-মূলধনের সঙ্গে বাণিজ্যিক মূলধনের সম্পর্ক কি? কাপড়-ম্যানুফ্যাকচারকারীর ব্যাপারে বলা যায় যে সে বণিকের অর্থের সাহায্যে তার কাপড়ের মূল্য উপলব্ধ করেছে এবং এই ভাবে তার পণ্য-মূলধনের রূপান্তরণের প্রথম পর্যায়টি সম্পূর্ণ করেছে—তার অর্থে রূপান্তরণ। বাকি অবস্থাগুলি অপরিবর্তিত থাকায়, সে এখন অগ্রসর হতে পারে এই অর্থকে পুনঃরূপান্তরিত করতে সুতো, কয়লা, মজুরি ইত্যাদিতে এবং জীবন-ধারণের উপায় ইত্যাদিতে তার আয় পরিভোগ করার জন্য। অতএব, পরিভোগ-ব্যয় বাদ দিয়ে, সে এগিয়ে যেতে পারে তার পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়াটিকে নিয়ে।

কিন্তু যখন কাপড়ের বিক্রয়, অর্থে তার রূপান্তর, তার ক্ষেত্রে ঘটেছে উৎপাদনকারী হিসাবে, তা এখনো ঘটেনি কাপড়টার নিজের ক্ষেত্রে। তা এখনো রয়েছে বাজারে পণ্য-মূলধন হিসাবে তার প্রথম রূপান্তরের জন্য—বিক্রয়ের জন্য—অপেক্ষমান। এই কাপড়ের ক্ষেত্রে কিছুই ঘটেনি—একমাত্র তার মালিকের পরিবর্তন ছাড়া। যেমন তার উদ্দেশ্যের ব্যাপারে তেমন প্রক্রিয়ায় তার স্থানের ব্যাপারে, এটা এখনো পণ্য-মূলধন, একটি বিক্রয়যোগ্য পণ্য; পার্থক্য কেবল এই যে, ম্যানুফ্যাকচারকারীর হাতে না থেকে এটা এখন আছে বণিকের হাতে। এটাকে বিক্রি করার কাজ, এর রূপান্তর-সাধনের

প্রথম পর্যায়টি সম্পাদন করার কাজ এখন ম্যানুফ্যাকচারকারীর হাত থেকে গিয়েছে বণিকের হাতে, পরিণত হয়েছে বণিকের বিশেষ কাজে, যখন এটা অতীতে ছিল এমন একটা কাজ যেটা করতে হত উৎপাদনকারী নিজেকেই—তার উৎপাদনের কাজ সম্পাদন করার পরে।

ধরা যাক যে, £৩,০০০ মূল্যে আরো ৩০,০০০ গজ কাপড় বাজারে আনার জন্য কাপড়-ম্যানুফ্যাকচারকারীর যে অন্তর্বর্তী অবকাশ আবশ্যক, তার মধ্যে ঐ বণিক তার ৩০,০০০ গজ কাপড় বিক্রি করতে ব্যর্থ হল। তা হলে বণিক আবার তা ক্রয় করতে পারে না, কেননা এখনো তার স্টকে আছে ৩০,০০০ গজ অবিক্রিত কাপড় যা এখনো পুনঃরূপান্তরিত হয়নি অর্থ-মূলধনে। একটি বিরতি ঘটে, অর্থাৎ পুনরুৎপাদনে একটি ব্যাঘাত। অবশ্য, কাপড় ম্যানুফ্যাকচারকারীর হাতে অতিরিক্ত অর্থ-মূলধন থাকতে পারে, যা সে, উৎপাদন-প্রক্রিয়াটিকে অব্যাহত রাখার জন্য, রূপান্তরিত করতে পারে উৎপাদনশীল মূলধনে—ঐ ৩০,০০০ গজ বিক্রি না হওয়া সত্ত্বেও। কিন্তু তাতে কিছু অবস্থান্তর ঘটবে না। যতদূর পর্যন্ত ব্যাপারটা ঐ ৩০,০০০ গজ কাপড়ে আবদ্ধ মূলধন সংক্রান্ত, ততদূর পর্যন্ত তার পুনরুৎপাদন ব্যাহত আছে এবং থাকবে। বস্তুতঃ পক্ষে, এটা এখানে সহজেই দেখা যায় যে বণিকের কাজ-কারবার আসলে এমন কাজ-কারবার যা যে-কোনো অবস্থাতেই সম্পাদন করতে হবে উৎপাদনকারীর পণ্য-মূলধনকে অর্থে রূপান্তরিত করার জন্য। সেগুলি এমন কাজ-কারবার যেগুলি সঞ্চলন ও পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ায় পণ্য-মূলধনের কার্যাবলী সাধন করে। যদি উৎপাদনকারীর কেরানির উপরে এই দায়িত্ব পড়ত যে সে একান্ত ভাবে বিক্রয়ের, এবং সেই সঙ্গে ক্রয়েরও তত্ত্বাবধান করবে একজন স্বতন্ত্র বণিকের পরিবর্তে, তা হলে এই সংযোগটা ক্ষণকালের জন্যও চোখের আড়াল হত না।

সুতরাং, বাণিজ্যিক মূলধন উৎপাদনকারীর পণ্য-মূলধন ছাড়া আর কিছুই নয়, যাকে যেতে হয় অর্থে রূপান্তরণের প্রক্রিয়াটির মধ্য দিয়ে—বাজারে তার পণ্য-মূলধনের ভূমিকাটি পালনের জন্য; একমাত্র পার্থক্য এই যে উৎপাদনকারীর একটি আনুষঙ্গিক কার্যের প্রতিনিধিত্ব করার পরিবর্তে, এটা এখন এক বিশেষ ধরনের ধনিকের, বণিকের, একান্ত কাজ, এবং এটাকে আলাদা করে রাখা হয় মূলধনের এক বিশেষ বিনিয়োগের করণীয় কর্ম হিসাবে।

এটা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে বাণিজ্যিক মূলধনের সঞ্চলনের নির্দিষ্ট রূপটির মধ্যে। বণিক একটি পণ্য ক্রয় করে এবং পরে তা বিক্রয় করে: অ—প—অ´। পণ্যের সরল সঞ্চলনে, কিংবা এমনকি পণ্যের সঞ্চলনে যেমন তা আবির্ভূত হয় শিল্প-মূলধনের সঞ্চলন-প্রক্রিয়ায়, প´—অ—প, সঞ্চলন সংঘটিত হয় অর্থের প্রত্যেকটি এককের দু বার করে হাত-বদলের দ্বারা। কাপড় ম্যানুফ্যাকচারকারী বিক্রি করে তার পণ্য—কাপড়, তাকে রূপান্তরিত করে অর্থে ক্রেতার অর্থ চলে আসে তার হাতে। এই একই অর্থ দিয়ে সে ক্রয় করে সুতো, কয়লা, শ্রম ইত্যাদি—অর্থটা ব্যয় করে কাপড়ের মূল্যকে বিবিধ পণ্যে পুনঃরূপান্তরিত করার জন্য—যে পণ্যগুলি গঠন করে তার উৎপাদনের

উপাদানসমূহ। যে পণ্যটি সে ক্রয় করে, সেটি সেই একই পণ্য নয়, সে যে ধরনের পণ্য বিক্রি করে, সেই ধরনেরও নয়। সে বিক্রি করেছে উৎপন্নসম্ভার আর কিনেছে উৎপাদনের উপায়সমূহ। কিন্তু বণিক-মূলধনের গতিবিধির ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আলাদা। তার £৩,০০০ দিয়ে কাপড়-ব্যবসায়ী বণিক ক্রয় করে ৩০,০০০ গজ কাপড়, সে সেই ৩০,০০০ গজ কাপড় আবার বিক্রি করে দেয় যাতে করে সে সঙ্কলন থেকে তুলে আনতে পারে তার অর্থ-মূলধন (£৩০০০ এবং মুনাফা) এটা সেই একই অর্থের এককগুলি নয়, বরং সেই একই পণ্য যা দুবার হাত-বদল হয়, পণ্যটি বিক্রেতার হাত থেকে ক্রেতার হাতে যায়, এবং ক্রেতার, যে এখন হল বিক্রেতা, তার হাত থেকে আরেক জন ক্রেতার হাতে যায়। এটা বিক্রি হয় দু বার, এবং বিক্রি হতে পরে বারংবার এক গাদা বণিকের মাধ্যমে। এবং ঠিক এই বারংবার বিক্রির মাধ্যমেই, একই পণ্যের এই দ্বিবিধ স্থান-বদলের মাধ্যমেই, যে প্রথম ক্রেতা কর্তৃক অগ্রিম-দত্ত অর্থ পুনঃরুদ্ধার করা হয়, তার প্রত্যাবর্তন সংঘটিত হয়। এক ক্ষেত্রে, প'—অ—প একই অর্থের দ্বিবিধ স্থান বদল ঘটায়, এক রূপে একটি পণ্যের বিক্রয় এবং আরেক রূপে একটি পণ্যের ক্রয়। অন্য ক্ষেত্রটিতে, অ—প—অ' একই পণ্যের এই দ্বিবিধ স্থান-বদল ঘটায়, অগ্রিম-দত্ত অর্থকে সঙ্কলন থেকে তুলে নেওয়া। এটা পরিষ্কার যে পণ্যটি চূড়ান্ত ভাবে বিক্রি হয়ে যায় নি, যখন সেটি যায় উৎপাদনকারার হাত থেকে বণিকের হাতে—এই দিক থেকে যে এই দ্বিতীয়োক্ত ব্যক্তিটি কেবল বিক্রয়ের ক্রিয়াটাই পরিচালনা করে, অথবা পণ্য-মূলধনের কাজটাই সংঘটিত করে। কিন্তু একই সময়ে এটাও পরিষ্কার যে যা হচ্ছে প—অ, উৎপাদনশীল ধনিকের পক্ষে তার মূলধনের কেবল একটি অচিরস্থায়ী কাজ পণ্য-মূলধনের রূপে, সেটাই অ—প—অ', বণিকের পক্ষে তার অগ্রিম-দত্ত অর্থ মূলধনের মূল্যে একটি নির্দিষ্ট বৃদ্ধি। পণ্যের রূপান্তর-পরিগ্রহের একটি পর্যায় এখানে ধনিকের কাছে আবির্ভূত হয় অ—প—অ' রূপে, অতএব মূলধনের একটি স্বতন্ত্র প্রকারের বিকাশ রূপে।

বণিক তার পণ্য অর্থাৎ কাপড়, চূড়ান্ত ভাবে বিক্রয় করে পরিভোক্তার কাছে, তা সেই পরিভোক্তা একজন উৎপাদনশীল পরিভোক্তাই হোক (দৃষ্টান্ত হিসাবে, একজন 'ব্লিচার'), কিংবা এমন একজন লোকই হোক যে কাপড়টাকে কেনে তার ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য। এই ভাবে বণিক তার অগ্রিম-দত্ত মূলধন (মুনাফা সহ) পুনরুদ্ধার করে এবং নোতুন করে তার কর্মকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি করতে পারে। অর্থ যদি কেবল কাপড় কেনার ব্যাপারে একটা প্রদানের উপায় মাত্র হিসাবে কাজ করত, যাতে করে ক্রেতাকে মূল্য দিতে হত কেবল ছ সপ্তাহ পরে, এবং সে যদি তার মেয়াদ ফুরোবার আগেই বিক্রি করে দিতে সফল হত, তা হলে তার নিজের কোনো অর্থ-মূলধন অগ্রিম না দিয়েই কাপড়-ম্যানুফ্যাকচারকারীকে প্রাপ্য দিয়ে দিতে পারত। যদি সে তা বিক্রি না করত, তা হলে তাকে অগ্রিম দিতে হত £৩০০০, মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার তারিখটিতে,কাপড় 'ডেলিভারি' দেবার সঙ্গে সঙ্গে দেবার পরিবর্তে। এবং যদি

বাজার-দামে হ্রাস ঘটায় সে বাধ্য হত ক্রয়-দামের নীচেই বিক্রয় করতে, তা হলে এই ঘাটতিটা তাকে পূরণ করতে হত তার নিজের মূলধন থেকে।

তা হলে সেটা কি যেটা বাণিজ্যিক মূলধনকে দান করে একটি স্বতন্ত্রভাবে ক্রিয়াশীল মূলধনের চরিত্র, যখন, অন্য দিকে, যে উৎপাদনকারী তার বিক্রয়ের কাজ নিজেই করে, এটা স্পষ্টতই তার মূলধনের একটা বিশেষ রূপ—সঞ্চলনের ক্ষেত্রে তার সাময়িক অবস্থান-কালে, পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়ার একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে ?

প্রথমতঃ, এই ঘটনা যে পণ্য-মূলধন চূড়ান্ত ভাবে রূপান্তরিত হয় অর্থে, সে তার প্রারম্ভিক রূপ-পরিবর্তন অর্থাৎ পণ্য-মূলধন হিসাবে বাজারে তার যথোচিত ভূমিকা সম্পাদন করে যখন থাকে উৎপাদনকারী ছাড়া আর কোনো কারণিকের হাতে, এবং পণ্য-মূলধন হিসাবে এই ভূমিকা সম্পাদিত হয় বণিকের দ্বারা তার কার্যকলাপের, ক্রয়-বিক্রয়ের, মধ্যে, যাতে করে এই কার্যকলাপগুলি ধারণ করে শিল্প-মূলধনের অন্যান্য কার্যাবলী থেকে বিশিষ্ট একটি আলাদা কর্ম-উদ্যোগের চেহারা—অতএব একটি স্বতন্ত্র সংস্থার চেহারা। সামাজিক শ্রম-বিভাগের এটা একটি বিশিষ্ট রূপ, যাতে করে মূলধনের পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়ার একটি বিশেষ পর্যায় হিসাবে সচরাচর সম্পাদিত ভূমিকাটির অংশ বিশেষ, এ ক্ষেত্রে,—সঞ্চলন, আবির্ভূত হয় উৎপাদানকারী থেকে আলাদা সুনির্দিষ্ট সঞ্চলনের একান্ত কার্য হিসাবে। কিন্তু এটা একাই এই বিশেষ কার্যটিকে কোনো ক্রমে দেবে না পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত, শিল্প মূলধন থেকে আলাদা ও নিরপেক্ষ, একটি বিশেষ মূলধনের কার্য বিশেষের চেহারা, বাস্তবিক পক্ষে, যে সব ক্ষেত্রে ব্যবসা সম্পাদিত হয় ভ্রাম্যমান বিক্রেতাদের দ্বারা কিংবা শিল্প-ধনিকের অন্যান্য প্রত্যক্ষ প্রতিনিধিদের দ্বারা, সেখানে তা এই ভাবে প্রতিভাতও হয় না। অতএব, নিশ্চয়ই একটা দ্বিতীয় উপাদান জড়িত আছে।

দ্বিতীয়তঃ, এর উদ্ভব ঘটে এই ঘটনা থেকে যে. একজন স্বাধীন সঞ্চলন প্রতিনিধি হিসাবে তার ভূমিকায়, বণিক অর্থ-মূলধন অগ্রিম দেয় (তার নিজের বা ধার-করা)। পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়ায় শিল্প-মূলধনের পক্ষে যে লেনদেনটি দাঁড়ায় কেবল **প—অ,** অর্থাৎ পণ্য-মূলধনের অর্থ-মূলধনে রূপান্তর, বা নিছক বিক্রয়, সেটি বণিকের পক্ষে ধারণ করে **অ—প—অ´**। কিংবা একই পণ্যের ক্রয় ও বিক্রয়ের রূপ, এবং এই ভাবে অর্থ-মূলধনের প্রতি-প্রবাহের রূপ, যা ক্রয়ের বেলায় তাকে ছেড়ে যায়, এবং বিক্রয়ের বেলায় তার কাছে ফিরে আসে।

এটা সর্বদাই **প—অ,** পণ্য-মূলধনের রূপান্তর অর্থ-মূলধনে, যেটা বণিকের পক্ষে ধারণ করে **অ—প—অ** রূপ, যেহেতু সে মূলধন অগ্রিম দেয় উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে পণ্য ক্রয় করার জন্য এটা সর্বদাই পণ্য-মূলধনের প্রথম রূপান্তর, যদিও একজন উৎপাদনকারীর ক্ষেত্রে বা পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ার অন্তর্গত শিল্প-মূলধনের ক্ষেত্রে, এই একই লেনদেন দাঁড়াতে পারে **অ—প**-এ, অর্থাৎ অর্থের পণ্যে (উৎপাদনের উপায়ে) পুনঃরূপান্তরে, রূপান্তরের দ্বিতীয় পর্যায়ে। কাপড়-উৎপাদনকারীতে প্রথম রূপান্তর হল **প—অ,** তার পণ্য-মূলধনের অর্থে রূপান্তর। বণিকের পক্ষে ঐ একই ক্রিয়া

প্রতিভাত হয় অ—প হিসাবে, তার অর্থ-মূলধনের রূপান্তর পণ্য-মূলধনে। এখন সে যদি এই কাপড় বিক্রি করে একজন 'ব্লিচার'-এর কাছে, তা হলে তার মানে দাঁড়াবে অ—প, অর্থাৎ অর্থ-মূলধনের রূপান্তর উৎপাদশীল মূলধনে ; এটা হল 'ব্লিচার'-এর পক্ষে তার পণ্য-মূলধনের দ্বিতীয় রূপান্তর, আর বণিকের পক্ষে এর মানে প—অ, সে যে কাপড় কিনেছিল তার বিক্রয়। কিন্তু বস্তুতঃ পক্ষে, এটা কেবল এই বিন্দুতেই যে কাপড়-ম্যানুফ্যাকচারীর দ্বারা উৎপাদিত পণ্য-মূলধন চূড়ান্ত ভাবে বিক্রি হয়ে যায়। অন্য ভাবে বলা যায়, বণিকের এই অ—প—অ দুজন ম্যানুফ্যাকচারকারীর মধ্যে একজন মধ্যস্থের কাজের প্রতিনিধিত্ব করার বেশি কিছু করে না। অথবা, ধরা যাক, বিক্রয়-করা কাপড়ের মূল্যের একটি অংশ দিয়ে কাপড়-ম্যানুফ্যাকচারকারী একজন সুতোর ব্যাপারীর কাছ থেকে সুতো কেনে। তার ক্ষেত্রে এটা অ—প। কিন্তু সুতো বিক্রয়কারী বণিকের কাছে এটা প—অ, সুতোর পুনঃ বিক্রয়। পণ্য-মূলধন হিসাবে সুতোটার বেলায়, এটা তার চূড়ান্ত বিক্রয়ের চেয়ে বেশি কিছু নয়, যার মাধ্যমে তা সঞ্চলনের পরিধি থেকে চলে যায় পরিভোগের পরিধিতে ; এটা হল প—অ, তার প্রথম রূপান্তরের চূড়ান্ত পরিণতি। বণিক শিল্প-পতির কাছে ক্রয় করুক বা বিক্রয় করুক না কেন, তার অ—প—অ, বণিকের মূলধনের আবর্তটি, সর্বদাই ব্যক্ত করে যা ঠিক প—অ, বা তার প্রথম রূপান্তরের নিছক সম্পূর্ণতা প্রাপ্তি, পণ্য-মূলধনের—পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়ায় শিল্প-মূলধনের একটি অচিরস্থায়ী রূপের—প্রেক্ষিতে। বণিক-মূলধনের অ—প হচ্ছে শিল্প-ধনিকের পক্ষে কেবল প—অ, তার দ্বারা উৎপাদিত পণ্য মূলধনের পক্ষে নয়। এটা হচ্ছে শিল্প ধনিকের কাছ থেকে পণ্য-মূলধনের সঞ্চলন-প্রতিনিধির কাছে স্থানান্তর মাত্র। যে পর্যন্ত না বণিকের মূলধন প—অ বন্ধ করে দেয়, সে পর্যন্ত কার্যরত পণ্য-মূলধন সম্পাদন করে তার চূড়ান্ত প—অ। অ—প—অ হচ্ছে কেবল একই পণ্য-মূলধনের দুটি প—অ, তার দুটি পরপর বিক্রয়, যা সংঘটিত করে শুধু তার সর্বশেষ ও চূড়ান্ত বিক্রয়।

অতএব, বাণিজ্যিক মূলধনে পণ্য-মূলধন ধারণ করে একটি স্বাধীন ধরনের মূলধনের রূপ, কারণ বণিক অর্থ-মূলধন অগ্রিম দেয়, যা উপলব্ধ হয় এবং মূলধন হিসাবে কাজ করে কেবল একান্ত ভাবেই পণ্য-মূলধনের রূপান্তর-সাধনে, পণ্য-মূলধন হিসাবে তার কার্য-সাধনে, অর্থাৎ অর্থে তার রূপান্তর-সাধনে, মধ্যস্থতা করে, এবং তা সে করে পণ্যের ধারাবাহিক ক্রয় ও বিক্রয়ের মাধ্যমে। এটা তার একান্ত কর্মকাণ্ড। শিল্প-মূলধনের সঞ্চলন-প্রক্রিয়া সংঘটনের এই ক্রিয়াটি হচ্ছে অর্থ-মূলধনের একান্ত কর্ম যার সাহায্যে বণিক কাজ চালায়। এই কর্মটির সাহায্যে সে তার অর্থকে রূপান্তরিত করে অর্থ-মূলধনে, তার অ-কে রূপায়িত করে অ—প=অ´-তে, এবং একই প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত করে পণ্য-মূলধনকে বাণিজ্যিক মূলধনে।

যতক্ষণ পর্যন্ত এবং যতদূর পর্যন্ত বাণিজ্যিক মূলধন অবস্থান করে পণ্য-মূলধনের রূপে, তা স্পষ্টতই—মোট সামাজিক মূলধনের পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে—রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় বাজার-স্থিত শিল্প-মূলধনের একটি অংশ ছাড়া আর কিছু নয়।

সুতরাং বণিকের দ্বারা অগ্রিম-প্রদত্ত অর্থ-মূলধনই কেবল একান্ত ভাবে নির্দিষ্ট ক্রয় ও বিক্রয়ের জন্য এবং এই কারণে তা কখনো ধারণ করে না পণ্য-মূলধন ও অর্থ-মূলধন ছাড়া অন্য কোনো রূপ, কখনো ধারণ করে না উৎপাদনশীল মূলধনের রূপ, এবং সর্বদাই আবদ্ধ থাকে মূলধনের সঞ্চলনের পরিধির মধ্যে—কেবল এই অর্থ-মূলধনকেই এখন গণ্য করতে হবে মূলধনের সমগ্র পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রসঙ্গে।

যখনি উৎপাদনকারী, কাপড়-ম্যানুফ্যাকচারকারী, বণিকের কাছে £৩০০০-এর বিনিময়ে তার ৩০,০০০ গজ কাপড় বিক্রি করে দেয়, তখনি সে এই অর্থ ব্যবহার করে উৎপাদনের প্রয়োজনীয় উপায়সমূহ ক্রয় করতে যাতে তার মূলধন উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় ফিরে আসে। তার উৎপাদন-প্রক্রিয়া চলতে থাকে অব্যাহত। তার বেলায়, তার পণ্যের অর্থে রূপান্তরণ সুসম্পন্ন। কিন্তু কাপড়টার নিজের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি, রূপ-পরিবর্তন এখনো ঘটেনি। এখন তা চূড়ান্ত ভাবে অর্থে পুনঃরূপান্তরিত হয় নি, এখনো তা একটি ব্যবহার-মূল্য হিসাবে উৎপাদনশীল পরিভোগে বা ব্যক্তিগত পরিভোগে প্রবেশ করে নি। এখন, যে-পণ্য-মূলধনকে গোড়ায় প্রতিনিধিত্ব করত কাপড়-ম্যানুফাকচারকারী সেই একই পণ্য-মূলধনকে বাজারে প্রতিনিধিত্ব করে কাপড় ব্যবসায়ী বণিক। কাপড়-ম্যানুফ্যাকচারকারীর ক্ষেত্রে রূপান্তরের প্রক্রিয়াটি বর্ধিত হয়েছে কেবল বণিকের হাতে অব্যাহত থাকার জন্য।

কাপড়-উৎপাদনকারী যদি বাধিত হত অপেক্ষা করতে যে পর্যন্ত না তার কাপড় পণ্য হওয়া থেকে বাস্তবিকই বিরত হয়েছে, যে পর্যন্ত না তা সর্বশেষ ক্রেতার হাতে গিয়ে পৌঁছেছে—তার উৎপাদনশীল বা ব্যক্তিগত পরিভোক্তা যে-ই হোক না কেন, তার হাতে, তা হলে তার পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়া ব্যাহত হত। অথবা তার ব্যাঘাত পরিহার করার জন্য, তাকে খর্ব করতে হত তার ক্রিয়াকাণ্ড, তার কাপড়ের অল্পতর অংশকে রূপান্তরিত করতে হত সুতো, কয়লা, শ্রম ইত্যাদিতে, এক কথায়, উৎপাদনশীল মূলধনের উপাদানসমূহে, এবং তার বৃহত্তর অংশকে ধরে রাখতে মজুদ অর্থ হিসাবে, যাতে করে তার মূলধনের একটি অংশকে পণ্যের আকারে বাজারে রেখে, আরেকটা অংশ চালিয়ে যেত উৎপাদনের প্রক্রিয়া; এক অংশ বাজারে থাকত পণ্যের আকারে, আরেক অংশ ফিরে আসত অর্থের আকারে। মূলধনের এই বিভাজন বণিকের হস্তক্ষেপের দ্বারা নির্বাসিত হয় না। কিন্তু তাকে ছাড়া সঞ্চলনের মূলধনে মজুদ অর্থের অংশটি সর্বদাই হতে হবে উৎপাদনশীল মূলধনের আকারে নিযুক্ত অংশটির সঙ্গে তুলনায় বৃহত্তর, এবং পুনরুৎপাদনের আয়তনটিকে খর্ব করতে হবে তদনুযায়ী। পরিবর্তে, অবশ্য, ম্যানুফ্যাকচারকারী সক্ষম হয় নিরন্তর নিযুক্ত করতে তার মূলধনের একটি বৃহত্তর অংশ উৎপাদনের প্রকৃত প্রক্রিয়ায়, এবং একটি ক্ষুদ্রতর অংশকে মজুদ অর্থ হিসাবে।

অন্য দিকে, আবার, সামাজিক মূলধনের আরেকটি অংশ, বণিক মূলধনের আকারে, ধারাবাহিক ভাবে রাখা হয় সঞ্চলনের পরিধির মধ্যে। এটা সর্বদাই নিয়োজিত থাকে ক্রয় ও বিক্রয়ের একমাত্র উদ্দেশ্যে। অতএব, বোধ হয় এই মূলধনকে তাদের হাতে ধরে আছে এমন ব্যক্তিদের প্রতিস্থাপন ছাড়া বেশি কিছু হয়নি।

যদি আবার বিক্রি করার উদ্দেশ্যে £৩০০০ মূল্যের কাপড় কেনার বদলে, বণিক এই £৩০০০কে প্রয়োগ করত উৎপাদনশীলভাবে, তা হলে সমাজের উৎপাদনশীল মূলধন বেড়ে যেত। সত্য বটে, কাপড় ম্যানুফ্যাকচারকারী বাধ্য হত তার মূলধনের একটা বড় অংশকে মজুত অর্থ হিসাবে ধরে রাখতে এবং অনুরূপ ভাবে বণিক ব্যক্তিটিও, যে রূপান্তরিত হয়েছে একজন শিল্প-ধনিকে। অন্য দিকে, বণিক যদি বণিকই থাকে, ম্যানুফ্যাকচারকারী বিক্রয়ের সময় বাঁচায়, যা সে নিয়োগ করতে পারে উৎপাদন-প্রক্রিয়ার তত্ত্বাবধানের কাজে, যখন বণিক তার সমস্ত সময় নিয়োগ করবে বিক্রয়ের কাজে।

যদি বণিকের মূলধন তার প্রয়োজনীয় অনুপাতগুলি অতিক্রম না করে, তা হলে সিদ্ধান্ত করতে হবে :

(১) শ্রম-বিভাগের ফল হিসাবে ক্রয় ও বিক্রয় একান্ত ভাবে নিয়োজিত মূলধনটি (এবং এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত পণ্য ক্রয়ের জন্য আবশ্যক অর্থই কেবল নয়, সেই সঙ্গে বণিকের প্রতিষ্ঠান পরিচালনার উদ্দেশ্যে শ্রমের বাবদে নিয়োজিতব্য অর্থও, এবং তার স্থির মূলধনের মধ্যে—গুদাম, পরিবহন ইত্যাদি) ক্ষুদ্রতর হয়—শিল্প-ধনিক যদি বাধ্য হত তার ব্যবসায়ের গোটা বাণিজ্যিক অংশটি নিজেই পরিচালনা করত, তা হলে যত মূলধন লাগত, তার তুলনায় ;

(২) যেহেতু বণিক তার গোটা সময়টা নিয়োগ করে একান্ত ভাবে এই কাজে, সেই হেতু উৎপাদনকারী সক্ষম হয় তার পণ্যকে আরো তাড়াতাড়ি অর্থে রূপান্তরিত করতে, এবং, অধিকন্তু পণ্য-মূলধন নিজেই আরো তাড়াতাড়ি পার হয় তার রূপান্তরের মধ্য দিয়ে—যদি তা উৎপাদনকারীর হাতে, তার তুলনায় ;

(৩) শিল্প-মূলধনের সঙ্গে তার সম্পর্কের প্রেক্ষিতে মোট বণিক-মূলধনকে দেখলে দেখা যায়, বণিক-মূলধনের একটি প্রতিবর্তন প্রতিনিধিত্ব করতে পারে কেবল একটি উৎপাদন ক্ষেত্রে অনেক মূলধনের প্রতিবর্তনসমূহেরই নয়, সেই সঙ্গে বিভিন্ন উৎপাদন-ক্ষেত্রে বহুসংখ্যক মূলধনের প্রতিবর্তনসমূহেরও। পূর্বোক্তটি ঘটে যখন, দৃষ্টান্ত স্বরূপ, কাপড়-ব্যবসায়ী বণিক জনৈক কাপড়-ম্যানুফাকচারকারী ধনিকের কাছ থেকে £৩০০০ দিয়ে জিনিসটি কিনে আনার পরে, সেটা বেচে দেয়, সেই একই ম্যানুফ্যাকচারকারী একই পরিমাণের আরো একটি লট বাজারে নিয়ে আসার আগেই, এবং কেনে, আবার বেচে, আর এক জন বা কয়েক জন কাপড় ম্যানুফ্যাকচারকারীর উৎপন্ন জিনিস, এবং এই ভাবে সংঘটিত করে বিভিন্ন মূলধনের প্রতিবর্তন একই উৎপাদন-ক্ষেত্রে।

সাধারণ ভাবে বলা যায় যে, শিল্প মূলধনের প্রতিবর্তন সীমাবদ্ধ হয় কেবল সঞ্চলনের সময়ের দ্বারাই নয়, উৎপাদনের সময়ের দ্বারাও। এক ধরনের পণ্য নিয়ে কারবার করে এমন বণিক মূলধনের প্রতিবর্তন, কেবল একটি মাত্র শিল্প-মূলধনের প্রতিবর্তনের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়, বরং একই উৎপাদন-শাখার সমস্ত শিল্প-মূলধনের দ্বারা। বণিক একজন উৎপাদনকারীর কাপড় ক্রয় ও বিক্রয় করার পরে, সে পারে আরেক জনেরটা ক্রয় ও বিক্রয় করতে—প্রথম জন বাজারে আরেক লট আনবার আগেই। সুতরাং একই বণিকের মূলধন পারে একই উৎপাদন-শাখায় বিনিয়োজিত মূলধনসমূহের

বিভিন্ন প্রত্যাবর্তনকে পরপর প্রবর্তিত করতে, যার ফল দাঁড়ায় এই যে, এর প্রতিবর্তন একটিমাত্র শিল্প-মূলধনের প্রতিবর্তনসমূহের সঙ্গে অভিন্ন হয় না, এবং তাই প্রতিস্থাপন করে না ঠিক ঐ একমাত্র অর্থ-মজুদটিকে, যেটিকে সেই একজন শিল্প-ধনিক ধরে রাখত *in petto* । একটি উৎপাদন-ক্ষেত্রে বণিক মূলধনের প্রতিবর্তন স্বভাবতই সীমাবদ্ধ হয় ঐ উৎপাদন-ক্ষেত্রটির মোট উৎপাদনের দ্বারা। কিন্তু এটা সীমাবদ্ধ হয় না ঐ একই ক্ষেত্রের যে কোনো একটি মূলধনের উৎপাদনের আয়তন বা প্রতিবর্তনের সময়কালের দ্বারা—যখন তার প্রতিবর্তনের সময়কাল তার উৎপাদনের সময়কালের দ্বারা শর্তায়িত। ধরুন ক সরবরাহ করে এমন একটি পণ্য, যার উৎপাদনে আবশ্যক হয় তিনমাস সময়। বণিক সেটি ক্রয় ও বিক্রয় করার পরে, ধরুন এক মাসের মধ্যে, সে ক্রয় ও বিক্রয় করতে পারে অন্য কোনো একজন ম্যানুফ্যাকচারকারীর ঐ একই উৎপন্ন উৎপন্ন জিনিস। অথবা, ধরা যাক, একজন কৃষকের শস্য বিক্রি করে দেওয়ার পরে সে পারে ঐ একই অর্থ ইত্যাদি দিয়ে আরেক জনেরটা ক্রয় ও বিক্রয় করতে। তার মূলধনের প্রতিবর্তন সীমাবদ্ধ হবে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, ধরুন এক বছরের মধ্যে, সে যে-পরিমাণ শস্য ক্রয় ও বিক্রয় করতে পারে, তার দ্বারা, যখন কৃষকটির মূলধনের প্রতিবর্তন, প্রতিবর্তনের সময়কাল-নির্বিশেষে, সীমাবদ্ধ হবে উৎপাদনের সময়ের দ্বারা, যা স্থায়ী হয় এক বৎসর।

যাই হোক, একই বণিক মূলধনের প্রতিবর্তন পারে সমান সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে বিভিন্ন উৎপাদন-শাখায় মূলধনসমূহের প্রতিবর্তনগুলিকে।

যেখানে একই বণিকের মূলধন কাজ করে বিভিন্ন প্রতিবর্তনে বিভিন্ন পণ্য-মূলধনকে অর্থে রূপান্তরিত করার জন্য, একের পর আরেকটি ক্রয় ও বিক্রয়ের মাধ্যমে, সেখানে তা, পণ্য-মূলধন সম্পর্কে অর্থ মূলধন হিসাবে তার ভূমিকায় সেই একই কাজ সম্পাদন করে, যা সাধারণ ভাবে অর্থ সম্পাদন করে পণ্যসমূহের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট সময়ে তার প্রতিবর্তনসমূহের সংখ্যার সাহায্যে।

বণিকের মূলধনের প্রতিবর্তন একই আকারের একটি শিল্প-মূলধনের প্রতিবর্তন, বা একটিমাত্র পুনরুৎপাদনের সঙ্গে অভিন্ন নয়; বরং তা এই ধরনের একাধিক সংখ্যক মূলধনের প্রতিবর্তনসমূহের যোগসমূহের সমান—তা একই উৎপাদন ক্ষেত্রে হোক বা বিভিন্ন উৎপাদন-ক্ষেত্রে হোক। যত তাড়াতাড়ি বণিকের মূলধনটি প্রতিবর্তিত হয়, তত ক্ষুদ্রতর হয় মোট অর্থ-মূলধনের সেই অংশটি যা কাজ করে বণিকের মূলধন হিসাবে, এবং উল্টো ভাবে, যত ধীরে ধীরে তা প্রবর্তিত হয়, তত বৃহত্তর হয় এই অংশটি। উৎপাদন যত কম বিকশিত হয়, সঞ্চলনে নিক্ষিপ্ত পণ্যসম্ভারের সঙ্গে সম্পর্কে বণিক মূলধনের পরিমাণও তত বেশি হয়; কিন্তু অনাপেক্ষিক হিসাবে কম হয়, কিংবা বেশি বিকশিত দেশগুলির সঙ্গে তুলনায়, এবং উল্টোটাও সত্য। সুতরাং এই ধরনের অবিকশিত অবস্থায় প্রকৃত অর্থ-মূলধনের বৃহত্তর অংশটাই থাকে বণিকদের হাতে, যাদের ঐশ্বর্য গঠন করে অর্থ-বিত্ত—অন্যান্যদের প্রতিপ্রেক্ষিতে।

বণিকদের দ্বারা অগ্রিম-দত্ত অর্থ-মূলধনের সঞ্চলন-বেগ নির্ভর করে (১) যে গতিবেগে

উৎপাদনের প্রক্রিয়া পুনর্নবীকৃত হয় এবং উৎপাদনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া একক-গ্রথিত হয় তার উপরে ; এবং (২) পরিভোগের গতিবেগের উপরে।

উপরে আমরা যে প্রতিবর্তন নিয়ে আলোচনা করলাম, সেটা সম্পাদন করতে বণিকের মূলধনকে প্রথমে তার মূল্যের পূর্ণ পরিমাণে পণ্যসম্ভার ক্রয় করতে, এবং পরে বিক্রয় করতে হয় না। পরিবর্তে, বণিক দুটি ক্রিয়াই যুগপৎ সম্পাদন করে। তখন তার মূলধন দুটি অংশে ভাগ হয়ে যায়। এক অংশ হয় পণ্য-মূলধন অন্যটি অর্থ-মূলধন। সে ক্রয় করে এবং তার অর্থকে পণ্যে রূপান্তরিত করে এক জায়গায়। অন্যত্র, সে বিক্রয় করে এবং তার পণ্য-মূলধনের আরেক অংশকে রূপান্তরিত করে অর্থে। এক দিকে, তার মূলধন তার কাছে ফিরে আসে অর্থ-মূলধনের রূপে ; অন্য দিকে সে পায় পণ্য-মূলধন। এক রূপে অংশটি যত বৃহত্তর হয়, অন্য রূপে বাকি অংশটি তত ক্ষুদ্রতর হয়। এটা নিজেকে পর্যায়ক্রমে ঘটায় এবং ভারসাম্য রাখে। যদি সঙ্কলনের মাধ্যম হিসাবে অর্থের ব্যবহার পরিপ্রদানের, এবং আনুষঙ্গিক ভাবে বিকশিত ক্রেডিট-ব্যবস্থার মাধ্যম হিসাবে তার ব্যবহারের সঙ্গে সম্মিলিত হয়, তা হলে বণিকের মূলধনের অর্থ-মূলধন অংশটি আরো হ্রাস পায় এই বণিকের মূলধন যেসব লেনদেন সংঘটিত করে সেগুলির আয়তনের সঙ্গে তুলনায়। আমি যদি তিন মাসের ক্রেডিটে ক্রয় করি £৩০০০ মূল্যের মদ এবং গোটা মদটাই বিক্রি করে দিই নগদ টাকায় ঐ মেয়াদ ফুরোবার আগে, তা হলে এই লেনদেনগুলির জন্য আমাকে এক পেনিও আগাম দিতে হয় না। এ ক্ষেত্রে এটাও বেশ স্পষ্ট যে, অর্থ-মূলধন, যা এখানে কাজ করে বণিকের মূলধন হিসাবে, তা শিল্প-মূলধনের চেয়ে বেশি কিছু নয়—শিল্প-মূলধন যা আছে তার অর্থ-মূলধনের রূপে, তার প্রতি-প্রবাহের প্রক্রিয়ায় অর্থের রূপে। যে ম্যানুফ্যাকচারকারী £৩০০০ মূল্যের মদ বিক্রি করেছিল তিন মাসের ক্রেডিটে, সে পারে তার প্রত্যার্থপত্র ('প্রমিসরি নোট') ব্যাংকারের কাছ থেকে ভাঙিয়ে নিতে—এই যে ঘটনা, তা ব্যাপারটাকে আদৌ বদলে দেয় না, এবং বণিকের মূলধনের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। যদি বাজার-দর ইতিমধ্যে পড়ে যায়, ধরুন $\frac{1}{10}$, তা হলে বণিক, মুনাফা করা দূরে থাক, ফেরৎ পাবে £৩০০০-এর জায়গায় মাত্র £২৭০০। তাকে নিজের পকেট থেকে দিতে হবে £৩০০। এই £৩০০ কাজ করবে দামের পার্থক্যকে সম-ভার করে দেবার জন্য কেবল একটি মজুদ হিসাবে। কিন্তু একই জিনিস খাটে ম্যানুফ্যাকচারকারীর ক্ষেত্রেও। সে নিজে যদি বিক্রয় করত পড়্তি দামে, সে-ও একই ভাবে হারাতো £৩০০, এবং অক্ষম হত একই আয়তনে উৎপাদন শুরু করতে মজুদ মূলধন ছাড়া।

কাপড়-ব্যবসায়ী বণিক ম্যানুফ্যাকচারকারীর কাছ থেকে ক্রয় করে £৩০০০ মূল্যের কাপড়। ম্যানুফ্যাকচারকারী £৩০০০-এর মধ্যে, ধরুন, £২০০০ ব্যয় করে সুতোর বাবদে। সে এই সুতো কেনে একজন সুতোর ব্যাপারীর কাছ থেকে। ম্যানুফ্যাকচারকারী যে অর্থ দেয় সুতোর ব্যাপারীকে, সেটা কাপড়-ব্যবসায়ীর অর্থ নয়, কেননা কাপড়-ব্যবসায়ী সেই পরিমাণ পণ্য পেয়ে গিয়েছে। এটা হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারকারীর নিজের মূলধনেরই অর্থরূপ। এখন সুতোর ব্যাপারীর হাতে এই £২০০০ প্রতিভাত

হয় প্রত্যাগত অর্থ-মূলধন হিসাবে। কিন্তু কাপড়ের পরিত্যক্ত অর্থ-রূপ এবং সুতোর গৃহীত অর্থ-রূপের প্রতিনিধিত্বকারী এই পাউণ্ডগুলি কত দূর পর্যন্ত স্বতন্ত্র সুতোর ব্যাপারী যদি কিনে থাকে ক্রেডিটে এবং মেয়াদ পার হবার আগেই বেচে দিয়ে থাকে নগদে, তা হলে এই £২০০০ ধারণ করে না এমন এক পেনিও বণিকের মূলধন, যা, শিল্প-মূলধন নিজে তার আবর্ত-পথে যে অর্থ-রূপ ধারণ করে, তা থেকে স্বতন্ত্র। সুতরাং বাণিজ্যিক মূলধন যখন বণিকের হাতে পণ্য-মূলধন বা অর্থ-মূলধনের রূপে শিল্প-মূলধনের নিছক একটি রূপমাত্র নয়, তখন তা অর্থ-মূলধনের সেই অংশটি ছাড়া আর কিছু নয়, যা থাকে প্রত্যক্ষভাবে বণিকের অধিকারে এবং সঞ্চলন করে পণ্যের ক্রয়ে ও বিক্রয়ে। হ্রাসপ্রাপ্ত আয়তনে এই অংশটি প্রতিনিধিত্ব করে উৎপাদনের জন্য অগ্রিম-দত্ত মূলধনের সেই অংশটির, যেটিকে সব সময়েই থাকতে হবে শিল্পপতির হাতে মজুদ অর্থ এবং ক্রয়ের মাধ্যম হিসাবে, এবং সঞ্চলন করতে হবে তার অর্থ-মূলধন হিসাবে। হ্রাসপ্রাপ্ত আয়তনে, এই অংশটি এখন থাকে বণিক-ধনিকদের হাতে এবং এই ভাবে তা কাজ করে সঞ্চলনের প্রক্রিয়ায়। এটা মোট মূলধনের সেই অংশ, যেটা, পরিভোগ্য আয় হিসাবে যা ব্যয় হয় তা ছাড়া, বাজারে অবশ্যই ক্রমাগত সঞ্চলন করবে ক্রয়ের মাধ্যম হিসাবে—যাতে উৎপাদনের নিরবচ্ছিন্নতা রক্ষিত হয়। পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়া যত দ্রুত হয় এবং পরিপ্রদানের মাধ্যম হিসাবে অর্থের ভূমিকা যত বিকশিত হয় অর্থাৎ ক্রেডিট ব্যবস্থা যত বিকশিত হয়[১], মোট মূলধনের সঙ্গে তুলনায় সেই অংশটি তত ক্ষুদ্র হয়।

১. বণিকের মূলধনকে উৎপাদনশীল মূলধন হিসাবে শ্রেণীভুক্ত করতে সক্ষম হবার জন্য, র‍্যামসে একে গুলিয়ে দেন পরিবহন শিল্পের সঙ্গে এবং বাণিজ্যকে বলেন "পণ্যের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পরিবহন।" (*An Essay on the Distribution of Wealth*)। এই একই বিভ্রান্তি দেখিয়েছেন ভেরি (*Meditazioni Sulla Economia Politica, A*) [*Scrittori classici italiani di economia politica. Parte Moderna*, t. XV, p. 32—*Ed.*] এবং সে (Say) (*Traite d'economie politique*, 1, 14, 15.) তাঁর *Elements of Political Economy*-তে (Andover and New York, 1835) এস পি নিউম্যান বলেন, "সমাজের বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়, বণিক যে কাজটি করে—উৎপাদনকারী এবং পরিভোগকারীর মধ্যস্থতা, পূর্ববর্তী মূলধনকে অগ্রিম-দান এবং প্রতিদানে উৎপন্ন গ্রহণ, এবং তারপরে এই উৎপন্নগুলিকে পরবর্তীর হাতে হস্তান্তর, প্রতিদানে মূলধন ফেরৎ-প্রাপ্তি—ঠিক এই কাজটিই এমন একটি কর্মকাণ্ড যা একই সঙ্গে সমাজের অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াগুলিকে সহায়তা করে এবং সেই উৎপন্নসমূহে মূল্য সংযোজিত করে, যেগুলির ক্ষেত্রে তা সম্পাদিত হয়" (পৃঃ ১০৪)। এই ভাবে বণিকের মধ্যস্থতার মাধ্যমে উৎপাদনকারী এবং পরিভোগকারী উভয়েরই সময় অর্থ বেঁচে যায়। এই সেবা দাবি করে অগ্রিম-দত্ত মূলধন ও শ্রম, এবং অবশ্যই একে পুরস্কৃত করতে হবে, "কেননা তা উৎপন্নসমূহে মূল্য সংযোজিত করে, কারণ উৎপাদনকারীদের হাতে থাকাকালে যে মূল্য থাকে, সেই

বণিকের মূলধন হচ্ছে কেবল সঞ্চলনের পরিধিতে ক্রিয়াশীল মূলধন। সঞ্চলনের প্রক্রিয়া হল মোট পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়ার একটি পর্যায়। কিন্তু সঞ্চলনের প্রক্রিয়ায় কোনো মূল্যই, অতএব কোনো উদ্বৃত্ত-মূল্যও, উৎপাদিত হয় না। কেবল একই পরিমাণ মূল্যের রূপের অদল-বদল ঘটে। বস্তুতঃ পক্ষে, পণ্যের রূপান্তর ছাড়া সেখানে আর কিছুই ঘটে না, এবং মূল্যের সৃজন বা পরিবর্তনের ব্যাপারে এর কিছু করার নেই। যদি উৎপাদিত পণ্যসম্ভারে একটি উদ্বৃত্ত-মূল্য উপলব্ধ হয়, তা হলে এটা হয় শুধু এই কারণে যে সেটা আগে থেকেই সেগুলির মধ্যে ছিল। দ্বিতীয় ক্রিয়াটিতে, পণ্যসম্ভারের (উৎপাদনের উপায়সমূহের) প্রতিপ্রেক্ষিতে অর্থ-মূলধনের পুনর্বিনিময়ে, ক্রেতা তাই উপলব্ধ করে না কোনো উদ্বৃত্ত-মূল্য। সে কেবল উৎপাদনের উপায় এবং শ্রম-শক্তির বদলে তার অর্থ-বিনিময়ের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎপাদন সূচনা করে। কিন্তু যখন এই রূপান্তরসমূহ দাবি করে সঞ্চলন-সময়—সে সময়ের মধ্যে মূলধন আদৌ কিছু উৎপাদন করে না, উদ্বৃত্ত-মূল্য তো নয়ই—তখন তা সংকুচিত করে মূল্যের সৃজন, এবং উদ্বৃত্ত-মূল্য নিজেকে প্রকাশ করে মুনাফার হারের মাধ্যমে, সঞ্চলন-কালের স্থায়িত্বের সঙ্গে বিপরীত অনুপাতে। সুতরাং বণিকের মূলধন সৃষ্টি করে, না মূল্য, না উদ্বৃত্ত-মূল্য—অন্ততঃ প্রত্যক্ষভাবে। যতদূর তা সাহায্য করে সঞ্চলন-কালের হ্রস্বতা-সাধনে, তত দূর তা পরোক্ষ ভাবে সাহায্য করতে পারে শিল্প-ধনিকদের দ্বারা উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের বৃদ্ধি সাধনে। যত দূর ত সাহায্য করে বাজারের সম্প্রসারণে, এবং সংঘটিত করে মূলধনসমূহের মধ্যে শ্রম-বিভাজন, এবং অতএব মূলধনকে সক্ষম করে একটি বৃহত্তর আয়তনে কারবার চালাতে, তত দূর তার কাজ উন্নীত করে শিল্প-মূলধনের উৎপাদন-শীলতা, এবং তার সঞ্চয়ন। যত দূর তা সংক্ষিপ্ত করে সঞ্চলন-সময়, তত দূর তা উত্তোলিত করে অগ্রিম-দত্ত মূলধনের সঙ্গে, অতএব মুনাফার হারের সঙ্গে, উদ্বৃত্ত-মূল্যের অনুপাত। এবং যতটা পর্যন্ত তা মূলধনের একটি ক্ষুদ্রতর অংশকে আবদ্ধ রাখে সঞ্চলনের পরিধিতে অর্থ-মূলধনের রূপে, ততটা পর্যন্ত তা বৃদ্ধি করে মূলধনের সেই অংশকে, যেটি প্রত্যক্ষ ভাবে লিপ্ত থাকে উৎপাদনে।

একই পণ্যসমূহ পরিভোগকারীদের হাতে বেশি মূল্যবান হয়। সুতরাং বাণিজ্য তাঁর কাছে প্রতিভাত হয়, যেমন 'সে'র কাছে, "উৎপাদনের একটি যথার্থ ক্রিয়া" হিসাবে। নিউম্যান-এর এই মত মূলগত ভাবেই ভুল। উৎপাদনকারীর চেয়ে পরিভোগকারীর হাতে ব্যবহার-মূল্য বেশি কারণ তাঁর দ্বারাই এটা প্রথমে উপলব্ধ হয়। কেননা ব্যবহার-মূল্য তার লক্ষ্য সাধন করে না, কাজ করা শুরু করে না যতক্ষণ না পণ্যটি পরিভোগের ক্ষেত্রে প্রবেশ করে। যতক্ষণ তা থাকে উৎপাদনকারীর হাতে ততক্ষণ তা থাকে তার সম্ভাব্য রূপে। কিন্তু কেউ একটির জন্য দুবার ব্যয় করে না—প্রথমে তার বিনিময়-মূল্যের জন্য, পরে ব্যবহার-মূল্যের জন্য। তার বিনিময়-মূল্য দিয়েই আমি তার ব্যবহার-মূল্য আত্মসাৎ করি। এবং তার বিনিময়-মূল্য এতটুকুও বর্ধিত হয় না উৎপাদনকারী বা মধ্যস্থের হাত থেকে উৎপাদনকারীর হাতে স্থানান্তরের ফলে।

সপ্তদশ অধ্যায়

বাণিজ্যিক মুনাফা

দ্বিতীয় গ্রন্থে* আমরা দেখেছি যে, সঞ্চলনের ক্ষেত্রে মূলধনের বিশুদ্ধ কাজগুলি—যেগুলি শিল্প-ধনিক অবশ্যই করবে, সেগুলি হচ্ছে, প্রথমতঃ, তার পণ্যসম্ভারের মূল্য উপলব্ধ করা, এবং দ্বিতীয়তঃ, এই মূল্যকে উৎপাদনের উপাদানসমূহে পুনঃরূপান্তরিত করা, এমন দুটি কাজ, যা সংঘটিত করে পণ্য-মূলধনের রূপাবর্তন, প′—অ—প, অতএব বিক্রয় ও ক্রয়ের ক্রিয়াগুলি উৎপাদন করে, না মূল্য, না উদ্বৃত্ত-মূল্য। যা সাধারণ ভাবে পণ্য-মূলধনের রূপাবর্তনের ক্ষেত্রে সত্য, তা অবশ্যই এতটুকু পরিবর্তিত হয় না এই ঘটনার দ্বারা যে, এর একটা অংশ ধারণ করতে পারে বাণিজ্যিক মূলধনের আকার কিংবা এই ঘটনার দ্বারা যে, যে-ক্রিয়াগুলি সংঘটিত করে পণ্য-মূলধনের রূপাবর্তন, সেগুলি প্রকাশ পায় এক বিশেষ গোষ্ঠীর ধনিকদের বিশেষ ব্যাপার বলে, কিংবা অর্থ-মূলধনের একটি অংশের একান্ত কার্য বলে। যদি শিল্প-ধনিকদের নিজেদের দ্বারা পণ্যের বিক্রয় ও ক্রয়—এবং পণ্য-মূলধনের রূপাবর্তন **প′—অ—প** কার্যতঃ তাই দাঁড়ায়—এমন ক্রিয়া না হয় যা মূল্য বা উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি করে, তা হলে তারা নিশ্চয়ই এই দুটির কোনোটিই সৃষ্টি করবে না, যখন অনুষ্ঠিত হয় শিল্প-ধনিকদের ছাড়া অন্য কাদেরও দ্বারা। অধিকন্তু, যদি মোট সামাজিক মূলধনের সেই অংশ, যা অবশ্যই ক্রমাগত হাতে থাকবে, যাতে করে পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়া ব্যাহত না হয় সঞ্চলনের প্রক্রিয়ার দ্বারা, চলতে থাকে অব্যাহত ভাবে—যদি এই অর্থ-মূলধন না উৎপাদন করে মূল্য বা উদ্বৃত্ত-মূল্য, তা হলে তা যদি ঐ একই কাজ করবার উদ্দেশ্যে ক্রমাগত সঞ্চলনে নিক্ষিপ্তও হয় শিল্প-ধনিক ছাড়া ধনিকদের আর কোনো অংশের দ্বারা, তবু তা অর্জন করতে পারে না সেগুলি সৃষ্টি করার গুণাবলী। আমরা ইতিপূর্বেই নির্দেশ করেছি কোন্ মাত্রা অবধি বণিকের মূলধন পরোক্ষ ভাবে উৎপাদনশীল হতে পারে, এবং এই বিষয়টা আমরা পরে সবিস্তারে আলোচনা করব।

অতএব, বাণিজ্যিক-মূলধনকে যদি তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকতে পারে এমন হরেক রকমের কাজ থেকে, যেমন 'স্টোর' করা, প্রেরণ করা, পরিবহন করা, বণ্টন করা, খুচরা বিক্রয় করা ইত্যাদি থেকে মুক্ত করে সীমাবদ্ধ করা যায় তার সঠিক কাজটিতে, বিক্রয়ের জন্য ক্রয় করার কাজটিতে, তা হলে তা মূল্যও সৃষ্টি করে না, উদ্বৃত্ত-মূল্যও সৃষ্টি করে না, কিন্তু কাজ করে মূল্য ও উদ্বৃত্ত-মূল্যের উপলব্ধি-করণে এবং এই ভাবে পণ্যসমূহের

---

* ইং সং: দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৮৬-৯৯ বাংলা তৃতীয় খণ্ড পৃঃ ৬৩-৭৯।

বাস্তব বিনিময়ে, অর্থাৎ তাদের হাত থেকে হাতে স্থানান্তর করণে, সামাজিক বিপাক-ক্রিয়ায়। তৎসত্ত্বেও, যেহেতু শিল্প-মূলধনের সঞ্চলন পর্যায় ঠিক উৎপাদনের মতই পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়ার একটি পর্যায়, সেই হেতু সঞ্চলন-প্রক্রিয়ায় স্বতন্ত্র ভাবে ক্রিয়াশীল অবশ্যই দেবে ঠিক উৎপাদনের বিভিন্ন শাখায় ক্রিয়াশীল মূলধনের মতই গড় বাৎসরিক মুনাফা। যদি শিল্প-মূলধনের চেয়ে বণিক মূলধন দেয় উচ্চতর শতকরা হারের গড় মুনাফা তা হলে শিল্প-মূলধনের একটি অংশ নিজেকে রূপান্তরিত করবে বণিক-মূলধনে। যদি বণিক-মূলধন দেয় নিম্নতর গড় মুনাফা, তা হলে ফল হবে উল্টো। বণিক-মূলধনের একটি অংশ রূপান্তরিত হবে শিল্প-মূলধনে। কোনো জাতের মূলধনই বণিক-মূলধনের চেয়ে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যে তার লক্ষ্য ও কাজ পরিবর্তন করে না।

যেহেতু বণিক মূলধন নিজে উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদন করে না, এটা স্পষ্ট যে, যে উদ্বৃত্ত-মূল্য তা আত্মসাৎ করে গড় মুনাফার আকারে তা অবশ্যই হবে মোট উৎপাদনশীল মূলধনের দ্বারা উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি অংশ। কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন ওঠে: কেমন করে বণিকের মূলধন আকর্ষণ করে উৎপাদনশীল মূলধনের দ্বারা উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্যে বা মুনাফায় তার অংশটিকে?

এটা একটা বিভ্রম মাত্র যে বাণিজ্যিক মুনাফা হচ্ছে পণ্যের দামের সঙ্গে বাড়তি একটি নিছক সংযোজন বা তার একটি নামীয় বৃদ্ধি।

এটা পরিষ্কার যে বণিক তার মুনাফা নিতে পারে সে যে পণ্যসম্ভার বিক্রি করে কেবল তার দাম থেকে, এবং এটা আরো পরিষ্কার যে তার পণ্যসম্ভার বিক্রি করে সে যা মুনাফা করে তা অবশ্যই হবে তার ক্রয়-দাম এবং বিক্রয়-দামের মধ্যেকার পার্থক্যের সমান অর্থাৎ ক্রয়-দামের চেয়ে বিক্রয়-দামের আধিক্যের সমান।

এটা সম্ভব যে অতিরিক্ত ব্যয় (সঞ্চলনের ব্যয়) পণ্যসমূহে প্রবেশ করতে পারে তাদের ক্রয়ের পরে এবং বিক্রয়ের আগে, এবং এটাও সম্ভব যে, তা না-ও হতে পারে। যদি এমন ধরনের ব্যয় হয়, তা হলে এটা পরিষ্কার যে ক্রয় দামের উপরে বিক্রয়-দামের বাড়তিটা সবটাই মুনাফা হবে না। ব্যাপারটাকে সহজ করার জন্য আমরা এখানে ধরে নেব যে এই ধরনের ব্যয় হয় না।

শিল্প-ধনিকের পক্ষে তার পণ্যসমূহের বিক্রয়-দাম এবং ক্রয়-দামের মধ্যে পার্থক্যটা হচ্ছে তাদের উৎপাদন-দাম এবং ব্যয়-দামের মধ্যেকার পার্থক্যের সমান, অথবা মোট সমাজিক মূলধনের দৃষ্টিকোণ থেকে, পণ্যসমূহের মূল্য এবং ধনিকদের পক্ষে সেগুলির ব্যয়-দামের মধ্যে পার্থক্যের সমান, যা আবার পর্যবসিত হয় শ্রমের মোট পরিমাণ এবং সেগুলির মধ্যে বিধৃত মজুরি-প্রদত্ত শ্রমের মধ্যেকার পার্থক্যে। শিল্প-ধনিকের দ্বারা ক্রীত পণ্যসমূহ বিক্রয়যোগ্য পণ্য হিসাবে আবার বাজারে প্রতিনিক্ষিপ্ত হবার আগে, সেগুলি যায় উৎপাদনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে, একমাত্র যার মাধ্যমে সেগুলির দামের যে অংশটি মুনাফা হিসাবে উপলভ্য, সেটি সৃষ্ট হয়। কিন্তু বণিকের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ভিন্ন। পণ্যসমূহ তার হাতে থাকে কেবল ততক্ষণ, যতক্ষণ সেগুলি সঞ্চলনের প্রক্রিয়ায়। সে কেবল চালু রাখে সেগুলির বিক্রয়, সেগুলির দামের উপলব্ধি-ক্রিয়া, যা শুরু করেছিল

উৎপাদনশীল ধনিক ; অতএব সে সেগুলিকে কোনো মধ্যবর্তী প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অতিক্রমণ করায় না, যে প্রক্রিয়ায় সেগুলি আবার আত্মকৃত করতে পারে উদ্বৃত্ত-মূল্য। যেখানে শিল্প-ধনিক কেবল উপলব্ধ করে পূর্বোৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্য বা মুনাফা, সঞ্চলনের প্রক্রিয়ায়, সেখানে বণিককে কেবল মুনাফাই উপলব্ধ করতে হয় না সঞ্চলন চলাকালে এবং তার মাধ্যমে, কিন্তু প্রথমে তা তৈরি করতে হবে। শিল্প-ধনিকের কাছ থেকে তার দ্বারা কেনা পণ্যগুলিকে সেগুলির উৎপাদন-দামে বেচে দেওয়ার বাইরে এটা করার আর কোনো পথ আছে বলে বোধ হয় না, কিংবা মোট পণ্য মূলধনের দিক থেকে. সেগুলির উৎপাদন-দামের চেয়ে বাড়তি মূল্যে—সেগুলির দামের সঙ্গে একটি নামীয় অতিরিক্ত আদায় যোগ করা, এবং অতএব, মোট পণ্য-মূলধনের দিক থেকে, সেগুলিকে তাদের মূল্যের চেয়ে বেশিতে বিক্রি করা এবং তাদের আসল মূল্যের চেয়ে বেশি নামীয় মূল্যে বিক্রয় করা, এক কথায়, তাদের যা প্রাপ্য তার চেয়ে বেশিতে বিক্রয় করা এবং এই বাড়তিটুকু পকেটস্থ করা ছাড়া এটা করার আর কোনো পথ নেই।

একটি বাড়তি আদায় যোগ করার পদ্ধতিটি সহজেই বোঝা যায়। দৃষ্টান্ত হিসাবে, এক গজ কাপড়ে ব্যয় হয় ২ শলিং। যদি তা পুনরায় বিক্রি করে আমাকে ১০% মুনাফা, তা হলে আমাকে অবশ্যই দামের সঙ্গে যোগ করতে হবে $\frac{১}{৫}$ এবং ঐ এক গজ কাপড়কে বিক্রয় করতে হবে ২ শি $২\frac{২}{৫}$ পেন্সে। তখন সেটার সত্যিকার উৎপাদন-দাম এবং বিক্রয়-দামের মধ্যে পার্থক্য = $২\frac{২}{৫}$ পে, এবং এটা প্রতিনিধিত্ব করে ২ শিলিং-এর উপরে ১০% মুনাফা। এর মানে দাঁড়ায় এই যে, আমি ঐ এক গজ কাপড় ক্রেতার কাছে বিক্রি করি এমন একটি দামে, যা আসলে $১\frac{১}{১০}$ গজের দাম। কিংবা, যা অন্যভাবে বললে দাঁড়ায়, আমি যেন ক্রেতার কাছে বিক্রি করেছি ২ শিলিং-এর বিনিময়ে ১ গজ কাপড়ের কেবল $\frac{১০}{১১}$ ভাগ এবং নিজের জন্য রেখে দিয়েছি $\frac{১}{১১}$ ভাগ। বস্তুতঃ পক্ষে, আমি আবার কিনে নিতে পারি গজ-প্রতি ২ শি $২\frac{২}{৫}$ পে দামে এক গজের $\frac{১}{১১}$ ভাগ। সুতরাং এটা হবে ঠিক যেন পণ্যের দামে একটি নামীয় বৃদ্ধির দ্বারা উদ্বৃত্ত-মূল্য এবং উদ্বৃত্ত-উৎপন্নের অংশ প্রাপ্তির একটি ঘোরানো পথ।

এটাই হচ্ছে পণ্যের দাম বাড়িয়ে বাণিজ্যিক মুনাফার উপলব্ধি করণ—প্রথম দৃষ্টিতে যা প্রতিভাত হয়। এবং বাস্তবিক পক্ষে, এই গোটা ধারণাটা যে, মুনাফার উদ্ভব ঘটে পণ্যসমূহের দামে নামীয় বৃদ্ধি থেকে, কিংবা তাদের মূল্যের বেশিতে তাদের বিক্রয় থেকে—এটা উদ্ভূত হয় বাণিজ্যিক মূলধনের পর্যবেক্ষণ থেকে।

কিন্তু ঘনিষ্ঠ নিরীক্ষণ থেকে এটা দ্রুত স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে এটা একটা নিছক বিভ্রম। ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের আধিপত্য ধরে নিলে, বাণিজ্যিক মুনাফা এই ভাবে উপলব্ধ করা যায় না। (এখানে প্রশ্নটা সর্বদাই গড়ের প্রশ্ন, বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ঘটনার প্রশ্ন নয়)। আমরা কেন ধরে নিচ্ছি যে বণিক পণ্যগুলির উৎপাদন দামের ১০% বেশিতে সেগুলিকে বিক্রি করে সেগুলির উপরে, ধরুন, ১০%-এর বেশি মুনাফা উপলব্ধ করতে পারে না। কারণ আমরা ধরে নিই যে, এই সব পণ্যের উৎপাদনকারী, শিল্প-ধনিক (যে শিল্প-

মূলধনের ব্যক্তিরূপ হয়ে, বাইরের জগতের কাছে প্রতীয়মান হয় **উৎপাদনকারী** হিসাবে) সেগুলিকে বিক্রি করে দিয়েছিল ব্যাপারীর কাছে সেগুলির উৎপাদন-দামে। যদি পণ্যগুলির ব্যাপারীর দেওয়া ক্রয়-দাম সেগুলির উৎপাদন-দামের সমান হয়, কিংবা, সর্বশেষ ক্ষেত্রে, সেগুলির মূল্যের সমান হয়, যাতে করে উৎপাদনের দাম, কিংবা, সর্বশেষ ক্ষেত্রে, মূল্য প্রতিনিধিত্ব করে বণিকের ব্যয়-দাম, তা হলে, বাস্তবিক পক্ষে, তার ক্রয়-দামের উপরে তার বিক্রয়-দামের বাড়তিটা—আর এই বাড়তিটাই তার মুনাফার একমাত্র উৎস—অবশ্যই হবে সেগুলির উৎপাদন-দামের উপরে সেগুলির বাণিজ্যিক দামের বাড়তি, যাতে করে শেষ বিশ্লেষণে বণিক তার সমস্ত পণ্য বিক্রয় করে তাদের মূল্যের উপরে। কিন্তু কেন এটা ধরা হয়েছিল যে শিল্প-ধনিক তার পণ্যাদি বণিকের কাছে বিক্রয় করে তার উৎপাদন-দামে ? অথবা এই ধরে-নেওয়া ব্যাপারটাতে সেটা কোন্ জিনিস যেটা বিনা প্রশ্নে মেনে নেওয়া হয়েছিল ? সেটা এই যে, বণিকের মূলধন মুনাফার সাধারণ হার গঠনের মধ্যে প্রবেশ করে না (আমরা এখনো একে নিয়ে আলোচনা করছি কেবল এর বাণিজ্যিক মূলধনের ভূমিকায়।) স্বভাবতই মুনাফার সাধারণ হারের আলোচনায় আমরা এই প্রতিজ্ঞা থেকেই অগ্রসর হয়েছিলাম, প্রথমতঃ, কারণ বণিক মূলধন তখন বণিক মূলধন হিসাবে আমাদের সামনে ছিল না, এবং দ্বিতীয়তঃ, কারণ গড় মুনাফা, এবং অতএব মুনাফার সাধারণ হারটিকে আগে বিকশিত করে তুলতে হবে উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিল্প-মূলধনসমূহের দ্বারা উৎপাদিত মুনাফা বা উদ্বৃত্ত-হারগুলির একটি সমতা-সাধিত মান হিসাবে। কিন্তু বণিকের মূলধনের ক্ষেত্রে আমরা আলোচনা করছি এমন একটি মূলধন নিয়ে, যা মুনাফার উৎপাদনে অংশ নেয় না অথচ মুনাফায় অংশ নেয়। অতএব, আমাদের পূর্ববর্তী ব্যাখ্যাকে অনুপূরণ করার প্রয়োজন আছে।

ধরুন, এক বছরে অগ্রিম-দত্ত মোট শিল্প-মূলধন $= ৭২০_{স} + ১৮০_{অ} = ৯০০$ (ধরুন মিলিয়ন £), এবং উ´ = ১০০%। সুতরাং উৎপন্নটি $= ৭২০_{স} + ১৮০_{অ} + ১৮০_{উ}$। এই উৎপন্নটিকে বা উৎপাদিত পণ্য-মূলধনটিকে আমরা ডাকব **প** বলে, যার মূল্য বা উৎপাদন-দাম (যেহেতু সমগ্র পণ্যসম্ভারের ক্ষেত্রে দুটিই অভিন্ন) = ১,০৮০ এবং ৯০০ পরিমাণ মোট সামাজিক মূলধনের মুনাফার হার = ২০%। আমাদের আগেকার বিশ্লেষণগুলি অনুযায়ী এই ২০% হচ্ছে মুনাফার গড় হার, কেননা উদ্বৃত্ত-মূল্য এখানে গণনা করা হয় না কোনো বিশেষ গঠনের এই বা ঐ মূলধনের ভিত্তিতে, গণনা করা হয় গড় গঠনের মোট শিল্প-মূলধনের ভিত্তিতে। অতএব **প** = ১০৮০, এবং মুনাফার হার = ২০%। যাই হোক, এখন ধরা যাক যে, এই £৯০০ পরিমাণ শিল্প-মূলধন ছাড়া, আরো আছে £১০০ বণিক-মূলধন, যা ঠিক আগেরটার মতই আয়তনের সঙ্গে হারাহারি ভাবে মুনাফায় অংশ নেয়। আমরা যা ধরে নিয়েছি, তদনুসারে এটা ১০০০ পরিমাণ মোট মূলধনের ১/১০। সুতরাং, ১৮০ পরিমাণ মোট উদ্বৃত্ত-মূল্যে এর অংশ হচ্ছে ১/১০ পর্যন্ত, এবং এই ভাবে এ লাভ করে ১৮% মুনাফা। বাস্তবিক পক্ষে, তা হলে,

মোট মূলধনের বাকি $\frac{৯}{১০}$ ভাগের মধ্যে বণ্টনের জন্য থাকে কেবল = ১৬২, অথবা ৯০০ পরিমাণ মূলধনের উপরে অনুরূপ ভাবে ১৮%। সুতরাং যে-দামে ৯০০ পরিমাণ শিল্প-মূলধনের মালিকেরা **প** বিক্রয় করে বণিকদের কাছে তা দাঁড়ায় = $৭২০_{স}+১৮০_{অ}+১৬২_{উ}=১০৬২$। তখন যদি ব্যাপারী তার ১০০ পরিমাণ মূলধনের সঙ্গে যোগ করে ১৮% গড় মুনাফা, তা হলে সে তার পণ্যসম্ভার বিক্রয় করে ১,০৬২ + ১৮ = ১০৮০ তে, অর্থাৎ তাদের উৎপাদন-দামে, কিংবা মোট পণ্য-মূলধনের দিক থেকে, তাদের মূল্যে, যদিও সে তার মুনাফা করে কেবল সঞ্চলন-প্রক্রিয়া চলাকালে এবং তার মাধ্যমে, এবং কেবল তার ক্রয়-দামের উপরে তার বিক্রয় দামের বাড়তি থেকে। কিন্তু তবু সে তার পণ্যসম্ভার বিক্রি করে না তাদের মূল্যের বেশিতে, বা তাদের উৎপাদন-দামের বেশিতে, ঠিক এই কারণে এই যে শিল্প-ধনিকের কাছ থেকে সে সেগুলিকে ক্রয় করেছে তাদের মূল্যের কমে, বা তাদের উৎপাদন-দামের কমে।

অতএব, বণিকের মূলধন মুনাফার সাধারণ হার গঠনে প্রবেশ করে একটি নির্ধারক হিসাবে মোট মূলধনে তার অংশের হার অনুসারে। অতএব, আমরা যদি উপস্থিত ক্ষেত্রে বলি যে, মুনাফার গড় হার = ১৮%, তা হলে সেটা হত = ২০%, যদি না মোট মূলধনের $\frac{১}{১০}$ হত বণিকের মূলধন এবং মুনাফার সাধারণ হার তার ফলে $\frac{১}{১০}$ হ্রাসপ্রাপ্ত হত। এর পরিণতি ঘটে উৎপাদন-দামের আরো প্রগাঢ় ও আরো ব্যাপক সংজ্ঞা নির্ধারণে। উৎপাদন-দাম বলতে আমরা বুঝি, ঠিক আগের মতই, একটি পণ্যের দাম = তার ব্যয় (তার মধ্যে বিধৃত স্থির + অস্থির মূলধনের মূল্য) + গড় মুনাফা। কিন্তু এই গড় মুনাফা এখন নির্ধারিত হয় ভিন্ন ভাবে। এটা নির্ধারিত হয় মোট উৎপাদনশীল মূলধনের উৎপাদিত মোট মুনাফার দ্বারা; কিন্তু এটা মোট উৎপাদনশীল মূলধনের ভিত্তিতে গণনা করা নয়, যাতে করে যদি তা হয় = ৯০০, যেমন যেমন উপরে ধরা হয়েছে, এবং মুনাফা হয় = ১৮০, তা হলে মুনাফার গড় হার = $\frac{১৮০}{৯০০}$ = ২০%। কিন্তু, বরং, মোট উৎপাদনশীল + বণিক মূলধনের ভিত্তিতে, যার দরুন, ৯০০ উৎপাদনশীল মূলধন এবং ১০০ বণিক মূলধন নিয়ে, মুনাফার গড় হার = $\frac{১৮০}{১০০০}$ = ১৮%। সুতরাং উৎপাদনের দাম = ব (ব্যয়) + ১৮, ব + ২০-র পরিবর্তে। বণিকের মূলধনের ভাগে-পড়া মুনাফার অংশ এই ভাবে অন্তর্ভুক্ত হয় মুনাফার গড় হারে। সুতরাং মোট পণ্য-মূলধনের আসল মূল্য, বা উৎপাদনের দাম = ব + ল + জ (যেখানে জ হল বাণিজ্যিক মুনাফা। উৎপাদন-দাম, অথবা যে দামে শিল্প-ধনিক, শিল্প-ধনিক হিসাবেই, বিক্রয় করে তার পণ্যসম্ভার, সেই দাম হল পণ্যের যথার্থ উৎপাদন-দামের চেয়ে কম; অথবা সমস্ত পণ্যকে একত্র করে ধরলে, সেই হিসাবে সেই দামগুলি, যাতে শিল্প-ধনিকদের শ্রেণীটি বিক্রয় করে তাদের পণ্যসমূহ, সেগুলি তাদের মূল্যের চেয়ে কম। অতএব, উল্লিখিত ক্ষেত্রটিতে ৯০০ (ব্যয়) + ৯০০-র উপরে ১৮%, কিংবা ৯০০ + ১৬২ = ১০৬২। তা হলে এটা অনুসরণ করে যে, যার জন্য সে বণিককে দিয়েছিল ১০০, সেই পণ্যকে ১১৮-তে বিক্রয় করে, বণিক বাস্তবিকই যোগ করে দামের

সঙ্গে ১৮%। কিন্তু যেহেতু এই পণ্যটি, যার জন্য সে দিয়েছিল ১০০, বস্তুতই ১১৮ মূল্যের অধিকারী, সেই হেতু সে তা বিক্রয় করে না মূল্যের চেয়ে বেশিতে। এখন থেকে আমরা উৎপাদনের দাম কথাটিকে ব্যবহার করব আরো যথাযথ অর্থে। সুতরাং এটা পরিষ্কার যে, শিল্প-ধনিকের মুনাফা হয় তার ব্যয়-দামের উপরে বিক্রয়-দামের বাড়তির সমান, এবং বাণিজ্যিক মুনাফা, যা শিল্প-মুনাফা থেকে স্বতন্ত্র, তা পণ্যের উৎপাদন-দামের উপরে বিক্রয়-দামের বাড়তির সমান—উৎপাদন-দাম, বণিকের দিক থেকে যা হল পণ্যটির ক্রয়-দাম ; কিন্তু পণ্যটির আসল দাম = তার উৎপাদনের দাম + বাণিজ্যিক মুনাফা। ঠিক যেমন শিল্প মূলধন উপলব্ধ করে কেবল এমন মুনাফা যা আগে থেকেই পণ্যের মূল্যে থাকে উদ্বৃত্ত-মূল্য হিসাবে, ঠিক তেমনি বণিকের মূলধন মুনাফা উপলব্ধ করে কেবল এই কারণে গোটা উদ্বৃত্ত-মূল্য, বা মুনাফা, শিল্প-ধনিকের দ্বারা পণ্যসমূহের জন্য ধার্য দামে এখনো পুরোপুরি উপলব্ধি হয়নি।[১] বণিকের বিক্রয়-দাম এই ভাবে ছাড়িয়ে যায় ক্রয়-দামকে এই কারণে নয় যে, পূর্বোক্তটি মোট মূল্যকে ছাড়িয়ে যায়, কিন্তু এই কারণে যে পরোক্তটি এই মূল্যের চেয়ে নীচে থাকে।

সুতরাং, উদ্বৃত্ত-মূল্যকে গড় মুনাফার সঙ্গে সমান করে দেবার ব্যাপারে বণিক মূলধন অংশ নেয়, যদিও উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎপাদনে তা অংশ নেয় না।

যা যা বলা হয়েছে, তা থেকে অনুসরণ করে যে :

(১) শিল্প-মূলধনের অনুপাতে বণিক-মূলধন যত বড় হবে, শিল্প-মুনাফার হার তত কম হবে, এবং উল্টোটাও।

(২) প্রথম অংশে এটা দেখানো হয়েছিল যে মুনাফার হার সর্বদাই সত্যকার উদ্বৃত্ত-মূল্যের চেয়ে কম, অর্থাৎ তা সর্বদাই শোষণের তীব্রতাকে ছোট করে দেখায়, যেমন উপরে উক্ত ক্ষেত্রটিতে, $৭২০_{স}+১৮০_{অ}+১৮০_{উ}$, উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার ১০০% এবং মুনাফার হার শুধু ২০%। পার্থক্যটা আরো বড় হয়, যেহেতু মুনাফার গড় হার আবার ছোট হয়—২০% থেকে কমে হয় ১৮%, যদি বণিক-মূলধনের ভাগে যে অংশ পড়ে, সেটাকেও হিসাবে ধরা হয়। সুতরাং প্রত্যক্ষ ধনিক শোষণকারীর মুনাফার গড় হার প্রকাশ করে মুনাফার হার সত্য সত্যই যা, তার চেয়ে একটি অল্পতর হার।

বাকি সব অবস্থা একই আছে ধরে নিলে, বণিকের মূলধনের আপেক্ষিক আয়তন (ছোট ব্যাপারী বাদে, যে এক মিশ্র রূপের প্রতিনিধিত্ব করে) তার প্রতিবর্তনের বেগের বিপরীত আনুপাতিক, অতএব সাধারণ ভাবে পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়ার তেজের বিপরীত আনুপাতিক। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের প্রক্রিয়ায়, একই সাধারণ মুনাফা-হারের গঠন প্রতিভাত হয় শিল্প-মূলধনসমূহের এবং তাদের পরিণাম হিসাবে, যা পরে বণিক মূলধনের হস্তক্ষেপের দ্বারা সংশোধিত, অনুপূরিত ও অভিযোজিত হয়। এর ঐতিহাসিক

১. John Bellers [*Essays about the poor Manufactures, Trade, Plantations add Immorality*, London 1699 p, 10—*Ed.*]

বিকাশের গতিপথে অবশ্য প্রক্রিয়াটি সত্য সত্যই উল্‌টে যায়। বাণিজ্যিক মূলধনই প্রথম নির্ধারণ করে পণ্যসমূহের মূল্য মোটামুটি ভাবে তাদের মূল্যগুলি অনুসারে, এবং সঞ্চলনের ক্ষেত্রটিই প্রণোদিত করে পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়া, যাতে মুনাফার একটি সাধারণ হার শুরুতে আকার গ্রহণ করে। একেবারে গোড়ায় বাণিজ্যিক মুনাফাই নির্ধারণ করে শিল্প-মুনাফা। যে পর্যন্ত না ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং উৎপাদনকারী নিজেই বণিক হয়েছে সে পর্যন্ত বাণিজ্যিক মুনাফা পর্যবসিত হয় না মোট উদ্বৃত্ত-মূল্যের সেই একাংশে, যা পড়ে বণিক-মূলধনের ভাগে—সামাজিক পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত মোট মূলধনের একাংশ হিসাবে।

বণিক-মূলধনের হস্তক্ষেপের ফলে মুনাফার অনুপূরক সমীভবনে এটা দেখা গিয়েছিল যে, বণিকের অগ্রিম-দত্ত অর্থ-মূলধনের সঙ্গে অতিরিক্ত কোনো উপাদান পণ্যসমূহের মূল্যে প্রবেশ করেনি এবং দামের সঙ্গে বাড়তি আদায়, যার দ্বারা বণিক তার মুনাফা করে, সেটা পণ্যগুলির মূল্যের সেই অংশের সঙ্গে কেবল সমান, যে অংশটিকে উৎপাদনশীল মূলধন উৎপাদনের দামে হিসাব করে নি, অর্থাৎ বাদ দিয়ে রেখেছে। এই অর্থ-মূলধনের ব্যাপারটা শিল্প-ধনিকের স্থিতিশীল-মূলধনের ব্যাপারটার অনুরূপ, কেননা এটা পরিভুক্ত হয় না এবং এর মূল্যও তাই পণ্যের মূল্যের একটি উপাদান হয় না। পণ্য-মূলধনের ক্রয়-দামেই বণিক প্রতিস্থাপন করে সেটার উৎপাদন-দাম = জ অর্থের আকারে। তার নিজের বিক্রয়-দাম, যেমন আগে দেখানো হয়েছে, হল = জ + Δজ, যেখানে Δজ মানে মুনাফার সাধারণ হারের দ্বারা নির্ধারিত পণ্যসমূহের দামের সঙ্গে সংযোজন। একবার সেই পণ্যগুলিকে বিক্রয় আর তার মূল অর্থ-মূলধন, যা সে অগ্রিম দিয়েছিল সেগুলি ক্রয়ের জন্য, তা ফিরে আসে তার কাছে এই Δজ সমেত। আমরা আরো একবার দেখতে পাই যে তার অর্থ-মূলধন শিল্প-ধনিকের পণ্য-মূলধন ছাড়া আর কিছু নয়, যা রূপান্তরিত হয়েছে অর্থ-মূলধনে, যা এই পণ্য-মূলধনের মূল্যের আয়তনকে তার চেয়ে বেশি প্রভাবিত করেনা, যা করত এই শেষোক্তটির প্রত্যক্ষ বিক্রয় সর্বশেষ পরিভোক্তার কাছে—বণিকের কাছে বিক্রয়ের পরিবর্তে। কার্যতঃ এ কেবল পরিভোক্তার অর্থব্যয়কেই আভাসিত করে। যাই হোক, এটা কেবল এ তাবৎ কাল যে শর্ত ধরে আসা হয়েছে, তার ভিত্তিতেই সঠিক, অর্থাৎ বণিকের কোনো 'ওভারহেড' খরচ নেই, কিংবা অর্থ-মূলধন ছাড়া—যা সে অবশ্যই অগ্রিম দেবে উৎপাদকারীর কাছ থেকে পণ্য ক্রয়ের জন্য, তা ছাড়া—তাকে অগ্রিম দিতে হবে না আর কোনো মূলধন, আবর্তনশীল বা স্থিতিশীল পণ্য রূপাবর্তনের প্রক্রিয়ায়, ক্রয় এবং বিক্রয়ের প্রক্রিয়ায়। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না, যা আমরা দেখেছি সঞ্চলনের ব্যয়ের বিশ্লেষণে। সঞ্চলনের এই ব্যয়গুলি আংশিক ভাবে সেই সব ব্যয় যেগুলিকে বণিককে পুনরুদ্ধার করতে হবে সঞ্চলনের অন্য কারনিকগুলির কাছ থেকে, আর আংশিক ভাবে সেই সব ব্যয়, যেগুলি প্রত্যক্ষ ভাবে উদ্ভূত হয় তার নির্দিষ্ট কারবারটি থেকে।

সঞ্চলনের এই ব্যয়গুলির প্রকৃতি কি, তাতে কিছু এসে যায় না—তা সেগুলি বণিকের কারবারের বিশুদ্ধ বাণিজ্যিক প্রকৃতি থেকেই উদ্ভূত হোক এবং সেই কারণে বণিকের সুনির্দিষ্ট সঞ্চলন-ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় অথবা এমন সমস্ত বিষয়ের প্রতিনিধিত্ব করুক যেগুলি হচ্ছে সঞ্চলনের প্রক্রিয়ায় সংযোজিত উৎপাদনের পরবর্তী প্রক্রিয়াগুলির জন্য, যেমন ত্বরিত-প্রেরণ, পরিবহণ, সংরক্ষণ ইত্যাদির জন্য, 'চার্জ', সেগুলি সর্বদাই বণিকের কাছ থেকে দাবি করে, পণ্য-ক্রয়ের জন্য অগ্রিম-দত্ত তার অর্থ-মূলধন ছাড়াও, সঞ্চলনের এই উপায়গুলির ক্রয় ও মূল্য-দানের জন্য কিছু অতিরিক্ত মূলধন। ব্যয়ের এই উপাদানটির যতখানি গঠিত হয় আবর্তনশীল মূলধন দিয়ে ততখানি সমগ্র ভাবে প্রবেশ করে পণ্যের বিক্রয়-দামে একটি অতিরিক্ত উপাদান হিসাবে ; এবং তার যতখানি গঠিত হয় স্থিতিশীল মূলধন দিয়ে তার কেবল ক্ষয়-ক্ষতির মাত্রা অনুযায়ী। কিন্তু কেবল এমন একটি উপাদান হিসাবে, যা গঠন করে একটি নামীয় মূল্য, এমনকি যদি নিছক বাণিজ্যিক ব্যয় হিসাবেও হয়, তা হলেও তা পণ্যসমূহে কোনো আসল মূল্য সংযোজিত করে না। কিন্তু স্থিতিশীলই হোক বা আবর্তনশীলই হোক, এই গোটা মূলধনটাই অংশ নেয় মুনাফার সাধারণ হারটির গঠনে।

সঞ্চলনের বিশুদ্ধ বাণিজ্যিক ব্যয়গুলি (সুতরাং ত্বরিত প্রেরণ, জাহাজ পরিবহণ, সংরক্ষণ ইত্যাদি বাবদে 'চার্জ' বাদে) নিজেদের পর্যবসিত করে সেই সব ব্যয়ে, যেগুলি আবশ্যক হয় পণ্যের মূল্য উপলব্ধ করতে, পণ্যসমূহ থেকে অর্থে কিংবা অর্থ থেকে পণ্য সমূহে রূপান্তরিত করতে, তাদের বিনিময় সংঘটিত করতে। আমরা সম্পূর্ণ ভাবে বিবেচনার বাইরে রাখছি সেই সমস্ত সম্ভাব্য উৎপাদন-প্রক্রিয়াকে, যেগুলি চালু থাকতে পারে সঞ্চলনের প্রক্রিয়ায়, এবং যেগুলি থেকে বণিকের কাজ-কারবারকে সমগ্র ভাবে আলাদা করা যায় ; যেমন, বস্তুতঃ পক্ষে প্রকৃত পরিবহণ শিল্প এবং ত্বরিত-প্রেরণকে করা যায় ; এবং যেগুলি হচ্ছে বাণিজ্যিক শাখা থেকে সম্পূর্ণ ভাবে স্বতন্ত্র শিল্প-শাখা ; এবং ক্রয়যোগ্য ও বিক্রয়যোগ্য পণ্যসমূহকে 'স্টোর' করা যায় ডকে বা অন্যান্য সাধারণ জায়গায়, যার ফল দাঁড়ায় এই যে, 'স্টোর' করার ব্যয়কে বণিকের কাছে 'চার্জ' করে তৃতীয় ব্যক্তিরা কেননা তারই তা অগ্রিম দিতে হবে। এই সবই ঘটে নিয়মিত পাইকারি বাণিজ্যে, যেখানে বণিকের মূলধন দেখা দেয় তার বিশুদ্ধতম রূপে—অন্যান্য কাজের সঙ্গে অবিমিশ্রিত রূপে। পরিবহণ কোম্পানির মালিক, রেলওয়ের ডিরেক্টর এবং জাহাজ-মালিক—এরা "বণিক" নয়। আমরা যে ব্যয়গুলি এখানে বিবেচনা করছি, সেগুলি ক্রয় ও বিক্রয়ের ব্যয়। আমরা আগেই মন্তব্য করেছি যে এগুলি নিজেদেরকে পর্যবসিত করে হিসাব-রক্ষণ, খাতা-লেখা, বিপনন, পত্রালাপ ইত্যাদিতে। এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় স্থির মূলধন গঠিত হয় অফিস, কাগজ, পোস্টেজ ইত্যাদি নিয়ে। বাকি ব্যয়গুলি পর্যবসিত হয় সওদাগরী মজুরি-শ্রমিকদের নিয়োগের জন্য অগ্রিম-দত্ত অস্থির মূলধনে। (ত্বরিত-প্রেরণ মাশুল, পরিবহণ-ব্যয়, শুল্ক বাবদ অগ্রিম ইত্যাদিকে অংশতঃ বিবেচনা করা যায় পণ্য-ক্রয়ের জন্য বণিকের দ্বারা প্রদত্ত অগ্রিম হিসাবে এবং তার বেলায় অন্তর্ভুক্ত হয় ক্রয়-দামের মধ্যে।)

পণ্যের ব্যবহার-মূল্য উৎপাদনে এই সব ব্যয় হয় না। এগুলি নিছক সঙ্কলনের ব্যয়। এগুলি উৎপাদনে প্রত্যক্ষ প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করে না। কিন্তু যেহেতু এগুলি সঙ্কলন-প্রক্রিয়ার অংশবিশেষ, সেই হেতু গোটা পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়ারও অংশ।

এই ব্যয়গুলির কেবল যে-অংশটি এখানে আমাদের কাছে আগ্রহের কারণ, সেটি হল অস্থির মূলধন হিসাবে অগ্রিম-দত্ত অংশটি। (এই প্রশ্নগুলিকেও বিশ্লেষণ করা উচিত : প্রথমতঃ, এই যে নিয়ম যে, কেবল প্রয়োজনীয় শ্রম প্রবেশ করে পণ্যসমূহের মূল্যে কাজ করে সঙ্কলনের প্রক্রিয়ায় ? দ্বিতীয়তঃ, বণিকের মূলধনে কি ভাবে সঞ্চয়ন অনুষ্ঠিত হয় ? তৃতীয়তঃ, বণিকের মূলধন কি ভাবে কাজ করে সমাজের বাস্তব সামূহিক পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়ায় ?)

এই সব ব্যয়ের উদ্ভব হয় উৎপন্ন সামগ্রীর একটি পণ্যের অর্থনৈতিক আকারে থাকার কারণে।

যদি সেই শ্রম-সময়টা, যেটা শিল্প-ধনিকেরা নিজেরা হারায় যখন সরাসরি পরস্পরের কাছে পণ্য বিক্রয় করে—অতএব বিষয়গত ভাবে বললে, পণ্যসমূহের সঙ্কলনের সময়টা —এই পণ্যগুলিতে মূল্য সংযোজিত করে না, তা হলে এটা স্পষ্ট যে এই শ্রম-সময়টা, শিল্প-ধনিকের বদলে বণিকের ভাগে প'ড়ে, তার প্রকৃতি এতটুকুও পালটায় না। পণ্যসমূহের (উৎপন্নসমূহের) অর্থে এবং অর্থের পণ্যসমূহে (উৎপাদনের উপায়সমূহে) রূপান্তর শিল্প-মূলধনের একটি আবশ্যিক কার্য, এবং, অতএব ধনিকের একটি আবশ্যিক ক্রিয়া—যে আসলে নিজের একটা স্বকীয় চেতনা ও অভিপ্রায় সমন্বিত মূলধনের ব্যক্তিরূপ ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু এই সমস্ত কার্য—না সৃষ্টি করে মূল্য, না উৎপাদন করে উদ্বৃত্ত-মূল্য। উৎপাদনশীল ধনিক জড়িত থাকা থেকে বিরত হবার পরে, সঞ্চয়নের ক্ষেত্রে এই সব ক্রিয়াকাণ্ড সম্পাদন এবং কার্যাবলী পরিচালনার দ্বারা, বণিক কেবল শিল্প-ধনিকের স্থান গ্রহণ করে। এই সব ক্রিয়াকাণ্ডে যে শ্রম-সময়ের প্রয়োজন হয়, তা নিয়োজিত হয় মূলধনের পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ায় কতকগুলি আবশ্যিক ক্রিয়াকাণ্ডে। কিন্তু দেয় না কোনো অতিরিক্ত মূল্য। যদি বণিক এই ক্রিয়াকাণ্ডগুলি না করত (অতএব, তৎসংশ্লিষ্ট শ্রম-সময় ব্যয় না করত), সে তার মূলধনকে প্রয়োগ করত না শিল্প-মূলধনের সঙ্কলনকারী কারণিক হিসাবে এবং, কাজে কাজেই, শিল্প-ধনিকদের দ্বারা উৎপাদিত মুনাফার মোট পরিমাণটিতে তার অগ্রিম-দত্ত মূলধনের হার [illegible] নিতে পারত না একজন ধনিক হিসাবে। উদ্বৃত্ত-মূল্যের মোট পরিমাণটিতে [illegible] পেতে হলে, মূলধন হিসাবে তার অগ্রিমের মূল্য বৃদ্ধি করতে হলে, বাণিজ্যিক ধনিকের প্রয়োজন নেই মজুরি-শ্রমিক নিয়োগের। তাকে দেওয়া হয় মুনাফার সেই [illegible] যেটি তার ভাগে পড়ে পণ্যের জন্য তার দেওয়া ক্রয়-দাম এবং সেই পণ্যের সত্যিকারের উৎপাদন-দামের মধ্যে পার্থক্যের মারফৎ।

কিন্তু, অন্য দিকে, একটি ক্ষুদ্র পরিমাণ অগ্রিম-দত্ত মূলধনের উপরে বণিক যে মুনাফা উপলব্ধ করে, তা একজন অপেক্ষাকৃত ভাল-মজুরিপ্রাপ্ত কুশলী মজুরি-শ্রমিকের মজুরির

চেয়ে বেশি নয়, কিংবা এমনকি কখনও হতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে, সে উৎপাদনশীল ধনিকের অনেক বাণিজ্যিক প্রতিনিধির সঙ্গে, যেমন ক্রেতা, বিক্রেতা, ক্যানভাসার, যারা মজুরির আকারে বা প্রত্যেক বিক্রয় থেকে লব্ধ মুনাফায় একটি অংশ (শতাংশ, বোনাস) হিসাবে একই আয় বা উচ্চতর আয় উপভোগ করে, তাদের সঙ্গে কাঁধ ঘষাঘষি করে। প্রথম ক্ষেত্রে, বণিক সওদাগরি মুনাফা পকেটস্থ করে একজন স্বতন্ত্র ধনিক হিসাবে; অন্য ক্ষেত্রটিতে, 'সেল্‌সম্যান', শিল্প-ধনিকের মজুরি-শ্রমিক, মুনাফার একটি অংশ পায় হয় মজুরির রূপে আর নয়তো শিল্প-ধনিকের মুনাফার একটি আনুপাতিক অংশ রূপে, যার প্রত্যক্ষ এজেন্ট হিসাবে সে কাজ করে; অন্য দিকে তার নিয়োগ-কর্তা উপভোগ করে পকেটস্থ করে শিল্প-মুনাফা ও বাণিজ্য-মুনাফা দুইই। কিন্তু এই সমস্ত ক্ষেত্রেই, যদিও তার আয় সঙ্কলন-প্রতিনিধির কাছে প্রতিভাত হতে পারে মামুলি মজুরি হিসাবে, সম্পাদিত কাজের জন্য প্রাপ্তি হিসাবে, এবং যদিও, যেখানে তা সে ভাবে প্রতিভাত হয়না, মুনাফা একজন ভাল মজুরি-পাওয়া শ্রমিকের মজুরির চেয়ে বেশি নয়, তার আয়টা আসে সম্পূর্ণ ভাবে সওদাগরি মুনাফা থেকে। এটা ঘটে এই কারণে যে তার শ্রম সেই শ্রম নয় যা মূল্য উৎপাদন করে।

সঙ্কলন ক্রিয়ার দীর্ঘতা শিল্প-ধনিকের পক্ষে নির্দেশ করে (১) ব্যক্তিগত সময়ের লোকসান, কেননা তা তাকে নিবারণ করে উৎপাদনশীল প্রক্রিয়ার পরিচালক হিসাবে তার যে কাজ, ব্যক্তিগত ভাবে তা করা থেকে; (২) সঙ্কলন প্রক্রিয়ায়, অতএব এমন একটি প্রক্রিয়ায় যেখানে তা মূল্য সম্প্রসারিত করে না এবং যেখানে প্রত্যক্ষ উৎপাদন-প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়, সেখানে অর্থ-রূপে যা পণ্য-রূপে তার উৎপন্নের দীর্ঘতর অবস্থিতি। যদি এই প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে না হয়, তা হলে হয় উৎপাদন খর্ব করতে হবে, কিংবা আরো অর্থ-মূলধন অগ্রিম দিতে হবে আগেকার মুনাফা করার জন্য। এই সব কিছুই থাকে অপরিবর্তিত যখন বণিক নেয় শিল্প-ধনিকের স্থান। সঙ্কলনের প্রক্রিয়ায় শিল্প-ধনিকের আরো বেশি সময় নিয়োগ করার চেয়ে, বণিক নিজেই এই ভাবে নিযুক্ত হয়; শিল্প-ধনিকের পরিবর্তে, বণিকই সঙ্কলনের জন্য অতিরিক্ত মূলধন অগ্রিম দেয়, অথবা যার মানে একই, শিল্প-মূলধনের একটি বৃহৎ অংশ ক্রমাগত সঙ্কলন-প্রক্রিয়ায় অপসারিত হওয়ায়, বণিকের মূলধনটাই তার সঙ্গে সমগ্র ভাবে আবদ্ধ থাকে; একটি ক্ষুদ্রতর মুনাফা করার পরিবর্তে, শিল্প-ধনিক অবশ্যই দেবে তার মুনাফার একটি অংশ সম্পূর্ণ ভাবে বণিককে। যে পর্যন্ত বণিকের মূলধন থাকে সেই সীমার মধ্যে যাতে তা প্রয়োজনীয়, সে পর্যন্ত একমাত্র পার্থক্য এই যে, মূলধনের এই কর্ম-বিভাগ একান্তভাবে সঙ্কলন প্রক্রিয়ায় পরিভুক্ত সময়টাকে হ্রাস করে এই উদ্দেশ্যে অল্পতর পরিমাণ অতিরিক্ত মূলধন অগ্রিম দেওয়া হয়, এবং মোট মুনাফার লোকসান—যার প্রতিনিধিত্ব করে সওদাগরি মুনাফা—তা অন্যথা যা হত, তার চেয়ে ক্ষুদ্রতর হয়। যদি উল্লিখিত দৃষ্টান্তটিতে, $৭২০_{স}+১৮০_{অ}+১৮০_{উ}$, সাহায্য পায় ১০০ পরিমাণ একটি বণিক-মূলধনের, এবং এই ভাবে শিল্প-ধনিকের জন্য উৎপাদন করে, ১৬২ পরিমাণ বা ১৮%

মুনাফা, অতএব নির্দেশ করে ১৮ পরিমাণ বিয়োজন, তা হলে এই স্বতন্ত্র বণিকের, বণিকের মূলধনটি ছাড়া, অতিরিক্ত মূলধন আবশ্যক হবে সম্ভবতঃ ২০০, এবং শিল্প-ধনিকের দ্বারা প্রদত্ত মোট অগ্রিমের পরিমাণ হবে ৯০০-এর বদলে ১১০০, যা, ১৮০ পরিমাণ উদ্বৃত্ত-মূল্যের ভিত্তিতে, দেবে কেবল ১৬$\frac{৪}{১১}$% একটি মুনাফার হার।

যদি সেই শিল্প-ধনিক, যে কাজ করে তার নিজের বণিক হিসাবে, সঙ্কলন-প্রক্রিয়ায় স্থিত তার উৎপন্ন সামগ্রী অর্থে পুনঃরূপান্তরিত হবার আগেই অগ্রিম দেয় কেবল অতিরিক্ত মূলধন নোতুন পণ্য-সম্ভার ক্রয় করার জন্যই না, সেই সঙ্গে আরো অগ্রিম দেয় তার পণ্য-মূলধনের মূল্যকে উপলব্ধ করার জন্য, বা, ভাষান্তরে, সঙ্কলন-প্রক্রিয়ার জন্যও মূলধন (অফিস চালানো এবং বাণিজ্যিক কর্মীদের মজুরি বাবদ ব্যয়), তা হলে এই অনুপূরকগুলি গঠন করে অতিরিক্ত মূলধন, কিন্তু সৃষ্টি করে না উদ্বৃত্ত-মূল্য। পণ্যসমূহের মূল্য থেকে তা পূরণ করে নিতে হবে। কেননা এই পণ্যগুলির মূল্যের একটি অংশ অবশ্যই পুনঃরূপান্তরিত করতে হবে এই সঙ্কলন-ব্যয়সমূহে। কিন্তু তার ফলে কোনো অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্ট হয় না। যত দূর পর্যন্ত এটা সমাজের মোট মূলধনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, এর মানে বস্তুতঃ দাঁড়ায় এই যে এর একটা অংশকে সরিয়ে রাখতে হবে গৌণ ক্রিয়াকর্মের জন্য, যা কোনো ক্রমেই আত্ম-প্রসারণ প্রক্রিয়ার অংশ নয়, এবং সামাজিক মূলধনের এই অংশটিকে এই উদ্দেশ্যে ক্রমাগত পুনরুৎপাদন করতে হবে। এর ফলে ব্যক্তি-ধনিকের মুনাফার হার হ্রাস পায় এবং গোটা শিল্প-ধনিক শ্রেণীরও—একটি ফল যা উদ্ভূত হয় অতিরিক্ত মূলধনের প্রত্যেকটি নোতুন বিনিয়োগ থেকে ; যখনি এমন মূলধনের দরকার পড়ে অস্থির মূলধনের একই পরিমাণটিকে গতিশীল করতে।

যত দূর পর্যন্ত সঙ্কলনের সঙ্গে যুক্ত এই অতিরিক্ত ব্যয়গুলি স্থানান্তরিত হয় শিল্প-ধনিক থেকে বাণিজ্য-ধনিকে, সেখানে ঘটে মুনাফার হারে একটি অনুরূপ হ্রাস, কিন্তু অল্পতর মাত্রায় এবং ভিন্নতর পন্থায়। এটা যখন প্রকাশ পায় যে বণিক অগ্রিম দেয় তার চেয়ে বেশি মূলধন যা প্রয়োজন হ'ত যদি এই ব্যয়গুলি না থাকত, এবং এই অতিরিক্ত মূলধনের উপরে মুনাফাটা বৃদ্ধি করে বাণিজ্যিক মুনাফার পরিমাণকে, যাতে করে বণিকের মূলধনের আরো বেশিটা মুনাফার গড় হারটাকে এক মানে আনার জন্য শিল্প-মূলধনের সঙ্গে যোগ দেয় এবং তার ফলে গড় মুনাফা হ্রাস পায়। যদি আমাদের উল্লিখিত উদাহরণে আলোচ্য ব্যয়গুলি মেটাবার জন্য ১০০ পরিমাণ বণিক-মূলধন ছাড়াও, ভর পরিমাণ একটি অতিরিক্ত মূলধন অগ্রিম দেওয়া হয়, তা হলে ৯০০ পরিমাণ একটি উৎপাদনশীল মূলধন যোগ ১৫০ পরিমাণ একটি বণিক-মূলধন, একত্রে =১,০৫০-এর বেলায় বণ্টিত হয় ১৮০ পরিমাণ মোট উদ্বৃত্ত-মূল্য। সুতরাং মুনাফার গড় হার পড়ে যায় ১৭$\frac{১}{৭}$%-এ। শিল্প-ধনিক তার পণ্যসম্ভার বণিকের কাছে বিক্রয় করে ৯০০+১৫৪$\frac{২}{৭}$=১,০৫৪$\frac{২}{৭}$-এ এবং বণিক সেগুলিকে বিক্রয় করে ১,১৩০-এ (১,০৮০+৫০, ব্যয় বাবদে, যা সে অবশ্যই পুনরুদ্ধার করবে)। অধিকন্তু, এটা অবশ্যই

স্বীকার করতে হবে যে বণিকের মূলধন এবং শিল্প-মূলধনের মধ্যে বিভাজনের সঙ্গে সঙ্গে চলে বাণিজ্যিক ব্যয়সমূহের কেন্দ্রীভবন এবং, কাজে কাজেই সেগুলির সংকোচন।

এখন প্রশ্ন ওঠে: বাণিজ্যিক ধনিকের দ্বারা, এখানে বণিকের দ্বারা নিযুক্ত বাণিজ্যিক মজুরি-শ্রমিকদের ব্যাপারে কী?

এক দিক থেকে এমন একজন বাণিজ্যিক কর্মী অন্য যে-কোনো মজুরি-শ্রমিকের মতই একজন মজুরি-শ্রমিক। প্রথমতঃ, তার শ্রম-শক্তি ক্রয় করা হয় রোজগার হিসাবে ব্যয়িত অর্থের দ্বারা নয় অতএব ব্যক্তিগত পরিসেবার জন্য নয়, বণিকের অস্থির মূলধন দিয়ে। দ্বিতীয়তঃ, তার শ্রম-শক্তির মূল্য, এবং অতএব তার মজুরি, নির্ধারিত হয় অন্য মজুরি-শ্রমিকদের মজুরির মত একই ভাবে, অর্থাৎ তার বিশেষ ধরনের শ্রম-শক্তির উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনের ব্যয়ের দ্বারা—তার শ্রমের উৎপন্ন সামগ্রীর দ্বারা নয়।

যাই হোক, তার এবং শিল্প-ধনিকের দ্বারা প্রত্যক্ষ ভাবে নিযুক্ত মজুরি-শ্রমিকদের মধ্যে আমরা সেই একই পার্থক্য করব, যে-পার্থক্য থাকে শিল্প-মূলধন এবং বণিক-মূলধনের মধ্যে, এবং অতএব শিল্প-ধনিক এবং বণিকের মধ্যে। যেহেতু বণিক, সঞ্চলনের একটি কারণিক মাত্র হিসাবে, উৎপাদন করে না মূল্য বা উদ্বৃত্ত-মূল্য (কারণ যে অতিরিক্ত মূল্যটি সে যোগ করে পণ্য-সমূহের সঙ্গে তার ব্যয়ের মাধ্যমে, তা নিজেকে পর্যবসিত করে পূর্বাবস্থিত মূল্যসমূহের সংযোজন হিসাবে, যদিও যে প্রশ্নটি এখানে মাথা তুলে দাঁড়ায়, সেটি এই যে: কেমন করে সে রক্ষা করে তার স্থির মূলধনের এই মূল্য?) সেই হেতু এটা অনুসরণ করে যে এই সব কাজে তার দ্বারা নিযুক্ত সওদাগরি শ্রমিকেরা তার জন্য পারে না প্রত্যক্ষ ভাবে উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি করতে। এখানে, যেমন উৎপাদনশীল শ্রমিকদের ক্ষেত্রে, আমরা ধরে নিই যে, মজুরি নির্ধারিত হয় শ্রম-শক্তির মূল্যের দ্বারা, এবং অতএব, বণিক নিজেকে ধনী করে না মজুরি দাবিয়ে দিয়ে, যার দরুন তার ব্যয়ের হিসাবে ('কস্ট-অ্যাকাউন্ট'-এ) অন্তর্ভুক্ত করে না, শ্রমিকের জন্য যে-অগ্রিম সে কেবল আংশিক ভাবে দিয়েছে, অন্য ভাবে বলা যায়, সে নিজেকে ধনী করে না তার কেরানি ইত্যাদিকে প্রতারণার মাধ্যমে।

সওদাগরি মজুরি-কর্মীদের ক্ষেত্রে যেটা সমস্যা তা কোনো ক্রমেই এটা ব্যাখ্যা করা নয় যে কিভাবে তারা তাদের নিয়োগকর্তার জন্য উৎপাদন করে প্রত্যক্ষ মুনাফা—কোনো প্রত্যক্ষ উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি না করে (মুনাফার যার কেবল একটি পরিবর্তিত রূপ।) বস্তুতঃ পক্ষে, এই প্রশ্নটির সমাধান ইতিপূর্বেই হয়ে গিয়েছে বাণিজ্যিক মুনাফার সাধারণ বিশ্লেষণে। ঠিক যেমন শিল্প-মূলধন মুনাফা করে পণ্যসমূহের মধ্যে মূর্ত ও উপলব্ধ শ্রম বিক্রয় করার মাধ্যমে, যার জন্য সে দেয় নি কোনো প্রতিমূল্য, ঠিক তেমনি বণিক-মূলধন মুনাফা আয়ত্ত করে ঐ পণ্যগুলিতে, (পণ্যগুলিতে, যতটা অবধি তাদের উৎপাদনে বিনিয়োজিত মূলধন কাজ করে মোট শিল্প-মূলধনের একটি একাংশ হিসাবে) বিধৃত সমস্ত মজুরি-বঞ্চিত শ্রমের জন্য উৎপাদনশীল মূলধনকে তার সমগ্র দেয় পুরোপুরি না দেওয়া থেকে, এবং বিক্রয়কালে ঐ পণ্যগুলিতে এখনো বিধৃত এই মজুরি-বঞ্চিত

অংশের জন্য মূল্য দাবি ক'রে। উদ্বৃত্ত-মূল্যের সঙ্গে বণিক-মূলধনের সম্পর্ক শিল্প-মূলধনের সঙ্গে তার সম্পর্ক থেকে আলাদা। দ্বিতীয়োক্তটি উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদন করে অপরের মজুরি-বঞ্চিত শ্রম প্রত্যক্ষ ভাবে আত্মসাৎ ক'রে। পূর্বোক্তটি এই উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি অংশ আত্মসাৎ করে এই অংশটিকে শিল্প-মূলধন থেকে নিজের কাছে স্থানান্তরিত ক'রে।

কেবল তার মূল্য উপলব্ধ করার কাজটির মাধ্যমেই বণিকের মূলধন কাজ করে পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়ায় মূলধন হিসাবে এবং অতএব মোট মূলধনের দ্বারা উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্যে ভাগ বসায়। ব্যক্তি-বণিকের মুনাফার পরিমাণ নির্ভর করে সে এই প্রক্রিয়ায় কত পরিমাণ মূলধন প্রয়োগ করতে পারে তার উপরে, এবং সে পারে এর আরো ততটা বেশি প্রয়োগ করতে ক্রয়ে এবং বিক্রয়ে, যতটা বেশি হয় তার কেরানিদের মজুরি-বঞ্চিত শ্রম। যে কাজটির কল্যাণে বণিকের অর্থ হয়ে ওঠে মূলধন, ঠিক সেই কাজটিই প্রধানতঃ সম্পাদিত হয় তার কেরানিদের দ্বারা। এই কেরানিদের মজুরি বঞ্চিত শ্রম, যদিও তা উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি করে না, তবু তা তাকে সক্ষম করে উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাৎ যা ফলতঃ দাঁড়ায় ঐ একই জিনিস তার মূলধনের প্রেক্ষিতে। সুতরাং এটা তার পক্ষে মুনাফার একটি উৎস। অন্যথা, বাণিজ্য কখনো বৃহদায়তনে পরিচালনা করা যেত না, ধনতান্ত্রিক ভিত্তিতে।

ঠিক যেমন শ্রমিকের মজুরি-বঞ্চিত শ্রম উৎপাদনশীল মূলধনের জন্য প্রত্যক্ষ ভাবে সৃষ্টি করে উদ্বৃত্ত-মূল্য, ঠিক তেমনি সওদাগরি মজুরি-শ্রমিক বণিকের জন্য সংগ্রহ করে এই উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি অংশ।

সমস্যাটা দেখা দেয় এখানে : যেহেতু বণিকের শ্রম-সময় এবং শ্রম মূল্য সৃষ্টি করে না, যদিও তারা তার জন্য এনে দেয় ইতিমধ্যে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি অংশ, সেই হেতু ব্যাপারটা কেমন দাঁড়ায় অস্থির মূলধনের বেলায়, যা সে ব্যয় করে বাণিজ্যিক শ্রম-শক্তি ক্রয়ের খাতে? এই অস্থির মূলধনকে কি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে অগ্রিম-দত্ত বণিক-মূলধনের বিনিয়োগ-ব্যয়সমূহের মধ্যে যদি তা না হয়, তাহলে এটা মুনাফা-হারের সমীভবনের নিয়মটির সঙ্গে সংঘাতে আসে বলে মনে হয়, কেননা এই ধরনের মূলধন কাজ করে না মূলধন হিসাবে অপরের শ্রমকে গতি-সঞ্চারিত করার মাধ্যমে, যেমনটি করে শিল্প-মূলধন ; বরং সে তা করে তার নিজের কাজ করার মাধ্যমে অর্থাৎ ক্রয় ও বিক্রয়ের কাজগুলি করার মাধ্যমে ; আর এটাই হল সেই উপায় ও কারণ যার দরুন সে পায় শিল্প-মূলধনের দ্বারা উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি অংশ।

(অতএব, আমাদের এই পয়েন্টগুলি বিশ্লেষণ করতে হবে : বণিকের অস্থির মূলধন ; সঞ্চলনের ক্ষেত্রে আবশ্যক শ্রমের নিয়ম ; কেমন করে বণিকের শ্রম রক্ষা করে তার স্থির মূলধনের মূল্য ; সমগ্র ভাবে পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়ায় বণিকের মূলধন যে ভূমিকা গ্রহণ করে ; এবং সর্বশেষে, এক দিকে পণ্য-মূলধন এবং অর্থ-মূলধনে আর অন্য দিকে বাণিজ্যিক মূলধন এবং অর্থ-কারবারি মূলধনে দ্বিগুণী-ভবন ('ডুপ্লিকেশন'।)

যদি প্রত্যেক বণিকের থাকত ততটা মূলধন, যতটা সে নিজে তার নিজের শ্রমের সাহায্যে প্রতিবর্তন করতে সক্ষম হত, তা হলে বণিকের মূলধনের সীমাহীন খণ্ডীভবন ঘটত। এই খণ্ডীভবন বৃদ্ধি পেত সেই একই অনুপাতে, যে অনুপাতে উৎপাদনশীল মূলধন বৃদ্ধি করত উৎপাদন এবং কাজ করত বৃহৎ বৃহৎ পরিমাণসমূহ নিয়ে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের অগ্রগামী অভিযানে। এই কারণেই দুয়ের মধ্যে এই বর্ধমান অনুপাত-বৈষম্য। সঞ্চলনের ক্ষেত্রে মূলধন বিকেন্দ্রীভূত হবে সেই একই অনুপাতে, যে অনুপাতে তা কেন্দ্রীভূত হয়েছিল উৎপাদনের ক্ষেত্রে। শিল্প-ধনিকের বিশুদ্ধ বাণিজ্যিক তৎপরতা, এবং অতএব তার বিশুদ্ধ বাণিজ্যিক ব্যয়সমূহ, তার ফলে বৃদ্ধি পাবে সীমাহীন ভাবে, কেননা তাকে কারবার করতে হবে, ধরুন, ১০০০ বণিকের সঙ্গে—১০০-র পরিবর্তে। অতএব, স্বতন্ত্র ভাবে কর্মরত বণিকের মূলধনের সুবিধাগুলি অনেকাংশেই নষ্ট হবে। এবং কেবল বিশুদ্ধ বাণিজ্যিক ব্যয়গুলিই মাত্র নয়, সঞ্চলনের অন্যান্য ব্যয়গুলিও, যেমন বাছাই ('সর্টিং') জলদি-পৌছাই ('এক্সপ্রেসেজ') ইত্যাদি বাবদ ব্যয়গুলিও, বেড়ে যাবে। এটা ঘটবে শিল্প-মূলধনের বেলায়। এখন বিবেচনা করা যাক বণিকের মূলধন সম্পর্কে। প্রথমতঃ, বিশুদ্ধ বাণিজ্যিক কাজ-কারবারগুলি। ছোট ছোট অঙ্ক নিয়ে কাজ করার চেয়ে বড় বড় অঙ্ক নিয়ে কাজ করায় বেশি সময় লাগে না। প্রত্যেকটি £১০০ করে এমন ১০টি ক্রয় সম্পন্ন করতে, £১০০০-এ একটি ক্রয় সম্পন্ন করতে যত সময় লাগে, তার চেয়ে দশ গুণ বেশি সময় লাগে। একজন বৃহৎ বণিকের সঙ্গে পত্রালাপে যত লেখালেখি কাগজ ও ডাক-মাশুল লাগে, তার চেয়ে দশ গুণ বেশি লাগে দশ জন ছোট ছোট বণিকের সঙ্গে পত্রালাপে। একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে সুনির্দিষ্ট শ্রম-বিভাজন, যাতে একজন হিসাব-পত্র রাখে, আরেক জন অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারগুলি তত্ত্বাবধান করে, তৃতীয় এক জন থাকে পত্র-আদান-প্রদানের দায়িত্বে, এক জন ক্রয় করে, অন্য জন বিক্রয় এবং আরো এক জন 'ক্যানভাস' করে ইত্যাদি বাঁচিয়ে দেয় বিপুল-পরিমাণ শ্রম-সময়, যার দরুন পাইকারি কারবারে নিযুক্ত কর্মীদের সংখ্যা প্রতিষ্ঠানটির তুলনামূলক আকারের সঙ্গে কোনো ভাবেই সম্পর্কিত নয়। এর কারণ এই যে, বাণিজ্যে, শিল্পের চেয়ে ঢের বেশি ভাবে, একই কাজ দাবি করে একই শ্রম-সময়—তা সেটা বৃহদায়তনেই সম্পাদিত হোক বা ক্ষুদ্রায়তনেই হোক। এই কারণেই ইতিহাসে শিল্প-কারখানার চেয়ে বণিকের ব্যবসায়ে কেন্দ্রীভবন আগে দেখা দেয়। তা ছাড়া আরো, স্থির মূলধনে বিনিয়োগ-ব্যয়ের বেলায়। এক শতটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অফিস বাবদে ব্যয় হয় একটি বৃহৎ অফিসের চেয়ে অতুলনীয় ভাবে বেশি, ১০০ ছোট ছোট গুদাম বাবদে একটি বড় গুদামের চেয়ে, ইত্যাদি ইত্যাদি। পরিবহণের ব্যয়, যা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের হিসাবপত্রে স্থান পায়, অন্ততঃ অগ্রিম-দত্ত ব্যয় হিসাবে, তা বেড়ে যায় খণ্ডীকরণের সঙ্গে সঙ্গে।

শিল্প-ধনিককে তার ব্যবসায়ের বাণিজ্যিক অংশে শ্রম এবং সঞ্চলন ব্যয় বাবদে আরো বেশি বিনিয়োগ করতে হবে। একই বণিক-মূলধন, যখন বিভক্ত হয় অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধনিকের মধ্যে, দাবি করবে, এই খণ্ডীভবনের কারণে অধিকতর সংখ্যক শ্রমিক

তার কাজকর্ম সম্পাদনের জন্য, এবং অধিকতর পরিমাণ বণিক-মূলধনের প্রয়োজন হবে একই পণ্য-মূলধন প্রতিবর্তন করতে।

ধরুন খ হচ্ছে সমগ্র বণিক-মূলধন যা প্রত্যক্ষ ভাবে প্রযুক্ত হয়েছে পণ্য-সমূহের ক্রয় ও বিক্রয়ে, এবং খ হচ্ছে তদানুষঙ্গিক অস্থির মূলধন যা দেওয়া হয়েছে বাণিজ্যিক কর্মীদেরকে মজুরি হিসাবে। তা হলে খ+খ হয় মোটা বণিক মূলধন খ-এর চেয়ে চেয়ে অল্পতর, হত যদি প্রত্যেক বণিক কাজ চালাতে পারত সহায়ক কর্মীদের ছাড়া এবং কিছুই বিনিয়োগ করত না খ-এ। যাইহোক আমরা এখনো সমস্যাটা অতিক্রম করিনি।

পণ্য সমূহের বিক্রয়-দাম এমন হতে হবে যে তা পর্যাপ্ত হবে (১) খ+খ-এর উপরে গড় মুনাফা দিতে সক্ষম হয়। এটার ব্যাখ্যা অন্ততঃ এই ঘটনায় পাওয়া যায় যে খ+খ হচ্ছে সাধারণতঃ মূল খ-এর একটি হ্রাসপ্রাপ্ত পরিমাণ, যা প্রতিনিধিত্ব করে খ ছাড়া যে ক্ষুদ্রতর মূলধনের প্রয়োজন হবে সেই মূলধনের, কিন্তু এই বিক্রয়-দাম এমন হতে হবে যা পর্যাপ্ত হবে (২) কেবল খ-এর উপরে অতিরিক্ত মুনাফার সংস্থান করতেই নয়, সেই সঙ্গে প্রদত্ত মজুরিকে, বণিকের অস্থির মূলধন=খ-কে প্রতিস্থাপন করতে। এই শেষ বিবেচনা থেকেই সমস্যাটার উদ্ভব, খ কি দামের একটি নোতুন উপাদানের প্রতিনিধিত্ব করে অথবা তা কি খ+খ-এর মাধ্যমে কত মুনাফার একটি অংশ মাত্র, যা মজুরি হিসাবে দেখা দেয় কেবল সওদাগরি মজুরি-শ্রমিকের বেলায়, এবং বণিকের ক্ষেত্রে কেবল প্রতিস্থাপন করে অস্থির মূলধনকে? পরবর্তী ক্ষেত্রে, বণিকের অগ্রিম-দত্ত মূলধন খ+খ-এর উপরে তার মুনাফা ঠিক সমান হবে সাধারণ হারের দরুন খ-এর প্রাপ্য মুনাফা, যোগ খ, যা সে দেয় মজুরির আকারে, কিন্তু যা নিজে কোনো মুনাফা দেয় না।

ব্যাপারটার মর্মবস্তু বস্তুতঃ পক্ষে, খ-এর মাত্রাগুলি (গাণিতিকভাবে বললে)। শুরুতে সমস্যাটা সঠিক ভাবে নিরূপণ করা যাক। ধরা যাক খ মানে পণ্য-সমূহের ক্রয়-বিক্রয়ে প্রত্যক্ষ ভাবে বিনিয়োজিত মূলধন, ব মানে এই কাজে পরিভুক্ত স্থির মূলধন (সত্যিকারের ব্যবস্থাপনার ব্যয়) এবং খ বণিকের দ্বারা বিনিয়োজিত অস্থির মূলধন।

খ পুনরুদ্ধার করা কোনো সমস্যাই সৃষ্টি করে না। বণিকের পক্ষে এটা শুধু
। কচারকারীর পক্ষে উৎপাদনের দাম। এটা হচ্ছে বণিক কর্তৃক প্রদত্ত দাম, এবং পুনর্বিক্রয়ের মাধ্যমে সে পুনরুদ্ধার করে খ তার বিক্রয়-দামের অংশ হিসাবে; এই খ এর সঙ্গে সে আরো কামায় খ-এর উপরে মুনাফা, যা আগে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে, ধরা যাক পণ্যের জন্য ব্যয় হয় £ ১০০। ধরা যাক মুনাফা হচ্ছে ১০%। সে ক্ষেত্রে পণ্যটা বিক্রয় হয় ১১০-এ। আগে পণ্যটার জন্য ব্যয় হত ১০০, এবং ১০০ পরিমাণ বণিক-মূলধন তার সঙ্গে যোগ করে মাত্র ১০।

এখন যদি আমরা তাকাই ব-এর দিকে, তা হলে এটা, বড় জোর, স্থির মূলধনের

সেই অংশটির সমান যেটি উৎপাদনকারী ব্যবহার করে ক্রয় ও বিক্রয়ে কিন্তু আসলে তার চেয়ে কম. কিন্তু তখন এটা হবে স্থির মূলধনের সঙ্গে একটি সংযোজন, যা সরাসরি তার আবশ্যক হয় উৎপাদনে। যাই হোক, এই অংশটিকে ক্রমাগত পুনরুদ্ধার করতে হবে পণ্যের দামে, কিংবা যার মানে একই দাঁড়ায়. পণ্যের একটি অনুরূপ অংশ ক্রমাগত ব্যয় করতে হবে এই আকারে, অথবা সমাজের মোট মূলধনের দিক থেকে, এটাকে ক্রমাগত পুনরুৎপাদন করতে হবে এই আকারে। অগ্রিম-দত্ত মূলধনের এই অংশটির একটি সীমায়িত-কারী প্রভাব মুনাফার হারের উপরে পড়বে, ঠিক যেমন পড়ে উৎপাদনে প্রত্যক্ষ ভাবে বিনিয়োজিত তার সমগ্র পরিমাণটির প্রভাব। শিল্প-ধনিক তার ব্যবসায়ের বাণিজ্যিক অংশটিকে যত দূর পর্যন্ত ধনিকের হাতে ছেড়ে দেয়, তত দূর পর্যন্ত তাকে অগ্রিম দিতে হয় না মূলধনের এই অংশটি। একদিক থেকে সে এটা করে নামে মাত্র, কেননা একজন বণিক তার দ্বারা পরিভুক্ত স্থির মূলধনকে (সত্যিকারের ব্যবস্থাপনার ব্যয়কে) উৎপাদনও করে না, পুনরুৎপাদনও করে না। এর-উৎপাদন প্রতিভাত হয় কিছু শিল্পপতির একটি আলাদা ব্যবসা বলে, বা অন্ততঃ ব্যবসার একটি অংশ বলে—যারা এইভাবে এমন একটি ভূমিকা পালন করে যা জীবন ধারণের অত্যাবশ্যক দ্রব্য-সামগ্রীর উৎপাদনকারীদের ভূমিকার মত। অতএব প্রথমতঃ, বণিক এই স্থির মূলধন নিজের জন্য পুনরুদ্ধার করে নেয় এবং দ্বিতীয়তঃ, এর উপরে মুনাফা সংগ্রহ করে। সুতরাং, এই দুটির মারফতেই শিল্প-ধনিকের মুনাফা হ্রাস প্রাপ্ত হয়। কিন্তু শ্রম-বিভাগ জনিত ব্যয়-সংকোচন এবং কেন্দ্রীভবনের দরুন, তা সে নিজেই এই মূলধন অগ্রিম দিলে, যতটা হ্রাস পেত, তার চেয়ে কম হ্রাস পায়। মুনাফার হার কম হ্রাস পায়, কেননা এইভাবে অগ্রিম-দত্ত মূলধনও হয় কম।

অতএব, এই পর্যন্ত বিক্রয়-দাম গঠিত হয় **খ+ব** মুনাফা **খ+ব** বাবদে এর এই অংশটি আর কোনো সমস্যা সৃষ্টি করে না। কিন্তু এখন খ, বণিক কর্তৃক অগ্রিম-দত্ত অস্থির মূলধনটি, তাতে প্রবেশ করে।

ফলস্বরূপ বিক্রয় দাম দাঁড়ায় **খ+ব**+ব—মুনাফা **খ+ব** বাবদে—মুনাফা খ বাবদে।

খ কেবল পুনরুদ্ধার করে ক্রয়-দামটিকে এবং তার সঙ্গে **খ**-এর মুনাফা ছাড়া আর কিছু যোগ করে না। **ব** যোগ করে **ব**-এর উপরে মুনাফা এবং স্বয়ং **ব**-কে, কিন্তু **ব+ব**-এর উপরে মুনাফা, স্থির মূলধনের রূপে অগ্রিম-দত্ত সঞ্চলন-ব্যয়ের অংশ+ আনুষঙ্গিক গড় মুনাফা, বণিকের হাতে যা হত শিল্প ধনিকের হাতে তার চেয়ে বেশি হবে। গড় মুনাফার সংকোচন দেখা দেয় পূর্ণ গড় মুনাফার রূপে—যা হিসাব করা হয় অগ্রিম-দত্ত শিল্প-মূলধন থেকে **খ+ব** বিয়োগ করার পরে, বণিককে প্রদত্ত **খ+ব**-এর গড় মুনাফার বিয়োজন সহ, যাতে করে এই বিয়োজনটি প্রতিভাত হয় একটি বিশেষ মূলধনের, বণিকের মূলধনের, মুনাফা হিসাবে।

কিন্তু খ+খ-এর উপরে মুনাফা, কিংবা বর্তমান ক্ষেত্রে, যেখানে মুনাফার হারকে ধরে নেওয়া হয়েছে=১০%, ব+$\frac{ব}{১০}$-এর ব্যাপারে পরিস্থিতিটা ভিন্নতর। এবং আসল সমস্যাটা এখানেই।

খ দিয়ে বণিক যা ক্রয় করে, তা আমাদের গৃহীত ধারণা অনুযায়ী, বাণিজ্যিক শ্রম ছাড়া কিছু নয়, অতএব আবর্তনশীল মূলধনের কার্যাবলী, প—অ এবং অ—প, সম্পাদন করতে যে শ্রম আবশ্যক হয়, সেই শ্রম। কিন্তু বাণিজ্যিক শ্রম হচ্ছে সেই শ্রম যা একটি মূলধনের সাধারণতঃ আবশ্যক হয় বণিক-মূলধন হিসাবে কাজ করার জন্য, পণ্যকে অর্থে এবং অর্থকে পণ্যে রূপান্তরিত করার জন্য। এটা এমন শ্রম যা মূল্য উপলব্ধ করে কিন্তু সৃষ্টি করে না। এবং যতদূর পর্যন্ত একটি মূলধন এই কাজগুলি সম্পাদন করে—অতএব একজন ধনিক এই কাজগুলি সম্পাদন করে, অথবা তার মূলধনের সাহায্যে এই কাজ করে—তত দূর অবধি তা কাজ করে বণিকের মূলধন হিসাবে এবং অংশ গ্রহণ করে মুনাফার সাধারণ হারটির নিয়ন্ত্রণে অর্থাৎ মোট মুনাফা থেকে তার লভ্যাংশ সংগ্রহণে। কিন্তু (খ+খ এর উপরে মুনাফা) অন্তর্ভুক্ত করে, প্রথমতঃ শ্রমের মজুরি (কারণ শিল্প ধনিক বণিককে তার নিজের শ্রমের জন্যই দিক বা বণিক-কর্তৃক মজুরি প্রদত্ত কেরানিদের শ্রমের জন্যই দিক, তাতে কোনো পার্থক্যই হয় না) এবং দ্বিতীয়তঃ, এই যে শ্রম যা সম্পাদন করতে হয় বণিককে ব্যক্তিগত ভাবে, তার মজুরির উপরে মুনাফা। প্রথমতঃ, বণিকের মূলধন তার খ ফেরৎ পায়, এবং দ্বিতীয়তঃ, সে তার উপরে মুনাফা কামায়। সুতরাং এটার উদ্ভব ঘটে এই ঘটনা থেকে যে, প্রথমতঃ, তা দাবি করে কাজের জন্য পারিশ্রমিক, যার সাহায্যে তা কাজ করে **বণিকের** মূলধন হিসাবে, এবং, দ্বিতীয়তঃ, তা দাবি করে মুনাফা কারণ তা কাজ করে **মূলধন** হিসাবে, অর্থাৎ কারণ তা সম্পাদন করে সেই কাজ যার জন্য তাকে মুনাফা দেওয়া হয় ক্রিয়াশীল মূলধন হিসাবে। সুতরাং এই প্রশ্নটারই সমাধান করতে হবে।

ধরা যাক খ=১০০, খ=১০, এবং মুনাফার হার=১০%। আমরা ধরে নিচ্ছি ব=০—ক্রয় দামের এই উপাদানটিকে বিবেচনার বাইরে রাখার জন্য, যার স্থান এখানে নয়, এবং যা ইতিপূর্বেই ব্যাখ্যা করা হয়ে গিয়েছে। অতএব, বিক্রয়-দাম হবে =খ+ল+খ+ল (=খ+খল′+খ+খল′; যেখানে ল মানে মুনাফার হার) =১০০+১০+১০+১=১২১।

কিন্তু খ যদি বণিকের দ্বারা মজুরি খাতে বিনিয়োজিত না হত—কেননা খ দেওয়া হয় কেবল বাণিজ্যিক শ্রমের জন্য, অতএব সেই শ্রমের জন্য যার প্রয়োজন হয় শিল্প-মূলধনের দ্বারা বাজারে নিক্ষিপ্ত পণ্য-মূলধনের মূল্য উপলব্ধ করার জন্য—তা হলে ব্যাপারটা দাঁড়াত এই রকম; খ-এর জন্য ক্রয় বা বিক্রয়ের জন্য=১০০, যেহেতু ১০%-এ খ হয়=১০। এই দ্বিতীয় খ=১০০ অতিরিক্ত ভাবে যাবে না পণ্যসমূহের দামে কিন্তু এই ১০% যাবে। অতএব ১০০=২০০-তে অনুষ্ঠিত হবে দুটি ক্রিয়াকাণ্ড, যা ২০০+২০=২২০-তে ক্রয় করবে পণ্যসম্ভার।

যেহেতু বণিকের মূলধন সঙ্কলন-প্রক্রিয়ায় লিপ্ত শিল্প-মূলধনের একটি অংশের বিশেষীভূত রূপ ছাড়া একেবারেই আর কিছু নয়, সেই হেতু তার প্রসঙ্গ সংক্রান্ত সমস্ত

প্রশ্নের সমাধান করতে হবে সমস্যাটিকে প্রাথমিক ভাবে এমন এক আকারে উত্থাপন করে, যাতে বণিক-মূলধনের স্বকীয় ব্যাপারগুলি তখনো দেখা দেয়না স্বতন্ত্রভাবে, বরং তখনো দেখা দেয় শিল্প-মূলধনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগে, তার একটা শাখা হিসাবে। কারখানা থেকে আলাদা হিসাবে, অফিস হিসাবে, সওদাগরি মূলধন ক্রমাগত কাজ করে সঙ্কলন-প্রক্রিয়ায়। এখানে—স্বয়ং শিল্প-ধনিকের অফিসেই—আমাদের প্রথম বিশ্লেষণ করতে হবে আলোচনাধীন খ-কে।

শিল্প-কারখানার তুলনায় অফিস গোড়া থেকে সব সময়েই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র। বাকিদের ক্ষেত্রে, এটা স্পষ্ট যে, উৎপাদনের আয়তন যত প্রসারিত করা হয়, পণ্য-মূলধন হিসাবে বিদ্যমান উৎপন্নকে বিক্রয় করতে, এই ভাবে প্রাপ্ত অর্থকে উৎপাদনের উপায়ে রূপান্তরিত করতে এবং গোটা প্রক্রিয়াটির হিসাব রাখতে, শিল্প-মূলধনের সঙ্কলনের জন্য নিত্য আবশ্যক বাণিজ্যিক ক্রিয়া-কলাপগুলি তত বেশি বহুগুণিত হয়। দামের গণনা হিসাবপত্র রাখা, অর্থের বন্দোবস্ত করা, চিঠিপত্র আদান-প্রদান করা—সবই এই শিরোনামের অধীনে আসে। উৎপাদনের আয়তন যত বেশি বিকশিত হয়, তত বেশি হয়—আনুপাতিক ভাবে তত বেশি না হলেও—শিল্প-মূলধনের বাণিজ্যিক ক্রিয়াকর্মগুলি, এবং স্বভাবতই মূল্য এবং উদ্বৃত্ত-মূল্য উপলব্ধ করার জন্য সঙ্কলনের অন্যান্য ব্যয়গুলি। এর ফলে আবশ্যক হয় বাণিজ্যিক মজুরি-শ্রমিকদের নিয়োগ, যাদের নিয়ে গঠিত হয় অফিস-স্টাফ। এই সব বাবদে সম্পাদিত বিনিয়োগ ব্যয়, যদিও করা হয় মজুরির আকারে তা হলেও তা উৎপাদনশীল শ্রম ক্রয়ের বাবদে ব্যয়িত অস্থির মূলধন থেকে আলাদা। তা বৃদ্ধি করে শিল্প-ধনিকের বিনিয়োগ-ব্যয়, অগ্রিম-প্রদেয় মূলধনের পরিমাণ—প্রত্যক্ষভাবে উদ্বৃত্ত-মূল্যের কোনো বৃদ্ধি না ঘটিয়ে। কারণ সেটা একমাত্র আগেভাগে সৃষ্ট মূল্য উপলব্ধ করার জন্যই নিযুক্ত শ্রমের বাবদে কৃত ব্যয়। এই ধরনের অন্য প্রত্যেকটি ব্যয়ের মত, তা মুনাফার হার হ্রাস করে কারণ অগ্রিম-দত্ত মূলধন বৃদ্ধি পায়, কিন্তু উদ্বৃত্ত-মূল্য বৃদ্ধি পায় না। যদি উদ্বৃত্ত-মূল্য উ স্থির থাকে, যখন অগ্রিম-দত্ত মূলধন ম বৃদ্ধি পেয়ে হয় ম + Δম তা হলে মুনাফার হার $\frac{উ}{ম}$ প্রতিস্থাপিত হয় ক্ষুদ্রতর মুনাফার হার $\frac{উ}{ম+\Delta ম}$-এর দ্বারা। অতএব শিল্প-ধনিকের চেষ্টা হয় সঙ্কলনের এই ব্যয়গুলিকে ন্যূনতম পরিমাণে নামিয়ে আনা, ঠিক তার স্থির মূলধনের ব্যয়গুলির মত। বাকি সব অবস্থা সমান থাকলে, যত বেশি উৎপাদনশীল মজুরি-শ্রমিক তা নিয়োগ করে, উৎপাদন তত বেশি হয় এবং উদ্বৃত্ত-মূল্য বা মুনাফাও তত বেশি হয়। উল্টো, যাই হোক, উৎপাদনের আয়তন যত বৃহৎ হয়, উপলভ্য মূল্য ও উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ তত বৃহৎ হয়, উৎপাদিত পণ্য-মূলধন তত বৃহৎ হয়, অফিস-ব্যয়গুলি—যদি আপেক্ষিক ব্যয়গুলি নাও হয়, অনাপেক্ষিকগুলি তো বটেই—তত বৃহৎ হয় এবং এইভাবে এক ধরণের শ্রম-বিভাগের উদ্ভব ঘটায়। এই বিনিয়োগ ব্যয়গুলির

জন্য মুনাফা কোন্ মাত্রা অবধি পূর্বশর্ত, তা দেখা যায়, অন্যান্য জিনিসের মধ্যে এই ঘটনাটি থেকে যে, বাণিজ্যিক বেতন সমূহের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের একটি অংশ প্রায়শই প্রদত্ত হয় মুনাফার একটি অংশের দ্বারা। এটা স্বাভাবিক যে, অংশতঃ মূল্য গণনার সঙ্গে, অংশতঃ তা উপলব্ধ করার সঙ্গে এবং অংশতঃ উপলব্ধ অর্থকে উৎপাদনের উপায়ে রূপান্তরিত করার সঙ্গে সংযুক্ত কেবল মধ্যবর্তী ক্রিয়াকাণ্ড নিয়ে গঠিত শ্রম হচ্ছে এমন এক শ্রম যার আয়তন অতএব নির্ভর করে উপলভ্য উৎপাদিত মূল্য-সমূহের পরিমাণের উপরে, এবং প্রত্যক্ষ ভাবে উৎপাদনশীল শ্রমের কাজ করে না একটি হেতু হিসাবে, বরং কাজ করে একটি ফল হিসাবে এই মূল্যগুলির যথাক্রমিক আয়তন ও পরিমাণ-সমূহের। এই একই কথা প্রযোজ্য সঙ্কলনের অন্যান্য ব্যয়ের বেলায়। বেশি পরিমাণ মাপতে, ওজন করতে, প্যাক করতে, পরিবহণ করতে হাতে থাকা চাই বেশি পরিমাণ। প্যাকিং, পরিবহণ ইত্যাদির পরিমাণ নির্ভর করে সেই পণ্যসমূহের পরিমাণের উপরে, যেগুলি এই কাজের বিষয়, উল্টোটা নয়।

বাণিজ্যিক শ্রমিক প্রত্যক্ষ ভাবে কোনো উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদন করে না। কিন্তু তার শ্রমের দাম নির্ধারিত হয় তার শ্রম-শক্তির মূল্যের দ্বারা, অতএব তার উৎপাদন-ব্যয়ের দ্বারা; অন্য দিকে এই শ্রমের প্রয়োগ, এর অনুশীলন, শক্তি-ব্যয় এবং ক্ষয়-ক্ষতি, যেমন অন্য প্রত্যেক মজুরি-শ্রমিকের মত, কোনো ক্রমেই তার মূল্যের দ্বারা সীমিত নয়। সুতরাং তার মজুরি অবশ্য অবশ্যই সে ধনিককে যে পরিমাণ মুনাফা উপলব্ধ করতে সাহায্য করে, তার সঙ্গে আনুপাতিক নয়। তার জন্য ধনিকের যা ব্যয় হয় এবং সে তাকে যা এনে দেয়—এ দুটি ভিন্ন জিনিস। সে সৃষ্টি করে না কোনো প্রত্যক্ষ উদ্বৃত্ত-মূল্য, কিন্তু ধনিকের আরো সংযোজন ঘটায় তাকে উদ্বৃত্ত-মূল্য উপলব্ধ করার ব্যয় কমাতে সাহায্য করে, যেহেতু সে করে অংশতঃ মজুরি-বঞ্চিত শ্রম। কথাটার যথাযথ অর্থে, বাণিজ্যিক শ্রমিকের অবস্থান উচ্চতর মজুরি প্রাপ্ত মজুরি শ্রমিকদের মধ্যে—তাদের মধ্যে যাদের শ্রমকে গণ্য করা হয় কুশলী শ্রম বলে এবং, স্থাপন করা হয় গড় শ্রমের তুলনায় উঁচুতে। তবু ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই মজুরিতে পতনের প্রবণতা দেখা দেয়—এমনকি গড় শ্রমের সঙ্গে তুলনাতেও। এটা ঘটে অফিসে আংশিক ভাবে শ্রম-বিভাগের কারণে, যা সূচনা করে শ্রম-সক্ষমতার একপেশে বিকাশ, যার ব্যয় সমগ্র ভাবে পড়ে না ধনিকের উপরে, কেননা শ্রমিকের কুশলতা নিজে নিজে বিকাশ লাভ করে তার কাজের অনুশীলনের মাধ্যমে এবং আরো ত্বরিত গতিতে যেহেতু শ্রম-বিভাগ তাকে করে আরো একপেশে। দ্বিতীয়তঃ, কারণ প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, বাণিজ্যিক রীতিনীতির জ্ঞান, বিবিধ ভাষা ইত্যাদি বিজ্ঞান ও জন-শিক্ষার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আরো ত্বরিত গতিতে, সহজে সার্বজনিক ভাবে ও সস্তায় পুনরুৎপাদিত হয়—ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতি যত বেশি বেশি করে শিক্ষা-প্রণালীকে পরিচালিত করে কার্যকর উদ্দেশ্যের দিকে। জন-শিক্ষার সার্বজনিকতা ধনিকদের সক্ষম করে এমন ধরণের শ্রমিকদের এমন সমস্ত শ্রেণী থেকে সংগ্রহ করতে যাদের ইতিপূর্বে এই সব

বৃত্তিতে ছিলনা কোনো প্রবেশাধিকার এবং যারা অভ্যস্ত ছিল একটি নিম্নতর জীবন-যাত্রার মানে। অধিকন্তু, এর ফলে সরবরাহ এবং অতএব প্রতিযোগিতা* বৃদ্ধি পায়। সুতরাং, ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের অগ্রগতির সঙ্গে, সামান্য কিছু ব্যতিক্রম বাদে, এই লোকদের শ্রম-শক্তির অবমূল্যায়ন ঘটে। এদের মজুরি হ্রাস পায়, অথচ তাদের শ্রম-সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। যখনি ধনিক চায় আরো মূল্য ও মুনাফা উপলব্ধ করতে, তখনি ধনিক এই শ্রমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। এই শ্রমের বৃদ্ধি সর্বদাই অধিকতর উদ্বৃত্ত-মূল্যের ফল; কখনো তার হেতু নয়।[১ক]

সুতরাং দ্বিগুণীভবন ঘটে। এক দিকে, পণ্য-মূলধন এবং অর্থ-মূলধন হিসাবে কাজগুলি (অতএব আরো অভিধাপ্রাপ্ত বণিকের মূলধন ব'লে) হচ্ছে শিল্প-মূলধনের দ্বারা ধারণ-করা সাধারণ সুনির্দিষ্ট বিবিধ রূপ। অন্য দিকে, বিশেষ বিশেষ মূলধন, এবং তাই বিশেষ বিশেষ ধনিকগোষ্ঠী একান্ত ভাবে ব্রতী হয় এই কাজগুলিতে, আর এই কাজগুলি তাই বিকশিত হয়ে ওঠে মূলধনের আত্ম-প্রসারণের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে।

সওদাগরি মূলধনের ক্ষেত্রে, বাণিজ্যিক কার্যাবলী এবং সঙ্কলনের ব্যয়-সমূহকে দেখা যায় কেবল বিশেষীকৃত রূপে। শিল্প-মূলধনের যে দিকটা সঙ্কলনে ব্রতী, সেটা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থান করে কেবল পণ্য-মূলধন এবং অর্থ-মূলধন হিসাবেই নয়, সেই সঙ্গে অফিসে এবং কারখানাতেও। কিন্তু সওদাগরি মূলধনের বেলায় তা হয়ে ওঠে স্বতন্ত্র। এই বেলায় অফিসই হল তার একমাত্র কর্মক্ষেত্র। সঙ্কলন ব্যয়ের রূপে নিযুক্ত অংশটি শিল্পপতির ক্ষেত্রে যত বড় দেখায়, বৃহৎ বণিকের ক্ষেত্রে তার চেয়ে অনেক বেশি

১ক. ১৮৬৫ সালে লেখা বাণিজ্যিক শ্রমিক (প্রোলেটারিয়েট) শ্রেণীর অদৃষ্ট সম্পর্কে এই ভবিষ্যদ্বাণী কত ভাল ভাবে কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে তার সপক্ষে সাক্ষ্য দেবে শত শত জার্মান করণিক, যারা সমস্ত বাণিজ্যিক ক্রিয়া-কর্মে প্রশিক্ষিত এবং তিন-চারটি ভাষার সঙ্গে সুপরিচিত, এবং লণ্ডন মহানগরে তাদের কাজ উপহার দেয় সপ্তাহে ২৫ শিলিং-এ, যা যে-কোনো একটি ভাল মেশিনের মজুরির চেয়ে কম। পাণ্ডুলিপিতে এই জায়গায় দুটি পাতা শূন্য থাকায় বোঝা যায় যে এই পয়েন্টটা আরো বিশদ ভাবে আলোচনার কথা ছিল। বাকিটার জন্য আমরা পাঠকের দৃষ্টি দ্বিতীয় গ্রন্থের প্রতি আকর্ষণ করি (ইং সং: দ্বিতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃঃ ১২৯-৩৬ বাংলা তৃতীয় খণ্ড পৃ. ১১১ "সঙ্কলনের ব্যয়) যেখানে প্রাসঙ্গিক বিবিধ বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।"—এঙ্গেলস।

বড় দেখায়, কেননা প্রত্যেকটি শিল্প-কারখানার সঙ্গে সংযুক্ত তাদের নিজেদের অফিস-গুলি ছাড়াও, মূলধনের যে অংশটি এইভাবে প্রযুক্ত হতে হবে শিল্প-ধনিকদের গোটা শ্রেণীটির দ্বারা, সেটি সংকেন্দ্রীভূত থাকে কয়েক জন বণিকের হাতে, যারা সঞ্চলনের কার্যাবলী পরিচালনা করতে গিয়ে তাদের নিরবচ্ছিন্নতার পক্ষে প্রাসঙ্গিক ক্রম-বর্ধমান ব্যয়সমূহেরও সংস্থান করে।

শিল্প-মূলধনের কাছে সঞ্চলনের ব্যয়সমূহ প্রতিভাত হয় অনুৎপাদক ব্যয় হিসাবে, এবং সেগুলি সত্যিই তাই। বণিকের আছে সেগুলি প্রতিভাত হয় মুনাফার উৎস হিসাবে- মুনাফার সাধারণ হারটি নির্দিষ্ট থাকলে—তাদের আকারের সঙ্গে আনুপাতিক। সুতরাং, এই সঞ্চলন ব্যয়গুলির জন্য যে বিনিয়োগ-ব্যয়ের সংস্থান করতে হয়, সেগুলি সওদাগরি মূলধনের পক্ষে একটি উৎপাদনশীল বিনিয়োগ। এবং এই কারণে, তা যে বাণিজ্যিক শ্রম ক্রয় করে, তা অনুরূপ ভাবে প্রত্যক্ষতই তার পক্ষে উৎপাদনশীল।

অষ্টাদশ অধ্যায়

বণিকের মূলধনের প্রতিবর্তনের হার

শিল্প-মূলধনের প্রতিবর্তন উৎপাদন-কাল এবং প্রতি-বর্তন কালে সম্মিলন, এবং অতএব অন্তর্ভুক্ত করে উৎপাদনের সমগ্র প্রক্রিয়াটিকে। অন্য দিকে, বণিক-মূলধনের প্রতিবর্তন, আসলে পণ্য-মূলধনের একটি পরকীকৃত গতিক্রিয়া ছাড়া আর কিছু নয় বলে, প্রতিনিধিত্ব করে একটি পণ্যের রূপাবর্তনের মাত্র প্রথম পর্যায়টির, প—অ-এর, একটি নির্দিষ্ট পণ্যের প্রতি-প্রবাহী গতিক্রিয়ার: অ—প, প—অ হচ্ছে, সওদাগারি দৃষ্টিকোণ থেকে, বণিক-মূলধনের প্রতিবর্তন। বণিক ক্রয় এবং এই ভাবে তার অর্থকে পণ্যে রূপান্তরিত করে, এবং তার পরে বিক্রয় করে এবং এই ভাবে তার পণ্যকে আবার অর্থে রূপান্তরিত করে, এবং তার পরে বিক্রয় করে এবং এই ভাবে তার পণ্যকে আবার অর্থে রূপান্তরিত করে, এই ভাবে চলে নিরন্তর পুনরাবৃত্তি। সঙ্কলনের অভ্যন্তরে, শিল্প-মূলধনের রূপাবর্তনও নিজেকে উপস্থিত করে $প_1$—অ—$প_2$-এর রূপে; উৎপাদিত পণ্য $প_1$-এর বিক্রয়ের দ্বারা উপলব্ধ অর্থ ব্যবহৃত হয় নোতুন নোতুন উৎপাদনের উপায়, $প_2$, ক্রয় করার জন্য। কার্যতঃ এটা দাঁড়ায় $প_2$-এর জন্য $প_1$-এর বিনিময়ে, এবং একই অর্থ স্বভাবতই হাত-বদল করে দুবার। এর গতিক্রিয়া দুটি ভিন্ন ধরনের পণ্যের মধ্যে, $প_1$ এবং $প_2$-এর মধ্যে মধ্যস্থতা করে। কিন্তু বণিকের বেলায়, এটা, উল্টো ভাবে, একই পণ্য যা অ—প—অ´-তে হাত বদল করে দু'বার। এটা কেবল তার অর্থের প্রতি-প্রবাহকে সহায়তা করে।

দৃষ্টান্ত হিসাবে, জনৈক বণিকের মূলধন হয় £১০০, এবং এই £১০০ দিয়ে সে ক্রয় করে পণ্যসম্ভার এবং সেগুলিকে বিক্রয় করে £১১০-এ. তা হলে তার £১০০ পরিমাণ মূলধন সম্পূর্ণ করেছে একটি প্রতিবর্তন, এবং বৎসর-প্রতি এই ধরনের প্রতিবর্তনের সংখ্যা নির্ভর করে এই অ—প—অ´ গতি-ক্রিয়াটির পুনরাবৃত্তির সংখ্যার উপরে।

আমরা এখানে সম্পূর্ণ ভাবে আলোচনার বাইরে রাখছি সেই ব্যয়গুলিকে, যেগুলি প্রচ্ছন্ন থাকতে পারে ক্রয়-দাম এবং বিক্রয়-দামের পার্থক্যটির মধ্যে, কেননা আমরা যে-রূপটিকে এখন বিশ্লেষণ করছি, এগুলি কোনো ক্রমে তাকে পরিবর্তিত করে না।

সুতরাং কোনো নির্দিষ্ট বণিকের মূলধনের প্রতিবর্তনের সংখ্যা এখানে, সঙ্কলনের একটি নিছক, মাধ্যম হিসাবে, অর্থের পৌনঃপুনিক আবর্তের অনুরূপ। ঠিক যেমন একটি 'থেলার' (তৎকালে প্রচলিত জার্মান মুদ্রা—অনুঃ) দশটি আবর্তের মাধ্যমে ক্রয় করে তার মূল্যের দশ গুণ পণ্যসামগ্রী, ঠিক তেমনি বণিকের একই মূলধন, দশ বার প্রতিবর্তিত হলে, ক্রয় করে তার মূল্যের দশ গুণ পণ্যসামগ্রী, কিংবা উপলব্ধ করে তার

দশ গুণ মূল্যের অর্থ-মূলধন ; ১০০ পরিমাণ একটি বণিকের মূলধন, দৃষ্টান্ত হিসাবে, দশগুণ মূল্য = ১০০০। কিন্তু সেখানে এই পার্থক্যটা থাকে: সঞ্চলনের মাধ্যম হিসাবে অর্থের আবর্তে একই অর্থ মুদ্রা যায় ভিন্ন ভিন্ন হাতের মধ্য দিয়ে, এই ভাবে তার গতিবেগের দ্বারা সঞ্চলনশীল অর্থ-মুদ্রার পরিমাণটির সংস্থান করতে করতে। কিন্তু বণিকের ক্ষেত্রে, একই অর্থ-মূলধন, একই অর্থ-মূল্য, কোন্ কোন্ অর্থ-মুদ্রা দিয়ে তা গঠিত তা নির্বিশেষে, বারংবার পণ্য-মূলধন ক্রয় ও বিক্রয় করে তার মূল্যের পরিমাণে এবং যা অতএব প্রত্যাগমন করে একই হাতে, সেই একই যাত্রা-বিন্দু অ + △অ-তে, অর্থাৎ মূল্য + উদ্বৃত্ত-মূল্যে। এটা তার প্রতিবর্তনকে বিশেষিত করে একটি মূলধন প্রতিবর্তন হিসাবে। তা সঞ্চলনে যত অর্থ নিক্ষেপ করে, সর্বদাই তার চেয়ে বেশি অর্থ তুলে নেয়। যাই হোক, এটা স্পষ্ট যে বণিকের মূলধনের একটি ত্বরান্বিত প্রতিবর্তন (একটি বিকশিত ক্রেডিট-ব্যবস্থা থাকলে, প্রদানের মাধ্যম হিসাবে অর্থের ভূমিকা প্রাধান্য ভোগ করে) নির্দেশ করে একই পরিমাণ অর্থের আরো দ্রুত সঞ্চলন।

যাই হোক, বাণিজ্যিক মূলধনের পৌনঃপুনিক প্রতিবর্তন কখনো সূচিত করে না ক্রয় ও বিক্রয়ের চেয়ে বেশি কিছু ; অন্য দিকে, শিল্প-মূলধনের পৌনঃপুনিক প্রতিবর্তন সূচিত করে গোটা পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ারই (যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত পরিভোগের প্রক্রিয়াটিও) পর্যায়ক্রমিকতা ও পুনর্নবায়ন। বণিকের মূলধনের বেলায় এটা দেখা দেয় একটি বাইরের শর্ত হিসাবে। শিল্প-মূলধনকে অবশ্যই ক্রমাগত বাজারে পণ্যসম্ভার আনতে হবে এবং বাজার থেকে সেগুলিকে তুলে নিতে হবে, যাতে করে বণিকের মূলধনের দ্রুত প্রতিবর্তন সম্ভব হয়। পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়া যদি মন্থর হয়, তা হলে বণিকের মূলধনের প্রতিবর্তনও তাই হবে। সত্য বটে, বণিকের মূলধন উৎপাদনশীল মূলধনের প্রতিবর্তনকে উৎসাহ যোগায়, কিন্তু কেবল ততটা অবধি, যতটা তা তার সঞ্চলন-কালকে সংক্ষেপিত করে। এর কোনো প্রত্যক্ষ প্রভাব নেই উৎপাদনের সময়ের উপরে, যা নিজেও শিল্প-মূলধনের প্রতিবর্তন-কালের একটি প্রতিবন্ধক। বণিকের মূলধনের বেলায় এটাই হচ্ছে প্রথম প্রতিবন্ধক। পুনরুৎপাদনশীল পরিভোগ দ্বারা গঠিত প্রতিবন্ধকটি ছাড়াও, বণিকের মূলধন শেষ পর্যন্ত সীমিত হয় মোট ব্যক্তিগত পরিভোগের গতিবেগ ও আয়তনের দ্বারা, কেননা সমস্ত পণ্য-মূলধনটাই, যেটা পরিভোগ-ভাণ্ডারের অংশ, নির্ভর করে এর উপরে।

যাই হোক (বাণিজ্যের জগতে প্রতিবর্তনসমূহ ছাড়াও, যেখানে একজন বণিক সব সময়ে একই পণ্য বিক্রয় করে আরেক জনের কাছে, এবং এই ধরনের সঞ্চলন দেখা দিতে পারে বিপুল সমৃদ্ধিশালী বলে, ফটকা-কারবারের সময়ে) বণিকের মূলধন, প্রথমতঃ, উৎপাদনশীল মূলধনের ক্ষেত্রে সংক্ষেপিত করে প—অ পর্যায়টিকে। দ্বিতীয়তঃ, আধুনিক ক্রেডিট-ব্যবস্থায় এ মোট সামাজিক অর্থ-মূলধনের একটা বড় অংশের বিলি-বন্দেজ করে, যার দরুন, যা আগে কেনা হয়েছে, তা নিশ্চিন্ত ভাবে বিক্রি করে দেবার আগেই, এ পারে তার ক্রয়ের পুনরাবৃত্তি করতে। এবং এটা এখানে গুরুত্বহীন যে,

আমাদের বণিক সর্বশেষ পরিভোক্তার কাছে সরাসরি বিক্রি করে কিনা কিংবা তাদের মধ্যে থাকে ডজন খানেক মধ্যবর্তী বণিক। পুনরুৎপাদনের বিপুল স্থিতি-স্থাপকতার দরুন, যাকে সর্বদাই নির্দিষ্ট সীমার বাইরে ঠেলে নেওয়া যায়, তা খোদ উৎপাদনে কোনো বাধার মুখোমুখি হয় না। প—অ এবং অ—প-এর বিচ্ছেদ, যা ঘটে পণ্যসমূহের প্রকৃতির কারণে, তা ছাড়া, তখন একটা কাল্পনিক চাহিদার সৃষ্টি হয়। তার স্বতন্ত্র মর্যাদা সত্ত্বেও, বণিকের মূলধনের গতিক্রিয়া কখনো সঞ্চলন-প্রক্রিয়ার অভ্যন্তরে শিল্প-মূলধনের গতিক্রিয়া ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু তার স্বতন্ত্র মর্যাদার কল্যাণে, তা, কিছু সীমার মধ্যে, স্বাধীন ভাবে চলে—পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়ার সীমা থেকে স্বাধীন ভাবে, এবং তার মধ্যে শেষোক্তটিকে তাড়িয়ে নিয়ে যায় তার সীমা ছাড়িয়ে। এই আভ্যন্তরিক নির্ভরতা এবং বাহ্যিক স্বাধীনতা বণিকের মূলধনকে ঠেলে নিয়ে যায় এমন একটি বিন্দুতে, যেখানে আভ্যন্তরিক সংযোগটি সবলে পুনরুদ্ধার করা হয় সংকটের মাধ্যমে।

এই জন্যই দেখা যায় এই ঘটনা যে, সংকটগুলি বাইরে প্রকাশ পায় না, ফেটে পড়ে না, প্রথমে খুচরো ব্যবসায়ে, যা কারবার করে প্রত্যক্ষ পরিভোগ নিয়ে, কিন্তু প্রকাশ পায় ফেটে পড়ে পাইকারি ব্যবসার ক্ষেত্রে এবং ব্যাংকিং ব্যবসার ক্ষেত্রে, যা সমাজের অর্থ-মূলধনকে স্থাপন করে পূর্বোক্তের হাতে।

ম্যানুফ্যাকচারকারী বস্তুতঃ পক্ষে রপ্তানিকারীর কাছে বিক্রি করতে পারে, এবং রপ্তানিকারী আবার তার বিদেশী খরিদ্দারের কাছে; আমদানিকারী তার কাঁচামাল ম্যানুফ্যাকচারকারীর কাছে, এবং এই শেষোক্ত জন তার উৎপন্ন দ্রব্যাদি বিক্রি করতে পারে পাইকারি বণিকের কাছে। কিন্তু কোনো এক বিশেষ অলক্ষণীয় পয়েন্টে দ্রব্য-সামগ্রী পড়ে থাকে অবিক্রীত কিংবা অন্যথা সমস্ত উৎপাদনকারী এবং মধ্যবর্তীদের হাতে ক্রমে ক্রমে জমে উঠতে পারে মাত্রাতিরিক্ত 'স্টক'। তখন পরিভোগ সাধারণতঃ থাকে তার উচ্চতম মাত্রায় কেননা, হয় একজন শিল্প-ধনিক পর-পর অন্যদেরকে করে তোলে গতিশীল আর নয়তো, তাদের দ্বারা শ্রমিকেরা পূর্ণ-নিযুক্ত এবং সচরাচর যা ব্যয় করতে পারে, তার চেয়ে বেশি ব্যয় করার ক্ষমতা তাদের থাকে। ধনিকদের বর্ধমান আয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের ব্যয়ও বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া যেমন আমরা দেখেছি (Book II. Part III*), নিরবচ্ছিন্ন সঞ্চয়ন চলতে থাকে স্থির মূলধন এবং স্থির মূলধনের মধ্যে (এমনকি ত্বরান্বিত সঞ্চয়ন নির্বিশেষে)। প্রথমে তা থাকে ব্যক্তিগত পরিভোগ-নিরপেক্ষ কেননা তা কখনো পরোক্তটির মধ্যে প্রবেশ করে না। কিন্তু যাই হোক, এই পরিভোগ নিশ্চিত ভাবেই তাকে সীমাবদ্ধ করে দেয়, কেননা স্থিতিশীল মূলধন কখনো উৎপাদিত হয় না তার নিজের জন্য, কিন্তু সম্পূর্ণ ভাবে এই জন্য যে তা আরো বেশি পরিমাণে আবশ্যক হয় উৎপাদনের ক্ষেত্রসমূহে, যাদের উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী প্রবেশ করে

* ইংরেজী সংস্করণ দ্বিতীয় খণ্ড পৃঃ ৪২২-২৫, ৭৭৯-৩১ বাংলা সংস্করণ চতুর্থ খণ্ড তৃতীয় বিভাগ ১৭৯-৮১ ১৮২-৮৫।

ব্যক্তিগত পরিভোগে। যাই হোক, কিছু কালের জন্য তা অব্যাহত ভাবে চলতে পারে, ভবিষ্যৎ চাহিদার দ্বারা উদ্দীপিত হয়, এবং এই কারণে এই সব শাখায় বণিক ও শিল্পপতিদের ব্যবসা এগিয়ে চলে জোর কদমে। সংকট ঘটে তখন, যখন, যেসব দূর দূর বাজারে বিক্রি করা হয় (কিংবা যাদের সরবরাহসমূহ স্বদেশের বাজারেই স্তূপীকৃত হয়ে উঠেছে), তাদের প্রতিদান আসে এত ধীর গতিতে বা এত সামান্য পরিমাণে যে ব্যাংক অর্থ-প্রত্যর্পণের জন্য চাপ দেয়, কিংবা ক্রীত পণ্যসমূহের জন্য প্রত্যর্থপত্র পরিশোধের তারিখ এসে যায় সেগুলি বিক্রি হবার আগেই। তখন বাধ্যতামূলক ভাবে বিক্রি করতে হয়, দেনা শোধের জন্য বিক্রি। তখনি আসে বিপর্যয়, যা সমৃদ্ধির বিভ্রমটিকে আচমকা শেষ করে দেয়।

কিন্তু বণিকের মূলধনের প্রতিবর্তনের বাহ্যসর্বস্বতা ও অনর্থকতা আরো বৃহৎ, কেননা এক ও অভিন্ন বণিকের মূলধনের প্রতিবর্তনই যুগপৎ বা পরম্পরাক্রমে উদ্বোধিত করতে পারে কয়েকটি উৎপাদনশীল মূলধনের প্রতিবর্তন।

বণিকের মূলধনের প্রতিবর্তন কয়েকটি শিল্প মূলধনের প্রতিবর্তনকে নিছক উদ্বোধিতই করে না, তা পণ্য-মূলধনের রূপাবর্তনের বিপরীত পর্যায়গুলিকেও ত্বরান্বিত করতে পারে। দৃষ্টান্ত হিসাবে, বণিক কাপড় কেনে ম্যানুফ্যাকচারকারীর কাছ থেকে এবং তা বিক্রি করে 'ব্লিচার'-এর কাছে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে একই বণিকের মূলধনের প্রতিবর্তন—বস্তুতঃ একই প—অ কাপড়ের উপলব্ধি-করণ—দুটি বিভিন্ন শিল্প-মূলধনের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব করে দুটি বিপরীত পর্যায়ের। যেহেতু বণিক বিক্রয় করে উৎপাদনশীল পরিভোগের জন্য, সেই হেতু তার প—অ সর্বদাই একজন শিল্প-ধনিকের পক্ষে অ—প এবং আরেক জন শিল্প ধনিকের পক্ষে প—অ।

আমরা যদি সঞ্চলন-ব্যয়কে, ব-কে বাইরে রাখি, যা আমরা এই অধ্যায়ে রাখছি, অন্য ভাবে বলা যায়, যদি আমরা মূলধনের সেই অংশটিকে সরিয়ে রাখি যে অংশটিকে বণিক পণ্য ক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সঙ্গে সঙ্গে অগ্রিম দেয়, তা হলে এটা অনুসরণ করে যে আমরা তদুপরি বাদ দিচ্ছি Δব, এই অতিরিক্ত মূলধনের উপরে করা অতিরিক্ত মুনাফাটাকেও। এটাই হল যথাযথ যুক্তিসঙ্গত ও গাণিতিক ভাবে নির্ভুল বিশ্লেষণপদ্ধতি, যদি আমরা দেখতে চাই কি ভাবে মুনাফা এবং বণিকের মূলধন দামসমূহকে প্রভাবিত করে।

যদি ১ পাউণ্ড চিনির উৎপাদন-দাম হতো £১, তা হলে £১০০ দিয়ে বণিক কিনতে পারত ১০০ পাউণ্ড চিনি। যদি সে ক্রয় করে এবং বিক্রয় করে এই পরিমাণটিকে এক বৎসর সময়কালে, এবং যদি গড় বাৎসরিক মুনাফার হার হয় ১৫%, তা হলে সে যোগ করবে £১৫ £১০০-র সঙ্গে এবং ৩ শিলিং, £১-এর সঙ্গে, ১ পাউণ্ড চিনির উৎপাদন-দাম। অর্থাৎ সে ১ পাউণ্ড চিনি বিক্রি করবে ১£-৩ শিলিং-এ। কিন্তু যদি ১ পাউণ্ড চিনির উৎপাদন দাম কমে দাঁড়াতো ১ শি, তা হলে £১০০ দিয়ে বণিক কিনতে পারত ২০০০ পাউণ্ড চিনি এবং সেই চিনিটা বেচতে পারত পাউণ্ড-পিছু ১ শি ১$\frac{৪}{৫}$ পেন্সে। চিনির

ব্যবসায়ে বিনিয়োজিত মূলধনের উপরে বাৎসরিক মুনাফা তখনো হ'ত £ ১০০-প্রতি £১৫। কিন্তু বণিককে প্রথম ক্ষেত্রে বিক্রি করতে হত ১০০ পাউণ্ড এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ২০০০ পাউণ্ড। উৎপাদন-দামের উচু বা নিচু দামের মুনাফা-হারের ক্ষেত্রে কিছুই করার নেই কিন্তু তা বিপুল ভাবে এবং চূড়ান্ত ভাবে প্রভাবিত করবে প্রত্যেক পাউণ্ড চিনির বিক্রয়-দামের সেই একাংশটিকে, যা নিজেকে পর্যবসিত করে সওদাগরি মুনাফায়, অর্থাৎ দামের সঙ্গে সেই সংযোজনটিতে, যা বণিক করে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য বা উৎপন্নের উপরে। যদি একটি পণ্যের উৎপাদন-দাম হয় কম, তা হলে বণিক তার ক্রয়-দামের জন্য অর্থাৎ তার একটি পরিমাণের জন্য যা আগাম দেবে, তাও হবে কম। অতএব, মুনাফার হার নির্দিষ্ট থাকলে, এই পরিমাণ সস্তা পণ্যের উপরে সে যে-পরিমাণ মুনাফা করে, তাও কম। কিংবা, ভাষান্তরে বলা যায়, সে তখন পারে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মূলধনের, ধরা যাক ১০০-র, সাহায্যে এই সস্তা পণ্যের একটি বৃহত্তর পরিমাণ ক্রয় করতে, এবং মোট মুনাফা ১০, যা সে করে প্রতি ১০০-পিছু, তা ভাগ হয়ে যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভগ্নাংশে এই পণ্যসম্ভারের অন্তর্গত প্রত্যেকটি একক পণ্যে বা অংশে। যদি উল্টোটা ঘটে, তবে বিপরীতটা সত্য হয়। এটা সমগ্র ভাবে নির্ভর করে সেই শিল্প-মূলধনের বৃহত্তর বা ক্ষুদ্রতর উৎপাদনশীলতার উপরে, যার উৎপন্নসমূহ নিয়ে সে কারবার করে। যদি আমরা সেই ক্ষেত্রগুলিকে বাদ দিই, যেগুলিতে একজন একচেটিয়া কারবারি এবং একই সঙ্গে ভোগ করে উৎপাদনের উপরে একচেটিয়া অধিকার, যেমন করত 'ডাচ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি' তার দিনে, তা হলে এই যে চলতি ধারণা যে বণিক কম মুনাফায় বেশি সংখ্যক পণ্য বিক্রি করে, নাকি প্রত্যেকটি একক পণ্যের উপরে বেশি মুনাফায় কম-সংখ্যক পণ্য বিক্রি করে, সেটি নির্ভর করে তারই উপরে—এই ধারণাটির চেয়ে হাস্যকর আর কিছু হতে পারে না। তার বিক্রয়-দামের দুটি সীমা হল: এক দিকে, পণ্যসমূহের উৎপাদন-দাম, যার উপরে তার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই; অন্য দিকে, মুনাফার গড় হার, যার উপরে তার ঠিক ততটা সামান্য নিয়ন্ত্রণই আছে। তার পক্ষে এক মাত্র জিনিস যেটা স্থির করতে হবে, সেটা এই যে সে মাগগি জিনিসে কারবার করবে, নাকি সস্তা জিনিসে, এবং এখানেও উপস্থিত মূলধনের আকার এবং অন্যান্য ঘটনারও প্রভাব পড়ে। সুতরাং, কোন্ পথ সে নেবে, সেটা নির্ভর করে সম্পূর্ণ ভাবে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির বিকাশের মাত্রার উপরে—বণিকের সদিচ্ছার উপরে নয়। ডাচ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মত একটি বিশুদ্ধ বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান, যার ছিল উৎপাদনের উপরে একচেটিয়া অধিকার, সে কল্পনা করে সুখ অনুভব করতে পারে যে, সম্পূর্ণ পরিবর্তিত অবস্থাতেও সে অব্যাহত রাখতে পারে এমন একটি পদ্ধতি, যেটি বড় জোর খাপ খেত ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির সূচনার সঙ্গে।[১]

১. "সাধারণ নীতি অনুসারে, মুনাফা সর্বদাই এক, দাম যাই হোক না কেন; জোয়ার বা ভাঁটার সময়ে স্রোতের উপরে ভাসমান একটি জিনিসের মত। সুতরাং যখন দাম বৃদ্ধি পায়, একজন সওদাগর তার দাম বৃদ্ধি করে; যখন দাম হ্রাস পায়,

অন্যান্য ঘটনার মধ্যে নিম্নোক্ত ঘটনাগুলি সাহায্য করে জনগণের মধ্যে প্রচলিত এই ভুল ধারাটিকে রক্ষা করতে, যেটি মুনাফা ইত্যাদি সংক্রান্ত সমস্ত মিথ্যা ধারণার মত উদ্ভূত হয় বিশুদ্ধ বাণিজ্যের পর্যবেক্ষণ এবং বণিকের সংস্কার থেকে :

প্রথমতঃ, প্রতিযোগিতার ঘটনাবলী, যেগুলি অবশ্য, ঘটে কেবল ব্যক্তিগত বণিকদের মধ্যে, মোট-বণিক-মূলধনের অংশীদারদের মধ্যে, সওদাগরি মুনাফার বণ্টনের ক্ষেত্রে; দৃষ্টান্ত হিসাবে, কেউ যদি তার প্রতিযোগীদের ময়দান থেকে হটিয়ে দেবার জন্য সস্তায় বিক্রি করে।

দ্বিতীয়তঃ, অধ্যাপক রশারের মাপের একজন অর্থনৈতিক লাইপজিগে বসে এখনো কল্পনা করতে পারেন যে, "কাণ্ডজ্ঞান এবং মানবিক" কারণই বিক্রয়-দামে পরিবর্তন ঘটায়, এবং এটা বিপ্লবায়িত উৎপাদন-পদ্ধতির ফল নয়।

তৃতীয়তঃ, যদি শ্রমের বর্ধিত উৎপাদনশীলতার দরুন উৎপাদন-দামসমূহ হ্রাস পায়, এবং এই কারণে বিক্রয়-দামগুলিও হ্রাস পায়, তা হলে চাহিদা, এবং তার সঙ্গে বাজার-দামগুলিও, প্রায়ই বৃদ্ধি পায় সরবরাহের চেয়ে দ্রুততর গতিতে, যাতে করে বিক্রয়-দামগুলি দেয় গড় মুনাফার চেয়ে বেশি।

চতুর্থতঃ, একজন বণিক তার বিক্রয়-দাম হ্রাস করতে পারে (যা কখনো মামুলি মুনাফার হ্রাসের চেয়ে বেশি নয়, যা সে যোগ করে তার দামের সঙ্গে), যাতে করে একটি বৃহত্তর মূলধনকে সে প্রতিবর্তিত করতে পারে দ্রুততর গতিতে। এই সব কিছুই এমন ব্যাপার যা বণিকদের নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতাকেই কেবল স্পর্শ করে।

প্রথম গ্রন্থে** আমরা আগেই দেখিয়েছি যে উঁচু বা নিচু পণ্য-দামগুলি নির্ধারণ করে না একটি নির্দিষ্ট মূলধনের দ্বারা উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ কিংবা উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার, যদিও একটি পণ্যের দাম, এবং তার সঙ্গে এই দামের মধ্যে উদ্বৃত্ত-মূল্যের হিস্সা, বেশি বা কম হয় একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত পণ্যসমূহের আপেক্ষিক পরিমাণ অনুযায়ী। একটি পণ্যের প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট পরিমাণের দামসমূহ, যখন সেগুলি থাকে মূল্যসমূহের অনুরূপ, তখন নির্ধারিত হয় এই পণ্যের মধ্যে বিধৃত

একজন সওদাগর তার দাম হ্রাস করে।" "(Corbet, *An Inquiry into the Causes etc. of the Wealth of Individuals,* London, 1841, p. 20.) এখানে যেমন গোটা বইয়ে, ব্যাপারটা কেবল মামুলি বাণিজ্যের; ফটকা কারবারের নয়। ফটকা কারবারের বিশ্লেষণ, এবং সেই সঙ্গে সওদাগরি মূলধনের বিভাজন-সংক্রান্ত সব কিছুই, আমাদের অনুসন্ধানের বাইরে। "কারবারের মুনাফা হচ্ছে দাম-নিরপেক্ষ একটি মূল্য—মূলধনের সঙ্গে সংযোজিত এবং দ্বিতীয়টি (ফটকা) দাঁড়িয়ে আছে কেবল মূলধনের মূল্যে বা খোদ দামে হ্রাস-বৃদ্ধির উপরে। (l.c.*P.* 128)

* রশার, *Die Grundlagen der Nationailokonomie*, 3. Auflag, 1858, S. 192. —*Ed.*

** ইং সং: প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৫১৯-২০।

শ্রমের মোট পরিমাণটির দ্বারা। যদি বেশি পরিমাণ পণ্যে বিধৃত থাকে সামান্ত পরিমাণ শ্রম, তা হলে পণ্যটির একক-প্রতি দাম কম হয় এবং তার মধ্যেকার উদ্বৃত্ত-মূল্যও কম হয়। একটি পণ্যের মধ্যে বিধৃত এই শ্রম কি ভাবে ভাগ হয় মজুরি-প্রদত্ত ও মজুরি-বঞ্চিত শ্রমের মধ্যে এবং তার দামের কোন্ অংশটি তাই প্রতিনিধিত্ব করে উদ্বৃত্ত-মূল্যের, তার কিছু করবার নেই শ্রমের এই মোট পরিমাণের সঙ্গে, অতএব পণ্যটির দামের সঙ্গেও। কিন্তু উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার নির্ভর করে না পণ্যটির একক-প্রতি দামের মধ্যে বিধৃত উদ্বৃত্ত-মূল্যের অনাপেক্ষিক আয়তনের উপরে। একই পণ্যের মধ্যে বিধৃত মজুরির সঙ্গে তার অনুপাতের উপরে সুতরাং উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার বেশি হতে পারে, যখন পণ্যটির প্রত্যেক এককে উদ্বৃত্ত-মূল্যের অনাপেক্ষিক আয়তন হতে পারে বেশি।

পণ্যটির প্রত্যেক এককে উদ্বৃত্ত-মূল্যের অনাপেক্ষিক আয়তনটি নির্ভর করে প্রাথমিক ভাবে শ্রমের উৎপাদনশীলতার উপরে, এবং কেবল গৌণ ভাবেই তার মজুরি-দত্ত ও মজুরি-বঞ্চিত শ্রমে বিভাজনের উপরে।

এখন, বাণিজ্যিক বিক্রয় দামের ক্ষেত্রে, উৎপাদনের দাম হচ্ছে একটি বাইরেকার পূর্বশর্ত।

আগেকার কালে চড়া বাণিজ্যিক পণ্য-দামগুলির কারণ ছিল (১) উৎপাদনের চড়া দাম, অর্থাৎ শ্রমের অনুৎপাদকতা ; এবং মুনাফার একটি সাধারণ হারের অনুপস্থিতি যে অবস্থায়, মূলধন যদি ভোগ করত অধিকতর সাধারণ সচলতা, তা হলে উদ্বৃত্ত-মূল্যের যে অংশ বণিকের মূলধনের ভাগে পড়ত, তার চেয়ে ঢের বড় ভাগ তা আত্মকৃত করে। অতএব, এই উভয় দিক থেকেই এই পরিস্থিতির অবসান হচ্ছে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির বিকাশের ফল।

বণিকের মূলধনের প্রতিবর্তনগুলির স্থায়িত্বকাল আলাদা আলাদা হয় ; কাজে কাজেই বাণিজ্যের ভিন্ন ভিন্ন শাখায় তাদের বাৎসরিক সংখ্যা বেশি বা কম হয়। একই শাখার অভ্যন্তরে ক্রত অর্থনৈতিক চক্রের ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে প্রতিবর্তন হয় কম বা বেশি। তবু প্রতিবর্তনগুলির থাকে একটি গড় সংখ্যা, যা নির্ধারিত হয় অভিজ্ঞতার দ্বারা।

আমরা আগেই দেখেছি যে, বণিকের মূলধনের প্রতিবর্তনগুলির স্থায়িত্বকাল বিভিন্ন হয়। আর এটাই অবস্থা অনুযায়ী স্বাভাবিক। শিল্প-মূলধনের প্রতিবর্তনে একটি একক পর্যায় প্রতিভাত হয় একটি স্বাধীন ভাবে গঠিত বণিকের মূলধনের, বা তার অংশের সম্পূর্ণ প্রতিবর্তন হিসাবে। মুনাফা এবং দাম নির্ধারণ প্রসঙ্গে তার অবস্থানও ভিন্ন।

শিল্প-মূলধনের ক্ষেত্রে, তার প্রতিবর্তন একদিকে প্রকাশ করে পুনরুৎপাদনের পর্যায়ক্রম এবং অতএব, একটি বিশেষ সময়কালে বাজারে নিক্ষিপ্ত পণ্যের পরিমাণ নির্ভর করে তার উপরে। অন্য দিকে, তার সঞ্চলনের সময় সৃষ্টি করে একটি প্রতিবন্ধক, একটি প্রসারযোগ্য প্রতিবন্ধক, এবং প্রয়োগ করে মোটামুটি একটি নিয়ন্ত্রণ মূল্য ও

উদ্বৃত্ত মূল্য সৃজনের উপরে, কারণ তা প্রভাবিত করে উৎপাদন-প্রক্রিয়ার আয়তনকে। সুতরাং প্রতিবর্তন কাজ করে বাৎসরিক উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণের উপরে একটি নির্ধারণকারী উপাদান হিসাবে, অতএব মুনাফার সাধারণ হারের গঠনের উপরে, কিন্তু তা কাজ করে ইতিবাচক উপাদানের চেয়ে বরং সীমা-নির্দেশকারী উপাদান হিসাবে। উলটো দিকে, বণিকের মূলধনের পক্ষে, মুনাফার গড় হারটি একটি নির্দিষ্ট আয়তন। বণিকের মূলধন প্রত্যক্ষ ভাবে অংশ নেয় না মুনাফা বা উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃজনে, এবং যোগ দেয় মুনাফার সাধারণ হারটিকে আকার দানে কেবল তত দূর পর্যন্ত যতদূর পর্যন্ত তা, শিল্প-মূলধনের দ্বারা উৎপাদিত মুনাফার পরিমাণটি থেকে, অর্জন করে মোট মূলধনে তার অংশের অনুপাতিক লভ্যাংশ।

দ্বিতীয় গ্রন্থের দ্বিতীয় বিভাগে বর্ণিত অবস্থাবলীতে, একটি শিল্প-মূলধনের প্রতিবর্তন সংখ্যা যত বেশি হয়, তত বেশি মুনাফার পরিমাণ তা সৃষ্টি করে। সত্য বটে, মুনাফার একটি সাধারণ হার গঠনের মাধ্যমে, মোট মুনাফা বিভক্ত হয় বিভিন্ন মূলধন-সমূহের মধ্যে উৎপাদনে তাদের সত্যি কারের অংশ অনুপাতে নয়, কিন্তু তারা মোট মূলধনের কে কতটা একাংশ গঠন করে তার অনুপাতে, অর্থাৎ তাদের আয়তনের অনুপাতে। কিন্তু তা ব্যাপারটির মর্মে কোনো পরিবর্তন ঘটায় না। মোট শিল্প-মূলধনের প্রতিবর্তন যত বেশি হয়, তত বেশি হয় মুনাফার পরিমাণ, বাৎসরিক উৎপাদিত উদ্বৃত্ত মূল্যের পরিমাণ, এবং অতএব, বাকি অবস্থাবলী অপরিবর্তিত থাকলে, মুনাফার হার। মুনাফার হার হল তার সঙ্গে সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট আয়তন, যা নির্ধারিত হয় একদিকে শিল্প-মূলধনের দ্বারা উৎপাদিত মুনাফার পরিমাণের দ্বারা, এবং অন্য দিকে, মোট বণিক-মূলধনের আপেক্ষিক আয়তনের দ্বারা, উৎপাদন ও সঞ্চলনের প্রক্রিয়া-দুটিতে অগ্রিম-দত্ত মূলধনের অঙ্কটির সঙ্গে তার পরিমাণগত সম্পর্কটির দ্বারা। তার প্রতিবর্তনের সংখ্যা বাস্তবিকই চূড়ান্তভাবে প্রভাবিত করে মোট মূলধনের সঙ্গে তার সম্পর্ককে, কিংবা সঞ্চলনের জন্য আবশ্যক বণিক-মূলধনের আপেক্ষিক আয়তনকে, কেননা এটা স্পষ্ট যে আবশ্যক বণিক-মূলধনটির অনাপেক্ষিক আয়তন এবং তার প্রতিবর্তন-সমূহের গতিবেগ অবস্থান করে বিপরীত অনুপাতে। কিন্তু বাকি সমস্ত অবস্থা একই থাকলে, বণিক-মূলধনের আপেক্ষিক আয়তন, অথবা তা মোট মূলধনের যতটা অংশ গঠন করে সেটা, নির্ধারিত হয় তার অনাপেক্ষিক আয়তনের দ্বারা। যদি মোট মূলধন হয় ১০,০০০ এবং বণিক-মূলধন তার $\frac{1}{10}$, তা হলে এটা = ১০০০; যদি মোট মূলধন হয় ১০০০, তা হলে তার $\frac{1}{10}$ = ১০০। বণিক-মূলধনের অনাপেক্ষিক আয়তনে পরিবর্তন ঘটে মোট মূলধনের আয়তন-সাপেক্ষ, যদিও তার আপেক্ষিক আয়তন থাকে একই। কিন্তু এখানে আমরা ধরে নিচ্ছি যে তার আপেক্ষিক আয়তন, ধরুন, মোট মূলধনের $\frac{1}{10}$, আছে নির্দিষ্ট। এই আপেক্ষিক আয়তন, অবশ্য, আবার নির্ধারিত হয় প্রতিবর্তনের দ্বারা। যদি তা প্রতিবর্তিত হয় দ্রুত বেগে, তা হলে তার অনাপেক্ষিক আয়তন, দৃষ্টান্ত স্বরূপ, হবে = £ ১,০০০ প্রথম ক্ষেত্রে, = ১০০ দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, এবং অতএব তার আপেক্ষিক আয়তন হবে = $\frac{1}{10}$। প্রতিবর্তন যদি হয়

মন্থরতর, তার অনাপেক্ষিক আয়তন হয়, ধরুন=২০০০ প্রথম ক্ষেত্রে এবং=২০০ দ্বিতীয় ক্ষেত্রে। সেক্ষেত্রে তার আপেক্ষিক আয়তন বৃদ্ধি পাবে মোট মূলধনের $\frac{১}{৫০}$ থেকে $\frac{১}{৫}$এ। যেসব ঘটনা বণিকের মূলধনের গড় প্রতিবর্তন হ্রাস করে, যেমন যান-বাহনের বিকাশের ফলে আনুপাতিক ভাবে হ্রাস পায় বণিকের মূলধনের অনাপেক্ষিক আয়তন, এবং এইভাবে বৃদ্ধি পায় মুনাফার সাধারণ হার। যদি বিপরীতটা ঘটে, তা হলে উল্টোটা সত্য হয়। পূর্ববর্তী অবস্থাগুলির তুলনায়, একটি বিকশিত ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতি, প্রয়োগ করে দ্বিবিধ প্রভাব বণিক-মূলধনের উপরে। এক দিকে, একই পরিমাণ পণ্য প্রতিবর্তিত হয় বাস্তবে কার্যরত বণিক-মূলধনের অধিকতর ত্বরিত প্রতিবর্তনের এবং অধিকতর ত্বরিত পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ার দরুন, যার উপরে এটা নির্ভর করে, শিল্প-মূলধনের সঙ্গে বণিক-মূলধনের সম্পর্ক হ্রাস পায়। অন্য দিকে, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত উৎপাদনই পরিণত হয় পণ্যের উৎপাদনে, যা সমস্ত উৎপন্নকে স্থাপন করে সঞ্চলনের এজেন্টদের হাতে। এখানে যোগ করতে হবে যে পূর্ববর্তী উৎপাদন-পদ্ধতির আমলে যখন উৎপাদন ছিল ক্ষুদ্রায়তন, তখন উৎপাদনকারীদের একটা মস্ত বড় সংখ্যা তাদের জিনিসপত্র সরাসরি বিক্রি করত পরিভোগকারীদের কাছে, অথবা কাজ করত তাদের ফরমায়েস অনুযায়ী—যে পণ্যসম্ভার উৎপাদনকারী নিজেই জিনিস হিসাবেই পরিভোগ করত, সেই পরিমাণটি বাদে। অতএব, যেখানে উৎপাদনের পূর্বেকার পদ্ধতিগুলির অধীনে বাণিজ্যিক মূলধন ছিল পণ্য-মূলধনের সঙ্গে তুলনায় বৃহত্তর, যে পণ্য মূলধনকে তা প্রতিবর্তিত করত, সেখানে তা ছিল :

১) অনাপেক্ষিক ভাবে অল্পতর, কেননা মোট উৎপন্নের অনুপাতের চেয়ে ঢের অল্প একটি অংশ উৎপাদিত হত পণ্য হিসাবে, এবং পণ্য-মূলধন হিসাবে যেত সঞ্চলনে, পড়ত বণিকদের হাতে। সেটা ছিল অল্পতর কেননা পণ্য-মূলধন ছিল অল্পতর। কিন্তু একই সময়ে সেটা ছিল আনুপাতিক ভাবে বৃহত্তর, কেবল এই কারণে নয় যে তার প্রতিবর্তন ছিল মন্থরতর এবং কেবল তার দ্বারা প্রতিবর্তিত পণ্যসম্ভারের সঙ্গে সম্পর্কে নয়। সেটা বৃহত্তর ছিল এই কারণেও যে এই পণ্যসম্ভারের দাম, এবং অতএব তার জন্য অগ্রিম-প্রদেয় বণিক-মূলধন ছিল ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির চেয়ে বৃহত্তর শ্রমের নিম্নতর উৎপাদিকা শক্তির দরুন, যাতে করে একই মূল্য বিধৃত হত একটি ক্ষুদ্রতর পণ্যসম্ভারে।

(২) এটা কেবল এই নয় যে একটি বৃহত্তর পণ্যসম্ভার উৎপাদিত হয় ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের ভিত্তিতে (এই পণ্যসম্ভারের হ্রাসপ্রাপ্ত মূল্যকেও হিসাবে ধরে), কিন্তু একই উৎপন্ন সম্ভারও, ধরা যাক, শস্য সম্ভারও, গঠন করে একটি বৃহত্তর পণ্যসম্ভার ; তার মানে তার বেশি, আরো বেশি অংশ পরিণত হয় বাণিজ্যের বিষয়ে। ফলে, কেবল বণিকের মূলধনেই বৃদ্ধি ঘটে না, সঞ্চলনে প্রযুক্ত সমস্ত মূলধনেই বৃদ্ধি ঘটে, যেমন জাহাজ-পরিবহণ, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ ইত্যাদিতে।

(৩) যাই হোক, এবং এটা এমন একটা দিক, যেটা "মূলধনগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা"-র আলোচনার অন্তর্ভুক্ত: নিষ্ক্রিয় বা কেবল অর্ধ-সক্রিয় বণিক-মূলধন বৃদ্ধি পায় ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির অগ্রগতির সঙ্গে খুচরো ব্যবসায়ে প্রবেশের স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে ফটকা কারবার এবং বিমুক্ত মূলধনের অপ্রয়োজনীয় বাহুল্যের সঙ্গে।

কিন্তু মোট মূলধনের সঙ্গে বণিকের মূলধনের আপেক্ষিক নির্দিষ্ট আছে বলে ধরে নিলে, বাণিজ্যের বিবিধ শাখায় প্রতিবর্তনসমূহের পার্থক্যটি প্রভাবিত করে না বণিকের মূলধনের ভাগে পড়া মোট মূলধনের আয়তনটিকে কিংবা মুনাফার সাধারণ হারটিকে। বণিকের মুনাফা নির্ধারিত হয় না তার দ্বারা প্রতিবর্তিত পণ্য-মূলধনের পরিমাণটির দ্বারা, নির্ধারিত হয় এই প্রতিবর্তনকে সংঘটিত করতে তার দ্বারা অগ্রিম-দত্ত অর্থ-মূলধনের আয়তনের দ্বারা। যদি মুনাফার সাধারণ হার হয়, ১৫% এবং বণিক অগ্রিম দেয় £ ১০০, যা সে প্রতিবর্তিত করে বছরে একবার, তা হলে সে তার পণ্যসমূহ বিক্রি করে £ ১১৫-তে। যদি তার মূলধন প্রতিবর্তিত হয় বছরে পাঁচ বার, তা হলে যে পণ্য-মূলধন সে কিনেছিল ১০০-তে, তা সে বিক্রি করে ১০৩-এ বছরে পাঁচবার, অতএব এক বছরে ৫০০ পরিমাণ একটি পণ্য-মূলধনকে ৫১৫-তে। এটা দেয় তার ১০০ পরিমাণ অগ্রিম-দত্ত মূলধনকে একই পরিমাণ বার্ষিক মুনাফা = ১৫ যদি তা না হত, তা হলে বণিকের মূলধন দিত শিল্প মূলধনের চেয়ে ঢের বেশি মুনাফা, তার প্রতিবর্তনের সংখ্যার অনুপাতে, যা হত মুনাফার সাধারণ হারের নিয়মের পরিপন্থী।

অতএব, বাণিজ্যের বিবিধ শাখায় বণিক-মূলধনের প্রতিবর্তনগুলির সংখ্যা প্রত্যক্ষ ভাবে প্রভাবিত করে পণ্যসমূহের বাণিজ্যিক দামগুলিকে। বাণিজ্যিক দামের সঙ্গে সংযোজিত দামটি, একটি নির্দিষ্ট দামের উপরে সওদাগরি মুনাফার সেই একাংশটি, যা, পড়ে একটি পণ্যের দামের উপরে, সেটা বাণিজ্যের বিবিধ লাইনে বণিকদের মূলধন-গুলির প্রতিবর্তনের সংখ্যার সঙ্গে, বা প্রতিবর্তনের গতিবেগের সঙ্গে, বিপরীত ভাবে আনুপাতিক। যদি কোনো এক বণিকের মূলধন বছরে প্রতিবর্তিত হয় পাঁচ বার, তা হলে তা সমান মূল্যের একটি পণ্য-মূলধনের সঙ্গে যোগ করবে আরেক বণিকের মূলধন যা প্রতিবর্তিত হয় বছরে ঠিক একবার, তা সমান মূল্যের এক পণ্য-মূলধনের সঙ্গে যা যোগ করে তার $\frac{1}{5}$।

বাণিজ্যের বিবিধ শাখায় মূলধন-সমূহের প্রতিবর্তনের গড় সময়কাল বিক্রয়-দাম-গুলিতে যে পরিবর্তন ঘটায় তা পরিণত হয় এই ব্যাপারে: একটি নির্দিষ্ট আয়তনের বণিক মূলধনের জন্য মুনাফার সাধারণ বাৎসরিক হারের দ্বারা নির্ধারিত, অতএব এই মূলধনের বাণিজ্যিক কাজ-কারবারের বিশেষ চরিত্র থেকে নিরপেক্ষ ভাবে নির্ধারিত, একই পরিমাণ মুনাফা বণ্টিত সমান মূল্যের পণ্যসম্ভার-সমূহের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে —প্রতিবর্তনের হারের সঙ্গে আনুপাতিক ভাবে, যাতে করে, দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যদি এক বণিকের মূলধন বছরে প্রতিবর্তিত হয় পাঁচ বার, তা হলে পণ্যের দামের সঙ্গে যুক্ত হয় $\frac{15}{5}$% = ৩%, এবং যদি হয় একবার, তা হলে ১৫%।

সুতরাং বাণিজ্যের বিভিন্ন শাখায় বাণিজ্যিক মুনাফার একই হার পণ্যসমূহের বিক্রয়-দামগুলিতে বৃদ্ধি ঘটায় তাদের নিজ নিজ মূল্যের সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন শতাংশ হিসাবে—সবটাই তাদের প্রতিবর্তনের সময়কাল অনুযায়ী।

অন্য দিকে, শিল্প-মূলধনের বেলায়, প্রতিবর্তনের সময়কাল কোনো ক্রমেই প্রভাবিত করে না উৎপাদিত পণ্যসমূহের মূল্যের আয়তনকে, যদিও তা প্রভাবিত একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট মূলধনের দ্বারা উৎপাদিত মূল্য ও উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণটিকে, কেননা তা প্রভাবিত করে শোষিত শ্রমের পরিমাণকে। সঠিক ভাবে বললে, এটা প্রচ্ছন্ন এবং মনে হয় অন্য রকম বলে যখনি চোখ ফেরানো যায় উৎপাদন-দামগুলির দিকে। কিন্তু এর একমাত্র কারণ হচ্ছে এই ঘটনাটি যে, পূর্বে বিশ্লেষিত নিয়মাবলী অনুসারে, বিবিধ পণ্যের উৎপাদন-দামগুলি তাদের নিজ নিজ-মূল্য থেকে বিচ্যুত হয়। আমরা যদি সমগ্র ভাবে উৎপাদনের প্রক্রিয়াটির দিকে এবং মোট শিল্প-মূলধনের দ্বারা উৎপাদিত পণ্য-সম্ভারের দিকে তাকাই, আমরা সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাব যে সাধারণ নিয়মটি সমর্থিত হচ্ছে।

সুতরাং, যখন শিল্প-মূলধনের দ্বারা মূল্যের গঠনের উপরে প্রতিবর্তনের সময়ের প্রভাবের ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণ আমাদের ফেরৎ চালিয়ে নিয়ে যায় সাধারণ নিয়মটির দিকে এবং রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির ভিত্তিটির দিকে, যে পণ্যসমূহের বিবিধ মূল্য নির্ধারিত হয় তাদের মধ্যে বিধৃত শ্রম-সময়ের দ্বারা, তখন বাণিজ্যিক দামের উপরে বণিক মূলধনের প্রতিবর্তনসমূহের প্রভাব প্রকাশ করে সেই ব্যাপারগুলিকে, যেগুলি সংযোগকারী গ্রন্থিসমূহের সুদূর-প্রসারী বিশ্লেষণের সুযোগের অভাবে, মনে হয় যেন নির্দেশ করে, দাম-নির্ধারিত হয় একেবারে স্বেচ্ছাচারী ভাবে; যথা, তা নির্ধারিত হয় বছরে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফা হস্তগত করতে বদ্ধপরিকর একটি মূলধনের দ্বারা। বিশেষ করে এই প্রতিবর্তনসমূহের প্রভাবে, এটা মনে হয় যে কতকগুলি মাত্রার মধ্যে সঞ্চলনের প্রক্রিয়া নিজ-রূপেই নির্ধারণ করে পণ্য-দাম—উৎপাদন-দাম থেকে নিরপেক্ষ ভাবে। পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়া সংক্রান্ত সমস্ত ভাসাভাসা ও মিথ্যা ধারণা সমগ্র ভাবেই উদ্ভূত হয় বণিক-মূলধনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে এবং সেই সব ধারণা থেকে, যেগুলি তার স্ব-বিশেষ গতি-প্রকৃতি সৃষ্টি করে সঞ্চলন প্রতিনিধিদের মনে।

পাঠক যা বিশেষ নৈরাশ্য সহকারে উপলব্ধি করেছেন, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির সত্যিকারে অন্তর্নিহিত সম্পর্কগুলির বিশ্লেষণ যদি হয় একটি খুবই জটিল ব্যাপার, দৃশ্যমান, নিছক বাহ্য, গতি ক্রিয়াকে যথার্থ অন্তর্নিহিত গতিক্রিয়ায় পর্যবসিত করা যদি হয় বিজ্ঞানের কাজ, তা হলে এটা স্বতঃস্পষ্ট যে উৎপাদনের নিয়মাবলী সম্পর্কে যেসব ধারণা ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ও সঞ্চলনের প্রতিনিধিদের মনে উদিত হয়, সেগুলি এই প্রকৃত নিয়মাবলী থেকে হবে আমূল আলাদা এবং হবে কেবল দৃশ্য গতিক্রিয়ার সচেতন অভিব্যক্তি। বণিক, স্টক-ব্রোকারের এবং ব্যাংকারের ধারণাগুলি স্বাভাবিক ভাবেই খুব বিকৃত। ম্যানুফ্যাকচারকারীদের ধারণাগুলি বিকৃত হয় সঞ্চলনের ক্রিয়া-

সমূহের দ্বারা—তাদের মূলধন যেগুলির অধীনস্থ, এবং মুনাফা-হারের সমতা-লাভের দ্বারা।[১] অনুরূপ ভাবে প্রতিযোগিতাও তাদের মনে ধারণ করে একটি সম্পূর্ণ ভাবে ভাবে বিকৃত রূপ। যদি মূল্য এবং উদ্বৃত্ত মূল্যের মাত্রা নির্দিষ্ট থাকে, তা হলে এটা বোঝা সহজ হয় যে মূলধনসমূহের প্রতিযোগিতা কেমন করে মূল্যসমূহকে রূপান্তরিত করে বিবিধ দামে এবং উপরন্তু বিবিধ বাণিজ্যিক দামে, এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যকে গড় মুনাফায়। কিন্তু এই মাত্রাগুলি ছাড়া এটা সম্পূর্ণ অবোধ্য কেন প্রতিযোগিতা মুনাফার সাধারণ হারকে, এই হারে পর্যবসিত না করে, পর্যবসিত করবে ঐ হারে, অর্থাৎ ১,০০০% এ না করে, করবে ১৫%-এ। প্রতিযোগিতা বড় জোর পারে মুনাফার সাধারণ হারকে পর্যবসিত করতে একটি মানে। কিন্তু তা ধারণ করে না এমন কোনো উপাদান, যার দ্বারা তা নির্ধারণ করতে পারে স্বয়ং এই মানটিকে।

সুতরাং বণিকের মূলধনের অবস্থান থেকে, যেটা দাম নির্ধারণ করে বলে প্রতিভাত হয়, সেটা, প্রতিবর্তন। অন্য দিকে, যখন মূলধনের প্রতিবর্তনের হার যত দূর পর্যন্ত তা সক্ষম করে একটি মূলধনকে শোষণ করতে বেশি বা কম শ্রম, তা প্রয়োগ করে মুনাফার পরিমাণের উপরে, এবং এই ভাবে মুনাফার সাধারণ হারের উপরেও, একটি নির্ধারক ও মাত্রা-নির্দেশক প্রভাব, তখন এই মুনাফার হারটি বণিকের মূলধনের বেলায় অবস্থান করে একটি বাইরের ঘটনা হিসাবে, উদ্বৃত্ত-মূল্যের সঙ্গে তার ভিতরের সম্পর্কটি অবলুপ্ত হয়ে যায় সম্পূর্ণ ভাবে। যদি অন্যথা সমান অবস্থাবলীতে এবং বিশেষ করে একই একই অবয়বগত গঠনের অবস্থায়, একই শিল্প-মূলধন প্রতিবর্তিত হয় বছরে, দুবারের বদলে, চারবার, তা হলে তা উৎপাদন করে দ্বিগুণ উদ্বৃত্ত-মূল্য এবং, অতএব, মুনাফা। এবং এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যত তাড়াতাড়ি এবং যত কাল, এই মূলধনটির থাকে একটি উন্নততর উৎপাদন-পদ্ধতির উপরে একচেটিয়া অধিকার, যা সম্ভব করে এই ত্বরান্বিত প্রতিবর্তন। উল্টো ভাবে, বাণিজ্যের বিভিন্ন শাখায় পার্থক্য-সমূহ নিজেদেরকে প্রকাশ করে এই ঘটনায় যে, একটি নির্দিষ্ট পণ্য-মূলধনের প্রতিবর্তনের উপরে, অর্জিত মুনাফা, সেই পণ্য-মূলধনটিকে অর্থ-মূলধন যতবার প্রতিবর্তিত করে, সেই সংখ্যাটির সঙ্গে বিপরীত ভাবে আনুপাতিক। ক্ষুদ্র মুনাফা এবং দ্রুত প্রতিদান—এটাই দোকানদারের কাছে প্রতিভাত নীতি হিসাবে, যা সে অনুসরণ করে নীতিগত ভাবে।

১. এটা খুবই সরল, কিন্তু সেই সঙ্গে খুবই সঠিক একটি মন্তব্য: "একই অভিন্ন পণ্য যে বিভিন্ন বিক্রেতার কাছ থেকে পাওয়া যেতে পারে বেশ ভিন্ন ভিন্ন দামে—এই যে ঘটনা, সেটা প্রায়ই ঘটে হিসাবের ভুলচুকের জন্য।" (Feller and Odermann *Das Garnze der Kaufmannischen Arithmetik*, 7th. ed, 1859, S. 451.) এ থেকে বোঝা যায় দাম নির্ধারণের ব্যাপারটা কত তত্ত্বসর্বস্ব, অমূর্ত হয়ে ওঠে।

বাকিটার ক্ষেত্রে এটা স্বতঃস্পষ্ট যে পর্যায়ক্রমিক, পরস্পর-প্রতিপূরক, দ্রুততর এবং মন্থরতর প্রতিবর্তন-নির্বিশেষে, বণিকের মূলধনের প্রতিবর্তনের, এই নিয়মটি বাণিজ্যের প্রত্যেক শাখায় প্রযোজ্য হয় প্রত্যেকটি বিশেষ শাখায় বিনিয়োজিত সমগ্র বণিকের মূলধনটির দ্বারা সম্পাদিত কেবল গড় প্রতিবর্তন সমূহের ক্ষেত্রে। ক-এর মূলধন, যে খ-এর সঙ্গে একই শাখায় কারবার করে, করতে পারে প্রতিবর্তনের গড়, সংখ্যাটি থেকে বেশি বা কম প্রতিবর্তন। এ ক্ষেত্রে অন্যরা করে কম বা বেশি প্রতিবর্তন। এর ফলে পরিবর্তিত হয় না এই লাইনে বিনিয়োজিত বণিকের মূলধনের পরিমাণটির প্রতিবর্তন। কিন্তু ব্যক্তি বণিক বা ব্যক্তি-দোকানীর পক্ষে এটা চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন। এ ক্ষেত্রে সে করে একটি বাড়তি মুনাফা, ঠিক যেমন শিল্প-ধনিকেরা বাড়তি মুনাফা করে যদি তারা উৎপাদন করে গড়ের তুলনায় আপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থায়। যদি প্রতিযোগিতা তাকে বাধ্য করে, সে পারে তার প্রতিযোগীদের চেয়ে সস্তায় বিক্রি করতে—তার মুনাফাকে গড়ের নিচে না নামিয়ে। যদি, যে অবস্থা-গুলি তাকে সক্ষম করবে তার মূলধনকে আরো দ্রুত তার মূলধনকে প্রতিবর্তিত করতে. সেগুলি নিজেরাই হয় বিক্রয়যোগ্য, যেমন দোকানের একটি অনুকূল অবস্থান, তা হলে সে তার জন্য খরচ করতে পারে বাড়তি খাজনা, অর্থাৎ তার উদ্বৃত্ত-মুনাফার একটি অংশ রূপান্তরিত করতে পারে ভূমি-খাজনায়।

উনবিংশ অধ্যায়

অর্থ-কারবারি মূলধন

শিল্প-মূলধনের, এবং তখন আমরা আরো বলতে পারি, বাণিজ্যিক মূলধনের (যেহেতু তা শিল্প-মূলধনের সঞ্চলন-ক্রিয়ার একটি অংশকে নিয়ে নেয় তার নিজস্ব, স্ববিশেষ গতিক্রিয়া হিসাবে), সঞ্চলন-প্রক্রিয়ায় অর্থের দ্বারা সম্পাদিত নিছক কারিগরি গতিক্রিয়াগুলিকে যদি বিশেষীকৃত করা হয়, ঠিক এই কাজগুলি, শুধু এই কাজগুলিই সম্পাদন করে তার নির্দিষ্ট ক্রিয়াকর্ম হিসাবে, এমন অন্য কোনো মূলধনের কার্য হিসাবে, তা হলে সেগুলি এই মূলধনকে রূপান্তরিত করে অর্থ-কারবারি মূলধনে। শিল্প-মূলধনের, এবং আরো সঠিক ভাবে, বাণিজ্য-মূলধনেরও, একটি অংশ কেবল সব সময়টাই পায় না অর্থের আকারে, সাধারণ ভাবে অর্থ-মূলধন হিসাবেই, উপরন্তু ঠিক এই কারিগরি কাজ-গুলিতেই ব্যাপৃত অর্থ-মূলধন হিসাবেও। মোট মূলধনের একটি নির্দিষ্ট অংশ নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয় বাকি অংশ থেকে এবং আলাদা ভাবে অবস্থান করে অর্থ-মূলধন হিসাবে, যার ধনতান্ত্রিক কার্যটি একান্ত ভাবে নিবদ্ধ থাকে শিল্প-ধনিক ও বাণিজ্য-ধনিকদের গোটা শ্রেণীটির জন্য এই কাজগুলি সম্পাদনের মধ্যে। যেমন বাণিজ্য-মূল-ধনের ক্ষেত্রে, তেমনি অর্থ-মূলধনের রূপে সঞ্চলন-প্রক্রিয়ায় ব্যাপৃত শিল্প-মূলধনের একটি অংশ নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয় বাকি অংশ থেকে এবং পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ার এই কাজগুলিকে বাকি সমস্ত মূলধনের জন্য। সুতরাং, এই অর্থ-মূলধনের গতিক্রিয়াগুলি হচ্ছে আরো একবার পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়ায় ব্যাপৃত শিল্প-মূলধনের একটি বিশেষীকৃত অংশের গতিক্রিয়া মাত্র।

কেবল যখন, এবং যতটা পর্যন্ত, মূলধন নোতুন করে বিনিয়োজিত হয়—যা সঞ্চয়নের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য—তখন অর্থ-রূপে মূলধন দেখা দেয় এই গতিক্রিয়ার সূচনা বিন্দু এবং সমাপ্তি-ফল হিসাবে। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় ইতিমধ্যেই ব্যাপৃত সমস্ত মূলধনের পক্ষে, এই প্রথম এবং শেষ বিন্দু দুটি দেখা কেবল অতিক্রমণের বিন্দু হিসাবে। যেহেতু, যেমন আগেই দেখেছি সরল পণ্য-সঞ্চলনের বেলায়, উৎপাদনের ক্ষেত্র ত্যাগ করার মুহূর্তটি থেকে তার পুনঃপ্রবেশের মুহূর্তটি পর্যন্ত শিল্প-মূলধন যায় প′—অ—প রূপাবর্তনের মধ্য দিয়ে; বস্তুতঃ পক্ষে, অ প্রতিনিধিত্ব করে এই রূপাবর্তনের একটি পর্যায়ের সমাপ্তি-ফলের, ঠিক যাতে কার সেটি হতে পারে বিপরীত পর্যায়টির সূচনা-বিন্দু, যে-পর্যায়টির তাকে অনুপূরণ করে। কিন্তু যদিও শিল্প-মূলধনের প—অ হচ্ছে সর্বদাই বণিকের মূলধনের অ—প—অ, তা হলেও দ্বিতীয়টির বাস্তব প্রক্রিয়াটি হচ্ছে সেই

সঙ্গে ক্রমাগত প—অ—প ও—একবার তা কাজ করা শুরু করে দিলে। কিন্তু তা প—অ এবং অ—প ক্রিয়া দুটি সম্পাদন করে যুগপৎ। একথা বলার মানে এই যে, প—অ পর্যায়ে ঠিক একটি মাত্র মূলধন থাকে না যখন আরেকটি থাকে অ—প পর্যায়ে, পরন্তু একই মূলধন একই সময়ে ক্রমাগত ক্রয় করে এবং ক্রমাগত বিক্রয় করে উৎপাদন-প্রক্রিয়ার নিরবচ্ছিন্নতার কারণে। একই অভিন্ন সময়ে তাকে দেখা যাবে দুটি পর্যায়েই। যখন তাঁর একটি অংশ পরিণত হয় অর্থে, তখন আরেকটি অংশ যুগপৎ পরিণত হয় পণ্যে—অর্থে পুনঃরূপান্তরিত হবার জন্য।

অর্থ এখানে সঙ্কলনের, নাকি প্রদানের, উপায় হিসাবে কাজ করে তা সবই নির্ভর করে পণ্য-বিনিময়ের রূপটির উপরে। উভয় ক্ষেত্রেই ধনিককে নিরন্তর অর্থ দিতে হয় অনেক ব্যক্তিকে, এবং ক্রমাগত অর্থ পেতে হয় অনেক ব্যক্তির কাছ থেকে। অর্থ দেওয়া ও পাওয়ার এই নিছক কারিগরি কর্মকাণ্ডটি নিজেই হচ্ছে শ্রম, যা, যতকাল অর্থ কাজ করে প্রদানের উপায় হিসাবে, আবশ্যক করে হিসাব রাখার এবং হিসাব-নিকাশ করার। এই শ্রম হচ্ছে সঙ্কলনের ব্যয়, অর্থাৎ এমন শ্রম নয় যা মূল্য সৃষ্টি করে। বাকি ধনিক শ্রেণীর হয়ে এজেন্ট বা ধনিকদের একটি বিশেষ অংশ এই কাজটি সম্পাদন করায় এটি সংক্ষেপিত হয়।

মূলধনের একটি নির্দিষ্ট অংশ নিরন্তর হাতে রাখতে হবে মজুদ হিসাবে, সম্ভাব্য অর্থ মূলধন হিসাবে—ক্রয়ের উপায়ের সংরক্ষিত ভাণ্ডার প্রদানের উপায়ের সংরক্ষিত ভাণ্ডার, এবং কর্মে প্রযুক্ত হবার জন্য প্রতীক্ষমান অর্থ-রূপে অলস মূলধন হিসাবে। আরেকটি অংশ ক্রমাগত প্রতি-প্রবাহিত হয় এই রূপে। সংগ্রহ করা, প্রদান করা ও হিসাব রাখা ছাড়াও, এর জন্য আবশ্যক হয় উক্ত মজুদকে নিরাপদে রক্ষা করা, যা নিজেই একটি পুরো কর্ম-প্রক্রিয়া। বাস্তবিক পক্ষে, এটা হচ্ছে উক্ত মজুদের সঙ্কলনের উপায়ে ও প্রদানের উপায়ে নিরন্তর রূপান্তর এবং বিক্রয় ও প্রাপ্য প্রতি-প্রদানের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থের মাধ্যমে তার পুনরুদ্ধার। অর্থের আকারে বর্তমান মূলধনের অংশটির এই নিরন্তর গতিক্রিয়া, স্বয়ং মূলধনের কাছ থেকে যা বিচ্ছিন্ন, এই নিছক কারিগরি কাজটি, আবশ্যক করে তার নিজেরই শ্রম ও ব্যয়—সঙ্কলনের ব্যয় হিসাবে যা শ্রেণীভুক্ত।

শ্রম-বিভাগের ফলে এটা ঘটে যে, মূলধনের কার্যাবলীর উপরে নির্ভরশীল এই কারিগরি কর্মকাণ্ডগুলি, যথাসম্ভব সম্পাদিত হবে সমগ্র ধনিক শ্রেণীর জন্য বিশেষ এক দল এজেন্ট বা ধনিকের দ্বারা তাদের একান্ত কর্তব্য হিসাবে—অথবা, এই কর্মকাণ্ডগুলি সংকেন্দ্রীভূত হবে তাদের হাতে। যেমন বণিকের মূলধনের ক্ষেত্রে, তেমন এখানেও আমরা পাই শ্রম-বিভাজন দ্বিবিধ অর্থে। এটা হয়ে ওঠে একটি বিশেষীকৃত কাজ, এবং যেহেতু সম্পাদিত হয় গোটা শ্রেণীর অর্থ-ব্যবস্থার একটি বিশেষীকৃত কাজ হিসাবে, সেই হেতু এটা সংকেন্দ্রীভূত ও পরিচালিত হয় বৃহদায়তনে। এর অভ্যন্তরে ঘটে আরো শ্রম-বিভাজন—উভয় ভাবেই: বিবিধ স্বতন্ত্র শাখায় বিভাজন এবং এই সমস্ত

শাখার অভ্যন্তরে আবার অনু-বিভাজন (বড় বড় অফিস, অসংখ্য করণিক ও ক্যাশিয়ার এবং সুদূর-প্রসারী কর্ম-বিভাগ)। অর্থ দেওয়া ও নেওয়া, হিসাব মিটানো, চলতি হিসাব রাখা, অর্থ জমা রাখা ইত্যাদি এই সবকিছু—এই বিশেষ ধরনের কাজগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন থেকেও—এই কাজগুলির জন্য অগ্রিম-দত্ত মূলধনকে পরিণত করে অর্থ কারবারি মূলধন।

যে সমস্ত কর্মকাণ্ডের বিশেষ বিশেষ কাজে পৃথগীভবনের ফলে উদ্ভূত হয় অর্থ কারবার, সেই বিবিধ কর্মকাণ্ডগুলির উদ্ভব ঘটে স্বয়ং অর্থেরই বিভিন্ন উদ্দেশ্য থেকে এবং তার কার্যাবলী থেকে, যেগুলি মূলধন তার অর্থরূপে অবশ্যই অনুরূপ ভাবে সম্পাদন করবে।

আমি আগে দেখিয়েছি যে অর্থ শুরুতে বিকাশ লাভ করেছিল বিভিন্ন জন-সমাজের মধ্যে বিনিময় থেকে।[১] সুতরাং অর্থ নিয়ে কারবার, অর্থ-পণ্যে বাণিজ্য, প্রথম বিকাশ লাভ করেছিল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থেকে। যখন থেকে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় মুদ্রা প্রচলিত আছে, তখন থেকেই বিদেশে ক্রয়কারী বণিকদের তাদের স্ব-স্ব রাষ্ট্রের মুদ্রাকে বিনিময় করতে হয়েছে স্থানীয় মুদ্রার সঙ্গে, এবং উল্টোটাও সত্য, কিংবা বিভিন্ন মুদ্রাকে বিনিময় করতে হয়েছে, মুদ্রায় পরিণত হয়নি, এমন বিশুদ্ধ রূপা ও সোনার সঙ্গে—বিশ্ব-অর্থের সঙ্গে। অতএব এই বিনিময়-ব্যবসা, যাকে গণ্য করতে হবে আধুনিক আর্থিক ব্যবস্থার একটি স্বাভাবিক ভিত্তি বলে।[২] এগুলি থেকে বিকাশ লাভ করল বিনিময়-ব্যাংক সমূহ, যেগুলিতে রূপা (বা সোনা) কাজ করে বিশ্ব-অর্থ হিসাবে—এখন বলা হয় ব্যাংক-অর্থ বা বাণিজ্যিক অর্থ—যা দেশের ভিতরে চালু মুদ্রা থেকে আলাদা। এক দেশের মুদ্রা-বদলকারীর কাছ থেকে আরেক দেশের মুদ্রা-বদলকারীর কাছে নিছক 'পেমেন্ট-নোট' ('প্রদান-পত্র') হিসাবে, বিনিময়-কারবারের বিকাশ ঘটেছিল সেই রোমে এবং গ্রীসে আসল অর্থ-লেনদেন থেকে।

১. *Zur kritik der politischen Oekonomie*, S. 27.

২. "ওজনের দিক থেকে মুদ্রায় মুদ্রায় বিপুল পার্থক্য, এবং যেসব রাজা ও শহর মুদ্রা-নির্মাণের প্রাধিকার ভোগ করত তাদের দ্বারা মুদ্রা-প্রচলনের ফলে আবশ্যক হল ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান স্থাপনের, যাতে করে বণিকেরা সক্ষম হয় স্থানীয় মুদ্রা ব্যবহার করতে যেখানে বিভিন্ন মুদ্রার জন্য প্রতিপূরণের প্রয়োজন হয়। যাতে করে নগদে অর্থ দিতে পারে, সেই জন্য যেসব বণিকেরা বিদেশের বাজারে যেত, তারা সঙ্গে নিয়ে যেত অ-মুদ্রাকৃত বিশুদ্ধ রূপা বা সোনা। একই ভাবে তারা স্বদেশে ফেরার আগে স্থানীয় বাজারে প্রাপ্ত অর্থকে বিনিময় করে নিত অ-মুদ্রাকৃত বিশুদ্ধ রূপা বা সোনার সঙ্গে। এইভাবে অর্থ-বিনিময়ের ব্যবসা, স্থানীয় মুদ্রার বদলে অ-মুদ্রাকৃত মূল্যবান ধাতুসমূহের বিনিময়, এবং তার উল্টোটা, হয়ে উঠলো একটি বহু-বিস্তৃত ও লাভজনক ব্যবসা।" (Hullamnn, *Städtewesen des Mittelalters*, Bonn, 1826-29, I, S. 437-38.) "বিনিময় ব্যাংকগুলির এই নামকরণের কারণ এই নয় যে সেগুলি 'বিল-

পণ্য হিসাবে (বিলাস-দ্রব্যাদির কাঁচামাল হিসাবে) সোনা ও রূপা নিয়ে কারবার হচ্ছে ধাতুপিণ্ড ('বুলিয়ন') নিয়ে কারবারের, বা যা কাজ করে বিশ্বজনীন অর্থ রূপে অর্থের কার্যাবলীর মাধ্যম হিসাবে সেই কারবারের স্বাভাবিক ভিত্তি। যেমন আগে ব্যাখ্যা করা হয়েছে (Buch I, kap. III, 3 c*), এই কাজগুলি দ্বিবিধ: আন্তর্জাতিক আর্থিক দেনা-পাওনা মেটাবার উদ্দেশ্যে এবং সুদের সন্ধানে মূলধনের দেশান্তর গমন সংক্রান্ত ব্যাপারে সঞ্চলনের বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় পরিধির মধ্যে অর্থের চলাচল; একই সঙ্গে, তাদের উৎপাদনের উৎসগুলি হতে, বিশ্ব বাজারের মধ্য দিয়ে মহার্ঘ ধাতু-সমূহের প্রবাহ এবং সঞ্চলনের বিবিধ রাষ্ট্রীয় পরিধির মধ্যে তাদের বিলি-বণ্টন। ইংল্যাণ্ডে সপ্তদশ শতাব্দীর বেশির ভাগ সময় জুড়ে স্বর্ণকারেরা কাজ করত ব্যাংকার হিসাবে। যে ভাবে 'বিল ক্লিয়ারিং' ইত্যাদিতে এবং মূল্যবান কাগজপত্রে লেনদেন সম্পর্কিত সব কিছুতে আন্তর্জাতিক হিসাব-নিকাশ বিকাশ লাভ করল, তা আমরা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করব, এক কথায়, ক্রেডিট ব্যবস্থার সমস্ত বিশেষ রূপ, যেগুলি এখানে আমাদের স্পর্শ করে না, সেগুলি আমরা বিবেচনার বাইরে রাখব।

রাষ্ট্রীয় অর্থ তার স্থানীয় চরিত্র বর্জন করে বিশ্বজনীন অর্থের ভূমিকায়; একটি রাষ্ট্রীয় অর্থ নিজেকে প্রকাশ করে আরেকটি রাষ্ট্রীয় অর্থে, এবং তাদের সবগুলিই শেষ পর্যন্ত পর্যবসিত হয় তাদের সোনা বা রূপার অন্তর্বস্তুতে, যখন সোনা ও রূপা, বিশ্ব-অর্থ

অব-এক্সচেঞ্জ' ইস্যু করে এর কারণ এই ঘটনা যে সেগুলি মুদ্রা বিনিময় করত। ১৬০৯ সালে 'আমস্টারডাম এক্সচেঞ্জ ব্যাংক' প্রতিষ্ঠার অনেক আগে, ওলন্দাজ সওদাগরি শহরগুলিতে ছিল অর্থ বদলকারী এবং বিনিময় কার্যালয়, এমনকি বিনিময়-ব্যাংক পর্যন্ত। …এই অর্থ বদলকারীদের ব্যবসা ছিল বিদেশে ব্যবসাকারীদের দ্বারা স্বদেশে আনীত নানান ধরনের মুদ্রার সঙ্গে স্বদেশের মুদ্রা বদলে দেওয়া। ক্রমে ক্রমে তাদের কাজের পরিধি বিস্তার লাভ করল।…তারা হয়ে উঠল তাদের আমলের ব্যাংকার ও ক্যাশিয়ার। কিন্তু ক্যাশিয়ারের কাজ এবং বিনিময়ের কাজের এই সম্মিলনকে আমস্টারডামের বিপজ্জনক বলে মনে করল এবং এই বিপদের মোকাবেলা করার জন্য সিদ্ধান্ত করল একটি বৃহৎ সনদপ্রাপ্ত ('চার্টার্ড') প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে, যা সক্ষম হবে ক্যাশিয়ারের কাজ এবং বিনিময়ের কাজ দুইই করতে। এই প্রতিষ্ঠানই হল ১৬০৯ সালের বিখ্যাত 'আমস্টারডাম ব্যাংক অব এক্সচেঞ্জ'। ঠিক একই ভাবে অর্থ বদলের এই প্রয়োজন মেটাতে প্রতিষ্ঠিত হল ভেনিস, জেনোয়া, স্টকহোম, হামবুর্গ-এর বিনিময় ব্যাংকগুলি। এই সবগুলির মধ্যে একা হামবুর্গ ব্যাংকই এখনো ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে, কেননা সেই সওদাগর শহরে এখনো তার প্রয়োজন অনুভূত হয়, যার নিজের কোনো টাঁকশাল ('মিন্ট') নেই।" (S. Vissering, *Handboek van Praktische S taathuishudkunde*, Amstardam, 1860-61, I, 247-48.

* ইং সংস্করণ তৃতীয় অধ্যায় ৩, c. বাংলা সংস্করণ প্রথম খণ্ড তৃতীয় অধ্যায়, তৃতীয় পরিচ্ছেদ গ.

হিসাবে সঙ্কলন করার কারণে, যুগপৎ পর্যবসিত হয় তাদের পারস্পরিক মূল্য-অনুপাতটিতে, যা পরিবর্তিত হয় ক্রমাগত। এই মধ্যবর্তী কর্মকাণ্ডটিকেই অর্থের কারবারি পরিণত করে তার বিশেষ পেশায়। অতএব অর্থ-বদল এবং ধাতুপিণ্ড নিয়ে ব্যবসাই হল অর্থ-কারবারের মূল রূপ, এবং এই দুটি রূপের উদ্ভব ঘটে অর্থের দ্বিবিধ কার্য হতে—রাষ্ট্রীয় অর্থ এবং বিশ্ব অর্থ।

ঠিক সাধারণ ভাবে বাণিজ্যের মত, এমনকি প্রাক-ধনতান্ত্রিক পদ্ধতি সমূহের আমলেও, উৎপাদনের ধনতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নির্দেশ করে :

প্রথমতঃ, মজুদ হিসাবে অর্থের সঞ্চয়ন অর্থাৎ মূলধনের সেই অংশ হিসাবে, যা সব সময়েই হাতে থাকবে অর্থের রূপে প্রদান ও ক্রয়ের উপায়ের সংরক্ষিত ভাণ্ডার হিসাবে। এটা হচ্ছে মজুদের প্রথম রূপ, যেমন তা পুনরাবির্ভূত হয় ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির অধীনে, এবং যেমন তা আবির্ভূত হয় সাধারণ ভাবে বণিকের মূলধনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, অন্ততঃ পক্ষে এই মূলধনের উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য। দুটি মন্তব্যই প্রযোজ্য জাতীয় (রাষ্ট্রীয়), সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক (আন্তঃরাষ্ট্রীয়), সঙ্কলনের ক্ষেত্রে। মজুদটা থাকে নিরন্তর প্রবাহে, অবিরত এসে পড়ে সঙ্কলনের মধ্যে এবং অবিরত ফিরে যায় সেখান থেকে। মজুদের দ্বিতীয় রূপটি হল অর্থের আকারে অলস, সাময়িক ভাবে বেকার মূলধন, যার মধ্যে আছে নোতুন সঞ্চয়ীকৃত কিন্তু এখনো অ-নিয়োজিত অর্থ-মূলধন। এই মজুদ গঠনের কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত থাকে প্রাথমিক ভাবে নিরাপদে সংরক্ষণ, হিসাবপত্র রক্ষণ ইত্যাদি।

দ্বিতীয়তঃ, অবশ্য, এ দাবি করে ক্রয়ের জন্য অর্থ ব্যয়, বিক্রয়ের বাবদে অর্থ সংগ্রহ, 'পেমেণ্ট' দেওয়া এবং নেওয়া, হিসাব-নিকাশ করা ইত্যাদি। অর্থ-কারবারি প্রথমে এইসব কাজ করে বণিক এবং শিল্প-ধনিকদের নিছক একজন ক্যাশিয়ার হিসাবে।[১]

১. ক্যাশিয়ার-এর পদটি সম্ভবতঃ আর কোথাও বজায় রাখেনি তার মূল স্বাধীন বিশুদ্ধ চরিত্রটি, যেমন রেখেছে ওলন্দাজ সওদাগরি-শহরগুলিতে (দ্রষ্টব্য: আমস্টারডামে ক্যাশিয়ার ব্যবসার উৎপত্তি প্রসঙ্গে; ই লুসাক, *Holland's Rykdom*, Part III.) "তার কার্যাবলী অংশতঃ মিলে যায় পুরনো আমস্টারডাম এক্সচেঞ্জ ব্যাংকের সঙ্গে। যে বণিকেরা তাকে নিযুক্ত করে, তাদের কাছ থেকে ক্যাশিয়ার পায় একটি বিশেষ পরিমাণ অর্থ, যার জন্য সে তার খাতায় খোলে তাদের জন্য একটি 'ক্রেডিট'। পরে তারা তাকে পাঠায় তাদের দাবিগুলি, যেগুলি সে তাদের হয়ে সংগ্রহ করে এবং তার খাতায় তাদের নামে ক্রেডিট করে। একই সময়ে সে তার 'ড্রাফট'-গুলির বাবদে 'পেমেণ্ট' করে দেয় এবং তাদের হিসাবে সেই পরিমাণটি 'চার্জ' করে। এই দেনা-পাওনার দরুন সে ক্ষুদ্র পরিমাণ অর্থ 'চার্জ' করে, যা তাকে দেয় তার পরিশ্রমের জন্য একটি পারিশ্রমিক—দুটি পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত প্রতিবর্তনের আকার অনুযায়ী। যদি দুজন বণিকের মধ্যে, যারা একই ক্যাশিয়ার-এর মাধ্যমে কাজ করে, তাদের মধ্যে, 'পেমেণ্ট' 'ব্যালান্স' করতে হয়, এই 'পেমেণ্ট'গুলি মীমাংসা করা হয়

অর্থের কারবার, এমনকি তার প্রথম পর্যায়গুলিতেই পরিপূর্ণ ভাবে বিকাশ লাভ করে, যত শীঘ্র তার মামুলি কাজকর্মগুলি অনুপূরিত হয় ধার দেওয়া এবং ধার নেওয়া দিয়ে এবং ক্রেডিট দিয়ে। এই সম্পর্কে আরো আলোচনা দ্বিতীয় বিভাগে, যেখানে থাকবে সুদ-দায়ী মূলধনের কথা।

ধাতুপিণ্ড নিয়ে ব্যবসা নিজেই, এক দেশ থেকে আরেক দেশে সোনা বা রূপার স্থানান্তর, হচ্ছে নিছক পণ্য নিয়ে ব্যবসারই ফলশ্রুতি। এটা নির্ধারিত হয় বিনিময়-হারের দ্বারা, যা ব্যক্ত করে আন্তর্জাতিক পেমেণ্ট-সমূহের অবস্থানকে এবং বিভিন্ন বাজারে সুদের হারগুলিকে। ধাতুপিণ্ডের কারবারি নিজ-রূপে কাজ করে কেবল ফলসমূহের মধ্যস্থ হিসাবে।

অর্থ এবং কি ভাবে তার গতিবিধি ও রূপগুলি বিকাশ লাভ করে সরল পণ্য-সঞ্চলন থেকে, তা আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি (Buch I, kap III*) যে, ক্রয় ও প্রদানের উপায় হিসাবে সঞ্চলনশীল অর্থ-সমষ্টির গতিবিধি নির্ভর করে পণ্যসমূহের রূপাবর্তনের উপরে, এই রূপাবর্তনের গতিবেগ ও আয়তনের উপরে, যা আমরা জানি সমগ্র পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়ার একটি পর্যায় মাত্র। তাদের উৎপাদনের উৎস থেকে অর্থের সামগ্রীগুলিকে—সোনা ও রূপাকে—সংগ্রহ করার ব্যাপারে বলা যায় যে, তা

খুব সহজেই খাতাপত্রে পরস্পরের এণ্ট্রি'-র মারফৎ, কেননা ক্যাশিয়ার তাদের দাবিগুলি দৈনন্দিন 'ব্যালান্স' করে। তা হলে ক্যাশিয়ারের আসল কাজ হচ্ছে মূলতঃ এই দেনা-পাওনাগুলির মধ্যস্থতা করা। সুতরাং এই কাজ থেকে বাদ পড়ে শিল্পোদ্যোগ ফটকা কারবার, এবং সীমাহীন ক্রেডিটের সংস্থান; সুতরাং এই ব্যবসায়ে অবশ্যই নিয়ম করতে হবে যে, ক্যাশিয়ারের সঙ্গে যে যা 'অ্যাকাউণ্ট' রাখবে, তার চেয়ে বেশি কোনো 'পেমেণ্ট' সে তাকে করবে না।" (Vissering, loc cit, p. 134.) ভেনিসের ব্যাংকিং সমিতিগুলি প্রসঙ্গে: "ভেনিসের প্রয়োজন ও স্থানিকতা, যেখানে ধাতুপিণ্ড বহন করা ছিল অন্য যে কোনো জায়গা থেকে কম সুবিধাজনক, ঐ শহরের বড় বড় বণিককে প্রণোদিত করত ব্যাংকিং সমিতি স্থাপন করতে—যথোচিত রক্ষা কবচ, তদারকি ও ব্যবস্থাপনার অধীনে। এই সমিতিগুলির সদস্যরা বিশেষ বিশেষ পরিমাণ অর্থ জমা দিত, যেগুলির উপরে তারা পাওনাদারদের অনুকূলে ড্রাফ্‌ট ইস্যু করত; তার পরে প্রদত্ত পরিমাণটি বাদ দেওয়া হত দেনাদারদের 'অ্যাকাউণ্ট' থেকে, সেই উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট করে রাখা হিসাব-খাতার পৃষ্ঠাটিতে, এবং যোগ করা হত ঐ খাতাতেই পাওনাদারদের জমার অঙ্কে। তথাকথিত গিরো ব্যাংকগুলির প্রথম সূচনা এই ভাবেই ঘটেছিল। এই সমিতিগুলি বাস্তবিকই পুরনো। কিন্তু যদি আরোপ করা হয় দ্বাদশ শতাব্দীতে, তা হলে এগুলিকে গুলিয়ে ফেলা হবে ১১৭১ সালে স্থাপিত স্টেট ব্যাংক ইনস্টিটিউটের সঙ্গে।" (Hullmann, *loc cit*, pp, 453-54.)

নিজেকে পর্যবসিত করে পণ্যসমূহের প্রত্যক্ষ বিনিময়ে, অন্যান্য পণ্যের সঙ্গে পণ্য হিসাবে সোনা ও রূপার বিনিময়ে। অতএব, লোহা ও অন্যান্য ধাতু সংগ্রহ করা যেমন পণ্য-বিনিময়ের একটা পর্যায়, তেমন তা নিজেও পণ্য-বিনিময়ের একটা পর্যায়। যাই হোক, বিশ্ব-বাজারে মহার্ঘ ধাতু-সমূহের গতিবিধির ব্যাপারে উল্লেখ্য যে, (আমরা এখানে বাদ দিচ্ছি সেই সব গতিবিধি যা প্রকাশ করে মূলধনের স্থানান্তর ঋণের মাধ্যমে —এমন এক ধরনের স্থানান্তর যা পণ্য-মূলধনের আকারেও চালু থাকে) যেমন ক্রয় ও প্রদানের জাতীয় মাধ্যম হিসাবে অর্থের গতিবিধি নির্ধারিত হয় স্বদেশের বাজারে পণ্যসমূহের বিনিময়ের দ্বারা, ঠিক তেমনি তাও নির্ধারিত হয় পণ্য-সমূহের আন্তর্জাতিক বিনিময়ের দ্বারা। সঞ্চলনের একটি জাতীয় পরিধি থেকে আরেকটি জাতীয় পরিধিতে মহার্ঘ ধাতুসমূহের এই বহিঃপ্রবাহ ও অন্তঃপ্রবাহ, যতটা তা সংঘটিত হয় কেবল জাতীয় মুদ্রাব্যবস্থার অবমূল্যায়নের দ্বারা, কিংবা দ্বৈত মানের দ্বারা, ততটা সঠিক অর্থ-সঞ্চলনের পক্ষে বহিরাগত, এবং সেগুলি কেবল সংশোধিত করে রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধানের দ্বারা স্বেচ্ছাচারী ভাবে সংঘটিত বিচ্যুতিসমূহকে। সর্ব-শেষে, মজুদ-গঠন সম্পর্কে, যা গঠন করে ক্রয় ও প্রদানের উপায়ের জন্য সংরক্ষিত ভাণ্ডার, তা স্বদেশী বাণিজ্যই হোক আর বিদেশী বাণিজ্যই হোক, এবং উপরন্তু যা কেবল প্রতিনিধিত্ব করে সাময়িক ভাবে অলস মূলধনের, তা উভয় ক্ষেত্রেই সঞ্চলন-প্রক্রিয়ার আবশ্যিক ফলশ্রুতি।

যদি অর্থের গোটা সঞ্চলনটা হয় আয়তন, রূপ ও গতিপ্রকৃতির দিক থেকে পণ্য-সঞ্চলনের নিছক একটি ফলশ্রুতি, যা আবার ধনতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে হচ্ছে কেবল মূলধনের সঞ্চলন-প্রক্রিয়া (যার মধ্যে আরো অন্তর্ভুক্ত আয়ের বদলে মূলধনের, এবং আয়ের বদলে আয়ের বিনিময়, যখন আয়ের বিনিয়োগ-ব্যয় করা হয় খুচরো ব্যবসার মাধ্যমে), তা হলে এটা স্বতঃস্পষ্ট যে অর্থ নিয়ে কারবার কেবল অর্থের সঞ্চলনকেই প্রণোদিত করে না—পণ্য-সঞ্চলনের যা একটি ফল ও ঘটনা মাত্র। অর্থের এই সঞ্চলন নিজেই, পণ্যসঞ্চলনের একটি পর্যায়, অর্থের কারবারে অবধারিত বলে গণ্য হয়। অর্থের কারবার যা প্রণোদিত করে তা হচ্ছে অর্থ-সঞ্চলনের কারিগরি কর্মকাণ্ডগুলি, যেগুলিকে তা সংকেন্দ্রীভূত করে, সংক্ষেপিত করে এবং সরলীকৃত করে। অর্থের কারবার মজুদ গঠন করে না। তা এমন কারিগরি উপায়ের সংস্থান করে, যার দ্বারা মজুদের গঠনকে, যত দূর তা স্বেচ্ছামূলক (অতএব, বেকার মূলধনের বা পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাতের প্রকাশ নয়), পর্যবসিত করা যেতে পারে তার অর্থনৈতিক ন্যূনতম মাত্রায়, কেননা, যদি সমগ্র ধনিক শ্রেণীর জন্য ব্যবস্থা করতে হয়, তা হলে ক্রয় ও প্রদানের উপায় হিসাবে সংরক্ষিত ভাণ্ডারসমূহের ততটা বিরাট হবার দরকার নেই, যতটা বিরাট হবার দরকার হত যদি প্রত্যেক ধনিককে তার নিজের নিজের ব্যবস্থা করতে হত। অর্থের কারবারিরা মূল্যবান ধাতু ক্রয় করে না। তারা কেবল সেগুলির বিলি-বণ্টনের ব্যবস্থা করে যখনি

পণ্য-বাণিজ্য সেগুলিকে কিনে আনে। যেহেতু অর্থসঙ্কলন করে প্রদানের উপায় হিসাবে, সেই হেতু তারা সহজ করে দেয় এই হিসাব-নিকাশের ব্যাপারটা, এবং এই হিসাব-নিকাশের কৃত্রিম ব্যবস্থার মাধ্যমে হ্রাস করে দেয় এই উদ্দেশ্যে আবশ্যক অর্থের পরিমাণটা। কিন্তু তারা এই পারস্পরিক দেনা-পাওনা মেটাবার সম্পর্কসমূহ বা আয়তন কোনোটাকেই নির্ধারণ করে না। দৃষ্টান্ত হিসাবে, 'বিল-অব-এক্সচেঞ্জ' এবং 'চেক', ব্যাংকে ও ক্লিয়ারিং হাউজে পরস্পরের সঙ্গে বিনিময় হয়, সেগুলি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র লেন-দেনের প্রতিনিধিত্ব করে এবং বিশেষ বিশেষ কাজ-কারবারের ফল, এবং প্রশ্নটা হল কেবল এই ফলগুলির আরো ভাল কারিগরি মীমাংসার। যত দূর পর্যন্ত অর্থ সঙ্কলন করে ক্রয়ের উপায় হিসাবে, তত দূর অবধি, ক্রয় ও বিক্রয়ের আয়তন ও সংখ্যার কোনো সম্পর্ক নেই অর্থের কারবারের সঙ্গে। শেষোক্তটি ক্রয় ও বিক্রয়ের সঙ্গে যুক্ত কারিগরি ক্রিয়াকাণ্ডগুলিকে সংক্ষেপিত করা এবং পণ্যসমূহকে প্রতিবর্তন করতে আবশ্যক সময়কে সংক্ষেপিত করা ছাড়া আর কিছু করে না।

অতএব অর্থের কারবার, তার বিশুদ্ধ রূপে, যে রূপে আমরা এখানে আলোচনা করছি, অর্থাৎ ক্রেডিট-ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্নকৃত রূপে, সম্পর্কিত থাকে পণ্য-সঞ্চলনের কেবল একটি বিশেষ পর্যায়ের প্রকৌশলের সঙ্গে, যথা অর্থ সঞ্চলন এবং এই সঞ্চলন থেকে উদ্ভূত অর্থের বিভিন্ন কাজ থেকে।

অর্থের কারবারের সঙ্গে তা প্রভৃত, ভাবে পার্থক্য করে পণ্যের কারবারের, যা উদ্বুদ্ধ করে পণ্যের রূপাবর্তন এবং সেগুলির বিনিময়, কিংবা, এমনকি পণ্য-মূলধনের এই প্রক্রিয়াকে দান করে এমন একটি মূলধনের আকৃতি, যা শিল্প-মূলধন থেকে আলাদা। সুতরাং, যেখানে বাণিজ্যিক মূলধনের আছে তার সঞ্চলনের নিজস্ব রূপ, অ—প—অ, যাতে পণ্য হাত-বদল করে দুবার এবং এই ভাবে ঘটায় অর্থের একটি প্রতি-প্রবাহ এবং যা প—অ—প থেকে স্বতন্ত্র, যাতে অর্থ হাত-বদল করে দুবার এবং এই ভাবে প্রণোদিত করে পণ্য-বিনিময়, সেখানে অর্থ-কারবারি মূলধনের নেই এই ধরনের কোনো বিশেষ রূপ।

যত দূর অবধি অর্থ-মূলধন অগ্রিম-দত্ত হয় ধনিকদের একটি আলাদা শ্রেণীর দ্বারা অর্থ-সঞ্চলনের এই প্রকৌশলগত উন্নতি-বিধানে—একটি মূলধন যা একটি হ্রাসপ্রাপ্ত আয়তনে প্রতিনিধিত্ব করে সেই অতিরিক্ত মূলধনটির, যেটি বণিক ও শিল্প-ধনিক নিজেদেরই অন্যথা অগ্রিম দিতে হত এই সব কাজের জন্য—তত দূর অবধি মূলধনের সাধারণ রূপটি, অ—অ´, এখানেও আত্মপ্রকাশ করে। অ অগ্রিম দিয়ে অগ্রিম-দাতা ধনিক পায় অ + Δঅ। কিন্তু অ—অ´-এর সংবর্ধন এখানে রূপাবর্তনের বস্তুগত প্রক্রিয়াসমূহকে স্পর্শ করে না, স্পর্শ করে কেবল প্রকৌশলগত প্রক্রিয়াসমূহকে।

এটা স্পষ্ট যে, অর্থের কারবারিরা যে অর্থ-মূলধনের সম্ভার নিয়ে কাজ করে, তা হচ্ছে বণিকদের ও শিল্প-ধনিকদের সঞ্চলনের প্রক্রিয়াভুক্ত অর্থ-মূলধন, এবং অর্থ-কারবারিদের কাজকর্মগুলি বস্তুতঃ পক্ষে বণিক ও শিল্প-ধনিকদের কাজকর্ম, যাতে তারা কাজ করে মধ্যবর্তী হিসাবে।

এটা সমান স্পষ্ট যে, অর্থ-কারবারিদের মুনাফা উদ্বৃত্ত-মূল্য থেকে উদ্ভূত প্রাপ্তি ছাড়া কিছু নয়, কেননা তারা কাজ করে ইতিমধ্যে উপলব্ধ মূল্যসমূহ দিয়ে (এমনকি যখন ক্রেডিটদের দাবির রূপেও উপলব্ধ হয়)।

ঠিক যেমন পণ্য-বাণিজ্যে এখানেও তেমন ঘটে কাজের দ্বিগুণীভবন, কেননা অর্থ-সঞ্চলনের সঙ্গে সংযুক্ত কারিগরি ক্রিয়াকাণ্ডগুলি অবশ্যই সম্পাদিত হবে পণ্য-দ্রব্যাদির ব্যাপারি ও উৎপাদনকারীদের নিজেদের দ্বারাই।

বিংশ অধ্যায়

বণিকের মূলধন সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্য

যে বিশেষ রূপে বাণিজ্যিক ও অর্থ-কারবারি মূলধনসমূহ অর্থ সঞ্চয়ন করে, তা পরবর্তী বিভাগে আলোচনা করা হবে।

এর আগে যা গিয়েছে, তা থেকে এটা স্বতঃস্পষ্ট যে বণিকের মূলধনকে, তা সে বাণিজ্যিক মূলধনের আকারেই হোক বা অর্থ-কারবারি মূলধনের আকারেই হোক, শিল্প-মূলধনের বিশেষ একটি রকম বলে গণ্য করা হবে এক অসম্ভব ব্যাপার, যেমন খনি, কৃষি, গো-পালন, ম্যানুফ্যাকচার, পরিবহণ ইত্যাদি যেগুলি হচ্ছে সামাজিক শ্রম-বিভাগের দ্বারা ঘটিত শিল্প-মূলধনের পার্শ্ব-শাখা, অতএব বিনিয়োগের বিভিন্ন ক্ষেত্র। এই যে সরল পর্যবেক্ষণ যে, তার পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ার সঞ্চলন-পর্যায়ে প্রত্যেকটি শিল্প-মূলধন সম্পাদন করে পণ্য-মূলধন হিসাবে এবং অর্থ-মূলধন হিসাবে ঠিক সেই কাজগুলি যেগুলি দেখা দেয় বণিকের মূলধনের দুটি একান্ত রূপ বলে, এটাই এই ধরনের একটি স্থূল ধারণাকে বাতিল করে দেওয়া উচিত। অন্য দিকে, বাণিজ্যিক ও অর্থ-কারবারি মূলধনে উৎপাদনশীল মূলধন হিসাবে শিল্প-মূলধন এবং সঞ্চলনের পরিধিতে ঐ একই মূলধনের মধ্যেকার পার্থক্যগুলি বিশেষীকৃত হয় এই ঘটনাটির মাধ্যমে যে, মূলধন তৎ-মুহূর্তের জন্য যে যে নির্দিষ্ট রূপ ও কার্য ধারণ করে, সেগুলি প্রতিভাত হয় মূলধনের একটি আলাদা অংশের স্বতন্ত্র রূপ ও কার্য হিসাবে এবং তার সঙ্গে একান্ত ভাবে বদ্ধ হিসাবে। শিল্প-মূলধনের পরিবর্তিতরূপ এবং শিল্পের বিভিন্ন শাখায় প্রযুক্ত উৎপাদনশীল মূলধনসমূহের মধ্যেকার বস্তুগত পার্থক্যগুলি, যেগুলি উদ্ভূত হয় এই সব শাখার প্রকৃতি থেকে, এই দুয়ের মধ্যে আসমান-জমিন ব্যবধান।

যে স্থূলতা সহকারে সাধারণ ভাবে অর্থনীতিবিদ্‌ রূপগত পার্থক্যগুলিকে বিবেচনা করেন, যেগুলি আসলে তাঁকে সম্পৃক্ত করে কেবল তাদের বাস্তব দিক থেকে, তা ছাড়াও, হাতুড়ে অর্থনীতিকের এই ভ্রান্ত ধারণাটি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে দুটি অতিরিক্ত কারণে। প্রথমতঃ, সওদাগরি মুনাফার স্ববিশেষ প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে তাঁর অক্ষমতা; এবং দ্বিতীয়তঃ, স্বয়ং উৎপাদন-প্রক্রিয়া থেকে আবশ্যিক ভাবে উদ্ভূত রূপ হিসাবে পণ্য-মূলধন ও অর্থ-মূলধনকে এবং পরে বাণিজ্যিক মূলধন ও অর্থ-কারবারি মূলধনকে প্রতিপন্ন করার জন্য তাঁর সবিনয় প্রচেষ্টা, যখন আসলে সেগুলি হচ্ছে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির সুনির্দিষ্ট রূপটি থেকে উদ্ভূত, যা সর্বোপরি, ধরে নেয় তার ভিত্তি হিসাবে আগে থেকেই পণ্য-সঞ্চলন এবং, অতএব, অর্থের প্রচলন।

যদি বাণিজ্যিক মূলধন এবং অর্থ-কারবারি মূলধন শস্য-উৎপাদন থেকে তার চেয়ে বেশি ভিন্ন না হয়, যতটা তা ভিন্ন গো-পালন ও ম্যানুফ্যাকচার থেকে, তা হলে এটা দিনের মত পরিষ্কার যে উৎপাদন এবং ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ষোল আনা অভিন্ন. এবং, অন্যান্য জিনিসের মধ্যে, একটি সমাজের সদস্যদের মধ্যে সামাজিক উৎপন্ন-সম্ভারের বিলি-বণ্টন. তা উৎপাদনশীল বা ব্যক্তিগত পরিভোগ—যার জন্যই হোক না কেন. অবশ্যই পরিচালিত হতে হবে বণিক ও ব্যাংকারদের দ্বারা. ঠিক যেমন মাংসের পরিভোগ গো-পালনের দ্বারা এবং বস্ত্রাদির পরিভোগ সেগুলির ম্যানুফ্যাকচারের দ্বারা।[১]

স্মিথ, রিকার্ডো প্রমুখের মত মহান অর্থনীতিকেরা সওদাগরি মূলধন একটি বিশেষ প্রকারের মূলধন হওয়ায় বিচলিত, কেননা তাঁরা বিবেচনা করেন মূলধনের মৌল রূপটিকে শিল্প মূলধন মূলধনকে, এবং সঞ্চলন মূলধনকে (পণ্য-মূলধন ও অর্থ-মূলধনকে) একমাত্র এই কারণে যে প্রত্যেক মূলধনের পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়াতেই এটা একটি পর্যায়। এই কারণে তাঁরা বণিকের মূলধনকে সমগ্র ভাবে সরিয়ে রাখেন এক পাশে, এবং একে উল্লেখ করেন কেবল এক ধরনের শিল্প-মূলধন বলে।

---

১. ঋষি রুশার [*Die Grundlagen der Nationalokonomie*, 3. Auflage, 1858, & 60, *S.* 103—*Ed.*] নক্সা করেছেন যে, যেহেতু কিছু লোক বাণিজ্যকে অভিহিত করেছেন উৎপাদনকারীদের এবং পরিভোগকারীদের মধ্যে **সালিশি** হিসাবে, সেই হেতু "কেউ" একই ভাবে স্বয়ং উৎপাদনকে অভিহিত করতে পারেন পরিভোগের **সালিশি** হিসাবে (কাদের মধ্যে), এবং এটা অবশ্যই নির্দেশ করে যে বণিকের মূলধন কৃষি ও শিল্প মূলধনের মত সমান ভাবে উৎপাদনশীল মূলধনের একটি অংশ। ভাষান্তরে, যেহেতু আমি বলতে পারি যে মানুষ তার পরিভোগের সালিশি করতে পারে কেবল উৎপাদনের মাধ্যমে (এবং এটা তাকে করতে হবে লাইপজিগে শিক্ষা-গ্রহণ ছাড়াই), কিংবা শ্রম আবশ্যক হয় প্রকৃতির উৎপন্ন-সমূহকে আত্মকৃত করার জন্য (যাকে বলা যেতে পারে **সালিশি**), এটা অনুসরণ করে যে, উৎপাদনের বিশেষ একটি সামাজিক রূপ থেকে **উদ্ভূত** সামাজিক **সালিশি—কেননা** সালিশি —ধারণ করে আবশ্যিকতার একই অনাপেক্ষিক চরিত্র, একই মর্যাদা। **সালিশি** কথাটা মীমাংসা করে দেয় সব কিছু। প্রসঙ্গতঃ বণিকেরা উৎপাদনকারীদের এবং পরিভোগকারীদের (উৎপাদনকারীদের থেকে স্বতন্ত্র পরিভোগকারীদের, অর্থাৎ যারা উৎপাদন করে না, তাদের আপাততঃ বাদ দেওয়া হচ্ছে) মধ্যে **সালিশ** নয়, তারা সালিশ এই উৎপাদনকারীদের নিজেদের মধ্যে উৎপন্ন-বিনিময়ের ব্যাপারে। একটি বিনিময়ে তারা হল মধ্যবর্তী, যে-বিনিময় হাজার হাজার ক্ষেত্রে চলে তাদের ছাড়াই। যেখানেই তাঁরা করেন এর একটি বিশেষ বিশ্লেষণ, যেমন রিকার্ডো করেন বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কে তাঁর আলোচনায়, তাঁরা দেখাতে চান যে, এ সৃষ্টি করে না কোনো মূল্য (এবং কাজে কাজেই কোনো উদ্বৃত্ত-মূল্য)। কিন্তু বৈদেশিক বাণিজ্যের বেলায় যা সত্য, দেশের ভিতরে বাণিজ্যের বেলাতেও তা সত্য।

এ তাবৎ আমরা কেবল ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির দিক থেকে এবং তার চৌহদ্দির মধ্যে বণিকের মূলধন নিয়ে আলোচনা করেছি। যাই হোক, একা বাণিজ্যই নয়, পরন্তু বণিকের মূলধনও, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির চেয়ে পুরনো, বস্তুতঃ পক্ষে, ঐতিহাসিক দিক থেকে, মূলধনের অস্তিত্বের সব চেয়ে পুরনো স্বাধীন অবস্থা।

যেহেতু আমরা আগেই দেখেছি যে অর্থ-কারবার এবং তার জন্য অগ্রিম-দত্ত মূলধন তাদের বিকাশের জন্য পাইকারি বাণিজ্যের এবং, অধিকন্তু বাণিজ্যিক মূলধনের অস্তিত্বের, চেয়ে বেশি কিছু দাবি করে না, সেই হেতু কেবল শেষোক্তটিকে নিয়েই আমরা এখানে ব্যাপৃত থাকব।

যেহেতু বণিকের মূলধনকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে সঞ্চলনের পরিধির মধ্যে, এবং যেহেতু তার কাজ হচ্ছে একান্ত ভাবে পণ্য-বিনিময়ে সাহায্য যোগানো, সেই হেতু তা তার অস্তিত্বের জন্য আর কোনো শর্ত দাবি করে না—প্রত্যক্ষ পণ্য-বিনিময় থেকে উদ্ভূত অনুন্নত রূপগুলি ছাড়া—পণ্য ও অর্থের সরল সঞ্চলনের জন্য আবশ্যক শর্তগুলির বাইরে। অথবা বরং শেষোক্তটিই হচ্ছে **তার** অস্তিত্বের শর্ত। যে সমস্ত উৎপন্নকে পণ্য হিসাবে নিক্ষেপ করা হয় সঞ্চলনে, সেই উৎপন্নগুলি কোন্ ভিত্তিতে উৎপাদিত হয়, তাতে কিছু এসে যায় না—সেই ভিত্তিটা আদিম সমাজের হোক, গোলামি উৎপাদনের হোক, ক্ষুদ্র কৃষক ও পেটি বুর্জোয়াদের হোক, কিংবা ধনতান্ত্রিক হোক, উৎপন্নসমূহের পণ্য-চরিত্র তাতে বদলায় না এবং পণ্য-হিসাবে সেগুলি অবশ্যই যাবে বিনিময় এবং তার আনুষঙ্গিক রূপ-পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। যে চরমগুলির মধ্যে বণিকের মূলধন কাজ করে, মধ্যবর্তী হিসাবে, সেগুলি তার জন্য থাকে নির্দিষ্ট হিসাবে, ঠিক যেমন সেগুলি নির্দিষ্ট থাকে অর্থ এবং তার গতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে। একমাত্র যেটা আবশ্যক জিনিস সেটা এই যে, এই চরমগুলি হাতে থাকতে হবে পণ্য হিসাবে—উৎপাদন সমগ্র ভাবে পণ্য-উৎপাদন কিনা, কিংবা কেবল স্বাধীন উৎপাদনকারীদের প্রত্যক্ষ প্রয়োজনগুলি তাদের নিজেদের উৎপাদনের দ্বারা পরিতৃপ্ত হবার পরে কেবল উদ্বৃত্তটাই বাজারে নিক্ষিপ্ত হয় কিনা, তা নির্বিশেষে। বণিকের মূলধন উদ্বুদ্ধ করে কেবল এই চরমগুলির, এই পণ্যসমূহের, গতিক্রিয়া, যা হচ্ছে তার অস্তিত্বের পূর্বশর্ত।

যে মাত্রায় উৎপন্নসমূহ বাণিজ্যে প্রবেশ করে এবং বণিকদের হাতের মধ্য দিয়ে যা, তা নির্ভর করে উৎপাদন-পদ্ধতির উপরে, এবং তার সর্বোচ্চ মাত্রায় উপনীত হয় ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের পরম বিকাশে, যেখানে উৎপন্ন বিক্রি হয় একমাত্র পণ্য হিসাবে —জীবনধারণের প্রত্যক্ষ উপায় হিসাবে নয়।

অন্য দিকে, উৎপাদনের প্রত্যেকটি পদ্ধতির ভিত্তিতে, বাণিজ্য প্রশস্ত করে দেয় বিনিময়ের জন্য নির্দিষ্ট উদ্বৃত্ত-উৎপন্নসমূহের উৎপাদন—উৎপাদনকারীদের (এখানে বোঝানো হচ্ছে, উৎপন্ন-মালিকদের) ভোগ্য সামগ্রী বা ধন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে। অতএব বাণিজ্য উৎপাদনকে দান করে এমন একটি চরিত্র, যা ক্রমেই আরো বেশি করে ঝুঁকে পড়ে বিনিময়-মূল্যের দিকে।

পণ্যসমূহের রূপাবর্তন, তাদের গতিবিধি, গঠিত হয় (১) বস্তুগত ভাবে, বিভিন্ন পণ্যের একে অপরের সঙ্গে বিনিময়ের দ্বারা এবং (২) রূপগত ভাবে, বিক্রয়ের মাধ্যমে পণ্যসমূহের অর্থে, এবং ক্রয়ের মাধ্যমে অর্থের পণ্যসমূহে রূপান্তরের দ্বারা। এবং বণিকের মূলধন নিজেকে পর্যবসিত করে ঠিক এই পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের কাজে। সুতরাং তা কেবল পণ্য-বিনিময়ে প্রণোদনা যোগায়; তবু এই বিনিময়কে শুরুতে প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারীদের মধ্যে নিছক বিনিময় হিসাবে ধারণা করা ঠিক হবে না। দাসতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র এবং 'ভ্যাসাল'-তন্ত্রের অধীনে (আদিম জনগোষ্ঠীগুলির বেলায়), দাস-মালিক, সামন্ত প্রভু, কর-সংগ্রাহক রাষ্ট্রই হল উৎপন্নসমূহের মালিক এবং সর্বোত্তম বিক্রেতা। বণিক ক্রয় করে এবং বিক্রয় করে অনেকের হয়ে। ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেন্দ্রীভূত হয় তার হাতে এবং সেই হেতু ক্রেতার (বণিকের) প্রত্যক্ষ প্রয়োজন-গুলির সঙ্গে সেগুলি আর বাঁধা থাকে না।

কিন্তু যাদের পণ্য বিনিময়ে বণিক সহায়তা করে, সেই উৎপাদন-ক্ষেত্রগুলির সামাজিক সংগঠন যাই হোক না কেন, তার ধন সর্বদাই থাকে অর্থের আকারে, এবং তার অর্থ সর্বদাই কাজ করে, মূলধন হিসাবে। এর রূপ সর্বদাই থাকে **অ—প—অ´**। অর্থ, বিনিময় মূল্যের স্বাধীন রূপ, হচ্ছে সূচনা-বিন্দু এবং বিনিময়-মূল্যের বৃদ্ধি নিজেই হচ্ছে একটি লক্ষ্য-বিন্দু। স্বয়ং পণ্য-বিনিময় এবং তার সংঘটক ক্রিয়াকাণ্ড সমূহ—উৎপাদন থেকে বিচ্ছিন্ন এবং অনুৎপাদকদের দ্বারা সম্পাদিত—হচ্ছে কেবল ধন হিসাবে ধনবৃদ্ধির একটি উপায় নয়—তার সবচেয়ে বিশ্বজনীন সামাজিক রূপে, বিনিময়-মূল্য রূপে, ধন বৃদ্ধির উপায় হিসাবে। বাধ্যতামূলক কারিকা শক্তি এবং নিয়ামক লক্ষ্য হচ্ছে অ-এর রূপান্তর **অ+△অ**-তে। **অ—প** এবং **প—অ´** ক্রিয়াকাণ্ডগুলি, যেগুলি সংঘটিত করে **অ—অ´**, সেগুলি দেখা দেয় কেবল অতিক্রান্তির পর্যায় হিসাবে —**অ+অ´**-তে অ-এর এই রূপান্তরে। এই **অ—প—অ´**, বণিকের মূলধনের এই বৈশিষ্ট্যসূচক গতিক্রিয়া, তাকে আলাদা করে **প—অ—প** থেকে, সরাসরি উৎপাদন-কারীদের মধ্যে বাণিজ্য থেকে, যার শেষ লক্ষ্য হচ্ছে ব্যবহার মূল্য-সমূহের বিনিময়।

উৎপাদন যত কম বিকশিত হয়, অর্থের আকারে তত বেশি ধন সংকেন্দ্রীভূত হয় বণিকদের হাতে, কিংবা আবির্ভূত হয় বণিকদের ধনের নির্দিষ্ট রূপে।

ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির অভ্যন্তরে—অর্থাৎ যখনি মূলধন তার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেছে উৎপাদনের উপরে এবং তাকে দান করেছে একটি সমগ্র ভাবে পরিবর্তিত ও সুনির্দিষ্ট রূপ— তখনি বণিকের মূলধন প্রতিভাত হয় কেবল এমন একটি মূলধন হিসাবে, যার আছে একটি **নির্দিষ্ট** কাজ। সমস্ত পূর্ববর্তী উৎপাদন পদ্ধতিতে, এবং আরো বেশি করে, যেখানেই উৎপাদন উৎপাদনকারীর প্রত্যক্ষ প্রয়োজন-পূরণে কাজে লাগে, সেখানেই বণিকের মূলধন উৎকর্ষ সহকারে সম্পাদন করে মূলধনের কাজ।

সুতরাং এটা বুঝতে এতটুকুও সমস্যা হয় না যে উৎপাদনের উপরে মূলধন তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার অনেক আগে কেন বণিকের মূলধন দেখা দেয় মূলধনের

ঐতিহাসিক রূপ হিসাবে। তার অস্তিত্ব এবং একটা মাত্রা অবধি বিকাশ নিজেরাই হল ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের বিকাশের পূর্বশর্ত—(১) অর্থ-রূপ ধনের সংকেন্দ্রীভবনের পূর্বশর্ত হিসাবে এবং (২) কারণ ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতি ধরে নেয় বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে উৎপাদনের, বৃহদায়তনে বিক্রয়ের—এবং তা কোনো একক খরিদ্দারের কাছে নয়, এবং অতএব বণিকেরও, আগে থেকেই অস্তিত্ব, যে-বণিক তার নিজের অভাব মেটাবার জন্য ক্রয় করে না, পরন্তু তার ক্রয়ের মধ্যে সংকেন্দ্রীভূত করে অনেক ক্রেতার ক্রয়সমূহকে। পক্ষান্তরে, বণিকের মূলধনের তাবৎ বিকাশ উৎপাদনকে দিতে চায় বেশি বেশি করে বিনিময়-মূল্যের জন্য উৎপাদনের চরিত্র এবং উৎপন্ন-সমূহকে বেশি বেশি করে পরিণত করতে চায় পণ্যে। তবু তার বিকাশ, যা আমরা অচিরেই দেখতে পাব, এক উৎপাদন-পদ্ধতি থেকে আরেক উৎপাদন-পদ্ধতিতে অতিক্রান্তিকে, না পারে সাহায্য করতে, না পারে ব্যাখ্যা করতে।

ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির মধ্যে বণিকের মূলধন তার আগেকার স্বাধীন অবস্থান থেকে পর্যবসিত হয় মূলধনের বিনিয়োগে একটি বিশেষ পর্যায়ে, এবং, মুনাফার সমীভবন মুনাফার হারকে পর্যবসিত করে সাধারণ গড়ে। তা কাজ করে উৎপাদনশীল মূলধনের কেবল একটি এজেন্ট হিসাবে। বণিকের মূলধনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যে বিশেষ সামাজিক অবস্থাবলী আকার গ্রহণ করে, সেগুলি আর সার্বভৌম থাকে না। উল্টো, যেখানেই বণিকের মূলধন আধিপত্য করে, সেখানেই আমরা দেখতে পাই পশ্চাদপদতা, এটা এমনকি একই অভিন্ন দেশের পক্ষেও সত্য, যেখানে, দৃষ্টান্ত স্বরূপ, নির্দিষ্টভাবে সওদাগরি শহরগুলি শিল্প-শহরগুলির তুলনায় অনেক বেশি জাজ্বল্যমান সাদৃশ্য প্রদর্শন করে অতীতের অবস্থাগুলির সঙ্গে।[১]

বণিক-মূলধনের স্বাধীন ও আধিপত্যশীল অগ্রগতি মূলধনের কাছে, অতএব একটি আগন্তুক সামাজিক উৎপাদন-পদ্ধতির ভিত্তিতে বিকাশমান মূলধনের কাছে—যা নিজেও তার থেকে স্বাধীন, তার কাছে—বশ্যতাহীনতার অনুরূপ। অতএব, বণিকের

১. হের ডবল্যু কাইজেলব্যাক (তাঁর *Der Gang des Welthandels im Mittelalter*, 1860 (বস্তুতঃ পক্ষে এখনো এমন এক জগতের ধ্যান-ধারণায় আচ্ছাদিত, যেখানে বণিকের মূলধনই মূলধনের সাধারণ রূপ। মূলধনের আধুনিক মানে সম্পর্কে মমসেন-এর তুলনায় তার এতটুকুও বেশি ধারণা নেই, যখন তিনি তাঁর রোমের ইতিহাসে "মূলধন"-এর কথা এবং মূলধনের শাসনের কথা বলেন। আধুনিক ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে, প্রকৃত বাণিজ্যিক 'এস্টেট' এবং সওদাগরি শহরগুলি রাজনৈতিক ভাবেও প্রতিক্রিয়াশীল এবং শিল্প-মূলধনের বিরুদ্ধে জমি ও অর্থ স্বত্বের স্বার্থের সঙ্গে জোটবদ্ধ। দৃষ্টান্ত হিসাবে তুলনা করুন ম্যাঞ্চেস্টার এবং বার্মিংহামের রাজনৈতিক ভূমিকার সঙ্গে লিভারপুলের রাজনৈতিক ভূমিকা, শস্য-কর ইত্যাদির আগে পর্যন্ত ইংরেজ বণিক-মূলধন এবং অর্থলগ্নি স্বার্থ শিল্প মূলধনের সম্পূর্ণ শাসনের কাছে নতি স্বীকার করেনি।

মূলধনের স্বাধীন বিকাশ সমাজের সাধারণ অর্থনৈতিক বিকাশের সঙ্গে বিপরীত সম্পর্কে সম্পর্কিত।

মূলধনের অধিপ্রধান রূপ হিসাবে স্বাধীন সওদাগরি ধন প্রতিনিধিত্ব করে চরমসমূহ থেকে সঞ্চলন-প্রক্রিয়ার বিচ্ছেদের, এবং এই চরমেরা হল বিনিময়কারী উৎপাদকেরা নিজেরা। তারা থাকে সঞ্চলন-প্রক্রিয়া থেকে নিরপেক্ষ, ঠিক যেমন শেষোক্তটি থেকে প্রথমোক্তরা থাকে নিরপেক্ষ। উৎপন্ন-সামগ্রী হয় পণ্য-সামগ্রী বাণিজ্যের পথে। বাণিজ্যই এখানে উৎপন্নকে পরিণত করে পণ্যে; উৎপাদিত পণ্য তার গতিক্রিয়ার মাধ্যমে বাণিজ্যের উদ্ভব ঘটায় না। অতএব, মূলধন এখানে আবির্ভূত হয় প্রথমে সঞ্চলন-প্রক্রিয়াভুক্ত মূলধন হিসাবে। সঞ্চলন-প্রক্রিয়াতেই অর্থ বিকশিত হয় মূলধনে। সঞ্চলন-প্রক্রিয়াতেই উৎপন্ন-সমূহ প্রথম পরিণত হয় বিনিময়-মূল্যে, পণ্য হিসাবে এবং অর্থ হিসাবে। মূলধন গঠিত হতে পারে, এবং অবশ্যই গঠিত হবে সঞ্চলনের প্রক্রিয়ায়, তার চরমগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখার আগে—চরমগুলিকে, মানে উৎপাদনের বিবিধ ক্ষেত্র যাদের মধ্যে সঞ্চলন মধ্যস্থতা করে। অর্থ এবং পণ্য মধ্যস্থতা করতে পারে ব্যাপক ভাবে ভিন্ন সংগঠনের উৎপাদন-ক্ষেত্র সমূহের মধ্যে, যে সংগঠনের অভ্যন্তরীণ কাঠামো এখনো প্রধানতঃ অভিযোজিত ব্যবহার-মূল্যের উৎপাদন-পরিমাণের সঙ্গে সঞ্চলন-প্রক্রিয়ার এই বিশেষীকরণ, যার মধ্যে উৎপাদনের ক্ষেত্রগুলি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত তৃতীয় একটির মাধ্যমে, ধারণ করে দ্বিবিধ তাৎপর্য। এক দিকে, সঞ্চলন এখনো উৎপাদনের উপরে কায়েম করেনি তার কব্জা, কিন্তু তার সঙ্গে সম্পর্কিত যেমন একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের সঙ্গে। অন্য দিকে, উৎপাদন-প্রক্রিয়া এখনো সঞ্চলনকে আত্মীকৃত করেনি উৎপাদনের নিছক একটি পর্যায় হিসাবে। যাই হোক, দুটিই হচ্ছে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনে যা ঘটে তাই। উৎপাদন-প্রক্রিয়া দাঁড়িয়ে থাকে সম্পূর্ণ ভাবে সঞ্চলনের উপরে, এবং সঞ্চলন হয় উৎপাদনের কেবল একটি অতিক্রান্তিকালীন পর্যায়, যার মধ্যে পণ্য হিসাবে সৃষ্ট একটি পণ্য উপলব্ধ হয় এবং তার উৎপাদনের উপাদানগুলি, অনুরূপ ভাবে পণ্য হিসাবে সৃষ্ট, প্রতিস্থাপিত হয়। মূলধনের সেই রূপটি—বণিকের মূলধন—যা বিকশিত হয়েছিল প্রত্যক্ষ ভাবে সঞ্চলন থেকে—এখানে দেখা দেয় মূলধনের কেবল একটি রূপ হিসাবে যা ঘটে তার পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ায়।

এই যে নিয়মটি যে, বণিকের মূলধনের স্বাধীন বিকাশ ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের বিকাশের মাত্রার সঙ্গে বিপরীত ভাবে আনুপাতিক, এটি বিশেষ ভাবে প্রকট পরিবহণ বাণিজ্যের ইতিহাসে, যেমন ভেনিস, জেনোয়া, হল্যাণ্ড ইত্যাদির অধিবাসীদের মধ্যে, যেখানে প্রধান লাভগুলি অর্জিত হ'ত স্বদেশের উৎপন্ন দ্রব্যাদি রপ্তানি করে নয়, অর্জিত হ'ত বাণিজ্যিক ও অন্যথা অর্থনৈতিক ভাবে অবিকশিত দেশগুলির উৎপন্ন দ্রব্যাদির বিনিময় সংগঠিত করে এবং উৎপাদনকারী দুটি দেশকেই শোষণ করে।[১] এখানে

. বাণিজ্যকারী নগরগুলির অধিবাসীরা, সমৃদ্ধ দেশগুলি থেকে উৎকৃষ্ট ম্যানুফ্যাকচারসমূহ এবং ব্যয়বহুল বিলাস-দ্রব্যাদি আমদানি করে বৃহৎ বৃহৎ স্বত্বাধিকারীদের

বণিকের মূলধন তার বিশুদ্ধ রূপে—যে-উৎপাদন-ক্ষেত্রগুলির মধ্যে তা মধ্যস্থতা করে, সেগুলি থেকে, চরমসমূহ থেকে বিচ্ছিন্ন রূপে। এটাই হ'ল তার বিকাশের প্রধান উৎস। কিন্তু পরিবহণ বাণিজ্যে এই একচেটিয়া অধিকার ভাঙন ধরে, এবং তার সঙ্গে ভাঙন ধরে এই বাণিজ্যে—যে জনসমষ্টিগুলিকে তার গতিপথের দুই প্রান্তে তা শোষণ করে এবং যাদের বিকাশের অভাবই ছিল তার অস্তিত্বের ভিত্তি, সেই সব জনসমষ্টির অর্থ-নৈতিক বিকাশের সঙ্গে আনুপাতিক ভাবে। পরিবহণ-ব্যবসার ক্ষেত্রে এটা দেখা দেয় কেবল বাণিজ্যের একটি বিশেষ শাখার অবক্ষয় হিসাবে নয়, সেই সঙ্গে বিশুদ্ধ সওদাগরি জাতিগুলির আধিপত্যের এবং সাধারণ ভাবে তাদের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির অবক্ষয় হিসাবেও যা নির্ভর করত এই পরিবহণ ব্যবসার উপরে। এটা কেবল একটি বিশেষ রূপ, যার মধ্যে প্রকাশ পায় ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-মূলধনের কাছে বণিকদের বশ্যতাস্বীকার। যেখানেই বণিক-মূলধন উৎপাদনের উপরে রাজত্ব করে, সেখানেই তার আচরণ জাজ্বল্যমান ভাবে প্রকট হয়ে ওঠে সাধারণ ভাবে ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতেই (তথাকথিত ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাতেই) নয়, পরন্তু সেই সঙ্গে খুবই নির্দিষ্ট ভাবে পুরনো ডাচ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পদ্ধতিগুলির মধ্যেও।

যেহেতু বণিকের মূলধনের গতিক্রিয়া হল **অ—প—অ´**, সেই হেতু বণিকের মুনাফা প্রথমে অর্জিত হয় সেই সব ক্রিয়ার যেগুলি ঘটে কেবল সঞ্চলন-প্রক্রিয়ার মধ্যে, অতএব ক্রয় ও বিক্রয়ের দুটি ক্রিয়ায় ; এবং দ্বিতীয়তঃ, এটা উপলব্ধ হয় শেষ ক্রিয়াটিতে, বিক্রয়ে। সুতরাং এটা হ'ল পরকীকরণের পরে মুনাফা। আপাত দৃষ্টিতেই, একটি বিশুদ্ধ ও স্বাধীন বাণিজ্যিক মুনাফা অসম্ভব বলে মনে হয় যতক্ষণ পর্যন্ত উৎপন্নসমূহ বিক্রয় হয় তাদের মূল্যে। সস্তায় কেনা এবং চড়া দামে বেচা—এটাই হল ব্যবসার নিয়ম। অতএব, তুল্যমূল্যের বিনিময় নয়। মূল্যের ধারণা এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ততটা অবধি, যতটা বিবিধ পণ্যগুলি হচ্ছে সমস্তই মূল্যে, এবং সুতরাং অর্থ। গুণ হিসাবে, সেগুলি সবই সামাজিক শ্রমের প্রকাশ। কিন্তু সেগুলি সমান আয়তনের মূল্য নয়। যে পরিমাণগত অনুপাতে উৎপন্নসমূহ বিনিমিত হয় তা গোড়ার দিকে সম্পূর্ণ খেয়াল-মাফিক যেগুলি পণ্যের রূপ ধারণ করে যেহেতু সেগুলি বিনিময়যোগ্য, অর্থাৎ একই

আত্মম্ভরিতায় কিছু রসদের যোগান দিত, যারা সেগুলিকে ক্রয় করত তাদের নিজ নিজ দেশের মামুলি দ্রব্যাদির বিশাল বিশাল পরিমাণের সঙ্গে। সেই সময়ে ইউরোপের একটি বিরাট অংশের বাণিজ্য, স্বভাবতই গঠিত হত প্রধানতঃ অধিকতর সভ্য জাতি-গুলির ম্যানুফ্যাকচার-সমূহের সঙ্গে তাদের নিজেদের মামুলি উৎপন্নের বিনিময় দিয়ে। ··· যখন এই রুচি এমন ব্যাপক হল যে বড় রকমের চাহিদা সৃষ্টি হল, তখন বণিকেরা পরিবহণের ব্যয় হ্রাস করার উদ্দেশ্যে স্বভাবতই সচেষ্ট হল ঐ ধরনের কিছু কিছু ম্যানু-ফ্যাকচার তাদের নিজেদের দেশে প্রতিষ্ঠা করতে।" (Adam Smith : [*Wealth of Nations*], Book III ch. London 1776, pp. 489, 490.)

অভিন্ন তৃতীয় একটির প্রকাশ। অব্যাহত বিনিময় এবং বিনিময়ের জন্য আরো নিয়মিত পুনরুৎপাদন এই খেয়ালিপনাকে ক্রমেই বেশি বেশি করে কমিয়ে দেয়। কিন্তু প্রথমে উৎপাদনকারী বা পরিভোগকারীর জন্য নয়, পরন্তু তাদের মধ্যস্থের জন্য, বণিকের জন্য, যে তুলনা করে অর্থ-দামগুলি এবং পকেটস্থ করে পার্থক্যটিকে। তার নিজের গতি-বিধির মাধ্যমে সে প্রতিষ্ঠা করে সমমূল্যতা।

বণিকের মূলধন হচ্ছে শুরুতে চরমসমূহের মধ্যে সেই মধ্যবর্তী গতিক্রিয়া, যাকে তা নিয়ন্ত্রণ করে না, এবং সেই ক্ষেত্রগুলির মধ্যে গতিক্রিয়া যেগুলিকে তা সৃষ্টি করে না।

ঠিক যেমন অর্থের উৎপত্তি ঘটে পণ্য-সঞ্চলনের নগ্ন রূপ থেকে, প—অ—প থেকে, কেবল মূল্যের পরিমাপ এবং সঞ্চলনের মাধ্যম হিসাবে নয়, পণ্যের, সেই সঙ্গে ধনেরও, বা মজুদেরও, অনাপেক্ষিক রূপ হিসাবে, যাতে করে অর্থ রূপে তার সংরক্ষণ ও সঞ্চয়ন হয়ে ওঠে নিজেই একটি উদ্দেশ্যবিশেষ, ঠিক তেমনি অর্থ, মজুদ, এমন কিছু হিসাবে যা নিজেকে রক্ষা ও বৃদ্ধি করে কেবল পরকীকরণের মাধ্যমে, উদ্ভূত হয় বণিকের মূলধনের নগ্ন রূপটি থেকে, অ—প—অ´ থেকে।

প্রাচীন কালের সওদাগর জাতিগুলি অবস্থান করত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যবর্তী জগৎগুলিতে এপিকিউরাস-এর দেবতাদের মত, কিংবা পোলিশ সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ইহুদীদের মত। প্রথম স্বাধীন সমৃদ্ধিশালী সওদাগরি শহরগুলির এবং বাণিজ্যজীবী জাতিগুলির ব্যবসা নিছক পরিবহণ ব্যবসা হিসাবে, দাঁড়িয়ে ছিল উৎপাদনকারী জাতিগুলির বর্বরতার উপরে, যাদের মধ্যে তারা কাজ করত মধ্যস্থ হিসাবে।

প্রাক্-ধনতান্ত্রিক যুগে বাণিজ্য আধিপত্য করত শিল্পের উপরে। আধুনিক সমাজে উলটোটাই সত্য। অবশ্য, বাণিজ্য খাটাবে একটা কম-বেশি পাল্টা ফল সেই সব সমাজের উপরে, যাদের মধ্যে তা পরিচালিত হয়। তা ক্রমেই উৎপাদনকে বেশি বেশি করে বিনিময়-মূল্যের বশীভূত করবে বিলাস ও প্রাণধারণের দ্রব্যাদিকে, সেগুলির প্রত্যক্ষ ব্যবহারের উপরে নির্ভরশীল না ক'রে বিক্রয়ের উপরে নির্ভরশীল ক'রে। এই ভাবে তা ভেঙে দেয় পুরনো সম্পর্কসমূহকে। এ কেবল উৎপাদনের উদ্বৃত্তকে অন্তর্ভুক্ত করে না, পরন্তু শেষোক্তটির মধ্যে গভীর থেকে আরো গভীরে বিস্তার লাভ করে, এবং উৎপাদনের গোটা গোটা শাখাগুলিকে এর উপরে নির্ভরশীল করে তোলে। যাই হোক, এই ভাঙনের ফল অনেকটা নির্ভর করে উৎপাদনকারী সমাজটির উপরে।

যত কাল পর্যন্ত বণিকের মূলধন অবিকশিত সমাজগুলির মধ্যে উৎপন্ন-বিনিময়ে সহায়তা করে, তত কাল পর্যন্ত বাণিজ্যিক মুনাফা কেবল দর-কষাকষিতে হারিয়েই দেয় এবং প্রতারণা করে বলেই প্রতিভাত হয় না, উপরন্তু সেগুলি থেকেই বহুলভাবে উদ্ভূত হয়। বিভিন্ন দেশের উৎপাদনের দামসমূহের মধ্যে পার্থক্যকে তা কাজে লাগায় (এবং এই ব্যাপারে তা পণ্য-সমূহের মূল্যগুলিকে সমান করে দেওয়া এবং ধার্য করে দেওয়ার দিকে কাজ করে)—এই ঘটনাটি ছাড়াও উৎপাদনের ঐ পদ্ধতিগুলি এটা সংঘটিত করে যে বণিকের মূলধন আত্মসাৎ করে উদ্বৃত্ত-উৎপন্নের একটি সুবিপুল অংশকে, অংশতঃ সেই সব সমাজের মধ্যে মধ্যস্থতা করে, যেগুলি এখনো প্রভূত

ভাবে ব্যবহার-মূল্যের জন্য উৎপাদন করে, এবং যাদের অর্থনৈতিক সংগঠনের জন্য, তাদের উৎপন্নের সঙ্কলনে প্রবেশকারী অংশটির বিক্রয়ের জন্য, কিংবা, যা একই কথা, উৎপন্নসমূহের বিক্রয় তাদের মূল্যে, হচ্ছে গৌণ গুরুত্বসম্পন্ন ব্যাপার ; এবং অংশতঃ, কারণ আগেকার উৎপাদন-পদ্ধতিসমূহের অধীনে উদ্বৃত্ত-উৎপন্নের মালিকেরা, যাদের সঙ্গে বণিক কারবার করত, যথা, গোলাম-মালিক, সামন্ত প্রভু, এবং রাষ্ট্র (দৃষ্টান্ত হিসাবে, প্রাচ্যের স্বৈর-শাসক), তারা প্রতিনিধিত্ব করে ধনও বিলাসের পরিভোগ, যা বণিকেরা করায়ত্ত করতে চায়, যে জিনিসটা অ্যাডাম স্মিথ সঠিক ভাবেই অনুমান করেছিলেন সামন্ততান্ত্রিক আমল সম্পর্কে তাঁর পূর্বোধৃত অনুচ্ছেদটিতে। বণিকের মূলধন যেখানেই থাকে আধিপত্যের অবস্থানে, সেখানেই সে বিরাজ করে একটি লুণ্ঠন-ব্যবস্থা হিসাবে,[১] যার দরুন পুরনো ও নোতুন কালের সওদাগরি জাতিসমূহের মধ্যে তার বিকাশ সর্বদাই প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত লুণ্ঠন, দস্যুবৃত্তি, ক্রীতদাস-অপহরণ এবং ঔপনিবেশিক বিজয়ের সঙ্গে ; যেমন কার্থেজ ও রোমে, এবং পরবর্তী কালে ভেনেশীয়, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ ইত্যাদিদের মধ্যে।

১. "এখন বণিকদের মধ্যে প্রচুর অভিযোগ 'নোব্‌ল' বা দস্যুদের সম্পর্কে, কেননা তাদের ব্যবসা করতে হয় বিরাট বিপদের মধ্যে এবং ঝুঁকির মুখে—পাছে অপহৃত, প্রহৃত, প্রতারিত ও লুণ্ঠিত হতে হয়। যদি তারা ন্যায়ের স্বার্থে এই সব জিনিস সহ্য করে, তা হলে বণিকেরা ঋষি-পুরুষ। কিন্তু যেহেতু এই ধরনের বিরাট অন্যায় এবং অখ্রীস্টানসুলভ চৌর্যবৃত্তি ও লুঠেরাবৃত্তি সারা জগৎ জুড়েই এবং নিজেদের মধ্যেও বণিকেরা নিজেরাই করে থাকে, সেই হেতু এটা কি কোনো আশ্চর্যের ব্যাপার যে ভগবান বিধান দেবেন যে এমন বিরাট অন্যায়ের সাহায্য অর্জিত ধন আবার হারিয়ে যাবে বা চুরি হবে, এবং তাদের নিজেদের মাথায়ই বাড়ি পড়বে বা তারা নিজেরাই কারারুদ্ধ হবে? এবং রাজাদের উচিত এই অন্যায় দরদস্তুরকে কঠোর হস্তে শাস্তি দেওয়া এবং এমন ব্যবস্থা করা যাতে তাদের প্রজারা বণিকদের এই জুলুমবাজির শিকার না হয়। যেহেতু তারা এ কাজে ব্যর্থ হয়, সেই জন্যই ভগবান নাইট এবং লুঠেরাদের নিয়োগ করেন তাদের কৃত-কর্মের জন্য শাস্তি দিতে, তাদের ব্যবহার করেন তাঁর শয়তান হিসাবে, যেমন তিনি মিশরকে এবং গোটা জগৎকে যাতনা দেন শয়তানদের মাধ্যমে, বা বিনাশ করেন শত্রুদের মাধ্যমে। এই ভাবে তিনি একজনকে লাগান আরেক জনের বিরুদ্ধে ; তাতে অবশ্য তিনি এটা বোঝান না যে নাইটরা বণিকদের চেয়ে কম লুঠেরা, যদিও বণিকেরা লুঠ করে সারা বছর ধরে আর নাইটরা করে দু-এক বছরে দু-একবার করে।" "ইসাইয়ার কথা শোনো : তোমার রাজারা হয়েছে লুঠেরাদের সঙ্গী। কারণ তারা চোরদের ফাঁসি দেয় এক মোহর বা আধ-মোহর চুরি করার জন্য, অথচ তারা তাদের সঙ্গে মেশে যারা গোটা জগৎকে লুণ্ঠন করে এবং বাকিদের চেয়ে ঢের বেশি প্রত্যয়সহকারে চুরি করে ; এই জন্যই প্রবাদ আছে : বড় চোরেরা ছোট চোরদের ফাঁসি দেয় ; এবং যে কথা রোমের সিনেটর ক্যাটো বলেছিলেন : ক্ষুদে

বাণিজ্য এবং বণিক-মূলধনের বিকাশ সর্বত্রই বিনিময়-মূল্য উৎপাদনের দিকে প্রবণতা সৃষ্টি করে, তার আয়তন বৃদ্ধি করে, তাকে বহুগুণিত করে, তাকে বিশ্বজনীন করে, এবং অর্থকে বিশ্ব অর্থে পরিণত করে। অতএব বাণিজ্য সর্বত্রই উৎপাদনী সংগঠনের উপরে খাট'য় একটি ভাঙনমুখী প্রভাব, যে সংগঠনটিকে তা হাতের কাছে পায় এবং যার বিবিধ রূপগুলি প্রধানতঃ পরিচালিত হয় ব্যবহার-মূল্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যে। কোন্ মাত্রা অবধি তা পুরনো উৎপাদন-পদ্ধতিতে ভাঙন ধরাবে, তা নির্ভর করে তার কাঠিন্য ও আভ্যন্তরীণ কাঠামোর উপরে। এবং এই ভাঙনের প্রক্রিয়া কোন্ দিকে চালিত করবে, অন্য কথায়, কোন্ নোতুন উৎপাদন-পদ্ধতি পুরনোটিকে প্রতিস্থাপন করবে, তা বাণিজ্যের উপরে নির্ভর করে না, নির্ভর করে স্বয়ং পুরনো উৎপাদন-পদ্ধতিটিরই উপরে। প্রাচীন জগতে বাণিজ্যের প্রভাব এবং বণিক-মূলধনের বিকাশ সর্বদাই পরিণতি লাভ করত ক্রীতদাস-অর্থনীতিতে; সূচনা বিন্দু অনুযায়ী, জীবন-ধারণের প্রত্যক্ষ প্রয়োজনসমূহ উৎপাদনে নিযুক্ত পিতৃতান্ত্রিক ক্রীতদাস-ব্যবস্থা থেকে উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনে নিযুক্ত ব্যবস্থায় রূপান্তরণে। যাই হোক, আধুনিক জগতে, এর পরিণতি ঘটে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতিতে। এ থেকে অনুসরণ করে যে, এই ফলগুলি উৎসারিত হয় বণিক-মূলধনের বিকাশের অবস্থাবলীর চেয়ে ভিন্নতর অবস্থাবলী থেকে।

এটা স্বাভাবিক যে, নিয়মিত শহুরে শিল্প যখনি কৃষি-শিল্প থেকে আলাদা হয়ে যায়, তখনি তার উৎপন্নসমূহ একেবারে শুরু থেকেই হয় পণ্যসম্ভার এবং অতএব, নিজেদের বিক্রয়ের জন্য দাবি করে বাণিজ্যের মধ্যস্থতা। শহরের বিকাশের দিকে বাণিজ্যের প্রবণতা, এবং, অন্য দিকে, বাণিজ্যের উপরে শহরের নির্ভরতা, এত দূর অবধি স্বাভাবিক। কিন্তু কত দূর পর্যন্ত শিল্প-বিকাশ এই বিকাশের সঙ্গে হাতে হাত রেখে অগ্রসর হবে, তা নির্ভর করে সম্পূর্ণ ভিন্নতর অবস্থাবলীর উপরে। প্রাচীন রোম, তার পরবর্তী প্রজাতান্ত্রিক আমলে, কারুশিল্পের বিকাশে আদৌ কোনো অগ্রগতি না ঘটিয়েই, বণিক-মূলধনের বিকাশ ঘটিয়ে ছিল এমন এক মাত্রায় যা প্রাচীন জগতে আর কখনো হয় নি; অন্য দিকে ইউরোপে কোরিন্থ এবং অন্যান্য গ্রীসীয় শহরগুলিতে এবং এশিয়া মাইনরে বাণিজ্যের সহগামী হয়েছিল অতি উচ্চ মাত্রায় বিকশিত কারুশিল্প। পক্ষান্তরে, ও তার আনুষঙ্গিক অবস্থাবলী বৃদ্ধিলাভের ঠিক বিপরীত ভাবে, বসতিহীন যাযাবর গোষ্ঠীগুলির মধ্যে প্রায়শই আত্মপ্রকাশ করে বাণিজ্যিক প্রবণতা ও বণিক-মূলধনের বিকাশ।

চোরেরা শোয় জেলখানায় আর ভাণ্ডাবেরিতে, কিন্তু বড় চোরেরা সাজে সোনায় ও রেশমে। কিন্তু ভগবান সর্বশেষে কী বলবেন? এজেকিয়েল-এর প্রতি যা করেছিলেন, তাই তিনি করবেন: তিনি রাজাও বণিকদের একসঙ্গে, এক চোরকে আরেক চোরের সঙ্গে মেশাবেন সীসা আর লোহার মত, যেমন যখন একটা শহর পুড়ে ছাই হয় রক্ষা পায় না কেউই—না রাজা, না বণিক।" (Martin Luther *Von Kaufshandlung und Wucher*, 1524, *S*. 296-97).

সন্দেহ নেই—এবং ঠিক এই ঘটনাটাই, যেটা চালিয়ে নিয়ে গিয়েছে পুরোপুরি ভ্রান্ত বিবিধ ধারণায়—যে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে, বাণিজ্য-ক্ষেত্রে যে বিরাট বিপ্লবগুলি ঘটেছিল ভৌগোলিক আবিষ্কার সমূহের সঙ্গে সঙ্গে এবং ত্বরান্বিত করেছিল বণিক-মূলধনের বিকাশ, সেগুলি গঠন করে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতি থেকে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতিতে অতিক্রমণ সুগম করার পথে অন্যতম প্রধান উপাদান। বিশ্ব-বাজারের আকস্মিক সম্প্রসারণ, সঙ্কলনশীল পণ্যসমূহের বিপুলবৃদ্ধি, এশিয়ার উৎপন্নসম্ভার ও আমেরিকার ঐশ্বর্যে নিজেদের সমৃদ্ধ করার ব্যগ্র প্রতিযোগিতা, এবং ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা—এই সব কিছুই উৎপাদনের উপরে সামন্ততান্ত্রিক শৃংখলের ধ্বংস সাধনে অবদান যুগিয়েছিল। যাই হোক, তার প্রথম পর্যায়ে—ম্যানুফ্যাকচার-পর্যায়ে—আধুনিক উৎপাদন-পদ্ধতি বিকাশ লাভ করেছিল কেবল সেখানে সেখানেই, যেখানে যেখানে মধ্যযুগের মধ্যেই তার জন্য উপযুক্ত অবস্থাগুলি আকার ধারণ করেছিল, যেমন পর্তুগাল সহ হল্যাণ্ডে।[১] এবং যখন ষোড়শ শতকে, এবং আংশিক ভাবে সপ্তদশ শতকেও, বাণিজ্যের হঠাৎ সম্প্রসারণ এবং একটি নোতুন বিশ্ববাজারের উদ্ভব বিপুলভাবে অবদান যোগালো পুরনো উৎপাদন-পদ্ধতির পতনে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের উত্থানে; এটা সম্পাদিত হয়েছিল বিপরীত ভাবে আগে থেকে অস্তিত্বশীল ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির ভিত্তিতে। বিশ্ব-বাজার নিজেই রচনা করে এই উৎপাদন-পদ্ধতির ভিত্তি। অন্য দিকে, চির-বর্ধমান আয়তনে উৎপাদন করার যে অন্তর্নিহিত আবশ্যিকতা এই উৎপাদন-পদ্ধতি পোষণ করে, তা ক্রমাগত দাবি করে বিশ্ব-বাজারের বিস্তার সাধন যার দরুন এ ক্ষেত্রে বাণিজ্য শিল্পকে বিপ্লবায়িত করে না, বরং শিল্পই নিরন্তর বিপ্লবায়িত করে বাণিজ্যকে। বাণিজ্যিক আধিপত্য নিজে এখন গ্রথিত হয় বৃহৎ শিল্পের অবস্থাবলীর অল্পাধিক মাত্রায় প্রচলনের সঙ্গে। দৃষ্টান্ত হিসাবে, তুলনা করুন ইংল্যাণ্ড এবং হল্যাণ্ড। সব প্রধান সওদাগরি জাতি হিসাবে হল্যাণ্ডের অবক্ষয়ের ইতিহাস হল শিল্প-মূলধনের কাছে বণিক-মূলধনের বশ্যতা স্বীকারের ইতিহাস।

১. হল্যাণ্ডের বিকাশের ভিত্তি হিসাবে, অন্যান্য ব্যাপার ছাড়াও, মৎস্যচাষ, ম্যানুফ্যাকচার এবং কৃষি কত আধিপত্যশীল ছিল, তা ম্যাসি (পৃ: ৬০) প্রমুখ আঠারো শতকের লেখকেরা আগেই ব্যাখ্যা করেছেন। পূর্বতন অভিমত, যা প্রাচীন কাল ও মধ্যযুগে এশিয়ায় বাণিজ্যের গুরুত্ব ও আয়তনকে ছোট করে দেখত, সেই অভিমতের পাল্টা হিসাবে এখন আবার রেওয়াজ দাঁড়িয়েছে আবার তাকে অতিরিক্ত বড় করে দেখেছে। এই ধারণার সবচেয়ে ভাল প্রতিষেধক হল ১৮ শতকের ইংল্যাণ্ডের আমদানি-রপ্তানি অনুধাবন করা এবং আধুনিক আমদানি রপ্তানির সঙ্গে তা তুলনা করা। এবং তবু সেই আমদানি রপ্তানি ছিল যে কোনো পূর্বতন দেশের তুলনায় বেশি: (দ্রষ্টব্য: Anderson, *An Historical and Chronological Deduction of the Origin of Commerce* [Vol. II, London, 1764, p. 261 et seq. —*Ed.*])

বাণিজ্যের ক্ষয়কর প্রভাবের পথে প্রাক্-ধনতান্ত্রিক, জাতীয় উৎপাদন-পদ্ধতিগুলির অভ্যন্তরীণ কাঠিন্য ও সংগঠন যেসব বাধা উপস্থিত করে সেগুলি জাজ্বল্যমান ভাবে প্রতিপন্ন হয় ভারত ও চীনের সঙ্গে ইংরেজের আন্তঃসম্পর্কে। উৎপাদন-পদ্ধতির ব্যাপক ভিত্তি এখানে গঠিত হয় ক্ষুদ্রায়তন কৃষি এবং গৃহ-শিল্পের দ্বারা, যার সঙ্গে ভারতে আমরা যোগ করব জমির সার্বজনিক মালিকানার ভিত্তিতে গঠিত পল্লী-সমাজগুলির রূপটিকে, যা, প্রসঙ্গক্রমে, চীনেও ছিল মূল রূপ। ভারতে এই ছোট ছোট অর্থনৈতিক সমাজগুলিকে ভেঙে দেবার জন্য, ইংরেজরা, শাসক ও জমিদার হিসাবে, তাদের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ করতে কাল বিলম্ব করে নি।[১] ইংরেজ বাণিজ্য এই সমাজগুলির উপরে খাটিয়েছিল এক বৈপ্লবিক প্রভাব এবং এইগুলিকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল কেবল তত দূর অবধি তার জিনিষপত্রের নিচু দাম ধ্বংস করে দিয়েছিল তার সুতো-কাটা ও কাপড়-বোনা শিল্পগুলিকে যেগুলি ছিল শিল্প এবং কৃষি উৎপাদনের এই ঐক্যে একটি প্রাচীন সংহতি-সাধক উপাদান। এবং এমনকি তবু এই ভাঙনের প্রক্রিয়া চলে খুব মন্থর গতিতে। এবং আরো মন্থর গতিতে চীনে, যেখানে তা জোরদার হয়নি প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক শক্তির দ্বারা। ম্যানুফ্যাকচারের সঙ্গে কৃষির সম্মিলনের ফলে উদ্ভূত সময়ে প্রভূত সাশ্রয় ও সঞ্চয় বড় বড় শিল্পের উৎপন্ন, সম্ভারের পথে প্রবল প্রতিরোধ সৃষ্টি করে, যাদের দাম সমূহে, অন্তর্ভুক্ত হয় সঞ্চলন-প্রক্রিয়ার *faux frais*, যা পরিব্যাপ্ত করে তাদেরকে। ইংরেজ বাণিজ্যের মত না করে রুশ বাণিজ্য, অন্য দিকে, এশীয় উৎপাদনের ভিত্তিভূমিকে রাখে অক্ষুণ্ণ।[২]

সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতি থেকে অতিক্রান্তি দ্বিবিধ। স্বাভাবিক কৃষি-অর্থনীতি এবং মধ্যযুগীয় শহরে শিল্পের গিল্ড্-বদ্ধ হস্ত শিল্পের সঙ্গে প্রতিতুলনায়, উৎপাদনকারী পরিণত হয় বণিকে ও ধনিকে। এটা বাস্তবিকই একটি বিপ্লব-ঘটাবার পথ। অথবা অন্যথা বণিক নিজেই উৎপাদনের উপরে প্রতিষ্ঠা করে প্রত্যক্ষ প্রাধান্য। যতই এটা ঐতিহাসিক ভাবে একটি সোপান হিসাবে কাজ করুক না কেন, প্রত্যক্ষ করুন ইংল্যাণ্ডের সপ্তদশ শতকে পোষাক-প্রস্তুতকারক, যে তন্তুবায়দের নিয়ে আসে, যেহেতু তারা স্বাধীন, তার নিজের নিয়ন্ত্রণে—তাদের উল তাদের কাছে বিক্রয়

১. যদি কোনো জাতির ইতিহাস নিয়ে বলতে হয়, তা হলে ভারতে ইংরেজের ইতিহাস হল ব্যর্থ, বাস্তবিকই আজগুবি (কার্যতঃ কলংজনক) অর্থনৈতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটি পরম্পরা। বাংলায় তারা সৃষ্টি করল বৃহদায়তন ইংরেজ জমিদারির একটি ব্যঙ্গ-সংস্করণ ; দক্ষিণ পূর্ব ভারতে ক্ষুদ্র বিভক্ত সম্পত্তির একটি ব্যঙ্গ-রূপ ; এবং উত্তর-পশ্চিমে তারা যথাসাধ্য করল জমির সার্বজনিক মালিকানাকেই একটি ব্যঙ্গে পরিণত করতে।

২. যেহেতু রাশিয়া মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছে তার নিজের ধনতান্ত্রিক উৎপাদন গড়ে তুলতে, যা একান্ত ভাবে নির্ভরশীল তার অভ্যন্তরীণ ও প্রতিবেশী এশীয় বাজারের উপরে, সেই হেতু সেখানেও পরিবর্তন শুরু হয়েছে। —এঙ্গেলস।

এবং তাদের কাপড় ক্রয় করার মাধ্যমে ; এটা নিজে থেকে পুরনো উৎপাদন-পদ্ধতির পতন ঘটাতে সাহায্য করতে পারে না, বরং তার পূর্বশর্ত হিসাবে তাকে রক্ষা ও বজায় রাখার পক্ষে কাজ করে। দৃষ্টান্ত হিসাবে, ফরাসী রেশম শিল্পে, ইংরেজ হোসিয়ারি ও লেস শিল্পসমূহে, ম্যানুফ্যাকচারকারী ছিল, উনিশ শতকের মধ্যকাল অবধি প্রধানতঃ কিন্তু নামে মাত্র ম্যানুফ্যাকচারকারী। ঘটনার দিক থেকে, সে ছিল কেবল একজন বণিক, যে তন্তুবায়দের সুযোগ দিত তাদের পুরনো অসংঠিত পদ্ধতিতে কাজ চালিয়ে যেতে এবং প্রয়োগ করতে কেবল বণিকের নিয়ন্ত্রণ, যার জন্য তারা আসলে কাজ করত।[১] এই ব্যবস্থাটা সর্বত্রই ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি পথে উপস্থিত করে একটি বাধা এবং ভেঙে পড়ে বিকাশলাভের সঙ্গে সঙ্গে। উৎপাদন-পদ্ধতিতে বিপ্লব না ঘটিয়ে, এটা কেবল প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারীদের অবস্থা আরো খারাপ করে, মূলধনের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন অবস্থার চেয়েও আরো খারাপ অবস্থার মধ্যে তাদের মজুরি-শ্রমিক ও প্রোলেতারিয়েতে পরিণত করে। একই অবস্থাবলী কিছুটা পরিবর্তিত আকারে উপস্থিত থাকে লণ্ডনের হস্তচালিত আসবাব শিল্পের অংশ বিশেষে। এটা বিশেষ ভাবে অনুশীলিত হয় টাওয়ার হ্যামলেটগুলিতে খুবই বৃহৎ আয়তনে। গোটা উৎপাদনকে ভাগ করা হয় অতি অসংখ্য পরস্পর-স্বতন্ত্র শাখার ব্যবসায়ে। একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি করে কেবল চেয়ার, আরেকটি কেবল টেবিল তৃতীয় একটি কেবল দেরাজ ইত্যাদি। এই প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেরা পরিচালিত হয় মোটামুটি হস্ত শিল্পের মতই একজন ছোট মালিক এবং কয়েকজন ঠিকা-মজুরের দ্বারা। যাই হোক, উৎপাদন হয় সরাসরি ব্যক্তিবিশেষদের জন্য কাজ করার পক্ষে অতি বৃহৎ। ক্রেতারা হয় আসবাব-ভাণ্ডারের মালিক। শনিবার শনিবার মালিক তাদের কাছে যায় এবং তার দ্রব্য-সামগ্রী বিক্রয় করে ; বন্ধকী দোকানে ধারের ব্যাপারে যেমন দর-কষাকষি হয়, তেমন দর-কষাকষি মারফতই লেন-দেনটা সম্পন্ন হয়। মালিকেরা নির্ভর করে এই সাপ্তাহিক বিক্রয়ের উপরে—যদি আর কোনো কারণে নাও হয়, তবু এই কারণে যে পরের সপ্তাহের জন্য কাঁচামাল কিনতে হবে এবং মজুরি দিতে হবে। এই অবস্থায় তারা আসলে হয় বণিক এবং তার নিজের শ্রমিকদের মধ্যে কেবল মধ্যবর্তী' বণিকই যথার্থ ধনিক যে পকেটস্থ করে উদ্বৃত্ত-মূল্যের সিংহ-ভাগ।[২] প্রায় একই কথা খাটে

১. রাইন অঞ্চলের 'রিবন' ও 'ব্যাস্টিং' প্রস্তুতকারক এবং রেশম-তন্তুবায়দের ক্ষেত্রেও একই কথা সত্য। শহুরে 'ম্যানুফ্যাকচারকারীর' সঙ্গে এই গ্রামীণ হস্ত-শিল্পী তন্তুবায়দের মধ্যে আদান-প্রদানের জন্য ক্রেফেল্‌ডের কাছে একটা রেলপথও তৈরী করা হয়। কিন্তু পরবর্তী কালে যান্ত্রিক বয়ন-শিল্প প্রতিষ্ঠার ফলে এই রেলপথ এবং সেই সঙ্গে হস্তশিল্পীরাও অকেজো হয়ে পড়ে। —এঙ্গেলস

২. ১৮৬৫ সাল থেকে এই ব্যবস্থাটিতে আরো বিকশিত করা হয়েছে আরো বৃহৎ আয়তনে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য : First Report of the Select Committee of the House of Lords on the Sweating System, London, 1888—*F. E.*

সেই সব শাখাগুলির ম্যান্যুফ্যাকচারে অতিক্রান্ত হওয়ার ক্ষেত্রে, সেগুলি আগে পরিচালিত হত হস্তশিল্প হিসাবে বা গ্রামীণ শিল্পসমূহে প্রশাখা হিসাবে। বৃহদায়তন শিল্পে অতিক্রান্তি নির্ভর করে এই ছোট ছোট মালিক-চালিত প্রতিষ্ঠানগুলির কারিগরি বিকাশের উপরে—যেখানেই তারা নিয়োগ করে এমন মেশিনপত্র, যা সম্ভব করে হস্তশিল্প-সুলভ কর্মকাণ্ড। মেশিনটা হাতে না চালিয়ে চালানো হয় বাষ্পের সাহায্যে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, সম্প্রতি ইংল্যাণ্ডের হোসিয়ারি শিল্পে এই ব্যাপারটা চলছে।

অতএব, অতিক্রান্তি ঘটে ত্রিবিধ। **প্রথমতঃ**, বণিক পরিণত হয় সরাসরি শিল্প-ধনিকে। এটা সত্য বাণিজ্য-ভিত্তিক কারুশিল্পের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে সেই সব কারুশিল্প যেগুলি উৎপাদন করে বিলাস-দ্রব্যাদি ও কাঁচামাল এবং শ্রমিক সমেত বণিকদের দ্বারা আমদানিকৃত হয় বিদেশ থেকে, যেমন পঞ্চদশ শতাব্দীতে কনস্তান্তিনোপোল থেকে হত ইতালিতে। **দ্বিতীয়তঃ**, বণিক ছোট ছোট মালিককে পরিণত করে তার দালালে, কিংবা সরাসরি ক্রয় করে উৎপাদনকারীর কাছ থেকে—তাকে নামে মাত্র স্বাধীন এবং তার উৎপাদন-পদ্ধতিকে অক্ষুণ্ণ রেখে। **তৃতীয়তঃ**, শিল্পপতি পরিণত হয় বণিকে এবং উৎপাদন করে সরাসরি পাইকারি বাজারের জন্য।

মধ্য যুগে, বণিক ছিল শুধু এমন এক ব্যক্তি, যে, যে কথা পোপ্পে সঠিক ভাবেই বলেছেন, 'গিল্ড্' বা কৃষকদের দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্যাদি "স্থানান্তরিত করত।* বণিক হয়ে ওঠে শিল্পপতি, কিংবা বরং বলা উচিত, কারুশিল্পীদের, বিশেষ করে ক্ষুদ্র উৎপাদন-কারীদের, কাজে লাগায় তার জন্য উৎপাদন করতে। দৃষ্টান্ত হিসাবে, মালিক তন্তুবায় নিজেই তার উল বা সুতো ক্রয় করে এবং তার কাপড় বিক্রয় করে বণিকের কাছে—বণিকের কাছ থেকে দফায় দফায় উল নেওয়া এবং তার ঠিকা-মজুরদের দিয়ে তার জন্য কাজ করার বদলে। উৎপাদনের উপাদানগুলি উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করে তার নিজের দ্বারা ক্রীত পণ্য হিসাবে। এবং কোনো ব্যক্তি-বণিকের জন্য বা নির্দিষ্ট ক্রেতাদের জন্য উৎপাদন করার পরিবর্তে, সে উৎপাদন করে বাণিজ্যের জগতের জন্য। উৎপাদনকারী নিজেই একজন বণিক। বণিকের মূলধন সঙ্কলনের প্রক্রিয়াটিকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার বেশি কিছু করে না। একেবারে গোড়ায়, বাণিজ্য ছিল কারু-শিল্পগুলির, গ্রামীণ গৃহ-শিল্পগুলির, সামন্ত-তান্ত্রিক কৃষির, ধনতান্ত্রিক উদ্যোগসমূহে রূপান্তরিত হবার পূর্বশর্ত। তা উৎপন্নকে পরিণত করে পণ্যে, অংশতঃ তার জন্য বাজার সৃষ্টি ক'রে, এবং অংশতঃ নোতুন নোতুন পণ্য-সমার্ঘ প্রবর্তন ক'রে এবং নোতুন নোতুন কাঁচা ও সহায়ক মাল দিয়ে উৎপাদনকে সরবরাহ ক'রে, এবং এই ভাবে এমন সব উৎপাদন-শাখার সূত্রপাত ক'রে, যাদের শুরু থেকেই ভিত্তি হল বাণিজ্য—যা

* Poppe, *Geschichte der Technologie seit der Wiederherstellung der Wissenschaften bis an das Ende des achtzehnten Jahrhunderts*, Band I, Gottingen, 1807, S 70—*Ed.*

সম্পর্কিত উভয়েরই সঙ্গে, স্বদেশ ও বিশ্ব বাজারের জন্য উৎপাদনের সঙ্গে, এবং বিশ্ব বাজার থেকে উদ্ভূত উৎপাদনের অবস্থাবলীর সঙ্গে। যখনি ম্যানুফ্যাকচার যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করে, এবং বিশেষ করে বৃহদায়তন শিল্প, তা আবার তার বেলায় সৃষ্টি করে নিজের জন্য একটি বাজার, তার পণ্য-সম্ভারের মাধ্যমে সেটা দখল করে নিয়ে। এই বিন্দুতে বাণিজ্য পর্যবসিত হয় শিল্পোৎপাদনের সেবাদাসে, যার জন্য বাজারের নিরবচ্ছিন্ন সম্প্রসারণ হচ্ছে একটি আবশ্যিক প্রয়োজন। চির-প্রসারণশীল গণ-উৎপাদন উপস্থিত বাজারকে ভাসিয়ে দেয়, এবং তদ্দ্বারা এই বাজারের আরো অধিক প্রসারণের জন্য তার সীমানা অতিক্রমণের জন্য, ক্রমাগত কাজ করে। যা এই গণ-উৎপাদনকে সীমাবদ্ধ করে, তা বাণিজ্য নয় (যতদূর পর্যন্ত তা প্রকাশ করে উপস্থিত চাহিদা), তা হচ্ছে নিয়োজিত মূলধনের আয়তন এবং শ্রমের উৎপাদনশীলতার বিকাশের মান। শিল্প-ধনিকের সামনে সর্বদাই থাকে বিশ্ব বাজার ; সে তুলনা করে, এবং অবশ্যই তুলনা করবে, তার নিজের ব্যয়-দাম দেশেরও গোটা বিশ্বের বাজার-দামের সঙ্গে। আগেকার আমলে এই ধরনের তুলনা পড়ত প্রায় সমগ্র ভাবেই বণিকদের উপরে, এবং এইভাবে নিশ্চিত করত শিল্প-মূলধনের উপরে বণিক-মূলধনের আধিপত্য।

আধুনিক উৎপাদন-ব্যবস্থার—সওদাগরি ব্যবস্থার—প্রথম তত্ত্বগত আলোচনা স্বভাবতই অগ্রসর হয়েছিল বণিকের মূলধনের গতিক্রিয়ায় বিশেষীকৃত সঞ্চলন-প্রক্রিয়ার বাহ্যিক ব্যাপারটি থেকে, এবং, অতএব, ধারণ করেছিল বিষয় সমূহের কেবল আপাত-দৃশ্য রূপটিকে। অংশতঃ কারণ বণিকের মূলধন হল সাধারণ ভাবে মূলধনের অস্তিত্বের প্রথম স্বাধীন অবস্থা। এবং অংশতঃ, সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদনের প্রথম বিপ্লবকারী পর্যায়ে—আধুনিক উৎপাদনের উৎপত্তি-কালে, তা যে বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিল, তার কারণে। আধুনিক অর্থনীতির যথার্থ বিজ্ঞানের সূচনা হয় কেবল তখনি, যখন তত্ত্বগত বিশ্লেষণটি অতিক্রম করে সঞ্চলনের প্রক্রিয়া থেকে উৎপাদনের প্রক্রিয়াটিতে। বস্তুতঃ পক্ষে, সুদ-দায়ী মূলধনও অনুরূপ ভাবে মূলধনের একটি অতি প্রাচীন রূপ। কিন্তু আমরা পরে দেখতে পাব কেন বণিকবাদ তাকে তার যাত্রা-বিন্দু হিসাবে গ্রহণ না করে, বরং আক্রমণ চালালো তার বিরুদ্ধে।

পঞ্চম বিভাগ

সুদে এবং উদ্যোগের মুনাফায় মুনাফার বিভাজন। সুদ-দায়ী মূলধন

একবিংশ অধ্যায়

সুদ-দায়ী মূলধন

মুনাফার সাধারণ, বা গড়, হারের প্রথম আলোচনায় (এই গ্রন্থের দ্বিতীয় বিভাগ) আমাদের সামনে এই হারটি তার সম্পূর্ণ আকারে উপস্থিত ছিল না ; মুনাফার সমীকরণ দেখা দিয়েছিল কেবল বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োজিত শিল্প-মূলধন সমূহের সমীকরণ হিসাবে। পূর্ববর্তী বিভাগে এই আলোচনার একটি অনুপূরণ যোগ করা হয়েছিল, যেখানে আলোচিত হয়েছিল এই সমীকরণে বণিকদের মূলধনের ভূমিকা, এবং সেই সঙ্গে বাণিজ্যিক মুনাফাও। মুনাফার সাধারণ হার এবং গড় মুনাফা এখানে দেখা দিয়েছিল আগের চেয়ে সংকীর্ণতর সীমার মধ্যে। আমাদের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে মুনাফার সাধারণ হার বা গড় মুনাফা সম্পর্কে যে কোনো ভবিষ্যৎ-উল্লেখে, আমরা বোঝাবো এই পরবর্তী সংজ্ঞাটিকে, অতএব গড় হারের কেবল চূড়ান্ত রূপটিকে। আর যেহেতু এই হারটি সওদাগরি মূলধন এবং শিল্প-মূলধন—উভয় ক্ষেত্রেই এক, সেই হেতু, এই গড় মুনাফার ব্যাপারে, শিল্প মুনাফা এবং বাণিজ্যিক মুনাফার মধ্যে পার্থক্য করার আর কোনো প্রয়োজন নেই। উৎপাদনের ক্ষেত্রে শিল্পগত ভাবে বিনিয়োজিত হোক, বা সঞ্চলনের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ভাবে বিনিয়োজিত হোক, মূলধন তার আয়তনের সঙ্গে আনুপাতিক ভাবে একই গড় বাৎসরিক মুনাফা দেয়।

অর্থ—এখানে যাকে নেওয়া হয়েছে বস্তুতঃই অর্থ হিসাবে বা পণ্য হিসাবে অবস্থিত একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্যের স্বতন্ত্র প্রকাশ হিসাবে—রূপান্তরিত হতে পারে মূলধনে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের ভিত্তিতে, এবং এই ভাবে রূপান্তরিত হতে পারে একটি নির্দিষ্ট মূল্য থেকে একটি আত্ম-প্রসারণশীল, বা বর্ধমান, মূল্যে। তা উৎপাদন করে মুনাফা, অর্থাৎ ধনিককে সক্ষম করে শ্রমিকদের কাছ থেকে কিছু পরিমাণ মজুরি-বঞ্চিত শ্রম, উদ্বৃত্ত-উৎপন্ন এবং উদ্বৃত্ত-মূল্য আদায় করে নিতে এবং তা আত্মসাৎ করতে। এই ভাবে, তার ব্যবহার-মূল্য ছাড়াও, তা অর্জন করে একটি অতিরিক্ত ব্যবহার-মূল্য, যথা মূলধন হিসাবে কাজ করার ব্যবহার-মূল্য। তা হলে তার ব্যবহার-মূল্য গঠিত

হয় ঠিক সেই মুনাফাটি নিয়ে, যেটি তা উৎপাদন করে—মূলধনে রূপান্তরিত হলে। সম্ভাব্য মূলধনের এই ভূমিকায়, উৎপাদনকারী মুনাফার একটি উপায় হিসাবে, তা হয়ে ওঠে একটি পণ্য, কিন্তু একটি বিশেষ ধরনের পণ্য। কিংবা, যার মানে দাঁড়ায় একই, মূলধন হিসাবে মূলধন হয়ে ওঠে একটি পণ্য।[১]

ধরা যাক, বাৎসরিক মুনাফা হচ্ছে ২০%। সে ক্ষেত্রে, £১০০ মূল্যের একটি মেশিন গড অবস্থা এবং গড পরিমাণ বুদ্ধিমত্তা ও উদ্দেশ্যমুখী কর্মোদ্যোগের অধীনে মূলধন হিসাবে বিনিযুক্ত হয়ে, দেবে £২০ মুনাফা। £১০০ হাতে আছে, এমন লোক তা হলে ধারণ করে £১০০ দিয়ে £১২০ তৈরি করার, বা £২০ মুনাফা উৎপাদন করার, ক্ষমতা। সে ধারণ করে £১০০ পরিমাণ সম্ভাব্য মূলধন। যদি সে এই £১০০ দেয় আরেক জনকে এক বৎসরের জন্য, যাতে করে এই দ্বিতীয় ব্যক্তি এই অর্থকে ব্যবহার করতে পারে প্রকৃত মূলধন হিসাবে, সে তাকে দেয় £২০ পরিমাণ একটি মুনাফা করার ক্ষমতা—একটি উদ্বৃত্ত-মূল্য যার জন্য এই দ্বিতীয় ব্যক্তিটিকে কিছুই খরচ করতে হয় না, এবং যার জন্য সে দেয় না কোনো প্রতিমূল্য। যদি বৎসরের শেষে এই ব্যক্তিকে দিতে হয় ঐ £১০০-র মালিককে, ধরুন £৫, উৎপাদিত মুনাফা থেকে, তা হলে সে এই ভাবে তাকে দেবে £১০০-র ব্যবহার-মূল্য—মূলধন হিসাবে তার কাজের মূল্য, £২০ উৎপাদন করার কাজটির মূল্য। মুনাফার যে-অংশটা দেওয়া হয় মালিককে, সেটাকে বলা হয় সুদ, যেটা হচ্ছে, কাজের প্রক্রিয়ায় মূলধন মুনাফার যে-অংশটা নিজের পকেটস্থ না করে, তুলে দেয় মূলধনের মালিকের হাতে, তারই ঠিক আরেকটি নাম বা অভিধা।

এটা পরিষ্কার যে £১০০-র উপরে অধিকার এই অর্থের মালিককে দেয় ঐ সুদ পকেটস্থ করার ক্ষমতা। যদি সে এই £১০০ অন্য ব্যক্তিটিকে না দিত, তা হলে এই দ্বিতীয় ব্যক্তিটি কোনো মুনাফা উৎপাদন করতে পারত না, এবং মোটেই পারত না, এবং মোটেও পারত না এই £১০০-এর সুবাদে ধনিক হিসাবে কাজ করতে।[২]

এখানে স্বাভাবিক ন্যায়বোধের কথা বলা, যেমন গিলবার্ট বলেছেন (টীকা দ্রষ্টব্য), অর্থহীন, উৎপাদনের এজেন্টদের মধ্যে লেনদেনের ন্যায়নীতি দাঁড়িয়ে আছে এই ঘটনার

১. এখানে কয়েকটি অনুচ্ছেদ উধৃত করা যায়, যেগুলিতে অর্থনীতিকেরা ব্যাপারটাকে ভেবেছেন এই ভাবে: "আপনারা (ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড) মূলধন-রূপী পণ্যটির অতি বিরাট ব্যাপারী?"—এই প্রশ্নটি করা হয়েছিল ঐ ব্যাংকের একজন পরিচালককে, যখন সাক্ষীর কাঠগড়ায় তাঁকে 'রিপোর্ট অন ব্যাংক অ্যাক্টস' সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। (H. of C. 1857, p. 104.)

২. "যে লোক টাকা ধার নেয়, তা দিয়ে মুনাফা করার জন্য, সে যে তার মুনাফার কিছু অংশ ধার-দাতাকে দেবে, সেটা স্বাভাবিক ন্যায়বোধের একটি স্বতঃস্পষ্ট নীতি।" (Gilbart, *The History and Principles of Banking*, London, 1834, p. 163.)

উপর যে, এগুলির উদ্ভব ঘটে উৎপাদন-সম্পর্কসমূহ থেকে স্বাভাবিক ফলশ্রুতি হিসাবে। যে আইনগত রূপগুলির মধ্যে এই অর্থনৈতিক লেনদেনগুলি দেখা দেয় সংশ্লিষ্ট পক্ষ-গুলির ইচ্ছামূলক ক্রিয়া হিসাবে, তাদের অভিন্ন অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তি হিসাবে এবং চুক্তি হিসাবে, সেগুলিকে আইনের দ্বারা বলবৎ করা কোনো বিশেষ পক্ষের বিরুদ্ধে, সেগুলি পারেনা এই আধেয় নির্ধারণ করতে, কারণ সেগুলি কেবল আধার। সেগুলি শুধু তাকে প্রকাশ করে। এই আধেয়টির, যখনি তা হয় উৎপাদন-পদ্ধতির অনুরূপ এবং তার সঙ্গে সুসঙ্গত, তখনি সেটি ন্যায়সিদ্ধ। সেটি অন্যায়, যখনি তা হয় এই পদ্ধতির পরিপন্থী। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির ভিত্তিতে ক্রীতদাসত্ব অন্যায়, অনুরূপ ভাবে পণ্যের গুণমানে প্রতারণা।

£১০০ উৎপাদন করে £১০০ মুনাফা, কারণ তা কাজ করে মূলধন হিসাবে, তা শিল্পগতই হোক বা সওদাগারই হোক। কিন্তু মূলধন হিসাবে এই কাজের মর্ম-সূত্র হল এই যে তা ব্যয়িত হয় মূলধন হিসাবে অর্থাৎ ব্যয়িত হয় উৎপাদনের উপায়-সমূহ ক্রয়ের জন্য (শিল্প-মূলধনের বেলায়) বা পণ্য-সামগ্রী ক্রয়ের জন্য (বণিকের মূলধনের বেলায়)। কিন্তু ব্যয়িত হবার জন্য আগে তা প্রাপ্য হওয়া চাই। যদি £১০০-র মালিক, **ক**, তা ব্যয় করত ব্যক্তিগত পরিভোগের জন্য, কিংবা রেখে দিত মজুদ হিসাবে, তা হলে কর্মরত ধনিক হিসাবে **খ** তাকে বিনিয়োগ করতে পারত না। **খ** তার নিজের মূলধন ব্যয় করে না, ব্যয় করে **ক**-এর মূলধন; যাই হোক, সে **ক**-এর মূলধন ব্যয় করতে পারে না তার সম্মতি ছাড়া। সুতরাং আসলে **ক** নিজেই শুরুতে £১০০ ব্যয় করে মূলধন হিসাবে, যদিও ধনিক হিসাবে তার কাজ সীমাবদ্ধ মূলধন হিসাবে এই £১০০ বিনিয়োগ-ব্যয়ের মধ্যে। এই £১০০-র ব্যাপারে, **খ** কাজ করে ধনিক হিসাবে কেবল এই কারণে যে **ক** তাকে ধার দেয় £১০০, এবং এই ভাবে এই অর্থকে ব্যয় করে মূলধন হিসাবে।

প্রথমে বিবেচনা করা যাক সুদ-দায়ী মূলধনের একক সঞ্চলনের কথা। তার পরে, দ্বিতীয়তঃ আমরা বিশ্লেষণ করব সেই বিশিষ্ট ভঙ্গিটিকে, যে ভঙ্গিতে তা বিক্রীত হয় পণ্য হিসাবে, যথা চিরতরে হাতছাড়া করার বদলে দেওয়া হয় ধার হিসাবে।

যাত্রা-বিন্দু হল সেই অর্থ, যা **ক** অগ্রিম দেয় **খ**-কে। এটা করা যায় কোন জামিনের বদলে বা জামিন ছাড়াই। প্রথমোক্ত রূপটাই অধিকতর প্রাচীন—পণ্য বা হুণ্ডি, শেয়ার ইত্যাদি কাগজ বাবদে অগ্রিম দেওয়া ছাড়া। এই বিশেষ রূপগুলি এখানে আমাদের আলোচ্য নয়। আমরা এখানে আলোচনা করছি সুদ-দায়ী মূলধন নিয়ে—তার সচরাচর রূপে।

খ-এর অধিকারে এসেই অর্থটা রূপান্তরিত হয় মূলধনে, যায় অ—প—অ´-এর ভিতর দিয়ে এবং ফিরে আসে **ক**-এর কাছে অ´ হিসাবে, অ + Δঅ হিসাবে, যেখানে Δঅ বোঝায় সুদ। সরলতার স্বার্থে, আমরা এখানে আলোচনার বাইরে রাখব সেই ক্ষেত্রটিকে, যেখানে মূলধন থাকে **খ**-এর অধিকারে দীর্ঘ মেয়াদের জন্য, এবং সুদ দেওয়া হয় নিয়মিত সময় অন্তর অন্তর।

অতএব, গতিক্রিয়াটা এই :

অ—অ—প—অ´—অ´

যা এখানে দ্বিগুণিত বলে দেখা দেয়, তা হল ১) মূলধন হিসাবে অর্থের বিনিয়োগ ব্যয়, এবং ২) উপলব্ধ মূলধন হিসাবে অ´ বা অ+Δঅ হিসাবে তার প্রতি-প্রবাহ।

বণিকের মূলধনের গতিক্রিয়ায়, অ—প—অ´-এ, একই পণ্য হাত-বদল করে দু'বার, কিংবা দু'বারেরও বেশি, যদি বণিক বিক্রয় করে বণিকের কাছে। কিন্তু একই পণ্যের এমন প্রত্যেকটি স্থানান্তর নির্দেশ করে একটি রূপাবর্তন, পণ্যের একটি বিক্রয় বা ক্রয়—পরিভোগে প্রবেশের আগে বারংবার প্রক্রিয়াটির পুনরাবৃত্তি ঘটে, তাতে কিছু যায় আসে না।

অন্য দিকে, একই অর্থ দুবার হাত বদল করে প—অ—প-এ, কিন্তু তা বোঝায় একটি পণ্যের সম্পূর্ণ রূপাবর্তন, যা প্রথমে রূপাবর্তিত হয় অর্থে, তার পরে অর্থ থেকে আবার ফের অন্য একটি পণ্যে।

কিন্তু সুদ-দায়ী মূলধনে প্রথম বার যখন অ হাত বদল করে, তখন সেটা কোনো ক্রমেই একটি পণ্যের রূপাবর্তনে বা মূলধনের পুনরুৎপাদনে—কোনোটাতেই একটি পর্যায় নয়। সেটা প্রথমে একটি পর্যায় হয়, যখন তা দ্বিতীয় বার ব্যয়িত হয়, সেই সক্রিয় ধনিকের হাতে যে তা দিয়ে ব্যবসা করে, কিংবা তাকে উৎপাদনশীল মূলধনে রূপান্তরিত করে। অ-এর প্রথম হাত-বদল এখানে কিছু প্রকাশ করে না, ক থেকে খ-এ স্থানান্তর ছাড়া—এমন একটি স্থানান্তর যা সচরাচর ঘটে আইনগত বিধি-ব্যবস্থার অধীনে।

মূলধন হিসাবে অর্থের এই দু'বার বিনিয়োগ-ব্যয়, যাদের মধ্যে প্রথম বার ক থেকে খ-এ শুধু স্থানান্তর মাত্র, সহবর্তিত হয় তার দু'বার প্রতি-প্রবাহের দ্বারা। অ´, বা অ+Δঅ হিসাবে, তা প্রক্রিয়া থেকে ফিরে যায় খ-এর কাছে—যে ব্যক্তিটি ধনিক হিসাবে কাজ করছে, তার কাছে। এই দ্বিতীয় ব্যক্তিটি তখন তাকে ফেরৎ পাঠায় ক-এর কাছে, কিন্তু মুনাফার একটি অংশ সমেত, উপলব্ধ মূলধন হিসাবে, অ+Δঅ হিসাবে, যেখানে Δঅ গোটা মুনাফাটা নয়, মুনাফাটার একটি অংশ মাত্র—সুদ। তা খ-এর কাছে ফেরৎ রয়ে যায় সে যা ব্যয় করেছিল সেই হিসাবে, কর্মরত মূলধন হিসাবে, কিন্তু কেবল ক-এর সম্পত্তি হিসাবে। এই প্রতি-প্রবাহটিকে সম্পূর্ণ করতে, খ-কে অতএব ক-এর কাছে ফিরে আসতেই হবে। কিন্তু মূলধনের অধিকন্তু, খ অবশ্যই ক-কে হস্তান্তরিত করবে মুনাফার একটি অংশ, এমন একটি অংশ যা অভিহিত হয় সুদ বলে, যা সে এই মূলধন দিয়ে করেছে, কেননা ক তাকে এই অর্থটা দিয়েছিল কেবল একটি মূলধন হিসাবে, অর্থাৎ মূল্য হিসাবে যা তার গতিক্রিয়ায় কেবল সংরক্ষিতই হয় না, পরন্তু তার মালিকের জন্য উদ্বৃত্ত-মূল্যও সৃষ্টি করে। তা খ-এর হাতে থাকে কেবল ততক্ষণ, যতক্ষণ তা কাজ করে মূলধন হিসাবে। এবং তার প্রতি-প্রবাহের সঙ্গে—চুক্তি-নির্দিষ্ট তারিখে—তা বিরত হয় মূলধন হিসাবে কাজ করা থেকে। যাই হোক,

যখন তা আর কাজ করছে না মূলধন হিসাবে, তাকে অবশ্যই ফেরৎ দিতে হবে ক-এর কাছে, যে কখনো তার আইন-সম্মত মালিক থাকা থেকে বিরত হয় নি।

মূলধনের কাছে পণ্য হিসাবে ধারের ধরনটি, যেটি এই পণ্যটির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং যেটি বিক্রয় ছাড়া অন্যান্য ক্রিয়া-নির্বাহেও ঘটে, অনুসরণ করে এই সরল সংজ্ঞাটি থেকে যে, মূলধন এখানে অবস্থান করে পণ্য-রূপে কিংবা মূলধন রূপে অর্থ এখানে হয়ে ওঠে পণ্য।

এখানে একটা পার্থক্য করতে হবে।

আমরা দেখেছি (দ্বিতীয় গ্রন্থ, প্রথম অধ্যায়) এবং এখানে সংক্ষেপে স্মরণ করছি যে, সঞ্চলনের প্রক্রিয়ায় মূলধন কাজ করে পণ্য-মূলধন এবং অর্থ-মূলধন হিসাবে। কিন্তু কোনো রূপেই মূলধন হয়ে ওঠে না মূলধন হিসাবে একটি পণ্য।

যখনি উৎপাদনশীল মূলধন পরিণত হয় পণ্য-মূলধনে, তখনি পণ্য হিসাবে বিক্রয়ের জন্য তাকে স্থাপন করতে হবে বাজারে। সেখানে তা কাজ করে নিছক একটি পণ্য হিসাবে। ধনিক তখন দেখা দেয় কেবল পণ্য-বিক্রেতা হিসাবে, ঠিক যেমন ক্রেতা হয় কেবল পণ্য-ক্রেতা। পণ্য হিসাবে, উৎপন্নটি অবশ্যই উপলব্ধ করবে তার মূল্য, অবশ্যই ধারণ করবে তার অর্থে পরিবর্তিত রূপ, সঞ্চলনের প্রক্রিয়ায় তার বিক্রয়ের মাধ্যমে। এই কারণেই এটা সম্পূর্ণ গুরুত্বহীন যে, এই পণ্যটিকে ক্রয় করে একজন পরিভোক্ত জীবন-ধারণের সামগ্রী হিসাবে, নাকি একজন ধনিক উৎপাদনের উপায় হিসাবে, অর্থাৎ তার মূলধনের একটি অঙ্গ-গঠক উপাদান হিসাবে। সঞ্চলনের ক্রিয়ায় পণ্য-মূলধন কাজ করে কেবল একটি পণ্য হিসাবে—একটি মূলধন হিসাবে নয়। এটা হচ্ছে পণ্য-মূলধন, যাকে পার্থক্য করতে হবে পণ্য থেকে, (১) কারণ এটা উদ্বৃত্ত-মূল্যের দ্বারা, তার মূল্যের উপলব্ধির দ্বারা, সমন্বিত—অতএব, একই সঙ্গে উদ্বৃত্ত-মূল্যের উপলব্ধির দ্বারা সমন্বিত কিন্তু তাতে তার পণ্য হিসাবে, একটি বিশেষ দাম সমেত উৎপন্ন হিসাবে, সরল অবস্থিতি এতটুকুও পরিবর্তিত হয় না; (২) কারণ পণ্য হিসাবে তার কাজটি হচ্ছে তার মূলধনের পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়ায় একটি পর্যায়, এবং অতএব, পণ্য হিসাবে তার গতিক্রিয়া তার প্রক্রিয়ার কেবল একটি আংশিক গতিক্রিয়া হবার দরুন, সেটা যুগপৎ মূলধন হিসাবেও তার গতিক্রিয়া। তবু সেটা তা হয়ে ওঠে না নিছক বিক্রয়ের মাধ্যমে, তা হয়ে ওঠে মূলধনের ভূমিকায় মূল্যের এই নির্দিষ্ট পরিমাণটির সমগ্র গতি-ক্রিয়ার সঙ্গে উক্ত বিক্রয়ের সংযোগের মাধ্যমে।

অর্থ-মূলধনের মত একই ভাবে তা বাস্তবিকই কাজ করে নিছক অর্থ হিসাবে, অর্থাৎ পণ্য উৎপাদনের উপাদান ক্রয়ের উপায় হিসাবে। এই যে ঘটনা যে এই অর্থ যুগপৎ অর্থ-মূলধন, মূলধনের একটি রূপ, তা উদ্ভূত হয় না ক্রয়ের ক্রিয়াটি থেকে, অর্থ হিসাবে প্রকৃতই যে কাজটি তা করে থাকে তা থেকে; উদ্ভূত হয় মূলধনের গোটা গতিক্রিয়ার সঙ্গে এই ক্রিয়াটির সংযোগ থেকে, কেননা, অর্থ হিসাবে মূলধনের দ্বারা সম্পাদিত এই কাজটি সূচনা করে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন প্রক্রিয়া।

যত দূর পর্যন্ত সেগুলি প্রকৃতই কাজ করে অর্থাৎ পালন করে একটি ভূমিকা উক্ত প্রক্রিয়ায়, পণ্য-মূলধন এখানে কাজ করে কেবল একটি পণ্য ও অর্থ মূলধন হিসাবে কেবল অর্থ হিসাবে। রূপাবর্তনটিকে স্বতন্ত্র ভাবে দেখলে, তার কোনো সময়েই ধনিক তার পণ্য-সমূহকে ক্রেতার কাছে বিক্রয় করে না মূলধন হিসাবে, যদিও তারা তার কাছে মূলধনের প্রতিনিধিত্ব করে ; বিক্রেতার কাছেও সে অর্থকে মূলধন হিসাবে ছেড়ে দেয় না। উভয় ক্ষেত্রেই সে তার পণ্য-সমূহকে ছেড়ে দেয় নিছক পণ্য হিসাবেই এবং অর্থকে ছেড়ে দেয় নিছক অর্থ হিসাবেই, অর্থাৎ পণ্য ক্রয়ের উপায় হিসাবেই।

কেবল গোটা প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংযোগেই, সেই মুহূর্তে যখন প্রস্থান বিন্দুটি দেখা দেয় যুগপৎ প্রত্যাগম-বিন্দু হিসাবেও, অ—অ´ বা প—প´-এ, যে সঞ্চলন প্রক্রিয়াভুক্ত মূলধন দেখা দেয় মূলধন হিসাবে (যেখানে উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় তা মূলধন হিসাবে দেখা দেয় ধনিকের কাছে এবং উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনের কাছে, শ্রমিকের বশ্যতাস্বীকারের মাধ্যমে)। যাই হোক, এই প্রত্যাগমনের মুহূর্তে সংযোগটি অন্তর্হিত হয়ে যায়। তখন আমাদের যা থাকে, তা অ´, বা অ + △অ, এমন পরিমাণ অর্থ যা সমান সমান শুরুতে অগ্রিম-দত্ত অর্থ যোগ একটি বৃদ্ধি—উপলব্ধ উদ্বৃত্ত-মূল্য (△অ পরিমাণ বর্ধিত মূল্যটি কোন আকারে থাকে, অর্থের, পণ্যের বা উৎপাদন-উপাদানের, তা নির্বিশেষে) ; আর ঠিক এই প্রত্যাগমনের বিন্দুতেই, যেখানে মূলধন থাকে উপলব্ধ মূলধন হিসাবে, একটি সম্প্রসারিত মূল্য হিসাবে, যেখানে তা কখনো এই আকারে প্রবেশ করে না সঞ্চলনে—যত দূর পর্যন্ত এই বিন্দুটি ধার্য থাকে বিশ্রামের বিন্দু হিসাবে, বাস্তবিকই হোক বা কাল্পনিকই হোক—কিন্তু বরং প্রতিভাত হয় যেন গোটা প্রক্রিয়াটির ফলে তুলে নেওয়া হয়েছে সঞ্চলন থেকে। যখনি তা আবার ব্যয়িত হয়, তখন তাকে কখনো আরেক জনকে ছেড়ে দেওয়া হয় না মূলধন হিসাবে, কিন্তু তার কাছে বিক্রি করা হয় একটি মামুলি পণ্য হিসাবে অথবা তাকে দেওয়া হয় পণ্যের বিনিময়ে মামুলি অর্থ হিসাবে। তার সঞ্চলনের প্রক্রিয়ায় তা কখনো দেখা দেয় না মূলধন হিসাবে, দেখা দেয় কেবল পণ্য বা অর্থ হিসাবে, এবং এই মুহূর্তে অন্যদের কাছে এটাই হল তার অস্তিত্বের একমাত্র রূপ। পণ্য এবং অর্থ এখানে মূলধন এই কারণে নয় যে পণ্য পরিবর্তিত হয় অর্থে, কিংবা অর্থ পরিবর্তিত হয় পণ্যে, বিক্রেতাদের বা ক্রেতাদের সঙ্গে তাদের বাস্তব সম্পর্কে নয় বরং স্বয়ং ধনিকের সঙ্গে তাদের ভাবগত সম্পর্কে (বিষয়ীগত ভাবে বললে), অথবা পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়ায় বিবিধ পর্যায় হিসাবে (বিষয়গত ভাবে বললে)। মূলধন থাকে মূলধন হিসাবে তার বাস্তব গতিক্রিয়ায়, সঞ্চলনের প্রক্রিয়ায় নয়, কেবল উৎপাদনের প্রক্রিয়ায়, যে-প্রক্রিয়ায় শ্রম-শক্তিকে শোষণ করা হয়, সেই প্রক্রিয়ায়।

যাই হোক, সুদ-দায়ী মূলধনের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আলাদা, এবং ঠিক এই পার্থক্যটাই তাকে দেয় তার বিশেষ চরিত্রটি। অর্থের মালিক, যে তার অর্থকে বাড়াতে চায় সুদ-দায়ী মূলধন হিসাবে, সে তাকে হস্তান্তরিত করে তৃতীয় এক ব্যক্তিকে, তাকে নিক্ষেপ

করে সঙ্কলনে, তাকে পরিণত করে **মূলধনে**; কেবল নিজের জন্যই মূলধনে নয়, অন্যদের জন্যও। এটা কেবল তার জন্যই মূলধন নয়, যে এটাকে ছেড়ে দিল, কিন্তু গোড়া থেকেই তৃতীয় ব্যক্তিটিকে দেওয়া হয় মূলধন হিসাবে, উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টির, মূলধন সৃষ্টির ব্যবহার-মূল্য সমন্বিত একটি মূল্য হিসাবে; একটি মূল্যে যা নিজেকে রক্ষা করে তার গতিক্রিয়ায় এবং প্রত্যাগমন করে তার মূল মালিকের কাছে, এ ক্ষেত্রে অর্থের মালিকের কাছে—তার কাজ সম্পন্ন করার পরে। অতএব, এটা তাকে ছেড়ে যায় কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, সাময়িক ভাবে তার মালিকের অধিকার থেকে চলে যায় কর্মরত ধনিকের অধিকারে, সুতরাং এটাকে না দেওয়া হয় পরিশোধ হিসাবে, না করা হয় বিক্রি, কেবল দেওয়া হয় ধার, ছেড়ে দেওয়া হয় কেবল এই শর্তে যে, প্রথমে তা ফিরে আসবে তার প্রস্থান-বিন্দুতে একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে, এবং দ্বিতীয়তঃ, তা ফিরে আসবে উপলব্ধ মূলধন হিসাবে—এমন একটি মূলধন হিসাবে যা উপলব্ধ করেছে, তার ব্যবহার-মূল্যকে উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃজনে তার শক্তিকে।

মূলধন হিসাবে ধার-দেওয়া পণ্য সমূহকে ধার দেওয়া হয়, হয় স্থিতিশীল, নয়তো, আবর্তনশীল মূলধন হিসাবে—তাদের গুণাগুণ অনুযায়ী। অর্থকে ধার দেওয়া যায় উভয় রূপেই। তাকে ধার দেওয়া যায় স্থিতিশীল মূলধন হিসাবে, যেমন যদি তাকে ফেরৎ দেওয়া হয় 'অ্যানুয়িটি' হিসাবে, যার দরুন মূলধনের একটি অংশ ফেরৎ চলে আসে সুদ সমেত। কোনো কোনো পণ্য, যেমন বাড়ি, জাহাজ, মেশিন ইত্যাদিকে, তাদের ব্যবহার মূল্যের প্রকৃতি অনুযায়ী, ধার দেওয়া হয় কেবল স্থিতিশীল মূলধন হিসাবে। তবু সমস্ত ধার-দেওয়া মূলধনই, তার রূপ যাই হোক না কেন, এবং তার ব্যবহার-মূল্য যে ভাবেই তার প্রত্যাগমনকে পরিবর্তিত করুক না কেন, তা সর্বদাই অর্থ-মূলধনের একটি বিশেষ রূপ। কারণ যাই ধার দেওয়া হোক না কেন, তা হল একটা অর্থের পরিমাণ, আর এই পরিমাণটির উপরেই সুদ গণনা করা হয়। যদি যা কিছু ধার দেওয়া হয়, তা না হয় অর্থ, না হয় অবর্তনশীল মূলধন, তাও ফেরৎ দেওয়া হয় যে ভাবে স্থিতিশীল মূলধন প্রত্যাগমন করে, সেই ভাবে। ধার-দাতা নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর পায় সুদ এবং স্বয়ং স্থিতিশীল মূলধনটির পরিভুক্ত মূল্যের একটি অংশ যা হয় তৎকালীন ক্ষয়-ক্ষতির তুল্যমূল্য। এবং চুক্তি-নির্দিষ্ট মেয়াদের শেষে, ধার দেওয়া স্থিতিশীল মূলধনের অ-পরিভুক্ত অংশটি ফেরৎ দেওয়া হয় বস্তুগত আকারে।

সুতরাং প্রতি-প্রবাহের **ভঙ্গিটি সর্বদাই** নির্ধারিত হয় পুনরুৎপাদনের ক্রিয়ায় মূলধনের দ্বারা রচিত প্রকৃত আবর্তটির দ্বারা এবং তার বিশেষ বিশেষ প্রকারসমূহের দ্বারা। কিন্তু ধার-দেওয়া মূলধনের বেলায়, তার প্রতি-প্রবাহ ধারণ করে প্রত্যর্পণের রূপ, কেননা, যার দ্বারা তা স্থানান্তরিত হয়, তার সেই অগ্রিম-দান ধারণ করে একটি ধারের রূপ।

এই অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করছি কেবল প্রকৃত অর্থ-মূলধন নিয়ে, যা থেকে ধার-দেওয়া মূলধনের অন্য রূপগুলি উদগত হয়।

ধার-মূলধন ফিরে বয়ে যায় দু'ভাবে। পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়ায় তা ফিরে যায় কর্মরত ধনিকের কাছে এবং তার প্রত্যাগমন নিজের আরো একবার পুনরাবৃত্তি ঘটায় ধার দাতার কাছে, অর্থ-ধনিকের কাছে, স্থানান্তর হিসাবে, আসল মালিকের কাছে, তার আইনগত প্রস্থান-বিন্দুতে, প্রত্যর্পণ হিসাবে।

সঞ্চলনের প্রকৃত প্রক্রিয়ায়, মূলধন সর্বদাই দেখা দেয় একটি পণ্য বা অর্থ হিসাবে, এবং তার গতিক্রম সর্বদাই বিভক্ত হয় এক প্রস্ত ক্রয়ে এবং বিক্রয়ে। সংক্ষেপে, সঞ্চলনের প্রক্রিয়া নিজেকে পর্যবসিত করে পণ্য-সমূহের রূপাবর্তনে। ব্যাপারটা আলাদা, যখন আমরা পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়াকে বিবেচনা করি সমগ্র ভাবে। যদি আমরা শুরু করি অর্থ দিয়ে (এবং একই কথা খাটে যদি আমরা শুরু করি পণ্য সমূহ দিয়ে, কেননা আমরা শুরু করি তাদের মূল্য দিয়ে, সেই হেতু তাদের দেখি *Sub specie* অর্থ-হিসাবে), আমরা দেখতে পাব যে একটা বিশেষ পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হয় এবং একটা নির্দিষ্ট সময় পরে প্রত্যাগত হয় একটি বৃদ্ধি সহ। অগ্রিম-দত্ত অর্থের পরিমাণটি প্রত্যাগমন করে একটি উদ্বৃত্ত-মূল্য সহ। এটা অটুট রয়েছে এবং একটি বৃত্ত রচনার মাধ্যমে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এখন মূলধন হিসাবে ধার-প্রদত্ত হয়ে, অর্থ ধার-প্রদত্ত হয় ঠিক সেই অর্থের পরিমাণটির মত যা নিজেকে রক্ষা করে এবং বৃদ্ধি করে, যা একটা সময়কাল পরে প্রত্যাগমন করে একটি বৃদ্ধি সহ, এবং সর্বদাই প্রস্তুত ঐ একই প্রক্রিয়াটিকে পুনর্বার সম্পাদন করতে। এটা ব্যয়িত হয়—না অর্থ হিসাবে, না পণ্য হিসাবে, অতএব, না বিনিময়িত, হয় পণ্যের সঙ্গে—যখন অগ্রিম-দত্ত হয় অর্থের রূপে, না বিক্রীত হয় অর্থের বিনিময়ে—যখন অগ্রিম-দত্ত হয় পণ্যের রূপে, বরং তা ব্যয়িত হয় মূলধন হিসাবে। নিজের সঙ্গে এই যে সম্পর্ক—যাতে মূলধন নিজেকে উপস্থিত করে যখনি ধনতান্ত্রিক প্রক্রিয়াটিকে দেখা হয় একটি সমগ্র হিসাবে ও একটি অভিন্ন ঐক্য হিসাবে, এবং যাতে মূলধন আবির্ভূত হয় অর্থের জনক অর্থ হিসাবে—এই সম্পর্কটি এতে সঞ্চারিত হয় এর চরিত্র, এর-অভিধা হিসাবে, মধ্যবর্তী কোন গতিক্রিয়া ছাড়াই। এবং একে ত্যাগ করা হয় এই অভিধাটিসহ, যখন ধার দেওয়া হয় অর্থ-মূলধনের রূপে।

অর্থ-মূলধন সম্পর্কে একটি কৌতূহলকর ধারণা পোষণ করেন প্রুধোঁ। (*Gratuite du Credit. Discussion entre M. F. Bastiat et M. Proudhon*, Paris, 1850) ধার দেওয়াটাকে প্রুধোঁ দেখেন একটি খারাপ ব্যাপার বলে, কেননা তা বিক্রি করা নয়। সুদের জন্য ধার দেওয়া হচ্ছে "একই জিনিস বারংবার বিক্রয়ের এবং তার দাম বারংবার প্রাপ্তির প্রবৃত্তি—যে জিনিসটি বিক্রয় করা হচ্ছে, তার স্বত্বাধিকার এক বারের জন্যও পরিত্যাগ না ক'রে" (পৃঃ ৯)।* জিনিসটি—অর্থ,

* উদ্ধৃত কথাগুলি শেভ (*Cheve*)-এর, যিনি ছিলেন '*La Voix du peuple*' পত্রিকার একজন সম্পাদক এবং '*Gratuite du Credit. Discussion entre M. F. Bastiat et M. Proudhon*' বইখানার 'প্রথম' পত্র'টির লেখক, প্যারিস, ১৮৫০।—সম্পাদক।

গৃহ ইত্যাদি, মালিক বদল করে না, যেমন ঘটে বিক্রয়ে এবং ক্রয়ে। কিন্তু প্রুধোঁ দেখতে পান না যে, সুদ-দায়ী মূলধনের আকারে অর্থ দিয়ে দেবার জন্য প্রতিদানে কোনো তুল্যমূল্য পাওয়া যায় না। সত্য বটে, ক্রয় ও বিক্রয়ের প্রত্যেকটি ক্রিয়াতেই জিনিসটি দিয়ে দেওয়া হয়, যেখানে আদৌ কোনো বিনিময়ের প্রক্রিয়া থাকে। বিক্রয়-করা জিনিসের মালিকানা সর্বদাই পরিত্যাগ করা হয়। কিন্তু তার মূল্য পরিত্যাগ করা হয় না। একটি বিক্রয়ে, পণ্যটিকে দিয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু তার মূল্যটিকে নয়, যা ফেরৎ দেওয়া হয় অর্থের রূপে, কিংবা যা এখানে অর্থেরই আরেকটি রূপ তাতে—প্রত্যর্থ পত্রে ('প্রমিসরি নোটে'), বা 'প্রত্যর্পণ-পত্রে' ('টাইটেল অব পেমেণ্ট'-এ) যখন ক্রয় করা হয়, তখন অর্থ দিয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু তার মূল্যটিকে নয়, যাকে প্রতিস্থাপন করা হয়, পণ্যের রূপে। শিল্প ধনিক পুনরুৎপাদনের গোটা প্রক্রিয়াটি জুড়ে একই মূল্য তার হাতে রেখে দেয় (উদ্বৃত্ত-মূল্যটি ছাড়া), কিন্তু বিভিন্ন রূপে।

যেখানে একটি বিনিময়, অর্থাৎ জিনিসের সঙ্গে জিনিসের বিনিময়, ঘটে, সেখানে মূল্যে কোনো পরিবর্তন ঘটে না। একই ধনিক সর্বদাই বজায় রাখে একই 'মূল্য'। কিন্তু যতক্ষণ ধনিক উৎপাদন করে উদ্বৃত্ত-মূল্য, ততক্ষণ কোনো বিনিময় ঘটে না। যখনি একটি বিনিময় ঘটে, তখনি পণ্যসমূহের মধ্যে আগে ভাগেই উদ্বৃত্ত-মূল্য অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে। যদি আমরা মূলধনের দ্বারা রচিত গোটা আবর্তটিকে, অ—প—অ´-কে লক্ষ্য করি—বিনিময়ের আলাদা আলাদা ক্রিয়াগুলিকে লক্ষ্য করার পরিবর্তে, তা হলে আমরা দেখতে পাব যে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্য ক্রমাগত অগ্রিম দেওয়া হয়, এবং এই একই পরিমাণটি যোগ উদ্বৃত্ত-মূল্য, বা মুনাফা, প্রত্যাহৃত হয় সঞ্চলন থেকে। বিনিময়ের বাস্তব ক্রিয়াগুলি, অবশ্য, প্রকাশ করে না কেমন করে এই প্রক্রিয়াটি সংঘটিত হয়। এবং মূলধন হিসাবে অ-এর ঠিক এই প্রক্রিয়াটির উপরেই কিন্তু নির্ভর করে অর্থ-ধার দাতা ধনিকের সুদ এবং এ থেকেই তা উদ্ভূত হয়।

প্রুধোঁ বলেন, "বস্তুতঃ পক্ষে, টুপি প্রস্তুতকারক, যে টুপি বিক্রি করে···সে পায় তার মূল্য, বেশিও নয়, কমও নয়। কিন্তু অর্থ ধার-দাতা ধনিক···কেবল ঠিক তার মূলধনই ফিরে পায় না, সে পায় তার মূলধনের চেয়ে বেশি, বিনিময়ে সে যা নিক্ষেপ করে তার চেয়ে বেশি; তার মূলধন ছাড়াও সে পায় একটা সুদ।" (পৃঃ ৬৯) এখানে টুপি প্রস্তুতকারক প্রতিনিধিত্ব করে উৎপাদনশীল ধনিকের, ধার-দাতা ধনিক থেকে যে আলাদা। প্রুধোঁ স্পষ্টতই বুঝতে অক্ষম হয়েছেন এই রহস্যটি যে, কেমন করে উৎপাদনশীল ধনিক পণ্যসম্ভার বিক্রয় করতে পারে তাদের মূল্যে (উৎপাদনের দামগুলির মাধ্যমে সমীকরণ এখানে তাঁর ধারণার পক্ষে অবান্তর) এবং পেতে পারে সে যে-মূলধন বিনিময়ে নিক্ষেপ করে, তার উপরেও একটি মুনাফা। ধরা যাক ১০০ টুপির উৎপাদন-দাম = £ ১১৫, এবং এই উৎপাদন-দামটা মিলে যায় টুপিগুলির মূল্যের সঙ্গে, যার মানে এই যে, টুপিগুলি-উৎপাদনকারী মূলধনের গঠন গড় সামাজিক মূলধনের গঠনের সঙ্গে একই। মুনাফা যদি হয় = ১৫%, তা হলে টুপি-প্রস্তুতকারক

তার পণ্যগুলিকে তাদের মূল্যে অর্থাৎ £ ১১৫-তে বিক্রয় করে মুনাফা পায় £ ১৫। সেগুলির জন্য তার ব্যয় হয়েছিল £ ১০০। সে যদি সেগুলিকে উৎপাদন করে থাকে তার নিজের মূলধন দিয়ে, তা হলে সে পকেটস্থ করে গোটা উদ্বৃত্তটা অর্থাৎ £ ১৫, কিন্তু যদি উৎপাদন করে থাকে ধার করা মূলধন দিয়ে, তা হলে তাকে হয়তো সুদ হিসাবে ছেড়ে দিতে হবে £ ৫। এতে টুপিগুলির মূল্যে কোনো পরিবর্তন ঘটে না, পরিবর্তন ঘটে কেবল এই মূল্যের মধ্যেই বিধৃত ছিল যে-উদ্বৃত্ত-মূল্য, বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে তার বণ্টনে। সুতরাং যেহেতু টুপিগুলির মূল্য পরিবর্তিত হয় না সুদ দেবার ফলে, সেইহেতু প্রুধোঁর পক্ষে একথা বলা অর্থহীন: "যেমন বাণিজ্যে সুদ মূলধনের উপরে যোগ করা হয় শ্রমিকদের মজুরির সঙ্গে পণ্যের দাম হিসাব করার ব্যাপারে, সেই জন্য শ্রমিকের পক্ষে তার উৎপন্ন ক্রয় করে ফিরিয়ে নেওয়া অসম্ভব। '*Vivre en travaillant*' হচ্ছে একটা নীতি যা ধারণ করে সুদের রেওয়াজের অধীনে একটি অন্তর্দ্বন্দ্ব" (পৃ: ১০৫)।[১]

মূলধনের প্রকৃতি প্রুধোঁ কত সামান্য বুঝতেন, তা দেখা যায় নিচেকার বিবৃতিটিতে, যাতে তিনি সাধারণ ভাবে মূলধনের গতিক্রিয়াকে বর্ণনা করেন সুদ-দায়ী মূলধনের স্ব-বিশেষ গতিক্রিয়া বলে: "যেহেতু অর্থ-মূলধন বিনিময় থেকে সুদ সঞ্চয়নের পথে ফিরে যায় তার উৎসে, সেই হেতু এটা অনুসরণ করে যে, একই ব্যক্তির দ্বারা সর্বদাই পুনর্বিনিয়োগ ক্রমাগত একই ব্যক্তির কাছে মুনাফা নিয়ে আসে।" (পৃ: ১৫৪)।

সেটা কি, যেটা সুদ-দায়ী মূলধনের স্ব-বিশেষ গতিক্রিয়ায় এখনো তাঁকে ধাঁধা লাগায়? এই বর্গগুলি: ক্রয়, দাম, জিনিস ছেড়ে দেওয়া, এবং যে প্রত্যক্ষ রূপে উদ্বৃত্ত-মূল্য এখানে দেখা দেয়, সেই রূপ; এক কথায় এই ব্যাপারটি যে মূলধন নিজেই হয়েছে একটি পণ্য, এবং কাজে কাজেই, বিক্রয় পরিণত হয়েছে ধার দেওয়ায় এবং দাম মুনাফার একটি হিস্যায়।

১. "একটা বাড়ি", "অর্থ" ইত্যাদিকে "মূলধন" হিসাবে ধার দেওয়া যায় না, যদি প্রুধোঁর কথা মানতে হয়, কিন্তু সেগুলিকে বিক্রি করা যায় "পণ্য হিসাবে····ব্যয়-দামে। (পৃ: ৪৪) লুথারের অবস্থান ছিল প্রুধোঁর কিছুটা উপরে। তিনি জানতেন মুনাফা করা নির্ভর করে না ধার দেওয়া বা ক্রয় করার ভঙ্গির উপরে: "তারা ক্রয়কেও পরিণত করে কুসীদ-বৃত্তিতে। কিন্তু বাস্তবিকই এক সঙ্গে এতটা কামড়ে নেওয়া অত্যধিক। আমরা আগে আমাদের নিবদ্ধ রাখব একটি জিনিসে, ধারের ব্যাপারে কুসীদ বৃত্তিতে, এবং সেটা বন্ধ করার পরে (রোজ কেয়ামতের পরে), আমরা ব্যর্থ হব না ক্রয়ের ব্যাপারে কুসীদ-বৃত্তিকে নিন্দা করতে।" (Martin Luther, *Au die Pfarherrn wider den Wucher zu predigen*, Wittenberg, 1540.)

প্রস্থান-বিন্দুতে মূলধনের প্রত্যাগমন হচ্ছে সাধারণ ভাবে মূলধনের মোট আবর্তটিতে তার বৈশিষ্ট্যসূচক গতিক্রিয়া। এটা একমাত্র সুদ-দায়ী মূলধনেরই লক্ষণ নয়। যা তাকে অনন্যতা দান করে তা বরং তার প্রত্যাগমনের বাহ্য রূপটি—কোনো আবর্তের হস্তক্ষেপ ছাড়া। ধার দাতা ধনিক আর মূলধন দিয়ে দেয়, তা স্থানান্তরিত করে শিল্প-ধনিকের হাতে—কোনো তুল্যমূল্য না পেয়ে। ধার-দাতা ধনিকের এই স্থানান্তরণ মূলধনের সঞ্চলন প্রক্রিয়ার অন্তর্গত আদৌ কোনো ক্রিয়া নয়। এটা কাজ করে কেবল এই আবর্তটি প্রবর্তন করতে, যা সংঘটিত হয় শিল্প-ধনিকের দ্বারা। অর্থের অবস্থানের এই প্রথম পরিবর্তন প্রকাশ করে না রূপাবর্তনের কোনো ক্রিয়া—না ক্রয়, না বিক্রয়। মালিকানা ত্যাগ করা হচ্ছে না, কেননা কোনো বিনিময় হচ্ছে না এবং কোনো তুল্যমূল্য পাওয়া যাচ্ছে না। শিল্প-ধনিকের হাত থেকে অর্থের ধার-দাতা ধনিকের হাতে প্রত্যাগমন কেবল মূলধন দিয়ে দেবার প্রথম ক্রিয়াটির অনুপূরক। অর্থের আকারে অগ্রিম-দত্ত, মূলধন আবার প্রত্যাগমন করে শিল্প-ধনিকের কাছে চক্রাকার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অর্থের আকারেই। কিন্তু যেহেতু সে যখন তা বিনিয়োগ করেছিল, তখন তার মালিক ছিল না, সেই হেতু যখন তা ফিরে আসে, তখনো সে তার মালিক হতে পারে না। পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অতিক্রমণ কোনো ক্রমেই মূলধনটিতে পরিণত করতে পারে না তার সম্পত্তিতে। সুতরাং তাকে তা ফেরৎ দিতে হবে ধার-দাতার কাছে। প্রথম ব্যয়টি, যেটি মূলধনটাকে স্থানান্তরিত করে ধার-দাতার কাছ থেকে ধার-গ্রহীতার কাছে, সেটি হচ্ছে একটি আইনগত লেনদেন, যার কিছু করার নেই পুনরুৎপাদনের প্রকৃত প্রক্রিয়াটির ব্যাপারে। সেটি হচ্ছে কেবল এই প্রক্রিয়াটির ভূমিকা মাত্র। ফেরৎ দেওয়া, যা আবার স্থানান্তরিত করে সেই মূলধনটাকে, যেটা ফিরে বয়ে গিয়েছে ধার-গ্রহীতার কাছ থেকে ধার-দাতার কাছে, সেটাও আরেকটা আইনগত লেনদেন—প্রথমটার অনুপূরক। একটা প্রবর্তন করে প্রকৃত প্রক্রিয়াটিকে, অন্যটা হচ্ছে সেই প্রক্রিয়াটির একটি অনুপূরক ক্রিয়া। প্রস্থান বিন্দু এবং প্রত্যাগমন-বিন্দু, ধারের মূলধন দেওয়া এবং ফেরৎ আসা, এইভাবে প্রতিভাত হয় আইনগত লেনদেনের দ্বারা অনুপ্রেরিত স্বৈরাচারী গতিক্রিয়া হিসাবে, যে আইনগত লেনদেনগুলি ঘটে মূলধনের বাস্তব গতিক্রিয়ার পরে এবং যেগুলির কিছুই করার নেই এই ব্যাপারে। এই বাস্তব গতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে ঘটনাটা একই হত, যদি মূলধনটি শুরু থেকেই থাকত শিল্প-ধনিকের মালিকানায় এবং তার কাছে ফিরে আসত তার নিজস্ব মূলধন হিসাবেই।

প্রথম প্রবর্তনমূলক ক্রিয়াটিতে ধার-দাতা তার মূলধন দেয় ধার-গ্রহীতাকে। অনুপূরক এবং সমাপ্তিকারক ক্রিয়াটিতে ধার-গ্রহীতা মূলধনটাকে ফেরৎ দেয় ধার-দাতাকে। সুতরাং এই দুয়ের মধ্যে দেনা-লেনার সঙ্গে যা সংশ্লিষ্ট—এবং আপাততঃ সুদের কথা ছেড়ে দিয়ে—যা সংশ্লিষ্ট ধার-দাতা এবং ধার গ্রহীতার মধ্যে ধারের মূলধনের গতিক্রিয়ার সঙ্গে, উক্ত দুটি ক্রিয়া (দীর্ঘ বা হ্রস্ব সময়ের ব্যবধানের দ্বারা বিচ্ছিন্ন, যে সময়ে মূলধনের প্রকৃত পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়) আবৃত করে

সমগ্র গতি ক্রিয়াটিকে। এবং এই গতিক্রিয়াটি—প্রত্যাগমনের যার সমাপ্তি—রচনা করে *per se* ধার দেওয়া এবং নেওয়ার গতিক্রিয়াটিকে, যেটি হচ্ছে শর্ত-সাপেক্ষ ভাবে অর্থ বা পণ্য পরকীকরণের বিশেষ রূপ।

সাধারণ ভাবে মূলধনের চরিত্রগত গতিক্রিয়া, ধনিকের কাছে অর্থের প্রত্যাগমন, অর্থাৎ মূলধনের যাত্রা-বিন্দুতে তার প্রত্যাগমন, ধারণ করে সুদ-দায়ী মূলধনের ক্ষেত্রে একটি সম্পূর্ণ বাইরের চেহারা, বাস্তব গতিক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন—যে বাস্তব গতিক্রিয়ার তা একটি রূপ। ক তার অর্থ দিয়ে দেয় অর্থ হিসাবে নয়, মূলধন হিসাবে। মূলধনে কোনো রূপ-পরিবর্তন ঘটে না। তা কেবল হাত-বদল করে। মূলধনে তার আসল রূপ-পরিবর্তন ঘটে না, যতক্ষণ তা খ-এর হাতে না যায়। কিন্তু ক-এর পক্ষে তা মূলধন হয়ে যায় যখনি সে খ-কে তা দিয়ে দেয়। উৎপাদন ও সঞ্চলনের প্রক্রিয়া থেকে মূলধনের সত্যিকারের প্রতি-প্রবাহ ঘটে কেবল খ-এর জন্য। কিন্তু ক-এর পক্ষে এই প্রতি-প্রবাহ ধারণ পরকীকরণের মত একই রূপ। মূলধন প্রত্যাগমন করে খ-এর কাছ থেকে ক-এর কাছে। নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অর্থ দিয়ে দেওয়া অর্থাৎ ধার দেওয়া এবং সুদ (উদ্বৃত্ত-মূল্য) সহ তা ফিরে পাওয়া হচ্ছে সুদ-দায়ী মূলধনের স্ব-বিশেষ গতিক্রিয়ার সম্পূর্ণ-রূপ। ধার-দেওয়া অর্থের মূলধন হিসাবে সত্যিকারের গতিক্রিয়া হচ্ছে ধার-দাতা এবং ধার-গ্রহীতার দেনা-লেনার বহির্ভূত একটি কর্মকাণ্ড। এই দেনা-লেনার মধ্যে মধ্যবর্তী ক্রিয়াটি হয়ে যায় লুপ্ত, অদৃশ্য—প্রত্যক্ষ ভাবে অন্তর্ভুক্ত নয়। এক বিশেষ ধরনের পণ্য এই মূলধনের আছে তার পরকীকরণের একটি নিজস্ব বিশেষ রূপ। সুতরাং তার প্রত্যাগমন নিজেকে প্রকাশ করে না অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া-সমূহের কোনো নির্দিষ্ট ক্রমের পরিণতি ও ফলশ্রুতি হিসাবে, বরং প্রকাশ করে ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট আইনগত চুক্তির ফল হিসাবে প্রত্যাগমনের সময়টা নির্ভর করে পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়ার অগ্রগতির উপরে; সুদ-দায়ী মূলধনের ক্ষেত্রে, মূলধন হিসাবে তার প্রত্যাগমন ধার-দাতা এবং গ্রহীতার মধ্যে কেবল চুক্তিটির উপরে নির্ভর করে বলে **বোধহয়**। যার দরুন এই দেনা-লেনার ব্যাপারে মূলধনের প্রত্যাগমন আর পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়ার ফলোদ্ভূত বলে প্রতিভাত না হয়; মনে হয় যেন ধার-দেওয়া মূলধনটি কখনো হারায়নি অর্থের রূপ। নিশ্চিত ভাবে বলতে গেলে, এই দেনা-লেনাগুলি আসলে নির্ধারিত হয় সত্যিকারের পুনরুৎপাদন-জনিত প্রত্যাগমনসমূহের দ্বারা। কিন্তু খোদ দেনা-লেনার ব্যাপারটাতে এটা স্পষ্ট নয়। তা ছাড়া, কার্যক্ষেত্রে এটা সব সময়ে রেওয়াজও নয়। যদি সত্যিকারের প্রত্যাগমন যথাসময়ে না ঘটে, তা হলে ধার-গ্রহীতাকে ধার-দাতার কাছে তার বাধ্য-বাধকতা মেটাবার জন্য অন্যান্য ধনোৎসের সন্ধান করতে হবে। মূলধনের নগ্ন রূপটি—একটি বিশেষ পরিমাণ অর্থের, যথা ক-এর, ব্যয়, যা কিছু কাল পরে প্রত্যাগত হয়, এই কিছু-কালের ব্যবধান ছাড়া অন্য কোনো মধ্যবর্তী ক্রিয়া ছাড়াই, $ক+\frac{১}{x}ক$ পরিমাণ হিসাবে—এই নগ্ন রূপটি হচ্ছে মূলধনের সত্যিকারের গতি ক্রিয়ার নিছক একটি অর্থহীন রূপ।

মূলধনের সত্যিকারের গতিক্রিয়ায় তার প্রত্যাগমন হচ্ছে সঞ্চলনের প্রক্রিয়ায় একটি পর্যায়। অর্থটা প্রথমে রূপান্তরিত হয় উৎপাদনের উপায়সমূহে ; উৎপাদন সেগুলিকে পরিবর্তিত করে পণ্য সমূহের রূপে ; সেই পণ্যগুলির বিক্রয়ের মাধ্যমে সেগুলি পুনঃরূপান্তরিত হয় অর্থে এবং এই রূপে প্রত্যাগমন করে ধনিকের হাতে, যে শুরুতে ঐ মূলধনটিকে অগ্রিম দিয়েছিল অর্থের রূপে। কিন্তু সুদ-দায়ী মূলধনের ক্ষেত্রে, এই প্রত্যাগমন, পরকীরণের মতই, মূলধনের মালিক এবং একটি দ্বিতীয় পক্ষের মধ্যে আইনগত দেনা-লেনার ফল। আমরা দেখতে পাই কেবল পরকীকরণ এবং প্রত্যর্পণ। যা কিছু মধ্যবর্তী কালে ঘটে, তা লুপ্ত হয়ে যায়।

কিন্তু যেহেতু মূলধন হিসাবে অগ্রিম-দত্ত অর্থের স্বভাব হল তার কাছে ফিরে যাওয়া যে তাকে অগ্রিম দিয়েছিল, তার কাছে যে তাকে ব্যয় করেছিল মূলধন হিসাবে, এবং যেহেতু মূলধনের গতিক্রিয়ার অন্তর্নিহিত রূপটি হল অ—প—অ´, সেই হেতু অর্থের মালিক, এই কারণেই পারে, তাকে ধার দিতে মূলধন হিসাবে, এমন কিছু হিসাবে যার স্বভাব হল তার যাত্রা-বিন্দুতে ফিরে যাওয়া, গতিক্রিয়া-কালে তার মূল্য রক্ষা ও বৃদ্ধি করা। সে তাকে মূলধন হিসাবে দিয়ে দেয়, কারণ মূলধন হিসাবে বিনিয়োজিত হবার পরে তা ফিরে আসে তার যাত্রা-বিন্দুতে, এবং তাই একটা নির্দিষ্ট সময় পরে ধার গ্রহীতা তাকে পুনরুদ্ধার করতে পারে ঠিক এই কারণেই যে তা তার কাছে ফিরে এসেছে।

মূলধন হিসাবে অর্থ ধার দেওয়া—তার পরকীকরণ এই শর্তে যে একটা নির্দিষ্ট সময় পরে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে—তাই আগে থেকেই ধরে নেয় যে তা সত্য সত্যই বিনিয়োজিত হবে মূলধন হিসাবে, এবং তা সত্য সত্যই ফিরে যায় তার যাত্রা-বিন্দুতে। সুতরাং, মূলধন হিসাবে অর্থ যে বাস্তব বৃত্তটি রচনা করে, সেটি হল আইনগত দেনা-লেনার পূর্বশর্ত, যার দরুন ধার-গ্রহীতা অর্থটাকে অবশ্যই ধার-দাতাকে ফেরৎ দেবে। যদি ধার-গ্রহীতা অর্থটাকে মূলধন হিসাবে ব্যবহার না করে, তা হলে সেটা তার নিজের ব্যাপার। ধার-দাতা তা ধার দেয় মূলধন হিসাবে, অতএব ধরে নেওয়া হয় যে তা করবে মূলধনের কাজকর্ম, যার মধ্যে পড়ে অর্থ-মূলধনের আবর্ত, যতক্ষণ তা ফিরে আসে তার যাত্রা-বিন্দুতে অর্থের রূপে।

সঞ্চলনের ক্রিয়াগুলি, অ—প এবং প—অ´, যেগুলির মধ্যে মূল্যের একটি পরিমাণ কাজ করে অর্থ বা পণ্য হিসাবে, সেগুলি হচ্ছে, শুধু মধ্যবর্তী প্রক্রিয়া, মোট গতিক্রমের কেবল পর্যায় মাত্র। মূলধন হিসাবে তা সম্পাদন করে অ—অ´ সমগ্র গতিক্রিয়াটি। তা অগ্রিম-দত্ত হয় অর্থ হিসাবে বা কোনো না কোনো রূপে একটি মূল্য-সমষ্টি হিসাবে, এবং প্রত্যাগত হয় একটি মূল্য-সমষ্টি হিসাবে। অর্থের ধার-দাতা তা ব্যয় করে না পণ্য ক্রয়ে, কিংবা যদি এই মূল্যসমষ্টি থেকে থাকে পণ্য-রূপে তা হলে তা বিক্রয় করে না অর্থের জন্য। সে তা অগ্রিম দেয় মূলধন হিসাবে, অ—অ´ হিসাবে, একটি মূল্য হিসাবে, যা ফিরে আসে তার যাত্রা-বিন্দুতে একটা বিশেষ

সময়কালের পরে। ক্রয় বা বিক্রয় করার বদলে সে ধার দেয়। সুতরাং এই ধার দেওয়া মূল্যকে **মূলধন** হিসাবে পরকীকরণের যথোপযুক্ত রূপ—অর্থ বা পণ্য হিসাবে তার পরকীকরণের পরিবর্তে। যাই হোক, এ থেকে অনুসরণ করে না যে, ধার দেওয়ার ব্যাপারটাও ধারণ করতে পারে না এমন দেনা-লেনার রূপ, ধনতান্ত্রিক পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়ার সঙ্গে যাদের নেই কোনো সম্পর্কে।

আমরা এ পর্যন্ত কেবল বিবেচনা করেছি ধার-দেওয়া **মূলধনের** গতিবিধি তার মালিক এবং শিল্প-ধনিকের মধ্যে। এখন আমরা অনুসন্ধান করব **সুদ** সম্পর্কে।

ধার-দাতা তার অর্থ ব্যয় করে তার অর্থ মূলধন হিসাবে; মূল্যের যে পরিমাণটি সে অন্যকে তুলে দেয়, সেটি মূলধন, এবং অতএব সেটি ফিরে আসে তার কাছে। কিন্তু তার নিছক প্রত্যাগমনটাই হবে না **মূলধন** হিসাবে ধার-দেওয়া মূল্য-সমষ্টির প্রতি-প্রবাহ, সেটা হবে কেবল ধার-দেওয়া মূল্যসমষ্টিরই প্রত্যর্পণ। মূলধন হিসাবে প্রত্যাগত হতে হলে, অগ্রিম-দত্ত মূল্য-সমষ্টিটি গতিক্রিয়াকালে কেবল রক্ষিত হলেই হবে না; বর্ধিতও হতে হবে, মূল্যের দিক থেকে বৃদ্ধিপ্রাপ্তও হতে হবে, এবং প্রত্যাগত হতে হবে একটি উদ্বৃত্ত-মূল্য হিসাবে অ+Δঅ হিসাবে; শেষোক্তটি হচ্ছে সুদ, বা গড় মুনাফার একটা অংশ, যা কার্যরত ধনিক ব্যক্তিটির হাতে থাকে না, সেটা পড়ে অর্থ-ধনিকের ভাগে।

এই যে ঘটনা যে, অর্থ-ধনিক তাকে ছেড়ে দিয়েছে মূলধন হিসাবে, তা নির্দেশ করে যে সেটা তাকে প্রত্যর্পণ করতে হবে অ+Δঅ হিসাবে। পরে আমাদের আরো মনোযোগ ফেরাতে হবে সেই রূপটির দিকে, যে রূপটিতে সুদ দেওয়া হয় অন্তবর্তী কালে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর, কিন্তু মূলধন বাদে, যার প্রত্যার্পণ ঘটে একটি সুদীর্ঘ সময়কালের শেষে।

অর্থ-ধনিক ধার-গ্রহীতাকে, শিল্প-ধনিককে কি দেয়? সে বাস্তবিক পক্ষে তার হাতে কি তুলে দেয়? কেবল অর্থ হস্তান্তরের এই ক্রিয়াটাই যা ধারের অর্থকে পরিবর্তিত করে মূলধন হিসাবে অর্থের পরকীকরণে, অর্থাৎ একটি পণ্য হিসাবে মূলধনের পরকীকরণে।

কেবল এই পরকীকরণের ক্রিয়াটার মাধ্যমেই মূলধনকে ধার দেয় অর্থ ধারদাতা একটি পণ্য হিসাবে, অথবা তার অধিকারস্থিত পণ্যকে সে ধার দেয় আরেক জনকে মূলধন হিসাবে।

একটা মামুলি বিক্রয়ে সেটা কি, যেটা পরককীকৃত হয়? বিক্রয়-করা পণ্যটির মূল্যটা নয়, কারণ সেটা তো কেবল রূপ পরিবর্তন করে। মূল্যটা বাস্তবে অর্থ হিসাবে ক্রেতার হাতে যাবার আগে ভাবগত ভাবে অবস্থান করে দাম হিসাবে পণ্যের মধ্যে। একই মূল্য এবং একই পরিমাণ মূল্য কেবল তাদের রূপ পরিবর্তন করে। এক ক্ষেত্রে

তারা যাকে পণ্য-রূপে অন্যটিতে অর্থ-রূপে। যা সত্যি সত্যিই পরকীকৃত হয় এবং, অতএব, ক্রেতার নিজস্ব পরিভোগে প্রবেশ করে, তা হচ্ছে পণ্যটির ব্যবহার-মূল্য—একটি ব্যবহার-মূল্য হিসাবে পণ্যটি।

এখন, এই ব্যবহার-মূল্যটা কি, যেটা অর্থ-ধনিক ছেড়ে দেয় ধারের সময়টার জন্য উৎপাদনশীল ধনিককে—ধার-গ্রহীতাকে? সেটা হ'ল ব্যবহার মূল্য, অর্থ যেটা অর্জন করে, তার প্রক্রিয়ায়, মূলধনে পরিণত হওয়া, মূলধনের কার্যাবলী সম্পাদন করা এবং, তার মূল মূল্যটির আয়তনকে রক্ষা করা ছাড়াও, একটি নির্দিষ্ট উদ্বৃত্ত-মূল্য, গড় মুনাফা (যা কিছু এর উপরে বা নীচে, তাই দেখা দেয় একটি নিছক আপতিক ঘটনা বলে) সৃষ্টি করার সক্ষমতার গুণে অন্যান্য পণ্যের ক্ষেত্রে, ব্যবহার-মূল্যটা শেষ পর্যন্ত পরিভুক্ত হয়। তাদের সত্তা অন্তর্হিত হয়ে যায়, এবং তার সঙ্গে অন্তর্হিত হয় তাদের মূল্য। প্রতি-তুলনায়. পণ্য-মূলধনের স্ব-বৈশিষ্ট্য এখানে যে তার মূল্য এবং ব্যবহার-মূল্য কেবল অটুট থাকে না, তা বৃদ্ধিও পায়—তার ব্যবহার-মূল্যের পরিভোগের মাধ্যমে।

মূলধন হিসাবে অর্থের এই ব্যবহার-মূল্য—একটি গড় মুনাফা উৎপাদনের এই ক্ষমতা—যা অর্থ-মূলধন ছেড়ে দেয় শিল্প-ধনিকের হাতে সেই সময়কালের জন্য, যখন সে তার ধার দেওয়া মূলধন স্থাপন করে তার অধীনে।

এই ভাবে ধার-দেওয়া অর্থের এই দিক থেকে একটা সাদৃশ্য আছে শ্রম-শক্তির সঙ্গে—শিল্প ধনিকের সঙ্গে তার সম্পর্কের ক্ষেত্রে। পার্থক্য এই যে, দ্বিতীয়োক্তটি শ্রম-শক্তির মূল্যের জন্য মজুরি দেয়, যখন সে কেবল ধার-করা মূলধনটা ফেরৎ দেয়। শিল্প-ধনিকের পক্ষে শ্রম-শক্তির ব্যবহার-মূল্য হচ্ছে এই যে, শ্রম-শক্তি নিজে যে-মূল্যের অধিকারী তার চেয়ে, এবং তার জন্য যা ব্যয় হয়, তার চেয়ে, সৃষ্টি করে বেশি মূল্য (মুনাফা) তার পরিভোগে। এই অতিরিক্ত মূল্যটাই হল শিল্প-ধনিকের পক্ষে ব্যবহার-মূল্য প্রতিভাত হয় তার মূল্য প্রজননের ও পরিবর্ধনের ক্ষমতা হিসাবে।

বস্তুতঃ পক্ষে, অর্থ-ধনিক পরকীকৃত করে একটি ব্যবহার-মূল্যকে, এবং এই ভাবে যা-ই সে দিয়ে দেয়, তাই দেয় একটি পণ্য হিসাবে। পণ্যের সঙ্গে উপমাটা এই অবধিই *per se* সম্পূর্ণ। প্রথমতঃ, এটা একটা মূল্য যা হাত থেকে হাতে যায়। পণ্য হিসাবেই একটা মামুলি পণ্যের ক্ষেত্রে একই মূল্য থাকে ক্রেতা এবং বিক্রেতার হাতে, কেবল বিভিন্ন রূপে; দুয়েরই থাকে সেই একই মূল্য যা তাদের ছিল দেনা-লেনার আগে, এবং যা তারা পরকীকৃত করেছে—একটা পণ্যের রূপে, অন্যটা অর্থের রূপে। পার্থক্যটা এই যে, ধারের ক্ষেত্রে অর্থ-ধনিকই হচ্ছে দেনা-লেনায় একমাত্র লোক যে মূল্য দিয়ে দেয়, কিন্তু সে তা রক্ষা করে ভবিষ্যৎ প্রত্যর্পণের মাধ্যমে। ধারের দেনা-লেনায় ঠিক একটি পক্ষই মূল্য পেয়ে থাকে, কেননা কেবল একটি পক্ষই মূল্য ছেড়ে দেয়।—দ্বিতীয়তঃ, এক দিকে একটি প্রকৃত ব্যবহার-মূল্য পরিত্যাগ করা হয়, এবং, অন্য দিকে, তা গ্রহণ ও পরিভোগ করা হয়। কিন্তু মামুলি পণ্যসমূহের সঙ্গে প্রতি-তুলনায়, এই ব্যবহার-মূল্যটা নিজেই মূল্য, অর্থাৎ মূলধন হিসাবে অর্থের

ব্যবহারের মাধ্যমে উপলব্ধ বাড়তি মূল্য—মূল্যের উপরে বাড়তি মূল্য। এই ব্যবহার-মূল্যটাই মুনাফা।

ধার-দেওয়া অর্থের ব্যবহার-মূল্য নিহিত থাকে মূলধন হিসাবে তার কাজ করা এবং অতএব গড় অবস্থায় গড় মুনাফা উৎপাদন করার ক্ষমতায়।[১]

এখন, সেটা কি, যেটা শিল্প-ধনিক দেয়, এবং, সুতরাং, ধার-দেওয়া মূলধনের দামটা কি? ম্যাসির মতে, "লোকেরা যা ধার করে, তার ব্যবহারের জন্য তারা যা সুদ হিসাবে দেয়, তা হচ্ছে তা যে মুনাফা উৎপাদন সক্ষম, তার একটা অংশ।" l.c. পৃঃ ৪৯।[২]

একটি মামুলি পণ্যের ক্রেতা যা ক্রয় করে, তা হল ব্যবহার-মূল্য; যা সে তার জন্য দেয় সেটা হল মূল্য। অর্থের ধার-গ্রহীতা যা ক্রয় করে, তাও অনুরূপ ভাবে মূলধন হিসাবে তার ব্যবহার-মূল্য; কিন্তু কিসের জন্য সে খরচ করে? নিশ্চয়ই তার দাম বা মূল্যের জন্য নয়, মামুলি পণ্যের ক্ষেত্রে যা করে। ধার-গ্রহীতা এবং ধার-দাতার মধ্যে অতিক্রমণের সময়ে মূল্যে কোনো রূপ-পরিবর্তন ঘটে না, যেমন ঘটে ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে, যখন তা এক ক্ষেত্রে থাকে অর্থের রূপে, অন্য ক্ষেত্রে থাকে পণ্যের রূপে। পরবীকৃত এবং প্রত্যর্পিত মূল্যের অভিন্নত্ব এখানে প্রকাশ পায় একেবারে ভিন্ন ভাবে। মূল্যের পরিমাণটা, অর্থাৎ অর্থ টা দিয়ে দেওয়া হয় প্রতিমূল্য ছাড়াই এবং প্রত্যর্পিত হয় একটা নির্দিষ্ট সময়ের পরে। ধার-দাতা সর্বদাই থেকে যায় উক্ত মূল্যটির মালিক, এমনকি যখন সেটি তার হাত থেকে চলে যায় ধার-গ্রহীতার হাতে। একটি মামুলি পণ্য-বিনিময়ে অর্থ সব সময়েই আসে ক্রেতার পক্ষ থেকে; কিন্তু ধারের বেলায় তা আসে বিক্রেতার কাছ থেকে। সেই একমাত্র ব্যক্তি যে অর্থ দিয়ে দেয় একটা নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য, এবং মূলধনের ক্রেতা হল সেই ব্যক্তি যে তা গ্রহণ করে একটি পণ্য হিসাবে। কিন্তু এটা সম্ভব কেবল ততক্ষণ, যতক্ষণ অর্থ কাজ করে মূলধন হিসাবে, এবং অতএব, অগ্রিম-প্রদত্ত হয়। ধার-গ্রহীতা অর্থ ধার নেয় মূলধন হিসাবে, এমন একটি মূল্য হিসাবে, যা উৎপাদন করে আরো মূল্য। কিন্তু যে মুহূর্তে, যখন এটা অগ্রিম দেওয়া হয়, তখন এটা কেবল সম্ভাব্য মূলধন, অন্য যে

---

১. সুদ নেবার ন্যায্যতা নির্ভর করে না লোকের মুনাফা করা বা না করার উপরে নির্ভর করে তার" (ধার-করা) মূলধনের "মুনাফা উৎপাদন করার ক্ষমতার উপরে—যদি সঠিক ভাবে বিনিয়োজিত হয়।" (*An Essay on the Governing Causes of the Natural Rate of Interest, wherein the sentiments of Sir W. Petty and Mr. Locke, on that head, are considered*, London, 1790. p. 49। এই অনামী বইখানার লেখক হলেন জে. ম্যাসি)।

২. "ধনী লোকেরা, তাদের অর্থ নিজেরা বিনিয়োগ করার পরিবর্তে....অন্য লোকদের ভাড়া দেয় যাতে তারা তা থেকে মুনাফা করতে পারে—এই ভাবে অর্জিত মুনাফা থেকে একটি অনুপাত মালিকদের জন্য সংরক্ষিত রেখে।" (*l.c. pp 23-24,*)

কোনো মূলধনের মতই, তার সূচনা বিন্দুতে যখন তাকে অগ্রিম দেওয়া হয়। কেবল তার নিয়োগের মাধ্যমেই তা তার মূল্য সম্প্রসারিত করে এবং নিজেকে উপলব্ধ করে মূলধন হিসাবে। যাই হোক ধার গ্রহীতাকে সেই অর্থ ফেরৎ দিতে হবে উপলব্ধ মূলধন হিসাবে, অতএব মূল্য + উদ্বৃত্ত-মূল্য (সুদ) হিসাবে। এবং এই শেষোক্তটি কেবল হতে পারে উপলব্ধ মুনাফারই একটি অংশ। কেবল একটি অংশ মাত্রই, সমগ্র মুনাফাটা নয়। কেননা ধার গ্রহীতার কাছে ধার-মূলধনের ব্যবহার-মূল্য নিহিত থাকে তার জন্য মুনাফা উৎপাদনে। অন্যথা, ধার দাতার দিক থেকে ঘটত না ব্যবহার-মূল্যের কোনো পরকীকরণ। অন্য দিকে, গোটা মুনাফাটাই পড়তে পারে না ধার-গ্রহীতার ভাগে। অন্যথা, পরকীকৃত ব্যবহার-মূল্যের জন্য সে কিছুই দিত না, এবং অগ্রিম-দত্ত অর্থটাকে ফেরৎ দিত ধার-দাতার হাতে মামুলি অর্থ হিসাবেই, মূলধন হিসাবে নয়, উপলব্ধ মূলধন হিসাবে নয়, কেননা কেবল অ + Δঅ হিসাবেই তা উপলব্ধ মূলধন।

তাদের উভয়েই, ধারদাতা ও ধার-গ্রহীতা, ব্যয় করে একই অর্থের পরিমাণটিকে মূলধন হিসাবে, কিন্তু কেবল ধার-গ্রহীতার হাতেই তা কাজ করে মূলধন হিসাবে। একই অর্থের পরিমাণটির দ্বৈত অস্তিত্বের ফলে মুনাফা দ্বিগুণিত হয় না—দুই ব্যক্তির মূলধন হিসাবে। এটা দুজনের জন্যই মূলধন হিসাবে কাজ করতে পারে কেবল যদি মুনাফাটাকে ভাগ করা হয়। যে অংশটা ধার-দাতার ভাগে পড়ে, তাকে বলা হয় সুদ।

যা ধরে নেওয়া হয়েছে, গোটা দেনা-লেনাটা ঘটে দু'ধরনের ধনিকের মধ্যে—অর্থ-ধনিক এবং শিল্প বা সওদাগর ধনিক।

সর্বদাই মনে রাখতে হবে যে, এখানে মূলধন হিসাবে মূলধন হচ্ছে একটি পণ্য, অথবা এখানে আলোচিত পণ্যটি হচ্ছে মূলধন। এখানে দৃশ্যমান সমস্ত সম্পর্ক সমূহ অতএব হয়ে পড়বে অযৌক্তিক—একটি মামুলি পণ্যের অবস্থান থেকে, অথবা মূলধনের অবস্থান থেকে, যখন তা কাজ করে পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়ায় একটি পণ্য-মূলধন হিসাবে। ধার দেওয়া এবং ধার নেওয়া—বিক্রয় এবং ক্রয়ের পরিবর্তে—এমন একটি সম্পর্ক, যা এখানে উদ্ভূত হয় পণ্যের নির্দিষ্ট প্রকৃতিটি থেকে—মূলধন। অনুরূপ ভাবে, এই ঘটনা যে এখানে যা দেওয়া হয় তার দাম পণ্যটির দাম নয়, সুদ। যদি আমরা সুদকে ডাকতে চাই অর্থ মূলধনের দাম বলে, তা হলে এটা হবে একটি অযৌক্তিক রকমের দাম—পণ্যের দামের ধারণার সঙ্গে যার কোনো মিল নেই।[১]

১. "মুদ্রার ('কারেন্সি'র) ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হলে 'মূল্য' কথাটার বিবিধ মানে হয়…(২) চলতি মুদ্রা, যা সত্যিই হাতে আছে কোনো এক ভবিষ্যৎ তারিখে প্রাপ্তব্য একই পরিমাণ মুদ্রার সঙ্গে তুলনায়। এক্ষেত্রে মুদ্রার মূল্য মাপা হয় সুদের হারের দ্বারা, আর সুদের হার নির্ধারিত হয় সম্ভাব্য মূলধনের পরিমাণ এবং তার চাহিদার মধ্যেকার অনুপাতের দ্বারা।" (Colonel R. Torrens, *On the Operation of the Bank Charter Act of 1844 etc*, 2nd. ed. 1847, pp. 56.)

দামকে এখানে পর্যবসিত করা হয় তার নিছক অমূর্ত ও অর্থহীন রূপে, যার মানে দাঁড়ায় যে. কোনো না কোনো রকমে একটা ব্যবহার মূল্য হিসাবে কাজ করে এমন কিছুর জন্য দেওয়া কোনো একটা অর্থের পরিমাণই হল দাম।

মূলধনের দাম বোঝাতে সুদ গোড়া থেকেই একটি অযৌক্তিক কথা। আলোচ্য পণ্যটির আছে দ্বৈত মূল্য, প্রথম একটি মূল্য এবং দ্বিতীয় একটি দাম, যা এই মূল্য থেকে ভিন্ন, আর দাম নির্দেশ করে অর্থের অঙ্কে মূল্যের প্রকাশ। অর্থ-মূলধন একটি অর্থের পরিমাণ কিংবা একটি অর্থের অঙ্কে ধার্য একটি পণ্যসম্ভারের মূল্য ছাড়া কিছু নয়। যদি একটি পণ্যকে ধার দেওয়া যায় মূলধন হিসাবে, তা হলে সেটা হল একটি অর্থের পরিমাণের ছদ্মবেশী রূপ মাত্র। কারণ মূলধন হিসাবে যা ধার দেওয়া হয়, তা এত এত পাউণ্ড তুলো নয়; তা হচ্ছে তুলোর আকারে বিদ্যমান তার মূল্য হিসাবে এত এত পরিমাণ অর্থ। সুতরাং মূলধনের দাম তাকে উল্লেখ করে যেমন করে একটি অর্থের পরিমাণকে, এমনকি যদি 'কারেন্সি' না-ও হয় যেমন টরেন্স ভাবেন (৩৫৭ পৃঃ পাদটীকা দেখুন)। তা হলে কি ভাবে একটি মূল্য-পরিমাণের থাকতে পারে একটি দাম, তার নিজের দামটি ছাড়া, তার নিজের অর্থ-রূপে প্রকাশিত দামটি ছাড়া? যাই হোক, দাম হচ্ছে একটি পণ্যের মূল্য (এটা বাজার দাম সম্বন্ধেও সত্য, মূল্য থেকে যার পার্থক্য গুণগত নয়, কেবল মাত্রাগত—কেবল মূল্যের আয়তন প্রসঙ্গে), যা তার ব্যবহার মূল্য থেকে পৃথক। একটি দাম, যা গুণগত ভাবে মূল্য থেকে ভিন্ন, হচ্ছে একটি অসম্ভব রকমের স্ববিরোধ।[১]

মূলধন নিজেকে প্রকাশ করে মূলধন হিসাবে আত্ম-প্রসারণের মাধ্যমে। তার আত্ম-প্রসারণের মাত্রাটাই প্রকাশ করে সেই মাত্রাটিকে যাতে তা নিজেকে উপলব্ধ করে মূলধন হিসাবে। তার দ্বারা উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্য বা মুনাফা—তার হার বা আয়তন—পরিমেয় হয় কেবল অগ্রিম-দত্ত মূলধনের সঙ্গে তুলনার দ্বারা। সুদ-দায়ী মূলধনের বেশি বা কম আত্ম-প্রসারণ, একই ভাবে, পরিমাপ করা যায় সুদের পরিমাণকে, মোট মুনাফায় তার ভাগকে, অগ্রিম-দত্ত মূলধনের সঙ্গে তুলনা করার মাধ্যমে। সুতরাং যদি দাম প্রকাশ করে পণ্যটির মূল্যকে, তা হলে সুদ প্রকাশ করে অর্থ-মূলধনের আত্ম-প্রসারণকে এবং এই ভাবে দেখা দেয় ধার-দাতাকে তার জন্য প্রদত্ত মূল্য হিসাবে। এটা থেকে বোঝা যায় যে, ক্রয়ে ও বিক্রয়ে অর্থের মাধ্যমে বিনিময়ের সরল সম্পর্কগুলিকে এখানে প্রয়োগ করা শুরু থেকেই কেমন আজগুবি

---

১. 'অর্থের মূল্য' বা 'মুদ্রার মূল্য' কথাটার দ্ব্যর্থবোধকতা, যখন নির্বিশেষে প্রয়োগ করা হয় পণ্যের বিনিময়-মূল্য এবং মূলধনের ব্যবহার-মূল্য—উভয়কেই বোঝাবার জন্য, তখন সেটা হয় বিভ্রান্তির একটি নিরন্তর উৎস।" (Tooke, *Inquiry into the Currency principle*, p. 77) প্রধান বিভ্রান্তিটি ব্যাপারটার মধ্যেই যেটি নিহিত) এই যে মূল্য নিজেই (সুদ) হয়ে ওঠে মূলধনের মূল্য, সেটি টুকে-র নজর এড়িয়ে গিয়েছে।

ব্যাপার, যেমন প্রুধোঁ করেন। ভিত্তিস্থানীয় প্রতিজ্ঞাটি ঠিক এটাই যে অর্থ কাজ করে মূলধন হিসাবে, এবং এই ভাবেই, মানে সম্ভাব্য মূলধন হিসাবেই স্থানান্তরিত হতে পারে তৃতীয় এক ব্যক্তিতে।

যাই হোক, মূলধন এখানে দেখা দেয় একটি পণ্য হিসাবে, যেহেতু তাকে হাজির করা হয় বাজারে, এবং অর্থের ব্যবহার-মূল্যটা সত্যি-সত্যিই পরকীকৃত হয় মূলধন হিসাবে। এর ব্যবহার-মূল্য অবশ্য নিহিত থাকে মুনাফা উৎপাদন করার মধ্যে। মূলধন হিসাবে নিয়োজিত অর্থের বা পণ্যের মূল্য নির্ভর করে না অর্থ বা পণ্য হিসাবে তাদের মূল্যের উপরে নির্ভর করে তারা তাদের মালিকের জন্য কতটা উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদন করে তার উপরে। মূলধনের উৎপন্ন হল মুনাফা। ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের ভিত্তিতে এটা হল কেবল অর্থের একটি ভিন্নতর ব্যবহার—তা এটা অর্থ হিসাবেই ব্যয়িত হোক, বা মূলধন হিসাবেই অগ্রিম-দত্ত হোক। অর্থ বা পণ্য-সম্ভার নিজেরাই সম্ভাব্য মূলধন, ঠিক যেমন শ্রম-শক্তি হচ্ছে সম্ভাব্য মূলধন। কারণ, (১) অর্থকে রূপান্তরিত করা যেতে পারে উৎপাদনের উপায়সমূহে, এবং তা, যেমন আছে, তাদের একটি অমূর্ত প্রকাশ—মূল্য হিসাবে তাদের অবস্থান; (২) ধন-সম্পদের বস্তুগত উপাদানগুলির আছে সম্ভাব্য ভাবে মূলধন হবার গুণ, কারণ তাদের বিপরীত অনুপূরকটিকে যা তাদের পরিণত করে মূলধনে, যথা মজুরি শ্রমকে, তাকে পাওয়া যায় ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের ভিত্তিতে।

বস্তুগত ধনের স্ববিরোধী সামাজিক বৈশিষ্ট্যসমূহ—মজুরি-শ্রম হিসাবে শ্রমের প্রতি তার বৈরিতা—ধনতান্ত্রিক সম্পত্তির মধ্যে স্বরূপে প্রকাশিত হয় উৎপাদন-প্রক্রিয়া থেকে নিরপেক্ষ ভাবে। এই যে বিশেষ ঘটনাটি একে যদি আলাদা করে দেখা হয় স্বয়ং ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের প্রক্রিয়া থেকে, যা থেকে এর নিরন্তর উদ্ভব ঘটে, এবং যার নিরন্তর ফল হিসাবে তা কাজ করে একটি নিরন্তর পূর্বশর্ত হিসাবে, তা হলে এটি নিজেকে প্রকাশ করে এই ভাবে যে, অর্থ এবং পণ্যসম্ভার একই রকম নিহিত, সম্ভাব্য মূলধন, যার দরুন সেগুলিকে বিক্রি করা যায় মূলধন হিসাবে, এবং এই ভাবে যে, সেগুলি এই আকারে পারে অপরের শ্রম নিয়ন্ত্রণ করতে—অপরের শ্রম আত্মসাৎ করার উপরে একটি দাবি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে, এবং অতএব, পারে আত্ম-প্রসারণশীল মূল্য-সমূহের প্রতিনিধিত্ব করতে। এটা আরো পরিষ্কার ভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, যা অপরের শ্রম আত্মসাৎ করার অধিকার ও উপায় সরবরাহ করে, তা এই সম্পর্কটাই—ধনিকের পক্ষ থেকে তুল্য-মূল্য হিসাবে উপস্থাপিত শ্রমটা নয়।

অধিকন্তু, মূলধন দেখা দেয় একটি পণ্য হিসাবে, যেহেতু সুদ এবং সঠিক মুনাফায় বিভাজন নিয়মিত হয় যোগান এবং চাহিদার দ্বারা অর্থাৎ প্রতিযোগিতার দ্বারা, ঠিক যেমন হয় পণ্য-সমূহের বাজার-দামগুলি। কিন্তু এখানে পার্থক্যটা ঠিক সাদৃশ্যের মতই বাস্ত। যদি যোগান এবং চাহিদা মিলে যায়, তা হলে বাজার-দামটা হয় তাদের উৎপাদনের দামের অনুরূপ, অর্থাৎ তাদের দাম তখন প্রতিভাত হয়,

প্রতিযোগিতা থেকে নিরপেক্ষ ভাবে, ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের অন্তর্নিহিত নিয়মাবলীর দ্বারা নিয়মিত বলে, কেননা যোগান এবং চাহিদার ওঠানামা উৎপাদন-দাম থেকে বাজার-দামের বিচ্যুতি ছাড়া কিছুই ব্যাখ্যা করে না। এই বিচ্যুতিগুলি পরস্পরকে সুসমঞ্জস করে দেয়, যার দরুন কোনো কোনো দীর্ঘতর সময়-ক্রমে, গড় বাজার-দামগুলি উৎপাদন-দামগুলির সমান হয়ে যায়। যখনি যোগান এবং চাহিদা মিলে যায়, তখনি এই শক্তিগুলি কাজ করা থেকে বিরত হয়, অর্থাৎ পরস্পরকে প্রতিপূরণ করে, এবং তখন দাম-নির্ধারণকারী সাধারণ নিয়মটি একক ক্ষেত্রগুলিতেও কাজ করতে শুরু করে। তখন বাজার-দাম, এমনকি তার অব্যবহিত রূপটিতেও—এবং কেবল বাজার-দামের গতিক্রিয়াসমূহের গড় হিসাবেই নয়—মিলে যায় উৎপাদন-দামের সঙ্গে, যা নিয়মিত হয় উৎপাদন-পদ্ধতির নিজের অন্তর্নিহিত নিয়মাবলীর দ্বারা। একই জিনিস খাটে মজুরির বেলায়। যদি যোগান এবং চাহিদা মিলে যায়, তারা পরস্পরের ফলকে নিরপেক্ষ করে দেয়, এবং মজুরি শ্রম-শক্তির মূল্যের সমান হয়ে যায়। কিন্তু অর্থ মূলধনের উপরে সুদের বেলায় ব্যাপারটা আলাদা। এ ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা সাধারণ নিয়ম থেকে বিচ্যুতিগুলকে নির্ধারণ করে না। বরং সেখানে প্রতিযোগিতার দ্বারা আরোপিত বিভাজনের নিয়মটি ছাড়া আর কোনো বিভাজনের নিয়ম নেই, কেননা, যেমন আমরা পরে দেখব, সুদের "স্বাভাবিক" হার বলে কিছু নেই। সুদের হারের ক্ষেত্রে কোনো "স্বাভাবিক" মাত্রা নেই। যখনি প্রতিযোগিতা বিচ্যুতি ও ওঠানামাগুলিকে নির্ধারণ করে না, যখনি তাই বিরোধী শক্তিগুলির নিরপেক্ষীভবন সমস্ত রকমের নির্ধারণের ইতি ঘটিয়ে দেয়, তখনি যে জিনিসটি নির্ধারণ করতে হবে, সেটি হয়ে পড়ে খামখেয়ালি ও নিয়ম ছাড়া। এই সম্পর্কে আরো আলোচনা পরের অধ্যায়ে।

সুদ-দায়ী মূলধনের বেলায় সব কিছুই দেখা যায় ভাসা ভাসা: ধার-দাতার কাছ থেকে ধার গ্রহীতার অগ্রিম মূলধনকে কেবল স্থানান্তর হিসাবে; উপলব্ধ মূলধনের প্রতি প্রবাহকে কেবল ফেরৎ স্থানান্তর হিসাবে, সুদসহ প্রত্যর্পণ হিসাবে—ধার-গ্রহীতার কাছ থেকে ধার-দাতার কাছে। একই কথা সত্য ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির অন্তর্নিহিত এই ঘটনার বেলায় যে, মুনাফার হার নির্ধারিত হয় কেবল অগ্রিম-দত্ত মূলধন-মূল্যের সঙ্গে একটি একক প্রতিবর্তনের মাধ্যমে কৃত মুনাফার সম্পর্কটির দ্বারা নয়, সেই সঙ্গে এই প্রতিবর্তনের সময় কালের দৈর্ঘ্যের দ্বারাও, অতএব নির্দিষ্ট সময়-পরিধির মধ্যে শিল্প-মূলধনের দ্বারা উৎপাদিত মুনাফা হিসাবে নির্ধারিত। সুদ-দায়ী মূলধনের ক্ষেত্রে, অনুরূপ ভাবে এটা উপরে উপরে মনে হয়, এটা বোঝায় যে একটি নির্দিষ্ট সুদ ধার দাতাকে দেওয়া হয় একটি নির্দিষ্ট সময় -ন্তের জন্য।

বিভিন্ন বিষয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক সম্বন্ধে তাঁর স্বভাবসুলভ অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে কল্পনা-প্রবণ অ্যাডাম মুলর বলেন (*Elemente der Staatskunst*, Berlin, 1809, Dritter Theil, *S.* 138), "জিনিসের দাম নির্ধারণের ব্যাপারে সময়ের কথা বিবেচনা করা হয় না; কিন্তু সুদ নির্ধারণের ব্যাপারে সময়ই হল প্রধান বিষয়।"

তিনি দেখতে পান না কেমন করে উৎপাদনের সময় এবং সঙ্কলনের সময় প্রবেশ করে পণ্য-দাম নির্ধারণে, এবং ঠিক এটাই নির্ধারণ করে মূলধনের প্রতিবর্তনের একটি নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য মুনাফার হার ; পক্ষান্তরে, সুদ নির্ধারিত হয় ঠিক এই মুনাফার নির্ধারণ দ্বারাই একটি নির্দিষ্ট সময়-কালের জন্য। তাঁর প্রাজ্ঞতা, এখানে যেমন অন্য খানে প্রকাশ পায় উপরে-উপরে ধূলির মেঘ পর্যবেক্ষণ করায় এবং নির্বিচারে ঘোষণা করায় যে এই ধূলি রহস্যমণ্ডিত ও গুরুত্বপূর্ণ কোনো ব্যাপারে।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

মুনাফার বিভাজন। সুদের হার। সুদের স্বাভাবিক হার

এই অধ্যায়ের বিষয়টি এখানে সবিস্তারে বিশ্লেষণ করা যাবে না; ক্রেডিটের অন্যান্য ব্যাপারের মত এই বিষয়টিতেও আমরা পরে আসব। ধার-দাতা এবং ধার-গ্রহীতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা এবং তার ফলে অর্থের বাজারে ছোটোখাটো ওঠানামা আমাদের অনুসন্ধানের পরিধির বাইরে পড়ে। শিল্প-চক্রের কালে সুদের হার কর্তৃক বর্ণিত আবর্তটি তার উপস্থাপনার জন্য দাবি করে স্বয়ং এই চক্রটিরই বিশ্লেষণ, কিন্তু অনুরূপ ভাবে সেটাও এখানে দেওয়া যাবে না। এখানে আমাদের আলোচ্য সুদ-দায়ী মূলধনের স্বতন্ত্র রূপটি নিয়ে এবং সুদের, যা মুনাফা থেকে আলাদা, তার বিশেষীকরণ নিয়ে।

যেহেতু আমরা আগে যা ধরে নিয়েছি, তদনুযায়ী সুদ হচ্ছে, মুনাফার একটি অংশমাত্র, যা শিল্প-ধনিক অর্থ-ধনিককে দেয়, সেই হেতু সুদের সর্বোচ্চ মাত্রা হচ্ছে মুনাফা নিজেই, যে ক্ষেত্রে উৎপাদনশীল ধনিক কর্তৃক করায়ত্ত অংশটি হবে=০। ব্যতিক্রমমূলক ক্ষেত্রগুলি ছাড়া, যেসব ক্ষেত্রে সুদ বাস্তবেই হতে পারে মুনাফার চেয়ে বৃহত্তর, কিন্তু যা হলে সেটা দেওয়া যাবে না মুনাফা থেকে, কেউ ভেবে নিতে পারেন যে সুদের সর্বোচ্চ হারটি হচ্ছে খোদ মোট মুনাফা বিয়োগ (পরে বিশ্লেষণ করা হবে) যা নিজেকে পর্যবসিত করে তদারকি কাজের মজুরিতে। সুদের সর্বনিম্ন হার একেবারেই অ-নিরূপণ যোগ্য। কিন্তু সে ক্ষেত্রে সর্বদাই দেখা দেবে বিবিধ প্রতি-বিধায়ক শক্তি সেটাকে এই আপেক্ষিক সর্বনিম্ন হার থেকে আবার তুলবার জন্য।

"মূলধনের ব্যবহারের জন্য প্রদত্ত পরিমাণ এবং ঐ মূলধনের মধ্যেকার সম্পর্কটি প্রকাশ করে, অর্থের অঙ্কে পরিমাপ-করা, সুদের হারটিকে। "সুদের হার নির্ভর করে (১) মুনাফার হারের উপরে; (২) যে-অনুপাতে ধার-দাতা এবং ধার-গ্রহীতার মধ্যে গোটা মুনাফাটা ভাগ হয়, সেই অনুপাতের উপরে।" (*Economist*, January 22, 1933)। "লোকেরা যা ধার করে, তার ব্যবহারের জন্য তারা যেটা সুদ হিসাবে দেয় সেটা যদি হয় সেই মুনাফারই অংশ, যা উৎপাদন করতে সক্ষম, তা হলে এই সুদ সর্বদাই শাসিত হবে এই মুনাফার দ্বারা।" (Massie, l. c. p. 49)

প্রথমে ধরে নেওয়া যাক যে, মোট মুনাফা এবং তার যে-অংশটি সুদ হিসাবে দিতে হবে অর্থ-ধনিককে—এই দুয়ের মধ্যে আছে একটি নির্দিষ্ট সম্পর্ক। তা হলে এটা পরিষ্কার যে সুদ বাড়বে বা কমবে মোট মুনাফার সঙ্গে সঙ্গে, এবং শেষোক্তটি নির্ধারিত হয় মুনাফার সাধারণ হার এবং তার হ্রাস-বৃদ্ধির দ্বারা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যদি মুনাফার গড় হার হ'ত=২০%, এবং সুদ মুনাফার ¼, তা হলে সুদের হার হত=৫% যদি মুনাফার গড় হার হ'ত=১৬%, তা হলে সুদের হার হ'ত=৪%। মুনাফার ২০% ধরে নিয়ে, সুদের হার বাড়তে পারে ৮%-এ, এবং তখনো শিল্প-ধনিক করবে একই মুনাফা যেমন সে করত মুনাফার হার=১৬%, এবং সুদের হার ৪% থাকলে, যথা ১২%। যদি সুদ বেড়ে দাঁড়াতো ৬% বা ৭%, তবু সে রাখত মুনাফার বৃহত্তর ভাগ। যদি সুদের পরিমাণ, হ'ত গড় মুনাফার একটি স্থির অংশ, তা হলে এটা অনুসরণ করত যে মুনাফার সাধারণ হার হ'ত উঁচু, তত বেশি হ'ত মোট মুনাফা এবং সুদের মধ্যেকার অনাপেক্ষিক পার্থক্য, এবং তত বেশি হত উৎপাদনশীল ধনিকের দ্বারা করায়ত্ত কৃত মোট মুনাফার অংশটি, এবং উল্টোটাও সত্য। ধরে নিন যে সুদ=গড় মুনাফার ⅕। ১০-এর ⅕=২ ; মোট মুনাফা এবং সুদের মধ্যেকার পার্থক্য=৮। ২০-র ⅕=৪ , পার্থক্য=২০ – ৪=১৬ ; ২৫-এর ⅕=৫ ; পার্থক্য=২৫ – ৫=২০ , ৩০-এর ⅕=৬ , পার্থক্য=৩০ – ৬=২৪ ; ৩৫-এর ⅕=৭ ; পার্থক্য=৩৫ – ৭=২৮। ৪, ৫, ৬, ৭% ইত্যাদি বিভিন্ন সুদের হার এখানে সর্বদাই প্রতিনিধিত্ব করে ⅕ এর বেশি নয়, বা মোট মুনাফার ২০%। অতএব, মুনাফার হারগুলি যদি হয় বিভিন্ন, তা হলে সুদের বিভিন্ন হারগুলি প্রতিনিধিত্ব করতে পারে মোট মুনাফার একাংশ-সমূহের, অথবা মোট মুনাফার একই শতাংশ সুদের অনুপাতগুলি এই ভাবে স্থির থাকলে, শিল্প-মুনাফা (মোট মুনাফা এবং সুদের মধ্যেকার পার্থক্য) আনুপাতিক ভাবে বৃদ্ধি পাবে মুনাফার সাধারণ হারের সঙ্গে, এবং উল্টোটা হলে উল্টোটাও হবে।

বাকি সব অবস্থাগুলি সমান আছে ধরে নিয়ে, অর্থাৎ সুদ এবং মোট মুনাফার মধ্যেকার অনুপাতটিকে মোটামুটি স্থির ধরে নিয়ে, কর্মরত ধনিক মুনাফার হারের মানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে আনুপাতিক উচ্চতর বা নিম্নতর সুদ দিতে সক্ষম এবং ইচ্ছুক।[১] যেহেতু আমরা দেখেছি যে সুদের হার ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের সঙ্গে বিপরীত ভাবে আনুপাতিক, সেই হেতু এটা অনুসরণ করে যে, একটি দেশে সুদের উচ্চতর বা নিম্নতর হার শিল্পগত বিকাশের মাত্রার সঙ্গে একই বিপরীত অনুপাতে সম্পর্কিত, অন্ততঃ পক্ষে যত দূর অবধি সুদের হারে পার্থক্যটি সত্যিসত্যিই প্রকাশ করে মুনাফার হারগুলিতে পার্থক্য। পরে দেখা যাবে, এটা সর্বদা নাও হতে পারে। এই অর্থে বলা যেতে পারে যে সুদ নিয়মিত হয় মুনাফার মারফৎ, কিংবা আরো

১. সুদের স্বাভাবিক হারটি শাসিত হয় বিশেষ ক্ষেত্রে মুনাফাসমূহের দ্বারা। (Massie, l. c. p. 51.)

সঠিক ভাবে, মুনাফার সাধারণ হারের মারফৎ। এবং সুদ নিয়মের এই পদ্ধতিটি এমনকি তার গড়ের ক্ষেত্রেও খাটে।

যাই হোক, মুনাফার গড় হারকেই গণ্য করতে হবে সুদের সর্বোচ্চ হারের নির্ধারক হিসাবে।

সুদকে সম্পর্কিত হতে হয় গড় মুনাফার সঙ্গে—এই যে ঘটনা, এটা এখন বিস্তারিত ভাবে বিবেচনা করা হবে। যখনি একটি সুনির্দিষ্ট জিনিসকে, যেমন মুনাফাকে ভাগ করতে হয় দুটি পক্ষের মধ্যে, তখনি ব্যাপারটা, সর্বোপরি, নির্ভর করে ঐ বিভাজ্য জিনিসটির আয়তনের উপরে, এবং এটা, এই আয়তনটা আবার নির্ধারিত হয় তার গড় হারের দ্বারা। ধরুন, একটি নির্দিষ্ট আকারের মূলধনের ক্ষেত্রে, মুনাফার সাধারণ হার, অতএব মুনাফার আয়তন, ধরুন=১০০-কে ধরে নেওয়া হল নির্দিষ্ট বলে। তা হলে, সুদের হ্রাসবৃদ্ধি স্পষ্টতই বিপরীত ভাবে আনুপাতিক হবে মুনাফার সেই অংশের হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে, যে অংশটি থেকে যায় ধার-করা মূলধন নিয়ে কার্যরত উৎপাদনকারী ধনিকের হাতে। এবং বিভাজ্য মুনাফাটির, মজুরি-বঞ্চিত শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত মূল্যটির, পরিমাণ নির্ণয়কারী অবস্থাবলী ব্যাপক ভাবে ভিন্নতর হয় সেই অবস্থাবলী থেকে, যেগুলি নির্ধারণ করে তার বণ্টন এই দুই রকমের ধনিকদের মধ্যে, এবং প্রায়শই উৎপাদন করে সম্পূর্ণ বিপরীত ফলাফল।[১]

আধুনিক শিল্প যে চক্রগুলির মধ্য দিয়ে যায়—নিষ্ক্রিয়তার অবস্থা, পুনরুজ্জীবন সমৃদ্ধি, অতি-উৎপাদন, সংকট নিশ্চলতা, নিষ্ক্রিয়তার অবস্থা ইত্যাদি, যেগুলি আমাদের পরিধির বাইরে পড়ে—তা হলে আমরা লক্ষ্য করি যে, সমৃদ্ধির বা বাড়তি মুনাফার পর্যায়ের অনুষঙ্গী হয় সুদের একটি নিম্ন হার, সুদের হারে একটি বৃদ্ধি বিচ্ছিন্ন করে সমৃদ্ধি এবং তার বিপরীতকে, এবং চরম কুসীদের বিন্দু অবধি সুদের একটি সর্বোচ্চ হার অনুষঙ্গী হয় সংকটের পর্যায়ের।[২] ১৮৪৩ সালের গ্রীষ্মকাল নিয়ে এল বিপুল সমৃদ্ধির একটি পর্যায়; সুদের হার, যা ১৮৪২-এর বসন্তেও ছিল ৪½%, তা

১. এখানে পাণ্ডুলিপিতে আছে এই মন্তব্যটি: "এই অধ্যায়টির আলোচনা-ধারা থেকে যায়, মুনাফা-বণ্টনের নিয়মগুলি বিশ্লেষণ করার আগে, যে-ভাবে পরিমাণ-গত বিভাজনটি হয়ে ওঠে গুণগত বিভাজন, সেটি সম্পর্কে প্রথমে নিশ্চিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। পূর্ববর্তী অধ্যায় থেকে পার হয়ে আসতে আমাদের ধরে নেওয়া আবশ্যক যে সুদ হচ্ছে মুনাফার একটি অনির্দিষ্ট অংশবিশেষ।"

২. "চাপের ঠিক পরেই প্রথম পর্যায়ে অর্থ থাকে প্রচুর, ফটকা থাকে না; দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্থও প্রচুর, ফটকাও প্রচুর; তৃতীয় পর্যায়ে ফটকা হ্রাস পায় এবং অর্থের চাহিদা সৃষ্টি হয়; চতুর্থ পর্যায়ে অর্থ হয় দুর্লভ এবং দেখা দেয় চাপ।" (Gilbart, *A Practical Treatise on Banking*, 5th. ed. Vol. I London, 1849, p. 149)

১৮৪৩-এর বসন্তে ও গ্রীষ্মে পড়ে গেল ২%-এ;[১] সেপ্টেম্বরে তা পড়ে গেল একেবারে ১¼%-এ (গিলবার্ট, ১, পৃঃ ১৬৬); তার পরে ১৮৪৭-এর সংকটে তা বেড়ে' গিয়ে দাঁড়ালো ৮%।

যাই হোক, এটা সম্ভব যে নিশ্চল অবস্থার সঙ্গে চলছে নিচু সুদ এবং পুনরুজ্জীবিত, তৎপরতার সঙ্গে চলছে মোটামুটি ভাবে বর্ধমান সুদ।

সংকটের পর্যায়ে সুদের হার পৌছায় তার শিখরে যখন দেনা শোধের জন্য যে-কোনো ব্যয়ে অর্থ ধার করা হয়। যেহেতু সুদের হারে বৃদ্ধি মানে, 'সিকিওরিটি-র দামে হ্রাস, সেই হেতু তা, অর্থ-মূলধন আছে, এমন লোকদের চমৎকার সুযোগ করে দেয় হাস্যকর কম দামে এমন সব সুদ-দায়ী 'সিকিওরিটি পত্র ক্রয় করতে, যেগুলি, কালক্রমে অন্ততঃ ফিরে পাবে নিজেদের গড় দাম—যখনি সুদের হার আবার পড়ে যায়।[২]

যাই হোক, মুনাফার হারে ওঠানামা থেকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবেই সুদের হারের একটা ঝোঁক থাকে পড়ে যাওয়ার দিকে। এবং বস্তুতঃ পক্ষে, দুটি কারণে:

১. "আমাদের যদি এমনকি এটাও ধরে নিতে হত যে মূলধন উৎপাদনশীল নিয়োগ ছাড়া কখনো অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ধার করা হয় নি, আমি এটা খুবই সম্ভব বলে মনে করি যে মোট মুনাফার হারে কোনো পরিবর্তন ছাড়াই সুদে পরিবর্তন ঘটলেও ঘটতে পারে। কারণ, যখন একটি জাতি ঐশ্বর্যের জীবনে অগ্রসর হয়, তখন মানুষের একটি শ্রেণীর উদ্ভব হয়, এবং আরো আরো বৃদ্ধি হয়, যারা তাদের পূর্ব-পুরুষদের শ্রমের বলে নিজেদেরকে দেখতে পায় এমন ধন-দৌলতের অধিকারে, যা কেবল সুদ-জাত আয় থেকেই তাদের সাড়ম্বর জীবনযাত্রা নির্বাহের পক্ষে পর্যাপ্ত। বেশ অনেকে, যারা যৌবনে ও মধ্য বয়সে সক্রিয় ভাবে ব্যবসায়ে ব্যাপৃত ছিল, তারা পরবর্তীকালে অবসর গ্রহণ করে তাদের নিজেদেরই সঞ্চয়ীকৃত ধনের সুদের উপরে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন কাটাতে। এই শ্রেণীটির যেমন আগের শ্রেণীটিরও, একটি প্রবণতা আছে দেশের ধন-দৌলত বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পাবার, কারণ যারা কিছুই না নিয়ে শুরু

১. টুকে একে ব্যাখ্যা করেন, "আগেকার বছরগুলিতে উদ্বৃত্ত-মূল্যের মুনাফাজনক নিয়োগের স্বল্পতার দরুন তার যে সঞ্চয়ন আবশ্যিক ভাবেই ঘটে, তার দ্বারা, মজুদের মুক্তিপ্রাপ্তির দ্বারা এবং বাণিজ্যিক সম্ভাবনায় আস্থার পুনরুজ্জীবনের দ্বারা।" (*History of Prices from 1839 till 1847*, London, 1848, p. 54.)

২. "এক ব্যাংকারের একজন পুরনো মক্কেলকে £২,০০,০০০-এর বণ্ডের উপরে একটি ধার অস্বীকার করা হয়, তার 'পেমেণ্ট সাসপেন্সন' সম্পর্কে অবহিত করার জন্য যখন চলে যেতে উদ্যত, তাকে, বলা হল এই পদক্ষেপের কোনো দরকার নেই, উপস্থিত অবস্থায় ব্যাংকার ঐ বণ্ডটি কিনে নেবে £১,৫০,০০০-এ। ([H. Roy] *The Theory of the Exchanges. The Bank Charter Act of 1844, etc.*, London, 1869, p. 80.)

করে, তাদের চেয়ে যারা মোটামুটি একটা স্টক নিয়ে শুরু করে তারা ঢের তাড়াতাড়ি একটা স্বনির্ভরতা গড়ে তুলতে পারে। সুতরাং এটা ঘটে যে, পুরনো ও ধনী দেশগুলিতে, যারা নিজেদের কর্ম-নিযুক্তির ঝামেলাটা পোহাতে চান না," তাদের স্বাধীন জাতীয় মূলধনের অংশটি হয়ে যাক সমাজের মোট উৎপাদনশীল স্টকের একটি বৃহত্তর অনুপাত—নোতুন অধ্যুষিত ও দরিদ্রতর অঞ্চলগুলির তুলনায়। ইংল্যাণ্ডে·· জনসংখ্যার অনুপাতে লভ্যাংশ-জীবীদের সংখ্যা আরো কত বিপুল! লভ্যাংশ-জীবীদের শ্রেণী যত বৃদ্ধি পায়, তত বৃদ্ধি পায় মূলধন-ধারদাতাদের শ্রেণী, কারণ তারা এক ও অভিন্ন। (Ramsay, *An Essay on the Distribution of Wealth.* pp. 201—02.)

২. ক্রেডিট-ব্যবস্থার বিকাশ এবং সমাজের সমস্ত শ্রেণীর অর্থ-সঞ্চয়ের উপরে আনুষঙ্গিক নিয়ন্ত্রণ, যা সংঘটিত হয় ব্যাংকারদের মাধ্যমে, এবং এমন এমন পরিমাণে এই সব সঞ্চয়ের ক্রমবর্ধমান সংকেন্দ্রীভবন, যেগুলি কাজ করতে পারে অর্থ-মূলধন হিসাবে—এইগুলিও অবশ্যই দাবিয়ে দেবে সুদের হারটিকে। এ সম্পর্কে পরে আরো।

সুদের হার নির্ধারণ প্রসঙ্গে র‍্যামসে বলেন যে, এটা "নির্ভর করে অংশতঃ মোট মুনাফার হারের উপরে এবং অংশতঃ সেই অনুপাতের উপরে, যে-অনুপাতে এই মোট মুনাফা বিচ্ছিন্ন হয় মূলধনের মুনাফায় এবং উদ্যোগের মুনাফায়। এই অনুপাতটি আবার নির্ভর করে মূলধনের ধারদাতাদের এবং ধারগ্রহীতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার উপরে; যে প্রতিযোগিতা আবার একান্ত ভাবে নিয়মিত হয় না, তবু প্রভাবিত হয় সেই মুনাফার হারটির দ্বারা, যেটি উপলব্ধ হবে বলে প্রত্যাশা করা হয়।[১] এবং কেন প্রতিযোগিতা একান্ত ভাবে নিয়মিত হয় না এই হেতুটির দ্বারা, তার কারণ, একদিকে, এই যে অনেকে ধার করে উৎপাদনশীল নিয়োগের উদ্দেশ্য ছাড়াই; এবং অন্যদিকে, এই যে ধার হিসাবে দেয় গোটা মূলধনটার অনুপাত পরিবর্তিত হয় দেশের ধন-দৌলতের সঙ্গে—মোট মুনাফায় পরিবর্তন থেকে নিরপেক্ষ ভাবে।" (Ramsay, l.c. pp. 206-07.)

সুদের গড় হার নির্ণয় করার জন্য আমাদের অবশ্যই ১) হিসাব করতে করতে হবে প্রধান প্রধান শিল্প চক্রগুলিতে তার হ্রাস-বৃদ্ধির সময়ে সুদের গড় হারটিকে; ২) এবং বার করতে হবে, যে সব বিনিয়োগে আবশ্যক হয় মূলধনের দীর্ঘ মেয়াদী ধার, সেগুলির জন্য সুদের গড় হার।

কোনো একটি দেশে প্রচলিত, সুদের গড় হার—ক্রমাগত পরিবর্তনশীল বাজার-হারগুলি থেকে যা আলাদা—নির্ধারণ করা যায় না কোনো আইনের দ্বারা।

---

১. যেহেতু সুদের হার মোটামুটি ভাবে নির্ধারিত হয় মুনাফার গড় হারের দ্বারা, সেইহেতু বেপরোয়া ঠগবাজি প্রায়শই জড়িত থাকে সুদের নিচু হারের সঙ্গে। দৃষ্টান্ত হিসাবে, ১৮৪৪ সালের গ্রীষ্মকালে রেলওয়ে ঠগবাজি। 'ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড'-এর সুদের হার ৩% শতাংশে তোলা হয়নি ১৮৪৪-এর ১৬ই অক্টোবর অবধি।

এই ক্ষেত্রে সুদের স্বাভাবিক হার বলে কোনো জিনিস নেই—যে অর্থে অর্থনীতিবিদের বলেন মুনাফার স্বাভাবিক হার এবং মজুরির স্বাভাবিক হারের কথা, সেই অর্থে। এ প্রসঙ্গে ম্যাসি সঠিক ভাবেই বলেছেন, "এই উপলক্ষে একমাত্র যে জিনিসটি নিয়ে সন্দেহ পোষণ করতে পারে, সেটি এই যে, এই মুনাফাগুলির কোন অনুপাতটি অধিকার বলেই ধার-গ্রহীতার প্রাপ্য এবং কোন্‌টি ধার-দাতার; এবং সাধারণ ভাবে ধার-গ্রহীতাদের এবং ধার-দাতাদের মতের দ্বারা ছাড়া এটা নির্ধারণ করার আর কোনো পদ্ধতি নেই; কেননা এ প্রসঙ্গে কি ঠিক এবং কি ভুল তা নির্ভর করে সাধারণ সম্মতির উপরে। যোগান এবং চাহিদার সমীকরণ করার—মুনাফার গড় হারকে নির্দিষ্ট বলে নেবার—কিছু মানে হয় না। বাকি যেখানেই এই সূত্রটির আশ্রয় নেওয়া হয়' (এবং এটা তখন কার্যতঃ সঠিক), এটা সেখানে কাজ করে মৌল নিয়মটি (নিয়ন্ত্রণকারী সীমা ও নিয়ন্ত্রণকারী মাত্রা) খুঁজে বার করতে, যেটি প্রতিযোগিতা থেকে নিরপেক্ষ, এবং বরং নির্ধারণ করে প্রতিযোগিতাকে; বিশেষ ভাবে তাদের জন্য একটি সূত্র হিসাবে, যারা প্রতিযোগিতার রীতির দ্বারা এবং তার বিবিধ ঘটনা এবং সেগুলি থেকে উদ্ভূত বিবিধ ধারণার দ্বারা বন্দীকৃত—যে ধারণাগুলিতে উপনীত হওয়া আবার হচ্ছে প্রতিযোগিতার অভ্যন্তরে বিদ্যমান অর্থনৈতিক সম্বন্ধসমূহের আন্তঃসম্পর্ক সংক্রান্ত একটি নিছক ভাসাভাসা ভাবনা। এটা হল প্রতিযোগিতার সহগামী পরিবর্তনসমূহ থেকে এই পরিবর্তনগুলির সীমা অবধি যাবার একটি পদ্ধতি। সুদের গড় হারের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা এরকম নয়। কেন যে প্রতিযোগিতার গড় অবস্থাগুলি, ধার-দাতা এবং ধার-গ্রহীতার মধ্যে ভারসাম্য, ধার-দাতাকে দেবে ৩, ৪, ৫% ইত্যাদি সুদ কিংবা মোট মুনাফার একটি বিশেষ শতাংশ, ধরুন, তার মূলধনের উপরে ২০% বা ৫০%, তার কোনো ভাল কারণ নেই। যেখানেই প্রতিযোগিতা নিজেই কিছু নির্ধারণ করে, সেখানে সেই নির্ধারণটা আপতিক, নিছক অভিজ্ঞামূলক, এবং কেবল পণ্ডিতিপনা বা কল্পনা-বিলাসই পারে এই আপতিক ঘটনাকে আবশ্যিক হিসাবে তুলে ধরতে।[১] ব্যাংক আইন এবং বাণিজ্যিক সংকট সম্পর্কে ১৮৫৭ ও ১৮৫৮ সালের

১. দৃষ্টান্ত হিসাবে, জে. জি. ওপডাইক তাঁর *Treatise on Political Economy* (New York, 1851) এক অতি ব্যর্থ চেষ্টা করেন শাশ্বত নিয়মাবলীর সাহায্যে ৫% সুদের বিশ্বজনীনতা প্রমাণ করার জন্য। মিঃ কার্ল আর্ণ্ড তাঁর *Die naturgemasse Volkswirtschaft gegenuber dem Monopoliengeist und dem Kommunismus ete.*, Hanau, 1845-এ আরো সংলমনা। সেখানে বলা হয়েছে: "দ্রব্য উৎপাদনের স্বাভাবিক পথে ঠিক একটি ব্যাপারই থাকে, যা পূর্ণ-ব্যবস্থিত দেশগুলিতে সুদের হার কিছু পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করে বলে বোধ হয়; এটা হচ্ছে সেই অনুপাত, যে অনুপাতে ইউরোপের বনগুলিতে দারু কাঠ বৃদ্ধি করা হয় সেগুলির বাৎসরিক বিস্তারের মাধ্যমে এই নোতুন বৃদ্ধি ঘটে তাদের বিনিময়-মূল্য থেকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবে—১০০-প্রতি ৩ বা ৪ হারে।" (কী আশ্চর্য যে তাদের নোতুন

পার্লামেন্ট-রিপোর্টগুলিতে যা যা বলা হয়েছে, তাতে "উৎপাদিত আসল হার"-এর কথা শোনার চেয়ে মজাদার কথা আর কিছু নেই, যে-কথা 'ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড'-এর পরিচালকেরা, লণ্ডনের ব্যাংকাররা, মফঃস্বলের ব্যাংকাররা এবং পেশাদার তত্ত্বকাররা অনবরত বকবক করে চলেন; এই ধরনের বাজারি কথার বাইরে যাঁরা চান না যে "ধারযোগ্য মূলধনের ব্যবহারের জন্য দেয় দামে পরিবর্তন ঘটা উচিত এই ধরনের মূলধনের সরবরাহের সঙ্গে," "একটি উঁচু হার এবং নিচু মুনাফা স্থায়ী ভাবে থাকতে পারে না", এবং এই রকম আরো সব মূল্যবান মন্তব্য।[১] সুদের হার যে ভাবে থাকে কেবল গড় হিসাবেই নয়, বরং একটি বাস্তব আয়তন হিসাবে, তাতে গড় সুদের হার নির্ধারণে খোদ প্রতিযোগিতা যতটা ভূমিকা গ্রহণ করে, ততটা ভূমিকাই গ্রহণ করে প্রথা, আইনগত ঐতিহ্য ইত্যাদি। অনেক আইনগত বিরোধে, যেখানে সুদের হার হিসাব করতে হবে, সেখানে সুদের গড় হারকেই ধরে নিতে হবে আইন-ধার্য হার হিসাবে। যদি আমরা আরো অনুসন্ধান চালাই কেন সুদের একটি মাঝামাঝি হারের মাত্রাগুলি ধার করা যায় না সাধারণ নিয়মগুলি থেকে, তা হলে উত্তরটা পাওয়া যাবে সোজাসুজি সুদের প্রকৃতির মধ্যে। এটা গড় মুনাফারই একটি অংশ মাত্র। একই মূলধন এখানে দেখা দেয় দুটি ভূমিকায় ধার-দাতার হাতে ধার দেয় মূলধন হিসাবে এবং কার্যরত ধনিকের হাতে শিল্প, বা বাণিজ্যিক, মূলধন হিসাবে। কিন্তু তা কাজ করে ঠিক একবার, এবং মুনাফ উৎপাদন করে ঠিক একবার। খোদ উৎপাদন-প্রক্রিয়ার ধার-দেয় মূলধন হিসাবে মূলধনের প্রকৃতি কোনো ভূমিকা গ্রহণ করে না। কি ভাবে, যে দুটি পক্ষের তার উপরে দাবি আছে, তারা মুনাফাটাকে ভাগ করে নেয়, সেটা আপতিকতার

বৃদ্ধির প্রতি নজর রাখবে তাদের বিনিময়-মূল্য থেকে নিরপেক্ষ ভাবে।) "এই অনুসারে সবচেয়ে ধনীদেশগুলিতে বর্তমান মান থেকে সুদের পতন প্রত্যাশা করা যায় না" (পৃঃ ১২৪)। তিনি বোঝাতে চান কারণ গাছগুলির নোতুন বৃদ্ধি সেগুলির বিনিময় মূল্য থেকে নিরপেক্ষ, তা তাদের বিনিময়-মূল্য তাদের বৃদ্ধির উপরে যত বেশিই নির্ভর করুক না কেন।) এটাকে অভিহিত করা উচিত "আদিম আরণ্য সুদের হার" বলে। এর আবিষ্কর্তা তাঁর এই গ্রন্থে "আমাদের বিজ্ঞানে" আরো একটি প্রশংসনীয় অবদান যোজনা করেছেন "কুকুর করের দার্শনিক হিসাবে।" (মার্কস ব্যঙ্গভরে আওকে "কুকুর-করের দার্শনিক" বলে অভিহিত করেছেন কারণ তিনি তাঁর বইয়ের এক বিশেষ অনুচ্ছেদে কুকুর-করের প্রস্তাব করছিলেন।—সম্পাদক]

১. 'ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড' তার 'ডিসকাউন্ট'-হার বাড়ায় ও কমায়, অবশ্যই খোলা বাজারে প্রচলিত সুদের প্রতি যথোচিত নজর দিয়েই, সোনার আমদানি ও রপ্তানি অনুযায়ী। "যার দ্বারা ডিসকাউন্ট নিয়ে জুয়োখেলা, ব্যাংক-রেটের প্রত্যাশিত হ্রাস-বৃদ্ধির পূর্ব-প্রেক্ষিতে, এখন হয়ে উঠেছে অর্থ-কেন্দ্রগুলির বড় বড় মাথাসমূহের" মানে লণ্ডন টাকার বাজারে—"কাজ-কারবারের অর্ধেকটা।" ([H. Roy] *The Theory of the Exchanges, etc.* p. 113.)

পরিধির অন্তর্গত একটি নিছক অভিজ্ঞতাজনিত ব্যাপার—ঠিক যেমন একটি অংশীদারি কারবারে একটি সাধারণ মুনাফার শতাংশ হিস্যার ভাগাভাগি। দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন জিনিস—**শ্রম-শক্তি** এবং মূলধন—কাজ করে নির্ধারক হিসাবে উদ্বৃত্ত-মূল্য এবং মজুরির মধ্যে বিভাজনে, যে বিভাজনটি মূলতঃ মুনাফাকে নির্ধারণ করে; এগুলি হচ্ছে দুটি স্বতন্ত্র পরিবর্ত্য জিনিসের কার্য, যারা পরস্পরকে সীমায়িত করে; এবং তাদের **গুণগত পার্থক্যটাই** হচ্ছে উৎপাদিত মূল্যটির **পরিমাণগত পার্থক্যটার** উৎস। পরে আমরা দেখব যে একই ব্যাপার ঘটে খাজনা এবং মুনাফায় উদ্বৃত্ত-মূল্যের বিভাজনে। সুদের বেলায় তেমন কিছু ঘটে না। এখানে **গুণগত পার্থক্যীকরণ,** যেমন আমরা অচিরেই দেখতে পাব, বরং অগ্রসর হয় একই পরিমাণ উদ্বৃত্ত-মূল্যের **বিশুদ্ধ গুণগত বিভাজন** থেকে।

উপরে যা বলা হয়েছে, তা থেকে অনুসরণ করে যে, সুদের "স্বাভাবিক" হার বলে কিছু নেই। কিন্তু যদি, মুনাফার সাধারণ হারের মত না হয়ে, সেখানে এক দিকে না থাকে কোনো সাধারণ নিয়ম গড় সুদের সীমা, বা সুদের গড় হার নির্ধারণ করার জন্য, যে-হারটি ক্রমাগত পরিবর্তনশীল বাজার-হারগুলি থেকে আলাদা, কারণ এটা হচ্ছে কেবল ভিন্ন অভিধার অধীনে মূলধনের দুই মালিকের মধ্যে মোট মুনাফাটা ভাগের প্রশ্ন; অন্য দিকে, সুদের হার—হোক তা প্রত্যেকটি বিশেষ ক্ষেত্রে প্রচলিত গড় বা বাজার হার—দেখা দেয় মুনাফার সাধারণ হারটি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবে একটি অভিন্ন, নির্দিষ্ট ও শরীরী আয়তন হিসাবে।[১]

পণ্যের বাজার-দাম যেমন তার মূল্যের সঙ্গে সম্পর্কিত, সুদের হারও তেমন মুনাফার হারের সঙ্গে সম্পর্কিত। যত দূর অবধি সুদের হার নির্ধারিত হয় মুনাফার হারের দ্বারা, তত দূর অবধি সেটা সর্বদাই মুনাফার সাধারণ হার—শিল্পের কোনো বিশেষ শাখায় প্রচলিত মুনাফা কোনো বিশেষ হার নয়; ব্যবসার কোনো এক বিশেষ ক্ষেত্রে কোনো এক ব্যক্তি-ধনিক যে বাড়তি মুনাফা আয়ত্ত করতে পারে, তাতো নয়ই।[২] সুতরাং এটা একটা ঘটনা যে মুনাফার সাধারণ হারটি সুদের গড় হারের মধ্যে দেখা দেয় একটি অভিজ্ঞতাজনিত, নির্দিষ্ট বাস্তব ঘটনা হিসাবে, যদিও দ্বিতীয়টি প্রথমটির একটি বিশুদ্ধ বা নির্ভরযোগ্য অভিব্যক্তি নয়।

---

১. "পণ্যের দাম ক্রমাগত ওঠানামা করে"; পণ্যগুলি সব তৈরি হয় বিভিন্ন ব্যবহারের জন্য; অর্থ কাজ করে সমস্ত উদ্দেশ্যে। এমনকি একই ধরনের পণ্যসমূহ গুণগত ভাবে বিভিন্ন হয়; নগদ অর্থ সর্বদাই একই মূল্যের, কিংবা অন্ততঃ তাই ধরে নেওয়া হয়। এই কারণেই অর্থের দাম, যাকে আমরা বলি সুদ, তার আছে অন্য যে-কোনো জিনিসের চেয়ে বেশী স্থিতিশীলতা ও অভিন্নত।" (J. Steuart. *Principles of Political Economy,* French translation, IV. 1789, p. 27)

২. "মুনাফা বিভাজনের এই নিয়মটি অবশ্য ব্যক্তি-বিশেষ হিসাবে প্রত্যেক ধার-দাতা এবং ধার-গ্রহীতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, সাধারণ ভাবে ধার-দাতা এবং ধার-

এটা বাস্তবিকই সত্য যে, খোদ সুদের হার নিজেই বদলে যায় ধার-গ্রহীতাদের দ্বারা উপস্থাপিত 'সিকিওরিটি' গুলির শ্রেণী অনুযায়ী, এবং যে সময় কালের জন্য অর্থ ধার করা হয়, তার দৈর্ঘ্য অনুযায়ী ; কিন্তু একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে তা এই শ্রেণীগুলির প্রত্যেক-টির ক্ষেত্রেই অভিন্ন। তা হলে এই পার্থক্যটি সুদের হারের একটি নির্দিষ্ট ও অভিন্ন অভিব্যক্তিকে লংঘন করে না।[১]

সুদের গড় হার প্রত্যেক দেশেই প্রকাশ পায় বেশ দীর্ঘ কাল জুড়ে একটি স্থির রাশি হিসাবে, কেননা মুনাফার সাধারণ হারে পরিবর্তন ঘটে কেবল দীর্ঘ কালের ব্যবধানের অন্তর অন্তর—মুনাফার বিশেষ বিশেষ হারের নিরন্তর পরিবর্তন ঘটা সত্ত্বেও, যাতে এক ক্ষেত্রে পরিবর্তন প্রতিপূরিত হয় আরেক ক্ষেত্রে বিপরীত পরিবর্তনের দ্বারা।

গ্রহীতাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।·· লক্ষণীয় ভাবে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র লাভগুলি হচ্ছে কুশলতার এবং বোঝাপড়া-হীনতার পুরস্কার, যার সঙ্গে ধারদাতাদের কোনো সম্পর্ক নেই ; কেননা একটা থেকে যেমন তাদের কোনো ক্ষতি হয় না, অন্যটা থেকেও তেমন তাদের হওয়া উচিত নয়। একই ব্যবসার বিশেষ বিশেষ লোকের বেলায় যা বলা হয়েছে, তা বিশেষ বিশেষ ধরনের ব্যবসার বেলাতেও প্রযোজ্য ; যদি বাণিজ্যের কোনো এক শাখায় লিপ্ত বণিকেরা ও ব্যবসায়ীরা তাদের ধার করা অর্থ থেকে একই দেশের অন্যান্য বণিক ও ব্যবসায়ীদের পাওয়া সার্বিক মুনাফার চেয়ে বেশি পায়, তা হলে সেই অসাধারণ মুনাফাটা তাদের, যদিও তার জন্য লেগেছিল সাকলিক কুশলতা ও বোঝা পড়া ; সেটা ধারদাতাদের নয়, যারা তাদের অর্থ যুগিয়েছিল····কারণ কোনো বাণিজ্য-শাখা চালাতেই চালু সুদের হারের কমে নিচু শর্তে তারা অর্থ ধার দিত না ; সুতরাং তাদের পাওয়া উচিত নয় তার চেয়ে বেশি—তাদের অর্থ দিয়ে যে সুবিধাই পাওয়া যাক না কেন।" (Massie, *l.c. pp. 50-5*)

১. ব্যাংক-রেট ········ ································৫%
বাজারের ডিসকাউণ্ট রেট, ৬০ দিনের ড্রাফ্‌ট্ ········ ৩$\frac{৫}{৮}$%
ঐ ৩ মাসের·············· ·· ·· ৩$\frac{১}{২}$%
ঐ ৬ মাসের········· ·········৩$\frac{৫}{১৬}$%
বিল-ব্রোকারদের ধার, দৈনিক························১ থেকে ২%
ঐ········· এক সপ্তাহের জন্য·········· ·৩%
পক্ষকালের সর্বশেষ হার, স্টক-হোল্ডারদের কাছে ধার··· ৪$\frac{৩}{৪}$ থেকে ৫%
ডিপোজিট-অ্যালাউয়েন্স (ব্যাংক)········ ·········৩$\frac{১}{২}$%
ঐ (ডিসকাউণ্ট হাউজ)······ ·························৩ থেকে ৩$\frac{১}{৪}$% একই দিনের জন্য এই পার্থক্য কত বেশি হতে পারে, তা দেখানো হয়েছে ১৮৮৯-এর ৯ই ডিসেম্বরে লণ্ডন মানি মার্কেট-এর সুদের হারের পূর্বোক্ত সংখ্যাতথ্য থেকে ; এগুলি গৃহীত হয়েছে ১০ই ডিসেম্বরের 'ডেইলি নিউজ'-এর 'সিটি' প্রতিবেদন থেকে। ন্যূনতম হল ১%, উচ্চতম ৫%।—এঙ্গেলস।

এবং তার আপেক্ষিক স্থিরতা প্রকাশ পায় ঠিক এই গড় বা অভিন্ন সুদের হারের স্থির প্রকৃতির মধ্যেই।

সুদের বাজার-হার চির-পরিবর্তনশীল হলেও, একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে তা থাকে একটি নির্দিষ্ট আয়তন হিসাবে, ঠিক পণ্যসমূহের বাজার-দামের মত, কেননা অর্থের বাজারে সমস্ত ধার-দেয় মূলধন ক্রমাগত কার্যরত মূলধনের সম্মুখীন হয় একটি সামূহিক পরিমাণ হিসাবে, যার দরুন এক দিকে ধার-দেয় মূলধনের যোগান এবং অন্য দিকে তার জন্য চাহিদা, একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে স্থির করে দেয় সুদের বাজার-মান। এটা আরো তত বেশি করে এমনটি হয়, যত বেশি করে ক্রেডিট-ব্যবস্থার বিকাশ ঘটে এবং তার সহগামী সংকেন্দ্রীভবন ধার-দেয় মূলধনকে দান করে একটি সাধারণ সামাজিক চরিত্র এবং তার গোটাটাকেই এক সঙ্গে নিক্ষেপ করে বাজারে। অন্য দিকে, মুনাফার সাধারণ হারটি কখনো একটি ঝোঁকের চেয়ে বেশি কিছু নয়, মুনাফার বিশেষ বিশেষ হারগুলিকে সমীকরণের দিকে একটি গতিক্রিয়া। ধনিকদের মধ্যেকার প্রতিযোগিতা—যা নিজেই এই ভারসাম্যের দিকে একটি গতিক্রিয়া—এখানে ঘটায়, যেসব ক্ষেত্রে মুনাফা বেশ দীর্ঘ কাল ধরে আছে গড়ের নীচে, সে সব ক্ষেত্র থেকে ধনিকদের দ্বারা ক্রমে ক্রমে মূলধন তুলে নেওয়া, এবং যেখানে মুনাফা গড়ের চেয়ে উপরে, ক্রমে ক্রমে সেখানে তার বিনিয়োগ করা। কিংবা তা আরো ঘটাতে পারে এই ক্ষেত্রগুলির মধ্যে অতিরিক্ত মূলধনের ক্রমে ক্রমে এবং ভিন্ন ভিন্ন অনুপাতে নিজেকে বণ্টন করে দেওয়া। এই বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রসঙ্গে মূলধনের সরবরাহে ও প্রত্যাহারে এই পরিবর্তন একটি যুগপৎ ও সামূহিক ক্রিয়া নয়—সুদের হার নির্ধারণের বেলায় যেমন হয়।

আমরা দেখেছি যে, সুদ-দায়ী মূলধন, যদিও পণ্য থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি বর্গ, পরিণত হয় একটি বিশেষ শ্রেণীর পণ্যে, যাতে করে সুদ পরিণত হয় তার দামে—একটি মামুলি পণ্যের বাজার-দামের মতই যা ধার্য হয় যোগান এবং চাহিদার দ্বারা। অতএব, ক্রমাগত ওঠানামা করলেও, সুদের বাজার-দাম একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে প্রতিভাত হয় ঠিক যেন চির-স্থির ও অভিন্ন বলে—প্রত্যেকটি আলাদা ক্ষেত্রে প্রচলিত একটি পণ্যের দামের মত। অর্থ-ধনিকেরা এই পণ্যটিকে সরবরাহ করে, এবং কার্যরত ধনিকেরা এটিকে ক্রয় করে—এর জন্য চাহিদা সৃষ্টি ক'রে। এটা ঘটে না, যখন সমীকরণের ফলে সৃষ্টি হয় মুনাফার একটি সাধারণ হার। যদি এক ক্ষেত্রে পণ্যসমূহের দামগুলি উৎপাদন-দামের নীচে বা উপরে হয় (যেখানে আমরা প্রত্যেকটি উদ্যোগে শিল্প-চক্রের বিভিন্ন পর্যায়গুলি আনুষঙ্গিক পরিবর্তনগুলি ভেবে-চিন্তেই বাদ দিয়ে রাখছি), তা হলে ভারসাম্য সংঘটিত হয় উৎপাদনের সম্প্রসারণ বা সংকোচনের মাধ্যমে, অর্থাৎ শিল্প-মূলধনসমূহের দ্বারা বাজারে নিক্ষিপ্ত পণ্যসম্ভারের সম্প্রসারণ বা সংকোচনের মাধ্যমে—যা ঘটনা হয় আলাদা আলাদা উৎপাদন-ক্ষেত্রে মূলধনের অন্তঃপ্রবাহ বা বহিঃপ্রবাহের দ্বারা। পণ্যসমূহের উৎপাদনের দামগুলির সঙ্গে তাদের গড় বাজার-দামগুলির এই সমীকরণের দ্বারাই মুনাফার সাধারণ, বা গড়, হার থেকে মুনাফার বিশেষ হারগুলির চ্যুতি-বিচ্যুতি সংশোধিত হয়। এটা এমন হতে পারে না যে এই প্রক্রিয়ায়

শিল্পগত বা সওদাগরি মূলধন স্বয়ং ধারণ করবে পণ্যের রূপ—ক্রেতার প্রাতি-প্রেক্ষিতে, সুদ-দায়ী মূলধনের ক্ষেত্রে যা ঘটে, তার মত। যদি আদৌ লক্ষণীয় হয়, তা হলে এই প্রক্রিয়াটি এই রকম হয় কেবল উৎপাদন-দামসমূহের সঙ্গে পণ্যসম্ভারের বাজার-দামসমূহের হ্রাসবৃদ্ধি ও সমীকরণের মধ্যে—গড় মুনাফার সরাসরি নির্ধারণ হিসাবে নয়। মুনাফার সাধারণ হার, বাস্তবিকই, নির্ধারিত হয় ১) মোট মূলধনের দ্বারা উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের দ্বারা, ২) মোট মূলধনের মূল্যের সঙ্গে এই উদ্বৃত্ত-মূল্যের অনুপাতের দ্বারা এবং ৩) প্রতিযোগিতার দ্বারা, কিন্তু কেবল তত দূর অবধি, যত দূর অবধি এটা এমন একটি গতিক্রিয়া যার দ্বারা বিশেষ বিশেষ উৎপাদন-ক্ষেত্রে বিনিয়োজিত মূলধনগুলি চায় তাদের নিজ নিজ আপেক্ষিক আয়তনের অনুপাতে এই উদ্বৃত্ত-মূল্যের সমান সমান লভ্যাংশ পেতে। সুতরাং মুনাফার সাধারণ হারের উদ্ভব বাস্তবে ঘটে সুদের বাজার-হারের চেয়ে ঢের ভিন্নতর ও জটিলতর কারণসমূহ থেকে. যা নির্ধারিত হয় প্রত্যক্ষ ও অব্যবহিত ভাবে যোগান অ চাহিদার মধ্যেকার অনুপাতের দ্বারা, এবং অতএব সুদের হারের মত সমান সুনির্দেশ্য ও সুস্পষ্ট ঘটনা নয়। উৎপাদনের বিবিধ ক্ষেত্রে মুনাফার আলাদা আলাদা হারগুলি নিজেরাই কমবেশি অনিশ্চিত, কিন্তু যত দূর সেগুলি প্রতিভাত হয়, তত দূর সেগুলির অভিন্নতা নয়, পার্থক্যসমূহই লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। যাই হোক, মুনাফার সাধারণ হার দেখা দেয় কেবল মুনাফার ন্যূনতম সীমা হিসাবে—আসল মুনাফা-হারের অভিজ্ঞতাজনিত, প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান হার হিসাবে নয়।

সুদের হার এবং মুনাফার হারে এই পার্থক্যের উপরে জোর দেবার জন্য, আমরা এখনো বাদ দিচ্ছি নিচের দুটি বিষয়, যা সহায়তা করে সুদের হারের সংহতি-সাধনে: ১) সুদ-দায়ী মূলধনের ঐতিহাসিক প্রাগবস্থিতি; ২) মুনাফার হারের উপরে তার প্রভাবের তুলনায়, সুদের হার প্রতিষ্ঠায় বিশ্ব বাজারের ঢের বেশি প্রত্যক্ষ প্রভাব —দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা-নির্বিশেষে।

গড় মুনাফা আত্মপ্রকাশ করে না একটি প্রত্যক্ষ ভাবে প্রতিষ্ঠিত ঘটনা হিসাবে; বরং তা নির্ধারিত হয় বিপরীত মুখী হ্রাসবৃদ্ধিসমূহের সমীকরণের সর্বশেষ পরিণতি হিসাবে। সুদের বেলায় ব্যাপারটা তেমন নয়। এট এমন একটা জিনিস যা স্থির থাকে প্রত্যহ তার সাধারণ, অন্ততঃ পক্ষে স্থানীয়, গ্র হৃতায়—এমন একটা জিনিস যা সেবা করে শিল্পগত ও সওদাগরি মূলধনসমূহকে তাদের কাজ-কারবারের হিসাব-নিকাশে এমনকি একটি পূর্বশর্ত ও উপাদান হিসাবেও। £১০০ পরিমাণ প্রত্যেকটি অর্থসমষ্টি সাধারণ ভাবে সমৃদ্ধ হল এই ক্ষমতায় যে তা দিতে পারে £ ২, ৩, ৪, ৫। স্টক-এক্সচেঞ্জের রিপোর্টগুলি যতটা সঠিক ভাবে সুদের হার নির্দেশ করে, এই বা ঐ মূলধনটির জন্য নয়, অর্থের বাজারে মূলধনের জন্য, অর্থাৎ সাধারণ ভাবে ধার-দেয় মূলধনের জন্য, আর হাওয়া সংক্রান্ত রিপোর্টগুলিও তত সঠিক ভাবে আবহ ও তাপ সম্পর্কে নির্দেশ দিতে পারে না।

অর্থের বাজারে কেবল ধার-দাতারা এবং ধার-গ্রহীতারা পরস্পরের মুখোমুখি হয়। পণ্যটির থাকে একই রূপ—অর্থ। বিশেষ বিশেষ উৎপাদন-ক্ষেত্রে তার বিনিয়োগ অনুযায়ী মূলধনের সমস্ত বিশেষ রূপগুলি হয়ে যায় অবলুপ্ত। তা থাকে স্বতন্ত্র মূল্যের অভিন্নকৃত সমজাতীয় রূপটিতে—অর্থের রূপটিতে। আলাদা আলাদা ক্ষেত্রের প্রতিযোগিতা তাকে প্রভাবিত করে না। তাদের সকলকে এক সঙ্গে গণ্য করা হয় অর্থের ধার-গ্রহীতা হিসাবে, এবং মূলধন তাদের সকলের মুখোমুখি হয় এমন একটি রূপে, যে-রূপে তা তার বিনিয়োগের ভবিষ্যৎ ধরন সম্পর্কে তখনো নির্লিপ্ত। এটা সবচেয়ে জোরালো ভাবে প্রকট হয় মূলধনের যোগান এবং চাহিদার মধ্যে **একটি শ্রেণীর মূলতঃ সার্বজনিক মূলধন** হিসাবে—এমন একটা জিনিস, যেটা শিল্প-মূলধন করে বিভিন্ন আলাদা আলাদা ক্ষেত্রের মধ্যে মূলধনের জঙ্গমতা ও প্রতিযোগিতার প্রক্রিয়ায়। অন্য দিকে, অর্থের বাজারে অর্থ-মূলধন বস্তুতই ধারণ করে সেই রূপ, যে-রূপটিতে, তার বিশেষ নিয়োগটি সম্পর্কে উদাসীন থেকে, তা ভাগ হয়ে যায় একটি সাধারণ উপাদান হিসাবে বিবিধ ক্ষেত্রের মধ্যে, ধনিক শ্রেণীর মধ্যে—প্রত্যেকটি আলাদা ক্ষেত্রের উৎপাদনের প্রয়োজনসমূহ যেমন নির্দেশ করে, তেমন ভাবে। অধিকন্তু, বৃহদায়তন শিল্পের বিকাশের সঙ্গে, অর্থ-মূলধনকে যত দূর তা দেখা দেয় বাজারে, প্রতিনিধিত্ব করে না কোনো ব্যক্তি-ধনিক, বাজারস্থিত মূলধনের এই বা ঐ ভগ্নাংশের কোনো মালিক, বরং তা ধারণ করে একটি সংকেন্দ্রীভূত, সংগঠিত সমষ্টির প্রকৃতি, যা, প্রকৃত উৎপাদন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর, থাকে ব্যাংকার-দের, অর্থাৎ সামাজিক মূলধনের প্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রণে। যাতে করে, যেটা চাহিদার রূপের ব্যাপার, ধার-দেয় মূলধনের মুখোমুখি হয় সমগ্র ভাবে একটি শ্রেণী; পক্ষান্তরে যোগানের রাজ্যে ধার-দেয় মূলধনই থাকে সমষ্টি হিসাবে।

কেন যে মুনাফার সাধারণ হারটিকে সুদের সুনির্দিষ্ট হারটির পাশে আবছা ও অস্পষ্ট দেখায়, তার বিবিধ কারণের মধ্যে এগুলি কয়েকটি, সুদের হারটি আয়তনে বাড়তে-কমতে পারে, কিন্তু সেটি সব সময়েই ধার-গ্রহীতাদের মুখোমুখি হয় ও সুস্থিত হিসাবে, কারণ সেটি তাদের সকলের ক্ষেত্রেই পরিবর্তিত হয় অভিন্ন ভাবে। ঠিক যেমন অর্থের মূল্যে অদল-বদল তাকে নিবৃত্ত করে না সমস্ত পণ্যের ক্ষেত্রে একই মূল্য ধারণ করা থেকে, ঠিক তেমনি। সুতরাং সুদের হারকে নিয়মিত ভাবেই উল্লেখ করা হয় "অর্থের দাম" বলে। এটা এই কারণে যে স্বয়ং মূলধনকেই এখানে হাজির করা হচ্ছে অর্থের রূপে একটি পণ্য হিসাবে। সুতরাং তার দাম নির্ধারণ হচ্ছে তার বাজার-দাম নির্ধারণ, যেমন বাকি সমস্ত পণ্যের বেলায়। অতএব, সুদের হার সর্বদাই দেখা দেয় সুদের সাধারণ হার হিসাবে, এত অর্থের বাবদে এত অর্থ হিসাবে, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ হিসাবে। অন্য দিকে, মুনাফার হার বিভিন্ন হতে পারে এমনকি একই ক্ষেত্রের অভ্যন্তরে একই দামের পণ্যসমূহের বেলাতেও—যে-বিভিন্ন অবস্থার অধীনে বিভিন্ন মূলধন একই পণ্য উৎপাদন করে, তদনুযায়ী; কারণ একটি একক মূলধনের মুনাফার হার নির্ধারিত হয় না একটি পণ্যের বাজার-দামের দ্বারা, নির্ধারিত

হয় বরং বাজার-দাম এবং ব্যয়-দামের মধ্যেকার পার্থক্যের দ্বারা। এবং মুনাফার এই বিভিন্ন হারগুলি একটি সাম্যাবস্থায় পৌঁছে যেতে পারে—প্রথমে একই ক্ষেত্রের মধ্যে এবং পরে বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে—কেবল ক্রমাগত হ্রাসবৃদ্ধির মাধ্যমেই।

(পরবর্তী ব্যাখ্যার জন্য টীকা।) একটি বিশেষ ধরনের ক্রেডিট: এটা জানা আছে যে যখন অর্থ, ক্রয়ের মাধ্যমে হিসাবে কাজ করার পরিবর্তে, কাজ করে পরিপ্রদানের মাধ্যম হিসাবে তখন পণ্যটি পরকীকৃত হয়ে যায়, কিন্তু তার মূল্যটা উপলব্ধ কেবল পরবর্তী কালে। যদি পণ্যটি আবার বিক্রি হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত পরিপ্রদানটা না করা হয়, তা হলে এই বিক্রয়টি প্রতিভাত হয় না ক্রয়টির ফল হিসাবে; বরং এই বিক্রয়টির মাধ্যমেই ক্রয়টি উপলব্ধ হয়। অন্য ভাবে বলা যায়, বিক্রয়টি হয়ে ওঠে ক্রয়ের একটি উপায়। দ্বিতীয়তঃ, ক্রেডিটের পক্ষে ঋণ-পত্র, বিল অব একচেঞ্জ ইত্যাদি হয়ে ওঠে প্ররিপ্রদানের উপায়। তৃতীয়তঃ, ঋণ-পত্রের প্রতিপূরণ প্রতিস্থাপিত করে অর্থকে।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

সুদ এবং উদ্যোগের মুনাফা

পূর্ববর্তী দুটি অধ্যায়ে আমরা যা দেখেছি, সুদ দেখা দেয়, মূলতঃ হয়, এবং বস্তুতঃ থাকে মুনাফার, তথা উদ্বৃত্ত-মূল্যের, একটি অংশ মাত্র, যা কর্মরত ধনিক, শিল্পপতি বা অর্থমূলধনের মালিককে বা ধার-দাতাকে দিতে সওদাগর বাধ্য থাকে, যখনি সে নিজের মূলধনের বদলে ব্যবহার করে ধার-করা মূলধন। যদি সে নিয়োগ করে শুধু তার নিজের মূলধন, তা হলে মুনাফার এমন কোনো ভাগাভাগি ঘটে না; মুনাফাটা তখন গোটাটাই তার। বাস্তবিক পক্ষে, যত কাল পর্যন্ত মূলধনের মালিকেরা নিজেরাই তা নিয়োগ করে পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়ায়, তত কাল তারা প্রতিযোগিতা করে না সুদের হার নির্ধারণে। এটা একাই দেখিয়ে দেয় যে সুদ নামক বর্গটি—সুদের হার নির্ধারণ করা অসম্ভব—স্বয়ং শিল্প-মূলধনের গতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে বহিরাগত।

"সুদের হারের সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে এমন একটি আনুপাতিক পরিমাণ হিসাবে, একটি বিশেষ পরিমাণ অর্থ-মূলধন ব্যবহারের জন্য বার্ষিক কিংবা বেশি বা কম সময়ের বাবদে, যা পেয়ে ধারদাতাও যেমন খুশি এবং যা দিয়ে ধার-গ্রহীতাও তেমন খুশি। ··যখন একটি মূলধনের মালিক তাকে পুনরুৎপাদনে নিয়োগ করে ক্রিয়াশীল ভাবে; সে তখন ঐ ধনিকদের শিরোনামের অধীন আসে না, ধার গ্রহীতাদের সঙ্গে যাদের অনুপাত নির্ধারণ করে সুদের হার।" (Th. Tooke, *History of Priccs*, London, 1838 II, pp. 355-56.) ধনিকদের অর্থ-ধনিকে এবং শিল্প-ধনিকে পৃথগীকরণই মুনাফার একটি অংশকে রূপান্তরিত করে সুদে, যা সাধারণ ভাবে সৃষ্টি করে সুদ নামে এই বর্গটিকে; এবং এই দুই ধরনের ধনিকদের মধ্যে প্রতিযোগিতাই সৃষ্টি করে সুদের হারটিকে।

যত কাল পর্যন্ত মূলধন কাজ করে পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়ায়—ধরে নেওয়া হচ্ছে যে, তা রয়েছে এমন কি শিল্প-ধনিকের মালিকানায় এবং তাকে তা ফেরৎ দিতে হবে হবে না কোনো ধার-দাতার কাছে—তত কাল পর্যন্ত ধনিক, একজন একক ব্যক্তি হিসাবে, খোদ এই মূলধনটিকে পায় না তার অধিকারে, পায় কেবল মুনাফাটাকে, যা সে ব্যয় করতে পারে রোজগার হিসাবে। যত সময় তার মূলধন কাজ করে মূলধন হিসাবে, তত সময় তা অন্তর্ভুক্ত থাকে পুনঃরুৎপাদন-প্রক্রিয়ার মধ্যে, বাঁধা থাকে তার সঙ্গে। সে, বাস্তবিকই, তার মালিক, কিন্তু এই মালিকানা তাকে সক্ষম করে না অন্য কোনো ভাবে তাকে নিয়োগ করতে, যতক্ষণ সে তা মূলধন হিসাব করে

শ্রমের শোষণের জন্য। একই কথা সত্য অর্থ-ধনিকের ক্ষেত্রে। যতক্ষণ তার মূলধন ধার দেওয়া থাকে, এবং তার ফলে তা কাজ করে অর্থ-মূলধন হিসাবে, তা তাকে এনে দেয় সুদ, মুনাফার একটি অংশ, কিন্তু সে আসলটার বিলি-ব্যবস্থা—করতে পারে না। এটা স্পষ্ট হয় যখনি সে তার মূলধন ধার দেয়, ধরুন এক বছর বা তার বেশি কালের জন্য, এবং, আসলটি ফেরৎ না পেয়ে, সুদ পায় চুক্তি-নির্দিষ্ট সময়ের অন্তর অন্তর। কিন্তু আসলটির প্রত্যর্পণেও এখানে কোনো পার্থক্য ঘটে না। যদি সে আসলটা ফেরৎও পায়, তা হলেও সে আবার সেটা ধার দিয়ে দেবে, যতক্ষণ সেটাকে তার জন্য কাজ করতে হবে মূলধন হিসাবে—এখানে অর্থ-মূলধন হিসাবে। যতক্ষণ সে তাকে তার নিজের হাতে রাখে, ততক্ষণ তা আর সুদ সংগ্রহ করে না এবং কাজ করে না মূলধন হিসাবে ; এবং যতক্ষণ তা সুদ সংগ্রহ করে, মূলধন হিসাবে কাজ করে ততক্ষণ তা আর তার হাতে থাকে না। এই কারণেই সব সময়ে মূলধন ধার দেবার সম্ভাবনা। সুতরাং বোসানকোয়েটের (*Metallic, Paper and Credit Currency*, London, 1842, p. 73.) বিরুদ্ধে উদ্দিষ্ট টুকের নিম্নোক্ত মন্তব্যগুলি ভুল : "যদি সুদের হারকে হ্রাস করা হ'ত ১%-এর মত নিম্ন হারে তা হলে ধার-করা মূলধন এবং মলিকানাধীন মূলধন প্রায় সমান মানে স্থাপিত হ'ত।" এর সঙ্গে টুকে যোগ করেছেন এই পার্শ্ববর্তী টীকা : "সেই হারে বা তার চেয়ে কম হারে ধার-করা মূলধনকে যে গণ্য করা হবে মালিকানাধীন মূলধনের প্রায় সম-মান বলে, এটা এমন একটা অদ্ভুত বক্তব্য যে তা প্রায় কোনো নজরই দাবি করত না, যদি না সেটা উপস্থাপন করতেন এমন একজন লেখক, যিনি এত বুদ্ধিমান এবং, বিষয়টির কোনো কোনো দিক প্রসঙ্গে, এত ভাল ভাবে অবহিত। তিনি কি এই ব্যাপারটা উপেক্ষা করেছেন, বা তিনি কি এটাকে এত গুরুত্বহীন বলে মনে করেন যে, সেখানে অবশ্যই থাকবে, পূর্ব-স্বীকৃতি অনুযায়ী, একটি পরিশোধের শর্ত ?" Th. Tooke. *An Inquiry into the Currency Principle*, 2nd. ed., London, 1844, p. 80.) যদি সুদ হত = ০, তা হলে ধার-করা মূলধনে কারবার-রত শিল্প-ধনিক এবং নিজের মূলধন ব্যবহারকারী ধনিক—এই উভয়ের অবস্থানই হবে এক। উভয়েই করায়ত্ত করবে একই গড় মুনাফা, এবং মূলধন, ধার-করাই হোক আর নিজেরই হোক, মূলধন হিসাবে কাজ করে ততক্ষণ, যতক্ষণ তা উৎপাদন করে মুনাফা। পরিশোধ-দানের শর্ত কিছুই পরিবর্তন করবে না। সুদের হার যতই শূন্যের কাছাকাছি হয়, ধরুন ১%-এ নেমে যায়, ততই ধার-করা মূলধন হয় মালিকানাধীন মূলধনের কাছাকাছি। যত কাল অর্থ-মূলধনকে থাকতে হয় অর্থ-মূলধন হিসাবে, তাকে সর্বদাই ধার দিতে হবে, এবং বাস্তবিক পক্ষে বলতে সুদের হারে, ধরা যাক ১%-এ, এবং সর্বদাই সেই একই শ্রেণীর শিল্পগত ও বাণিজ্যিক ধনিকের কাছে। যত কাল এরা কাজ করে ধনিক হিসাবে, তত কাল একজন, যে কারবার করে ধার-করা মূলধন দিয়ে এবং আরেকজন, যে করে নিজেরটা দিয়ে—এই দুজনের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য থাকে এই যে, প্রথম জন অবশ্যই সুদ দেবে এবং দ্বিতীয় জন দেবে না ; একজন পকেটস্থ করে গোটা মুনাফাটা = ল, এবং অন্যজন

ল—ক, মুনাফা—সুদ। সুদ যত শূন্যের কাছাকাছি হয়, ল—ক ততই ল-এর কাছাকাছি হয়, এবং অতএব দুটি মূলধন হয় সম-মানের কাছাকাছি। একজন অবশ্যই মূলধন ফেরৎ দেবে এবং নোতুন করে ধার করবে; এবং অন্যজন অনুরূপ ভাবে তা উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় বারংবার অগ্রিম দেবে, যতক্ষণ তার মূলধনকে কাজ করতে হবে, এবং তাকে ব্যবহার করতে পারেনা যথেচ্ছ ভাবে, এই প্রক্রিয়া থেকে স্বতন্ত্র ভাবে। দুজনের মধ্যে একমাত্র যে পার্থক্যটি অবশিষ্ট থাকে, সেটি স্পষ্টতই এই যে, একজন তার মূলধনের মালিক, অন্যজন তা নয়।

যে প্রশ্নটা এখন ওঠে সেটা এই। কেমন করে মুনাফার এই বিশুদ্ধ পরিমাণগত বিভাজন—নীট মুনাফা এবং সুদ, পরিণত হয় একটি গুণগত বিভাজনে? অন্য ভাবে বলা যায়, এটা কেমন করে হয় যে এক জন ধনিক, যে নিয়োগ করে—ধার-করা মূলধন নয়—তার নিজেরই মূলধন, সে তার মোট মুনাফার একটা অংশকে শ্রেণীভুক্ত করে সুদ নামে একটি আলাদা নির্দিষ্ট বর্গ হিসাবে এবং তার হিসাব করে আলাদা ভাবে? এবং, অধিকন্তু, যে সমস্ত মূলধনকেই, ধার-করা বা অন্যথা, পৃথগীকৃত করা হয় সুদ-দায়ী মূলধন হিসাবে এবং নীট মুনাফা উৎপাদনকারী মূলধন হিসাবে?

এটা বলাবাহুল্য যে, মুনাফার প্রত্যেকটি আপতিক পরিমাণগত বিভাজনই এই ভাবে একটি গুণগত বিভাজনে পরিণত হয় না। যেমন, কিছু শিল্প-ধনিক একটি কারবার চালাতে হাতে হাত মেলায় এবং তার পরে একটি আইন-মোতাবেক চুক্তি মাফিক মুনাফাটা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। অন্যেরা তাদের কারবার চালায়, প্রত্যেকে নিজে একা একা, কোনো অংশীদার ছাড়াই। এই শেষোক্তরা তাদের মুনাফার হিসাব করে না দুটি শিরোনামের অধীনে—একটি অংশ ব্যক্তিগত মুনাফা হিসাবে, এবং অন্যটি তাদের অস্তিত্বহীন অংশীদারদের কোম্পানি-মুনাফা হিসাবে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে পরিমাণগত বিভাজনটি পরিণত হয় না গুণগত বিভাজনে। এটা ঘটে তখনি যখন মালিকানা ন্যস্ত থাকে কয়েক জন আইনগত ব্যক্তিতে। এটা ঘটে না, যখন ব্যাপারটা তা নয়।

এই প্রশ্নটার উত্তর দিতে হলে, আমাদের একটু বেশিক্ষণ অবস্থান করতে হবে সুদের গঠনে যেটা বাস্তব সূচনা-বিন্দু, সেটাতে; তার মানে আমাদের অগ্রসর হতে হবে এটা ধরে নিয়ে যে, অর্থ-ধনিক এবং শিল্প-ধনিক বাস্তবে পরস্পরের মুখোমুখি হয় মাত্র আইনগত ভাবে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে নয়, পরন্তু পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা-গ্রহণকারী ব্যক্তি হিসাবে, কিংবা এমন এমন ব্যক্তি হিসাবে যাদের হাতে একই মূলধন বস্তুতই সম্পাদন করে একটি দ্বিবিধ ও সম্পূর্ণ ভিন্ন গতিক্রিয়া। একজন কেবল সেটাকে ধার দেয়, অন্য জন সেটাকে নিয়োগ করে উৎপাদনশীল ভাবে।

যে উৎপাদনশীল ধনিক কাজ করে ধার-করা মূলধন দিয়ে, তার বেলায় মোট পড়ে দুই অংশে—সুদ, যা তাকে দিতে হবে ধার-দাতাকে, এবং সুদের উপরে উদ্বৃত্ত, যা রচনা করে মুনাফায় তার অংশটিকে। মুনাফার সাধারণ হার যদি নির্দিষ্ট থাকে, তা হলে এই শেষোক্ত অংশটি নির্ধারিত হয় সুদের হারের দ্বারা; আর সুদের হারটি

যদি নির্দিষ্ট থাকে, তা হলে মুনাফার সাধারণ হারের দ্বারা। এবং তা ছাড়াও, মোট মুনাফা, মোট মুনাফার যথার্থ মূল্য, যতই ভিন্ন হোক গড় মুনাফা থেকে প্রত্যেকটি একক ক্ষেত্রে কার্যরত ধনিকের অংশটি নির্ধারিত হয় সুদের দ্বারা, যেহেতু এটা ধার্য হয় সুদের সাধারণ হারের দ্বারা (কোনো আইনগত শর্ত বিবেচনায় না নিয়ে) এবং ধরে নেওয়া হয় আগে থেকে নির্দিষ্ট বলে, উৎপাদন-প্রক্রিয়া শুরু হবার আগে থেকে, অতএব তার ফল, তথা মোট মুনাফা, অর্জিত হবার আগে থেকে। আমরা দেখেছি যে মূলধনের যথার্থ নির্দিষ্ট উৎপন্ন হল উদ্বৃত্ত-মূল্য, অথবা আরো যথাযথ ভাবে, মুনাফা। কিন্তু ধার-করা মূলধন নিয়ে কারবাররত ধনিকের পক্ষে এটা মুনাফা নয়, মুনাফা বিয়োগ সুদ—সুদ দিয়ে দেবার পরে মুনাফার যে-অংশটা তার কাছে থেকে যায়, সেই অংশটা। সুতরাং মুনাফার এই অংশটা তার কাছে আবশ্যিক ভাবেই দেখা দেয় একটি মূলধনের উৎপন্ন হিসাবে, যতক্ষণ সেটি থাকে ক্রিয়াশীল; এবং তার বেলায় সেটি ক্রিয়াশীলই বটে কেননা সে মূলধনের প্রতিনিধিত্ব করে কেবল ক্রিয়াশীল মূলধন হিসাবেই। যতক্ষণ সেটি ক্রিয়াশীল, ততক্ষণ সে তার ব্যক্তিরূপ, এবং সেটি ক্রিয়াশীল থাকে ততক্ষণ যতক্ষণ তা মুনাফাজনক ভাবে বিনিয়োজিত থাকে শিল্পে বা বাণিজ্যে এবং এই ধরনের কর্মকাণ্ডগুলি সম্পাদিত হয় তার সাহায্যে তার নিয়োগকর্তার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শিল্প-শাখাটির ব্যবস্থাবিধি অনুযায়ী। মোট মুনাফা থেকে যা তাকে দিতে হয় ধার-দাতাকে, সেই সুদ থেকে আলাদা, মুনাফার যে অংশটি তার ভাগে পড়ে, সেটি আবশ্যিক ভাবেই ধারণ করে শিল্পগত বা বাণিজ্যিক মুনাফার রূপ, কিংবা জার্মান ভাষায় বললে এই দুটোকেই অন্তর্ভুক্ত করে, *Unternehmergewinn*-এর (উদ্যোগ-জনিত মুনাফার) রূপ। যদি মোট মুনাফা গড় মুনাফার সমান হয়, তা হল উদ্যোগজনিত মুনাফার আকার নির্ধারিত হয় একান্ত ভাবে সুদের হারের দ্বারা। মোট মুনাফা যদি বিচ্যুত হয় গড় মুনাফা থেকে, তা হলে (দুটো থেকেই সুদ বাদ দেবার পরে) গড় মুনাফা থেকে তার পার্থক্যটা নির্ধারিত হয় সেই সমস্ত অবস্থাগুলির দ্বারা, যেগুলি ঘটায় একটি সাময়িক বিচ্যুতি—তা সেটা মুনাফার সাধারণ হার হতে বিশেষ একটি ক্ষেত্রে মুনাফার বিচ্যুতিই হোক কিংবা বিশেষ একটি ক্ষেত্রের গড় মুনাফা হতে কোনো ব্যক্তি-ধনিকের মুনাফার বিচ্যুতিই হোক। যাই হোক, আমরা দেখেছি যে, স্বয়ং উৎপাদন-প্রক্রিয়াটির অভ্যন্তরে, মুনাফার হার নির্ভর করে না একা উদ্বৃত্ত-মূল্যের উপরে, পরন্তু আরো অনেক ব্যাপারের উপরে, যেমন উৎপাদনের উপায়সমূহের বিবিধ ক্রয়-দাম, গড়ের চেয়ে অধিকতর উৎপাদনশীল বিবিধ পদ্ধতি, স্থির মূলধনের সঞ্চয়-সমূহ ইত্যাদি। এবং উৎপাদনের দাম ছাড়াও, এটা নির্ভর করে বিশেষ বিশেষ ব্যাপারের উপরে, এবং প্রত্যেকটি ব্যবসায়িক লেনদেনে ধনিকের বেশি বা কম চতুরতা ও পরিশ্রমের উপরে—সে উৎপাদন-দামের বেশিতে বা কমে কেনে কিনা, এবং কিনলে কতটা মাত্রায়, এবং এই ভাবে সঞ্চলনের প্রক্রিয়ায় মোট উদ্বৃত্ত-মূল্যের বেশি বা কম অংশ আত্মসাৎ করে কিনা, করলে কোন মাত্রায়।* যাই হোক, মোট মুনাফার পরিমাণগত বিভাজন এখানে পরিণত হয় গুণগত বিভাজনে, এবং আরো বেশি এই

কারণে যে, পরিমাণগত বিভাজন নিজেই নির্ভর করে কি বিভক্ত হয়, কি ভাবে কার্যরত ধনিক তার মূলধন পরিচালনা করে, এবং একটি ক্রিয়াশীল মূলধন হিসাবে, অর্থাৎ কার্যরত ধনিক হিসাবে তার কার্যাবলীর ফলে, কি মোট মুনাফা তা তাকে দেয়, তার উপরে। কার্যরত ধনিককে এখানে ধরা হয়ে মূলধনের অ-মালিক বলে তার বেলায় মূলধনের মালিকানার প্রতিনিধিত্ব করে অর্থ-ধনিক ধারদাতা। যে সুদ সে দ্বিতীয়োক্তকে দেয়, এই ভাবে তা প্রকাশ পায় মোট মুনাফার সেই অংশ হিসাবে, যা স্বয়ং মূলধনের মালিকানার প্রাপ্য। এ থেকে আলাদা, মুনাফার সেই অংশ, যা পড়ে কার্যরত ধনিকের ভাগে, তা এখন প্রকাশ পায় উদ্যোগের মুনাফা হিসাবে—সম্পূর্ণ ভাবে সেই সব ক্রিয়া বা কার্য থেকে লব্ধ, যেগুলি সে সেই মূলধন দিয়ে সম্পাদন করে পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়ায়, অতএব বিশেষ করে সেই সব কার্য থেকে যেগুলি সে সম্পাদন করে শিল্প বা বাণিজ্যে উদ্যোক্তা হিসাবে। তার প্রেক্ষিতে সুদ তাই দেখা দেয় কেবল মূলধনের মালিকানার ফল হিসাবে—মূলধনের পুনরুৎপাদন থেকে বিযুক্ত মূলধনের মালিকানার ফল হিসাবে, যেহেতু তা "কাজ" করে না, ক্রিয়া করে না; পক্ষান্তরে, তার কাছে মুনাফা দেখা দেয় মূলধন দিয়ে সে যেসব কার্য করে, একান্ত ভাবে তারই ফল হিসাবে, মূলধনের গতিক্রিয়া ও কার্যসম্পাদনের ফল হিসাবে, এমন এক কার্য-সম্পাদনের ফল হিসাবে যা তার কাছে প্রতিভাত হয় তার নিজেরই সক্রিয়তা বলে—যা উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় অর্থ-ধনিকের নিষ্ক্রিয়তার, অংশ না গ্রহণের ঠিক বিপরীত। মোট মুনাফার দুটি অংশের মধ্যে এই যে গুণগত পার্থক্য যে, সুদ হচ্ছে স্বয়ং মূলধনের ফল উৎপাদন-প্রক্রিয়া নির্বিশেষে মূলধনের মালিকানার ফল, এবং যে উদ্যোগের মুনাফা হচ্ছে কার্য-সম্পাদনী মূলধনের ফল, উৎপাদন-প্রক্রিয়ার ক্রিয়াশীল মূলধনের ফল, এবং অতএব পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়ায় মূলধনের নিয়োগকর্তা কর্তৃক সম্পাদিত সক্রিয় ভূমিকার ফল—এই গুণগত ধারণাটি কোনো ক্রমেই এক দিকে, অর্থ-ধনিকের এবং, অন্য দিকে, শিল্প-ধনিকের, একটি আত্মগত ধারণা নয়। এটার ভিত্তি হচ্ছে একটি বাস্তব ঘটনার উপরে, কেননা সুদ বয়ে যায় অর্থ-ধনিকের কাছে, ধার-দাতার কাছে, যে মূলধনের কেবল মালিক মাত্র, অতএব প্রতিনিধিত্ব করে কেবল মূলধনের মালিকানার উৎপাদন-প্রক্রিয়ার আগে এবং তার বাইরে; অন্য দিক, উদ্যোগের মুনাফা বয়ে যায় একা ক্রিয়াশীল ধনিকের কাছে, যে মূলধনের মালিক নয়।

দু জন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে মোট মুনাফার নিছক পরিমাণগত ভাগাভাগি—যাদের উভয়েরই আছে একই মূলধনের উপরে, অতএব তার দ্বারা উৎপাদিত মুনাফার উপরে, আইনগত দাবি—এই ভাবে পরিণত হয় উভয়েরই ক্ষেত্রে একটি গুণগত বিভাজনে, শিল্প-ধনিকের ক্ষেত্রে যেহেতু সে ধার-করা মূলধন দিয়ে কাজ করছে, এবং অর্থ-ধনিকের ক্ষেত্রে যেহেতু সে নিজে তার মূলধন প্রয়োগ করছে না। মুনাফার একটা অংশ এখন দেখা দেয় খোদ মূলধন-জনিত ফল রূপে এক আকারে, সুদ হিসাবে; অন্যটি দেখা দেয় মূলধনের একটি বিশেষ ফল রূপে আরেক বিপরীত আকারে, এবং অতএব উদ্যোগের মুনাফা হিসাবে। একটি

দেখা দেয় একান্ত ভাবে মূলধন দিয়ে কাজ করার ফল হিসাবে, কার্য-সম্পাদনী মূলধনের কিংবা সক্রিয় ধনিকের সম্পাদিত কার্যাবলীর ফল হিসাবে। এবং পরস্পরের প্রসঙ্গে মোট মুনাফার দুটি অংশের এই শিলীভবন ও পৃথগীভবন, যেন তাদের উৎপত্তি ঘটেছিল দুটি মর্মগত ভাবে ভিন্ন উৎস থেকে, এখন দৃঢ় আকার ধারণ করে গোটা ধনিক শ্রেণীর এবং মোট মূলধনের ক্ষেত্রে। এবং, বস্তুতঃ পক্ষে, সক্রিয় ধনিকের দ্বারা নিয়োজিত মূলধন ধার-করা কি ধার-করা নয়, এবং অর্থ-ধনিকের স্বত্বাধীন মূলধন তার নিজের দ্বারা নিয়োজিত কি নিয়োজিত নয়—তা নির্বিশেষে। প্রত্যেকটি মূলধনের মুনাফা, এবং ফলতঃ মূলধনসমূহের সমীভবনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত গড় মুনাফাও, ভাগ হয়, বা আলাদা করা হয় দুটি গুণগত ভাবে ভিন্ন ভিন্ন, পরস্পর-স্বতন্ত্র এবং আলাদা আলাদা ভাবে বিশেষীকৃত অংশে, যথা—সুদ এবং উদ্যোগ-জনিত মুনাফা—যাদের উভয়েই নির্ধারিত হয় ভিন্ন ভিন্ন নিয়মের দ্বারা। অতএব গুণগত ভাবে এই বিভাজনের ব্যাপারে, এটা গুরুত্বহীন যে ধনিককে অপরের সঙ্গে অংশীদার হতে হবে কিনা। মূলধনের নিয়োগকর্তা, এমন কি যখন নিজের মূলধন নিয়েও কাজ করে, বিভক্ত হয়ে যায় দুটি ব্যক্তিত্বে—মূলধনের মালিক এবং মূলধনের নিয়োগকর্তা; তা যা দেয় মুনাফার সেই বর্গগুলি প্রসঙ্গে, তার মূলধনও ভাগ হয়ে যায় মূলধন-সম্পত্তি, উৎপাদন-প্রক্রিয়ার বহির্ভূত এবং নিজে থেকে সুদ প্রদানকারী মূলধনে এবং উৎপাদন-প্রক্রিয়ার অন্তর্গত মূলধনে, যা তার কাজের মাধ্যমে প্রদান করে উদ্যোগ-জনিত মুনাফা।

সুতরাং সুদ দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এমন এক ভাবে যে, তা আর দেখা দেয় না উৎপাদনের প্রতি নির্লিপ্ততার মোট মুনাফার একটি ভাগ হিসাবে, যা মাঝে মাঝে ঘটে, যখন শিল্প-ধনিক কাজ করে অন্য কারো মূলধন নিয়ে। তার মুনাফা ভাগ হয় সুদ এবং উদ্যোগ-জনিত মুনাফায়, এমনকি যখন সে কাজ করে নিজের মূলধন দিয়ে। নিছক এক পরিমাণগত বিভাজন এই ভাবে পরিণত হয় একটি গুণগত বিভাজনে। শিল্প-ধনিক তার মূলধনের মালিক হোক বা না হোক—এই আপতিক ঘটনা-নির্বিশেষেও ঘটে। এটা কেবল ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির জন্য বরাদ্দকৃত মুনাফার ভিন্ন ভিন্ন কোটা নয়, পরন্তু দুটি ভিন্ন ভিন্ন বর্গের মুনাফা, যা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে মুনাফার সঙ্গে সম্পর্কিত, অতএব মুনাফার ভিন্ন ভিন্ন দিকের সঙ্গে সম্পর্কিত।

এখন যে সুদে এবং উদ্যোগের মুনাফায় মোট মুনাফার বিভাজন পরিণত হয়েছে গুণগত ব্যাপারে, তাতে এটা আবিষ্কার করা সহজ কি কি কারণে, কেন, এটা অর্জন করে মোট মূলধন এবং গোটা ধনিক শ্রেণীর জন্য গুণগত বিভাজনের এই চরিত্রটি।

প্রথমতঃ এটা অনুসরণ করে সরল অভিজ্ঞতাজনিত এই ঘটনাটি থেকে যে, শিল্প-ধনিকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ, এমন কি যদি বিভিন্ন সংখ্যাগত অনুপাতেও হয়, কাজ করে তাদের নিজেদের এবং ধার-করা মূলধন দিয়ে, এবং বিভিন্ন সময়ে একজনের নিজের এবং ধার-করা মূলধনের মধ্যেকার অনুপাতে পরিবর্তন ঘটে।

দ্বিতীয়তঃ, মোট মুনাফার একটি অংশের সুদের রূপে এই রূপান্তর তার নিজের অংশটিকে রূপান্তরিত করে উদ্যোগজনিত মুনাফায়। বস্তুতঃ পক্ষে, এই শেষোক্তটি হচ্ছে,

যখনি সুদ অবস্থান করে একটি স্বতন্ত্র বর্গ হিসাবে, তখন সুদের উপরে মোট মুনাফার উদ্বৃত্তটি যে বিপরীত রূপ ধারণ করে, সেই রূপটি। কেমন করে মোট মুনাফা পৃথগীভূত হয় সুদে এবং উদ্যোগজনিত মুনাফায়—এই গোটা বিশ্লেষণটি নিজেকে পর্যবসিত করে কেমন করে মোট মুনাফার একটি অংশ সুদ হিসাবে বিশ্বজনীন ভাবে শিলীভূত ও বিশেষায়িত হয়, তার অনুসন্ধানে। তবু ঐতিহাসিক ভাবে সুদ-দায়ী মূলধন বিদ্যমান ছিল একটি সুসম্পূর্ণ চিরাচরিত রূপে এবং অতএব, সুদ বিদ্যমান ছিল মূলধনের দ্বারা উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি সুসম্পূর্ণ উপ-বিভাগ রূপে, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতি এবং তার আনুষঙ্গিক মূলধন ও মুনাফার ধ্যান-ধারণার অনেক আগে। আর এই কারণে জনসাধারণের মনে অর্থ-মূলধন বা সুদ-দায়ী মূলধন, তবু খোদ মূলধনই বটে, সর্বাংশেই মূলধন। ওদিকে ম্যাসির সময় অবধি এই ধারণা চালু ছিল যে খোদ অর্থই দেওয়া হয়। সুদ হিসাবে। এই যে ঘটনা যে, ধার-দেওয়া অর্থ সুদ দেয়, তা সে বাস্তবিকই মূলধন হিসাবে বিনিয়োজিত হোক আর নাই হোক—এমনকি যখন তা ধার করা হয় কেবল ভোগ-ব্যবহারের জন্যও—সেটা এই ধারণাটিকে আরো শক্তিশালী করে যে, এই ধরনের মূলধন অবস্থান করে স্বতন্ত্র ভাবে। মুনাফার প্রতিপ্রেক্ষিতে সুদ যে স্বাতন্ত্র্য ভোগ করত ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির গোড়ার দিককার পর্বগুলিতে, এবং শিল্প-মূলধনের প্রতিপ্রেক্ষিতে সুদ-দায়ী মূলধন যা ভোগ করত, তার সর্বোত্তম প্রমাণ হল এই যে, অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের মত এত বিলম্বে এটা আবিষ্কৃত হল (প্রথমে ম্যাসি* এবং পরে হিউম-এর** দ্বারা) যে সুদ হচ্ছে গড় মুনাফারই একটি অংশ, এবং এমন একটি আবিষ্কারের আদৌ প্রয়োজন ছিল।

তৃতীয়তঃ, শিল্প-ধনিক তার নিজের মূলধন দিয়ে কি ধার-করা মূলধন দিয়ে কাজ করে, তা এই ঘটনাকে বদলে দেয় না যে, অর্থ-ধনিকদের শ্রেণীটি তার মুখোমুখি হয় একটি বিশেষ প্রকারের ধনিক হিসাবে, অর্থ-মূলধন একটি স্বতন্ত্র প্রকারের মূলধন হিসাবে, এবং সুদ উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি স্বতন্ত্র রূপ হিসাবে যা এই বিশেষ মূলধনের একান্ত স্বকীয়।

পরিমাণগত ভাবে বললে, সুদ হচ্ছে মূলধনের নিছক মালিকানা দ্বারা প্রদত্ত উদ্বৃত্ত-মূল্য ; এটা প্রদত্ত হয় স্বয়ং মূলধনের দ্বারা, যদিও তার মালিক অবস্থান করে পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়ার বাইরে। অতএব এটা হল তার প্রক্রিয়ার বাইরে মূলধনের দ্বারা উপলব্ধ উদ্বৃত্ত-মূল্য।

গুণগত ভাবে বললে, মুনাফার অংশটি গঠন করে সুদ, সেটি খোদ শিল্পগত বা বাণিজ্যিক মূলধনের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে মনে হয় না, মনে হয় অর্থ-মূলধনের সঙ্গে

* [J. Massie] *An Essay on the Governtng Causes of the Natural Rate of Interest*, London, 1750,—*Ed.*

** D. Hume, "On Interest." In : "Essays and Treatises on Several Subjects." Vol. I, London, 1764—*Ed.*

সম্পর্কিত বলে, এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যের এই অংশ, সুদের হার, জোরদার করে এই সম্পর্ককে। কারণ, প্রথমতঃ, মুনাফার সাধারণ হারের উপরে তার সাপেক্ষতা সত্ত্বেও সুদের হার নির্ধারিত হয় নিরপেক্ষ ভাবে, এবং দ্বিতীয়তঃ, পণ্যের বাজার-দামের মত, মুনাফার অনির্দেশ্য হারটির প্রতি-তুলনায়, এটি প্রতিভাত হয় তার সমস্ত, হ্রাসবৃদ্ধির বেলায় মুনাফার একটি সুস্থিত, সমমান, সুনির্দেশ্য হার হিসাবে। যদি সমস্ত মূলধন থাকত শিল্প-ধনিকদের হাতে, তা হলে সুদ বা সুদের হার বলে কিছু থাকত না। মোট মুনাফার পরিমাণগত বিভাজন যে স্বতন্ত্র রূপ ধারণ করে, তা সৃষ্টি করে গুণগত বিভাজন। যদি শিল্প-ধনিককে নিজেকে তুলনা করতে হ'ত অর্থ-ধনিকের সঙ্গে, তা হলে এটা হ'ত তার কেবল উদ্যোগজনিত মুনাফা, গড় সুদের উপরে তার মোট মুনাফার উদ্বৃত্ত—পূর্বোক্তটি প্রতিভাত হয় সুদের হারের অভিজ্ঞতা অনুসারে নির্দিষ্ট বলে যা তাকে আলাদা করবে অন্য ব্যক্তিটি থেকে। অন্য দিকে, যদি সে নিজেকে তুলনা করে শিল্প-ধনিকের সঙ্গে, যে কাজ করে, ধার-করা মূলধন দিয়ে নয়, নিজের মূলধন দিয়ে, তা হলে শেষোক্তটি তার থেকে আলাদা হয় কেবল একজন অর্থ-ধনিক হিসাবে—অন্য কাউকে না দিয়ে সুদটা নিজেরই পকেটস্থ করে। সুদ থেকে আলাদা মোট মুনাফার অংশটি তার কাছে দেখা দেয় যে-কোনো ক্ষেত্রেই উদ্যোগের মুনাফা হিসাবে, এবং সুদ নিজে দেখা দেয় স্বয়ং মূলধনের দ্বারা প্রদত্ত উদ্বৃত্ত-মূল্য হিসাবে, যা তা দেবে এমনকি যদি উৎপাদনশীল ভাবে প্রযুক্ত নাও হয়।

ব্যক্তি-ধনিকের বেলায় এটা ব্যবহারিক অর্থে সঠিক। মূলধন কি ভাবে ব্যবহার করবে তা বাছাইয়ের স্বাধীনতা তার আছে—সুদ-দায়ী মূলধন হিসাবে তাকে ধার দেবে, নাকি উৎপাদনশীল মূলধন হিসাবে তাকে ব্যবহার করে নিজেই তার মূল্য সম্প্রসারণ করবে, শুরু থেকেই তা অর্থ-মূলধন হিসাবে আছে নাকি তখনো তাকে অর্থ-মূলধনে রূপান্তরিত করতে হবে, সেটা নির্বিশেষে। কিন্তু সমাজের মোট মূলধনের ক্ষেত্রে এটা প্রয়োগ করা, যেমন কিছু হাতুড়ে অর্থনীতিবিদ করে থাকেন, এবং এত দূর পর্যন্ত যাওয়া যে তাকে মুনাফার হেতু হিসাবে নির্দেশ করা হবে একেবারে অযৌক্তিক। যারা উৎপাদনের উপায়-সমূহকে যেগুলি গঠন করে অর্থের আকারে অবস্থিত একটি আপেক্ষিক ভাবে ক্ষুদ্র অংশের বাইরেকার মোট মূলধন, সেগুলিকে ক্রয় করে এবং ব্যবহারে প্রয়োগ করে, তাদের উপস্থিতি ছাড়া সমস্ত মূলধনকে অর্থ-মূলধনে রূপান্তরিত করার ধারণাটা, অবশ্যই নিছক কাণ্ডজ্ঞান-বর্জিত একটা ব্যাপার। এটা হবে আরো আজগুবি, যদি ধরে নেওয়া হয় যে, ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের ভিত্তিতে কোনো উৎপাদনশীল কাজ না করে অর্থাৎ উদ্বৃত্ত-মূল্য—সুদ যার একটা অংশ মাত্র—সৃষ্টি না করে, মূলধন সুদ প্রদান করবে; তার মানে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ছাড়াই ধনতান্ত্রিক উৎপাদন তার পথে চলবে। যদি ধনিকদের একটি অস্বাভাবিক রকমের বৃহৎ অংশকে তাদের মূলধনকে রূপান্তরিত করতে হয় অর্থ-মূলধনে, তা হলে তার ফল দাঁড়াবে অর্থ-মূলধনের একটি ভয়াবহ অবচয়, সুদের হারে একটি ভয়াবহ রকমের পতন; অনেকেই তখন সঙ্গে সঙ্গেই অনুভব করবে তাদের সুদের উপরে জীবন ধারণের অসম্ভবতা, এবং অতএব, বাধ্য হবে আবার শিল্প-

ধনিকে রূপান্তরিত হতে। কিন্তু আমরা আবার বলছি যে ব্যক্তি-ধনিকের পক্ষে এটা একটা ঘটনা। এই কারণে, এমনকি যখন সে তার মূলধন দিয়েও কাজ করে, সে আবশ্যিক ভাবেই তার গড় মুনাফার যে অংশটি গড় সুদের সমান, তাকে বিবেচনা করে তার খোদ মূলধনের ফল বলে—উৎপাদনের প্রক্রিয়া থেকে আলাদা করে রাখা ; এবং সুদ হিসাবে পৃথগীকৃত এই অংশটি থেকে স্বতন্ত্র মোট মুনাফার উদ্বৃত্তকে সে বিবেচনা করে উদ্যোগের মুনাফা বলে।

চতুর্থতঃ, [পাণ্ডুলিপিতে শূন্য-স্থান]।

সুতরাং আমরা দেখেছি, মুনাফার যে-অংশটি কার্যরত ধনিক বাধ্য থাকে ধার-করা মালিককে দিতে, সেটি রূপান্তরিত হয় মুনাফার একটি অংশের ক্ষেত্রে একটি স্বতন্ত্র রূপে, যা সমস্ত মূলধনই, তা ধার-করা হোক বা না হোক, দিয়ে থাকে *সুদ* নামের অধীনে। এই অংশটি কত বড়, তা নির্ভর করে সুদের গড় হারের উপরে। তার উৎপত্তি এখনো কেবল প্রকাশ পায় এই ঘটনাটিতে যে, কার্যরত ধনিক, যখন তার নিজের মূলধনের মালিক, প্রতিযোগিতা করে না—অন্ততঃ সক্রিয় ভাবে—সুদের হার নির্ধারণে। মুনাফার উপরে যাদের আইনসিদ্ধ দাবি আছে, এমন দুজন ব্যক্তির মধ্যে মুনাফার বিশুদ্ধ পরিমাণগত বিভাজনটি পরিবর্তিত হয় একটি গুণগত বিভাজনে, যা মূলধন ও মুনাফার খোদ প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত হয় বলে মনে হয়। কারণ, যেমন আমরা দেখেছি, যে মুহূর্তে মুনাফার একটি অংশ বিশ্বজনীন ভাবে ধারণ করে সুদের রূপ, সেই মুহূর্তেই গড় মুনাফা এবং সুদের মধ্যে পার্থক্যটি, কিংবা সুদের উপরে মুনাফা অতিরিক্ত অংশটি ধারণ করে সুদের বিপরীতে একটি রূপ—উদ্যোগ-জনিত মুনাফার রূপ। এই দুটি রূপ, সুদ এবং উদ্যোগের মুনাফা, অবস্থান করে কেবল পরস্পরের বিপরীত হিসাবে। অতএব তারা উদ্বৃত্ত-মূল্যের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, যে উদ্বৃত্ত-মূল্যের তারা যার অংশ, তবে স্থাপিত বিভিন্ন বর্গ, নাম বা শিরোনামের অধীনে—বরং তারা সম্পর্কিত পরস্পরের সঙ্গে। এর কারণ এই যে, মুনাফার এক অংশ পরিবর্তিত হয় সুদে এবং অন্য অংশটি দেখা দেয় উদ্যোগের মুনাফা হিসাবে।

মুনাফা বলতে আমরা এখানে সর্বদাই বোঝাই গড় মুনাফাকে, যেহেতু এই বিশ্লেষণে হ্রাসবৃদ্ধি আমাদের আলোচ্য নয়, তা সে কোনো একক ক্ষেত্রের মুনাফাই হোক বা ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রের মুনাফাই হোক—অতএব, গড় মুনাফা, বা উদ্বৃত্ত-মূল্যের বণ্টন সংক্রান্ত প্রতিযোগিতামূলক সংগ্রাম ও অন্যান্য ব্যাপারের দ্বারা ঘটিত হ্রাসবৃদ্ধিও নয়। এটা সমগ্র অনুসন্ধানের ক্ষেত্রেই সাধারণ ভাবে প্রযোজ্য।

তা হলে, যে কথা র‍্যামসে বলেছেন, সুদ হচ্ছে নীট মুনাফা, যা মূলধনের মালিকানা দিয়ে থাকে, হয়, সোজা ধার-দাতাকে, যে থাকে পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়ার বাইরে, নয়তো মালিককে, যে তার মূলধনকে নিয়োগ করে উৎপাদনশীল ভাবে। কিন্তু শেষোক্তের ক্ষেত্রেও মূলধন এই নীট মুনাফা তাকে দেয় তার উৎপাদনশীল ধনিকের ভূমিকায় নয়, তার অর্থ-ধনিকের ভূমিকায়—এক জন কার্যরত ধনিক হিসাবে নিজেকেই সুদ-দায়ী মূলধন হিসাবে তার নিজের মূলধনের ধার-দাতার ভূমিকায়। ঠিক যেমন অর্থের, এবং

সাধারণ ভাবে মূল্যের, মূলধনে রূপান্তর হচ্ছে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের নিত্য ফল, ঠিক তেমনি মূলধনের অবস্থানও তার নিত্য পূর্বশর্ত। উৎপাদনের উপায়ে তার রূপান্তরিত হবার সক্ষমতার দ্বারা তা ক্রমাগত মজুরি-বঞ্চিত শ্রমের উপরে আধিপত্য খাটায় এবং তার দ্বারা উৎপাদন ও সঞ্চলনের প্রক্রিয়া দুটিকে রূপান্তরিত করে তার মালিকের জন্য উদ্বৃত্ত-মূল্যে। সুতরাং সুদ হচ্ছে এই ঘটনার অভিব্যক্তি যে, সাধারণ ভাবে মূল্য—বাস্তবায়িত শ্রম তার সাধারণ রূপে—যে মূল্য ধারণ করে উৎপাদনের বাস্তব প্রক্রিয়ায় উৎপাদন-উপায়ের রূপ, সেই মূল্য জীবন্ত শ্রম-শক্তির মুখোমুখি হয় একটি স্বতন্ত্র শক্তি হিসাবে, এবং তা হচ্ছে, মজুরি-বঞ্চিত শ্রম আত্মসাৎ করার একটা উপায়; এবং তা এমন একটা শক্তি কেননা তা শ্রমিকের মুখোমুখি হয় অপরের সম্পত্তি হিসাবে। কিন্তু, অন্য দিকে, মজুরি-শ্রমের প্রেক্ষিতে এই বিপরীত-অবস্থান লুপ্ত হয়ে যায় সুদের রূপের মধ্যে, কারণ যথার্থ সুদ-দায়ী মূলধন তার বিপরীত হিসাবে পায় মজুরি-শ্রমকে নয়, পায় উৎপাদনশীল মূলধনকে। ধার-দাতা ধনিক নিজ-রূপে সম্মুখীন হয় সেই ধনিকের, যে সম্পাদন করে তার যথার্থ কাজ পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়ায়; সম্মুখীন হয় না মজুরি-শ্রমিকের, যে ঠিক ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের অধীনেই, বিচ্যুত হয় উৎপাদন-উপায়ের অধিকার থেকে। সুদ-দায়ী মূলধন **সম্পত্তি** হিসাবে মূলধন, যা, **কার্য** হিসাবে মূলধন থেকে আলাদা। কিন্তু যতক্ষণ মূলধন তার কার্য সম্পাদন না করে, ততক্ষণ তা শ্রমিকদের শোষণ করে না এবং শ্রমের বিপরীত অবস্থানে দাঁড়ায় না।

অন্য দিকে, উদ্যোগের মুনাফা মজুরি-শ্রমের সঙ্গে হিসাবে সম্পর্কিত নয়, বিপরীত হিসাবে সম্পর্কিত কেবল সুদের সঙ্গে।

প্রথমতঃ, গড় মুনাফা নির্দিষ্ট আছে ধরে নিলে, উদ্যোগ-জনিত মুনাফার হার নির্ধারিত হয় না মজুরির দ্বারা, হয় সুদের হারের দ্বারা। এই মুনাফার হার উঁচু বা নিচু হয় এর সঙ্গে বিপরীত অনুপাতে।[1]

দ্বিতীয়তঃ, কার্যরত ধনিক উদ্যোগ-জনিত মুনাফার উপরে তার দাবি, অতএব খোদ সেই মুনাফাই, সে পায় মূলধনের উপরে তার মালিকানা থেকে নয়, পায় মূলধনের কার্য থেকে, যা সেই নির্দিষ্ট রূপটি আলাদা, যে রূপে তা কেবল জড় সম্পত্তি মাত্র। এটা তখনি আত্মপ্রকাশ করে একটি প্রত্যক্ষ ভাবে স্পষ্ট প্রতি-তুলনা হিসাবে, যখনি সে কাজ করে ধার-করা মূলধন নিয়ে, এবং, অতএব, সুদ ও উদ্যোগ-জনিত মুনাফা যায় ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির কাছে। উদ্যোগ-জনিত মুনাফা উদ্ভূত হয় পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়ায় মূলধনের কার্য থেকে, সুতরাং সেই সব ক্রিয়া-প্রক্রিয়া থেকে, যার দ্বারা কার্যরত ধনিক শিল্পগত ও বাণিজ্যিক মূলধনের এই কার্যকে অনুপ্রেরিত করে। কিন্তু ক্রিয়াশীল মূলধনের প্রতিনিধিত্ব করা, সুদ-দায়ী মূলধনের প্রতিনিধিত্ব করার মত, একটি কর্মহীন

১. "উদ্যোগজনিত মুনাফা নির্ভর করে মূলধনের নীট মুনাফার উপরে, দ্বিতীয়টি প্রথমটির উপর নির্ভর করে না।" (Ramsay, *Essay on the Distribution of Wealth*, p. 214. র‍্যামসের মতে নীট মুনাফার মানে সর্বদাই সুদ।)

পদ নয়। ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের ভিত্তিতে, ধনিক উৎপাদন ও সঞ্চালনের প্রক্রিয়াকে পরিচালিত করে। উৎপাদনশীল শ্রম শোষণ করতে কর্ম চেষ্টার প্রয়োজন হয়, তা সে নিজেই শোষণ করুক বা তার পক্ষ হয়ে অপরকে দিয়েই করাক। সুতরাং, তার উদ্যোগজনিত মুনাফা তার চোখে দেখা দেয় সুদ থেকে আলাদা বলে, মূলধনের মালিকানা থেকে নিরপেক্ষ বলে, কিন্তু বরং একজন অ-মালিক হিসাবে—শ্রমিক হিসাবে—কার্যের ফল বলে।

সে আবশ্যিক ভাবেই এই কারণে ধারণা করে যে, তার উদ্যোগজনিত মুনাফা মজুরি শ্রমের বিপরীতে অবস্থিত হওয়া দূরে থাকে, এবং অপরের মজুরি-বঞ্চিত শ্রম হওয়া দূরে থাক, তা বরং নিজেই তদারকির শ্রমের বাবদে একটা মজুরি বা মজুরি-সমষ্টি, যা একজন মামুলি শ্রমিকের চেয়ে বেশি, কেননা ১) কাজটা অনেক বেশি জটিল, এবং কেননা ২) সে নিজেই নিজেকে তা দেয়। এই যে ঘটনা যে, ধনিক হিসাবে তার কাজ হচ্ছে উদ্বৃত্ত-মূল্যের, অর্থাৎ মজুরি বঞ্চিত শ্রমের, সৃষ্টি করা, এবং তা করা সবচেয়ে মিতব্যয়ী অবস্থায়, সেটা এই প্রতিতুলনায় সম্পূর্ণ ভাবে চোখের বাইরে চলে যায় যে সুদ পড়ে ধনিকের ভাগে এমনকি যখন সে ধনিকের করণীয় কাজ করে না, এবং কেবল থাকে মূলধনের নিছক মালিক মাত্র, তখনো; অন্যদিকে, উদ্যোগজনিত মুনাফা পড়ে ক্রিয়াশীল ধনিকের ভাগে, এমনকি যখন সে, যে মূলধন দিয়ে কাজ করে, তারও মালিক নয়, তখনো। মুনাফার, তথা উদ্বৃত্ত-মূল্যের দুটি অংশ বিপরীত রূপে ভাগ হয়ে যাবার দরুন সে ভুলে যায় যে, দুটিই হচ্ছে নিছক উদ্বৃত্ত-মূল্যের অংশ, এবং এই বিভাজনের ফলে উদ্বৃত্ত-মূল্যের প্রকৃতি, উৎপত্তি এবং অস্তিত্বের রূপ কিছুই বদলে যায় না।

পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়ায় কার্যরত ধনিক প্রতিনিধিত্ব করে, মজুরি-শ্রমিকের প্রতিপ্রেক্ষিতে, অপরের সম্পত্তি হিসাবে মূলধনের, এবং অর্থ-ধনিক, যার প্রতিনিধিত্ব করে কার্যরত ধনিক, অংশ নেয় শ্রমের শোষণে। এই যে ঘটনা যে, বিনিয়োগ-কারী ধনিক তার হয়ে শ্রমিকদের কাজ করানো, কিংবা মূলধন হিসাবে উৎপাদনের উপায়-সমূহকে নিয়োগ করার তার এই কাজ সে সম্পাদন করতে পারে, শ্রমিকদের প্রতিপ্রেক্ষিতে, কেবল উৎপাদন-উপায়সমূহের ব্যক্তিরূপ হিসাবেই ; এটা সে ভুলে যায় পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়ায় মূলধনের কার্য এবং পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়ার বাইরে মূলধনের নিছক মালিকানার মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণে।

বস্তুতঃ পক্ষে, মুনাফার, তথা উদ্বৃত্ত-মূল্যের, দুটি অংশ সুদ ও উদ্যোগজনিত মুনাফার যে রূপ ধারণ করে, তা শ্রমের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক প্রকাশ করে না, কারণ এই সম্পর্ক থাকে কেবল শ্রম এবং মুনাফার বরং একটি মোট হিসাবে, সমগ্র হিসাবে, এই দুটি অংশের ঐক্য হিসাবে, উদ্বৃত্ত-মূল্যের মধ্যে। যে অনুপাতে মুনাফা বিভক্ত হয়, এবং যে বিভিন্ন আইনগত স্বত্বাধিকারের দ্বারা এই বিভাজন অনুমোদিত হয়, সেগুলি এই স্বীকৃতির উপরে প্রতিষ্ঠিত যে মুনাফা ইতিমধ্যেই বিদ্যমান। সুতরাং, ধনিক যে

মূলধন দিয়ে কাজ করে, সে যদি তার মালিক হয়, তা হলে সে গোটা মুনাফাটাই বা উদ্বৃত্ত-মূল্যটাই পকেটস্থ করে। এটা শ্রমিকের কাছে সম্পূর্ণ গুরুত্বহীন যে ধনিক তা করে কিনা কিংবা সে তার একটা অংশ তৃতীয় কোনো ব্যক্তিকে দেয় কিনা তার আইনসিদ্ধ স্বত্বাধিকারী হিসাবে। দুই ধরনের ধনিকের মধ্যে মুনাফা ভাগাভাগির কারণগুলি তাই অলক্ষিতেই পরিণত হয় মুনাফা তথা উদ্বৃত্ত-মূল্যের অস্তিত্বের কারণসমূহে, যে-মুনাফা তথা উদ্বৃত্ত-মূল্যকে ভাগ করতে হবে, এবং যা মূলধন নিজে প্রাপ্ত হয় পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়া থেকে—পরবর্তী ভাগাভাগি সম্বন্ধে পরোয়া না করে।

যেহেতু সুদ উদ্যোগজনিত মুনাফার, এবং উদ্যোগজনিত মুনাফা সুদের বিপরীতে অবস্থিত, যেহেতু তারা উভয়েই উভয়ের বিপরীতে প্রস্থাপিত, কিন্তু শ্রমের বিপরীতে নয়, সেই হেতু এটা অনুসরণ করে যে, উদ্যোগজনিত মুনাফা যোগ সুদ, অর্থাৎ মুনাফা, এবং অধিকন্তু উদ্বৃত্ত-মূল্য, উদ্ভূত হয়—কি থেকে ? তার দুটি অংশের পরস্পর-বিপরীত রূপ থেকে। কিন্তু মুনাফা তো উৎপাদিত হয় তার বিভাজনের আগে, এবং এই বিভাজন সংক্রান্ত ভাবনারও আগে।

সুদ-দায়ী মূলধন এইভাবে থাকে কেবল তত কাল, যত কাল ধার করা অর্থ রূপান্তরিত হয় মূলধনে, এবং তার দ্বারা উৎপাদিত হয় একটি উদ্বৃত্ত-মূল্য, সুদ যার একটি অংশ। কিন্তু তাতে এটা বাতিল হয়ে যায় না যে সুদ নেওয়াটা, উৎপাদন-প্রক্রিয়া-নির্বিশেষে, তার অঙ্গাঙ্গী গুণ। একই ভাবে শ্রম-শক্তি তার মূল্য উৎপাদনের গুণটি রক্ষা করে যতকাল তা শ্রম-প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত ও বাস্তবায়িত হয়; তবু তা এই ঘটনার বিরোধিতা করে না যে, একটি শক্তি হিসাবে সেটা একটি সম্ভাব্য ক্রিয়া, যা মূল্য সৃষ্টি করে, এবং, অতএব, উদ্গত হয় না উৎপাদনের প্রক্রিয়া থেকে, বরং পূর্বগত হয় এই প্রক্রিয়ার। মূল্য সৃষ্টির জন্যই এমন একটি ক্ষমতা হিসাবে তাকে ক্রয় করা হয়। কেউ তাকে ক্রয় করতে পারে উৎপাদনশীল কোনো কাজে তাকে না লাগিয়েও ; নিছক ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে, যেমন ব্যক্তিগত পরিষেবা ইত্যাদির উদ্দেশ্যে। একই কথা খাটে মূলধনের বেলায়। এটা ধার-গ্রহীতার ব্যাপার যে, সে এটাকে মূলধন হিসাবে নিয়োগ করে কিনা। অতএব উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনে এর অন্তর্নিহিত গুণটিকে কার্যতঃ গতিশীল করে কিনা। যার জন্য সে দেয়, তা উভয় ক্ষেত্রেই হচ্ছে পণ্য হিসাবে মূলধনের মধ্যে ওতঃপ্রোত বিধৃত সম্ভাব্য উদ্বৃত্ত-মূল্য এখন উদ্যোগজনিত মুনাফা সম্পর্কে আরো সবিস্তারে আলোচনা করা যাক।

যেহেতু ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের অধীনে মূলধনের স্ব-বিশেষ সামাজিক গুণটি অপরের শ্রমের উপরে আধিপত্যকারী সম্পত্তি হবার গুণটি—হয়ে যায় সুস্থিত, যার দরুন সুদ দেখা দেয় এই আন্তঃ-সম্পর্কে মূলধনের দ্বারা উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি অংশ হিসাবে, সেই হেতু অন্য অংশটি—উদ্যোগজনিত মুনাফাটি—অবশ্যই অবধারিত ভাবে দেখা দেবে স্বয়ং মূলধন থেকে আগত হিসাবে নয়, দেখা দেবে তার স্ববিশেষ সামাজিক গুণটি থেকে বিচ্ছিন্ন উৎপাদনের প্রক্রিয়া থেকে আগত হিসাবে, যার

অস্তিত্বের স্বতন্ত্র ধরনটি ইতিপূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে মূলধনের উপরে সুদ—এই কথাটির দ্বারা। কিন্তু মূলধন থেকে বিচ্ছিন্ন উৎপাদনের প্রক্রিয়াটি হল সাদাসিধে একটি শ্রম-প্রক্রিয়া। সুতরাং, শিল্প-ধনিক—যাকে আলাদা ভাবে দেখতে হবে মূলধনের মালিক থেকে—দেখা দেয় না কার্যরত মূলধন হিসাবে, বরং মূলধন-নির্বিশেষে একজন কর্মী হিসাবে, কিংবা সাধারণ ভাবে শ্রম-প্রক্রিয়ার কেবল একজন সংঘটক হিসাবে, শ্রমিক হিসাবে, বস্তুতঃ পক্ষে, মজুরি-শ্রমিক হিসাবে।

সুদ নিজে প্রকাশ করে মূলধন হিসাবে শ্রমের অবস্থাবলীর ঠিক এই অস্তিত্বেরই ঘটনাটিকে—শ্রমের প্রতি তাদের সামাজিক ভাবে বিপরীত-অবস্থানে এবং, শ্রমের প্রতিপ্রেক্ষিতে এবং তার উপরে, ব্যক্তিগত ক্ষমতায় তাদের রূপান্তরণে। তা মূলধনের মালিকানাকে প্রকাশ করে অপরের শ্রম-ফল আত্মসাৎ করার উপায় হিসাবে। কিন্তু মূলধনের এই বৈশিষ্টটিকে তা উপস্থিত করে এমন কিছু হিসাবে যা তার নিজের হয় উৎপাদন-প্রক্রিয়ার বাইরে এবং কোনো ক্রমেই হয় না স্বয়ং এই উৎপাদন প্রক্রিয়ার স্ব-বিশেষ ভাবে ধনতান্ত্রিক গুণটির ফল। সুদ এই বৈশিষ্ট্যটিকে, প্রকাশ করে শ্রমের প্রতি প্রত্যক্ষভাবে বিরুদ্ধাবস্থিত বলে নয়, বরং তার সঙ্গে সম্পর্ক-বিচ্যুত বলে, এবং শুধু একজন ধনিকের সঙ্গে আরেকজন ধনিকের সম্পর্ক বলে। অতএব, শ্রমের সঙ্গে মূলধনের সম্পর্কের বহির্ভূত ও অবাস্তর বৈশিষ্ট্য বলে। সুতরাং সুদে, মুনাফার সেই স্ব-বিশেষ রূপটিতে, যাতে মূলধনের বিরোধাত্মক চরিত্রটি ধারণ করে একটি স্বতন্ত্র রূপ, এটা করা হয় এমনভাবে যে বিরোধটি সম্পূর্ণভাবে অবলুপ্ত এবং নিষ্কর্ষিত হয়ে যায়। সুদ হচ্ছে দুজন ধনিকের মধ্যে একটি সম্পর্ক—ধনিক এবং শ্রমিকের মধ্যে নয়।

অন্যদিকে, সুদের এই রূপটি মুনাফার অন্য অংশটিকে দান করে উদ্যোগ-জনিত মুনাফার রূপ, এবং অধিকন্তু তদারকি বাবদে মজুরির রূপ। ধনিককে যে সুনির্দিষ্ট কাজগুলি করতে হয়, এবং যেগুলি তার উপরে পড়ে শ্রমিকের থেকে আলাদা এবং বিপরীত ভাবে, সেগুলি উপস্থিত করা হয় কেবল শ্রমের কার্যাবলী হিসাবে। সে উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি করে এই কারণে নয় যে সে কাজ করে ধনিক হিসাবে, কিন্তু এই কারণে যে সে আরো কাজ করে—ধনিক হিসাবে তার ভূমিকা ছাড়াও। উদ্বৃত্ত-মূল্যের এই অংশটি তাই আর উদ্বৃত্ত-মূল্য নয়, পরন্তু তার বিপরীত—সম্পাদিত শ্রমের সম-মূল্য। মূলধনের পরকীকৃত চরিত্রের কারণে, শ্রমের প্রতি তার বিরোধিতা—শোষণের বাস্তব প্রক্রিয়ার বাইরে একটি স্থানে, যথা সুদ-দায়ী মূলধনে, নির্বাসিত হওয়ায়, শোষণের এই প্রক্রিয়াটি নিজেই দেখা দেয় একটি সরল শ্রম-প্রক্রিয়া হিসাবে, যাতে কার্যরত ধনিক কেবল সম্পাদন করে শ্রমিকের চেয়ে আলাদা এক ধরনের শ্রম। যার ফলে শোষণকারী এবং শোষিত হওয়া উভয় শ্রমই প্রতিভাত হয় শ্রম হিসাবে অভিন্ন বলে। শোষণের শ্রমও শোষিত শ্রমের মতই ঠিক সমান শ্রম। মূলধনের সামাজিক রূপটি পড়ে সুদে, কিন্তু একটি নিরপেক্ষ ও নির্লিপ্ত রূপে প্রকাশিত।

মূলধনের অর্থ-নৈতিক ক্রিয়াটি পড়ে উদ্যোগের মুনাফায়, কিন্তু এই ক্রিয়াটির স্ব-বিশেষ ধনতান্ত্রিক চরিত্রটি থেকে নিষ্কর্ষিত।

গড় মুনাফার সঙ্গে সমীকরণের ক্ষেত্রে প্রতিপূরণের জন্য এই বইয়ের দ্বিতীয় বিভাগে যে সব কারণ নির্দেশিত হয়েছে, সেগুলির ক্ষেত্রের মত, এ ক্ষেত্রেও ধনিকের মনের ভিতর দিয়ে একই জিনিস অতিক্রম করে। প্রতিপূরণের পক্ষে এই যে কারণ-সমূহ, যেগুলি প্রবেশ করে উদ্বৃত্ত-মূল্যের বণ্টনে নির্ধারক হিসাবে, সেগুলি বিকৃত হয় ধনিকের মনে এবং দেখা দেয় খোদ মুনাফারই উৎপত্তির ভিত্তি এবং (আত্মগত) স্বপক্ষে যুক্তি হিসাবে।

শ্রমের উপরে তদারকির মজুরি হিসাবে উদ্যোগজনিত মুনাফার ধারণা উদ্ভূত হয় সুদ সম্পর্কে উদ্যোগজনিত মুনাফার বিরোধী অবস্থানে থেকে এবং তা আরো শক্তিশালী হয় এই ঘটনার ফলে যে, মুনাফার একটি অংশকে বাস্তবিকই পৃথক করা যায়, এবং বাস্তবে পৃথক করা হয়, মজুরি হিসাবে, কিংবা উল্টোটা, মজুরির একটা অংশ ধন-তান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় দেখা দেয় মুনাফার একটি অঙ্গাঙ্গী অংশ হিসাবে। এই অংশটি, যে কথা অ্যাডাম স্মিথ সঠিক ভাবেই বলে ছিলেন, নিজেকে উপস্থিত করে বিশুদ্ধ রূপে, স্বতন্ত্র ভাবে এবং একদিকে, মুনাফা থেকে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে (সুদ ও উদ্যোগজনিত মুনাফার যোগফল হিসাবে), এবং অন্যদিকে, মুনাফার সেই অংশটি থেকে পৃথকভাবে, যেটি, সুদ বাদ দিয়ে দেবার পরে, থেকে যায় উদ্যোগজনিত মুনাফা হিসাবে—কারবারের সেইসব শাখার ব্যবস্থাপনার বেতন হিসাবে, যাদের আকার ইত্যাদি সুযোগ দেয় এমন যথেষ্ট মাত্রায় শ্রমবিভাজনের, যাতে করে একজন ব্যবস্থা-পকের ('ম্যানেজার'-এর) বিশেষ বেতনের সমর্থন মেলে।

যেখানেই উৎপাদনের প্রত্যক্ষ প্রক্রিয়া ধারণ করে একটি সম্মিলিত সামাজিক প্রক্রিয়ার রূপ—স্বতন্ত্র উৎপাদনকারীদের বিচ্ছিন্ন শ্রমের রূপ নয়, সেখানেই স্বাভাবিক ভাবে আবশ্যক হয় তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনার শ্রম।[১] যাইহোক, তার আছে এক দ্বৈত প্রকৃতি।

একদিকে, যে সমস্ত শ্রমে অনেক ব্যক্তি সহযোগিতা করে, সেখানে আবশ্যিক ভাবেই প্রয়োজন হয় একটি আধিপত্যকারী অভিপ্রায়ের, যা প্রক্রিয়াটিকে এবং যেসব কার্য কোনো আংশিক ক্রিয়াকাণ্ডের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত না হয়ে, প্রযুক্ত হয় কর্মশালার সামগ্রিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে। সেগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন, ও ঐক্য বিধান করে —ঠিক যেমন বৃন্দ-বাদনের (অর্কেস্ট্রার) ক্ষেত্রে। এটা একটা উৎপাদনশীল কাজ—উৎপাদনের প্রত্যেকটি সম্মিলিত পদ্ধতিতে যা অবশ্যই সম্পাদন করতে হবে।

অন্যদিকে—কোনো বাণিজ্যিক বিভাগ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা—এই তত্ত্বাবধানের কার্যটি অবধারিত ভাবেই আত্ম-প্রকাশ করে উৎপাদনের সেই তাবৎ পদ্ধতির ক্ষেত্রে,

১. "এখানে" (খামার-মালিকের বেলায়) "তদারকি সম্পূর্ণ ভাবে পরিহার করা হয়।" (J. E. Cairnes, *The Slave Power*, London, 1862, p. 48)

যেগুলির ভিত্তি হচ্ছে একদিকে প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারী হিসাবে শ্রমিক এবং অন্যদিকে উৎপাদন-উপায়ের মালিকের মধ্যেকার পরস্পর-বিরোধী স্থিতি। এই বিরোধিতা যত বেশি হয় তত্ত্বাবধানের ভূমিকাও তত বেশি হয়। সুতরাং তা তার শিখরে পৌছায় ক্রীতদাস ব্যবস্থায়।[১] কিন্তু ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতিতেও সেটা অপরিহার্য, কেননা উৎপাদন প্রক্রিয়া নিজেই এমন একটা প্রক্রিয়া, যেটার দ্বারা ধনিক যুগপৎ শ্রম-শক্তিকে শোষণ করে। ঠিক যেমন স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে, সরকার কর্তৃক তত্ত্বাবধানও সর্ব-ব্যাপক হস্তক্ষেপের আওতায় অন্তর্ভুক্ত হয়, সমস্ত জন-সমাজের প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত নির্বিশেষ কার্যাবলীর সম্পাদন, এবং সরকারও জনগণের মধ্যেকার বিরোধাত্মক স্থিতি থেকে উদ্ভূত বিশেষ বিশেষ কার্য সমূহেরও সম্পাদন।

প্রাচীন লেখকদের, যাঁদের চোখের সামনে ছিল ক্রীতদাস ব্যবস্থা, তাঁদের রচনায়, তত্ত্বাবধান কার্যের দুটি দিককেই অচ্ছেদ্য ভাবে সম্মিলিত করা হয়েছে যেমন তত্ত্বের ক্ষেত্রে তেমন কার্যের ক্ষেত্রে। একই জিনিস করা হয়েছে আধুনিক অর্থনীতি বিদ্‌দের রচনায়, যারা ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতিকে গণ্য করেন চূড়ান্ত বলে। অন্য দিকে, যা আমি অচিরেই প্রদর্শন করব একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে, আধুনিক ক্রীতদাস ব্যবস্থার ধ্বজাধারীরা তত্ত্বাবধানের কার্যটিকে ব্যবহার করেন ক্রীতদাস ব্যবস্থার সমর্থনে যেমন অন্য, অর্থনীতিবিদেরা করেন মজুরি ব্যবস্থার সমর্থন করতে গিয়ে।

ক্যাটোর সময়ে 'ভিল্লিকাস' (*Villicus*) ক্রীতদাস অর্থনীতি ভিত্তিক ভূ-সম্পত্তির (*familia rustica*) শীর্ষে থাকে ম্যানেজার (*Villicus*', কথাটা এসেছে 'Villa' থেকে) যে গ্রহণ করে এবং ব্যয় করে, ক্রয় করে এবং বিক্রয় করে, মনিবের কাছ থেকে নির্দেশ নেয়, যার অনুপস্থিতিতে সে হুকুমদেয় এবং দণ্ড বিধান করে।···স্বাভাবিক ভাবেই অন্য ক্রীতদাসদের তুলনায় ম্যানেজার বেশি স্বাধীনতা ভোগ করত ; ম্যাগোনীয় গ্রন্থাবলীর উপদেশ ছিল : তাকে বিবাহ করার. সন্তান লালনের এবং নিজের তহবিল রক্ষার অনুমতি দেওয়া হোক, এবং ক্যাটো সুপারিশ করেন যে তার বিবাহ হোক মহিলা ম্যানেজারের সঙ্গে ; সম্ভবতঃ তার একারই ছিল সদাচরণের সাহায্যে মনিবের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা। বা বাকিদের বেলায়. সকলে মিলে চালাতে একত্র বারোয়ারি গৃহস্থালী।···ম্যানেজার সমেত প্রত্যেক ক্রীতদাসকে মনিবের খরচে যোগানো হত নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর এবং নির্দিষ্ট হারে জীবন ধারণের অত্যাবশ্যক দ্রব্য-সামগ্রী, এবং প্রত্যেককেই তা দিয়ে চালাতে হত।...শ্রম অনুযায়ী পরিমাণটাও কম-বেশি হত এবং এই কারণেই ম্যানেজার, যে বাকি ক্রীতদাসদের চেয়ে করত হাল্‌কা কাজ, পেত তাদের চেয়ে কম খাদ্য বরাদ্দ।" (মমসেন *Romische Geschichte*, 2nd. ed. 1855, (1), pp. 809-10)

১. "কাজের প্রকৃতি যদি দাবি করে যে কর্মীদের" (অর্থাৎ ক্রীতদাসদের) "ছড়িয়ে দিতে হবে একটি বিস্তৃত এলাকা জুড়ে, তা হলে তদারককারীদের সংখ্যা, এবং এই তদারকি-জনিত শ্রমের বাবদে ব্যয়, আনুপাতিক ভাবে বৃদ্ধি পাবে।" (Cairnes, 1. c. p. 44.)

অ্যারিস্তোতল : "O=........("কারণ মনিব"—ধনিক—"নিজেকে মনিব বলে প্রমাণ করে ক্রীতদাস সংগ্রহ ক'রে নয়"—মূলধনের মালিকানা যা তাকে দেয় শ্রম-শক্তি ক্রয়ের ক্ষমতা—"কিন্তু ক্রীতদাসদের নিয়োগ করে"—উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রমিকদের, আজকাল মজুরি শ্রমিকদের, ব্যবহার করে।) "E · .... ("কিন্তু এই বিজ্ঞানে মহৎ বা মহিমাময় বলে কিছু নেই।") .... (কিন্তু ক্রীতদাস যা কিছু করতে সক্ষম, তা সব কিছুই হুকুম করতে মনিবও সক্ষম।".............("যখনি মনিবেরা বাধ্য হয় না তদারকি-কাজের যাতনা নিজেরা বহন করতে, তখনি ম্যানেজার গ্রহণ করে এই সম্মান, আর মনিবেরা আত্মনিয়োগ করে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে বা দর্শন অধ্যয়নে।") (Aristotle, *De Republica*, Bekker editon, Pook 1,7.)

অ্যারিস্তোতল ভেঙেই বলেন যে, রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে আধিপত্য শাসক শক্তিগুলির উপরে, চাপিয়ে দেয় সরকার পরিচালনার কাজকর্ম, এবং অতএব, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, ওদের অবশ্যই জানতে হবে শ্রম-শক্তি ব্যবহারের কলা-কৌশল। এবং তিনি আরো জুড়ে দেন যে, এই তদারকি কাজ খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়, আর সেই কারণেই যখনি সম্ভব, তখনি মনিব এই একঘেয়ে কাজের "সম্মানটি" ছেড়ে-দেয় একজন তদারককারীর উপরে।

ব্যবস্থাপনা ও তদারকির কাজ—যেখানে তা সমস্ত সম্মিলিত সামাজিক শ্রমের প্রকৃতির দ্বারা নির্ধারিত একটি বিশেষ কার্য নয়, বরং তা নির্ধারিত হয় উৎপাদন-উপায়ের মালিক এবং নিছক শ্রমশক্তির মালিকের মধ্যেকার বিরোধাত্মক স্থিতির দ্বারা, তা সেই শ্রমশক্তি স্বয়ং শ্রমিককেই ক্রয় করে ক্রয় করা হোক, যেমন ক্রীতদাস-ব্যবস্থায় করা হয়, কিংবা শ্রমিক নিজেই তার শ্রম-শক্তি বিক্রয় করুক, য'তে করে উৎপাদনের প্রক্রিয়াটিও দেখা দেয় এমন একটি প্রক্রিয়া হিসাবে, যার দ্বারা মূলধন তার শ্রমকে পরিভুক্ত করে, তা নির্বিশেষে—সেখানে প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারীদের দাসত্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত এই কার্যটিকে অতি প্রায়শই উদ্ধৃত করা হয়েছে এই সম্পর্কটির সমর্থনে। এবং শোষণ, মজুরি-বঞ্চিত শ্রমের আত্মীকরণ, প্রায় সমান ভাবেই উপস্থিত করা হয়েছে মূলধনের কাজের বাবদে তার যথোচিত প্রাপ্য পুরস্কার হিসাবে; কিন্তু ১৮৫৯ সালের ১৯শে ডিসেম্বর নিউইয়র্কে এক সভায় "দক্ষিণের জন্য সুবিচার"—এই স্লোগানকে শিরোধার্য ক'রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্রীতদাসত্বের এক প্রবক্তা, ও'কনর নামে এক উকিল যা করেছেন, তার চেয়ে বেশি আর কেউ পারেন নি। প্রচণ্ড করতালি-ধ্বনির মধ্যে তিনি বলেন, এখন ভদ্র মহোদয়গণ, নিগ্রোর জন্য এই গোলামির দশা নির্দিষ্ট করেছে স্বয়ং প্রকৃতি।...তার শক্তি আছে, শ্রম করার ক্ষমতা আছে; কিন্তু যে প্রকৃতি এই ক্ষমতা সৃষ্টি করেছে, সেই আবার তাকে বঞ্চিত করেছে শাসন করার বুদ্ধি এবং কাজ করার ইচ্ছা থেকে।" (করতালি-ধ্বনি) "দুটি থেকেই সে বঞ্চিত। এবং যে প্রকৃতি তাকে বঞ্চিত করেছে কাজ করার এই ইচ্ছা থেকে, সেই প্রকৃতি তাকে দিয়েছে একজন মনিব তার ইচ্ছার উপরে জোর খাটাতে, তাকে একজন উপকারী...সেবকে পরিণত করতে—সেই দেশে, সেখানে সে তার নিজের জন্য এবং

যে মনিব তাকে শাসন করে, তার জন্য এক উপকারী জীবন-যাপনে সক্ষম।...আমার মত এই যে, প্রকৃতি নিগ্রোকে যে স্থানে স্থাপন করেছে, সেখানে তাকে রাখা, তাকে শাসন করার জন্য একজন মনিবের ব্যবস্থা করা কোনো অবিচার নয়... এবং প্রতিদানে তাকে শ্রম করতে বাধ্য করা, তাকে শাসন করতে এবং তাকে তার নিজের কাছে এবং সমাজের কাছে উপকারী করে তুলতে নিয়োজিত শ্রম ও প্রতিভার জন্য মনিবকে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ দেওয়ার মানে তাকে তার কোনো অধিকার থেকে বঞ্চিত করাও নয়।*

এখন, ক্রীতদাসের মত, মজুরি-শ্রমিকেরও থাকতে হবে একজন মনিব, যে তাকে কাজে নিযুক্ত করে এবং তার উপরে শাসন চালায়। এবং মনিব গোলামির এই সম্পর্ক ধরে নিলে, এটা খুবই সঙ্গত যে মজুরি-শ্রমিককে বাধ্য করা হয় তার নিজের মজুরি এবং সেই সঙ্গে তদারকি কাজের মজুরিও উৎপাদন করতে—তার উপরে শাসন ও তদারকি করার শ্রমের ক্ষতিপূরণ হিসাবে, কিংবা "তাকে শাসন করতে এবং তাকে তার নিজের কাছে এবং সমাজের কাছে উপকারী করে তুলতে নিয়োজিত শ্রম ও প্রতিভার জন্য ন্যায্য ক্ষতিপূরণ" হিসাবে।

তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনার শ্রম, যার উদ্ভব ঘটে একটি বিরোধাত্মক স্থিতি থেকে, শ্রমের উপরে মূলধনের আধিপত্য থেকে, এবং সেই হেতু যা ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির মত শ্রেণী-দ্বন্দ্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত সব উৎপাদন-পদ্ধতিতেই সমান ভাবে প্রচলিত। তা প্রত্যক্ষ ও অচ্ছেদ্য ভাবে যুক্ত, তাও আবার এই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনেই, সেই উৎপাদনশীল কার্যাবলীর সঙ্গে, সেগুলিকে সম্মিলিত সামাজিক শ্রম বরাদ্দ করে, ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে তাদের বিশেষ বিশেষ কর্তব্য হিসাবে। একজন '*epitropos*' বা '*rgisseur*'-এর মজুরি—এই নামেই, তাকে ডাকা হ'ত সামন্ততান্ত্রিক ফ্রান্সে—সম্পূর্ণ ভাবে মুনাফা থেকে বিচ্ছিন্ন এবং ধারণ করে কুশলী শ্রমের মজুরির রূপ —যেখানেই কারবার চালানো হয় এমন যথেষ্ট বৃহৎ আয়তনে যে এমন একজন ম্যানেজারের বেতনের সংস্থান হয়। যদিও, যাই হোক না কেন, আমাদের শিল্পপতিরা "রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে বা দর্শন অধ্যয়নে মনোনিবেশ করা" থেকে অনেক দূরে।

মিঃ উরে ইতিপূর্বেই মন্তব্য করেছেন যে, "আমাদের শিল্প-ব্যবস্থার আত্মা"[১] শিল্প-ধনিকেরা নয়, শিল্প-ম্যানেজাররা। একটি প্রতিষ্ঠানের বাণিজ্যিক অংশের ব্যাপারে যা কিছু বলার আছে, তা আমরা পূর্ববর্তী এক অংশেই বলে দিয়েছি।**

ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতি ব্যাপারটাকে এমন এক জায়গায় নিয়ে এসেছে যে

* *New York Daily Tribune*, November 20, 1859, p. 7-8.—Ed.

১. A. Ure, *Philosophy of Manufactures*, ফরাসী অনুবাদ, ১৮৩৬, ১, পৃঃ ৬৭, যেখানে ম্যানুফ্যাকচারকারীদের এই পিণ্ডার একই সময় সাক্ষ্য দেন যে অধিকাংশ ম্যানুফ্যাকচারকারীদেরই, যে ব্যবস্থাটিকে তারা চালু করেছেন, সে সম্পর্কে সামান্যতম ধারণাও নেই।

**বর্তমান সংস্করণ: সপ্তদশ অধ্যায়।

যেখানে তদারকির কাজ মূলধন থেকে সম্পূর্ণ ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে, সর্বদাই সুপ্রাপ্য হয়েছে। সুতরাং ধনিকদের পক্ষে এ কাজটা আর নিজেরা করা অনাবশ্যক হয়ে পড়েছে। একজন বৃন্দবাদন-নির্দেশকের যেমন নিজে বাদ্যযন্ত্রাদির মালিক হবার প্রয়োজন হয় না, তেমন অন্যান্য বাদকের "মজুরি" নিয়েও তার কিছু করার থাকে না। সমবায়-কারখানাগুলি প্রমাণ করে দিয়েছে যে ধনিক তার উচ্চ মঞ্চ থেকে নিচের দিকে তাকিয়ে বৃহৎ জমিদারকে দেখে অনাবশ্যক বলে তার চেয়ে সে নিজে উৎপাদনের ক্ষেত্রে কর্মানুষ্ঠানকারী হিসাবে কম অনাবশ্যক নয়। যেহেতু ধনিকের কাজের উৎপত্তি হয় না বিশুদ্ধ ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির মধ্যে, এবং তাই মূলধন বিরত হবার সঙ্গে সঙ্গে নিজে থেকেই বিরত হয়ে যায় না; যেহেতু তা নিজেকে নিবদ্ধ রাখে না একমাত্র অপরের শ্রম শোষণের মধ্যেই; যেহেতু তাই তার উৎপত্তি ঘটে শ্রম প্রক্রিয়ার সামাজিক রূপ থেকে, একটি অভিন্ন ফলের উদ্দেশ্যে অনেকের সম্মিলন ও সহযোগিতা থেকে, সেই হেতু তা মূলধন থেকে ঠিক ততটা স্বাধীন যতটা সেই রূপটা নিজেও স্বাধীন, যে মুহূর্তে সেটা ধনতান্ত্রিক খোলটা ভেঙে বেরিয়ে আসে। একথা বলা যে এই শ্রম ধনতান্ত্রিক শ্রম হিসাবেই বা ধনিকের কাজ হিসাবেই আবশ্যক, মানে দাঁড়ায় যে *'vulgus'* ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের অঙ্কে বিকশিত রূপগুলিকে তাদের বিরোধাত্মক ধনতান্ত্রিক চরিত্র থেকে পৃথক ও মুক্ত হিসাবে ধারণা করতে অক্ষম। অর্থ-ধনিকের সঙ্গে তুলনায় শিল্প-ধনিক হচ্ছে একজন শ্রমিক, কিন্তু ধনতান্ত্রিক অর্থে শ্রমিক, মানে অপরের শ্রম শোষণকারী একজন শ্রমিক। এই শ্রমের জন্য সে যে মজুরি দাবি করে ও পকেটস্থ করে, তা আরেক জনের শ্রমের আত্মীকৃত পরিমাণটির ঠিক সমান এবং নির্ভর করে সরাসরি এই শ্রমের শোষণের হারের উপরে, যতদূর পর্যন্ত এই শোষণের জন্য আবশ্যক চেষ্টা সে সম্পাদন করে; অবশ্য এটা নির্ভর করে না, এই রকমের শোষণ যে খাটুনি দাবি করে, তার মাত্রার উপরে, এবং যা সে-ঠেলে দিতে পারে ম্যানেজারের কাঁধে অনধিক মজুরির বদলে। প্রত্যেক সংকটের পরেই ইংল্যাণ্ডের কারখানা-অঞ্চলগুলিতে দেখা যায় যথেষ্ট সংখ্যক প্রাক্তন ম্যানুফ্যাকচারকারী, যারা অল্প মজুরিতে তদারকির কাজ করবে তাদের পুরনো কারখানায় নোতুন মালিকদের ম্যানেজার হিসাবে; অনেক ক্ষেত্রে এই নোতুন মালিকেরা হল তাদের পুরনো ধার-দাতা।[১]

বাণিজ্য ও শিল্প—উভয় ক্ষেত্রেই ম্যানেজারের ব্যবস্থাপনায় মজুরি-শ্রমিকদের সমবায় কারখানাগুলিতে এবং ধনতান্ত্রিক স্টক কোম্পানিগুলিতে উদ্যোগজনিত মুনাফা

---

১. এমন একটা ঘটনা আমার জানা আছে যে, ১৮৬৮ সালের সংকটের পরে, একজন দেউলিয়া ম্যানুফ্যাকচারকারী তার নিজেরই পূর্বতন শ্রমিকদের মজুরি-শ্রমিকে পরিণত হয়। মালিক দেউলিয়া হয়ে যাবার পরে কারখানাটা পরিচালিত হয় শ্রমিকদের সমবায়ের দ্বারা এবং মালিক নিযুক্ত হয় তার ম্যানেজার হিসাবে। —এঙ্গেলস।

থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। উদ্যোগের মুনাফা থেকে ব্যবস্থাপনার মজুরির এই বিচ্ছেদ, যদিও অন্যান্য সময়ে সম্পূর্ণ আপতিক, এখানে চিরস্থায়ী। একটি সমবায় কারখানায় তদারকি শ্রমের বৈরমূলক চরিত্র অন্তর্হিত হয়ে যায়, কেননা ম্যানেজারকে এখানে মজুরি দেয় শ্রমিকেরা; সে এখানে মূলধনের প্রতিনিধি হিসাবে তাদের বিরুদ্ধে অবস্থানে স্থিত নয়। ক্রেডিট-ব্যবস্থার সাহায্যে বিকশিত, স্টক কোম্পানিগুলির সাধারণভাবে ক্রমবর্ধমান প্রবণতা হল ব্যবস্থাপনার এই কাজটিকে মূলধনের মালিকানা থেকে বিচ্ছিন্ন করা—তা সেই মূলধন নিজের মালিকানাধীনই হোক বা ধার করাই হোক। ঠিক যেমন বুর্জোয়া সমাজের বিকাশ প্রত্যক্ষ করল বিচারক ও প্রশাসকের কার্যাবলীর বিচ্ছেদ ভূমির মালিকানা থেকে—সামন্ততান্ত্রিক আমলে যেগুলি ছিল তার বৈশিষ্ট্য। কিন্তু যেহেতু, একদিকে, মূলধনের কেবলমাত্র মালিককে, অর্থ-ধনিককে মুখোমুখি হতে হয় কার্যরত ধনিকের, যখন ক্রেডিট-ব্যবস্থার অগ্রগতির ফলে ব্যাংক-সমূহে সংকেন্দ্রীভূত হয়ে এবং মূল মালিকদের দ্বারা ধার দত্ত না হয়ে তাদের দ্বারাই ধার-দত্ত হয়ে, স্বয়ং অর্থ-মূলধনই ধারণ করে একটি সামাজিক চরিত্র এবং যেহেতু, অন্য দিকে, কেবলমাত্র ম্যানেজার, যার মূলধনের উপরে কোনো অধিকারই নেই। ধারের সূত্রেই হোক বা অন্যথাই হোক, সম্পাদন করে কার্যরত ধনিকের সমস্ত আসল কার্যগুলি, সেই হেতু উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে ধনিক অন্তর্হিত হয়ে যায় অপ্রয়োজনীয় বলে, থেকে যায় কেবল কর্মব্যস্ত ব্যক্তি।

ইংল্যাণ্ডের সমবায় কারখানাগুলির সরকারি হিসাবপত্র[১] থেকে এটা স্পষ্ট যে —ম্যানেজারের মজুরি বাদ দিয়ে, যা হচ্ছে বিনিয়োজিত অস্থির মূলধনের একটি অংশ ঠিক অন্যান্য শ্রমিকদের মজুরির মতই, তা বাদ দিয়ে—মুনাফাটা হয় গড় মুনাফার চেয়ে বেশি, যদিও কখনো কখনো ব্যক্তি-মালিকানাধীন ম্যান্যুফ্যাকচারকারী-দের চেয়ে তাদের দিতে হয় উচ্চতর সুদ। এইসব ক্ষেত্রে বেশি মুনাফার উৎস হল স্থির মূলধনের প্রয়োগে বেশি মিতব্যয়িতা। অবশ্য, যা এখানে আমাদের আগ্রহ সৃষ্টি করে, তা এই যে এখানে গড় মুনাফা (=সুদ+উদ্যোগজনিত মুনাফা) নিজেকে উপস্থিত করে প্রকৃতই ও প্রত্যক্ষতই এমন একটি রাশি হিসাবে যা ব্যবস্থাপনার মজুরি থেকে সমগ্র ভাবে নিরপেক্ষ। যেহেতু গড় মুনাফার চেয়ে এখানে মুনাফা উচ্চতর, সেইহেতু উদ্যোগজনিত মুনাফাও স্বাভাবিকের চেয়ে উচ্চতর।

জয়েন্ট স্টক ব্যাংকের মত কিছু ধনতান্ত্রিক জয়েন্ট স্টক কোম্পানিতেও একই পরিস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ১৮৬৩ সালে লণ্ডন অ্যাণ্ড ওয়েস্টমিন্স্টার ব্যাংক বার্ষিক লভ্যাংশ দিয়েছিল ৩০%, আর ইউনিয়ন ব্যাংক অব লণ্ডন দিয়েছিল ১৫%। ডিরেক্টরদের বেতন ছাড়া, আমানত বাবদ সুদ এখানে মোট মুনাফা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এখানে বেশি মুনাফা ব্যাখ্যা করতে হবে আমানতের সঙ্গে 'পেড ইন'

১. এখানে উদ্ধৃত হিসাব ১৮৬৪ সালের পরবর্তীকাল পর্যন্ত বিস্তৃত হয় নি। কারণ এটা লেখা হয়েছিল ১৮৬৫ সালে।—এঙ্গেলস

মূলধনের অনধিক অনুপাতের সাহায্যে দৃষ্টান্ত হিসাবে, ১৮৬৩ সালে 'লণ্ডন অ্যাণ্ড ওয়েস্টমিনস্টার ব্যাংক'-এর ক্ষেত্রে : 'পেড-ইন' মূলধন, £১০,০০,০০০ ; আমানত, £১,৪৫,৪০,২৭৫ । 'ইউনিয়ন ব্যাংক অব লণ্ডন'-এর ক্ষেত্রে, ১৮৬৩ সালে : 'পেড-ইন' মূলধন £৬,০০,০০০ ; আমানত, £১,২৩,৮৪,১৭৩ ।

সুদ সম্পর্কে মুনাফার উদ্বৃত্ত যে বৈরমূলক রূপ ধারণ করে, তার দরুন গোড়ায় উদ্যোগজনিত মুনাফা এবং তদারকি বা ব্যবস্থাপনার মজুরিকে গুলিয়ে ফেলা হ'ত। এটা আরো বৃদ্ধি পেত মুনাফাকে মজুরি-বঞ্চিত শ্রম থেকে প্রাপ্ত উদ্বৃত্ত-মূল্য হিসাবে না দেখিয়ে, ধনিকের দ্বারা সম্পাদিত কাজের মজুরি হিসাবে দেখানোর সবিনয় চেষ্টার ফলে। এর জবাবে সমাজতন্ত্রীরা দাবি করত মুনাফাকে কার্যক্ষেত্রে সেই পরিমাণে নামিয়ে আনতে, যাকে, তত্ত্বগত ভাবে, ভাণ করা হত তদারকির মজুরি বলে। তত্ত্বগত অলংকরণের পক্ষে এই দাবি হত তত বেশি অবজ্ঞাজনক, অন্য যে কোনো মজুরির মত, যত বেশি তদারকি-কাজের এই মজুরি, খুঁজে পেত তার নির্দিষ্ট মান ও নির্দিষ্ট বাজার, একদিকে, শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটি সংখ্যাবহুল ম্যানেজার শ্রেণীর বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে[১], এবং অন্য দিকে, কুশলী শ্রমের বাবদে বাকি সব মজুরির মত, যত বেশি তা হ্রাস পেত, সাধারণ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে—যার ফলে হ্রাস পায় বিশেষ ভাবে প্রশিক্ষিত শ্রম-শক্তির উৎপাদন ব্যয়[২]। শ্রমিকদের ক্ষেত্রে সমবায় এবং বুর্জোয়াদের ক্ষেত্রে স্টক কারবারের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, উদ্যোগ-জনিত মুনাফা এবং ব্যবস্থাপনা-জনিত মজুরির মধ্যে বিভ্রান্তির এমনকি শেষ অছিলাটুকু পর্যন্ত অপসারিত হয়ে গেল এবং মুনাফা তত্ত্বগত ক্ষেত্রে অনস্বীকার্য ভাবেই যা কার্যগত ক্ষেত্রেও দেখা ছিল তাই বলে, নিছক উদ্বৃত্ত মূল্য বলে, এমন একটি মূল্য বলে যার জন্য দেওয়া হয়নি কোনো প্রতিমূল্য, উপলব্ধ মজুরি বঞ্চিত শ্রম বলে। তখন এটা দেখা গেল যে কার্যরত ধনিক আসলে শ্রমকে শোষণ করে, এবং

১. "মনিবেরা শ্রমিক এবং শ্রমিকদের ঠিকা-মজুর। এই ভূমিকায় তাদের স্বার্থ তাদের লোকদের মতই। কিন্তু তা ছাড়াও, তারা ধনিক বা ধনিকদের প্রতিনিধি এবং এদিক থেকে তাদের স্বার্থ নিশ্চিতভাবেই শ্রমিকদের স্বার্থের বিপরীত." (পৃ ২৭) এই দেশের ঠিকা মেকানিকদের মধ্যে শিক্ষার বহুল বিস্তার প্রত্যহ কমিয়ে দিচ্ছে সমস্ত মনিব ও নিয়োগকর্তার শ্রম ও কুশলতার মূল্য, যেহেতু শিক্ষার ফলে বৃদ্ধি পাচ্ছে মনিব ও নিয়োগকর্তাদের স্ববিশেষ জ্ঞানে অধিকার-সম্পন্ন ব্যক্তিদের সংখ্যা।" (P. 30 Hodgskin, *Labour Defended Against the Claims of Capital, etc.* London, 1825)

২. "প্রথাগত বাধাগুলির সাধারণ ভাবে শিথিলতা-প্রাপ্তি, শিক্ষার বর্ধিত সুযোগ-সুবিধা অদক্ষ শ্রমিকদের মজুরি-বৃদ্ধির পরিবর্তে দক্ষ শ্রমিকদের মজুরি হ্রাস করে।" (J. St. Mill, *Principles of Political Economy*, 2nd. ed. London, 1849, I P. 479).

যখন সে কাজ করে ধার করা মূলধন দিয়ে তখন তার শোষণের ফল ভাগ হয় সুদ এবং উদ্যোগজনিত মুনাফায়—সুদের উপরে মুনাফার একটি উদ্বৃত্ত।

ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের ভিত্তিতে স্টক কারবারগুলিতে ব্যবস্থাপনার মজুরি সম্পর্কে এক নোতুন প্রতারণা বিকাশ লাভ করে—এই ঘটনায় যে অসংখ্য ম্যানেজার বা ডিরেক্টরকে স্থাপন করা হয় আসল ডিরেক্টরের উপরে, যার পক্ষে তদারকি ও ব্যবস্থাপনা কাজ করে স্টক হোল্ডারদের লুঠ করার এবং ঐশ্বর্য স্তূপীকৃত করার-কেবল একটা অছিলা হিসাবে। এই সম্পর্কে অতিশয় কৌতূহলকর পুংখানুপুংখ বিবরণ পাওয়া যাবে এই বইটিতে: *"The City or the Physiology of London Business ; with Sketches on Change, and the Coffee Houses,"* London, 1845. "আট-নয়টা ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানিকে পরিচালনা করার মাধ্যমে ব্যাংকাররা ও বণিকেরা কি লাভ করে, তা বোঝা যাবে নিম্নোক্ত দৃষ্টান্তটি থেকে। যখন মিঃ টিমোথি অ্যাব্রাহাম 'ফেইল' করল, তখন এই ভদ্রলোক দেউলিয়া বিচারের আদালতে যে ব্যক্তিগত হিসাব পেশ করেন তা থেকে প্রকাশ পেল ডিরেক্টরগিরি থেকে হস্তগত করা তার আয়ের একটি নমুনা—বাৎসরিক £৮০০ থেকে £৯০০। ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া হাউজের কোর্ট-এর সঙ্গে জড়িত থাকায় একটি পাবলিক কোম্পানির পক্ষে বোর্ড কক্ষে তার সেবা অর্জনের ব্যবস্থা করা, একটি উত্তম ব্যাপার বলে বিবেচনা হয়েছিল (পৃঃ ৮১, ৮২)। এই ধরনের কোম্পানিগুলির প্রত্যেকটি সাপ্তাহিক সভার জন্য পারিশ্রমিক হল কমপক্ষে এক গিনি। দেউলিয়া বিচারের আদালতের কার্য-বিবরণী থেকে দেখা যায় যে তদারকির মজুরি, সচরাচর হয় এই নামকে-ওয়াস্তে ডিরেক্টরদের সত্যিকারের তদারকি-কাজের সঙ্গে বিপরীত ভাবে আনুপাতিক।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

সুদ-দায়ী মূলধনের রূপে মূলধনের সম্পর্ক সমূহের বহিরায়ণ

মূলধনের সম্পর্কসমূহ ধারণ করে তাদের সর্বাপেক্ষা বহিরায়িত ও সর্বাপেক্ষা বিগ্রহ প্রতিম রূপ সুদ-দায়ী মূলধনের মধ্যে। আমরা এখানে পাই **অ—অ´**, অর্থ যা সৃষ্টি করে আরো অর্থ, আত্ম-প্রসারণশীল মূল্য—যে প্রক্রিয়াটি এই দুটি প্রান্তকে সংঘটিত করে, সেটি ছাড়া। বণিকের মূলধনে, **অ—প—অ´**-এ, সেখানে থাকে ধনতান্ত্রিক গতিক্রিয়ার অন্ততঃ সাধারণ রূপটি, যদিও সেটি নিজেকে নিবদ্ধ রাখে একান্ত ভাবে সঞ্চলনের ক্ষেত্রটিতে, যার ফলে মুনাফা দেখা দেয় কেবল পরকীকরণ থেকে উদ্ভূত মুনাফ বলে; কিন্তু তাকে, অন্ততঃ দেখা যায় একটি সামাজিক **সম্পর্কের** উৎপন্ন হিসাবে, একটি নিছক **জিনিসের** উৎপন্ন হিসাবে নয়। বণিকের মূলধনের রূপটি অন্ততঃ উপস্থিত করে একটি প্রক্রিয়া দুটি বিরুদ্ধ পর্যায়ের একটি ঐক্য, একটি গতিক্রিয়া। যা ভেঙে হয় দুটি বিপরীত ক্রিয়া—পণ্যের ক্রয় এবং বিক্রয়। এটা লুপ্ত হয়ে যায় **অ—অ´**-এ, সুদ-দায়ী মূলধনের রূপটিতে। উদাহরণ স্বরূপ, যদি একজন ধনিক £১,০০০ ধার দেয় ৫% সুদে, তা হলে এক বৎসরের জন্য মূলধন হিসাবে £১০০০-এর মূল্য হয়=**ম+ম ক´**, যেখানে ম হল মূলধন ক´ হল সুদের (কুসীদের) হার। অতএব, ৫% = $\frac{৫}{১০০}$ = $\frac{১}{২০}$ এবং ১,০০০ + ১,০০০ × $\frac{১}{২০}$ = £১,০৫০। মূলধন হিসাবে £১,০০০-এর মূল্য = £১,০৫০, তার মানে মূলধন একটি সরল আয়তন নয়। এটা দুটি আয়তনের একটি সম্পর্ক, একটি নির্দিষ্ট, মূল্য হিসাবে আসল পরিমাণটির সঙ্গে একটি আত্ম-প্রসারণশীল মূল্য হিসাবে নিজের একটি সম্পর্ক, একটি আসল পরিমাণ হিসাবে যা উৎপাদন করেছে একটি উদ্বৃত্ত মূল্য। এবং আমরা দেখেছি একবিধ মূলধন সরাসরি আত্ম-প্রসারণশীল মূল্যের এইরূপ ধারণ করে সমস্ত সক্রিয় ধনিকের ক্ষেত্রে—তা তারা নিজেদের মূলধন দিয়েই কাজ করুক বা ধার-করা মূলধন দিয়েই কাজ করুক।

অ—অ´। আমরা এখানে পাই মূলধনের মূল যাত্রা-বিন্দু. **অ—প—অ** সূত্রটিতে অর্থ তার দুটি প্রান্তে **অ—অ´**-তে পর্যবসিত, যাতে **অ´=অ+△অ**, অর্থ যা সৃষ্টি করে আরো অর্থ। এটা হচ্ছে মূলধনের প্রাথমিক ও সাধারণ সূত্র, যাকে পর্যবসিত করা হয়েছে একটি অর্থহীন সংক্ষেপণে। এটা হচ্ছে প্রস্তুত মূলধন, উৎপাদন-প্রক্রিয়া এবং সঞ্চলন প্রক্রিয়ার একটি ঐক্য, এবং অতএব একটি বিশেষ সময়ে একটি নির্দিষ্ট উদ্বৃত্ত-মূল্য প্রদানকারী মূলধন। সুদ-দায়ী মূলধন হিসাবে এটা দেখা দেয় সরাসরি

ভাবে—উৎপাদন ও সঞ্চলনের প্রক্রিয়ার সহায়তা ছাড়াই। মূলধন প্রতিভাত হয় সুদের একটি রহস্যময় ও স্বয়ং সৃজনশীল উৎস হিসাবে—তার নিজেরই বৃদ্ধির উৎস হিসাবে। **জিনিসটি** (অর্থ, পণ্য, মূল্য) এখন মূলধন এমনকি নিছক একটি জিনিস হিসাবেই। পুনরুৎপাদনের সমগ্র প্রক্রিয়াটি প্রতিভাত হয় স্বয়ং ঐ জিনিসটির মধ্যেই নিহিত একটি গুণ হিসাবে। এটা নির্ভর করে অর্থের, অর্থাৎ তার ক্রমাগত বিনিময় রূপে পণ্যটির, মালিকের উপরে যে সে তাকে অর্থ হিসাবে খরচ করবে নাকি মূলধন হিসাবে ধার দেবে। সুতরাং সুদ-দায়ী মূলধনে, এই স্বয়ংক্রিয় বিগ্রহটি, আত্ম-প্রসারণশীল মূল্যটি, অর্থ-প্রজননকারী অর্থটি, বাইরে প্রকাশিত হয় তাদের বিশুদ্ধ রূপে, এবং এইরূপে তা আর বহন করে না তার জন্মচিহ্নগুলি। সামাজিক সম্পর্কটা পরম পরিণতি লাভ করে তার নিজের সঙ্গে একটি জিনিসের, অর্থের সম্পর্কে। মূলধনে অর্থের সত্যিকারের রূপান্তরের পরিবর্তে, আমরা এখানে কেবল দেখই রূপটিকেই—তার অন্তর্বস্তু ছাড়া। যেমন শ্রম-শক্তির ক্ষেত্রে, এখানে অর্থের ব্যবহার-মূল্য হ'ল তার মূল্য সৃজনের সক্ষমতা—যে মূল্য তা ধারণ করে তার চেয়ে বৃহত্তর একটি মূল্য। অর্থ হিসাবে অর্থ হচ্ছে সম্ভাব্য রূপে আত্মপ্রসারণশীল মূল্য এবং এই রূপেই তাকে ধার দেওয়া হয়—এই অনন্য পণ্যটির পক্ষে এটাই হল বিক্রয়ের রূপ। মূল্য জনন করা এবং সুদ দান করা হয়ে ওঠে অর্থের একটি গুণ—অনেকটা যেমন পিয়ারা গাছের গুণ হল পিয়ারা ফল দান করা। এবং ধার-দাতা অর্থকে বিক্রি করে ঠিক যেন একটি সুদ-প্রসবিনী সামগ্রী হিসাবে। কিন্তু সেটাই সব নয়। আমরা দেখেছি, সত্যি-সত্যিই ক্রিয়াশীল মূলধন নিজেকে উপস্থিত করে এমন এক আলোয় যে মনে হয় তা যেন একটি ক্রিয়াশীল মূলধন হিসাবে সুদ দেয় না, সুদ দেয় নিজেই মূলধন হিসাবে, অর্থ-মূলধন হিসাবে।

এটাও হয়ে যায় বিকৃত। যদিও সুদ হচ্ছে কেবল মুনাফার, অর্থাৎ উদ্বৃত্ত-মূল্যের, একটি অংশ মাত্র, যা ক্রিয়াশীল ধনিক শ্রমিককে নিঙড়ে বার করে আনে, এখন উলটো, মনে হয় যেন সুদ হল মূলধনের স্বতঃসিদ্ধ উৎপন্ন, প্রাথমিক বস্তু, এবং মুনাফা, উদ্যোগজনিত মুনাফার আকারে হচ্ছে পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়ার একটি আনুষঙ্গিক দ্রব্য, একটি উপজাত সামগ্রী। এইভাবে আমরা পাই মূলধনের একটি পৌত্তলিকরূপ এবং একটি পৌত্তলিক ধারণা। অ—অ´-তে আমরা পাই মূলধনের অর্থহীন রূপ, উৎপাদন-সম্পর্কসমূহের তাদের সর্বোচ্চ মাত্রায় বিকৃতায়ন ও বাস্তবায়ন, সুদ-প্রদায়ী রূপ, মূলধনের সরল রূপ, যে রূপে তা তার নিজের পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়ার পূর্বগামী হয়। অর্থের, বা একটি পণ্যের এই যে পুনরুৎপাদন-নিরপেক্ষভাবে নিজ মূল্য প্রসারের ক্ষমতা, এটাই হচ্ছে মূলধনের সবচেয়ে বিভ্রান্তিকর কুহেলিকাময় রূপ।

হাতুড়ে অর্থনীতির ক্ষেত্রে, যা মূলধনকে উপস্থাপিত করতে চায় মূল্যের, মূল্য-সৃজনের একটি স্বাধীন উৎস হিসাবে, এই রূপটি স্বাভাবিক ভাবেই একটি সত্যিকারের আবিষ্কার, এমন একটি রূপ যে রূপে মুনাফার উৎসটি আর প্রভেদযোগ্য থাকে না,

এবং যাতে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন প্রক্রিয়ার ফল—প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্নকৃত—অর্জন করে একটি স্বাধীন অস্তিত্ব।

যে পর্যন্ত না মূলধন হয় অর্থ মূলধন, তা পরিণত হয় একটি পণ্যে, যার আত্ম-প্রসারণের ক্ষমতার থাকে একটি নির্দিষ্ট দাম—যা প্রতিবার উদ্বৃত্ত হয় প্রত্যেকটি প্রচলিত সুদের হারে।

সুদ-দায়ী মূলধন হিসাবে, এবং বিশেষ করে তার সুদ-দায়ী মূলধনের প্রত্যক্ষ রূপটিতে (সুদ-দায়ী মূলধনের অন্যান্য রূপগুলি এখানে আমাদের আলোচ্য নয়; সেগুলি এই রূপটি থেকেই উদ্ভূত এবং ধরে নেয় আগে থেকেই এটির অস্তিত্ব), মূলধন ধারণ করে তার বিগ্রহ-প্রতিম রূপ; অ—অ´ হয় সামগ্রীটি, বিক্রয়যোগ্য জিনিসটি। প্রথমতঃ, অর্থ হিসাবে তার ক্রমাগত অস্তিত্বের মাধ্যমে, এমন একটি রূপ, যাতে তার সব কয়টি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য লুপ্ত হয়ে যায় এবং তার আসল উপাদান-গুলি অন্তর্হিত হয়ে যায়। কারণ অর্থ হচ্ছে ঠিক সেই রূপটি, যাতে ব্যবহার মূল্য-সমূহ হিসাবে পণ্যসম্ভারের পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্যগুলি ঢাকা পড়ে যায়, এবং অতএব, ঢাকা পড়ে যায় শিল্প-মূলধনগুলির পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্যসমূহও—যে শিল্প-মূলধনগুলি গঠিত এই সমস্ত পণ্য ও উৎপাদনের অবস্থাবলী দিয়ে। কিন্তু অর্থের বাজারে মূলধন সব সময়েই অবস্থান করে এই রূপে। দ্বিতীয়তঃ, তার দ্বারা উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্য, এখানেও অর্থের রূপে, দেখা দেয় তার অন্তর্নিহিত অংশ হিসাবে। গাছের পক্ষে যেমন বৃদ্ধি-প্রাপ্তির প্রক্রিয়ার সহজাত, তেমনি অর্থ প্রজননও দেখা দেয় অর্থ-মূলধনের রূপে মূলধনের সহজাত বলে।

সুদ-দায়ী মূলধনে মূলধনের গতিক্রিয়া সংকুচিত হয়। মধ্যবর্তী প্রক্রিয়াটি বাদ পড়ে যায়। এইভাবে একটি মূলধন=১,০০০ নির্দিষ্ট হয় একটি জিনিস হিসাবে, যা নিজে=১,১০০, এবং যা একটা বিশেষ সময়কালের পরে রূপান্তরিত হয় ১,১০০-তে, ঠিক যেমন 'সেলার'-এ (ভূগর্ভ-ঘরে) রক্ষিত মদ তার ব্যবহার-মূল্য বৃদ্ধি করে একটা বিশেষ সময়কাল পরে। মূলধন এখন একটা জিনিস, কিন্তু জিনিস হিসাবে এটা মূলধন অর্থ এখন গর্ভবতী।* যে মুহূর্তে তাকে ধার দেওয়া হয়, কিংবা বিনিয়োগ করা হয় পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়ায় (যেহেতু তা তার মালিক হিসাবে ক্রিয়াশীল ধনিককে দেয় সুদ, যা উদ্যোগজনিত মুনাফা থেকে আলাদা), তার উপরে সুদ জন্মায়, তা সে ঘুমিয়েই থাক আর জেগেই থাক, দেশেই থাক আর বিদেশেই যাক, দিনেই হোক আর রাতেই হোক। এইভাবে সুদ-দায়ী অর্থ মূলধন (এবং সমস্ত মূলধনই অর্থ-মূলধন তার মূল্যের হিসাবে কিংবা বিবেচিত হয় অর্থ-মূলধনের অভিব্যক্তি বলে) পরিপূর্ণ করে মজুদ-কারীর সবচেয়ে আকুল ইচ্ছাটিকে।

জিনিসের মধ্যে যেমন, তেমন অর্থ মূলধনের মধ্যে সুদের এই অন্তর্জাত অস্তিত্ব (মূলধনের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎপাদন এখানে এমনি দেখায়), এমন সম্পূর্ণভাবে

* Goethe, Faust, Part I, Scene 5.—Ed.

দখল করে আছে লুথার-এর মনোযোগ কুসীদবৃত্তির বিরুদ্ধে তাঁর সরলমনা অভিযানে। একথা প্রতিপন্ন করার পরে যে ধার-গ্রহীতা নির্দিষ্ট দিনে ধার পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে, এই ব্যর্থতার ফলে যদি ধার দাতার—যার নিজেরই দরকার ছিল কিছু খরচের জন্য, তার—কোনো ক্ষতি হয় বা একটা ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে, যেমন একটা বাগান ক্রয়ের মাধ্যমে, কিন্তু মুনাফা কামাবার সুযোগ নষ্ট হয়, তা হলে সুদ-দাবি করা যেতে পারে, লুথার বলে চলেন : "এখন যেহেতু আমি তোমাকে ওগুলি (১০০ গাল্ডেন) ধার দিয়েছি, তুমি আমার দ্বিগুণ লোকসান ঘটিয়েছ, এক দিকে, আমি তা ব্যয় করতে পারি নি, এবং অন্য দিকে, আমি তা দিয়ে ক্রয় করতে পারি নি, যাতে করে আমার দু'দিকই হারাতে হল, আর একেই বলা হয় *duplex interesse, damni emergentis et lucri cessantis*...। জোন তার ১০০ গাল্ডেন ধারের উপরে লোকসান ভোগ করেছে এবং ন্যায্য ক্ষতিপূরণ দাবি করেছে, একথা শোনার পরে তারা ছুটে যায় এবং প্রতি ১০০ গাল্ডেন পিছু দাবি করে দ্বিগুণ, এই দ্বিগুণ পরিশোধ যথা, প্রথমতঃ ব্যয় না করতে পারার দরুন এবং দ্বিতীয়তঃ লেনদেনের মারফৎ মুনাফা না করতে পারার দরুন লোকসানের বাবদে পরিশোধ। **ঠিক যেন এই ১০০ গাল্ডেন জন্ম দিয়েছে ঐ দ্বিগুণ লোকসানের,** যাতে করে যখনি তাদের থাকে ১০০ গাল্ডেন, তারা সেগুলিকে ধার দিয়ে দেয় এবং দাবি করে দুটি ক্ষতিপূরণ, যা তারা আদৌ ভোগ করে নি।—সুতরাং তুমি একজন কুসীদখোর, যে এক কাল্পনিক লোকসানের বাবদে, যে লোকসান সে আদৌ ভোগ করেনি—তার বাবদে, এবং যা সে প্রমাণও করতে পারে না বা হিসাবও করতে পারে না—তার বাবদে, তার প্রতিবেশীর কাছ থেকে আদায় করে ক্ষতিপূরণ। এই ধরনের লোকসানকে আইনবিদেরা বলেন *non verum, sed phantasticum interesse*. এটা এমন একটা লোকসান যা প্রত্যেকে নিজের জন্য যাদু বলে যা নিয়ে নেয়। সুতরাং একথা বললে চলবে না যে, যেহেতু আমি ব্যয় করতে পারি নি বা ক্রয় করতে পারি নি, সেই হেতু লোকসান হলেও হতে পারত। অন্যথা এর অর্থ দাঁড়াবে **ex-*contingente necessarium*,** যার মানে এমন কিছু, যা নেই, তা থেকে কিছু তৈরি করা এবং একটি অনিশ্চিত জিনিসকে চূড়ান্ত জিনিস হিসাবে হাজির করা। এই ধরনের কুসীদখোরি কি কয়েক বছরের মধ্যে জগৎটাকে গ্রাস করে ফেলবে না? যদি কারো ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটা দুর্ভাগ্যজনক অঘটন ঘটে যায়, এবং তা থেকে তার ত্রাণ পেতে হয়, সে তার জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারে, কিন্তু এটা বৃত্তির ক্ষেত্রে ভিন্ন এবং ঠিক উল্টোটা। সেখানে তারা চক্রান্ত করে তাদের অভাবগ্রস্ত প্রতিবেশীদের ক্ষতি করে নিজেরা মুনাফা করার, কেমন করে বিত্ত জমাতে হয় এবং ধনী হতে হয়, কেমন করে অলস ও নিষ্কর্মা থেকে অপরের শ্রমে বিলাসে দিন-যাপন করা যায়—কোনো ভাবনা, বিপদ ও লোকসান ছাড়া। উনানের পাশে আগুন পোয়াও এবং আমার ১০০ গাল্ডেনকে দেশে বিত্ত সংগ্রহে লাগাও কিন্তু তবু সেগুলিকে পকেটে রেখে দাও, কেননা সেগুলিকে কোনো

বিপদ বা ঝুঁকি ছাড়া কেবল ধারই দেওয়া হয়—বলতো বন্ধু, কে তা পছন্দ করবে না?" (মার্টিন লুথার, *An die Pfarherrn wider den Wucher zu predigen, etc.* **Wittenberg, 1540.**)

একটি আত্ম-পুনরুৎপাদনকারী ও আত্ম-প্রসারণকারী মূল্য হিসাবে, তার সহজাত গুণাবলীর কল্যাণে—অতএব পণ্ডিতদের প্রচ্ছন্ন প্রতিভার কল্যাণে—চিরস্থায়ী ও চিরন্তন বর্ধমান মূল্য হিসাবে, মূলধনের ধারণাটি জন্ম দিয়েছে ডঃ প্রাইস-এর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কল্পনাগুলির, যেগুলি ঢের ছাড়িয়ে যায় অ্যালকেমিস্টদের উদ্ভট খেয়ালগুলিকেও; এমন সব কল্পনা, যেগুলিকে পিট বিশ্বাস করেন ঐকান্তিক ভাবে, এবং 'প্রতিপূরক নিধি' ('সিংকিং ফাণ্ড') সম্পর্কে তাঁর নিয়মাবলীতে ব্যবহার করেন তাঁর আর্থিক প্রশাসনের স্তম্ভ হিসাবে।

"চক্রবৃদ্ধি সুদ-দায়ী অর্থ প্রথমে বৃদ্ধি পায় মন্থর গতিতে। কিন্তু বৃদ্ধির হার ক্রমাগত ত্বরান্বিত হওয়ায়, এটা কখনো কখনো হয় এত ক্ষিপ্র, যে তা কল্পনার সমস্ত শক্তিকে ব্যঙ্গ করে। আমাদের পরিত্রাতার (যীশু খ্রীস্টের) জন্মদিনে ৫ শতাংশ চক্রবৃদ্ধি সুদে বিনিয়োজিত এক-পেনি, এই সময়ের আগে বৃদ্ধি পেয়ে হ'ত এমন একটি বৃহৎ অঙ্ক, যা ১,৫০০ কোটি পৃথিবীতে যতটা বিধৃত হতে পারে—সমস্তটা নিরেট সোনা—তার চেয়ে বৃহত্তর পরিমাণ। কিন্তু যদি বিনিয়োগ করা হ'ত সরল সুদে, তা একই সময়ে দাঁড়াতো সাত শিলিং চার পেন্স আধ-পেনি থেকে বেশি নয়। আমাদের সরকার এতাবৎকাল এ দুটির মধ্যে প্রথমটিকে না করে বরং শেষটিকেই বেছে নিয়েছে অর্থের উন্নতি ঘটাতে।"[১]

তাঁর '*Observations on Reversionary Payments etc.* London, 1772, নামক রচনাটিতে তাঁর কল্পনা আরো উর্ধ্বে পাখা ছড়িয়েছে। সেখানে আমরা পড়ি, "আমাদের পরিত্রাতার জন্মদিবসে" (ধরে নেওয়া যায়, জেরুজালেমের মন্দিরে) "৬% চক্রবৃদ্ধি সুদে বিনিয়োগ করলে ১ শিলিং বৃদ্ধি পেয়ে হত এমন একটা বিশাল পরিমাণ, যা সমগ্র সৌর মণ্ডলও ধারণ করতে পারে না; ধরে নেওয়া হয়েছে যে এই মণ্ডলটির ব্যাস শনির কক্ষের ব্যাসের সমান"। "সুতরাং একটি রাষ্ট্রের কখনো কোনো অসুবিধায় পড়ার কথা নয়; কেননা ক্ষুদ্রতম সঞ্চয়ের সাহায্যে তা, তার সুদের জন্য যে ক্ষুদ্র সময়ের আবশ্যক হয়, তারই মধ্যে পরিশোধ করে দিতে পারে বৃহত্তম ঋণসমূহ" **(PP. XIII, XIV)**। ইংল্যাণ্ডের জাতীয় ঋণের কী সুন্দর তত্ত্বগত ভূমিকা!

১. রিচার্ড প্রাইস, *An Appeal to the Public on the Subject of the National Debt*, দ্বিতীয় সংস্করণ, লণ্ডন, ১৭৭৪, পৃঃ ১৯। তিনি এই সাদা-মাঠা ঠাট্টাটা করেন: "এটা হচ্ছে সরল সুদে টাকা ধার করা, যাতে করে চক্রবৃদ্ধি সুদে তাকে বাড়ানো যায়।" (আর. হ্যামিলটন, *An Inquiry into the Rise and Progress of the National Debt of G eat Britain*, **2nd. edn., Edinburgh, 1814, P. 133.**) এটা অনুসারে, ধন সংগ্রহের জন্য বেসরকারি লোকজনের পক্ষে সবচেয়ে

সোজা কথায় প্রাইসের চোখ ঝলসে গিয়েছিল জ্যামিতিক হারে ক্রমবর্ধনের মাধ্যমে লব্ধ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আয়তনগুলির দ্বারা। যেহেতু তিনি শ্রমের পুনরুৎপাদনের অবস্থাবলীকে আদৌ নজরে নেন নি, এবং মূলধনকে গণ্য করেছেন একটি আত্ম নিয়ামক স্বয়ং ক্রিয় বস্তু হিসাবে, এমন একটা সংখ্যা হিসাবে যা নিজেকে বৃদ্ধি করে চলে, যেমন ম্যালথাস করেছিলেন জনসংখ্যা প্রসঙ্গে তাঁর জ্যামিতিক হারে ক্রমবর্ধনে।* তিনি বিমোহিত হয়েছিলেন এই চিন্তার দ্বারা যে তিনি নিয়মটিকে পেয়ে গিয়েছেন এই সূত্রটির মধ্যে : য=ম ((১+হ) সং, সেখানে য=মূলধন+চক্রবৃদ্ধি সুদের যোগফল, ম=অগ্রিমদত্ত মূলধন, হ=সুদের হার (১০০-র একাংশের হিসাবে প্রকাশিত) এবং সং মানে বৎসরের সংখ্যা, যখন এই প্রক্রিয়াটি ঘটে।

ডঃ প্রাইসের কুহেলিকাকে পিট বেশ গুরুত্ব সহকারেই গ্রহণ করেন। ১৭৮৬ সালে কমন্স সভা জনকল্যাণের জন্য £১ মিলিয়ন সংগ্রহের প্রস্তাব নিয়েছিল।

নিরাপদ উপায় হচ্ছে ধার নেওয়া। যদি আমি ৫% বার্ষিক সুদে £১০০ ধার নিই, আমাকে বছরের শেষে দিতে হবে £৫, এম কি যদি ধারটা ১ কোটি বছরও স্থায়ী হয়। "ইতিমধ্যে, আমার প্রতি বছর থাকে কেবল £১০০ ধার দেবার জন্য এবং প্রতি বছর কেবল £৫ শোধ দেবার জন্য। এই প্রক্রিয়ায় আমি কখনো পারি না £১০৫ ধার দেবার ব্যবস্থা করতে, যখন ধার নিই £১০০। এবং আমি কেমন করে দেব ৫%। নোতুন নোতুন ধার নেওয়ার মারফৎ, আর এটা যদি হয় রাষ্ট্র, তা হলে ট্যাক্সের মারফৎ। এখন যদি শিল্প ধনিক টাকা ধার করে, এবং তার মুনাফার পরিমাণ দাঁড়ায় ১৫%, সে দিতে পারে ৫% সুদ, নিজের বাবদে করতে পারে ৫% ব্যয় (যদিও তার ক্ষুধা বাড়তে থাকে আয়ের সঙ্গে সঙ্গে এবং মূলধনায়িত করতে পারি ৫%। এ ক্ষেত্রে ক্রমাগত ৫% সুদ দেবার পূর্বশর্ত হল ১৫%। যদি এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে, তাহলে, আগেকার অধ্যায়গুলিতে নির্দেশিত কারণগুলির দরুন, মুনাফার হার ১৫% থেকে কমে হবে, ধরুন, ১০%। কিন্তু প্রাইস পুরোপুরি ভুলে গিয়েছেন যে ৫% সুদের পূর্বশর্ত হচ্ছে ১৫% মুনাফা, এবং ধরে নিয়েছেন যে এটা চলতে থাকে মূলধনের সঞ্চয়নের সঙ্গে সঙ্গে। তার কিন্তু কিছুই করার নেই সঞ্চয়নের সত্যিকারের ব্যাপারে, বরং আছে কেবল টাকা ধার দেওয়া এবং চক্রবৃদ্ধি সুদে তা ফেরৎ পাওয়া। কেমন করে সেটা ঘটে তাতে তার কিছু এসে যায় না, কেননা এটা হচ্ছে মূলধনের সহজাত গুণ।

প্রাইসের মতানুসারে, হাতে পিটের আস্থা ছিল, জনগণকে ট্যাক্স করার চেয়ে উপস্থিত আর কোনো ভাল উপায় ছিল না, যাতে করে এই পরিমাণটা সংগ্রহ করার পরে সোজা সঞ্চয়ন" করা যায়, এবং এবং তারপরে চক্রবৃদ্ধি সুদের কুহেলিকার মাধ্যমে জাতীয় ধনটাকে উধাও করে দেওয়া যায়।

*[Maltnus] *An Essay on the Principle of Population* London *1798*, Pp. 25-26—Ed.

কমন্স সভার উক্ত প্রস্তাবের পায়ে পায়েই পিট একটি আইন পাশ করিয়ে নিলেন, যা নির্দেশ দিল £২,৫০,০০০ সঞ্চয়নের, "যে পর্যন্ত না, সময়োত্তীর্ণ ঋণপত্র সমূহ সহ এই তহবিল বাৎসরিক £৪০,০০,০০০-তে উপনীত হয়।" (Act 26, George-III, Chap 31**). ১৭৯২ সালে তাঁর বক্তৃতায়, যাতে পিট প্রস্তাব করেন যে, 'প্রতিপূরণ বিধি'-তে রক্ষিত পরিমাণটি বৃদ্ধি করা হোক, তিনি ইংল্যাণ্ডের বাণিজ্যিক প্রাধান্যের বিবিধ কারণ হিসাবে, উল্লেখ করেন মেশিন, ক্রেডিট ইত্যাদির কথা, কিন্তু "সর্বাপেক্ষা সুবিস্তৃত ও সুস্থিত কারণ হিসাবে, সঞ্চয়নের কথা।" তিনি বলেন, এই নীতিটি সম্পূর্ণভাবে বিকশিত হয়েছিল সেই প্রতিভাধর স্মিথ-এর রচনায় এবং এই সঞ্চয়ন, তিনি আরো বলেন, সংঘটিত হয়েছিল বাৎসরিক মুনাফার অন্তত: একটা অংশকে সরিয়ে রেখে আসলটিকে বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে, যেটি আবার একই ভাবে নিয়োগ করার হয় পরবর্তী বৎসরে, এবং যা এইভাবে দান করে একটি ক্রমাগত মুনাফা। এইভাবে ডঃ প্রাইসের সহায়তায় পিট স্মিথের সঞ্চয়নের তত্ত্বটিকে রূপান্তরিত করেন ঋণ সঞ্চয়নের মাধ্যমে একটি জাতির সমৃদ্ধিসাধনে এবং এইভাবে উপনীত হন অন্তহীন ধারের মনোরম ভ্রম-বর্ধনে—ধার শোধের জন্য ধার গ্রহণে।

আধুনিক ব্যাংকিং-এর জনক যোশিয়া চাইল্ড আগেই উল্লেখ করেছিলেন, ১০% চক্রবৃদ্ধি সুদে £১০০ সত্তর বৎসরে ১০% উৎপাদন করবে £১,০২,৪০০ (*Traite sur le commerce etc.* par J. Child, traduit, etc. Amsterdam et Berlin, 1754, P. 115. ১৬৬৯ সালে লিখিত)।

আধুনিক অর্থনীতিবিদেরা কেমন অবিবেচকের মত ডঃ প্রাইসের ধারণাকে প্রয়োগ করেন, তা দেখা যায় 'ইকনমিস্ট' থেকে এই অনুচ্ছেদটিতে: "সঞ্চিত মূলধনের প্রতিটি অংশের উপরে চক্রবৃদ্ধি সুদসহ, মূলধন এত সর্বব্যাপ্ত যে বিশ্বের সমস্ত ধন, যা থেকে আয় উদ্ভূত হয়, তা অনেক কাল আগেই পরিণত হয়েছে মূলধনের সুদে। ···সমস্ত খাজনাই এখন হচ্ছে জমিতে পূর্বে বিনিয়োজিত মূলধনের সুদ।" (*Economist*, July 19 1851) সুদ-দায়ী মূলধনের ভূমিকায়, মূলধন দাবি করে সমস্ত ধনের মালিকানা, যা কখনো উৎপাদিত হতে পারে, এবং যা কিছু তা এ পর্যন্ত পেয়েছে তা সবই হচ্ছে তার সর্বগ্রাসী ক্ষুধার একটি কিস্তি মাত্র। তার অন্তর্নিহিত নিয়মাবলীর বলে, সমস্ত উদ্বৃত্ত শ্রম যা মানবজাতি কখনো সম্পাদনকরতে সক্ষম, তা এর মালিকানাধীন। Moloch.

উপসংহারে, কল্পনাচারী মুলার-এর এই আবোল-তাবোল: "ডঃ প্রাইসের চক্রবৃদ্ধি সুদের, বা মানুষের আত্ম-বর্ধনকারী শক্তিসমূহের পূর্বশর্ত হল আগে থেকে

**বৎসরের প্রতি তিন মাসের শেষে কমিশনারদের হস্তে কিছু কিছু পরিমাণ অর্থ ন্যস্ত করার আইন, যা তাঁরা প্রয়োগ করবেন জাতীয় ঋণ হ্রাস করার উদ্দেশ্যে" (Anno 26; Georgii III, Regis, cap. 31).—Ed.

চলে আসা কয়েক শতাব্দী ধরে অবিভক্ত, বা অব্যাহত, অভিন্ন প্রয়োগ, যদি তাদের উৎপাদন করতে হয় এমন বিপুল ফল। যখনি মূলধন কয়েকটি স্বাধীনভাবে বিকাশমান অঙ্কুরে, তখনি শক্তি সঞ্চয়ের গোটা প্রক্রিয়াটি নোতুন করে শুরু হয়। তেজঃশক্তির ক্রম-বর্ধনের ব্যাপারটাকে প্রকৃতি ২০ থেকে ২৫ বছরের এক সময়কাল জুড়ে ছড়িয়ে দিয়েছে; এই তেজঃ-শক্তির একটা গড়-পড়তা ভাগই পড়ে প্রত্যেক শ্রমিকের ভাগ্যে (১)। এই সময়কাল পার হয়ে গেলে শ্রমিক তার কর্মজীবন ত্যাগ করে এবং শ্রমের চক্রবৃদ্ধি সুদে সঞ্চয়ীকৃত অবশ্যই স্থানান্তরিত নোতুন এক শ্রমিকে—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা ভাগ করে দেয় কয়েকজন শ্রমিক বা সন্তানের মধ্যে। এর উপরে কোনো চক্রবৃদ্ধি সুদ পাবার আগে, তাদের অবশ্যই প্রথমে শিখতে হবে তাদের মূলধনের অংশটিকে সক্রিয় করতে ও প্রয়োগ করতে। অধিকন্তু, এমনকি সবচেয়ে চঞ্চল জন-গোষ্ঠীগুলিতে পর্যন্ত সভ্য সমাজ যে বিপুল পরিমাণ মূলধন লাভ করে, তাও সঞ্চয়ীকৃত হয় ক্রমে ক্রমে অনেক বছর ধরে এবং নিয়োজিত হয় না শ্রমের অব্যবহিত সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে। পরিবর্তে, যত তাড়াতাড়ি একটি উপযুক্ত পরিমাণ মূলধন সংগৃহীত হয়, তা স্থানান্তরিত হয় আরেক ব্যক্তিতে, শ্রমিকে, ব্যাংকে বা রাষ্ট্রে—ধারের শিরোনামের নীচে। এবং তখন প্রাপক ঐ মূলধনকে বস্তুতঃই গতিশীল করে এবং তার উপরে চক্রবৃদ্ধি সুদ অর্জন করে, যাতে করে সে অনায়াসেই ধার-দাতাকে সরল সুদ দেবার অঙ্গীকার দানে সক্ষম হয়। সর্বশেষে, পরিভোগ, লোভ ও অপচয়ের নিয়মটি ঐ বিপুল অগ্রগতির পক্ষে বিরোধিতা করে, যে অগ্রগতির ফলে মানুষের শক্তি ও উৎপন্ন বহুগুণিত হয়—যদি উৎপাদন বা মিতব্যয়ের নিয়মটি একাই কার্যকর থাকে।" (A. Muller, *Elemente der Staatskunst* III PP. 147-149.)

এত অল্প কথায় এর চেয়ে বেশি রোমহর্ষক একটা আজগুবি ব্যাপার বানিয়ে তোলা অসম্ভব। শ্রমিক এবং ধনিকের মধ্যে, শ্রম-শক্তির মূল্য এবং মূলধনের সুদের মধ্যে, হাস্যকর বিভ্রান্তি ছাড়াও চক্রবৃদ্ধি সুদ আদায় করাকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এই ঘটনার সাহায্যে যে, মূলধন ধার দেওয়া চক্রবৃদ্ধি সুদ সংগ্রহ করার জন্য। আমাদের মুলার যে পদ্ধতিটি প্রয়োগ করেছেন, সেটি তাঁর জীবনের সর্বক্ষেত্রে কল্পনাচারিতার সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্যসূচক। এটা তৈরি হয়েছে বাস্তবের সঙ্গে নিছক ভাসা-ভাসা সাদৃশ্য থেকে আলতো ভাবে তুলে নেওয়া চালু সংস্কারগুলি দিয়ে। এই ভুল ও ঠুনকো জিনিসটাকেই এখন কুহেলিকাময় প্রকাশ ভঙ্গির মাধ্যমে "সমুন্নীত" এবং মহিমান্বিত করতে হবে।

সঞ্চয়নের প্রক্রিয়াটিকে ধারণা করা যায় চক্রবৃদ্ধি সুদের সঞ্চয়ন হিসাবে এই অর্থে যে, মুনাফার (উদ্বৃত্ত মূল্যের) যে অংশটিকে পুনঃরূপান্তরিত করা হয় মূলধনে অর্থাৎ যে অংশটি কাজ করে আরো উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মীকৃত করতে, তাকে বলা যায় সুদ। কিন্তু:

(১) সমস্ত ঘটনাক্রমিক প্রতিবন্ধক ছাড়া, উপস্থিত মূলধনের একটা বড় অংশ

সব সময়েই পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ায় অল্পাধিক পরিমাণে অবচিত হয়। কেননা পণ্য-সমূহের মূল্য নির্ধারিত হয় না তাদের উৎপাদনের সূচনায় ব্যয়িত শ্রম-সময়ের দ্বারা, নির্ধারিত হয় তাদের পুনরুৎপাদনে ব্যয়িত শ্রমের দ্বারা, এবং সেটা ক্রমাগত হ্রাস পায় শ্রমের সামাজিক উৎপাদন শীলতার বিকাশ লাভের ফলে। সামাজিক উৎপাদন শীলতার উচ্চতর স্তরে, সমস্ত উপস্থিত মূলধন, এই কারনে, প্রতিভাত হয় একটি আপেক্ষিক ভাবে হ্রস্ব পুনরুৎপাদন-কালের ফল হিসাবে নয়।[১]

২) এই বইয়ের তৃতীয় বিভাগে সেটা দেখানো হয়েছে, মুনাফার হার হ্রাস পায় মূলধনের বর্ধিষ্ণু সঞ্চয়ন এবং তদনুযায়ী সামাজিক শ্রমের বর্ধিষ্ণু উৎপাদন শীলতার অনুপাতে, যা প্রকাশিত হয়, মূলধনের স্থির অংশটির সঙ্গে তুলনায়, ঠিক এই অস্থির অংশটির আপেক্ষিক ও ক্রম-বর্ধিত হারে হ্রাস প্রাপ্তিতে। একজন শ্রমিকের দ্বারা গতি-বিমুক্ত স্থির মূলধন দশ গুণ বৃদ্ধি পাবার পরে যদি একই হারে মুনাফা পেতে হয়, তা হলে উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়কেও বৃদ্ধি পেতে হবে দশ গুণ, এবং অচিরেই গোটা শ্রম-সময়টা, এবং সব শেষে, দিনের সমস্ত ২৪ ঘণ্টাও যথেষ্ট হবে না এমনকি যদি সমগ্র ভাবেও আত্মীকৃত হয় মূলধনের দ্বারা। যাই হোক, প্রাইসের ক্রম-বর্ধিত হারে অগ্রগতির, ভিত্তি, এবং সাধারণ ভাবে "চক্রবৃদ্ধি সুদ সহ সর্বব্যাপ্ত মূলধনের"[২] ভিত্তিও, হচ্ছে এই ধারণাটি যে মুনাফার হারে সংকোচন ঘটেনা।

উদ্বৃত্ত মূল্য এবং উদ্বৃত্ত শ্রমের অভিন্নতা মূলধনের সঞ্চয়নের উপরে আরোপ করে একটি গুণগত মাত্রা। এই মাত্রাটি হচ্ছে **একটি গোটা কাজের দিন,** এবং উৎপাদিকা শক্তিসমূহের এবং জন সংখ্যার উপস্থিত পরিস্থিতি, যা সীমিত করে দেয় একই সঙ্গে শোষণযোগ্য কাজের দিনের সংখ্যা। কিন্তু কেউ যদি উদ্বৃত্ত মূল্যকে ধারণা করেন অর্থহীন সুদের রূপে, তা হলে মাত্রাটি হয় কেবল পরিমাণ গত এবং ছাড়িয়ে যায় সমস্ত কল্পনা।

---

১. দ্রষ্টব্য : মিল এবং ক্যারি, এবং এ ব্যাপারে, রশ্চার এর ভ্রান্ত মন্তব্য [মার্কস এই বইগুলি নির্দেশ করেন : J. St. Mill, *Principles of Political Economy*, Second edition, Vol. I, London 1849, pp 91-92, H. Ch. Carey, *Principles of Social Science*, Vol III, Philadelphia 1859, pp. 71-73. W. Roscher *Die Grundlagen der Nationalokonomie*, 3 Auftage, Stuttgart und Augsburg, 1858, pp 45—Ed.]

২. "এটা স্পষ্ট যে, কোনো শ্রম, কোনো উৎপাদনশীল শক্তি, কোনো উদ্ভাবনীদক্ষতা, কোনো কৌশল, পারে না চক্রবৃদ্ধি সুদের দাবি মেটাতে। কিন্তু সমস্ত সঞ্চয় সম্পাদিত হয় ধনিকের আয় থেকে, যার দরুন এই দাবিগুলি নিরন্তর ভাবে করা হয় এবং যেমন নিরন্তর ভাবে শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি সেগুলিকে পূরণ করতে অস্বীকার করে। সুতরাং এক ধরনের ভারসাম্য নিরন্তরই রক্ষা করা হয়।" (*Labour Defended Against the Claims of Capital* p. 23.—By Hodgskin.)

এখন একটি বিগ্রহ হিসাবে মূলধনের ধারণাটি তার তুঙ্গে উপনীত হয় সুদ-দায়ী মূলধনে, যা এমন একটি ধারণা যে তা শ্রমের সঞ্চয়ীকৃত শ্রমের উৎপন্নে, এবং সেটাও অর্থের নির্দিষ্ট রূপে, আরোপ করে, স্বয়ংক্রিয় সত্তা হিসাবে জ্যামিতিক হারে উদ্বৃত্ত মূল্য সৃজনের, অন্তর্লীন গুপ্ত ক্ষমতা, যার দরুন শ্রমের সঞ্চয়ীকৃত উৎপন্ন, ইকনমিস্ট যেমন ভাবেন, দীর্ঘকাল আগেই পৃথিবীর সমস্ত ধনকে সর্ব কালের জন্য বাট্টা ('ডিসকাউন্ট') হিসাবে পেয়ে গিয়েছে তার নিজস্ব বলে, এবং ন্যায়তই তার প্রাপ্য বলে। অতীত শ্রমের ফল, অতীত শ্রম স্বয়ং এখানে বর্তমান বা ভবিষ্যৎ জীবন্ত উদ্বৃত্ত মূল্যের, একটি অংশ নিয়ে নিজেই গর্ভবতী। আমরা অবশ্য জানি যে বাস্তবে অতীত শ্রমের উৎপন্ন সমূহের মূল্যের সংরক্ষণ, এবং তদবধি পুনরুৎপাদনও, হচ্ছে কেবল তাদের জীবন্ত শ্রমের সঙ্গে সংস্পর্শের ফল; এবং দ্বিতীয়তঃ, জীবন্ত উদ্বৃত্ত শ্রমের উপরে অতীত শ্রমের আধিপত্য তত কালই স্থায়ী হয়, যত কাল মূলধনের সম্পর্কসমূহ, যাদের ভিত্তি হল সেই বিশেষ সামাজিক সম্পর্কগুলি, যেগুলির মধ্যে অতীত শ্রম স্বাধীন ও সর্ব নিয়ামক ভাবে আধিপত্য করে জীবন্ত শ্রমের উপরে, বিদ্যমান থাকে।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

ক্রেডিট এবং কাল্পনিক মূলধন

ক্রেডিট-ব্যবস্থার এবং নিজের ব্যবহারের জন্য যে কর্মোপায়সমূহকে তা সৃষ্টি করে (ক্রেডিট অর্থ,) সেগুলির পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণ আমাদের পরিকল্পনার বাইরে। আমরা এখানে কেবল কয়েকটি বিশেষ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই, যেগুলি আবশ্যক হয় সাধারণ ভাবে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির চরিত্র নির্ণয়ের জন্য। আমরা আলোচনা করব কেবল বাণিজ্যিক ও ব্যাংক ক্রেডিট নিয়ে। এই ধরনের ক্রেডিট এবং পাবলিক ক্রেডিটের মধ্যে সংযোগ এখানে বিবেচনা করা হবে না।

আগে দেখিয়েছি (Buch I, Kap. III, 3, b*) প্রদানের উপায় হিসাবে কেমন করে অর্থের ভূমিকা এবং তার সঙ্গে পণ্যের উৎপাদনকারী ও কারবারীর মধ্যে ধার দাতা ও ধার-গ্রহীতার একটা সম্পর্ক বিকাশ লাভ করে। বাণিজ্য এবং উৎপাদন পদ্ধতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যা উৎপাদন করে সম্পূর্ণ ভাবে সঞ্চলনের দিকে দৃষ্টি রেখে, ক্রেডিট ব্যবস্থার এই স্বাভাবিক ভিত্তিটি সম্প্রসারিত, সাধারণীকৃত ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। অর্থ এখানে কাজ করে, মোটামুটি ভাবে প্রদানের উপায় হিসাবে; তার মানে পণ্যসমূহ অর্থের বিনিময়ে বিক্রি হয় না, বিক্রি হয় একটি নির্দিষ্ট তারিখে সেগুলির দাম দেওয়া হবে—এমন একটি লিখিত প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে। সংক্ষেপে বললে, এই সমস্ত প্রতিশ্রুতিকে আমরা রাখতে পারি হুণ্ডি ('বিল অব এক্সচেঞ্জ) —এই সাধারণ শিরোনামের অধীনে। এই হুণ্ডিগুলি আবার সঞ্চলন করে প্রদানের উপায় হিসাবে যে পর্যন্ত না সেগুলি পরিশোধের তারিখটি এসে পড়ে; এবং সেগুলি থাকে সত্যিকারের বাণিজ্যিক অর্থ। যেহেতু সেগুলি শেষ পর্যন্ত পরস্পরকে নিরপেক্ষ করে দেয় দাবি এবং ঋণের ভারসাম্যের মাধ্যমে, সেই হেতু সেগুলি কাজ করে সম্পূর্ণ ভাবে অর্থ হিসাবে, যদিও ঘটনা ক্রমে কোনো রূপান্তর ঘটে না সত্যিকারের অর্থ-রূপে। ঠিক যেমন উৎপাদনকারী এবং সওদাগরদের এই পারস্পরিক অগ্রিমসমূহ গড়ে তোলে ক্রেডিটের আসল বুনিয়াদ, ঠিক তেমনি তাদের সঞ্চলনের কর্মোপায়টি, হুণ্ডি, গড়ে তোলে নিয়মিত ক্রেডিট অর্থের, ব্যাংক নোট ইত্যাদির, ভিত্তি। সেগুলি নির্ভর করে না অর্থের সঞ্চলনের উপরে, তা ধাতব বা সরকার কর্তৃক প্রকাশিত কাগুজে অর্থ হলেও, বরং নির্ভর করে হুণ্ডির উপরে।

ডবল্যু লিথ্যাম (ইয়র্কশায়ারের ব্যাংকার) তাঁর *etters on the Currency'*

*ইংরেজী সংস্করণ তৃতীয় অধ্যায় ৩ খ, তথা বাংলা সংস্করণ প্রথম খণ্ড তৃতীয় অধ্যায় তৃতীয় পরিচ্ছেদ খ, পৃ ১১৩

(দ্বিতীয় সংস্করণ, লণ্ডন, ১৮৪০) তে লেখেন, "তা হলে আমি দেখি ১৮৩৯-এর গোটা বছরে পরিমাণটি……দাঁড়ায় £ ৫২,৮৪,৯৩,৮৪২" (তিনি ধরে নিয়েছিলেন, বিদেশী হুণ্ডি হচ্ছে মোট পরিমাণের এক পঞ্চমাংশ) "এবং ঐ বছরে এক সঙ্গে বাজারে ছাড়া হুণ্ডির পরিমাণ দাঁড়ায় £ ১৩,২১,২৩,৪৬০" (পৃ: ৫৬)। হুণ্ডিগুলি "গোটা পরিমাণটির একটি অংশকে করে তোলে বাকি সব অংশের মোটের চেয়ে বৃহত্তর" (পৃ: ৩)। "হুণ্ডির এই বিশাল উপরি-কাঠামোটি অবস্থান করে (!) ব্যাংক নোট এবং সোনা দিয়ে গঠিত ভিত্তির উপরে-এবং যখন ঘটনা ক্রমে এই ভিত্তিটি হয়ে পড়ে অতিরিক্ত সংকীর্ণ, এর দৃঢ়তা, এমনকি অস্তিত্ব পর্যন্ত বিপন্ন হয় (পৃ: ৮)।" "যদি আমি হিসাব করি গোটা অর্থের পরিমাণ (তিনি বোঝাতে চান ব্যাংকে নোটের পরিমাণ) "এবং ব্যাংক ও দেশীয় ব্যাংকারদের পরিশোধনীয় দানের পরিমাণ, আমি দেখি যে আইন অনুযায়ী ১৫৩ মিলিয়নকে সোনায় রূপান্তরিত করা যায়……আর এই চাহিদা মেটাবার জন্য আছে" কেবল ১৪ মিলিয়ন (পৃ: ১১)। হুণ্ডিগুলিকে…কোনো নিয়ন্ত্রণের অধীনে আনা হয় না —কেবল অর্থের প্রাচুর্য, অতিরিক্ত ও নিম্ন সুদ বা ডিসকাউণ্টের হার, যা সেগুলির অংশ বিশেষ সৃষ্টি করে এবং বিপুল ও বিপজ্জনক সম্প্রসারণে উৎসাহ যোগায়, তা নিবারণ করা ছাড়া। এটা স্থির করা অসম্ভব যে কোন্ অংশটির উদ্ভব ঘটে প্রকৃত ক্রয়-বিক্রয়ের মত যথার্থ বৈধ লেন দেন থেকে, আর কোন্ অংশটি কাল্পনিক, নিছক কাগুজে ব্যাপার, অর্থাৎ যেখানে একটি চালু হুণ্ডিকে নেবার জন্য আরেকটি হুণ্ডি তৈরি করা হয়, যাতে করে সেই পরিমাণ অর্থ সৃষ্টি করে একটি কাল্পনিক মূলধন গড়ে তোলা যায়। আমি জানি, প্রাচুর্য ও সুলভ অর্থের মরশুমে এটা দাঁড়ায় এক বিরাট পরিমাণে" (পৃ: ৪৩-৪৪)। জে. ডবলু. বসানকোয়েট। *Metallic, Paper and Credit Currency*, London, 1842.) £ ৩০,০০,০০০-র উর্ধ্বে প্রদেয় অঙ্কগুলির একটি গড় পরিমাণ মীমাংসা করা হয় ক্লিয়ারিং হাউস-এর মাধ্যমে (যেখানে লণ্ডনের ব্যাংকাররা পাওনা বিল এবং পেশ করা চেকগুলিকে বিনিময় করে) বছরে প্রত্যেকটি কাজের দিন, এবং প্রতি দিন এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় £ ২,০০,০০০-এর কিছু বেশি" (পৃ: ৮৬)। [১৮৮৯ সালে, ক্লিয়ারিং হাউসের মোট প্রতিবর্তনের পরিমাণ ছিল £ ৭,৬১৮¾ মিলিয়ন, যা কম বেশি ৩০০ কাজের দিনে, প্রত্যহ গড়ে দাঁড়ায় £ ২৫½ মিলিয়ন।—এঙ্গেলস] "হুণ্ডি নিঃসন্দেহে কাজ করে কারেন্সি হিসাবে—অর্থ থেকে নিরপেক্ষ ভাবে," যেহেতু তা সম্মতি-স্বাক্ষরের ('এনডোর্সমেণ্ট' এর) মাধ্যমে সম্পত্তি হস্তান্তর করে (পৃ: ৯২)। ধরে নেওয়া যায় যে, "গড়ে প্রতিটি সঞ্চলনশীল হুণ্ডি পিছু দুটি করে সম্মতি স্বাক্ষর থাকে এবং…প্রত্যেকটি হুণ্ডি পরিশোধ তা রিখের আগে দুটি করে পেমেন্ট সম্পন্ন করে। এটা ধরে নিলে, দেখা যাবে ১৮৩৯ সালে একমাত্র সম্মতি স্বাক্ষরের বলেই, হুণ্ডির মাধ্যমে, হস্তান্তরিত হয়েছে পাঁচশ আঠাশ

মিলিয়ন-এর দ্বিগুণ মূল্যের, অর্থাৎ £ ১০৫,৬০,০০০,০০-এর সম্পত্তি—দৈনিক £ ৩০,০০,০০০। সুতরাং আমরা নিরাপদে এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, আমানত এবং হুণ্ডি একত্রে মিলে, অর্থের সাহায্য ছাই হাত থেকে হাতে সম্পত্তি স্থানান্তরিত করে, দৈনিক কম পক্ষে £ ১,৮০,০০,০০০ এর' (পৃঃ ৯৩)।

সাধারণ ভাবে ক্রেডিট সম্বন্ধে টুকে বলেন : "সব চেয়ে সরল ভাবে বললে, ক্রেডিট হচ্ছে আস্থা, যার ভিত্তি দৃঢ় হোক বা শিথিল হোক, যা এক ব্যক্তিকে প্রণোদিত করে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মূলধন অর্থের আকারে, কিংবা অর্থের হিসাবে উভয় সম্মত মূল্যে দ্রব্যের আকারে, অন্য এক ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত করা—প্রতি ক্ষেত্রেই একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের শেষে পরিশোধের শর্তে। যে ক্ষেত্রে মূলধনটা ধার দেওয়া হয় অর্থের আকারে—ব্যাংক নোটেই হোক বা নগদ টাকাতেই হোক, কিংবা একজন সহযোগীর উপরে নির্দেশের মাধ্যমেই হোক—এই মূলধনের ব্যবহারের জন্য পরিশোধ্য পরিমাণের সঙ্গে, প্রতি £ ১০০-র উপরে করা হয় একটি সংযোজন। দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে অর্থের অঙ্কে যার মূল্য ধার্য হওয়ায়, ধারটা পরিণত হয় একটি বিক্রয়ে, চুক্তি অনুযায়ী পরিশোধ্য পরিমাণটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়, নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ না হওয়া অবধি, মূলধনের ব্যবহার এবং সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি বহনের জন্য, একটি প্রতিপূরণ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সব ক্রেডিটের সঙ্গে, থাকে নির্দিষ্ট তারিখে পরিশোধের লিখিত শর্তাবলী, এবং এই শর্তাবলী বা প্রতিজ্ঞাপত্রগুলি নির্দিষ্ট তারিখের পরে হস্তান্তর যোগ্য হওয়ায় পরিণত হয় এমন উপায়ে যার দ্বারা ধার-দাতারা তাদের নিজেদের নামের সঙ্গে বিল স্বাক্ষরকারীদের নাম যুক্ত হবার ফলে ক্রেডিটের ক্ষেত্রে আরো পসার বৃদ্ধি পাওয়ায়—সক্ষম হয় নিম্নতর শর্তে ধার বা ক্রয় করতে—যদি তাদের সুযোগ ঘটে, বিল পরিশোধের মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার আগে, অর্থ বা দ্রব্যের আকারে তাদের মূলধন ব্যবহার করার। *(Inquiry into the Currency Principle* p. 87.)

Ch. Coquelin, *Du Credit et des Banques dans l'Industrie, Revue des Deux Mondes,* 1842, Tome ৩১ : "প্রত্যেক দেশেই ক্রেডিট লেনদেনের বেশির ভাগ সংঘটিত হয় শিল্প-সম্পর্কসমূহের বৃত্তের মধ্যে। কাঁচামাল উৎপাদনকারী তা অগ্রিমদেয় প্রস্তুতি কার্যে রত ম্যানুফ্যাকচারকারীকে এবং শেষোক্তের কাছ থেকে পায় একটি নির্দিষ্ট দিনে তা পরিশোধ করার প্রতিশ্রুতি। ম্যানুফ্যাকচারকারী তার কাজের ভাগ সম্পূর্ণ করার পরে, আবার অনুরূপ শর্তে তা অগ্রিম দেয় আরেক জন ম্যানুফ্যাকচারকারীকে, যাকে সম্পন্ন করতে হয় আরো প্রস্তুতির কাজ, এবং এই ভাবে ক্রেডিট ক্রমেই আরো বিস্তার লাভ করে, এক জন থেকে আরেক জনে, একেবারে পরিভোক্তা অবধি। পাইকারি ব্যাপারি খুচরো ব্যাপারিকে মাল দেয় ক্রেডিটে, যখন নিজে ক্রেডিট পায় ম্যানুফ্যাকচারকারী বা কমিশন এজেন্টের কাছ থেকে। সকলেই এক হাতে ধার করে, অন্য হাতে ধার

দেয়—কখনো কখনো অর্থ, হবে বেশির ভাগ সময়েই দ্রব্য। এই ভাবে, বহুবিধ অগ্রিমের একটি অবিরাম বিনিময়, যেগুলি একে অপরে যুক্ত হয় এবং ছেদ করে সব দিকে, সংঘটিত হয় শিল্প সম্পর্কের ক্ষেত্রে। ক্রেডিটের অগ্রগতির মানে হচ্ছে এই পারস্পরিক অগ্রিমের বিকাশ ও বৃদ্ধি, আর তার মধ্যেই অবস্থান করে তার আসল ক্ষমতার আসন।"

ক্রেডিট-ব্যবস্থার অন্য দিকটি যুক্ত আছে অর্থ-কারবারের বিকাশের সঙ্গে, যা অবশ্য ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় পা মিলিয়ে চলে পণ্য কারবারের বিকাশের সঙ্গে। আগের ভাগে (একবিংশ অধ্যায়ে) আমরা দেখেছি কি ভাবে ব্যবসায়ীদের সংরক্ষিত তহবিলের ভার অর্থ গ্রহণ ও বণ্টনের, আন্তর্জাতিক আর্থিক লেনদেনের, এবং অতএব ধাতু-পিণ্ড বাণিজ্যের, কৃৎকৌশলগত ক্রিয়াকাণ্ডগুলি সংকেন্দ্রীভূত হয় অর্থ-কারবারীদের হাতে। ক্রেডিট ব্যবস্থার অন্য দিকটি—সুদ-দায়ী মূলধনের বা অর্থ-মূলধনের ব্যবস্থাপনা বিকাশ লাভ করে এই অর্থ-কারবারের পাশাপাশি—অর্থ-কারবারীদের একটি বিশেষ কাজ হিসাবে। ধার করা এবং ধার দেওয়া হয়ে ওঠে তাদের বিশেষ কাজ। অর্থ-মূলধনের প্রকৃত ধার-দাতা এবং গ্রহীতার মধ্যে তারা হয় মধ্যস্থ। সাধারণ ভাবে বলা যায় ব্যাংক-ব্যবসায়ের এই দিকটি নিবদ্ধ থাকে ব্যাংক-ব্যবসায়ীদের হাতে বিরাট বিরাট পরিমাণে ধারযোগ্য মূলধনের সংকেন্দ্রীকরণে, যাতে করে, ব্যক্তিগত অর্থ-ধারদাতার পরিবর্তে, ব্যাংক-ব্যবসায়ীরা মুখোমুখি হয় সমস্ত ধার-দাতাদের প্রতিনিধি-বৃন্দ হিসাবে শিল্প-ধনিকদের এবং বাণিজ্য ধনিকদের সঙ্গে। তারা হয়ে ওঠে অর্থ-মূলধনের সাধারণ ব্যবস্থাপক ('জেনারেল ম্যানেজার')। অন্যদিকে গোটা বাণিজ্য-জগতের জন্য ধার করে তারা সংকেন্দ্রীভূত করে সমস্ত ধার গ্রহীতাকে ধার-দাতাদের প্রতিপ্রেক্ষিতে। ব্যাংক প্রতিনিধিত্ব করে, একদিকে, অর্থ-মূলধনের ধার-দাতাদের কেন্দ্রীভবনের, অন্যদিকে, তার ধার-গ্রহীতাদের কেন্দ্রীভবনের। এর মুনাফা আসে সাধারণতঃ যে সুদের হারে এ অর্থ ধার দেয়, তার চেয়ে কম হারে তা ধার নেওয়া থেকে।

ব্যাংকগুলির হাতে যে ধার-যোগ্য মূলধন থাকে, তা নানা ভাবে তাদের কাছে বয়ে আসে। প্রথমতঃ, শিল্প-ধনিকদের খাজাঞ্চি হবার জন্য, তাদের হাতে এসে সংকেন্দ্রীভূত হয় সেই সমস্ত অর্থ-মূলধন যা প্রত্যেক উৎপাদনকারী ও বণিককে অবশ্যই রাখতে হয় সংরক্ষিত তহবিল হিসাবে, কিংবা যা তারা পায় পেমেণ্ট হিসাবে। এই তহবিল এইভাবে রূপান্তরিত হয় অর্থ-মূলধনে। এই ভাবে বাণিজ্য-জগতের সংরক্ষিত তহবিল, যেহেতু তা সংকেন্দ্রীভূত হয় একটি অভিন্ন কোষাগারে, পর্যবসিত হয় তার যথাবশ্যক ন্যূনতম পরিমাণে, এবং এই অর্থ-মূলধনের একটি অংশ, যা অন্যথা ঘুমিয়ে থাকতে বাধ্য হ'ত কোনো এক সংরক্ষিত তহবিলে, তা ধার দেওয়া হয় এবং কাজ করে সুদ-দায়ী মূলধন হিসাবে। দ্বিতীয়তঃ, ব্যাংকগুলির ধারযোগ্য মূলধন গঠিত

হয় অর্থ-ধনিকদের আমানতের দ্বারা। যারা তাদের উপরে আস্থাভরে ন্যস্ত করে তা ধারে খাটাবার কাজে। অধিকন্তু, ব্যাংক-ব্যবস্থার অগ্রগতির সঙ্গে, বিশেষ করে যখন থেকে ব্যাংকগুলি আমানতের উপরে সুদ দিতে শুরু করল, সমস্ত শ্রেণীর সঞ্চিত অর্থ এবং সাময়িক ভাবে অলস-থাকা অর্থ তাদের কাছে জমা পড়তে থাকল। ছোট ছোট পরিমাণ, যেগুলি একক ভাবে অর্থ-মূলধন হিসাবে কাজ করতে অপারগ, সেগুলি পরস্পরের মধ্যে মিলে গিয়ে পরিণত হল বিরাট বিরাট সমষ্টিতে এবং এই ভাবে গড়ে তুলল একটি অর্থ-শক্তি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিমাণগুলির এই সমাবেশ-সাধনকে অবশ্যই পৃথক করতে হবে ব্যাংক-ব্যবস্থার একটি বিশেষ কার্য হিসাবে প্রকৃত অর্থ-ধনিকবৃন্দ এবং ধার-গ্রাহকবৃন্দের মধ্যে তার মধ্যস্থকারীর কার্য থেকে। সর্বশেষ বিশ্লেষণে, যে আয়-গুলি সচরাচর কিন্তু ক্রমে ক্রমে পরিভোগ করা হয়, সেগুলিও জমা রাখা হয় ব্যাংকে।

ধার দেওয়া হয় (এখানে আমরা বলছি কেবল বাণিজ্যিক-ক্রেডিটের কথা) বিল অব-এক্সচেঞ্জ ভাঙিয়ে দিয়ে—পরিশোধ্য হবার আগেই বিল-অব-এক্সচেঞ্জগুলিকে অর্থে রূপান্তরিত করে দিয়ে—এবং নানান ধরনের অগ্রিম দিয়ে: ব্যক্তিগত ক্রেডিটের ভিত্তিতে সরাসরি আগাম, জামানতের—যেমন সুদ-দায়ী কাগজ, সরকারি কাগজ, সব রকমের স্টক এবং বিশেষ করে জাহাজে মাল বোঝাইয়ের বিল, ডক-এর প্রমাণপত্র এবং পণ্য, ওভারড্র্যাফট ইত্যাদির আইনসিদ্ধ স্বত্বপত্রের বিনিময়ে ধার।

ব্যাংকার যে ক্রেডিট দেয়, তা বিবিধ রূপ ধারণ করতে পারে, যেমন অন্যান্য ব্যাংকের উপরে বিল-অব-এক্সচেঞ্জ, তাদের উপরে চেক, একই রকমের ক্রেডিট-অ্যাকাউন্ট, এবং সর্বশেষে, ব্যাংকটির যদি নোট ছাড়বার কর্তৃত্ব থাকে—তা হলে স্বয়ং ব্যাংকটিরই ব্যাংক-নোট এক ব্যাংকারের উপরে 'ড্র্যাফট' ছাড়া আর কিছু নয়, যা ব্যক্তিগত 'ড্র্যাফটের বদলে ব্যাংক 'ইস্যু' করে এবং যা যে-কোন সময়ে উক্ত ড্র্যাফটের বাহককে পরিশোধনীয়। এই শেষ ধরনের ক্রেডিট সাধারণ লোকের কাছে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও কৌতূহলকর বলে প্রতিভাত হয়, কেননা এই ধরনের ক্রেডিট-অর্থ নিছক বাণিজ্যিক সঞ্চলনের গণ্ডী ভেঙে বেরিয়ে আসে সাধারণ সঞ্চলনের মধ্যে, এবং সেখানে কাজ করে অর্থ হিসাবে; এবং কেননা অধিকাংশ দেশে নোট-ইস্যু-করা প্রধান প্রধান ব্যাংকগুলি, রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত ব্যাংকের এক অদ্ভুত মিশ্রণ হওয়ায়, প্রকৃত পক্ষে পায় রাষ্ট্রীয় ক্রেডিটের পোষকতা, এবং তাদের নোটগুলি কম-বেশি বিধিসিদ্ধ বিনিময়-মাধ্যম; কেননা এখানে এটা পরিষ্কার যে ব্যাংকার কারবার করে খোদ ক্রেডিট নিয়ে—ব্যাংক-নোট হচ্ছে ক্রেডিটের একটি সঞ্চলনশীল অভিজ্ঞান মাত্র। কিন্তু ব্যাংকারকেও অন্যান্য ধরনের ক্রেডিট নিয়ে কাজ-কারবার করতে হয়, এমনকি যখন সে তার কাছে জমা রাখা অর্থ অগ্রিম দেয়, তখনো। বস্তুতঃপক্ষে, ব্যাংক-নোট প্রতিনিধিত্ব করে কেবল পাইকারি বাণিজ্যের মুদ্রাকে, এবং যা ব্যাংকের কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব বহন করে, তা সর্বদাই হল আমানত। এর সর্বোত্তম প্রমাণ যোগায় বৃটিশ ব্যাংকগুলি।

বিশেষ বিশেষ ধরনের ব্যাংকের মত, বিশেষ বিশেষ ধরনের ক্রেডিট-প্রতিষ্ঠান নিয়ে আরো আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য সাধনে আবশ্যক হবে না।

"ব্যাংকারদের ব্যবসাকে…দুটি শাখায় ভাগ করা যায়। …ব্যবসার একটি শাখা হ'ল তাদের কাছ থেকে মূলধন সংগ্রহ করা যাদের তখনি তার জন্য কোনো নিয়োগের সংস্থান নেই, এবং সেটা তাদের মধ্যে বণ্টন বা স্থানান্তরিত করা, যাদের তা আছে। অন্য শাখাটা হচ্ছে তাদের মক্কেলদের আয় আমানত হিসাবে গ্রহণ করা এবং যে পরিমাণটা তাদের পরিভোগের প্রয়োজনে ব্যয় করা চাই, সেটা দিয়ে দেওয়া…।" আগেরটি মূলধনের সঞ্চলন, পরেরটি অর্থের। একটার "সম্পর্ক এক দিকে মূলধনের সংকেন্দ্রীকরা এবং অন্য দিকে তার বণ্টনের সঙ্গে, অন্যটা নিযুক্ত হয় সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের স্থানীয় উদ্দেশ্য-সাধনে সঞ্চলন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য।" Tooke, *Inquiry into the Curency Principle*, pp. 36 37. এই অনুচ্ছেদটিতে আমরা ফিরে আসব অষ্টবিংশ অধ্যায়ে।

'কমিটি গুলির প্রতিবেদন সমূহ, অষ্টম খণ্ড, 'বাণিজ্যিক দুর্দশা', দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম অংশ, ১৮৪৭-৪৮, 'সাক্ষ্য-বিবরণী',। অতঃপর 'বাণিজ্যিক দুর্দশা', ১৮৪৭-৪৮ বলে উল্লিখিত। চল্লিশের দশকে, লণ্ডনে বিল-অব-এক্সচেঞ্জ ভাঙাতে গেলে, একটি ব্যাংকের উপরে আরেকটি ব্যাংকের ২১ দিনের ড্র্যাফট প্রায়ই গ্রহণ করা হ'ত ব্যাংক নোটের পরিবর্তে। গ্রামীণ ব্যাংকার জে. পিজ-এর সাক্ষ্য, নং ; ৪৬৩৬ এবং ৪৬৪৫। একই প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, যখনি অর্থ হ'ত দুষ্প্রাপ্য, তখনি ব্যাংকারদের অভ্যাস ছিল তাদের মক্কেলদের নিয়মিত এই ধরনের বিল-অব-এক্সচেঞ্জের সাহায্যে পেমেণ্ট দেওয়া। যদি প্রাপক ব্যাংক-নোট চাইত, তা হলে এই তাকে বিল আবার ভাঙাতে হত। ব্যাংকগুলির পক্ষে এর মানে দাঁড়াত অর্থ মুদ্রণের প্রাধিকার।

মেসার্স জোনস, লয়েড অ্যাণ্ড কোম্পানি এই ধরনের পেমেণ্ট ক'রে আসছিল "স্মরণাতীত কলে থেকে"—যখনি অর্থ হয় দুর্লভ এবং সুদের হার বেড়ে হত ৫%-এর উপরে। এই ধরনের বিল পেয়ে মক্কেল খুশি হত, কেননা জোন্‌স, লয়েড অ্যাণ্ড কোম্পানির বিল ভাঙানো তার নিজের বিল ভাঙানোর চেয়েও সহজ ছিল ; তা ছাড়া, সেগুলি প্রায়ই যেত বিশ থেকে ত্রিশ হাতের মধ্য দিয়ে। (ঐ, নং ৯০১ থেকে ৯০৪, ৯০৫, ৯৯২)।

এই সব ধরনের ফলে পেমেণ্টের দাবি হস্তান্তর যোগ্য হয়।—"এমন ছাঁচ বিরল, যে-ছাঁচে ক্রেডিটকে ঢালা যায়, যে ছাঁচে তাকে মাঝে মাঝে অর্থের কাজ করতে লাগানো হবে না ; আর সেই ছাঁচটি ব্যাংক-নোটই হোক, বিল-অব-এক্সচেঞ্জই হোক, বা ব্যাংকারের চেকই হোক, প্রত্যেকটি অত্যাবশ্যক বিষয়ে প্রক্রিয়াটি একই এবং ফলটিও একই।" (ফুলারটন, *On the Regulation of Currencies*, দ্বিতীয় সং, লণ্ডন, ১৮৪৫, পৃ: ৩৮)।', "ব্যাংক-নোটগুলি হ'ল ক্রেডিটের খুচরো ভাঙানি" (পৃ: ৫১)।

নিচের অংশটি জে ডবল্যু গিলবার্ট,-এর *The History and Principles of Banking*; লণ্ডন, ১৮৫৪, থেকে : "একটি ব্যাংকের কারবারি মূলধনকে দুটি অংশে ভাগ করা যায় : বিনিয়োজিত মূলধন এবং ধার-করা ব্যাংকিং মূলধন" (পৃঃ ১১৭) ব্যাংকিং বা ধার-করা মূলধন গড়ার তিনটি উপায় আছে প্রথমতঃ আমানত গ্রহণ করে ; দ্বিতীয়তঃ, নোট ইস্যু করে, তৃতীয়তঃ, বিল মারফৎ অর্থ সংগ্রহ করা। যদি কোনো লোক আমাকে বিনা-কিছুতেই £১০.০ ধার দেয়, এবং আমি সেটা অন্য একজনকে ধার দিই শতকরা চার ভাগ সুদে, তা হলে এক বছরে আমি এই লেনদেনে লাভ করব £৪। আবার, যদি কোনো লোক গ্রহণ করে আমার 'প্রদানের প্রতিশ্রুতি'' ("আমি প্রদান করতে প্রতিশ্রুতি দিতেছি" ("I 1roomise to pay" —এটাই হল ইংল্যাণ্ডের ব্যাংক-নোটের প্রচলিত বয়ান), এবং বৎসরের শেষে সেটা আমার কাছে ফিরিয়ে দেয়, এবং তার জন্য আমাকে দেয় চার শতাংশ, ঠিক যেন তাকে আমি ১০০ সভরেন ধার দিয়েছি তেমনি ভাবে, তা হলে এই লেন-দেনের মাধ্যমে আমি লাভ করব £৪ ; এবং আবার, যদি মফঃস্বল শহরের কোনো লোক আমাকে এনে দেয় £১০০ এই শর্তে যে, একুশ দিন পরে, আমি ঐ একই পরিমাণ অর্থ দেব লণ্ডনে এক ব্যক্তিকে, তাহলে এই একুশ দিনে যা কিছু সুদ আমি করে নিতে পারি তা থেকে সেটাই হবে আমার মুনাফা। এটা ব্যাংকের ক্রিয়া-কর্মের এবং কিভাবে আমানত নোট ও বিলের মাধ্যমে ব্যাংকিং মূলধন গঠিত হয় তার একটা মোটামুটি চিত্র" (পৃঃ ১১৭)। একজন ব্যাংকারের মুনাফা হয় সাধারণতঃ তার ব্যাংকিং বা ধার করা মূলধনের সঙ্গে আনুপাতিক। ··একটি ব্যাংকের আসল মুনাফা নির্ধারণ করতে হলে, বিনিয়োজিত মূলধনের উপরে সুদকে বাদ দিতে হবে মোট মুনাফা থেকে; তারপরে যেটা থাকে সেটাই হল ব্যাংকিং মুনাফা (পৃঃ ১১৮)। "ব্যাংকাররা তাদের মক্কেলদের যেসব অগ্রিম দেয়, সে সবই গঠিত হয় অন্য লোক-জনের অর্থ দিয়ে (পৃঃ ১৪৬)।" "ঠিক এই ব্যাংকাররা, যাঁরা নোট ইস্যু করে না, তারাই বিল ভাঙিয়ে ('ডিসকাউন্ট' করে) ব্যাংকিং মূলধন গঠন করে। তারা তাদের 'ডিসকাউন্ট'-কে করে তাদের আমানত বৃদ্ধির অনুবর্তী। লণ্ডনের ব্যাংকাররা, যে সব প্রতিষ্ঠানের তাদের কাছে 'আমানত অ্যাকাউন্ট' আছে, তাদের ছাড়া আর কাউকে ডিসকাউন্ট-এর সুবিধা দেব না" (পৃঃ ১১৯)। "যে পক্ষ বিল ডিসকাউন্ট করিয়ে নিয়েছে এবং গোটা পরিমাণটির উপরে সুদ দিয়েছে, সে পক্ষ অবশ্যই সেই পরিমাণটির একটি অংশ সুদ ছাড়া ছেড়ে দেবে ব্যাংকারের হাতে। এই উপায়ে, ব্যাঙ্কার, সত্যি সত্যিই অগ্রিম দেওয়া হয়েছে এমন অর্থের উপরে, চলতি সুদের হারের চেয়ে বেশি লাভ করে, এবং তার হাতে ছেড়ে দেওয়া বাকি অর্থের সমান পরিমাণ একটি ব্যাংকিং মূলধন গড়ে তোলে" (পৃঃ ১১৯-২০)। সংরক্ষিত তহবিল, আমানত, চেকের ব্যাপারে সাশ্রয় করা : "আমানত-ব্যাংকগুলি সঞ্চলনী মাধ্যমের ব্যবহারে সাশ্রয় সাধনে সাহায্য করে। এটা করা হয় স্বত্ব হস্তান্তরের নীতি

অনুযায়ী।...এই ভাবে আমানতি ব্যাংকগুলি সক্ষম হয় অল্প পরিমাণ অর্থের সাহায্যে বৃহৎ পরিমাণ লেনদেনের মিটমাট করতে। এইভাবে ছাড়া পাওয়া অর্থ ব্যাংকারের দ্বারা নিয়োজিত হয় তার মক্কেলের অগ্রিম দানের জন্য—ডিসকাউন্টের মাধ্যমে বা অন্যথা। অতএব হস্তান্তরের নীতিটি আমানত ব্যবস্থাকে নৈপুণ্য দান করে" (পৃঃ ১২৩)। পরস্পরের সঙ্গে কাজ কারবার আছে, এমন দুটি পক্ষ একই ব্যাংকারের কাছে বা ভিন্ন ভিন্ন ব্যাংকারের কাছে অ্যাকাউন্ট রাখে কিনা, তাতে কিছু এসে যায় না; কারণ ব্যাংকাররা ক্লিয়ারিং হাউসে তাদের চেকগুলি বিনিময় করে দেয়।... এইভাবে হস্তান্তরের মাধ্যমে আমানত ব্যবস্থাকে এমন এক মাত্রা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া যায় যে ধাতব অর্থের প্রচলনকে তা ছাড়িয়ে যায়। যদি প্রত্যেক মানুষকেই একটি ব্যাংকে আমানত অ্যাকাউন্ট রাখতে হত, এবং তারা তাদের সমস্ত খরচ নির্বাহ করত চেকের মারফৎ, তা হলে অর্থকে প্রতিস্থাপন করা যায় এবং তখন চেক পরিণত হয় সঙ্কলনের একমাত্র মাধ্যমে" (পৃঃ ১২৪)। ব্যাংকগুলির হাতে স্থানীয় লেনদেনের কেন্দ্রীভবন সংঘটিত হয় ১) শাখা ব্যাংক সমূহের মাধ্যমে। আঞ্চলিক ব্যাংকগুলির শাখা-সংস্থা আছে তাদের জেলার ছোট ছোট শহরগুলিতে, এবং লণ্ডন ব্যাংকের আছে মহানগরের বিভিন্ন বিভাগে ২) এজেন্সি সমূহের মাধ্যমে; প্রত্যেকটি আঞ্চলিক ব্যাংকার নিযুক্ত করে একজন লণ্ডন এজেন্ট তার নোট ও বিলগুলি পরিশোধ করতে...এবং মফঃস্বলে বাসকারী পক্ষগুলির ব্যবহারের জন্য লণ্ডনে বাসকারী পক্ষগুলির কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করতে" (পৃঃ ১২৭)। প্রত্যেক ব্যাংকারই অপরের নোট গ্রহণ করে কিন্তু সেগুলিকে পুনর্বার ইস্যু করে না। বড় বড় শহরগুলিতে তারা সপ্তাহে একবার বা দুবার আসে তাদের নোটগুলি বিনিময় করার জন্য। 'ব্যালান্সটা দিয়ে দেওয়া হয় লণ্ডনের উপরে ড্রাফ্‌টের মাধ্যমে (পৃঃ ১৩৪)। "ব্যাংকিংয়ের উদ্দেশ্য হল বাণিজ্যে সুবিধা করে দেওয়া এবং যা কিছু বাণিজ্যের সুবিধা করে দেয়, ফটকাবাজিরও সুবিধা করে দেয়। বাণিজ্য ও ফটকাবাজি কখনো কখনো এমন ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত যে, এটা বলা অসম্ভব হয়ে পড়ে কোথায় বাণিজ্যের শেষ এবং কোথায় ফটকার শুরু। ...যেখানেই ব্যাংক আছে, সেখানেই চটপট মূলধন পাওয়া যায়, এবং পাওয়া যায় সস্তা হারে। মূলধনের সস্তা হার ফটকাকারবারের জন্ম দেয়, ঠিক যেমন গোমাংস ও মদের সস্তা দাম পেটুক-বৃত্তি ও মাতলামির সুযোগ করে দেয় "(পৃঃ ১৩৭-১৩৮)।" যেহেতু সঙ্কলনের ব্যাংকগুলি সর্বদাই তাদের নিজেদের নোট ইস্যু করে, সেই হেতু মনে হবে যে তাদের 'ডিসকাউন্টিং-ব্যবসা পরিচালিত হয় একান্ত ভাবে এই শেষ পরিচয়ের মূলধন দিয়ে, কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। 'একজন ব্যাংকারের পক্ষে এটা খুবই সম্ভব যে সে যত বিল ডিসকাউন্ট করে, সেই সমস্তের বাবদে নোট ইস্যু করে, কিন্তু তবু তার অধিকারাধীন বিলগুলির দশ ভাগের নয় ভাগই প্রতিনিধিত্ব করবে আসল মূলধনের। কারণ, যদিও প্রথমতঃ, ব্যাংকারের নোটগুলি দেওয়া হয় বিলের

বাবদে, তবু যে পর্যন্ত না বিলটি পরিশোধ্য হয়, সে পর্যন্ত নোটগুলি সঞ্চলনে না-ও থাকতে পারে —বিলটি তিন মাস থাকতে পারে নোটগুলি ফিরে আসতে পারে দিন দিনে" (পৃ: ১৭২) "ক্যাশ-ক্রেডিট অ্যাকাউন্টের ওভার-ড্র করা ব্যবসায়ে একটি নিয়মিত ব্যাপার ; বস্তুত পক্ষে এই উদ্দেশ্যেই ক্যাশ ক্রেডিট মঞ্জুর করা হয়েছে। ···ক্যাশ ক্রেডিট কেবল ব্যক্তিগত জামিনের উপরেই মঞ্জুর করা হয় না, পাবলিক ফাণ্ডের জামিনের উপরেও মঞ্জুর করা হয়। (পৃ: ১৭৪-১৭৫)। "পণ্যসামগ্রীর জামিনের উপরে ধারের আকারে অগ্রিম-দান, বিল-ডিসকাউন্টিং-এর উপরে অগ্রিম-দানের মত, একই ফলাফল উৎপাদন করবে। যদি কোনো একটি পক্ষ তার পণ্যসামগ্রীর জামিনের উপরে £ ১০০ ধার করে। তা হলে এটা একটি £১০০ বিলের বিনিময়ে তার পণ্যসামগ্রী বিক্রয় করে দিয়ে সেটা ব্যাংকারের কাছ থেকে ডিসকাউন্ট করিয়ে নেবার মত একই ব্যাপার। এই অগ্রিম পাবার কল্যাণে সে ভাল বাজারের প্রতীক্ষায় তার পণ্যসম্ভার ধরে রাখতে সক্ষম হয়, এবং এই ভাবে পরিহার করে একটি ত্যাগ স্বীকার, যা সে অন্যথা করতে প্রনোদিত হত—জরুরি উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে" (পৃ: ১৮০-৮১)।

The Currency Theory Reviewed etc পৃ: ৬২-৬৩। "এটা প্রশ্নাতীত ভাবে সত্য যে আজ আপনি যে £ ১,০০০ জমা দিলেন ক-এ, তা কাল আবার ইস্যু হতে পারে এবং গঠন করতে পারে একটি আমানত খ-এ। পরের দিন খ থেকে ইস্যু হয়ে একটি আমানত গঠন করতে পারে গ-এ···এবং এই ভাবে চলতে পারে অনন্ত বার ; এবং অর্থ-রূপে এই একই £১০০০ পারে, পরপর হস্তান্তরের মাধ্যমে, নিজেকে বহুগুণিত করতে পারে চূড়ান্ত ভাবে অনির্দিষ্ট আমানত-সমষ্টিতে। সুতরাং এটা সম্ভব যে, **যুক্তরাজ্যের সমস্ত আমানতের দশ ভাগের নয় ভাগেরই** কোন অস্তিত্ব নেই ব্যাংকারদের খাতা পত্রের বাইরে, যারা সেগুলির জন্য যথাক্রমে দায়ী। ···দৃষ্টান্ত হিসাবে, যেমন স্কটল্যাণ্ডে, কারেন্সি (তাও বেশির ভাগ কাগজে অর্থ) কখনো £৩ মিলিয়ন ছাড়িয়ে যায়নি ; ব্যাংকের আমানতের পরিমান হিসাব করা হয় £২৭ মিলিয়ন। ...যদি ব্যাংকে হঠাৎ দাবির হিড়িক না পড়ে যায়, তা হলে এই একই £১০০০-কে যদি তার ভ্রমণের পরে ফেরৎ পাঠানো হয়, তা হলে তা একই, রকম সহজ ভাবেই খারিজ করে দেবে সমান ভাবে অনির্দিষ্ট একটি পরিমাণকে। যেহেতু এই একই £১০০০, যা দিয়ে আজ আপনি একজন ব্যবসায়ীর কাছে আপনার ঋণ খারিজ করলেন, তা কাল খারিজ করতে পারে তার ঋণ সওদাগরের কাছে, পরের দিন সওদাগরটির ঋণ ব্যাংকের কাছে এবং এই ভাবে ক্রমাগত ; সুতরাং একই £১০০০ যেতে পারে হাত থেকে হাতে, ব্যাংক থেকে ব্যাংকে, এবং খারিজ করতে পারে যে কোনো সংখ্যক ঋণ।

[আমরা দেখেছি, ১৮৩৪ সালেই গিলবার্ট জানতেন, "যা কিছু বাণিজ্যের সুবিধা

করে দেয়, তা ফটকাবাজিরও সুবিধা করে দেয়। বাণিজ্য ও ফটকাবাজি কখনো কখনো এত ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত যে, এটা বলা অসম্ভব হয়ে পড়ে কোথায় বাণিজ্যের শেষ এবং কোথায় ফটকার শুরু।" অবিক্রীত পণ্যের উপরে অগ্রিম পাওয়া যত সহজ হয়, ততই বেশি বেশি করে এই ধরনের অগ্রিম নেওয়া হয়, এবং ততই বেশি বেশি করে প্রলোভন হয় পণ্য উৎপাদন করার, কিংবা ইতিপূর্বে উৎপাদিত পণ্য দূর দূর বাজারে চালান করার—যাতে করে সেগুলির উপরে অগ্রিম পাওয়া যায়। …একটা দেশের গোটা ব্যবসা-জগৎ এই ধরনের প্রতারণায় কত দূর পর্যন্ত লিপ্ত হতে পারে, এবং শেষ অবধি তার পরিণতি কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় তা ১৮৪৫—৪৭ সালে ইংরেজ ব্যবসার ইতিহাসে প্রচুর ভাবে প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। তা আমাদের দেখিয়ে দেয় ক্রেডিট কী করতে পারে। নিচেকার দৃষ্টান্ত গুলিতে যাবার আগে, কয়েকটি প্রাথমিক মন্তব্য।

১৮৩৭ সাল থেকে প্রায় অব্যাহত ভাবে ইংরেজ শিল্প যে চাপ সহ্য করে আসছিল, ১৮৪২ সালের শেষাশেষি সেই চাপ হ্রাস পেতে থাকে। পরের দুবছরে ইংল্যাণ্ডের কারখানা-জাত দ্রব্যাদির জন্য বৈদেশিক চাহিদা আরো বৃদ্ধি পায়; ১৮৪৫ ও ১৮৪৬ সালে দেখা দেয় সর্বাধিক সমৃদ্ধি। ১৮৪৩ সালে আফিম যুদ্ধের ফলে চীনের বাজার ইংরেজ বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। এই নোতুন বাজার একটি সম্প্রসারণ-শীল শিল্পকে, বিশেষ করে বস্ত্র শিল্পকে, নোতুন প্রেরণা যোগালো, সেই সময়ে ম্যাঞ্চেস্টারের একজন ম্যানুফ্যাকচারকারী এই লেখককে বলেছিলেন, "আমরা কেমন করে এত বেশি উৎপাদন করতে পারি? ৩০০ মিলিয়ন মানুষকে আমাদের কাপড় যোগাতে হবে। কিন্তু সমস্ত নোতুন স্থাপিত কারখানা-বাড়ি, ষ্টিম-ইঞ্জিন, এবং সুতো কাটা ও বোনার মেশিনগুলি ল্যাংকাশায়ার থেকে বয়ে-আসা উদ্বৃত্ত-মূল্যকে আত্মকৃত করার পক্ষে পর্যাপ্ত হল না। উৎপাদন-সম্প্রসারণে যে উৎসাহ দেখা দিয়েছিল, সেই একই উৎসাহ নিয়ে মানুষ রেল-পথ নির্মাণে লেগে গেল। ম্যানুফ্যাকচারকারী ও সওদাগরদের ফটকাবাজির তৃষ্ণা প্রথমে এই ক্ষেত্রে তৃপ্তি পেল —এবং সেই ১৮৪৪ সালের গ্রীষ্মকালেই, অত আগেই। স্টক পুরোপুরি অব লিখিত হল অর্থাৎ প্রারম্ভিক পেমেণ্টগুলি বহন করার মত অর্থ যত দূর ছিল, ততটা অবধি। বাকিটা—সময় হলে দেখা যাবে। যখন আরো পেমেণ্ট দেয় হল —প্রশ্ন ১০৫৯, সি. ডি. ১৯৪৮-৫৭ থেকে জানা যায় ১৮৪৬-৪৭ সালে রেল-পথে বিনিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ ছিল £৭৫ মিলিয়ন—তখন ক্রেডিটের আশ্রয় নিতে হত, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠানের বুনিয়াদি উদ্যোগগুলিকেও রক্ত-মোক্ষণ করতে হত।

এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই বুনিয়াদি উদ্যোগগুলি হয়ে গিয়েছিল অতিরিক্ত ভারক্লিষ্ট। উঁচু মুনাফার প্রলোভনে এত ব্যাপক কর্মকাণ্ড শুরু করা হয়েছিল, উপস্থিত নগদ ধন-সম্পদ যা সমর্থন করে না। তবু ক্রেডিট ছিল—এবং তা ছিল

সহজ প্রাপ্য ও সস্তা। ব্যাংক ডিসকাউন্টের হার ছিল নিচু: ১৮৪৪ ১¾% থেকে ২¾% অক্টোবর অবধি ৩%-এর কম। সামান্য কিছুকালের জন্য ফেব্রুয়ারি ১৮৪৫ ৫%-এ উঠে গিয়ে, আবার ডিসেম্বর ১৮৪৬-এ পড়ে যায় ৩½%-এ। ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড-এর 'ভল্ট'গুলিতে সোনার সরবরাহ বেড়ে গেলনা অভূতপূর্ব পরিমাণে। তা হলে এই চমৎকার সুযোগটাকে আর হাতছাড়া করা কেন? সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড় না কেন? বিদেশের বাজারগুলি যখন ইংল্যাণ্ডের জিনিসের জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলছে, তখন যা কিছু তৈরি করতে পারো তাই পাঠাও না কেন? এবং দূর প্রাচ্যের সুতো ও ও তন্তুর বিক্রি থেকে এবং ইংল্যাণ্ডে ফেরৎ আসা পণ্যসম্ভার থেকে উদ্ভূত দ্বিগুণ লাভ ম্যানুফ্যাকচারকারী নিজে কেন পকেটস্থ করবে না?

এইভাবে উদ্ভব হল অগ্রিমের বিনিময়ে ভারতে এবং চীনে বিরাট বিরাট পণ্য সম্ভার প্রেরণের ('কনসাইনমেন্টের') ব্যবস্থায় এবং এটা অচিরে বিকাশ লাভ করল নিছক অগ্রিম পাবার জন্যই একটি পণ্য প্রেরণ ব্যবস্থায়, যা নিচেকার টীকাগুলিতে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি দাঁড়ালো বাজারে পণ্য প্লাবন এবং বিপর্যয়।

বিপর্যয়টা ত্বরান্বিত হল ১৮৪৬-এর অজন্মায়। ইংল্যাণ্ডের এবং বিশেষ করে আয়র্ল্যাণ্ডের, আবশ্যক হ'ত বিপুল পরিমাণ খাদ্য সামগ্রীর বিশেষতঃ শস্য ও আলুর, আমদানি। কিন্তু যে সব দেশ সেগুলি সরবরাহ করত, তাদের পাওনার একটা সীমিত অংশই শোধ করা যেত ইংল্যাণ্ডের শিল্পজাত দ্রব্যাদির সাহায্যে। দিতে হত মহার্ঘ ধাতুসমূহ। অন্ততঃ নয় মিলিয়ন মূল্যের সোনা পাঠাতে হয়েছিল বিদেশে। এই পরিমাণটির অন্ততঃ সাড়ে সাত মিলিয়ন এসেছিল ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ডের ধন-ভাণ্ডার থেকে, যার ফলে অর্থের বাজারে তার কাজের স্বাধীনতা অনেকটা ক্ষুণ্ণ হল। অন্যান্য যেসব ব্যাংকের সংরক্ষিত অর্থ জমা ছিল ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ডে এবং কার্যতঃ এই ব্যাংকের সংরক্ষিত অর্থের সঙ্গে এ'ক হয়ে গিয়েছিল। তারাও বাধ্য হল অর্থ সংকুলানের মাত্রা খর্ব করতে। পেমেন্টের দ্রুত ও সহজ প্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হত প্রথমে, এখানে সেখানে তারপরে সাধারণ ভাবে। ব্যাংকের ডিসকাউন্ট রেট, যা ১৮৪৭-এর জানুয়ারিতেও ছিল ৩½%, তা এপ্রিলে বেড়ে দাঁড়ালো ৭%, তখন প্রথম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। গ্রীষ্মকালে পরিস্থিতি কিছুটা উন্নত হল (৬½%, ৬%), কিন্তু নোতুন ফসলও যখন মার খেল, নোতুন করে আতঙ্ক ফেটে পড়ল এবং আরো প্রচণ্ড ভাবে। অক্টোবরে সরকারি ব্যাংক রেট বেড়ে হল ১০%, যার মানে বিপুল বেশির ভাগ বিল-অব-এক্সচেঞ্জই ডিসকাউন্ট যোগ্য হল সর্বনাশা সুদের হারে, অন্যথা হয়ে পড়ল ডিসকাউন্টের একেবারে অযোগ্য। পেমেন্ট সাধারণ ভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কতকগুলি বৃহৎ এবং অনেকগুলি মধ্যম ও ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান ডুবে গেল। ১৮৪৪ সালের চাতুর্যপূর্ণ ব্যাংক আইনের দ্বারা আরোপিত বিধিনিষেধের দরুন স্বয়ং ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড-এরই বিপদ দেখা দিল। সরকার সাধারণ কলরবের কাছে বশ্যতা স্বীকার

করল এবং ২৫শে অক্টোবর ব্যাংক আইন মুলতুবি ঘোষণা করল এবং এইভাবে ব্যাংকটির উপরে আরোপিত অসম্ভব শৃঙ্খলগুলি রহিত করে দিল। এখন সে সক্ষম হল তার ব্যাংক নোটের সরবরাহ অবাধে সঞ্চলনে নিক্ষেপ করতে। এই ব্যাংক-নোটগুলির ক্রেডিট কার্যত জাতির ক্রেডিটের দ্বারা অঙ্গীকৃত হওয়ায় এবং অনাহত থাকায়, অর্থের দুর্লভতা সঙ্গে সঙ্গে ও চূড়ান্তভাবে প্রশমিত হল। স্বাভাবিকভাবেই, এতসব সত্ত্বেও, বেশ কিছু সংখ্যক নিরুপায় জালে-জড়ানো বড় ও ছোট প্রতিষ্ঠান 'ফেল' পড়ল। কিন্তু চূড়ান্ত সংকট অতিক্রান্ত হল, এবং ডিসেম্বরে ব্যাংক রেট নেমে গেল ৫%-এ, এবং ১৮৪৮ সাল জুড়ে ব্যবসায়িক তৎপরতার এক নোতুন ঢেউ শুরু হয়ে গেল, যা ইউরোপ মহাদেশে ১৮৪৯ সালের বৈপ্লবিক আন্দোলনগুলির ধার হরণ করে নিল এবং পঞ্চাশের দশকে সূচনা করল এক অভূতপূর্ব শিল্প-সমৃদ্ধির। কিন্তু তার পরে আবার শেষ হয়ে গেল—১৮৫৭ সালের বিপর্যয়ে।—এঙ্গেলস]

১) ১৮৪৮ সালে লর্ড সভা কর্তৃক প্রকাশিত একটি দলিল ১৮৪৭ সালের সংকটে সরকারি কাগজ ও বণ্ডের কী দারুণ অবচয় ঘটেছিল, তা নিয়ে আলোচনা করে। এই দলিল অনুসারে ১৮৪৭-এর ২৩-এ অক্টোবরের অবচয় ঐ একই বৎসরে ফেব্রুয়ারির অবচয়ের তুলনায় এইরকম ছিল :

ইংরেজসরকারের বণ্ডের উপরে	:	£৯৩,৮২৪,২১৭
ডক এবং ক্যানাল স্টকের উপরে	:	£১৩,৫৮,২৮৮
রেলওয়ে স্টকের উপর	:	£১,৯৫,৭৯,৮২০
	মোট	£১১,৪৭,৬২,৩২৫

ইস্ট ইণ্ডিয়ার বাণিজ্যে প্রতারণা প্রসঙ্গে, যেখানে পণ্য ক্রয় করা হচ্ছে বলে আর ড্রাফ্‌ট্‌ ভাঙানো হচ্ছিল না, বরং যাতে অর্থে রূপান্তরণীয় ডিসকাউন্টযোগ্য ড্রাফ্‌ট্‌ পেশ করতে পারা যায় তার জন্য পণ্য ক্রয় করা হচ্ছিল। ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান, ২৪শে নভেম্বর, ১৮৪৭ মন্তব্য করে :

লণ্ডনে মিঃ ক নির্দেশ দেন জনৈক মিঃ খ-কে ম্যাঞ্চেস্টারে মিঃ ম্যানুফ্যাকচারকারী গ-কে পণ্য ক্রয় করার জন্য—জাহাজ বোঝাই করে ইস্ট ইণ্ডিয়ায় মিঃ খ-কে পাঠাবার উদ্দেশ্যে। খ দেয় গ-কে তিন মাসের ড্রাফ্‌ট্‌, যা গ পেশ করবে খ-এর কাছে। খ নিজেকে নিশ্চিন্ত করে ক-এর উপরে ছ' মাসের ড্রাফ্‌টের দ্বারা। যখনি জিনিসগুলি জাহাজে তোলা হল, তখনি জাহাজ-বোঝাইয়ের বিলের জোরে ক ছ' মাসের ড্রাফ্‌ট পেশ করে খ-এর কাছে। এইভাবে মালপ্রেরক এবং সহ-স্বাক্ষরকারী দু জনেরই হাতে এসে গেল টাকা—ঐ মালগুলির জন্য সত্য সত্যই কোনো দাম দেবার কয়েক মাস আগেই ; এবং খুবই সচরাচর, এই বিলগুলি সময়োত্তীর্ণ হলে আবার নবীকৃত

হয়—একটি 'দীর্ঘ বাণিজ্যের' হিসাবপত্রের জন্য সময়ের অছিলায়।' দুর্ভাগ্যক্রমে এই ধরনের বাণিজ্যের ফলে লোকসানগুলি-এর সংকোচন না ঘটিয়ে সরাসরি সম্প্রসারণই ঘটিয়েছে। মানুষ যত দরিদ্র হল, ততই তাদের বেশি ক্রয়ের প্রয়োজন হল—অতীতের হঠকারী কারবারগুলিতে যে মূলধন খোয়া গিয়েছে, নোতুন নোতুন আগামের মাধ্যমে, সেগুলিকে পুষিয়ে নেবার জন্য। ক্রয়সমূহ আর যোগান এবং চাহিদার ব্যাপার রইল না, সেগুলি হল সমস্যাক্লিষ্ট একটি প্রতিষ্ঠান আর্থিক কর্ম-কাণ্ডের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কিন্তু এটা হল ছবির এক দিক। দ্রব্যসামগ্রীর রপ্তানি প্রসঙ্গে স্বদেশে যা ঘটল, তাই ঘটল বিদেশে উৎপন্ন ক্রয়ের দ্রব্যে ও প্রেরণে। ভারতে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানগুলি, যাদের ক্রেডিট ছিল তাদের বিলগুলি পাশ করার, তারা ছিল চিনি, নীল, রেশম বা তুলোর খরিদ্দার এই কারণে নয় যে লণ্ডন থেকে স্থলপথে প্রাপ্ত সর্বশেষ ডাকে নির্দেশিত দামগুলি ভারতে প্রচলিত দাম-গুলির উপর মুনাফার প্রতিশ্রুতি দিত, তবে এই কারণে যে লণ্ডনের প্রতিষ্ঠানটির উপরে আগেকার ড্রাফ্‌টগুলি অচিরেই পরিশোধ্য হবে, এবং সেগুলির জন্য অবশ্যই সংস্থান করতে হবে। এর চেয়ে সহজ আর কি আছে—জাহাজ বোঝাই চিনির বস্তা কেনো, লণ্ডনের প্রতিষ্ঠানের উপরে দশ মাসের মেয়াদে বিলের মারফতে দাম দাও, জাহাজে পাঠাবার কাগজপত্র স্থলপথে ডাকে পাঠাও, এবং দু মাসেরও কম সময়ের মধ্যে মাঝ দরিয়ার উপরে কিংবা হয়ত তখনো হুগলী নদীর মুখ পার হয় নি, মালগুলি লোম্বার্ড স্ট্রিটে বন্ধকী হয়ে গেল—আর এইভাবে ঐ মাল বাবদ ড্রাফ্‌ট পরিশোধের তারিখের আট মাস আগেই লণ্ডন প্রতিষ্ঠানের হাতে অর্থ এসে গেল। আর এই সবই চলত কোনো বাধা বা অসুবিধা ছাড়াই—যত কাল বিল ব্রোকারদের হাতে থাকত 'চাওয়া মাত্র পাওয়া' অর্থের প্রচুর পরিমাণ, যা দিয়ে তারা জাহাজ বোঝাই ও ডকের প্রমাণপত্রের উপরে আগাম দিতে পারে এবং মিনিং লেনে অবস্থিত বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির উপরে প্রদত্ত ভারতস্থ সংস্থাসমূহের বিলগুলি কোনো সীমা ছাড়াই ডিসকাউণ্ট করতে পারে।"

[এই প্রতারণামূলক কার্য-পদ্ধতিটি চালু ছিল তত কাল, যত কাল ভারত থেকে যাতায়াত করতে হত পাল-তোলা জাহাজে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে। কিন্তু যখন থেকে মাল পাঠানো শুরু হল বাষ্পচালিত জাহাজের সুয়েজ খালের পথে, তখন থেকে অলীক মূলধন গড়ার এই পদ্ধতিটি তার ভিত্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছে—মালবাহী জাহাজের দীর্ঘ যাত্রাপথ। এবং যখন থেকে টেলিগ্রাফ মারফৎ ইংরেজ ব্যবসায়ী জানতে পারে ভারতের বাজারের অবস্থা এবং ভারতীয় সওদাগর ইংল্যাণ্ডের বাজারের, ঠিক ঐদিন থেকেই এই পদ্ধতিটি হয়ে পড়ে সম্পূর্ণ অকার্যকরী।—এঙ্গেলস।]

৩) এটা নেওয়া হয়েছে উল্লিখিত ১৮৪৭-৪৮ এর বাণিজ্যিক দুর্দশা সংক্রান্ত প্রতিবেদনটি থেকে ১৮৪৭-এর এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড লিভারপুলের রয়্যাল ব্যাংককে জানালো যে তারপর থেকে সে উপরোক্ত ব্যাংকটির সঙ্গে তার ডিসকাউন্ট ব্যবসা অর্ধেক কমিয়ে দেবে। এই ঘোষণাটি ক্রিয়া করল বিশেষ কঠোর ভাবে এই কারণে যে, যে লিভারপুলকে দেওয়া পেমেণ্টগুলি সম্প্রতি বেশির ভাগই দেওয়া হয়েছে নগদের বদলে বিলে ; এবং যে বণিকেরা সাধারণভাবে উক্ত ব্যাংকটিতে আনত নগদের একটা বড় অনুপাত, যার সাহায্যে তারা পরিশোধ করত তাদের বিল সেই বণিকেরাই সম্প্রতি আনতে সক্ষম হত কেবল বিল যেগুলি তারা পেত তাদের তুলো ও অন্যান্য উৎপন্ন বাবদে, এবং অসুবিধা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সেটাও বেড়ে গেল।··· যে বিলগুলি বণিকদের হয়ে ব্যাংককে পরিশোধ করতে হত, সেগুলি আসত প্রধানতঃ বিদেশ থেকে এবং তারা সেগুলি মেটাতে অভ্যস্ত ছিল যা কিছু তারা পেত তাদের উৎপন্নর বাবদে, তাই দিয়ে। বণিকেরা যে বিলগুলি নিয়ে আসত· নগদের বদলে যা তারা এতদিন সচরাচর আনত···সেগুলি হত বিভিন্ন তারিখের এবং বিভিন্ন প্রকারের; তাদের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যা থাকত ব্যাংকার্স বিল, তিন মাস তারিখের—বেশির ভাগই তুলোর বাবদে। এই সব বিল অব এক্সচেঞ্জ, যখন হত ব্যাংকার্স বিল, তখন সেগুলি গৃহীত হত লণ্ডনের ব্যাংকারদের দ্বারা এবং নাম করা যায় এমন প্রত্যেক ব্যবসার ধনিকদের দ্বারা—ব্রাজিলীয়, মার্কিন, ক্যানাডীয়, ওয়েস্ট ইণ্ডীয়। · বণিকেরা পরস্পরের উপরে বিল করত না। কিন্তু অভ্যন্তরভাগের পার্টিগুলি, যারা বণিকদের কাছ থেকে ক্রয় করেছে, তারা বিল পাঠিয়ে দিত বণিকদের কাছে—লণ্ডনের ব্যাংকারদের উপরে, কিংবা লণ্ডন-স্থিত বিভিন্ন পার্টির উপরে কিংবা যে কোন ব্যক্তির উপরে। ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড-এর ঐ ঘোষণা বিদেশী জিনিসের বাবদে দেওয়া বিলগুলির পরিশোধের সময় সীমা · যা ছিল সচরাচর তিন মাস—কমিয়ে দিল।” (পৃঃ ২৬-২৭)।

১৮৪৪ থেকে ১৮৪৭ সাল অবধি ইংল্যাণ্ডের সমৃদ্ধির কালটি ছিল, যা আগে বর্ণনা করা হয়েছে, প্রথম রেলওয়ে প্রতারণার সঙ্গে জড়িত। উল্লিখিত প্রতিবেদনটিতে সাধারণভাবে ব্যবসার উপরে এই প্রতারণার ফলাফল প্রসঙ্গে বলা হয়েছে: ১৮৪৭-এর এপ্রিলে “প্রায় সমস্ত সওদাগরি প্রতিষ্ঠান তাদের ব্যবসাকে কম-বেশি উপবাসে রাখতে শুরু করেছে ···তাদের বাণিজ্যিক মূলধনের অংশবিশেষ রেলপথের জন্য তুলে নিয়ে” (পৃঃ ৪২)। “সাধারণ লোকেরা, ব্যাংকাররা এবং ফায়ার অফিসগুলি রেলওয়ে শেয়ারের উপরে চড়া সুদে, ধরুন ৮%, ধার নিত (পৃঃ ৬৬)। “সওদাগরি প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা রেলওয়েকে এত বেশি মাত্রায় ধার তাদের প্ররোচিত করত বেশি বেশি করে ব্যাংকের উপরে নির্ভর করতে কাগজ ডিসকাউন্টের মাধ্যমে, যার সাহায্যে চালাতে হবে তাদের বাণিজ্যিক

ক্রিয়াকাণ্ড" (পৃঃ ৬৭)। (প্রশ্ন) "আপনি কি বলতে চান যে, রেলওয়ের চাহিদা" (১৮৪০-এর ? "এপ্রিলের এবং অক্টোবরের" (অর্থের বাজারে) যে চাপ ছিল তা সৃষ্টি করতে বড় ভূমিকা নিয়েছিল ?" (উত্তর) আমি বলতে চাই যে এপ্রিলে চাপ সৃষ্টির ব্যাপারে তার প্রায় কোনো ভূমিকাই ছিল না; আমার মনে হয়, এপ্রিল অবধি এবং সম্ভবতঃ গ্রীষ্মকাল অবধি, তা বরং ব্যাংকারদের ক্ষমতা না কমিয়ে কোনো কোনো দিক থেকে বাড়িয়েই দিয়েছে; কারণ চাহিদাগুলি যেমন দ্রুত ছিল, ব্যয় তেমন ছিল না; ফল দাঁড়িয়েছিল এই যে, বছরের শুরুতে অধিকাংশ ব্যাংকের হাতে ছিল রেলওয়ে-টাকার একটা বৃহৎ পরিমাণ।" (১৮৪৮-৫৭ : বাণিজ্যিক প্রতিবেদনে অসংখ্য বিবৃতিতে এর সমর্থন পাওয়া যায়।) "গ্রীষ্মকালে তা ক্রমে ক্রমে গলে গেল এবং ৩১সে ডিসেম্বরে হয়ে গেল ঢের কম।" "অক্টোবরে চাপের একটা কারণ ···ছিল ব্যাংকারদের হাতে রেলওয়ে টাকার হ্রাসপ্রাপ্তি, ২২শে এপ্রিল এবং ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে আমাদের হাতে রেলওয়ের বাকি টাকা কমে দাঁড়িয়েছিল এক-তৃতীয়াংশ; এবং রেলওয়ে চাহিদার উপরও এই প্রতিক্রিয়া ছিল··· সমগ্র যুক্ত রাজ্যে; এই চাহিদা ব্যাংকারদের আমানত ক্রমে ক্রমে, নিঃশেষ করে দিচ্ছিল" (পৃঃ ৪৩, ৪৪)। —স্যামুয়েল গুর্নে (ওভারেণ্ডের কুখ্যাত প্রতিষ্ঠান, গুর্নে অ্যাণ্ড কোম্পানির শীর্ষ ব্যক্তি) অনুরূপ ভাবে বলেন। "১৮৪৬ সালে·· রেলওয়ে প্রতিষ্ঠার কারণে দেখা দিয়েছিল মূলধনের জন্য প্রভূত চাহিদা···কিন্তু তার ফলে অর্থের মূল্য বৃদ্ধি পায় নি।·· ছোট ছোট পরিমাণ অর্থ ঘনীভূত হয়েছিল বড় বড় পরিমাণে এবং এই বড় বড় পরিমাণগুলি ব্যবহৃত হয়েছিল আমাদের বাজারে; যাতে করে মোটের উপরে, যার ফল হয়েছিল অর্থের বাজার থেকে যত অর্থ তুলে নেওয়া হয়েছিল তার চেয়ে বেশি অর্থ তাতে ঢালা হয়েছিল" (পৃঃ ১৫৯)।

লিভারপুলের জয়েন্ট স্টক ব্যাংকের ডিরেক্টর এ হজসন দেখিয়েছেন কত পরিমাণ বিল অব এক্সচেঞ্জ ব্যাংকারদের পক্ষে 'রিজার্ভ' গঠন করতে পারে: আমাদের অভ্যাস দাঁড়িয়ে·গিয়েছে আমাদের আমানতের অন্ততঃ নয়-দশমাংশ এবং অন্যান্য মানুষের যত অর্থ আছে, তা সবই আমাদের বিল বাক্সে রাখা, এমন সব বিলে যেগুলি দিনে দিনে পরিশোধ্য হয়··এত বেশি পরিমাণে যে, টাকা তোলার হিড়িক ('রান') পড়ে গেলে, পরিশোধ্য বিলের দৈনিক পরিমাণ হয়ে যায় হিড়িকে তোলা টাকার প্রায় সমান" (পৃঃ ৫৩)।

ফটকামূলক বিল—"৫০৯২। (বিক্রিত তুলো বাবদে) এই বিলগুলি কারা গ্রহণ করে ?" (আর গার্ডনার, তুলোজাত দ্রব্য ম্যানুফ্যাকচারকারী, যার নাম এই বইয়ে উল্লেখ করা হয়েছে:) "উৎপন্ন সামগ্রীর দালালেরা: এক ব্যক্তি তুলো ক্রয় করে এবং তা একজন দালালের হাতে স্থাপন করে, এবং তার উপরে বিল করে এবং বিলগুলি ডিসকাউন্ট করে নেয়।"—৫০৯৪। এবং সেগুলিকে লিভার-

পুলের ব্যাংকে নিয়ে যাওয়া হয়, এবং ডিসকাউন্ট করা হয়?—হাঁ, এবং তাছাড়াও অন্যান্য অংশে। ...আমার ধারণা যদি এই সুবিধা না দেওয়া হ'ত, এবং বিশেষ করে লিভারপুলের ব্যাংকগুলির দ্বারা, তাহলে তুলো কখনো এতটা চড়া হত না, যেমন হয়েছিল গত বছর—প্রতি পাউণ্ডে ১½ পেন্স বা ২ পেন্স বেশি।"—"৬০০। আপনি বলেছেন, লিভারপুলে তুলোর দালালদের উপরে একটা বড় সংখ্যক বিল সঞ্চলনে ছাড়া হত; এই ব্যবস্থাটা কি ঔপনিবেশিক ও বৈদেশিক উৎপন্নের উপরে এবং সেই সঙ্গে তুলোর উপরে বিলগুলির বাবদে আপনার অগ্রিমের ক্ষেত্রে বিস্তৃত হত?" (এ হজসন, লিভারপুলের এক ব্যাংকার:) "এটা সব রকমের উৎপন্নকেই বোঝায়, তবে সবচেয়ে বিশেষ ভাবে বোঝায় তুলোকে।" —৬০১। আপনি কি একজন ব্যাংকার হিসাবে কাগজের এই বর্ণনাকে আপনার সাধ্যমত নিরুৎসাহিত করেন? —আমরা করি না; আমরা মনে করি এটা কাগজের একটি খুবই বৈধ বর্ণনা! কাগজের এই বর্ণনাটি প্রায়ই নবীকৃত হয়।"

পূর্ব ভারতীয় এবং চৈনিক বাজারে প্রতারণা ১৮৪৭। —চার্লস টার্নার (লিভারপুলে প্রধান প্রধান পূর্ব-ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে একটির শীর্ষ ব্যক্তি): মরিশাস বাণিজ্য এবং ঐ ধরনের অন্যান্য বাণিজ্যের ব্যাপারে কি কি ঘটেছে আমরা সকলেই সে সম্বন্ধে অবহিত। দালালদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে কেবল মালগুলির উপস্থিতির পরে সেগুলির বাবদে বিল মেটানোর জন্য সেগুলির উপরে অগ্রিম দেওয়াই নয়—যা সম্পূর্ণ বৈধ,, এবং জাহাজ বোঝাইয়ের বিলের উপরে অগ্রিম দেওয়াই নয় · কিন্তু তারা অগ্রিম দিয়েছে সেই জিনিসের উপরে যা তখনো জাহাজে তোলাই হয়নি, এমনকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা উৎপাদিত হবারও আগে। আমার নিজের ব্যক্তিগত উদাহরণের কথা বলা যাক: কোনো একবার আমি কলকাতায় বিল খরিদ করেছি ছ'বা সাত হাজার পাউণ্ডের; বিলগুলি বাবদ প্রাপ্ত অর্থ চলে গেল মরিশাসে, চিনির উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করতে; ঐ বিলগুলি এল ইংল্যাণ্ডে, এবং সেগুলির প্রায় অর্ধেকের বিরুদ্ধে আপত্তি তোলা হ'ল, কারণ যখন জাহাজ-বোঝাই চিনির বস্তাগুলি চলে এল, ঐ বিলগুলি পরিশোধ করায় জন্য আটক হবার বদলে, তার আগেই তা তৃতীয় পার্টির কাছে বন্ধক ('মর্টগেজ') দেওয়া হয়েছিল··· জাহাজে তোলার আগেই, বস্তুতঃ পক্ষে তা সেদ্ধ হবার আগেই" (৭৮)। "এখন ম্যানুফ্যাকচারকারীরা নগদের জন্য পেড়াপিড়ি করছে, কিন্তু তাতে বেশি কিছু হয় না, কেননা যদি একজন ক্রেতার লণ্ডনে কোন ক্রেডিট থেকে থাকে, তা হলে সে সেই প্রতিষ্ঠানের উপরে বিল করতে পারে এবং বিল ডিসকাউন্ট করে নিতে পারে; সে চলে যায় লণ্ডনে, সেখানে ডিসকাউন্ট এখন সস্তা, বিলটি ডিসকাউন্ট করে এবং ম্যানুফ্যাকচারকারীকে নগদে দিয়ে দেয়। ভারত থেকে তার প্রতিদান পেতে হলে, মাল-প্রেরণকারীকে অন্ততঃ বারো মাস অপেক্ষা করতে হয়····দশ পনেরো হাজার পাউণ্ড নিয়ে কোনো ব্যক্তি ভারতীয় বাণিজ্যে নেমে পড়বে; সে লণ্ডনের

কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একটি ক্রেডিট খুলবে, বেশ বড় মাত্রায়, এবং ঐ প্রতিষ্ঠানকে দেবে এক শতাংশ; সে লণ্ডনস্থ প্রতিষ্ঠানটির উপর বিল কেটে দেবে—এই বোঝাপড়ার ভিত্তিতে যে জিনিষগুলি বাইরে যায় সেগুলি থেকে প্রাপ্ত অর্থ ফেরৎ দিতে হবে লণ্ডনের ঐ প্রতিষ্ঠানে; কিন্তু এটা দু'পক্ষের কাছেই সম্পূর্ণ পরিষ্কার থাকে যে লণ্ডনের ব্যক্তিটিকে রাখা হবে নগদ অগ্রিমের বাইরে; এর মানে এই যে, যে পর্যন্ত ঐ প্রাপ্ত অর্থ বাড়ি ফিরে না যায়, সে পর্যন্ত বিলগুলি নবীকৃত করা হবে। বিলগুলি ডিসকাউন্ট করা হয় লিভারপুলে, ম্যাঞ্চেস্টারে··· কিংবা লণ্ডনে ·· তাদের অনেকগুলিই থাকে স্কচ ব্যাংকগুলিতে।" (পৃঃ ৭৯) —"লণ্ডনে একটি প্রতিষ্ঠান এই সেদিন ফেল পড়ল এবং তাদের ক্রিয়াকলাপ পরীক্ষা করতে গিয়ে এই ধরনের একটা লেন দেন ঘটেছিল বলে প্রমাণিত হয়েছে; একটি ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান আছে ম্যাঞ্চেস্টারে এবং কলকাতায় আছে আরেকটি। লণ্ডনে একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তারা খুললো একটি ক্রেডিট অ্যাকাউন্ট—পরিমাণ £২,০০,০০০ এর মানে, ম্যাঞ্চেস্টারে এই প্রতিষ্ঠানের বন্ধুরা, যারা গ্লাসগো থেকে এবং ম্যাঞ্চেস্টারে থেকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে মাল পাঠিয়েছিল, তাদের লণ্ডনস্থিত প্রতিষ্ঠানটি থেকে বিল কেটে নেবার ক্ষমতা আছে £২,০০,০০০ পর্যন্ত; একই সময়ে, এমন একটি বোঝাপড়া ছিল যে কলকাতা-স্থিত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটি লণ্ডন-স্থিত প্রতিষ্ঠানটি থেকে বিল কেটে নেবে £২,০০,০০০; কলকাতায় ঐ বিলগুলি বিক্রি করে তারা ক্রয় করবে অন্যান্য বিল, এবং সেগুলি পাঠিয়ে দেবে লণ্ডন-স্থিত প্রতিষ্ঠানটিতে—গ্লাসগো থেকে কাটা প্রথম বিলগুলিকে তুলে নিতে। এই লেনদেনটির ভিত্তিতে সৃষ্টি হত £৬,০০,০০০ পরিমাণ বিল!"—"বর্তমানে যদি কলকাতা-স্থিত কোনো প্রতিষ্ঠান" ইংল্যাণ্ডের উদ্দেশ্যে "জাহাজে করে পাঠানো একটি মাল খরিদ করে এবং দাম বাবদে তাদের লণ্ডন-স্থিত সহযোগীর উপরে তাদের নিজস্ব বিল দেয়, এবং তারা ঐ জাহাজ বোঝাইয়ের বিলগুলি এদেশে পাঠায়, তা হলে ঐ জাহাজ-বোঝাইয়ের বিলগুলি··· সঙ্গে সঙ্গে লম্বার্ডি স্ট্রীটে তাদের হাতে আসে অগ্রিমের জন্য, এবং তাদের সহযোগীদের উপরে সেগুলি পরিশোধ করার নির্দেশ আসার আগে পর্যন্ত তারা আট মাস ধরে ঐ অর্থ ব্যবহার করে।"

৪. ১৮৪০ সালে লর্ড সভার একটি গোপন কমিটি ১৮৪৭ সালের সংকটের বিবিধ কারণ সম্পর্কে একটি সমীক্ষা চালায়। এই কমিটির সমক্ষে প্রদত্ত সাক্ষ্য ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত প্রকাশ করা হয়নি (দুর্দশার কারণ ইত্যাদি অনুসন্ধান করার জন্য লর্ড সভা কর্তৃক নিযুক্ত গোপন কমিটির সমক্ষে প্রদত্ত সাক্ষ্যের বিবরণী, ১৮৫৭"; ভি-সিঃ ১৮৪৮/৫৭ হিসাবে উধৃত)। এখানে লিভারপুলের ইউনিয়ন ব্যাংকের পরিচালক মিঃ লিস্টার অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলিও প্রতিপাদন করেন:

"২৪৪৪। ১৮৪৪ সালের বসন্তকালে অনুচিত ক্রেডিট সম্প্রসারণ ঘটে · কারণ মানুষ তার সম্পত্তি ব্যবসা থেকে রেলওয়েতে স্থানান্তরিত করে এবং তবু একই মাত্রায় ব্যবসা চালু রাখতে আগ্রহী হয়। সে সম্ভবতঃ প্রথমে ভেবেছিল যে সে রেলওয়ে শেয়ারগুলি বিক্রি করে মুনাফা করতে পারবে এবং ব্যবসার টাকা প্রতিস্থাপন করতে পারবে। সম্ভবতঃ পরে সে দেখতে পেল তা করা যাবে না, এবং তখন তার ব্যবসায় আগে যেখানে সে নগদ টাকায় দাম দিত সেখানে ক্রেডিটের আশ্রয় নিল। সেই ঘটনা থেকে ঘটল ক্রেডিটের সম্প্রসারণ।"

"২৫০০। যে বিলগুলিকে ধরে রেখে ব্যাংকগুলিকে লোকসান পোয়াতে হল·· সে বিলগুলি কি প্রধানতঃ শস্যের বাবদে ছিল, নাকি তুলোর বাবদে ছিল? সেগুলি ছিল সব রকমের উৎপন্নের বাবদে, শস্য, তুলো এবং জিনিস, সর্বপ্রকারের বিদেশী দ্রব্যাদির বাবদে। একমাত্র তেল ছাড়া, এমন ব্যতিক্রম ছিল না বললেই হয়, যা ডুবে যায় নি।"—"২৫০৬। যে দালাল বিল গ্রহণ করে, সে মূল্যের ব্যাপারে ভাল লাভ না থাকলে তা গ্রহণ করবে না।"

"২৫১২। উৎপন্ন বাবদে বিল হয় দু রকমের; প্রথমটি হল, যে বণিক তা আমদানি করে, তার উপরে বিদেশে কাটা মূল বিল। · উৎপন্নের বাবদে যেসব বিল কাটা হয়, সেগুলি পরিশোধের তারিখ প্রায়ই পড়ে উৎপন্ন পৌঁছে যাবার আগেই। সুতরাং যখন তা এসে পৌঁছায়, তখন যদি বণিকের পর্যাপ্ত মূলধন না থাকে, সে বাধ্য হয় দালালের কাছে তা বন্ধক রাখতে—যে পর্যন্ত না তার সেটা বিক্রি করার সময় হয়। তখন লিভারপুল স্থিত বণিক সঙ্গে সঙ্গে ঐ দালালের উপরে এক নোতুন জাতের বিল কাটে, ঐ জিনিসের জামিনের উপরে।···· তখন ব্যাংকারেরই কাজ হয় দালালের কাজ থেকে জেনে নেওয়া যে তার ঐ জিনিসটা আছে কিনা এবং তার বাবদে সে কি পরিমাণ অগ্রিম দিয়েছে। এটা দেখা তারই কাজ সে যদি সে লোকসান করে, তা হলে নিজেকে রক্ষা করার মত সম্পত্তি তার আছে কিনা।"

"২৫১৬। আমরা বিদেশ থেকেও বিল পাই।·· একজন লোক বিদেশে ইংল্যাণ্ডের উপরে একটি বিল ক্রয় করল, এবং সেটা পাঠিয়ে দিল ইংল্যাণ্ডে একটি প্রতিষ্ঠানে; আমরা বলতে পারিনা সেই বিলটা বিবেচনা সহ, না বিবেচনা ছাড়াই করা হয়েছে, সেটা কি জিনিসের জন্য কাটা হয়েছে, না বাতাসের জন্য।"

"২৫৩৩। আপনি বলেছিলেন, প্রায় প্রত্যেক ধরনের বিদেশী জিনিসই বিক্রি করা হয় বিরাট ক্ষতি স্বীকার করে।" আপনি কি মনে করেন যে ঐ জিনিসে বেপরোয়া ফটকাবাজিই তার কারণ? তার উত্তর ঘটেছিল এক অতি বৃহৎ আমদানি থেকে, এবং তখন ছিলনা সেটা পরিভোগ করার মত বিরাট চাহিদা—"২৫৩৪। অক্টোবরে জিনিসটা হয়ে পড়ল প্রায় অবিক্রয় যোগ্য।

কেমন করে সংকট যখন তুঙ্গে, তখন গড়ে ওঠে একটি সাধারণ *sauve qui peut* তাও প্রকাশ করেছেন ঐ একই প্রতিবেদনে একজন প্রথম শ্রেণীর বিশেষজ্ঞ, ওভারেণ্ড—

গুর্নে অ্যাণ্ড কোম্পানির মান্য-গণ্য কৌশলী কোয়েকার স্থামুয়েল্‌গুর্নেঃ "১২৬২। যখন আতংক থাকে, তখন কেউ নিজেকে প্রশ্ন করেনা সে তার ব্যাংক-নোটের জন্য কী পেতে পারে, কিংবা সে তার সরকারি বিলগুলি বিক্রি করে কত শতাংশ হারাবে—এবং দুই বা তিন। যদি সে আতংকগ্রস্ত থাকে, তা হলে সে লাভ-ক্ষতির জন্য পরোয়া করে না; সে নিজেকে নিরাপদ করে এবং বাকি জগৎকে যেমন খুশি চলতে দেয়।

৫. দুটি বাজারের পারস্পরিক পরিতৃপ্তি প্রসঙ্গে পূর্ব-ভারতীয় বাণিজ্যের এক সওদাগর, মিঃ আলেকজান্দার ১৮৫৭ সালের ব্যাংক আইন সম্পর্কে কমন্স-সভার কমিটির আম্‌লে সাক্ষ্যদেন (বি. সি. ১৮৫০ হিসাবে উধৃত): "৪৩৩০। বর্তমান মুহূর্তে, আমি যদি ম্যাঞ্চেস্টারে ব্যয় করি ৬ শিলিং আমি ভারতে ফিরে পাই ৫ শিলিং এবং আমি যদি ভারতে ব্যয় করি ৬ শিলিং তা হলে লণ্ডনে ফিরে পাই ৫ শিলিং।" সুতরাং ভারতীয় বাজারকে নেশাবিষ্ট করে রাখে ইংল্যাণ্ড এবং ইংল্যাণ্ডের বাজারকে ভারত। বাস্তবিকই ১৮৪৭-এর তিক্ত অভিজ্ঞতার মাত্র দশ বছর পরে ১৮৫৭ সালের গ্রীষ্মে এটাই ছিল ঘটনা!

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

অর্থ-মূলধনের সঞ্চয়ন। স্থদের হারের উপরে তার প্রভাব

"ইংল্যাণ্ডে অতিরিক্ত ধন-সম্পদের একটি স্থির গতি সঞ্চয়ন ঘটে, যার প্রবণতা থাকে শেষ পর্যন্ত অর্থে রূপান্তরিত হবার। এখন, অর্থ অর্জনের কামনার পরেই দ্বিতীয় জরুরি ব্যাপার বোধহয় হচ্ছে কোনো প্রকারের বিনিয়োগের জন্য তাকে আবার হাতছাড়া করার ইচ্ছা—যে বিনিয়োগ দেবে, হয় স্থদ, নয়তো মুনাফা; কেননা অর্থ হিসাবে অর্থ নিজে কোনোটাই দেয় না। স্থতরাং যদি উদ্বৃত্ত মূলধনের এই বিরতিহীন অন্ত:-প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে যুগপৎ তার নিয়োগ-ক্ষেত্রের ক্রমিক ও পর্যাপ্ত বিস্তার না ঘটে আমরা বিনিয়োগ-কামী অর্থ সঞ্চয়নের দ্বারা পর্যায়ক্রমে ভারাক্রান্ত হব—ঘটনাবলীর গতির উপরে নির্ভর করবে তার আয়তন বেশি হবে কি কম হবে। দীর্ঘ বর্ষক্রম ধরে ইংল্যাণ্ডের উদ্বৃত্ত-মূল্যের বৃহৎ বিশোষক (absorbent) ছিল আমাদের জাতীয় ঋণ। ১৮১৬ সালে যখনি এই ঋণ পৌছুলো তার সর্বোচ্চ সীমায় এবং আর বিশোষক হিসাবে কাজ করতে পারল না, তখনি বাৎসরিক অন্ততঃ সাতাশ মিলিয়ন পরিমান অর্থ আবশ্যিক ভাবে বাধ্য হল বিনিয়োগের অন্যান্য ক্ষেত্রের সন্ধান করতে। অধিক কি মূলধনের নানাবিধ প্রত্যার্প· ঘটতে লাগলো। · যেসব উদ্যোগে বেশি মূলধনের প্রয়োজন হয় এবং অনিয়োজিত বাড়িত মূলধনের জন্য মাঝে মাঝে বিনিয়োগের স্থযোগ সৃষ্টি হয় তেমন উদ্যোগের দারুণ প্রয়োজন অন্ততঃ আমাদের দেশে, যাতে করে সমাজের অতিরিক্ত ধনসম্পদের পর্যায়ক্রমিক সঞ্চয়নের একটা সংস্থান হয়—যে ধন সম্পদ নিয়োগের চলতি ক্ষেত্রগুলিতে কোনো স্থান করতে পারে না।" (*The Currency Theory Reviewed*, London 1845, pp 32-34)। ১৮৪৫ প্রসঙ্গে ঐ একই বইয়ে বলা হয়েছে: "অতি সাম্প্রতিক সময়কালের মধ্যে দামগুলি পতনের নিম্নতম বিন্দুটি থেকে উর্ধ্ব-মুখে লাফিয়ে উঠেছে কন্সল সমূহ (consols) 'পার' (par) সম্পূর্ণ করেছে। ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড-এর 'ভল্ট'-গুলিতে ধাতুপিণ্ড প্রতিষ্ঠাকাল থেকে শুরু করে তাতে যে পরিমান ঐশ্বর্য জমা হয়েছে, তাকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। সবরকমের শেয়ারের দাম গড়ে একেবারে অভূতপূর্ব হারে পৌছে গিয়েছে, এবং স্থদের হার এমন মাত্রায় নেমে গিয়েছে যে তা হয়েছে প্রায় নামমাত্র। ইংল্যাণ্ডে যে এই মুহূর্তে অনিয়োজিত ধনসম্পদের আরেকটি বৃহৎ সঞ্চয়ন পড়ে রয়েছে, ফটকাবাজি উত্তেজনার আরেকটি মরশুম যে আগতপ্রায়—এইগুলি কি তারই সাক্ষ্য নয়। (ঐ পৃঃ ৩৬)।

"যদিও ....ধাতুপিণ্ডের আমদানি বৈদেশিক বাণিজ্যের বাবদে লাভের কোনো নিশ্চিত চিহ্ন নয়, তবু কোনো ব্যাখ্যাসূচক কারণ না থাকায়, তা আপাত দৃষ্টিতে তার একটা অংশের প্রতিনিধিত্ব করে।" (J. C. Hubbard, ***The Currency and the Country***, London, 184, pp 40-41) ধরা থাকে, স্থির বাণিজ্য, ন্যায্য দাম ....এবং পূর্ণ, তবে প্রয়োজনাতিরিক্ত নয়. সঙ্কলনের মরশুমে যদি ফলনে ঘাটতি হয়, তা হলে আবশ্যক হবে শস্যের আমদানি, এবং সোনার রপ্তানি— ৫ মিলিয়ন মূল্যের। এই সঙ্কলন (যার মানে হল. যা আমরা এখনি দেখতে পাব, সঙ্কলনের উপায় নয়, বরং অলস অর্থ মূলধন—এঙ্গেলস) অবশ্যই হ্রাসপ্রাপ্ত হবে একই পরিমাণে। ব্যক্তির হাতে তখনো থাকতে পারে সঙ্কলনের সমান পরিমান কিন্তু ব্যাংকারদের কাছে বণিকদের আমানত, অর্থের দালালদের কাছে ব্যাংকারদের ব্যাল্যান্স, এবং তাদের দেরাজে রাখা রিজার্ভ—সবই হ্রাস পাবে, এবং অ-নিয়োজিত মূলধনের পরিমানে এই হ্রাসপ্রাপ্তির অব্যবহিত ফল দাঁড়াবে সুদের হারে বৃদ্ধিপ্রাপ্তি। আমি ধরে নেব ৪% থেকে ৬%। বাণিজ্যের পরিস্থিতি ভাল থাকায়, বিশ্বাস নাড়া খাবে না, কিন্তু ক্রেডিটের মূল্য হবে আরো বেশি।" (ঐ, পৃঃ ৪২)। "কিন্তু কল্পনা করুন যে সমস্ত দাম পড়ে গেল। বাড়তি কারেন্সি ব্যাংকারদের কাছে ফিরে এল বর্ধিত আমানতে—বেকার মূলধনের প্রাচুর্যের ফলে সুদের হার নেমে যায় ন্যূনতমে এবং এই অবস্থা চলতে থাকে যে পর্যন্ত না উচ্চতর দামের প্রত্যাবর্তন কিংবা আরো বাণিজ্যিক তৎপরতা ঘুমন্ত কারেন্সিকে কাজে ডেকে আনে, অথবা যে পর্যন্ত না বিদেশী স্টকে বা বাণিজ্যে বিনিয়োগের দ্বারা তা বিশেষিত হয়" (পৃঃ ৬৮)।

নিম্নোধৃত অনুচ্ছেদগুলিও গৃহীত হয়েছে, ১৮৪৭-৪৮-এর বাণিজ্যিক দুর্দশা সম্পর্কে সংসদীয় প্রতিবেদনটি থেকে। —১৮৪৬-৪৭-এ অজন্মা ও দুর্ভিক্ষের দরুন বিপুল পরিমাণে খাদ্য দ্রব্যের আমদানি প্রয়োজন হল। "এই ঘটনাবলীর কারণে দেশের আমদানি....রপ্তানির তুলনায় অনেক বেড়ে গেল....ব্যাংকগুলি থেকে প্রচুর বহিঃপ্রবাহ ঘটল এবং ..বিল ডিসকউন্টের জন্য ..ডিসকাউন্ট ব্রোকারদের কাছে দরখাস্তও বৃদ্ধি পেল। তার বিলগুলি ভাল করে পরীক্ষা করে দেখতে শুরু করল। ....প্রতিষ্ঠানসমূহের সুযোগ সুবিধা দারুণ ভাবে খর্ব হতে থাকল, এবং দুর্বল প্রতিষ্ঠানগুলি ফেল পড়তে লাগল। যে সব প্রতিষ্ঠান....তাদের উপরে নির্ভর করত, তারাও ডুবে গেল। আগে যে আতংক বোধ করা যাচ্ছিল, তা এর ফলে বেড়ে গেল; এবং ব্যাংকার ও অন্যরা যখন বুঝে গেল যে তাদের পূর্বকৃত চুক্তিগুলি মেটাবার উদ্দেশ্যে তারা আর আগের মত বিশ্বাস নিয়ে তাদের বিল ও অন্যান্য আর্থিক ঋণপত্রগুলি, ব্যাংক-নোটে পরিবর্তন করে নেবার উপরে নির্ভর করতে পারবে না" তখন তারা সুযোগ-সুবিধাগুলি আরো কমিয়ে দিল এবং অনেক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভাবেই প্রত্যাহার করে নিল। অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের চুক্তি রক্ষা না করে, তারা তাদের

ব্যাংক-নোট তালা বন্ধ করে রাখল, তা হাত ছাড়া করতে তারা ভয় পেল। ··· আতংক ও বিভ্রান্তি প্রত্যহ বৃদ্ধি পেতে থাকল; এবং যদি না জন রাসেল··· ব্যাংককে চিঠি দিতেন, ··· তা হলে পরিণামে হত সার্বজনিক দেউলিয়াপনা" (পৃঃ ৭৪-৭৫)। রাসেলের চিঠির ফলে ব্যাংক আইন মুলতুবি হয়ে গেল।—পূর্বোল্লিখিত চার্লস টার্নার সাক্ষ্য দিয়েছেন: "কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানের বিপুল সঙ্গতি ছিল কিন্তু তা পাওয়া যাচ্ছিল না। তাদের গোটা মূলধন আটক পড়ে ছিল মরিশাসের এস্টেট-গুলিতে, বা নীল কারখানা বা চিনি কারখানাগুলিতে। £৫,০০,০০০ বা £৬,০০,০০০ পরিমাণ ধার মাথায় অথচ তাদের হাতে এমন কোনো উপস্থিত সম্পদ নেই যা দিয়ে তারা বিল পরিশোধ করতে পারে, এবং ঘটনাক্রমে এটা প্রমাণ হয়ে গেল যে বিল পরিশোধ করতে হলে তাদের পুরোপুরি নির্ভর করতে হবে ক্রেডিটের উপরে" (পৃঃ ৮১)। পূর্বোক্ত এস. গুর্নে বলেন (১৬৬৪): "বর্তমান লেনদেন সীমাবদ্ধ এবং অর্থে বিপুল পরিমাণ অতি-প্রাচুর্য।"—"১৭৬৩। আমি মনে করি না মূলধনের দুষ্প্রাপ্যতা এর কারণ; এর কারণ হল এই আতংক যে সুদের হার এতটা বেড়ে গিয়েছে।"

১৮৪৭ সালে আমদানিকৃত খাদ্যদ্রব্য বাবদে ইংল্যাণ্ড বিদেশে পাঠিয়েছিল অন্ততঃ £ ৯ মিলিয়ন মূল্যের সোনা। এই পরিমাণের মধ্যে £ ৭½ মিলিয়ন এসেছিল ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড থেকে এবং £১½ মিলিয়ন অন্যান্য সূত্র থেকে (পৃঃ ২৪৫)।—ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড-এর গভর্নর মরিস: "১৮৪৭-এর ২৩শে অক্টোবরের মধ্যেই দেশে পাবলিক স্টক এবং ক্যানাল ও রেলওয়ে শেয়ারের অবচয় ঘটেছিল মোট £ ১১,৪৭,৫২,২২৫ পরিমাণ" (পৃঃ ৩১২)। লর্ড জি বেন্টিংক মরিসকে প্রশ্ন করেন: আপনি কি অবহিত নন যে স্টকে বিনিয়োজিত সমস্ত সম্পত্তি এবং সর্বপ্রকারের উৎপাদনের একইভাবে অবচয় ঘটেছিল; কাঁচা তুলো, কাঁচা রেশম এবং অ-রূপান্তরিত পশম একই অবচিত দামে ইউরোপ ভূখণ্ডে পাঠানো হয়েছিল?···এবং চিনি, কফি চাকে বলি দেওয়া হয়েছিল যেন জোর করে চাপিয়ে দেওয়া দামে?"—উত্তরে তিনি আবার বলেন: এটা অবশ্যম্ভাবী ছিল যে, বিপুল পরিমাণে খাদ্য আমদানির ফলে ধাতু পিণ্ডের যে বহিঃপ্রবাহ ঘটে, তা সামাল দেবার জন্য দেশকে বড় রকমের ত্যাগ স্বীকার করতে হবে।"—"আপনি কি মনে করেন না যে সোনা ফেরৎ পাবার জন্য এতটা ত্যাগ স্বীকার করার চেয়ে ব্যাংকের ধন-ভাণ্ডারে যে £ ৮০,০০,০০০ মজুদ ছিল, তা খুঁড়ে তোলাই ভাল হ'ত? —**না, আমি মনে করি না?"** - এখন এই ধরনের বীরত্ব সম্পর্কের টীকা টিপ্পনী প্রসঙ্গে। ডিসরেইলি ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড-এর একজন প্রাক্তন ডিরেক্টর ও গভর্নর মিঃ ডবল্যু কটনকে প্রশ্ন করেন: "১৮৪৪ সালে ব্যাংকের স্বত্বাধিকারীদের কি হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়েছিল? —এটা ছিল ঐ বছরের জন্য ৭ শতাংশ।" —"১৮৪৭-এর জন্য কত শতাংশ?—৯ শতাংশ।"—এই বছরে ব্যাংক কি তার স্বত্বাধিকারীদের জন্য আয় কর দেয়? —হ্যাঁ দেয়?"—"১৭৪৪

সালেও কি দিয়েছিল? —না, দেয়নি।'[১] —"তা হলে এই ব্যাংক আইন স্বত্বাধিকারীদের স্বার্থে বেশ ভাল ভাবেই কাজ করেছে? ...ফল দাঁড়িয়েছে এই যে এই আইন পাশ হবার পর থেকে স্বত্বাধিকারীদের লভ্যাংশ বাড়ানো হয়েছে ৭ শতাংশ থেকে ৯ শতাংশে, এবং যে আয়কর এই আইন পাশ হবার আগে দিত স্বত্বাধিকারীরা নিজেরা তা এখন দিয়ে দেয় ব্যাংক নিজেই। —হাঁ, ব্যাপারটা তাই।" (নং ৪৩৫৬—৬১)।

১৮৪৭ সালের সংকটকালে ব্যাংকের মজুদ ধরে রাখা সম্পর্কে মফস্বলের ব্যাংকার মিঃ পিজ বলেন: "৪৬০৫। যেহেতু ব্যাংক (অব ইংল্যাণ্ড) বাধ্য হয়েছিল তার সুদের হার আরো বৃদ্ধি করতে, প্রত্যেকেই হয়ে উঠলো শংকিত; মফস্বলের ব্যাংকাররা তাদের হাতে ধাতুপিণ্ডের পরিমাণ বাড়ালো, এবং বাড়ালো তাদের নোটের রিজার্ভ, এবং আমাদের মধ্যে অনেকে, যাঁরা অভ্যস্ত ছিলাম সম্ভবতঃ কয়েক শ' পাউণ্ড সোনা ও ব্যাংকনোট রাখতে, সঙ্গে সঙ্গে শুরু করলাম আমাদের বাক্সে ও দেরাজে হাজার হাজার পাউণ্ড জমিয়ে রাখতে, কারণ ডিসকাউন্ট এবং বাজারে চালু আমাদের বিল সম্পর্কে দেখা দিয়েছিল অনিশ্চয়তা; শুরু হয়ে গেল এক ব্যাপক মজুদদারি। কমিটির একজন সদস্য মন্তব্য করেন: "৪৬৯১। তাহলে গত ১২ বছরে, কারণ যাই হোক না কেন, ফলটা সাধারণভাবে উৎপাদনশীল শ্রেণীগুলির অনুকূলে না হয়ে, বরং হয়েছে ইহুদি এবং মহাজনের অনুকূলে।"

একজন মহাজন সংকট-কালের কতটা সুযোগ গ্রহণ করে সেটা প্রকাশ করেছেন টুকে: ওয়ারউইকশায়ার এবং স্টাফোর্ডশায়ারের লোহালক্কড়ের অঞ্চলগুলিতে, ১৮৪৭ সালে বহুসংখ্যক অর্ডার গ্রহণে অস্বীকার করা হয়, কেননা ম্যানুফ্যাকচারকারী তার বিল ডিসকাউন্ট করতে যে হারে সুদ দিতে বাধ্য হত, তা তার গোটা মুনাফাটাকে খেয়ে ফেলত" (নং ৫৪৫১)।

এখন পূর্বোল্লিখিত আরেকটি সংসদীয় প্রতিবেদন নেওয়া যাক: ব্যাংক আইন সম্পর্কে সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট কমন্স-সভা থেকে লর্ডসভায় প্রেরিত, ১৮৫৭ (বি, সি ১৮৫৭ হিসাবে আর উধৃত)। এই রিপোর্টে ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড-এর ডিরেক্টর এবং কারেন্সি নীতির প্রবক্তাদের মধ্যে অন্যতম পুরোধা ব্যক্তি মিঃ নর্ম্যান-এর সঙ্গে এইভাবে প্রশ্নোত্তর চলছিল:

১. অন্য ভাবে বলা যায়, আগে তাঁরা প্রথমে লভ্যাংশটা ধার্য্য করতেন এবং পরে যখন স্টক হোল্ডারকে লভ্যাংশ দিতেন তখন আয়কর বাদ দিয়ে দিতেন; ১৮৪৪-এর পর থেকে কিন্তু ব্যাংক প্রথমে তার মোট মুনাফার উপরে আয়কর দিতে থাকে এবং পরে তাদেরকে "আয়কর-মুক্ত" লভ্যাংশ দেয়। সুতরাং পরবর্তী ক্ষেত্রে একই আর্থিক শতাংশগুলি করের পরিমাণ অনুযায়ী উচ্চতর।—এঙ্গেলস।

"৩৬৩৫। আপনি বলেছেন, সুদের হার নোটের পরিমাণের উপরে নির্ভর করে না, নির্ভর করে মূলধনের যোগান ও চাহিদার উপরে। আপনি কি ব্যাখ্যা করবেন নোট এবং মুদ্রা ছাড়া 'মূলধনের মধ্যে আপনি আর কি অন্তর্ভুক্ত করেন? উৎপাদনে ব্যবহৃত যাবতীয় পণ্যসামগ্রী।"—"৩৬৩৭। যখন আপনি সুদের হারের কথা বলেন, তখন আপনি 'মূলধন' বলতে এর সবই অন্তর্ভুক্ত করেন?—হ্যাঁ। ধরুন একজন তুলো ম্যানুফ্যাকচারকারীর তার কারখানার জন্য তুলো চাই, সে ক্ষেত্রে যে ভাবে সে তা সংগ্রহ করতে সচেষ্ট হয়, সম্ভবতঃ তার ব্যাংকারের কাছ থেকে অগ্রিম নিয়ে এবং এইভাবে সংগৃহীত নোট নিয়ে, সে যায় লিভারপুলে, এবং তুলো খরিদ করে। যা সে চায়, তা হল তুলো; সে তুলো কেনার উপায় হিসাবে ছাড়া নোট বা সোনা চায় না। কিংবা সে তা চাইতে পারে তার কর্মীদের মজুরি দেবার উপায় হিসাবে; তা হলে সে আবার নোট ধার করে এবং কর্মীদের সেই নোট দিয়ে মজুরি দেয়। কর্মীর আবার নাই খাদ্য ও বাসস্থান। এবং অর্থই হচ্ছে সেগুলির জন্য দাম দেবার উপায়।" —"৩৬৩৮। কিন্তু সেই অর্থের জন্য কি সুদ দেওয়া হয়? —তা দেওয়া হয় প্রথম ক্ষেত্রে; কিন্তু আরেকটি ক্ষেত্র নেওয়া যাক। ধরুন, ব্যাংকের কাছে আগামের জন্য না গিয়ে সে ক্রেডিটে তুলো কেনে, তা হলে নগদ টাকা দাম এবং যখন তাকে ঐ দাম দিতে হবে এবং ক্রেডিট দাম—এই দুয়ের মধ্যেকার পার্থক্যটিই হচ্ছে সুদের পরিমাপ। যদি আদৌ কোনো অর্থ না থাকত, তা হলেও সুদ থাকত।"

এই আত্মতুষ্ট আবর্জনা কারেন্সি নীতির এই স্তম্ভটির পক্ষে খুবই মানানসই। প্রথমতঃ, এই আলোকোজ্জ্বল আবিষ্কার যে ব্যাংক নোট বা সোনা হচ্ছে কিছু ক্রয় করার উপায়, এবং তা তার নিজের জন্যই ধার করা হয় না। আর এই আবিষ্কারটিকেই উপস্থিত করা হচ্ছে এটা ব্যাখ্যা করতে সে সুদের হার নিয়ন্ত্রিত হয়—কিন্তু কিসের দ্বারা? পণ্যের চাহিদা এবং যোগানের দ্বারা, যারা, এতকাল ধরে আমরা জানতাম, কেবল পণ্যের বাজার দাম নিয়ন্ত্রণ করে বলে।—কিন্তু এখন এই ধূর্তামি। তাঁর মুখে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে এই সঠিক মন্তব্যটি: "কিন্তু সুদ তো দেওয়া হয় অর্থের জন্য," যা অবশ্য ধারণ করে এই সংশ্লেষটি: "কিন্তু সে আদৌ পণ্য নিয়ে কারবার করে না, সেই ব্যাংকারের দ্বারা প্রাপ্ত এই সুদের এই পণ্য নিয়ে করার কি আছে? এবং ম্যানুফ্যাকচারকারীরা কি এই একই সুদের হারে অর্থ পায় না, যদিও তারা তা বিনিয়োগ করে পরস্পর থেকে ব্যাপক ভাবে বিভিন্ন বাজারে, অতএব এমন এমন বাজারে যেগুলিতে থাকে উৎপাদনে ব্যবহৃত পণ্য সমূহের জন্য চাহিদা এবং যোগানের ব্যাপকভাবে বিভিন্ন অবস্থাবলী?" এই তাবৎ প্রশ্নের উত্তরে এই খ্যাতনামা মনীষীর যা কিছু বলার আছে, তা এই যে, যদি ম্যানুফ্যাকচারকারী ক্রেডিটে তুলো ক্রয় করে, তা হলে, নগদ-টাকা দাম এবং "যখন এর জন্য দাম দিতে হবে, তখনকার ক্রেডিট দাম—এই দুয়ের মধ্যে পার্থক টিই হচ্ছে সুদের পরিমাপ।" ঠিক উল্টো। সুদের প্রচলিত হার, যা ব্যাখ্যা করার জন্য মহান বুদ্ধিজীবী নর্ম্যানকে অনুরোধ করা

হয়েছিল, হচ্ছে নগদ দাম এবং ক্রেডিট দামের মধ্যে পার্থক্য যে পর্যন্ত না তা পরিশোধ হয়। প্রথমতঃ তুলোটা বিক্রি করতে হবে তার নগদ দামে, এবং সেটা নিয়ন্ত্রিত হয় তার বাজার দামের দ্বারা, যা নিজে আবার নিয়ন্ত্রিত হয় যোগান এবং চাহিদার দ্বারা। ধরা যাক, দাম = £১,০০০। এটা সম্পন্ন করে ম্যানুফ্যাকচারকারী এবং তুলোর দালালের মধ্যে লেনদেনটাকে—ক্রয় এবং বিক্রয়ের ব্যাপারে। তার পরে আসে দ্বিতীয় লেনদেন। এটা হল ধার-দাতা এবং ধার গ্রহীতার মধ্যে। £১,০০০ পরিমাণ মূল্য অগ্রিম দেওয়া হয় তুলোর ম্যানুফ্যাকচারকারাকে, এবং সে এটা শোধ দিতে বাধ্য থাকবে, ধরুন, তিন মাসের মধ্যে। এবং সুদের বাজার হারের দ্বারা নির্ধারিত তিন মাসের জন্য £১,০০০-এর সুদটা হচ্ছে নগদ দামের উপরে বাড়তি চার্জ। তুলোর দাম নির্ধারিত হয় যোগান এবং চাহিদার দ্বারা। কিন্তু তিন মাসের জন্য অগ্রিম দত্ত তুলোর মূল্যের £১,০০০-এর, দাম নির্ধারিত হয় সুদের হারের দ্বারা। আর এই যে ঘটনা যে, তুলো এই ভাবে রূপান্তরিত হয় অর্থ-মূলধনে, তা মিঃ নর্ম্যানের কাছে প্রমাণ করে যে, অর্থ না থাকলেও সুদ থাকবে। যদি কোনো অর্থ নাই থাকে, তা হলে কোনো সুদের সাধারণ হারও থাকতে পারে না।

শুরুতে আমরা পাই "উৎপাদনে ব্যবহৃত পণ্যসামগ্রী" হিসাবে মূলধনের একটি অর্বাচীন ধারণা। যখন এই পণ্যগুলি কাজ করে মূলধন হিসাবে, তখন **মূলধন** হিসাবে তাদের মূল্য, **পণ্য** হিসাবে তাদের মূল্য থেকে যা আলাদা, প্রকাশিত হয় মুনাফায়, যা লব্ধ হয় তাদের উৎপাদনশীল বা বাণিজ্যিক বিনিয়োগের মাধ্যমে। এবং সর্ব অবস্থাতেই মুনাফার হারের কিছু ভূমিকা থাকে ক্রীত পণ্যের বাজার দামের এবং তাদের যোগান ও চাহিদার ব্যাপারে, কিন্তু তা নির্ধারিত হয় সম্পূর্ণ আলাদা অবস্থাবলীর দ্বারা। এবং এ ব্যাপারে কোনো সংশয় নেই যে সুদের হার সাধারণ ভাবে সীমাবদ্ধ হয় মুনাফার হারের দ্বারা কিন্তু মিঃ নর্ম্যানের আমাদেরকে বলতে হবে ঠিক কিভাবে এই সীমাটি নির্ধারিত হয়। আর এটা নির্ধারিত হয় অর্থ মূলধনের যোগান ও চাহিদার দ্বারা—মূলধনের অন্যান্য ধরন থেকে যা **স্বতন্ত্র**। আরো জিজ্ঞাসা করা যায়: অর্থ মূলধনের যোগান ও চাহিদা কি ভাবে নির্ধারিত হয় এটা নিঃসন্দেহে সত্য যে বস্তুগত মূলধনের যোগান এবং অর্থ মূলধনের যোগানের মধ্যে একটি অনুক্ত সম্পর্ক আছে, এবং অনুরূপ ভাবে অর্থ মূলধনের জন্য শিল্প ধনিকদের চাহিদা নির্ধারিত হয় সত্যিকারের উৎপাদনের অবস্থাসমূহের দ্বারা। এই ব্যাপারে আমাদের কোনো আলো দান না করে, নর্ম্যান আমাদের দান করেন এই মহাজ্ঞানী অভিমত যে, অর্থ মূলধনের জন্য চাহিদা নিছক অর্থের চাহিদার সঙ্গে অভিন্ন নয়; এবং একমাত্র এই মহাজ্ঞানই, কারণ তিনি, ওভারস্টোন, এবং অন্যান্য কারেন্সি পয়গম্বরেরা নিরন্তর ভোগ করেন বিবেকের দংশন, যেহেতু তাঁরা চেষ্টা করে যাচ্ছেন সঙ্কলনের উপায়সমূহ থেকে আইন প্রণয়নের কৃত্রিম হস্তক্ষেপণের সাহায্যে মূলধন গঠন করার এবং সুদের হার বৃদ্ধির করার।

এখন লর্ড ওভারস্টোন, ওরফে স্যামুয়েল জোন্স লয়েড, প্রসঙ্গে; তাঁকে অনুরোধ করা হয়েছিল, যেহেতু তাঁর দেশে "মূলধন" এত স্বল্প, সেই হেতু তাঁর "অর্থের" জন্য কেন তিনি ১০% সুদ নেন, তা ব্যাখ্যা করতে।

"৩৬৫৩। সুদের হারে ওঠা-নামা ঘটে দুটি কারণের একটির জন্য: মূলধনের মূল্যে পরিবর্তন" (চমৎকার! মূলধনের মূল্য বলতে সাধারণতঃ বোঝায় ঠিক এই সুদের হারকেই। অতএব সুদের হারে পরিবর্তনকেই সাব্যস্ত করা হয়েছে সুদের হারে পরিবর্তনের কারণ হিসাবে। "মূলধনের মূল্য", যেমন আমরা অন্যত্র দেখেছি, কখনো তত্ত্বের ক্ষেত্রে অন্যথা ধারণা করা হয়নি। কিংবা অন্যথা, "মূলধনের মূল্য', কথাটি দিয়ে লর্ড ওভারস্টোন বোঝান মুনাফার হার, তাহলে প্রাজ্ঞ চিন্তাবীর ফিরে যান সেই ধারণাটিতে যে সুদের হার নিয়ন্ত্রিত হয় মুনাফার হারের দ্বারা।) "কিংবা দেশে অর্থের পরিমাণে পরিবর্তন। সুদের সমস্ত বৃহৎ হ্রাস-বৃদ্ধিসমূহকে, বৃহৎ হয় তাদের স্থায়িত্বে নয়তো পরিবর্তনের মাত্রায়, অনুসরণ করে মূলধনের মূল্যের পরিবর্তনকেই পরিষ্কারভাবে নির্দেশ করা যায় কারণ হিসাবে। ১৮৪৭ সালে এবং বিগত দু'বছরে (১৮৫৫-৫৬) সুদের হারে বৃদ্ধির চেয়ে বেশি জাজ্বল্যমান দুটি বাস্তব দৃষ্টান্ত এই ঘটনার সমর্থনে উপস্থিত করা যায় না; অর্থে পরিবর্তন থেকে সুদের হারে যে সামান্য ওঠানামা ঘটে, সেগুলি কি মাত্রা আর কি স্থায়িত্ব দুদিক থেকেই ক্ষুদ্র। সেগুলি ঘটে ঘন ঘন, এবং যত তাড়াতাড়ি এবং ঘন ঘন ঘটে তত কার্যকর হয় নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনে," অর্থাৎ ওভারস্টোনের মত ব্যাংকারদের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে। বন্ধুবর স্যামুয়েল গুর্নে লর্ড কমিটির সামনে এ কথাটা অতি সরলভাবে প্রকাশ করেন, সি. ডি ১৮৪৮ (১৮৫৭): "আপনি কি মনে করেন সুদের হারে যে বিরাট বিরাট পরিবর্তনগুলি গত বছর ঘটেছে, সেগুলি ব্যাংকার বা অর্থের কারবারিদের কাছে সুবিধাজনক কিনা?—আমি মনে করি এগুলি অর্থের কারবারিদের পক্ষে সুবিধাজনক। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সব ওঠানামাই ওয়াকিবহাল লোকের পক্ষে সুবিধা জনক।" —"১৩২৫। নিজের সবচেয়ে ভাল মক্কেলদের দরিদ্র করে ব্যাংকারই কি শেষ পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন না? —না, আমি মনে করি না তার তেমন কোনো লক্ষণীয় ফল আছে।"—*Voila ceque parler veut dire.* *

আমরা ঘটনাক্রমে আবার সুদের উপরে উপস্থিত অর্থের পরিমাণের প্রভাবের বিষয়ে ফিরে আসব। কিন্তু ঠিক এখানেই উল্লেখ করা দরকার যে ওভারস্টোন আবার এখানে করেন একটি *quid pro quo*। ১৮৪৭ সালে অর্থ মূলধনের চাহিদা (অক্টোবরের আগে অর্থের দুষ্প্রাপ্যতা, কিংবা ওর ভাষায়, 'অর্থের পরিমাণ" নিয়ে কোনো উৎকণ্ঠা ছিল না।) নানা কারণে বৃদ্ধি পেয়েছিল, যেমন তুলো ও শস্যের উঠতি

* যেটা বলার ছিল, সেটা এই।—সম্পাদক

দাম, অতি উৎপাদনের দরুন চিনির ক্রেতার অভাব, রেলওয়ে ফটকাবাজি এবং বিপর্যয়, তুলোজাল দ্রব্য সামগ্রিতে বিদেশের বাজারগুলিতে অতিরিক্ত ভিড় এবং যা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে, বিল অব এক্সচেঞ্জ নিয়ে ফটকাবাজির উদ্দেশ্যে ভারতে এবং ভারত থেকে যথাক্রমে বাধ্যতামূলক রপ্তানি এবং আমদানি। এই সব জিনিস শিল্পে অতি উৎপাদন এবং কৃষিতে উন-উৎপাদন—অন্যভাবে বলা যায়, বিপুল ভাবে বিভিন্ন কারণ উদ্ভব ঘটালো অর্থ মূলধনের জন্য, অর্থাৎ ক্রেডিট এবং অর্থের জন্য এক বর্ধিত চাহিদার। অর্থ-মূলধনের জন্য এই বর্ধিত চাহিদার উৎস স্বয়ং উৎপাদন প্রক্রিয়ারই গতিপথে। কিন্তু কারণ যাই হোক না কেন, যেটা সুদের হারকে অর্থ মূলধনের মূল্যকে, উর্ধ্বারোহী করল সেটা হচ্ছে অর্থ মূলধনের চাহিদা। যদি ওভারস্টোন বলতে চান যে, অর্থ মূলধনের মূল্য বৃদ্ধি পেল কারণ তা বৃদ্ধি পেল, তা হলে সেটা হবে পুনরুক্তি দোষ। কিন্তু যদি "মূলধনের মূল্য" দিয়ে তিনি বোঝান সুদের হারে বৃদ্ধি কারণ হিসাবে মুনাফার হারে বৃদ্ধি, তা হলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাব যে সেটা ভুল। অর্থ-মূলধনের জন্য চাহিদা, এবং অতএব "মূলধনের মূল্য", বৃদ্ধি পেতে পারে, এমন কি যদি মুনাফা হ্রাসও পায়; যখনি মূলধনের আপেক্ষিক যোগান সংকুচিত হয়, তখনি তার মূল্য বৃদ্ধি পায়। ওভারস্টোন যা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন, তা এই যে ১৮৪৭-এর সংকট এবং তার অনুষঙ্গী সুদের উচ্চ হারের কোনো সম্পর্ক নেই "অর্থের পরিমাণের" সঙ্গে অর্থাৎ ১৮৪৪ সালের ব্যাংক আইনের সংস্থান গুলির সঙ্গে, যাতে তিনি প্রেরণা যুগিয়েছিলেন; যদিও তা বাস্তবিকই এগুলির সঙ্গে যুক্ত ছিল, যে পরিমাণে ব্যাংকের রিজার্ভ ফুরিয়ে যাবার ভয়—যা ছিল ওভারস্টোনেরই একটি সৃষ্টি—১৮৪৭-৪৮-এর সংকটের সঙ্গে সংযোজিত করেছিল একটি অর্থ-আতংক। কিন্তু এখানে এটা আলোচ্য নয়। অর্থ মূলধনের একটা অভাব ঘটেছিল, যার কারণ ছিল উপস্থিত সঙ্গতির তুলনায় কাজ-কারবারের অত্যধিক পরিমাণ, যা ত্বরান্বিত হয়েছিল ফসলনাশ, রেলওয়েতে অতিরিক্ত বিনিয়োগ, বিশেষ করে তুলোজাত দ্রব্যাদির অতি-উৎপাদন, ভারত ও চীনের সঙ্গে বাণিজ্যে প্রতারণামূলক ক্রিয়া-কলাপ, ফটকাবাজি, বাড়তি চিনি আমদানি ইত্যাদির কারণে পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ায় বাধা-ব্যাঘাতের দ্বারা। যে লোকেরা ফসল কিনেছিল কোয়ার্টার পিছু ১২০ শিলিং দামে, যখন তা পড়ে গেল ৬০ শিলিং-এ তখন তারা হারালো ৬০ শিলিং করে, যেটা তারা বাড়তি দিয়েছিল, এবং সেই সঙ্গে হারালো শস্যের উপরে লম্বার্ড স্ট্রীটের অগ্রিমের অঙ্কে ঐ পরিমাণ অনুযায়ী ক্রেডিট। যেটা তাদেরকে নিবারণ করল তাদের শস্যকে সেই আগেকার ১২০ সিলিং দামে রূপান্তরিত করতে, সেটা কোনো ক্রমেই ব্যাংক নোটের অভাব নয়। একই কথা খাটে তাদেরও ক্ষেত্রে, যারা আমদানি করেছিল বাড়তি চিনি, যা হয়ে পড়ল প্রায় অবিক্রয়যোগ্য। অনুরূপভাবে এটা খাটে সেই সব ভদ্রলোকদেরও ক্ষেত্রে, যারা তাদের বহতা মূলধনকে বেঁধে রেখেছিল, রেলওয়েতে এবং তাদের "বৈধ" ব্যবসা চালাবার জন্য নির্ভর

করেছিল ক্রেডিটের উপরে ঐ মূলধনের পরিবর্ত হিসাবে। ওভারস্টোনের কাছে এই সব কিছুই নির্দেশ করে "তার অর্থের বর্ধিত মূল্যের একটি নৈতিক বোধ। কিন্তু অর্থ-মূলধনের এই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মূল্য অন্যদিকে, সরাসরি মিলে যায় আসল মূলধনের (পণ্য মূলধন এবং উৎপাদনশীল মূলধনের) হ্রাসপ্রাপ্ত অর্থ মূল্যের সঙ্গে। মূলধনের এক রূপে মূল্য বেড়ে গিয়েছিল কারণ তার অন্য রূপে মূল্য কমে গিয়েছিল। ওভারস্টোন কিন্তু চান মূলধনের ভিন্ন ভিন্ন ধরনের দুটি মূল্যকে সাধারণভাবে মূলধনের একটিমাত্র লক্ষ্যে একাত্ম করতে, এবং সেটা তিনি করতে চেষ্টা করেন তাদের উভয়কেই সঙ্কলন মাধ্যমের, উপস্থিত অর্থের দুষ্প্রাপ্যতার বিপরীতে স্থাপন ক'রে। কিন্তু একই পরিমাণ অর্থ মূলধন ধার দেওয়া যায় সঙ্কলন মাধ্যমের অতি ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণের সঙ্গে।

তাঁর ১৮৪৭ সালের দৃষ্টান্তই নেওয়া যাক। সরকারি ব্যাংক রেট ছিল জানুয়ারিতে ৩ থেকে ৩½%, ফেব্রুয়ারীতে ৪ থেকে ৪½%। মার্চে তা ছিল সাধারণভাবে ৪%। এপ্রিলে আতংক ৪ থেকে ৭½%। মে-তে ৫ থেকে ৫½%, জুনে মোটের উপর ৫%। জুলাইয়ে ৫%। আগস্টে ৫ থেকে ৫½%। সেপ্টেম্বরে ৫%, ছিটেফোঁটা অদল বদল সমেত, যেমন ৫¼%, ৫½%, ৬%। অক্টোবরে ৫, ৫½, ৭%। নভেম্বরে ৭-১০%। ডিসেম্বরে ৭ থেকে ৫%।—এ ক্ষেত্রে সুদ বেড়ে গিয়েছিল, কারণ মুনাফা কমে গিয়েছিল এবং পণ্যের অর্থ-মূল্য পড়ে গিয়েছিল দারুণ ভাবে। সুতরাং যদি ওভারস্টোন এখানে বলেন যে ১৮৪৭-এ সুদের হার বেড়ে গিয়েছিল কেননা মূলধনের মূল্য বেড়ে গিয়েছিল, তা হলে তিনি মূলধনের মূল্য বলতে অর্থ-মূলধনের মূল্য ছাড়া আর কিছু বোঝাতে পারেন না, আর অর্থ মূলধনের মূল্য হচ্ছে সুদের হার, আর কিছুই নয়। কিন্তু পরে তিনি তাঁর পায়ের দ্বিখণ্ডিত ক্ষুর প্রকাশ করে ফেলেন এবং মূলধনের মূল্যকে একাত্ম করে দেখান মুনাফার হারের সঙ্গে।

১৮৫৬ সালে প্রদত্ত সুদের উঁচু হার প্রসঙ্গে। ওভারস্টোন বাস্তবিকই এই ঘটনা সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন যে, ক্রেডিট দালালেরা যে সামনে এগিয়ে আসছে এটা তারই আংশিক লক্ষণ; এরা তাদের মুনাফা থেকে সুদ দেয় না, সুদ দেয় অন্যের মূলধন থেকে, ১৮৫৭ সালের সংকটের ঠিক কয়েক মাস আগে তাঁর মত ছিল যে, "ব্যবসার অবস্থা বেশ ভাল।"

তিনি আরো সাক্ষ্য দেন: (বি. সি. ১৮৫৭) "৩৭২২। ব্যবসাই মুনাফা সুদের হারে বৃদ্ধির দ্বারা বিনষ্ট হয়ে যাবার ধারণাটা সম্পূর্ণ ভুল। প্রথমতঃ সুদের হারে বৃদ্ধি কদাচিৎ দীর্ঘস্থায়ী হয়; দ্বিতীয়তঃ যদি তা দীর্ঘস্থায়ী ও বৃহৎ মাত্রায় হয়, তা হলে সেটা আসলে মূলধনের মূল্যে বৃদ্ধি, এবং মূলধনের মূল্য কেন বৃদ্ধি পায়? কারণ মুনাফার হার বর্ধিত হয়েছে।" —তাহলে পরিশেষে এখানে আমরা জানতে পারলাম "মূলধনের মূল্য" মানে কি। অধিকন্তু, মুনাফার হার একটি দীর্ঘস্থায়ী সময়কালের জন্য উঁচু হতে পারে, এবং তবু উদ্যোগজনিত মুনাফা পড়ে যেতে পারে এবং সুদের

হার বেড়ে যেতে পারে এমন এক বিন্দু অবধি, যেখানে তা গিলে ফেলে মুনাফার বৃহত্তর অংশটিকে।

৩৭-২৪। "সুদের হারে এই বৃদ্ধি হচ্ছে দেশের বাণিজ্যে বৃহৎ বৃদ্ধি এবং মুনাফার হারে বৃহৎ বৃদ্ধির ফলশ্রুতি; এবং যে-দুটি জিনিস তার নিজেরই হেতুস্বরূপ সেই দুটি জিনিসের বিনষ্টকারী হিসাবে সুদের হার সম্পর্কে নালিশ জানানোর মানে হচ্ছে ন্যায়শাস্ত্রের দিক থেকে একটা আজগুবি ব্যাপার, যা নিয়ে আলোচনা করা যায় না। এটা ঠিক একই রকমের ন্যায়শাস্ত্র সঙ্গত হত যদি তিনি বলতেন: মুনাফার হারে বৃদ্ধি হচ্ছে ফটকাবাজির ফলে পণ্য দামে বৃদ্ধির ফলশ্রুতি এবং এই নালিশ জানানো যে দামে এই বৃদ্ধি তার নিজের হেতুকেই, অর্থাৎ ফটকাবাজিকেই বিনষ্ট করে, সেটা হবে ন্যায়শাস্ত্রের দিক থেকে একটা আজগুবি ব্যাপার ইত্যাদি। কোনো কিছুই যে শেষ পর্যন্ত তার নিজের হেতুকে বিনষ্ট করতে পারে, এটা ন্যায়শাস্ত্রের দিক থেকে একটা আজগুবি ব্যাপার কেবল কুসীদজীবির পক্ষে, যে লোকটা চড়া সুদের হারের মোহাবিষ্ট। রোমানদের মহত্ত্ব তাদের বিজয়সমূহের হেতু, আবার তাদের বিজয়সমূহই তাদের বিনাশের হেতু। ধন হচ্ছে বিলাসের হেতু, আবার এই বিলাসই ধনের উপরে বিস্তার করে একটি বিনাশকারী প্রতিফল। মহাপণ্ডিত! এই কোটিপতির—গোবর ঢিবির অ্যারিস্টোক্র্যাটের—"ন্যায়শাস্ত্র" গোটা ইংল্যাণ্ডে যে সম্মোহের উদ্রেক করেছিল তার চেয়ে ভাল ভাবে আর কোনো কিছু দিয়ে আজকের দিনের বুর্জোয়া জগতের নির্বুদ্ধিতাকে প্রকাশ করা যায় না। অধিকন্তু, যদি মুনাফার উঁচু হার এবং ব্যবসার প্রসার হতে পারে সুদের উঁচু হারের কারণ, তা হলে সুদের উঁচু হার কোন ক্রমেই হতে পারে না উঁচু মুনাফার কারণ। প্রশ্নটা তো ঠিক এটাই যে, এমন উঁচু সুদ (সংকটের সময়ে যা সত্যি সত্যিই আবিষ্কার করা হয়েছিল) চালু ছিল কিনা, কিংবা আরও গুরুত্বপূর্ণ, তার চরম পরিণতিতে পৌঁছেছিল কিনা—মুনাফার উঁচু হার শেষ হয়ে যাবার অনেক কাল পরেও।

"৩৭১৮। ডিসকাউন্টের হারে বড় রকমের বৃদ্ধি প্রসঙ্গে, যেটা এমন একটা ঘটনা যার সমগ্র ভাবে উদ্ভব ঘটে মূলধনের বর্ধিত মূল্য থেকে, এবং মূলধনের মূল্যে এই বৃদ্ধির কারণ প্রসঙ্গে, আমি মনে করি, যে-কোনো ব্যক্তি তা সম্পূর্ণ এইভাবে আবিষ্কার করতে পারে। আমি আগেই এই ঘটনার উল্লেখ করেছি যে, যে ১৩ বছর ধরে এই আইনটি চালু আছে, এই দেশের বাণিজ্য £৪,৫০,০০,০০০ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে £১২,০০ ০০,০০০। যে কোনো ব্যক্তি সেই সংক্ষিপ্ত বিবৃতিটির সঙ্গে জড়িত ঘটনাগুলি সম্পর্কে ভেবে দেখুন; ব্যবসার এই বিপুল বৃদ্ধি চালিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে মূলধনের উপরে বিরাট চাহিদার কথা তিনি ভেবে দেখুন, এবং একই সঙ্গে তিনি ভেবে দেখুন যে, যে স্বাভাবিক উৎস থেকে এই বিরাট চাহিদার যোগান দিতে হবে, যথা দেশের বার্ষিক সঞ্চয়, গত তিন-চার বছর ধরে তা পরিভুক্ত হয়েছে যুদ্ধের অ-মুনাফাজনক ব্যয়-নির্বাহে। আমি স্বীকার করছি যে আমার বিস্ময় এই যে, সুদের

হার যা আছে, তার চেয়ে আরো উঁচু নয় কেন, কিংবা, অন্য ভাবে বলা যায়, আমার বিস্ময় এই যে এই বিরাট বিরাট কর্মকাণ্ডগুলি চালাবার জন্য মূলধনের জন্য চাপ যা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, তার চেয়ে আরো কঠোর নয় কেন।"

আমাদের কুসীদবৃত্তির ন্যায়শাস্ত্রীর কী আশ্চর্য কথার খিচুড়ি! এখানে তিনি আবার হাজির হয়েছেন তাঁর মূলধনের বর্ধিত মূল্য নিয়ে। বোধ হয় তিনি মনে করেন যে, পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ার, অতএব আসল মূলধনের সঞ্চয়নের এই বিপুল প্রসার ঘটেছিল এক দিকে, এবং অন্য দিকে অবস্থিত ছিল একটি "মূলধন", যার জন্য উদ্ভূত হয়েছিল এক "বিরাট চাহিদা", যাতে করে বাণিজ্যের এই বিপুল বৃদ্ধিকে সম্পাদিত করা যায়। উৎপাদনের এই বিরাট বৃদ্ধি কি স্বয়ং মূলধনেরই বৃদ্ধি নয়, এবং তা যদি একটি চাহিদা সৃষ্টি করে থাকে, তা হলে তা কি একটি যোগানও সৃষ্টি করেনি? এবং যুগপৎ অর্থ মূলধনের একটি বর্ধিত যোগানও? যদি সুদের হার খুব বেশি বেড়ে যেত, তা হলে তা ঘটত কেবল এই কারণে যে অর্থ-মূলধনের চাহিদা বেড়ে গিয়েছিল তার যোগানের চেয়ে আরো দ্রুত গতিতে, যার মানে দাঁড়ায়, অন্য কথায়, এই যে, শিল্প উৎপাদনের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রেডিট-ভিত্তিতে তার কর্মকাণ্ড প্রসারলাভ করেছিল। অর্থাৎ, সত্যিকারের শিল্প প্রসার "আর্থিক সংস্থানের" একটি বর্ধিত চাহিদাও সৃষ্টি করেছিল এবং এই পরবর্তী চাহিদা স্পষ্টতই হচ্ছে আমাদের ব্যাংকার যা বোঝাতে চান "মূলধনের বিপুল চাহিদা কথাটির দ্বারা। এটা নিশ্চয়ই একমাত্র মূলধনের জন্য এই **চাহিদারই** সম্প্রসারণ নয়, যা রপ্তানি বাণিজ্যকে বৃদ্ধি করেছিল £৪৫ থেকে £১২০ মিলিয়নে। এবং তা ছাড়াও, ওভারস্টোন কী বোঝাতে চান, যখন তিনি বলেন যে, ক্রাইমিয়ার যুদ্ধের দ্বারা পরিভুক্ত দেশের বার্ষিক সঞ্চয় গঠন করে এই বিরাট চাহিদার জন্য যোগানের উৎস? প্রথমতঃ কি ভাবে ইংল্যাণ্ড ১৭৯২—১৮১৫ সময় কালে সঞ্চয়ন গঠনে সক্ষম হয়েছিল, যা ছিল ক্ষুদে ক্রাইমিয়ার যুদ্ধ থেকে খুবই ভিন্নতর এক যুদ্ধ দ্বিতীয়তঃ স্বাভাবিক উৎস যদি শুষ্কই হয়ে গিয়েছিল, তা হলে মূলধন প্রবাহিত হয়েছিল কোন্ উৎস থেকে? এটা সুপরিজ্ঞাত যে ইংল্যাণ্ড কোনো বিদেশ থেকে ধার চায়নি। তবু যদি স্বাভাবিক উৎস ছাড়াও কোনো কৃত্রিম উৎস থেকে থাকে, তা হলে যুদ্ধের ব্যাপারে স্বাভাবিক উৎসটিকে এবং ব্যবসার ব্যাপারে কৃত্রিম উৎসটিকে ব্যবহার করাই হত একটি জাতির পক্ষে সর্বোত্তম। কিন্তু যদি কেবল পুরনো মূলধনই প্রাপ্য হত, তা হলে কি তা পারত তার কার্যকারিতাকে দ্বিগুণিত করতে সুদের চড়া হারের মাধ্যমে? ওভারস্টোন স্পষ্টতই মনে করেন যে, দেশের বার্ষিক সঞ্চয় (যা অবশ্য এখানে ধরে নেওয়া হয়েছে পরিভুক্ত হয়ে গিয়েছে বলে) রূপান্তরিত হয় কেবল অর্থ মূলধনে। কিন্তু যদি কোনো আসল সঞ্চয়ন অর্থাৎ উৎপাদনের প্রসার এবং উৎপাদন উপায়ের বৃদ্ধি না হয়ে থাকে, তা হলে এই উৎপাদনের উপরে ঋণগ্রহীতার আর্থিক দাবির সঞ্চয়ন থেকে কী মঙ্গল হবে?

মুনাফার উঁচু হার থেকে উদ্ভূত "মূলধনের মূল্যে বৃদ্ধি"-কে ওভারস্টোন একাত্ম করে ফেলেছেন অর্থ মূলধনের জন্য বৃহত্তর চাহিদার দ্বারা ঘটিত বৃদ্ধির সঙ্গে। এই চাহিদা বৃদ্ধি পেতে পারে এমন সব কারণে সেগুলি মুনাফার হার থেকে নিরপেক্ষ। তিনি নিজেই ১৮৪৭ সালে আসল মূলধনের অবচয়ের ফলে এর বৃদ্ধিপ্রাপ্তির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। যা তার উদ্দেশ্য সাধন করে, তারই উপর নির্ভর করে তিনি মূলধনের মূল্য আরোপ করেন আসল মূলধনের উপরে কিংবা অর্থ মূলধনের উপরে।

আমাদের ব্যাংকিং লর্ডের অসততা এবং নৈতিকতার সৌগন্ধ সহ তাঁর সংকীর্ণমনা ব্যাংকার স্থূলভ দৃষ্টিকোণ প্রকাশ পায় এই প্রশ্নোত্তরে: (৩৭২৮,প্রশ্ন:) "আপনি বলেছেন যে ডিসকাউন্টের হার বণিকের কাছে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বলে আপনি মনে করেন না; আপনি কি দয়া করে বলবেন মুনাফার মামুলি হারটি সম্পর্কে আপনি কি মনে করেন?" —মি: ওভারস্টোন ঘোষণা করেন, এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া "অসম্ভব"। —"৩৭২৯। মুনাফার গড় হারকে ৭ থেকে ১০% ধরে নিলে, ডিসকাউন্ট হারে ২ থেকে ৭ বা ৮% পরিবর্তন অবশ্যই মুনাফার হারকে স্ববিশেষ প্রভাবিত করবে, নয় কি?" (এই প্রশ্নটি নিজেই উদ্যোগ জনিত মুনাফার হারকে মুনাফার হারের সঙ্গে দলা পাকিয়ে ফেলেছে, এবং এই ঘটনাটাকে এড়িয়ে গিয়েছে যে মুনাফার হার হচ্ছে সুদ এবং উদ্যোগজনিত মুনাফার একটি অভিন্ন উৎস। সুদের হার মুনাফার হারকে অনাহত রাখতে পারে কিন্তু উদ্যোগজনিত মুনাফাকে নয়। ওভারস্টোন উত্তর দেন:) "প্রথমত: পার্টিগুলি এমন ডিসকাউন্টের হার দেবে না, যা তাদের মুনাফাকে গুরুতরভাবে ব্যাহত করে; তারা বরং ব্যবসা বন্ধ করে দেবে কিন্তু সেটা করবে না।" (হ্যাঁ যদি তারা তা করতে পারে নিজেদের সর্বনাশ না ক'রে। যতক্ষণ তাদের মুনাফা থাকে উঁচু, তারা ডিসকাউন্ট দেয় কেননা তারা তা দিতে চায়, এবং যখন তা হয় নিচু, তখনো তারা দেয় কেননা দিতে বাধ্য হয়।) "ডিসকাউন্টের মানে কি? কেন একজন লোক বিল ডিসকাউন্ট করে?... কেননা সে চায় একটি বৃহত্তর পরিমাণ মূলধনের উপরে তার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে।" (Ha-ltela! কেননা সে আগে ভাগেই ঘটাতে চায় তার বাঁধা পড়া মূলধনের অর্থ রূপে প্রত্যাগমন এবং নিবারণ করতে চায় তার ব্যবসাকে বন্ধ হয়ে যাওয়া থেকে; কেননা তাকে শোধ করে দিতে হবে সব দেয় পাওনা। সে আরো মূলধন দাবি করে যখন ব্যবসার হাল ভাল, কিংবা যখন সে ফটকা খেলে আরেক জনের মূলধনের উপরে, যদিও ব্যবসার হাল খারাপ। ডিসকাউন্ট কোনো ক্রমেই ব্যবসা প্রসারের একটা কৌশল নয়)। "এবং কেন সে পেতে চায় বৃহত্তর পরিমাণ মূলধনের উপরে তার নিয়ন্ত্রণ? কেননা সে চায় ঐ মূলধন নিয়োগ করতে; এবং কেন সে চায় তা নিয়োগ করতে? কেননা সেটা করা হবে তার পক্ষে মুনাফাজনক; ডিসকাউন্ট যদি তার মুনাফাকে বিনষ্ট করে দিত, তা হলে সেটা তার পক্ষে মুনাফাজনক হত না।"*

এই আত্মতৃপ্ত ন্যায়শাস্ত্রী ধরে নেন যে বিল অব এক্সচেঞ্জ ডিসকাউন্ট করা হয় কেবল

ব্যবসার প্রসার সাধনের উদ্দেশ্যে, এবং ব্যবসার প্রসার সাধন করা হয় কেননা তা মুনাফাজনক। প্রথমে যেটি ধরে নিয়েছেন; সেটি ভুল। সাধারণ ব্যবসায়ী ডিসকাউন্ট করে যাতে করে তার মূলধনের অর্থ-রূপ আগে ভাগেই ঘটাতে পারে এবং তার দ্বারা পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়াকে বহমান রাখতে পারে; তার ব্যবসার প্রসার ঘটাতে বা অতিরিক্ত মূলধন সংগ্রহ করতে নয়, পরন্তু সে যে ক্রেডিট পায়; তার দ্বারা সে যে ক্রেডিট দেয়, তার সমতা বিধান ('ব্যালান্স') করতে। আর সে যদি তার ব্যবসার প্রসার করতে চায় ক্রেডিটের ভিত্তিতে, তা হলে বিল ডিসকাউন্ট করা তার সামান্যই ভাল করবে, কারণ এটা হচ্ছে কেবল যে অর্থ মূলধন এখনি তার হাতে আছে, সেটাকে পরিবর্তিত করা এক রূপ থেকে অন্য রূপে; এর চেয়ে বরং সে একটি দীর্ঘতর কালের জন্য সরাসরি একটা ধার নেবে। ক্রেডিট প্রতারক তার 'অ্যাকোমোডেশন' বিল-গুলিকে ডিসকাউন্ট করে নেবে তার ব্যবসায়িক তৎপরতা বৃদ্ধি করার জন্য, একটি নোংরা কারবারকে আরেকটা নোংরা কারবার দিয়ে ঢাকা দেবার জন্য; মুনাফা করার জন্য নয়, পরন্তু অন্যের মূলধন নিজের দখলে নেবার জন্য।

মিঃ ওভারস্টোন এইভাবে ডিসকাউন্ট করাকে অতিরিক্ত মূলধন ধার করার সঙ্গে একাত্ম করে দেবার পরে (মূলধনের প্রতিনিধিত্বকারী বিলগুলি রূপান্তরিত করার সঙ্গে একাত্ম না করে), আচমকা পিছনে হটে যান—যখনি তার উপরে স্ক্রু আঁটা শুরু হয়।—(৩৭৩০। প্রশ্ন:) "ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়ে বণিকেরা, কিছুকালের জন্য তারা কি তাঁদের কাজ কারবার চালিয়ে যাবে না ডিসকাউন্টের হারে সাময়িক ভাবে একটা বৃদ্ধি ঘটা সত্ত্বেও?" —(ওভারস্টোন:) "কোনো সন্দেহ নেই যে কোনো একটি বিশেষ লেনদেনে, যদি একজন লোক উঁচু সুদের হারের বদলে নিচু হারেই মূলধনের উপরে কর্তৃত্ব পায়, ব্যাপারটা একটি সীমিত প্রেক্ষিতে, তা হলে সেটা হয় তার পক্ষে সুবিধাজনক।" —কিন্তু এটা তো অন্যদিকে খুবই সীমাহীন একটি প্রেক্ষিত, যা মিঃ ওভারস্টোনকে সক্ষম করে খুবই সহসা এ কথা বুঝতে যে কেবল তার মূলধনই, ব্যাংকারের মূলধনই হচ্ছে মূলধন, এবং একথা ধরে নিতে যে, যে লোকটি তার সঙ্গে একটি বিল অব এক্সচেঞ্জ ডিসকাউন্ট করে, সে হচ্ছে মূলধন ছাড়া একটি লোক, ঠিক এই কারণেই যে, তার মূলধন অবস্থান করছে পণ্যের আকারে, কিংবা তার মূলধনের অর্থ রূপ হচ্ছে একটি বিল অব-এক্সচেঞ্জ, যাকে মিঃ ওভারস্টোন রূপান্তরিত করেন আরেকটি অর্থ রূপে।

৩৭৩২। "১৮২৪-এর আইনটি প্রসঙ্গে, আপনি কি বলতে পারেন ব্যাংকে ধাতু-পিণ্ডের অনুপাতে সুদের গড় হার সম্পর্কে কী হয়েছে; এটা কি ঘটনা যে যখন ধাতু-পিণ্ডের পরিমাণ হয়েছে প্রায় £ ৯০,০০·০০০ বা £ ১,০০,০০,০০০, তখন সুদের হার হয়েছে ৬ বা ৭ শতাংশ, এবং যখন তা হয়েছে £ ১,৬০,০০,০০০ তখন সুদের হার হয়েছে, ধরুন ৩ থেকে ৪ শতাংশ?" (পরীক্ষক চান তাঁর উপরে

চাপ সুদের হার ব্যাখ্যা করার জন্য তাঁর উপরে চাপ দিতে যত দূর পর্যন্ত তা প্রভাবিত হয় ব্যাংকের ধাতু-পিণ্ডের পরিমাণের দ্বারা, সুদের হারের ভিত্তিতে, যত দূর পর্যন্ত তা প্রভাবিত হয় মূলধনের মূল্যের দ্বারা।—"আমি এমন হয়েছে বলে আশংকা করি না কিন্তু যদি হয়ে থাকে, তাহলে আমার মনে হয় যে ১৮৪৪ সালের আইন অনুযায়ী যে যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, সেগুলির চেয়েও আরো কঠোর ব্যবস্থা আমাদের নেওয়া উচিত, কারণ এটা যদি সত্য হয় যে, ধাতু-পিণ্ডের সঞ্চয় যত বেশি হয়, সুদের হার তত কম হয়, তা হলে ব্যাপারটার সেই প্রেক্ষিত অনুযায়ী, আমাদের কাজে লাগতে হবে ধাতুপিণ্ডের সঞ্চয়কে অনির্দিষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করা, এবং তা করলে সুদের হার নেমে আসবে শূন্যে।"—এই সস্তা ঠাট্টায় বিচলিত না হয়ে পরীক্ষক কেলি আরো বলেন: "৩৭৩৩। তাই যদি হয় তাহলে এটা ধরে নিয়ে যে £ ৫০,০০,০০০ মূল্যের ধাতুপিণ্ড ব্যাংকে ফিরিয়ে আনতে হবে আগামী ছ' মাসে ধাতুপিণ্ডের পরিমাণ দাঁড়াবে, ধরুন £ ১,৬০,০০,০০০, এবং ধরে নিয়ে যে সুদের হার এইভাবে কমে যাবে ৩ বা ৪ শতাংশ, কিভাবে এটা বলা যায় যে সুদের হার কমে গিয়েছিল, দেশের বাণিজ্য-হ্রাসের কারণে? —আমি বলেছিলাম, সুদের হার হালে যে বেড়ে গিয়েছিল, তা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল দেশের বাণিজ্যে বিপুল বৃদ্ধির সঙ্গে, আমি সুদের হার কমে যাবার কথা বলিনি।" —কিন্তু কেলি যে-কথা বলেন, তা এই: যদি সোনার সংরক্ষিত ভাণ্ডারের সংকোচনের সঙ্গে একযোগে সুদের হারে বৃদ্ধি হয় ব্যবসা-প্রসারের একটি নির্দেশক, তা হলে সোনার সংরক্ষিত ভাণ্ডারের হ্রাসের সঙ্গে একযোগে সুদের হারে হ্রাস তো অবশ্যই হবে ব্যবসা সংকোচের একটি নির্দেশক। এ ব্যাপারে ওভারস্টোনের কোনো জবাব নেই। —(৩৭৩৬। প্রশ্ন:) "আপনাকে" (মূল বয়ানে সর্বত্রই "আপনার লর্ডশিপকে") "বলতে শুনেছি যে অর্থ হচ্ছে মুলধন সংগ্রহের উপায়।" (ঠিক এটাই, অর্থকে একটি উপায় হিসাবে ভাবাটাই হচ্ছে ভুল; অর্থ হচ্ছে মূলধনের একটা রূপ।) "(ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড-এর) ধাতুপিণ্ডের নালার নিচেয় উলটো, **ধনিকদের** জন্য নেই কি অর্থ সংগ্রহের চাপ?"—(ওভারস্টোন:) না, ধনিকেরা নয়, যারা ধনিক নয় তারাই চায় অর্থ সংগ্রহ করতে। এবং কেন তারা অর্থ সংগ্রহ করতে চায়? কারণ অর্থের মাধ্যমে তারা লাভ করে ধনিকের মূলধনের উপরে কর্তৃত্ব- যারা ধনিক নয়, তাদের ব্যবসা পরিচালনা করার জন্য।" —এখানে তিনি সোজাসুজি ঘোষণা করে দিয়েছেন যে ম্যানুফ্যাকচারকারী এবং বণিকেরা ধনিক নয়, এবং ধনিকের মূলধন হল কেবল অর্থ-মূলধন। —"৩৭৩৭। যেসব পার্টি বিল অব এক্সচেঞ্জ কাটে, তারা কি ধনিক নয়?—যে সব পার্টি বিল অব এক্সচেঞ্জ কাটে, তারা ধনিক হতেও পারে, না হতেও পারে।"—এখানে তিনি আটকে গিয়েছেন।

তার পরে তাঁকে প্রশ্ন করা হয় বণিকদের বিল-অব-এক্সচেঞ্জগুলি বিক্রি হয়ে যাওয়া বা জাহাজে পাঠানো পণ্যসমূহের প্রতিনিধিত্ব করে কিনা তিনি অস্বীকার

করেন যে ব্যাংক নোট যেমন সোনার প্রতিনিধিত্ব করে, সেই ভাবে বিল অব-এক্সচেঞ্জ পণ্য মূল্যের প্রতিনিধিত্ব করে। (৩৭৪০, ৩৭৪১)। এটা কিছুটা দুর্বিনীত।

"৩৭৪২। অর্থ প্রাপ্তিই কি বণিকের উদ্দেশ্য নয়? না; বিল কাটার উদ্দেশ্য অর্থ প্রাপ্তি নয়।" —বিল অব এক্সচেঞ্জ কাটা হচ্ছে পণ্য সমূহকে এক ধরনের ক্রেডিট অর্থে রূপান্তরিত করা, ঠিক যেমন বিল অব এক্সচেঞ্জ ডিসকাউন্ট করা হচ্ছে এই ক্রেডিট অর্থকে আরেক ধরনে, যথা ব্যাংক নোটে, রূপান্তরিত করা। যাই হোক, মিঃ ওভারস্টোন এখানে স্বীকার করেন যে ডিসকাউন্ট করার উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্থ প্রাপ্ত হওয়া। এক মুহূর্ত আগে তিনি বলেছিলেন যে ডিসকাউন্টিং মূলধনকে এক রূপ থেকে আরেক রূপে রূপান্তরিত করার উপায় নয়, অতিরিক্ত মূলধন প্রাপ্তির উপায়!

"৩৭৪৩। আতংকের চাপে, যেমন আপনি বলেছেন ঘটেছিল ১৮২৫, ১৮৩৭ এবং ১৮৩৯-এ বণিক সম্প্রদায়ের মহৎ অভিপ্রায়টা কি; তাদের উদ্দেশ্য কি মূলধন বা বিহিত অর্থের উপরে অধিকার অর্জন করা নয়? —তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের ব্যবসার স্বার্থে মূলধনের উপরে কতৃত্ব অর্জন করা।"—তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ক্রেডিটের যে অভাব দেখা দিয়েছে, তার দরুন তাদের উপরে প্রাপ্য বিল অব এক্সচেংগুলির জন্য প্রদানের উপায় সংগ্রহ করা, যাতে করে তারা তাদের পণ্যসমূহকে দামের কমে ছেড়ে দিতে বাধ্য না হয়। যদি তাদের নিজেদের আদৌ কোনো মূলধন না থাকে, তারা তা পায় প্রদানের উপায়ের সঙ্গে, কারণ তারা তা পায় কোনো প্রতিমূল্য ছাড়াই! স্বয়ং অর্থ সংগ্রহের এই তাগিদের পিছনে সর্বদাই থাকে পণ্যের রূপ থেকে বা পাওনাদারের দাবি থেকে অর্থের রূপে রূপান্তরিত করার ইচ্ছা। অতএব এমনকি সংকটের কালগুলি ছাড়াও মূলধন ধার করা এবং ডিসকাউন্টের মধ্যে বিরাট পার্থক্য—দ্বিতীয়টি হচ্ছে, কেবল এক রূপ থেকে আরেক রূপে, বা আসল অর্থে আর্থিক দাবিগুলির রূপান্তর মাত্র।

[এখানে সম্পাদক হিসাবে আমি কয়েকটি মন্তব্য সংযোজনের সুযোগ নিচ্ছি।]

নর্মান, এবং সেই সঙ্গে লয়ড-ওভার স্টোনেরও, কাছে, ব্যাংকার হচ্ছে সর্বদাই সে, যে অন্যান্যকে "মূলধন অগ্রিম দেয়, এবং তার মক্কেল হচ্ছে তারা, যারা তার কাছ থেকে "মূলধন" দাবি করে। যেমন, ওভারস্টোন বলেন যে লোকজন তার মাধ্যমে বিল-অব-এক্সচেঞ্জ ডিসকাউন্ট করিয়ে নেয়, "কারণ তারা চায় **মূলধনের** উপরে কর্তৃত্ব অর্জন করতে" (৩৭২৯), এবং এই লোকজনের কাছে ব্যাপারটা হয় প্রীতিপ্রদ যদি তারা পারে "সুদের নিচু হারে **মূলধনের উপরে কতৃত্ব অর্জন করতে**" (৩৭৩০)। "অর্থ হচ্ছে **মূলধন** সংগ্রহের উপায়" (৩৭৩৬), এবং আতংকের সময়ে বণিক সম্প্রদায়ের মহৎ অভিপ্রায় থাকে" মূলধনের উপরে কর্তৃত্ব অর্জন" (৩৭৪৩)। মূলধন কি সে সম্পর্কে লয়ড-ওভারস্টোনের সমস্ত বিভ্রান্তির মধ্যেও, এটা অন্ততঃ পরিষ্কার যে, ব্যাংকার তার মক্কেলকে যা দেয়, তাকে তিনি অভিহিত করেন মূলধন হিসাবে, এমন একটি মূলধন হিসাবে যার উপরে অধিকার তার মক্কেলের ইতিপূর্বে

ছিল না, কিন্তু যা তাকে দেওয়া হয়েছে, যার উপর তার আগে থেকে অধিকার ছিল, তাকে অনুপূরণ করতে।

অর্থরূপে প্রাপ্তব্য সামাজিক মূলধনের পরিবেশক হিসাবে (ধারের মাধ্যমে) কাজ করতে ব্যাংকার এত অভ্যস্ত যে, প্রতিটি কার্য, যার মাধ্যমে সে অর্থ হস্তান্তরিত করে সেটিই হচ্ছে ধার দেওয়া। সে যত অর্থ দেয়, তা সবই তার কাছে ধার বলে মনে হয়। যদি অর্থটা সরাসরি ধার দেওয়া হয়, তা হলে এটা আক্ষরিক ভাবেই সত্য। এটা বিনিয়োজিত হয় বিল ডিসকাউন্ট করার কাজে; বাস্তবিক পক্ষে, এটা সে নিজেই অগ্রিম দেয়, যে পর্যন্ত না বিলটি পরিশোধ্য হয়। এই ভাবে তার মনে এই ধারণাটি পুষ্টি লাভ করে যে সে যত পেমেণ্ট করে, সবই হল অগ্রিম; অধিকন্তু সেগুলি কেবল এ দিক থেকে অগ্রিম নয় যে সুদ বা মুনাফা পাবার উদ্দেশ্যে অর্থের প্রত্যেকটি বিনিয়োগই অর্থনৈতিক ভাবে বিবেচিত হয় অর্থের অগ্রিম হিসাবে, যা সংশ্লিষ্ট অর্থের মালিক, একজন সাধারণ ব্যক্তি হিসাবে, দেয় তার নিজেকেই, শিল্পোদ্যোগী হিসাবে, কিন্তু দেয় এই নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে যে, ব্যাংকার তার মক্কেলকে ধার দেয় একটি অর্থের পরিমাণ, যা মক্কেলের হাতে আগে থেকেই যে মূলধন ছিল, তাকে বৃদ্ধি করে।

ব্যাংকারের অফিস থেকে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে স্থানান্তরিত এই ধারণাটিই সৃষ্টি করেছে এই বিভ্রান্তিকর বিতর্ক যে, ব্যাংকার তার মক্কেলের হাতে যেটা দেয় নগদ টাকায়, সেটা মূলধন বা নিছক অর্থ, সঞ্চলনের মাধ্যম বা কারেন্সি কিনা। এই— মূলতঃ সরল বিতর্কটির মীমাংসা করতে, আমাদের নিজেদেরকে স্থাপন করতে হবে ব্যাংকের মক্কেলের অবস্থানে। এটা সবটাই নির্ভর করে এই মক্কেল কি চায় আর কি পায় তার উপরে।

যদি ব্যাংক তার মক্কেলের জন্য শুধু ব্যক্তিগত ক্রেডিটের ভিত্তিতেই, তারপক্ষে কোনো জামিন ছাড়াই, একটি লোন মঞ্জুর করে, তা হলে তো ব্যাপারটা পরিষ্কার। তা হলে, সে নিশ্চয়ই পায় নির্দিষ্ট মূল্যের একটি অগ্রিম—সে ইতিমধ্যেই যে মূলধন বিনিয়োগ করেছে, তার অনুপূরক হিসাবে। সে এটা পায় অর্থের রূপে; অতএব, শুধু অর্থ নয়, অর্থ মূলধনও।

অন্য দিকে, যদি সে অগ্রিম পায় জামিনের ভিত্তিতে, তা হলে এটা একটা অগ্রিম এই দিক থেকে যে তাকে এই শর্তে অর্থ দেওয়া হয়েছে যে সে তা ফেরৎ দিয়ে দেবে। কিন্তু এটা মূলধনের অগ্রিম নয়। কেননা জামিন-পত্রগুলিও মূলধনের প্রতিনিধিত্ব করে, এবং অগ্রিমের চেয়েও বৃহত্তর পরিমাণের। সুতরাং প্রাপকে যা জমা দিল জামিন হিসাবে, তার চেয়ে সে পেল অল্পতর মূলধন মূল্য; এটা তার কাছে কোনো অতিরিক্ত মূলধনের প্রতিনিধিত্ব করে না, সে এই লেনদেনে প্রবেশ করে এই জন্য নয় যে, তার মূলধন চাই —তা তার আছে জামিন-পত্রের আকারে—তার চাই অর্থ। সুতরাং এখানে আমরা যা দেখি, সেটা মূলধনের অগ্রিম নয়, অর্থের অগ্রিম।

যদি ধার দেওয়া হয় বিল ডিসকাউন্ট করার মাধ্যমে, তা হলে অগ্রিমের রূপটা

পর্যন্ত অন্তর্হিত হয়ে যায়। তা হলে এটা দাঁড়ায় কেবল ক্রয় এবং বিক্রয়ের ব্যাপারে। 'এণ্ডোর্সমেণ্ট-এর মাধ্যমে বিলটি চলে যায় ব্যাংকের অধিকারে, আর অর্থটা যায় মক্কেলের অধিকারে। তার বেলায় কোনো পরিশোধ দেবার প্রশ্ন নেই। যদি একজন মক্কেল বিল-অব-এক্সচেঞ্জ বা অনুরূপ কোনো ক্রেডিট-মাধ্যমের দ্বারা নগদ টাকা ক্রয় করে, তা হলে তুলো, লোহা বা শস্যের মত তার অন্যান্য পণ্যের দ্বারা নগদ টাকা ক্রয়ের তুলনায় সেটা একটা বেশি বা কম অগ্রিম হবে না। **মূলধনের** অগ্রিম বলে অভিহিত করা তো যায় না। একজন বণিক এবং আরেক জনের মধ্যে প্রত্যেকটি ক্রয়ই হচ্ছে মূলধনের স্থানান্তর। কিন্তু মূলধনের অগ্রিম ঘটে কেবল তখনি, যখন মূলধনের স্থানান্তর পারস্পরিক নয়, এক তরফা এবং একটি সময়কালের জন্য। সুতরাং ডিসকাউন্টের মারফৎ মূলধনের অগ্রিম ঘটতে পারে কেবল যখন একটা বিল হচ্ছে ফটকামূলক, যা কোনো বিক্রীত পণ্যসম্ভারের প্রতিনিধিত্ব করেন না, এবং কোনো ব্যাংকারই এমন একটা বিল নেবে না, যদি সে এটার প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত থাকে। নিয়মিত ডিসকাউন্টের কারবারে ব্যাংকের মক্কেল তাই পায় না কোনো অগ্রিম—মূলধনের বা অর্থের যা, সে পায়, তা হলে বিক্রয় করা পণ্যের জন্য অর্থ।

সুতরাং যেসব ক্ষেত্রে মক্কেল ব্যাংক থেকে মূলধন দাবি করে এবং পায়, সেগুলিকে পরিষ্কার ভাবে পার্থক্য করতে হবে, সেই সব ক্ষেত্র থেকে যেখানে সে কেবল অর্থের অগ্রিম পায় কিংবা ব্যাংক থেকে অর্থ ক্রয় করে। এবং যেহেতু বিরলতম ক্ষেত্রে ছাড়া, মিঃ লয়েড-ওভারস্টোন (যিনি ছিলেন ম্যাঞ্চেস্টারে আমার সংস্থার ব্যাংকার) কদাপি জামিন ছাড়া তাঁর তহবিল থেকে অগ্রিম দিতেন, এটা একই ভাবে সুস্পষ্ট যে মূলধনের অভাবগ্রস্ত ম্যানুফ্যাকচার-কারীদেরকে সদাশয় ব্যাংকারদের দ্বারা বিপুল পরিমাণ মূলধন ধার দেবার কাব্যময় বর্ণনাগুলি হচ্ছে নির্লজ্জ কল্পকথা।

প্রসঙ্গক্রমে, বত্রিশ অধ্যায়ে মার্কস মূলতঃ একই কথা বলেন : প্রদানের মাধ্যমের জন্য দাবি হচ্ছে নিছক **অর্থে রূপান্তরযোগ্যতার** জন্য দাবি, যতক্ষণ পর্যন্ত বণিক এবং উৎপাদনকারীদের হাতে উপহার দেবার মত ভাল জামিন আছে ; যখন কোনো **জামিন** নেই, তখন এটা **অর্থ-মূলধনের** জন্য দাবি যাতে করে প্রদান-মাধ্যমের অগ্রিম দাম তাদেরকে কেবল **অর্থের রূপটিই** দান করে না, সেই সঙ্গে দান করে একটি তুল্যমূল্যও, যা তাদের নেই, তার রূপ যাইহোক না কেন—যে তুল্যমূল্যটি দিয়ে পেমেণ্ট করতে হবে।"—এবং তেত্রিশ অধ্যায়ে পুনর্বার : "একটি বিকশিত ক্রেডিট ব্যবস্থায়, যেখানে অর্থ কেন্দ্রীভূত হয়েছে ব্যাংকারদের হাতে, সেখানে তারাই, **অন্ততঃ নাম,** তা অগ্রিম দেয়। এই অগ্রিম নির্দেশ করে কেবল সঞ্চলন-গত অর্থকে। এটা **সঞ্চলনের** অগ্রিম-দান, যে মূলধনগুলিকে তা সঞ্চলিত করে, সেগুলির অগ্রিম-দান নয়।" মিঃ চ্যাপম্যান যাঁর এসম্পর্কে জানা থাকা উচিত, অনুরূপ ভাবে ডিসকাউন্ট কারবারের ধারণাটিকে সমর্থন করেন : বি-সি ১৮৫৭ : "ব্যাংকারের বিলটি আছে, ব্যাংকার **বিলটি কিনেছে।**" সাক্ষ্য, প্রশ্ন ৫১৩৯।

আমরা অবশ্য আবার এই অধ্যায়টিতে ফিরে আসব আঠাশ অধ্যায়ে।

"৩৭৪৩। আপনি কি দয়া করে বুঝিয়ে বললেন 'মূলধন' কথাটি দিয়ে আপনি কী বোঝান ?—(ওভারস্টোন) "মূলধন গঠিত হয় নানাবিধ পণ্য দিয়ে, যেগুলির সাহায্যে বাণিজ্য নির্বাহ করা হয়; স্থিতিশীল মূলধন আছে, আবর্তনশীল মূলধনও আছে। আপনাদের জাহাজ, জাহাজঘাটা, জেটি হচ্ছে স্থিতশীল মূলধন, আপনার খাদ্য-পানীয়, পোষাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি হচ্ছে আবর্তনশীল মূলধন।"

"৩৭৪৫। দেশ কি ধাতুপিণ্ড চালান যাবার চাপে পীড়িত হচ্ছে ?—শব্দটির যুক্তিসিদ্ধ অর্থে নয়।" (তারপরে আসে রিকার্ডোর পুরনো অর্থ সংক্রান্ত তত্ত্বটি।) "স্বাভাবিক অবস্থায় বিশ্বের অর্থ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে বণ্টিত হয় কয়েকটি অনুপাতে; এই অনুপাতগুলি এমন যে (অর্থের) বণ্টন ব্যবস্থায় একটি দেশ এবং যৌথ ভাবে বাকি সমস্ত দেশের মধ্যে আদান-প্রদান হবে পণ্য আদান-প্রদান ; কিন্তু বিঘ্নকারী ঘটনা সমূহের উদ্ভব ঘটবে বণ্টনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করবার জন্য, এবং যখন তা ঘটে, তখন একটি দেশের অর্থের কিছু অংশ অন্যান্য দেশে চলে যায়।"—"৩৭৪৬। মাননীয় মহাশয় এখন 'অর্থ' কথাটি ব্যবহার করছেন। আমার মনে হয় আগে আপনার মুখে শুনেছিলাম এটা মূলধনের লোকসান।—সেই মূলধনের লোকসানটা কী ছিল?"—"৩৭৪৭। ধাতুপিণ্ডের রপ্তানি ?—না, আমি তেমন বলিনি। আপনি যদি ধাতুপিণ্ডকে মূলধন হিসাবে গণ্য করেন, তা হলে নিঃসন্দেহে এটা মূলধনের লোকসান, এটা সেই সব মূল্যবান ধাতুর একটি অংশ হাতছাড়া করা, যেগুলি গঠন করে সব বিশ্বের অর্থ।" —"৩৭৪৮। আমার মনে হয়, মাননীয়, আপনি বলেছিলেন যে ডিসকাউন্টের হার পরিবর্তন হচ্ছে মূলধনের মূল্যে পরিবর্তনেরই একটি লক্ষ্য মাত্র?—আমি বলেছিলাম।"—"৩৭৪৯। আর ডিসকাউন্টের হারে পরিবর্তন ঘটে ব্যাংক অর্ব ইংল্যাণ্ড এর ধাতুপিণ্ড-ভাণ্ডারে পরিবর্তনের সঙ্গে ?—হাঁ, কিন্তু আমি আগেই বলেছি যে সুদের হারে হ্রাসবৃদ্ধি, যা ঘটে অর্থের পরিমাণে পরিবর্তনের কারণে", (সুতরাং যা তাঁর মতে এখানে হচ্ছে সত্যি সত্যিই বিদ্যমান আছে এমন সোনার পরিমাণ) "তা একটি দেশে খুবই কম।"

"৩৭৫০।—তা হলে কি মাননীয় মহাশয় বোঝাতে চান যে, ডিসকাউন্টের হারে সচরাচর যেমন হয় তার চেয়ে বেশি অবিরাম যদিও সাময়িক বৃদ্ধি ঘটলে, মূলধন আগে যা ছিল, তার চেয়ে কম হয় ?—কথাধার এক অর্থে, কমই বটে। মূলধন এবং তার জন্য চাহিদার মধ্যে অনুপাতে পরিবর্তন ঘটে; এটা ঘটতে পারে বর্ধিত চাহিদার ফলে, মূলধনের পরিমাণে হ্রাসের ফলে নয়।" (কিন্তু এক মুহূর্ত আগে এটা ছিল মূলধন =অর্থ কিংবা সোনা, এবং কিছুক্ষণ আগে তিনি সুদের হার-বৃদ্ধিকে তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন মুনাফার উঁচু হারের সাহায্যে—ব্যবসা বা মূলধনের সংকোচন জনিত কারণে নয়, বরং সম্প্রসারণ-জনিত কারণে।)

"৩৭৫১। কি সেই মূলধন, যা আপমি ? বিশেষভাবে উল্লেখ করছেন ?—সেটা

সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করে প্রত্যেক লোক কি মূলধন চায়, তার উপরে। এটা হচ্ছে সেই মূলধন, নিজের ব্যবসা চাইতে যে মূলধন দেশের হাতে থাকে, এবং যখন ব্যবসা দ্বিগুণ হয়ে যায়, তখন যে-মূলধন দিয়ে ব্যবসা পরিচালিত হয়, তার চাহিদা অবশ্যই বিপুল ভাবে বৃদ্ধি পাবে।" (এই চতুর ব্যাংকার আগে ব্যবসায়িক তৎপরতা দ্বিগুণ করেন এবং পরে মূলধনের চাহিদা বৃদ্ধি করেন, যার সাহায্যে তা দ্বিগুণ করতে হবে। তিনি কেবল দেখেন তাঁর মক্কেলকে, যে-লোকটি মিঃ লয়েডের কাছ থেকে চায় আরো মূলধন, যা দিয়ে সে পারে তার ব্যবসাকে দ্বিগুণ করতে।)—"মূলধন অর্থ যে-কোনো অর্থ পণ্যের মতই" (কিন্তু মিঃ লয়েডের মতে মূলধন পণ্যের মোট সম্ভার ছাড়া আর কিছু নয়), "তার দামে পরিবর্তন ঘটবে" (অতএব পণ্যগুলি তাদের দাম পরিবর্তন করবে দুবার, একবার পণ্য হিসাবে, দ্বিতীয় বার মূলধন হিসাবে), "যোগান এবং চাহিদা অনুযায়ী।"

"৩৭৫২। ডিসকাউন্টের হারে পরিবর্তন সাধারণ ভাবে যুক্ত থাকে সোনার পরিমাণে পরিবর্তনের সঙ্গে, যে সোনা রয়েছে ব্যাংক (অফ ইংল্যাণ্ড)-এর ভাণ্ডারে। মাননীয় মহাশয় কি এই সোনার কথাই বলছেন?—না।"—"৩৭৫৩। মাননীয় মহাশয়, আপনি কি এমন একটি দৃষ্টান্ত দিতে পারবেন যেখানে ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড-এর ভাণ্ডারে মূলধনের বিপুল পরিমাণ যুক্ত ছিল ডিসকাউন্টের উচ্চ হারের সঙ্গে?—ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড মূলধন আমানত রাখার জায়গা নয়, এটা অর্থ আমানত রাখার জায়গা।" —"৩৭৫৪। মাননীয় মহাশয়, আপনি বলেছেন, সুদের হার নির্ভর করে মূলধনের পরিমাণের উপরে, আপনি কি দয়া করে বলবেন কোন মূলধন আপনি বুঝিয়েছেন, এবং এমন একটি দৃষ্টান্তও দেখাতে পারেন যেখানে ব্যাংকে বিপুল পরিমাণ ধাতুপিণ্ড রয়েছে এবং একই সময়ে রয়েছে ডিসকাউন্টের উচ্চ হার?—এটা খুবই সম্ভব (আহা!) যে ব্যাংকে ধাতুপিণ্ডের পুঞ্জীভবনের সঙ্গেও থাকতে পারে সুদের একটি নিম্ন হার কেননা যে-সময়কালে মূলধনের চাহিদা হ্রাসপ্রাপ্ত" (যথা, অর্থ মূলধন; যে সময়কালের কথা এখানে বলা হয়েছে, সেটা, ১৮৪৪ এবং ১৮৪৫, ছিল সমৃদ্ধির সময়), সেটা এমন একটা সময় কাল, যখন, অবশ্য, যে-উপায় বা মাধ্যমের মারফৎ আপনি মূলধনের উপরে কর্তৃত্ব করেন, তা পুঞ্জিত হতে পারে।" —"৩৭৫৫। তা হলে, আপনি মনে করেন যে ডিসকাউন্টের হার এবং ব্যাংকের ভাণ্ডারস্থিত ধাতুপিণ্ডের মধ্যে কোনো যোগ নেই?—যোগ একটা থাকতে পারে, কিন্তু সেটা নীতির যোগ নয়" ১৮৪৪ সালের ব্যাংক আইনটি কিন্তু এটাকে ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড-এর একটি নীতি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছিল যে তার অধিকার যে-ধাতুপিণ্ড আছে, তার পরিমাণ দিয়েই সুদের হার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে), "সময়ের সমকালীনতা ঘটতে পারে।"—"তা হলে আপনার কথা এইভাবে বুঝলে কি ঠিক হবে যে, চাপের অবস্থায়, ডিসকাউন্টের উচ্চ হারের ফলে, এই দেশের বণিকদের সমস্যা অর্থ সংগ্রহের সমস্যা নয়, মূলধন সংগ্রহের সমস্যা?—আপনি দুটি জিনিসকে এক সঙ্গে রেখেছেন, যে-দুটিকে আমি সে ভাবে যুক্ত করিনি; তাদের সমস্যা

মূলধন সংগ্রহের ব্যাপারে, এবং তাদের সমস্যা অর্থ-সংগ্রহের ব্যাপারেও।…এর অগ্রগতির দুটি পরপর পর্যায় হিসাবে নিলে অর্থ সংগ্রহের সমস্যা এবং মূলধন সংগ্রহের সমস্যা হচ্ছে একই সমস্যা।"—এখানে মাছটা আবার জালে পড়েছে। প্রথম সমস্যাটা হ'ল বিল-অব এক্সচেঞ্জ ডিসকাউন্টে করা, কিংবা পণ্য জামিন রেখে ধার নেওয়া। এটা হচ্ছে মূলধনকে, তা মূলধনের একটি বাণিজ্যিক নিদর্শনকে অর্থে রূপান্তরিত করা। এবং এই সমস্যাটা প্রকাশ পায়, অর্থাৎ জিনিসের সঙ্গে, সুদের এক উঁচু হারের মধ্যে। কিন্তু যে-মুহূর্তে অর্থ পাওয়া গেল, দ্বিতীয় সমস্যাটা কি? কেউ কি কখনো তার অর্থ থেকে নিষ্কৃতি পেতে কোনো সমস্যার মুখোমুখি হয়, যখন ব্যাপারটা কেবল ব্যয় করার? আর এটা যদি হয় একটা ক্রয়ের ব্যাপার কেউ কি কখনো কোনো সমস্যায় পড়েছে সংকটের সময়ে খরিদ করতে গিয়ে? আর তর্কের খাতিরে, এটা যদি হয় শস্য, তুলো ইত্যাদির মত একটি নির্দিষ্ট অভাবের ব্যাপার, তাহলে এই সমস্যাটা প্রকাশ পেতে পারে, কেবল এই পণ্যগুলির দামে, অর্থ-মূলধনের মূল্যে নয়, অর্থাৎ সুদের হারে নয়; আর এই সমস্যাটা, চূড়ান্ত বিশ্লেষণে অতিক্রান্ত হয় এই ঘটনা দ্বারা যে আমাদের লোকটির এখন সেগুলি কেনার মত অর্থ আছে।

"৩৭৬০! কিন্তু ডিসকাউন্টের উঁচু হার তো, অর্থ প্রাপ্তির একটি বর্ধিত সমস্যা? —এটা অর্থ প্রাপ্তির একটি বর্ধিত সমস্যা বটে, কিন্তু এই জন্য নয় যে তুমি অর্থ পেতে চাও; এটা হচ্ছে কেবল সেই রূপটি" (আর এই রূপটি ব্যাংকারের পকেটে মুনাফা এনে দেয়) "যে রূপে মূলধন প্রাপ্তির বর্ধিত সমস্যাটা নিজেকে, উপস্থিত করে একটি সভ্য রাষ্ট্রের জটিল সম্পর্ক সমূহ অনুসারে।"

"৩৭৬০। (ওভারস্টোনের উত্তর) ব্যাংকার হচ্ছে মধ্যস্থ, যে এক দিকে আমানত গ্রহণ করে, এবং অন্যদিকে সেই আমানত প্রয়োগ করে—**মূলধনের রূপ** তাকে লোকজন ইত্যাদির হাতে ন্যস্ত ক'রে।"

অবশেষে আমরা জানতে পেলাম মূলধন বলতে তিনি কি বোঝান। তিনি অর্থকে মূলধনে রূপান্তরিত করেন "তাকে ন্যস্ত করে", একটু কম নরম করে বললে তাকে সুদে ধার দিয়ে।

মিঃ ওভারস্টোন এ কথা বলার পরে যে, ডিসকাউন্টের হারে পরিবর্তন ব্যাংকের সোনার মজুদের পরিমাণে পরিবর্তনের সঙ্গে কিংবা প্রাপ্তব্য অর্থের পরিমাণে পরিবর্তনের সঙ্গে, আবশ্যিকভাবেই যুক্ত নয়, বড় জোর সেখানে ঘটতে পারে কেবল একটা সময়ের সমকালীনতা, তিনি আবার বলেন:

"৩৮০৫। যখন একটি দেশের অর্থ বাইরে চালানের ফলে হ্রাস পায়, তার মূল্য পায়, এবং ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ডকে অর্থের মূল্যে এই পরিবর্তনের সঙ্গে অবশ্যই সংগতি রক্ষা করতে হবে" (অতএব **মূলধন হিসাবে** অর্থের মূল্যে অর্থ কথায়, সুদের হারে এই পরিবর্তনের সঙ্গে, কারণ পণ্যের সঙ্গে তুলনায়, **অর্থ হিসাবে** অর্থের

মূল্য একই থাকে), অর্থনীতির পরিভাষায় যাকে বলা হয় "সুদের হার বৃদ্ধি করা, তাই করতে হবে।"

"৩৮১৯। আমি কখনো এই দুটিকে গুলিয়ে ফেলি না"—'দুটি' মানে অর্থ এবং মূলধন এবং গুলিয়ে ফেলেন না, স্রেফ এই কারণে যে তিনি কখনো এই দুটিকে আলাদা করেন নি।"

"৩৮৩৪। বিপুল পরিমাণ অর্থ হয়েছিল যা **বস্তুত পক্ষে মূলধন**, দিতে হয়েছিল দেশের প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্যাদির সরবরাহ বাবদে" (১৮৪৭ সালের শস্যের জন্য।)

"৩৮৪১। কোনো সন্দেহ নাই যে ডিসকাউন্টের হারে পরিবর্তনের সঙ্গে" (ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড-এর) "মজুদের অবস্থার একটি অতি নিবিড় সম্পর্ক আছে, কারণ মজুদের অবস্থা হচ্ছে দেশে অর্থের পরিমাণে বৃদ্ধি বা হ্রাসের নির্দেশক; এবং যে অনুপাতে দেশের অর্থ বৃদ্ধি বা হ্রাস পায়, সেই অনুপাতে অর্থের মূল্য বৃদ্ধি বা হ্রাস পায়, এবং ডিসকাউন্টের ব্যাংক-রেট সেই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করবে।" —অতএব, ৩৭৫৫ নম্বরে মিঃ ওভারস্টোন যা সজোরে অস্বীকার করেছিলেন, এখানে তাই স্বীকার করছেন।—"৩০৪২। তাদের দুয়ের মধ্যে একটি নিবিড় যোগ রয়েছে।" 'দুয়ের মধ্যে' মানে, এক দিকে ইস্যু বিভাগে ধাতুপিণ্ডের পরিমাণ, অন্য দিকে ব্যাংকিং বিভাগে নোটের মজুদ। এখানে তিনি সুদের হার পরিবর্তন ব্যাখ্যা করছেন অর্থের পরিমাণে পরিবর্তনের দ্বারা। কিন্তু এই বক্তব্যটি ভুল। মজুদ সংকুচিত হতে পারে, কারণ দেশে সঞ্চলনশীল অর্থ বৃদ্ধি পায়। এই ব্যাপার ঘটে যখন জনসাধারণ আরো বেশি নোট নেয় এবং ধাতুর মজুদ কমে যায় না। কিন্তু এমন ক্ষেত্রে সুদের হার বেড়ে যায়, কেননা তখন ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড-এর ব্যাংকিং মূলধন ১৮৪৪-এর ব্যাংক আইনের দ্বারা সীমাবদ্ধ। কিন্তু একথা বলার সাহস তাঁর নেই, কারণ এই আইনের দরুন এই দুটি বিভাগের পরস্পরের সঙ্গে কিছু করার নেই।

"৩৮৫৯। মুনাফার উঁচু হার সর্বদাই মূলধনের জন্য একটি বড় চাহিদা সৃষ্টি করবে; মূলধনের জন্য বড় চাহিদা আবার তার মূল্য বৃদ্ধি করবে।" —অবশেষে এখানে আমরা পেলাম মুনাফার উঁচু হার এবং মূলধনের মধ্যেকার সংযোগটি, যেভাবে ওভারস্টোন সেটি ধারণা করেন সেইভাবে। এখন দৃষ্টান্ত স্বরূপ, মুনাফার একটা উঁচু হার ১৮৪৪-৪৫ সালে চালু ছিল তুলো শিল্পে, কারণ কাঁচা তুলো ছিল সস্তা, এবং তাই রইল; অন্য দিকে যখন তুলো-জাত দ্রব্যাদির চাহিদা ছিল প্রবল। মূলধনের মূল্য (এবং আগেকার এক বিবৃতিতে ওভারস্টোন তাকেই মূলধন বলে অভিহিত করেছেন, যা কিছুই প্রত্যেকের (চাই তার ব্যবসায়ের জন্যে), অতএব এ ক্ষেত্রে কাঁচা পাটের মূল্য, ম্যানুফ্যাকচারকারীর পক্ষে বৃদ্ধি পায়নি। ...মুনাফার উঁচু হার কোন তুলো ম্যানুফ্যাকচারকারীকে প্রেরণা যোগাতে পারে তার ব্যবসার প্রসার সাধনের জন্য ক্রেডিট সংগ্রহ করতে। তার ফলে তার চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছিল অর্থ মূলধনের জন্য, কিন্তু অন্য কিছুর জন্য নয়।

"৩৮৮৯। ধাতুপিণ্ড অন্য হতেও পারে, না হতেও পারে, ঠিক যেমন কাগজ ব্যাংক-নোট হতেও পারে, না হতেও পারে।

"৩৮৯৬। মাননীয় মহাশয়, ১৮০ সালে আপনি যে যুক্তিটি দিয়েছিলেন, সেটিকে যদি আমি এই ভাবে বুঝি যে, ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড থেকে নির্গত নোটগুলি অবশ্যই তাদের সঙ্গে যোগ করেছে, সেই নোটগুলিকেও, যেগুলি রয়েছে ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড এর ব্যাংকিং রিজার্ভে।" —এটা চূড়ান্ত। এই যে স্বেচ্ছাচারী সংস্থান যে, ব্যাংকের ধন ভাণ্ডারে যে পরিমাণ সোনা আছে, তা সেই পরিমাণ এবং তার উপরে আরো ২০ মিলিয়ন নোট ছাড়তে পারে, অবশ্য, নির্দেশ করে যে, এর নোট ছাড়ার পরিমাণ সোনার মজুদের পরিমাণের সঙ্গে বাড়ে-কমে। কিন্তু যেহেতু উপস্থিত "আমাদের হাতে সংবাদের যে কটি উপায় আছে" পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দেয় যে ব্যাংক (অব ইংল্যাণ্ড) কত পরিমাণ নোট এই ভাবে ম্যানুফ্যাকচার করতে পারে (এবং যা ইস্যু বিভাগ স্থানান্তরিত করে ব্যাংকিং বিভাগে)—দেখিয়ে দেয় যে ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ডের দুটি বিভাগের মধ্যে এই সঞ্চলন, সোনার মজুদেব পরিমাণের সঙ্গে যা বাড়ে কমে, তা ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ডের বাইরেকার ব্যাংক নোটসমূহের সঞ্চলনের বাড়া-কমাকে নির্ধারণ করে না, সেই হেতু এই শেষোক্তটি—আসল সঞ্চলনটি—হয়ে পড়ে ব্যাংক-প্রশাসনের পক্ষে একটি অনাগ্রহজনক ব্যাপার, এবং ব্যাংকটির দুই বিভাগের মধ্যেকার সঞ্চলনই, যার পার্থক্য বিম্বিত হয় মজুদের মধ্যে, তাই হয়ে ওঠে একমাত্র নিয়ন্তা। বাইরের জগতের কাছে এই অভ্যন্তরীণ সঞ্চলন কেবল এই গুরুত্বপূর্ণ যে উক্ত মজুদ ধাতুপিণ্ড থেকে বোঝা যায় যে ব্যাংক তার নোট ছাড়বার বিধিবদ্ধ সর্বোচ্চ সীমার কত কাছে পৌঁছেছে, এবং তার মক্কেলরা ব্যাংকিং বিভাগ থেকে এখনো কতটা পেতে পারে।

ওভারস্টোনের অসদাচারের একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত নীচে দেওয়া হল :

"৪২৪৩। আপনি কি মনে করেন মূলধনের পরিমাণ মাসে মাসে এমন মাত্রায় দোল খায় যে, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ডিসকাউন্টের হারে ইতস্ততঃ দোলনগুলিতে যে ভাবে দেখানো হয়েছে, সেইভাবে তার মূল্যকে বদলে দেয়?—মূলধনের চাহিদা এবং যোগানের মধ্যেকার সম্পর্কটা যে এমনকি সংক্ষিপ্ত সময়কালের মধ্যেও অদল-বদল হতে পারে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কাল যদি ফ্রান্স একটি নোটিস দিয়ে দেয় যে সে একটা বড় রকমের ধার দিতে চায়, তা হলে কোনো সন্দেহ নেই যে তা এ দেশে **অর্থের মূল্যে**, মানে **মূলধনের মূল্যে**, একটা বড় রকরের অদল-বদল ঘটিয়ে দেবে।"

"৪২৪৫। ফ্রান্স যদি ঘোষণা করে যে, কোনো এক কারণে তার হঠাৎ দরকার পড়েছে ৩০ মিলিয়ন মূল্যের পণ্যসম্ভার, তা হলে, অধিকতর বিজ্ঞান-সম্মত ও সহজবোধ্য ভাষায় বললে, **মূলধনের** জন্য চাহিদা বিপুলভাবে বেড়ে যাবে।"

"৪২৪৬। ফ্রান্স তার এই ধার দিয়ে যে **মূলধন** কিনতে চায়, তা এক জিনিস এবং যে **অর্থের** সাহায্যে সে সেটা কেনে, তা **আরেক** জিনিস; যার মূল্যে অ-দলবদল হয়, তা কি অর্থ, কিংবা অর্থ নয়?—মনে হচ্ছে আমরা পুরনো প্রশ্নটাকেই আবার জাইয়ে তুলছি, যেটা একজন ছাত্রের পাঠঘরের পক্ষে মানায় কিন্তু এই কমিটি কক্ষের পক্ষে মানায় না।"—এবং এই বলে তিনি বিদায় নেন, তবে ছাত্রের পাঠঘরে নয়।[১]

১. মূলধন সংক্রান্ত কথাগুলি নিয়ে ওভারস্টোনের বিভ্রান্তি সম্পর্কে আরো দ্রষ্টব্য দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ের শেষ দিকে।—এঙ্গেলস

সপ্তবিংশ অধ্যায়

ধনতান্ত্রিক উৎপাদনে ক্রেডিটের ভূমিকা

এ পর্যন্ত ক্রেডিট ব্যবস্থা সম্পর্কে যেসব মন্তব্য করেছি, সেগুলি নিম্নরূপ :

১. মুনাফা-হারের সমীভবন, কিংবা এই সমীভবনের গতিক্রিয়া, যার উপর নির্ভর করে সমগ্র ধনতান্ত্রিক উৎপাদন, তা সম্পাদনের জন্য এর প্রয়োজনীয় বিকাশ সাধন।

২. সঞ্চলন-ব্যয়ের সংকোচ-সাধন।

১) প্রধান প্রধান সঞ্চলন-ব্যয়সমূহের একটি হল স্বয়ং অর্থ, যা নিজেই একটি মূল্য। ক্রেডিটের মাধ্যমে তিন ভাবে তার সাশ্রয় হয়।

ক) বহুসংখ্যক লেনদেনে তাকে একেবারে বাদ দিয়ে।

খ) সঞ্চলন-মাধ্যমটির সঞ্চলনকে ত্বরান্বিত করে।[১] ২) এর অধীনে যা বলা হবে, এটা অংশতঃ তার অনুরূপ। এক দিকে, এই ত্বরণটা কৃৎকৌশলগত, অর্থাৎ, পরিভোগের জন্য পণ্যসম্ভারের সত্যিকারের প্রতিবর্তনের একই আয়তন ও সংখ্যার ক্ষেত্রে, অল্পতর পরিমাণ অর্থ বা অর্থ-প্রতীক একই কার্য সম্পাদন করে। এটা ব্যাংকিং-এর কৃৎকৌশলের সঙ্গে সংবদ্ধ। অন্যদিকে, ক্রেডিট পণ্যসমূহের রূপাবর্তন এবং এই ভাবে অর্থের সঞ্চলন-বেগকে ত্বরান্বিত করে।

১, "সঞ্চলনে স্থিত নোটের বাৎসরিক গড় পরিমাণ ছিল ১৮১২ সালে ১০,৬৫,৩৮,০০০, ফ্রাঁ; ১৮১৮ সালে ১০,১২,০৫,০০০ ফ্রাঁ; যখন কারেন্সির চলাচল অর্থাৎ সমস্ত খাত মিলিয়ে ব্যয় ও আয়ের বাৎসরিক মোট পরিমাণ ছিল ১৮১২ সালে ২৮৩,৭৭,১২,০০০ ফ্রাঁ, ১৮১৮ সালে ৯৬৬,৫০,৩০,০০০ ফ্রাঁ। সুতরাং ফ্রান্সে কারেন্সির তৎপরতার অনুপাত ১৮১৮ সালে ছিল ১৮১২ সালের তুলনায় ৩:১। সঞ্চলনের গতিবেগের প্রধান নিয়ামক হচ্ছে ক্রেডিট। ....এ থেকে বোঝা যায় কেন টাকার বাজারের উপরে জোর চাপের সঙ্গে পূর্ণ সঞ্চলন যুগপৎ ঘটে।" (*The Currency Theory Reviewed*, etc, p,65)—"১৮৩৩ এর সেপ্টেম্বর এবং ১৮৪৩ এর সেপ্টেম্বরের মধ্যে গোটা যুক্তরাজ্য জুড়ে প্রায় ৩০০ ব্যাংক নানা ধরনের নোট-ইস্যুর সঙ্গে সংযোজিত হয়েছিল; এর ফল দাঁড়িয়েছিল সঞ্চলনে আড়াই মিলিয়ন পরিমাণ সংকোচন; ১৮৩৩ সালের সেপ্টেম্বরের শেষে তা ছিল £৩,৬০,৩৫,২৪৪ এবং ১৮৪৩-এর সেপ্টেম্বরের শেষে £৩,৩৫,১৮,৫৫৩।" (ঐ পৃঃ ৫৩)—"স্কটিশ সঞ্চলনের বিস্ময়কর তৎপরতার দৌলতে £১০০ দিয়ে একই পরিমাণ আর্থিক লেন দেন সম্পন্ন করা সম্ভব হয় যা করতে ইংল্যাণ্ডে লাগে £৪২০।" (ঐ, পৃঃ ৫৫। এখানে কেবল কর্মকাণ্ডটির কৃৎকৌশলগত দিকটার কথাই বলা হয়েছে।)

গ) স্বর্ণ-মুদ্রার পরিবর্তে কাগুজে নোটের প্রচলন।

২) ক্রেডিটের মাধ্যমে সঞ্চলনের এক একটি পর্যায়ের, কিংবা পণ্যের রূপাবর্তনের পরে মূলধনের রূপাবর্তনের, ত্বরান্বয়-সাধন, এবং সেই সঙ্গে সাধারণভাবে পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ারও ত্বরান্বয়-সাধন। (অন্যদিকে, ক্রেডিট ক্রয় এবং বিক্রয়ের ক্রিয়া দুটিকে দীর্ঘতর কালের জন্য আলাদা রাখে এবং এইভাবে ফটকাবাজির ভিত্তি হিসাবে কাজ করে)। সংরক্ষিত ভাণ্ডারের সংকোচন-সাধন, যাকে দু ভাবে দেখা যেতে পারে: এক দিকে সঞ্চলন-মাধ্যমের সংকোচন হিসাবে এবং অন্য দিকে, মূলধনের সেই অংশের সংকোচন, যা অবশ্যই সর্বদা থাকবে অর্থ হিসাবে।[১]

৩. স্টক কোম্পানি গঠন। তার ফলে:

১) উৎপাদনের আয়তনের ও উদ্যোগ সমূহের বিপুল সম্প্রসারণ, যা ছিল ভিন্ন ভিন্ন একক মূলধনের পক্ষে অসম্ভব। একই সময়ে যে উদ্যোগগুলি আগে ছিল সরকারি উদ্যোগ, সেগুলি পাব্লিক।

২) যে মূলধন নিজে নির্ভর করে উৎপাদনের একটি সামাজিক পদ্ধতির উপরে এবং ধরে নেয় উৎপাদনের উপায় এবং শ্রমের সংকেন্দ্রীভবনের আগে থেকে উপস্থিতি, তা এখানে প্রত্যক্ষভাবেই হয় সামাজিক মূলধনের (প্রত্যক্ষভাবেই সম্মিলিত ব্যক্তিদের মূলধনের) রূপের দ্বারা মণ্ডিত—ব্যক্তিগত মূলধন থেকে যা পৃথক, এবং তার উদ্যোগগুলি ধারণ করে সামাজিক উদ্যোগের রূপ—ব্যক্তিগত উদ্যোগ থেকে যা পৃথক। এটা হল খোদ ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের কাঠামোর মধ্যেই ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে মূলধনের অবসান।

৩) সত্যিকারের কার্যরত ধনিককে অন্য লোকদের মূলধনের নিছক একজন ব্যবস্থাপকে তথা প্রশাসকে, এবং মূলধনের মালিককে নিছক একজন মালিকে তথা অর্থ-ধনিকে রূপান্তরিতকরণ। এমন কি যে লভ্যাংশ তারা পায়, তা যদি সুদ এবং উদ্যোগজনিত মুনাফাও, অর্থাৎ মোট মুনাফাও অন্তর্ভুক্ত করে (কেননা ব্যবস্থাপকের বেতন হল, কিংবা হওয়া উচিত, এক বিশেষ ধরনের কুশলী শ্রমের মজুরি যার দাম শ্রমের বাজারে অন্য যে-কোনো প্রকারের শ্রমের মতই নিরূপিত হয়), তা হলেও এই মোট মুনাফা এখন পাওয়া যায় কেবল সুদের রূপে। অর্থাৎ মূলধনের মালিকানা বাবদে কেবল প্রতিপূরণ হিসাবে—যে মূলধনের মালিকানা এখন সত্যিকারের পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, ঠিক যেমন ব্যবস্থাপকের ব্যক্তি-ভূমিকা এখন মূলধনের মালিকানা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। মুনাফা এই ভাবে দেখা দেয় (আর, যাকে সুদ বলা হয়, তার কেবল সেই অংশটি মাত্র নয়, যা তার

---

১. "ব্যাংকগুলির প্রতিষ্ঠার আগে....কারেন্সির কাজকর্মে তুলে নেওয়া মূলধনের পরিমাণ সব সময়ই ছিল আরো বেশি—পণ্যসমূহের সত্যিকারের সঞ্চলনে যতটা আবশ্যক ছিল তার তুলনায়।"—(*Economist*, 1845, P 238)

পক্ষে সমর্থন লাভ করে ধার-গ্রহীতার মুনাফা থেকে) অপরের উদ্বৃত্ত, মূল্যের নিছক আত্মীকরণ হিসাবে, যার উদ্ভব ঘটে উৎপাদনের উপায় সমূহের মূলধনে রূপান্তরণ থেকে অর্থাৎ সত্যিকারের উৎপাদনকারীর প্রতিপ্রেক্ষিতে তাদের পরকীকরণ থেকে উৎপাদনের কাজে সত্য সত্যই নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির—ম্যানেজার থেকে সর্বশেষ দিন-মজুর পর্যন্ত প্রত্যেক ব্যক্তির—প্রেক্ষিতে আরেক জনের সম্পত্তি হিসাবে তাদের প্রতি-স্থিতি ('অ্যান্টিমিসিল') থেকে। স্টক কোম্পানিগুলিতে কাজটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় মূলধনের মালিকানা থেকে, অতএব শ্রমও সম্পূর্ণ ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় উৎপাদনের উপায় উপকরণ এবং উদ্বৃত্ত-শ্রমের মালিকানা থেকে। ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের চূড়ান্ত বিকাশের এই ফলটি হচ্ছে উৎপাদনকারীদের সম্পত্তিতে মূলধনের পুনঃরূপান্তর পরিগ্রহের পথে একটি আবশ্যিক অতিক্রান্তিকালীন পর্যায়—যদিও এককভাবে উৎপাদনকারীদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে নয়। বরং সম্মিলিতভাবে উৎপাদন-কারীদের সম্পত্তি হিসাবে, সোজাসুজি সামাজিক সম্পত্তি হিসাবে। অন্যদিকে স্টক কোম্পানী হল পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ায় যে কাজগুলি এখনো ধনতান্ত্রিক সম্পত্তির সঙ্গে গ্রন্থিবদ্ধ আছে, সেই যাবতীয় কাজের অতিক্রান্তি সম্মিলিত উৎপাদনকারীদের কার্যাবলীতে, সামাজিক কার্যাবলীতে।

আরো এগোবার আগে, অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই ঘটনাটি এখনো উল্লেখ করা বাকি আছে: যেহেতু মুনাফা এখানে ধারণ করে সুদের বিশুদ্ধ রূপ, সেই হেতু এই ধরনের উদ্যোগ প্রভৃতি আজও সম্ভব যদি সেগুলি শুধু সুদই দান করে, আর যে সব কারণ মুনাফার সাধারণ হারের পতন রোধ করে, এটা সেগুলির মধ্যে একটি, কেননা এই ধরনের উদ্যোগসমূহ যেগুলিতে অস্থির মূলধনের সঙ্গে স্থির মূলধনের অনুপাত এত বিপুল, সেগুলি আবশ্যিকভাবে মুনাফার সাধারণ হারের সমতা সাধনে প্রবেশ করে না।

[মার্কস এ কথা লেখার পর থেকে শিল্পোদ্যোগের নোতুন নোতুন রূপের বিকাশ ঘটেছে, যেগুলি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মাত্রার স্টক কোম্পানির প্রতিনিধিত্ব করে। বৃহদায়তন উৎপাদনের সকল ক্ষেত্রে আজ যে দৈনন্দিন ক্রমবর্ধমান গতিতে উৎপাদনের প্রসার ঘটানো যায়, সেটা প্রতিহত হয় এই বর্ধিত দ্রব্য সামগ্রীর জন্য বাজারের বিস্তারলাভের ক্রমবর্ধমান মন্থরতার দ্বারা। বৃহদায়তন উৎপাদন যা দেয় কয়েক মাসে বাজারে তা বিক্রি হতে লাগে কয়েক বছর। এর সঙ্গে যোগ করুন সংরক্ষণমূলক শুল্ক নীতি, যার দ্বারা প্রত্যেকটি শিল্পায়িত দেশ নিজেকে রুদ্ধ করে রাখে বাকি সমস্ত দেশ থেকে বিশেষ করে ইংল্যাণ্ড থেকে, এবং তা ছাড়াও আবার কৃত্রিম ভাবে বৃদ্ধি করে নিজের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ক্ষমতা। ফলাফল দাঁড়ায় সাধারণ দীর্ঘ স্থায়ী অতি-উৎপাদন, হ্রাসপ্রাপ্ত দাম, পতনশীল এবং এমন কি সম্পূর্ণ অদৃশ্যমান মুনাফা; এক কথায় পূর্ব বিঘোষিত প্রতিযোগিতার স্বাধীনতা উপনীত হয়েছে তার শেষ সীমায় এবং অবশ্যই ঘোষণা করবে তার স্বপ্রকট কলঙ্কজনক দেউলিয়াপনা। এবং প্রত্যেক দেশেই এটা ঘটছে উৎপাদন নিয়মনের উদ্দেশ্যে একটি, বিশেষ শাখার বৃহৎ শিল্পপতিদের একটি

'কার্টেল'-এ যোগদানের মাধ্যমে। একটি কমিটি ঠিক করে দেয় প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান কত পরিমাণ উৎপাদন করবে এবং প্রাপ্ত অর্ডারগুলি বণ্টন করে দেবার এটাই হল চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ। কখনো কখনো এমন কি আন্তর্জাতিক কার্টেলও প্রতিষ্ঠা করা হত, যেমন ইংল্যাণ্ড এবং জার্মানির লৌহ শিল্পের মধ্যে। কিন্তু এমন কি উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই ধরনের সমিতি-প্রতিষ্ঠাও যথেষ্ট হল না। এর মধ্যে প্রায়ই ফেটে পড়ত ভিন্ন ভিন্ন সংস্থার মধ্যে কার, স্বার্থ বিরোধ এবং তার ফলে প্রত্যাবর্তন ঘটত প্রতিযোগিতার। যেখানে যেখানে উৎপাদনের আয়তন সুযোগ দিত, তেমন কোন কোন শাখায় এর পরিণতি ঘটত সেই শিল্প শাখার সমগ্র উৎপাদনের একটি একক পরিচালনার অধীনে একটি মাত্র বৃহৎ যৌথ মূলধনী কোম্পানিতে সংকেন্দ্রীভবনে। এটা বারংবার সংঘটিত হয়েছে আমেরিকায়; ইউরোপে এ পর্যন্ত এর বৃহত্তম দৃষ্টান্ত হচ্ছে ইউনাইটেড অ্যালকালি ট্রাস্ট' যা ব্রিটেনের সমগ্র অ্যালকালি উৎপাদনকে জড় করেছে একটি মাত্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের হাতে ত্রিশটিরও বেশি ভিন্ন ভিন্ন সংস্থার পূর্বতন মালিকেরা পেয়েছে তাদের নিজ নিজ সমগ্র কারবারের নিরূপিত মূল্য অনুযায়ী উপযুক্ত সংখ্যক শেয়ার, যার মোট পরিমাণ প্রায় £৫ মিলিয়ন এবং যা প্রতিনিধিত্ব করে উক্ত ট্রাস্টের স্থিতিশীল মূলধনের। কারিগরি ব্যবস্থাপনা আগে যাদের হাতে ছিল, তাদের হাতেই থেকে যায়, কিন্তু ব্যবসাগত নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীভূত হয় সামগ্রিক ব্যবস্থা কর্তাদের হাতে। চলনশীল মূলধনের পরিমাণ হবে প্রায় £ ১ মিলিয়ন; সেটা পেশ করা হয় সাধারণের কাছে গ্রাহক মূল্য হিসাবে সংগ্রহের জন্য। সুতরাং মোট মূলধন দাঁড়ায় £ ৬ মিলিয়ন। অতএব ইংল্যাণ্ডে সমগ্র রসায়ন শিল্পের, ভিত্তিস্বরূপ এই শাখাটিতে প্রতিযোগিতার স্থান গ্রহণ করেছে একচেটিয়া কারবার, এবং সবচেয়ে আনন্দের কথা এইভাবে পথ প্রস্তুত হয়েছে গোটা সমাজের দ্বারা, রাষ্ট্রের দ্বারা, ভবিষ্যতে তার মালিকানা বে-দখল করার। —এঙ্গেলস]

এটা হচ্ছে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির অভ্যন্তরেই ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির বিলোপসাধন, এবং অতএব একটি আত্মধ্বংসী স্ববিরোধ, যা স্পষ্টতই নির্দেশ করে উৎপাদনের এক নতুন রূপে অতিক্রমনের একটি পর্যায় মাত্র। এইভাবে তা আত্ম-প্রকাশ করে তার ফলাফলের মধ্যে একটি স্ববিরোধ হিসাবে। উৎপাদনের কয়েকটি ক্ষেত্রে তা প্রতিষ্ঠা করে একচেটিয়া ব্যবস্থা এবং এই ভাবে আবশ্যক করে তোলে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ। তা পুনরুৎপাদিত করে একটি নতুন আর্থিক অভিজাততন্ত্র, প্রযোজক ফটকাবাজ এবং নাম সর্বস্ব পরিচালকদের আকারে পরগাছাদের এক নতুন গোষ্ঠী যৌথ কোম্পানীর প্রযোজনা, শেয়ার ইস্যু এবং শেয়ার নিয়ে ফটকাবাজির একটা গোটা ঠগবাজি ও প্রতারণামূলক ব্যবস্থা। এটা ব্যক্তিগত উৎপাদন, কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ ছাড়া।

৪. স্টক কোম্পানির ব্যবসা ছাড়াও যা প্রতিনিধিত্ব করে খোদ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তিতেই ধনতান্ত্রিক ব্যক্তিগত শিল্পের অবস্থানের, এবং যতই প্রসার লাভ করে

এবং আক্রমণ করে নতুন নতুন উৎপাদনক্ষেত্র ততই অবসান ঘটায় ব্যক্তিগত শিল্পের —সেই স্টক কোম্পানির ব্যবসা ছাড়াও, ক্রেডিট একক ধনিককে কিংবা, যে-ব্যক্তি ধনিক বলে গণ্য হয়, তাকে দেয় অপরের মূলধন ও সম্পত্তির উপরে এবং তার মাধ্যমে অপরের শ্রমের উপরে, কয়েকটি সীমার মধ্যে চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ[১] তার নিজের ব্যক্তিগত মূলধনের উপরে নয়, সামাজিক মূলধনের উপরে; তার নিয়ন্ত্রণ তাকে দেয় সামাজিক শ্রমের উপরে নিয়ন্ত্রণ। একজন লোক খোদ যে মূলধনের সত্যি সত্যিই মালিক, কিংবা মালিক বলে সাধারণের দ্বারা পরিগণিত, সেই মূলধনই বস্তুতঃ হয়ে ওঠে ক্রেডিটের উপরি কাঠামোর বনিয়াদ। এটা বিশেষভাবে সত্য পাইকারি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, যার মধ্য দিয়ে সামাজিক উৎপন্নের বৃহত্তর অংশ যায়। পরিমাপের সমস্ত মান, ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের অধীনে এখনো উত্থাপিত কম বেশি সমস্ত কৈফিয়ত, এখানে অন্তর্হিত হয়। পাইকারী ফটকা-কারবারি যার ঝুঁকি নেয়, তা তার **নিজের** সম্পত্তি নয়, সামাজিক সম্পত্তি। সঞ্চয়ের সঙ্গে মূলধনের উৎপত্তিকে সম্পর্কিত করে যে বক্তব্য, তাও হয়ে ওঠে সমান অখাদ্য, কারণ সে যা দাবি করে তা হল **অন্যরা** তার জন্য সঞ্চয় করুক [ঠিক যেমন গোটা ফ্রান্স সম্প্রতি পানামা ক্যানালের প্রতারকদের জন্য সঞ্চয় করেছিল অর্ধ বিলিয়ন ফ্রাঁ। বস্তুতঃ পক্ষে গোটা পানামা ক্যানালের জালিয়াতিটা সম্পর্কে এখানে পূর্বাভাষ দেওয়া হয়েছে—পুরো বিশ বছর আগে। ভোগ-বিরতি সম্পর্কে অন্য কথাটি সরাসরি খারিজ হয়ে যায় তার বিলাসের দ্বারা, যা নিজেই

১. দৃষ্টান্ত হিসাবে দেখুন 'টাইমস' পত্রিকায় ১৮৫৭ সালের মত একটি সংকটের বছরে দেউলিয়া হয়ে যাওয়া ব্যবসার তালিকা এবং তুলনা করুন এই দেউলিয়াদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে তাদের ঋণের পরিমাণের সঙ্গে। "সত্য কথা এই যে ক্রেডিট ও মূলধন সম্পন্ন ব্যক্তিদের ক্রয়ের ক্ষমতা তাদের চেয়ে ঢের বেশি, ফটকা বাজারের সঙ্গে যারা কার্যতঃ অপরিচিত।" (Tooke: *Inquiry into the Currency Principle*, p 79.) তার নিয়মিত ব্যবসায় জন্য যথেষ্ট মূলধন আছে এমন খ্যাতিসম্পন্ন এবং তার ব্যবসায়ে ভালো পসার সম্পন্ন, এমন একজন ব্যক্তি, যদি সে এখন একটা ধারণা করে যে সে জিনিসটি নিয়ে ব্যবসা করে, তার দামে নিশ্চয়ই বৃদ্ধি ঘটবে, এবং শুরুতে অবস্থা ও ফটকার গতি তার অনুকূল হয়, তাহলে সে এমন মাত্রায় ক্রয় করতে পারে, যা তার মূলধনের সঙ্গে তুলনায় খুবই বিপুল? (ঐ, পৃঃ ১৩৬)। "বণিকেরা, ম্যানুফ্যাকচারকারী ইত্যাদিরা এমন পরিমাণে কাজ-কারবার করে, যা তাদের কেবল নিজস্ব মূলধন দিয়ে যতটা করা যায়, তার অনেক বেশি। ...কোনো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের লেনদেনের সীমার চেয়ে বরং মূলধনই হচ্ছে সেই ভিত্তি, যার উপরে একটি ভাল ক্রেডিট গড়ে ওঠে। *Economist*, 1847, p, 333)

এখন ক্রেডিটের একটি উপায়। ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের একটি কম বিকশিত পর্যায়ে যে ধ্যান-ধারণাগুলির কিছু অর্থ থাকে, সেগুলি এখানে হয়ে পড়ে সম্পূর্ণ অর্থহীন। সাফল্য এবং ব্যর্থতা দুইই এখানে পরিণতি লাভ করে মূলধনের কেন্দ্রীভবনে, এবং এই ভাবে সবচেয়ে বিপুল আয়তনে স্বত্ব-হরণে। স্বত্ব-হরণ এখানে বিস্তার লাভ করে প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারী থেকে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধনিক পর্যন্ত। ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের এটা হচ্ছে সূচনা-বিন্দু; এই উৎপাদনের লক্ষ্য হচ্ছে এর সম্পূর্ণতা সাধন। সর্বশেষে এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সমস্ত ব্যক্তির কাছ থেকে উৎপাদনের উপায়সমূহের স্বত্ব-হরণ। সামাজিক উৎপাদনের বিকাশের সঙ্গে উৎপাদনের উপায়সমূহ আর ব্যক্তিগত উৎপাদনের উপায় এবং ব্যক্তিগত উৎপাদনের ফল থাকে না, এবং সেই জন্যে সেগুলি তারপরে হতে পারে কেবল সম্মিলিত উৎপাদনকারীদের হাতে উৎপাদনের উপায়। মানে তাদের সামাজিক সম্পত্তি, ঠিক যেমন সেগুলি তাদের সামাজিক উৎপন্ন ফল। অবশ্য, এই স্বত্ব-হরণ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রকাশ পায় একটি স্ববিরোধী রূপে, কয়েক জনের দ্বারা সামাজিক সম্পত্তির আত্মসাৎকরণের রূপ; এবং ক্রেডিট এই আত্মসাৎকারীদের ক্রমেই বেশি বেশি ক'রে দান করে নিছক ভাগ্য-সন্ধানীর স্বরূপ। যেহেতু সম্পত্তি এখানে থাকে স্টকের আকারে, সেই হেতু তার গতিবিধিও হাত বদল হয়ে ওঠে শেয়ার বাজারে (স্টক এক্সচেঞ্জে) নিছক জুয়োখেলার ফল, যেখানে ছোট মাছগুলিকে খেয়ে ফেলে হাঙরেরা এবং মেষশিশুগুলিকে শেয়ার বাজারের নেকড়েরা স্টক কোম্পানিগুলিতে থেকে পুরনো রূপের প্রতি বিরোধিতা, যেগুলিতে সামাজিক উৎপাদনের উপায়সমূহ প্রকাশ পায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে; কিন্তু স্টকের রূপে রূপান্তরণ তখনো থাকে ধনতন্ত্রের জালে জড়ানো; অতএব সামাজিক ধন এবং ব্যক্তিগত ধন হিসাবে ধনের চরিত্রে স্ববিরোধকে অতিক্রম করার পরিবর্তে স্টক কোম্পানিগুলি তাকে কেবল বিকশিত করে নতুন একটি রূপে।

স্বয়ং শ্রমিকদের সমবায়গুলি পুরনো রূপের মধ্যে প্রতিনিধিত্ব করে নতুন রূপের অঙ্কুরসমূহের, যদিও তারা তাদের সংগঠনে সর্বত্রই পুনরুৎপাদন করে, এবং অবশ্যই পুনরুৎপাদন করবে, প্রচলিত ব্যবস্থার সমস্ত ঘাটতিগুলিকে। কিন্তু শ্রম এবং মূলধনের মধ্যেকার বিরোধিতাটি তাদের মধ্যে অতিক্রান্ত হয়—প্রথমে কেবল সম্মিলিত শ্রমিকদেরকে তাদের নিজস্ব ধনিকে পরিণত ক'রে অর্থাৎ উৎপাদনের উপায়সমূহকে তাদের নিজেদের শ্রম নিয়োগ করতে তাদেরকে সক্ষম ক'রে। তারা দেখায় কেমন ক'রে একটি পুরনো রূপের মধ্য থেকে স্বাভাবিক ভাবেই গড়ে ও বেড়ে ওঠে একটি নতুন রূপ, যখন উৎপাদনের বাস্তব শক্তিগুলির এবং সামাজিক উৎপাদনে তদনুযায়ী রূপগুলির বিকাশ ঘটে। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি থেকে কারখানা-ব্যবস্থার উদ্ভব না ঘটলে, সমবায় কারখানার আবির্ভাব ঘটতে পারত না। একই উৎপাদন-পদ্ধতি থেকে ক্রেডিট-ব্যবস্থার উদ্ভব না ঘটলে, এগুলিরও উদ্ভব সম্ভব হত না। ধনতান্ত্রিক ব্যক্তিগত উদ্যোগের ধনতান্ত্রিক স্টক কোম্পানিতে ক্রমিক রূপ-পরিবর্তনেই কেবল

ক্রেডিট ব্যবস্থা প্রধান ভিত্তি হিসাবে কাজ করে না। সমবায় উদ্যোগগুলিকে কম-বেশি জাতীয় আয়তনে প্রসার সাধনেরও প্রধান ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। ধনতান্ত্রিক স্টক কোম্পানিগুলিকে এবং সেই একই পরিমাণে সমবায় কারখানা-গুলিকে গণ্য করতে হবে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি থেকে সম্মিলিত উৎপাদন পদ্ধতিতে অতিক্রমণকালীন রূপ হিসাবে; পার্থক্য কেবল এই, যে একটিতে বিরোধিতার সমাধান ঘটে নঙর্থক ভাবে, অন্যটিকে সদর্থক ভাবে।

এ পর্যন্ত আমরা আলোচনা করেছি কেবল ক্রেডিট ব্যবস্থা নিয়ে—এবং ধনতান্ত্রিক সম্পত্তির প্রচ্ছন্ন অন্তর্নিহিত অবসান নিয়ে—প্রধানত শিল্প-মূলধনের প্রসঙ্গে। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা আলোচনা করব সুদ দায়ী মূলধন, এবং এই মূলধনের ফল এবং তার মাধ্যমে তা যে-রূপ ধারণ করে, সেই প্রসঙ্গে; আর তা ছাড়া সাধারণ ভাবে আরো কিছু বিশেষভাবে অর্থ নৈতিক মন্তব্য এখনো বাকি আছে।

ক্রেডিট ব্যবস্থা দেখা দেয় অতি-উৎপাদন এবং বাণিজ্যে অতি ফটকাবাজির প্রধান পেষক হিসাবে কারণ পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়া, যা স্বভাবতই স্থিতিস্থাপক, তাকে এখানে সজোরে প্রসারিত করা হয় তার চরম সীমায়, এবং এটা এভাবে করা হয় কারণ সামাজিক মূলধনের একটা বড় অংশই নিয়োজিত হয় তাদের দ্বারা যারা তার মালিক নয় এবং যারা স্বভাবতই কাজকর্ম চালনা করে মালিকের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নতর ভাবে, যে নিজে যখন তা চালায় তখন উদ্বেগ ভরে চিন্তা-ভাবনা করে তার ব্যক্তিগত মূলধনের বিবিধ সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে। এটা সরলভাবে এই ঘটনাটাই প্রমাণ করে যে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের স্ববিরোধী প্রকৃতির উপরে ভিত্তিশীল মূলধনের আত্মপ্রসারণ সত্যিকারের অবাধ বিকাশের সুযোগ দান করে কেবল একটা নির্দিষ্ট বিন্দু অবধি, যার দরুন বস্তুতঃ পক্ষে তা কাজ করে উৎপাদনের পক্ষে একটি অন্তর্নিহিত শৃংখল ও প্রতিবন্ধক হিসাবে, যা ক্রমাগত ভাঙা হয়, ভেদ করা হয় ক্রেডিট ব্যবস্থার মাধ্যমে।[১]

অতএব, ক্রেডিট ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করে উৎপাদন শক্তিসমূহের বিকাশ এবং বিশ্ব বাজারের প্রতিষ্ঠা। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার ঐতিহাসিক উদ্দেশ্যই হচ্ছে নতুন উৎপাদন পদ্ধতির এই বস্তুগত ভিত্তিসমূহকে পূর্ণতা প্রাপ্তির একটি মাত্রা অবধি উত্তীর্ণ করে দেওয়া। একই সময়ে ক্রেডিট ত্বরান্বিত করে এই স্ববিরোধের প্রচেষ্টা বিস্ফোরণসমূহকে—সংকটসমূহকে—এবং এইভাবে পুরনো উৎপাদন পদ্ধতির ভাঙনের উপাদান-সমূহকে।

ক্রেডিট ব্যবস্থার মধ্যে নিহিত দুটি বৈশিষ্ট্য হল, এক দিকে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের প্রেরণাকে যা হচ্ছে অপরের শ্রমের শোষণের মাধ্যমে ধনার্জন তাকে জুয়াড়িবৃত্তি

১. টমাস চ্যামার্স: [*On Political Economy, etc.*, গ্লাসগো, ১৮৩২—সম্পাদক]

ও জালিয়াতির সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও বিরাট রূপটিতে বিকশিত করা এবং যারা সামাজিক সম্পদ শোষণ করে, তাদের সংখ্যা ক্রমেই আরো আরো হ্রাস করা; অন্য দিকে উৎপাদনের এক নতুন পদ্ধতিতে, অতিক্রমণের রূপটিকে গড়ে তোলা। এই দ্ব্যর্থবোধক প্রকৃতিটাই ল' থেকে আইজ্যাক পেরিয়ের পর্যন্ত ক্রেডিটের প্রধান প্রধান মুখপাত্রকে মণ্ডিত করেছে প্রতারক এবং পয়গম্বরের মনোরম চরিত্র মিশ্রণে।

অষ্টবিংশ অধ্যায়

সঞ্চলনের মাধ্যম এবং মূলধন, টুকে এবং ফুলার্টন-এর মতামত

টুকে,[১] উইলসন এবং অন্যান্যেরা যেভাবে কারেন্সি এবং মূলধনের মধ্যে পার্থক্য করেন যার দ্বারা অর্থ হিসাবে, সাধারণভাবে অর্থ মূলধন হিসাবে, এবং সুদ-দায়ী

---

১. আমরা এখানে টুকে থেকে মূল অনুচ্ছেদটি তুলে দিচ্ছি, জার্মান সংস্করণে যেটি উধৃত করা হয়েছিল ৩৯০ পৃষ্ঠায় [বর্তমান (ইং) সংস্করণে ৪০৪ পৃষ্ঠায়]: দাবি অনুযায়ী পরিশোধ্য প্রত্যর্থ-পত্র (প্রমিসরি নোট) ইস্যু করাকে বাদ দিয়ে, ব্যাংকারদের কাজকর্মকে, ডঃ (অ্যাডাম) স্মিথ ব্যাপারি আর ব্যাপারি এবং পরিভোগ কারীর মধ্যেকার লেনদেনগুলিকে যেভাবে ভাগ করেছেন অনুযায়ী দুটি শাখায় ভাগ করা যায়। ব্যাংকারদের কাজকর্মের একটি শাখা হল তাদের কাছ থেকে **মূলধন** সংগ্রহ করা যাদের মূলধন আপাততঃ অবিনিয়োজিত আছে, এবং তাদের মধ্যে বণ্টন বা স্থানান্তর করা যারা তখন তা বিনিয়োগ করতে চায়। অন্য শাখাটি হল তাদের মক্কেলদের কাছ থেকে তাদের **আয় গ্রহণ** করা, এবং তারা যখন তাদের পরিভোগের জন্য তা ব্যয় করতে চায়, তখন তা দিয়ে দেওয়া।⋯ প্রথমটি হল **মূলধনের** সঞ্চলন এবং দ্বিতীয়টি **কারেন্সির**।" (Tooke : *Inquiry into the Currency Principle*, London, p, 36) প্রথমটি হল একদিকে মূলধনের কেন্দ্রী-করণ এবং অন্যদিকে তার বিবরণ"; দ্বিতীয়টি "অঞ্চলের স্থানীয় প্রয়োজনে সঞ্চলনের ব্যবস্থাপনা করা।" (ঐ পৃঃ ৩৭)। কিন্নিয়ার-এর অনুচ্ছেদটিতে একটি ঢের বেশি সঠিক ধারণার রূপরেখা পাওয়া যায়। অর্থ⋯নিয়োজিত হয় দুটি মূলতঃ আলাদা কাজ সম্পাদনের জন্য ব্যাপারিদের মধ্যে মাধ্যম হিসাবে এটা হচ্ছে সেই উপকরণ যার দ্বারা মূলধনের স্থানান্তর সংঘটিত হয়; অর্থাৎ পণ্যের আকারে মূলধনের একটি সমান পরিমাণের সঙ্গে অর্থের আকারে একটি অনুরূপ মূলধনের বিনিময়। কিন্তু মজুরি দেওয়া এবং ব্যাপারি ও পরিভোগকারীর মধ্যে ক্রয়-বিক্রয়ে ব্যবহৃত অর্থ মূলধন নয়, আয়—সমাজের আয়ের সেই অংশ যা ব্যবহার করা হয় দৈনিক ব্যয় নির্বাহে। এটা সঞ্চলন করে নিত্য প্রাত্যহিক ব্যবহারে, এবং একমাত্র একেই যথোচিত ভাবে কারেন্সি বলা যায়। মূলধনের অগ্রিম দাম সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে ব্যাংকের উপরে এবং মূলধনের অন্যান্য অধিকারীর উপরে, কেননা ধার-গ্রহীতারা সব সময়েই হাজির, কিন্তু কারেন্সির পরিমাণটা নির্ভর করে সমাজের প্রয়োজনের উপরে, যাদের মধ্যে অর্থ সঞ্চলন করে—দৈনন্দিন কাজকর্মের জন্য।" (I. G. Kinnear, *The Crisis and the Curreney*, London, 1847, pp. 3-4)

মূলধন (ইংরেজি মতে আর্থিক মূলধন) হিসাবে সঞ্চলনের মাধ্যমের পার্থক্যগুলিকে একসঙ্গে এলোমেলো করে ফেলা হয় তা দুটি জিনিসে এসে দাঁড়ায়।

কারেন্সি সঞ্চলন করে **মুদ্রা** (অর্থ) হিসাবে, যখন তা সাধন করে **আগমের ব্যায়** অতএব ব্যক্তিগত পরিভোক্তাদের এবং খুচরো বণিকদের মধ্যে লেনা-দেনা, যাদের মধ্যে পড়ে সমস্ত বণিকেরা যারা বিক্রি করে পরিভোক্তাদের কাছে অর্থাৎ ব্যক্তিগত পরিভোক্তাদের কাছে—উৎপাদনশীল পরিভোক্তা বা উৎপাদনকারীদের কাছে নয়। এখানে অর্থ সঞ্চলন করে মুদ্রার ভূমিকায়, যদিও তা ক্রমাগত **মুদ্রাকে প্রতিস্থাপন করে**। একটি বিশেষ দেশে অর্থের একটি বিশেষ পরিমাণ ক্রমাগত নিয়োজিত হয় এই ভূমিকায়; যদিও এই অংশটি গঠিত হয় নিরন্তর পরিবর্তনশীল একক মুদ্রাসমূহের দ্বারা যখন অর্থ সম্পাদন করে **মূলধনের স্থানান্তর**, হয় ক্রয়ের উপায় (সঞ্চলনের মাধ্যমে) হিসাবে, নয়তো প্রদানের উপায় হিসাবে, তখন তা মূলধন। সুতরাং, ক্রয়ের উপায় হিসাবে তার কাজ কিংবা প্রদানের উপায় হিসাবে তার কাজ তাছাড়াও কোনোটাই তাকে পৃথক করে না মুদ্রা থেকে, কেননা তা কাজ করে এক ব্যাপারি এবং আরেক ব্যাপারির মধ্যে ক্রয়ের মাধ্যম হিসাবে—যখন পরস্পর থেকে ক্রয়টা ঘটে নগদ টাকায়, এবং আরো কাজ করে ব্যাপারী এবং পরিভোগকারীর মধ্যে প্রদানের উপায় হিসাবেও—যখন ক্রেডিট দেওয়া হয় এবং পেমেণ্ট-এর আগেই আগম পরিভুক্ত হয়। সুতরাং পার্থক্যটা এই যে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এই অর্থ কেবল একপক্ষের জন্য, বিক্রেতার জন্য, মূলধনকে প্রতিস্থাপিতই করে না, অন্য পক্ষের দ্বারা, ক্রেতার দ্বারা, মূলধন হিসাবে ব্যয়িত তথা অগ্রিম-দত্তও হয়। তা হলে পার্থক্যটা কেবল বস্তুত পক্ষে **আগমের-এর অর্থরূপে** এবং **মূলধনের অর্থরূপের** মধ্যে, কিন্তু কারেন্সি এবং মূলধনের মধ্যে নয়, কেননা একটা বিশেষ পরিমাণ অর্থ **সঞ্চলন করে** ব্যাপারিদের নিজেদের মধ্যে লেন-দেন এবং ব্যাপারি ও পরিভোগকারীদের মধ্যে লেনদেনে। সুতরাং **দুটি** কাজেই তা সমান ভাবে **কারেন্সি**। টুকের ধারণাটি এই প্রশ্নে নানা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে :

(১) কার্যগত পার্থক্যগুলিকে গুলিয়ে দিয়ে ;

(২) দুটি কাজেই একযোগে সঞ্চলনরত অর্থের পরিমাণের প্রশ্নটি উত্থাপন ক'রে ;

(৩) ঐ দুটি কাজে এবং অতএব পুনরুৎপাদনের দুটি ক্ষেত্রে সঞ্চলনরত কারেন্সির পরিমাণ দ্বয়ের আপেক্ষিক অনুপাতের প্রশ্নটি উত্থাপন ক'রে।

(১) প্রসঙ্গে : এক রূপে অর্থ হচ্ছে কারেন্সি, এবং অন্য রূপে তা হচ্ছে মূলধন—এই কার্যগত পার্থক্যগুলিকে গুলিয়ে ফেলা। যখন অর্থ কাজ করে এক বা অন্য ভূমিকায়, তা আগাম উপলব্ধ করাই হোক বা মূলধন স্থানান্তরিত করাই হোক, তা কাজ করে ক্রয়ে এবং বিক্রয়ে, কিংবা প্রাপ্য-প্রদানে, ক্রয়ের উপায় বা প্রদানের উপায় হিসাবে, এবং কথাটির ব্যাপকতর অর্থে, কারেন্সি হিসাবে। তার

ব্যয়কারী তা প্রাপকের গণনায় তার আরো যে ভূমিকা আছে সংশ্লিষ্ট পক্ষটির মূলধন বা রেভিনিউ হবার—তাতে আদৌ কোনো পরিবর্তন ঘটে না, এবং এটা আরো একবার প্রমাণিত হয়। যদিও দুটি ক্ষেত্রে সঞ্চলনরত অর্থের প্রকার বিভিন্ন, তবু একই অর্থের প্রতীক, ধরা যাক, একখানা পাঁচ পাউণ্ডের নোট, যায় একটি ক্ষেত্র থেকে অন্যটিতে এবং পালাক্রমে সম্পাদন করে দুটি কাজই; এটা অনিবার্য, মাত্র এই কারণেই যে খুচরো বণিক তার মূলধনকে দিতে পারে অর্থের রূপ কেবল সেই মুদ্রার আকারে, যা সে পায় তার ক্রেতাদের কাছ থেকে। ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, কার্যক্ষেত্রে অল্পমূল্যের খুচরোর সঞ্চলনের মাধ্যাকর্ষণ-কেন্দ্র অবস্থিত থাকে খুচরো বাণিজ্যের রাজ্যে; খুচরো ব্যাপারিরা ক্রমাগত তা আবশ্যক হয় ভাঙানি দেবার জন্য এবং সে ক্রমাগত তা ফেরৎ পায় তার ক্রেতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত দামের বাবদে। কিন্তু সে সেই ধাতুকেও অর্থ, মানে মুদ্রা, পায় যা কাজ করে মূল্যের একটি মান হিসাবে, যেমন ইংল্যাণ্ডে এক পাউণ্ডের মুদ্রা, কিংবা এমনকি ব্যাংক নোটও, বিশেষ করে সমস্ত মূল্যের নোট, যথা পাঁচ পাউণ্ড ও দশ পাউণ্ডের নোট। যা কিছু খুচরো সে বাঁচাতে পারে তা সমেত, এই স্বর্ণমুদ্রা ও নোটগুলি খুচরো ব্যাপারি প্রতিদিন বা প্রতি সপ্তাহ তার ব্যাংকে জমা রাখে, এবং যা কিছু সে খরিদ করে তার জন্য সে এই আমানতের উপরে চেক কেটে তার দাম দেয়। কিন্তু এই স্বর্ণ-মুদ্রা ও ব্যাংক নোটগুলি, প্রত্যক্ষতঃ বা পরোক্ষতঃ, ব্যাংক থেকে তোলা হয় (দৃষ্টান্ত স্বরূপ মজুরি দেবার জন্য, ম্যানুফ্যাকচারকারীদের দ্বারা তোলা খুচরো অর্থ) ঠিক তেমনি নিয়মিতভাবে যেমন পরিভোগকারী হিসাবে গোটা পাবলিকের দ্বারা তার রেভিনিউয়ের অর্থ রূপ; এবং সেগুলি ক্রমাগত ফিরে বয়ে যায় খুচরো ব্যাপারিদের কাছে, যাদের জন্য আবার উপলব্ধ করে তাদের মূলধনের একটা অংশ এবং তাদের আগমেরও একটা অংশ। এই শেষোক্ত ঘটনাটি গুরুত্বপূর্ণ, এবং টুকে এটিকে সম্পূর্ণ ভাবে উপেক্ষা করেছেন। কেবল যেখানে অর্থ ব্যয়িত হয় অর্থ মূলধন হিসাবে, পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রথম দিকে (দ্বিতীয় গ্রন্থ, দ্বিতীয় বিভাগ *) মূলধন সেখানেই মূল্য অবস্থান করে এই রূপটিতে। কারণ উৎপাদিত পণ্যগুলি কেবল মূলধনই ধারণ করে না, উদ্বৃত্ত মূল্যও ধারণ করে; সেগুলি নিজেরাই কেবল মূলধন নয়, কিন্তু ইতিপূর্বেই মূলধন হিসাবে উপলব্ধ মূলধন; এমন মূলধন যার মধ্যে আগমের উৎসটিও অন্তর্ভুক্ত। তার অর্থ তার কাছে ফিরে আসার বাবদে খুচরো ব্যাপারি যা দিয়ে দেয়, তার পণ্যসম্ভার, অতএব, তার কাছে হচ্ছে মূলধন যোগ মুনাফা, মূলধন যোগ আগম।

অধিকন্তু, খুচরো ব্যাপারির কাছে ফিরে যেতে সঞ্চলনশীল অর্থ ফিরিয়ে দেয় তার মূলধনের অর্থ-রূপ।

---

* ইং সংস্করণ : দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৪, ৭২।

আগমের সঞ্চলন এবং মূলধনের সঞ্চলন হিসাবে সঞ্চলনের পার্থক্যকে কারেন্সি এবং মূলধনের পার্থক্যে পর্যবসিত করা তাই সম্পূর্ণ ভুল। টুকের ক্ষেত্রে এই ধরনের উক্তি কেবল এই কারণে যে তিনি অবলম্বন করেছেন এক ব্যাংকারের অবস্থান, যে নিজেই নোট ইস্যু করে। তার নোটগুলির মধ্যে যেগুলি ক্রমাগত থাকে পাবলিকের হাতে (যদিও সব সময়ে ভিন্ন ভিন্ন নোট দিয়ে গঠিত হতে পারে). এবং কারেন্সি হিসাবে কাজ করায় তাকে খরচ করতে হয় না কিছুই, সেগুলি বাঁচিয়ে দেয় কাগজ এবং মুদ্রণের ব্যয়। সেগুলি হল তার নিজের নামে ইস্যু করা সঞ্চলনশীল ঋণ-স্বীকার পত্র (বিল অব এক্সচেঞ্জ) কিন্তু সেগুলি তাকে এনে দেয় অর্থ এবং এইভাবে কাজ করে তার মূলধন সম্প্রসারণের উপায় হিসাবে। যাই হোক সেগুলি তার মূলধন থেকে আলাদা, তা সেগুলি তার নিজেরই হোক আর ধার করাই হোক। এই কারণেই তার কাছে কারেন্সি এবং মূলধনের মধ্যে আছে একটি বিশেষ পার্থক্য, যার অবশ্যই কোনো সম্পর্কই নেই এই কথাগুলি সংজ্ঞার সঙ্গে—টুকের দ্বারা উপস্থাপিত সংজ্ঞার সঙ্গে তো নয়ই।

আগমের অর্থরূপই হোক বা মূলধনের অর্থরূপই হোক, এই বিশিষ্ট গুণটি সঞ্চলনের মাধ্যম হিসাবে অর্থের চরিত্রে কোনো পরিবর্তন ঘটায় না; দুটি কাজের যেটিই সম্পাদন করুক না কেন, তা তার এই চরিত্রটি বজায় রাখে। সত্য বটে, অর্থ বেশিটাই কাজ করে সঞ্চলনের সত্যিকারের মাধ্যম (মুদ্রা ক্রয়ের উপায়) যখন তা কাজ করে আগমের অর্থরূপ হিসাবে—ক্রয় ও বিক্রয়ের ছড়িয়ে যাবার দরুন এবং কেননা রেভিনিউ-এর বেশির ভাগ ব্যয়কারীরা, শ্রমিকেরা, ক্রেডিটে সামান্যই ক্রয় করতে পারে; যখন ব্যবসা জগতের লেনদেনে, যেখানে সঞ্চলনের মাধ্যম হচ্ছে মূলধনের অর্থরূপ, অর্থ প্রধানতঃ কাজ করে প্রদানের মাধ্যম হিসাবে, অংশতঃ সংকেন্দ্রীভবনের কারণে এবং অংশত প্রচলিত ক্রেডিট ব্যবস্থার কারণে। কিন্তু প্রদানের উপায় হিসাবে অর্থ এবং ক্রয়ের উপায় হিসাবে অর্থ....এই দুয়ের মধ্যে, পার্থক্য এমন একটি পার্থক্য যা স্বয়ং অর্থের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট। এটা অর্থ এবং মূলধনের মধ্যে পার্থক্য নয়। খুচরো ব্যবসায়ে বেশি সঞ্চলন করে তামা এবং রূপা এবং পাইকারী ব্যবসায়ে সোনা। তবু একদিকে রূপা এবং তামা, এবং অন্য দিকে সোনার মধ্যে পার্থক্যটি সঞ্চলন এবং মূলধনের মধ্যে পার্থক্য নয়।

(২) প্রসঙ্গে : দুটি কাজেই একযোগে সঞ্চলনরত অর্থের প্রশ্নটি সম্পর্কে : যখন অর্থ সঞ্চলন করে ক্রয়ের উপায় হিসাবেই হোক বা প্রদানের উপায় হিসাবেই হোক—দুটি ক্ষেত্রের কোনটিতে তাতে কিছু এসে যায় না, এবং আগম বা মূলধন উপলব্ধি করার তার কাজটি থেকে নিরপেক্ষ ভাবে—তার সঞ্চলনরত সমষ্টির পরিমাণটি আসে সেই নিয়মগুলির অধীনে, যেগুলিকে পূর্বেই পণ্যের সরল সঞ্চলন আলোচনা করতে গিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে (Buch I, Kap. III,2,b*)। সঞ্চলনের গতিবেগ, অতএব, একটি নির্দিষ্ট সময়ে সঞ্চলনের গতিবেগ, একই মুদ্রাখণ্ডগুলির দ্বারা ক্রয়ের উপায় এবং

প্রদানের উপায় হিসাবে করণীয় কাজগুলির পুনরাবৃত্তির সংখ্যা, যুগপৎ ক্রয় ও বিক্রয়ের, বা প্রদানের, পরিমাণ, সঞ্চলনরত পণ্য সম্ভারের দামের সমষ্টি এবং সর্বশেষে একই সময় কালে পরিশোধ্য দেনা-পাওনা সমূহ। উভয় ক্ষেত্রেই নির্ধারণ করে সঞ্চনরত অর্থের, কারেন্সির, পরিমাণ। এই ভাবে নিয়োজিত অর্থ ব্যয়কারী বা গ্রহণকারীর পক্ষে মূলধন বা আগমের প্রতিনিধিত্ব করে কিনা, সেটা গুরুত্বহীন, এবং কোনো ক্রমেই ব্যাপারটায় কোনো পরিবর্তন ঘটায় না। এর পরিমাণ নির্ধারিত হয় শুধু ক্রয় ও প্রদানের মাধ্যম হিসাবে তার কাজটির দ্বারা।

(৩) প্রসঙ্গে : দুটি কাজে সঞ্চলনরত কারেন্সি সমূহের আপেক্ষিক অনুপাতগুলি সম্পর্কে : সঞ্চলনের দুটি ক্ষেত্রই ভিতরে ভিতরে, সংযুক্ত, কারণ, এক দিকে, ব্যয়িতব্য আগম প্রকাশ করে পরিভোগের আয়তন, এবং অন্য দিকে, উৎপাদনে ও বাণিজ্যে সঞ্চলনশীল মূলধন সমষ্টিসমূহের আয়তন প্রকাশ করে পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ার পরিধি ও গতিবেগ। যাই হোক, একই ঘটনাবলী ঘটায় বিপরীত দিকে ক্রিয়াশীল একটি ভিন্নতর ফল—উভয় কার্যে বা ক্ষেত্রে সঞ্চলনশীল অর্থের পরিমাণগুলির উপরে, কিংবা ইংরেজরা যেমন বলে ব্যাংকিং-এর পরিভাষায়, কারেন্সির আয়তনের উপরে। এবং মূলধন আর কারেন্সির মধ্যে টুকের হাতুড়ে পার্থক্যটিতে এটা যোগায় নোতুন যুক্তি। এই যে ঘটনা যে, কারেন্সি তত্ত্বের ভদ্রমহোদয়েরা দুটি ভিন্ন ভিন্ন জিনিসকে গুলিয়ে ফেলেন, সেটা সেগুলিকে দুটি ভিন্ন ভিন্ন ধারণা হিসাবে উপস্থিত করার কোনো যুক্তি নেই।

সমৃদ্ধি, তীব্র সম্প্রসারণ, পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ার ত্বরণ ও তৎপরতা বৃদ্ধির সময়ে, শ্রমিকেরা থাকে পূর্ণ নিয়োজিত। সাধারণতঃ, একটা মজুরি বৃদ্ধি ও ঘটে, যা কিছু পরিমাণে প্রতিপূরণ করে বাণিজ্য চক্রের বাকি পর্যায়গুলিতে গড়ের চেয়ে মজুরি হ্রাসের ক্ষতিকে। একই সময়ে, ধনিকদের আগমও প্রভূত বৃদ্ধি পায়। সাধারণভাবে পরিভোগ বেড়ে যায়। পণ্যের দামও নিয়মিতভাবে বাড়ে অন্ততঃ পক্ষে ব্যবসার বিবিধ জরুরি শাখাগুলিতে। পরিণামে, সঞ্চলনশীল অর্থের পরিমাণে বৃদ্ধি ঘটে—অন্ততঃ নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে, কেননা সঞ্চলনের বর্ধিত গতিবেগ আবার কারেন্সির পরিমাণ বৃদ্ধির পথে সৃষ্টি করে কয়েকটি প্রতিবন্ধক। যেহেতু সামাজিক আগমের যে অংশটি গঠিত হয় মজুরি দিয়ে শুরুতে অস্থির মূলধনের আকারে এবং সর্বদাই অর্থরূপে, অগ্রিমদত্ত হয় শিল্প ধনিকদের দ্বারা, সেই হেতু সমৃদ্ধির সময়ে তার সঞ্চলনের জন্য আবশ্যক হয় অধিকতর পরিমাণ অর্থ। কিন্তু আমরা অবশ্যই তাকে দুবার গণনা করব না—প্রথমে অস্থির মূলধনের সঞ্চলনের জন্য আবশ্যক অর্থ হিসাবে এবং তারপরে আবার শ্রমিকদের আগমের সঞ্চালনের জন্য আবশ্যক অর্থ হিসাবে মজুরি হিসাবে শ্রমিকদেরকে দেওয়া অর্থ ব্যয় হয় খুচরো লেনদেনে এবং সপ্তাহে প্রায়

* ইং সংস্করণ, তৃতীয় অধ্যায় 2b.—Ed বাংলা সংস্করণ, প্রথম খণ্ড, তৃতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ খ পৃঃ ৯০।

একবার করে ফিরে যায় ব্যাংকে খুচরো কারবারির আমানত হিসাবে—অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট বৃত্তের মধ্যে বিবিধ মধ্যবর্তী দেনাপাওনা মিটমাট করার পরে। সমৃদ্ধির সময়ে, অর্থের প্রতিপ্রবাহে বিনা বাধায় অগ্রসর হয় শিল্প ধনিকদের জন্য; অতএব বেশি মজুরি দিতে হবে বলে এবং তাদের অস্থির মূলধনের সঞ্চলন বাবদে আরো অর্থ দিতে হবে বলে। আর্থিক সংস্থান দানের প্রয়োজন বৃদ্ধি পায় না।

মোট ফল দাঁড়ায় এই যে আগমের ব্যয়-নির্বাহকারী সঞ্চলনশীল মাধ্যমসমূহের পরিমাণ সমৃদ্ধির সময়ে অবধারিত ভাবে বৃদ্ধি পায়।

মূলধন স্থানান্তরের জন্য আবশ্যক, অতএব একান্তভাবে ধনিকদের পরস্পরের মধ্যে আবশ্যক সঞ্চলনের ব্যাপারে, একটি তেজি ব্যবসার মরশুম যুগপৎ একটি সবচেয়ে স্থিতিস্থাপক ও সহজলভ্য ক্রেডিটেরও মরশুম। ধনিক এবং ধনিকের মধ্যে সঞ্চলনের গতিবেগ প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় ক্রেডিটের দ্বারা, এবং লেনদেন মেটাবার জন্য, এমনকি নগদ ক্রয়ের ক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয় সঞ্চলনশীল মাধ্যমের পরিমাণ হ্রাস পায়। অনাপেক্ষিক অঙ্কে এর বৃদ্ধি ঘটতে পারে কিন্তু পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ার সম্প্রসারণের সঙ্গে তুলনায় সমস্ত অবস্থাতেই আপেক্ষিক ভাবে হ্রাস পায়। একদিকে, বড় বড় পেমেন্টগুলি মেটানো হয় অর্থের মধ্যস্থতা ছাড়াই; অন্যদিকে, প্রক্রিয়াটির সতেজ তৎপরতার দরুন একই পরিমাণ অর্থের দ্রুততর চলাচল ঘটে—ক্রয়ের মাধ্যম এবং প্রদানের মাধ্যম, দুই হিসাবেই। একই পরিমাণ অর্থ সম্পাদন করে বৃহত্তর সংখ্যক ব্যষ্টি মূলধনের প্রতি প্রবাহ।

মোটের উপরে, এমন এমন সময়ে অর্থের চলাচল পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ পায়। যদিও তার ২নং বিভাগ (মূলধনের স্থানান্তর) অন্ততঃ আপেক্ষিকভাবে, সংকুচিত হয়, আর অন্য দিকে তার ২ নং বিভাগ (রেভিনিউ-এর ব্যয়) সম্প্রসারিত হয় অনাপেক্ষিক হিসাবে।

প্রতিপ্রবাহগুলি প্রকাশ করে পণ্যমূলধনের অর্থে পুনঃরূপান্তর, অ—প—অ´, যেমন আমরা দেখেছি পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ার আলোচনায়, দ্বিতীয় গ্রন্থ, প্রথম বিভাগ।* অর্থ-রূপে প্রতিপ্রবাহকে ক্রেডিট সত্যিকারের প্রতিপ্রবাহ থেকে নিরপেক্ষ করে তোলে—শিল্প-ধনিক এবং বণিক উভয়েরই ক্ষেত্রে। উভয়েই বিক্রি করে ক্রেডিটে; এই ভাবে তাদের জন্য অর্থ-রূপে পুনঃরূপান্তরিত হবার আগেই, অর্থ-রূপে তাদের কাছে ফেরৎ বয়ে আসার আগেই, তাদের পণ্যসমূহ তাদের কাছ থেকে পরকীকৃত হয়ে যায়। অন্য দিকে তারা ক্রেডিটেই কেনে, এবং এই ভাবে এমন কি এই মূল্য বাস্তবে অর্থে রূপান্তরিত হবার আগেই অর্থাৎ ঐ পণ্য দাম প্রাপ্য ও পরিশোধিত হবার আগেই তাদের পণ্য সমূহের মূল্য পুনঃরূপান্তরিত হয়। তা উৎপাদনশীল মূলধনেই হোক কি পণ্য মূলধনেই হোক। সমৃদ্ধির এমন মরশুমে প্রতিপ্রবাহ ঘটে অবাধে ও সহজে। খুচরো কারবারি যথাসময়ে পাইকারি কারবারিকে পাওনা দিয়ে দেয়, পাইকারী কারবারি দিয়ে দেয় ম্যানুফ্যাকচারকারীকে, ম্যানুফ্যাকচারকারী

দিয়ে দেয় কাঁচামালের আমদানিকারীকে ইত্যাদি ইত্যাদি। দ্রুত ও নির্ভরযোগ্য প্রতিপ্রবাহসমূহ বাস্তবে উত্তীর্ণ হয়ে যাবার পরেও, চলমান ক্রেডিটের গুণে, সেগুলির বাহ্য আকার সর্বদাই দীর্ঘতর কাল ধরে বজায় থাকে, কেননা আসল প্রতিপ্রবাহের স্থান গ্রহণ করে ক্রেডিট প্রতিপ্রবাহ। যখনি তাদের মক্কেলরা অর্থের চেয়ে বেশি বিল অব এক্সচেঞ্জ জমা দেয়, তখনি ব্যাংকগুলি বিপদের গন্ধ পায়। লিভারপুল ব্যাংকের ডিরেক্টরের সাক্ষ্য দেখুন, পৃঃ ৩৯৮। *

যা আমি আগে উল্লেখ করেছি, তাই আবার উধৃত করছি : "ক্রেডিটের প্রাধান্যের কালে অর্থের সঞ্চলন বেগ পণ্যের দামের চেয়ে দ্রুততর গতিতে বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে ক্রেডিটের ক্ষয়িষ্ণুতার কালে পণ্যের দাম সঞ্চলন বেগের চেয়ে মন্থরতর গতিতে হ্রাস পায়।" (*Zur Kritik der politischen Oekonomie*, 1859 S 83, 84)

সংকটের সময়ে উলটোটা সত্য। ১নং সঞ্চলন সংকুচিত হয়, দাম হ্রাস পায়, অনুরূপভাবে মজুরিও ; নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা কমে যায়, লেনদেনের পরিমাণ পড়ে যায়। অন্য দিকে ক্রেডিট সংকোচনের কারণে ২নং সঞ্চলনে অর্থ-উপযোজনের প্রয়োজন বৃদ্ধি পায়। আমরা অচিরেই এই বিষয়টি সবিস্তারে পরীক্ষা করে দেখব।

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, ক্রেডিট সংকোচনের সঙ্গে সঙ্গে যার ফলে ঘটে পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ার অচলাবস্থা, তার সঙ্গে সঙ্গে ১ নম্বরের জন্য আবশ্যক সঞ্চলনের তথা আগমের ব্যয়, সংকুচিত হয় ; অন্যদিকে ২ নম্বরের জন্য আবশ্যক সঞ্চলনের পরিমাণ, মূলধনের স্থানান্তর, সম্প্রসারিত হয়। কিন্তু এই বক্তব্যটি কত দূর অবধি ফুলার্টন প্রভৃতির বক্তব্যের সঙ্গে খাপ খায়, তা বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে : "ধার হিসাবে মূলধনের চাহিদা এবং অতিরিক্ত সঞ্চলনের চাহিদা দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন জিনিস, এবং এ দুটিকে প্রায়ই একত্রে দেখতে পাওয়া যায় না।" (ফুলার্টন, ঐ পৃষ্ঠা ৮২, পঞ্চম অধ্যায়ের শিরোনাম)।[১]

প্রথমতঃ, এটা পরিষ্কার যে উল্লিখিত দুটি ক্ষেত্রের মধ্যে প্রথমটিতে সমৃদ্ধির মরশুমে, যখন সঞ্চলনী মাধ্যমের পরিমাণ অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে, তার জন্য চাহিদাও বৃদ্ধি পায়।

* ইং সংস্করণ : পৃঃ ৪১১-১৩।

১. "বাস্তবিক পক্ষে আর্থিক উপযোজনের চাহিদা" (অর্থাৎ মূলধন ধারের চাহিদা) "অতিরিক্ত সঞ্চলন উপায়ের চাহিদার সঙ্গে অভিন্ন, এমন কি দুটি প্রায়ই মিলিত হয় এমন কথা ভাবা একটা মস্ত বড় ভুল। প্রত্যেকটি চাহিদার জন্ম হয় এমন অবস্থাবলী থেকে, যা স্ব-বিশেষ ভাবে তাকেই প্রভাবিত করে, এবং পরস্পর থেকে খুবই বিশিষ্ট। যখন সব কিছুই দেখায় সমৃদ্ধিশালী বলে, যখন মজুরি উঁচু দাম উঠছে, কারখানাগুলি কর্মব্যস্ত, তখন বড় বড় এবং আরো বেশি সংখ্যক পেমেন্ট-এর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত অতিরিক্ত কাজগুলি করার জন্য সচরাচর কারেন্সির অতিরিক্ত সরবরাহ আবশ্যক হয় ; অন্য দিকে, বাণিজ্য চক্রের একটা

কিন্তু অনুরূপভাবে এটাও পরিষ্কার, যখন অর্থ-রূপে আরো মূলধন ব্যয় করতে হবে বলে, একজন ম্যানুফ্যাকচারকারী সোনা বা রূপার আকারে ব্যাংক থেকে তার আমানতের একটি কম বেশি অংশ তুলে নেয়, তার দ্বারা তার মূলধনের চাহিদা বৃদ্ধি পায় না। যা বৃদ্ধি পায়, তা হচ্ছে এই বিশেষ রূপটির চাহিদা যাতে সে তার মূলধন ব্যয় করে! চাহিদাটা নির্দেশ করে সেই কারিগরি রূপটিকে, যাতে সে তার মূলধনকে সঙ্কলনে নিক্ষেপ করে। ঠিক যেমন ক্রেডিট ব্যবস্থার একটি ভিন্নতর বিকাশের ক্ষেত্রে, একই অস্থির মূলধন, দৃষ্টান্ত স্বরূপ, কিংবা একই পরিমাণ মজুরির প্রয়োজন হয় এক দেশের তুলনায় আরেক দেশে সঙ্কলন মাধ্যমের একটি বৃহত্তর সমষ্টি; যেমন স্কটল্যাণ্ডের তুলনায় ইংল্যাণ্ডে, আবার ইংল্যাণ্ডের তুলনায় জার্মানিতে। একই ভাবে কৃষিতে, পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ায় সক্রিয় একই মূলধনের প্রয়োজন হয় ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে তার কার্য সম্পাদনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ অর্থ।

কিন্তু ফুলার্টন যে প্রতি-তুলনাটা টেনেছেন, সেটা সঠিক নয়। তিনি যা বলেন, লোনের জন্য সেই প্রবল চাহিদা কোন রকমেই তেজির সময় থেকে মন্দার সময়কে পৃথক করে না, যেটা পৃথক করে সেটা হল এই যে, তেজির সময়ে এই চাহিদা পূরণ হয় সহজেই কিন্তু মন্দারও সময় দেখা দেয় নানা অসুবিধা। তেজির সময়ে ক্রেডিট ব্যবস্থার বিপুল বিকাশ, অতএব লোন মূলধনের চাহিদাতেও বিপুল বৃদ্ধি এবং যে তৎপরতার সঙ্গে এই সময়ে সরবরাহ তার মুখোমুখি হয়, সেই তৎপরতা ঠিক এই ব্যাপারটাই মন্দার পর্যায়ে ক্রেডিটের ঘাটতি সংঘটিত করে। সুতরাং যে জিনিসটি দুটি পর্যায়কে বিশেষিত করে, সেটি লোনের চাহিদার আয়তনে পার্থক্য নয়।

আরো অগ্রসর পর্যায়ে, যখন সমস্যাগুলি আত্মপ্রকাশ করতে থাকে, বাজারগুলিতে মালের পাহাড় জমে ওঠে, এবং প্রতিদান বিলম্বিত হয়। তখন সুদ বেড়ে যায়, এবং মূলধনের অগ্রিমের জন্য ব্যাংকের উপরে চাপ আসে। এটা সত্য যে প্রত্যর্থ পত্র ছাড়া আর কোনো মাধ্যম নেই যার সাহায্যে ব্যাংক মূলধন অগ্রিম দিতে অভ্যস্ত; অতএব নোট নিতে অস্বীকার করার মানে হচ্ছে অর্থ-সংকুলান ('অ্যাকোমোডেশন') অস্বীকার করা। একবার যদি অর্থ-সংকুলান করা হয়। তাহলে সব কিছু বাজারের প্রয়োজনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়; ধারটা থেকে যায় এবং কারেন্সি যদি দরকারে না লাগে, আবার ফিরে যায় যে ইস্যু করেছে, তার কাছে। সুতরাং সংসদীয় বিবরণীগুলি একটু পরীক্ষা করলেই যে-কোন ব্যক্তি এ ব্যাপারে নিশ্চিত হবেন যে, ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ডের হাতে যে ঋণপত্র সমূহ আছে, সেগুলি তার সঙ্কলনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ওঠানামা করার চেয়ে বরং প্রায়শই তার বিপরীত দিকে ওঠানামা করে এবং অতএব দেশীয় ব্যাংকাররা যে মতবাদটি এত প্রবল ভাবে প্রচার করে, উক্ত মহান প্রতিষ্ঠানটির দৃষ্টান্ত তার কোনো

যেমন আমরা ইতিপূর্বে মন্তব্য করেছি, ছুটি পর্যায়ের প্রাথমিক ভাবে বিশেষত্ব হল এই ঘটনাটি যে, পরিভোগকারী এবং ব্যাপারিদের মধ্যে কারেন্সির চাহিদা তেজির পর্যায়ে প্রাধান্য লাভ করে এবং ধনিকদের মধ্যে কারেন্সির চাহিদা প্রাধান্য লাভ করে মন্দার পর্যায়ে। মন্দার সময়ে আগেরটা কমে যায় এবং পরেরটা বেড়ে যায়।

যা ফুলার্টন এবং অন্যান্যদের মনে চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে রেখাপাত করে, তা এই ব্যাপারটি যে, এই ধরনের সময়ে, যখন ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড-এর অধিকারে ঋণপত্র বাড়তে থাকে, তখন তার নোটের সঙ্কলন কমতে থাকে, এবং উলটোটাও ঘটে। ঋণপত্রের মান,. অবশ্য প্রকাশ করে আর্থিক উপযোজনের আয়তন, ডিসকাউন্ট করা বিল অব এক্সচেঞ্জ, এবং বিপণনযোগ্য জমা ('কোল্যাটারল') বাবদে প্রদত্ত অগ্রিমের

ব্যতিক্রম যোগায় না; সেই মতবাদটি হল এই যে কোনো ব্যাংকই পারে না তার সঙ্কলনের প্রসার ঘটাতে, যদি সেই সেই সঙ্কলন ইতিমধ্যেই পর্যাপ্ত হয় সেই উদ্দেশ্যে-সমূহের পক্ষে, যেগুলি সাধন করার জন্য ব্যাংক-নোট কারেন্সি সাধারণ ভাবে প্রযুক্ত হয়; কিন্তু সেই সীমা পার হয়ে যাবার পরে, তার অগ্রিমের সঙ্গে যে-কোন সংযোজন, অবশ্যই করতে হবে তার মূলধন থেকে, এবং যোগাতে হবে তার সংরক্ষিত ঋণপত্র সমূহের কিছু অংশ বিক্রয়ের মাধ্যমে কিংবা এই ধরনের ঋণপত্রে আরো বিনিয়োগ করা থেকে বিরতির মাধ্যমে। ১৮৩৩ থেকে ১৮৪০ পর্যন্ত অন্তবর্তীকালের জন্য সংসদীয় বিবরণী থেকে সংকলিত সারণীটি, যার কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি, এই সত্যতার স্বপক্ষে ক্রমাগত সাক্ষ্য সরবরাহ করে, কিন্তু সেগুলির মধ্যে ছুটি এত জাজ্বল্যমান যে আমার পক্ষে সে ছুটির বাইরে যাবার আদৌ প্রয়োজন হবে না। ১৮৩৭-এর ৩রা জানুয়ারি যখন ক্রেডিট জিইয়ে রাখতে এবং টাকার বাজারের সমস্যাগুলি মোকাবেলা করতে ব্যাংকের সঙ্গতির উপরে চরম চাপ পড়েছিল, আমরা দেখতে পাই যে লোন ও ডিসকাউন্ট বাবদে তার অগ্রিমের গিয়ে পৌঁছেছিল £ ১,৭০,২২,০০০ পরিমাণ এক বিশাল অঙ্কে, যুদ্ধের পরে যেমন পরিমাণ আর কদাপি হয়েছে, এবং যা প্রায় সমান হয়ে দাঁড়ালো সেই গোটা মোট ইস্যুর সঙ্গে, যা ইতিমধ্যে হয়ে রইল অনড় ১,৭০,৭৬,০০০-এর মত এত নিম্নবিন্দুতে! অন্যদিকে ১৮৩৩-এর ৪ঠা জুন তারিখে, থাকে £ ১,৮ ,৯২,০০০ পরিমাণ সঙ্কলন প্রত্যাগমন সহ, অনধিক £ ৯৭২০০০-এত নিম্নতম একটা পরিমাণ গত অর্ধশতাব্দীতে যার নজির নেই। (ফুলার্টন, ঐ, পৃঃ ৯৭, ৯৮)। আর্থিক সংস্থান দামের চাহিদাকে যে সোনার চাহিদার যাকে উইলসন টুকে প্রভৃতি বলেন মূলধন, তার চাহিদার সঙ্গে এক করে দেখার দরকার নেই সেটা। ব্যাংক অফ ইংল্যাণ্ডের গভর্ণর মিঃ উইগুয়েলিনের এই সাক্ষ্য থেকেই বোঝা যায়: "ঐ মাত্রায় বিল ডিসকাউন্ট করলে" (পরপর তিন দিন ধরে দৈনিক এক মিলিয়ন করে), (ব্যাংক-নোটের) "রিজার্ভ হ্রাস পাবে না, যদি না

আয়তন। অতএব ফুলার্টন উল্লিখিত অনুচ্ছেদটিতে (পাদটীকা ৯০, পৃঃ ৪০৫ *) বলেন, ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড-এর হাতের ঋণপত্রগুলি প্রধানতঃ ওঠানামা করে তার সঞ্চলনের বিপরীত দিকে, এবং এটা বেসরকারি ব্যাংকগুলির দ্বারা দীর্ঘপোষিত এই ধারণাকে সমর্থন করে যে, পাবলিকের প্রয়োজন সমূহের দ্বারা নির্ধারিত নির্দিষ্ট বিন্দুটির বাইরে কোনো ব্যাংকই পারে না তার ব্যাংক-নোট ইস্যুর পরিমাণকে বৃদ্ধি করতে; কিন্তু যদি একটি ব্যাংক চায় এই সীমার বাইরে অগ্রিম দিতে, তা হলে তাকে তা করতে হবে তার মূলধন থেকে, অতএব তাকে উপলব্ধ করতে হতে ঋণপত্রের উপরে কিংবা কাজে লাগাতে হবে সেই আমানতকে যা সে অন্যথা বিনিয়োগ করত ঋণপত্রে।

যাই হোক ফুলার্টন মূলধন বলতে কি বোঝান, তাও এখানে প্রকাশ পেয়েছে। এখানে মূলধন কি বোঝায়? ব্যাংক আর তার নিজের ব্যাংক-নোট, তার প্রমিসরি নোট দিয়ে অগ্রিম দিতে পারে না, যাতে অবশ্য কিছু খরব হয় না। কিন্তু সে ক্ষেত্রে সে কি থেকে অগ্রিম দেয়? রিজার্ভ হিসাবে রক্ষিত ঋণপত্র সমূহের, অর্থাৎ সরকারি বণ্ড, স্টক এবং অন্যান্য সুদ দায়ী কাগজের বিক্রয় থেকে উপলব্ধ পরিমাণ থেকে। এবং এই ধরনের কাগজ বিক্রয়ের জন্য পেমেন্ট বাবদে সে কি পায়? অর্থ, সোনা বা ব্যাংক-নোট, যখন এই দ্বিতীয়গুলি হচ্ছে বিহিত অর্থ যেমন ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড-এর নোট। সুতরাং, ব্যাংক যা অগ্রিম দেয়, তা সব অবস্থাতেই হল অর্থ। এই অর্থটা অবশ্য গঠন করে তার মূলধনের একটা অংশ। যদি সে সোনা অগ্রিম দেয়, সেটা হয় বোধগম্য। যদি সে অগ্রিম দেয় নোট, তা হলে এই নোটগুলি প্রতিনিধিত্ব করে মূলধনের, কারণ সে সেগুলির জন্য ত্যাগ করেছে কিছু আসল মূল্য, যেমন সুদ দায়ী কাগজ। বেসরকারি ব্যাংক সমূহের ক্ষেত্রে, ঋণপত্র বিক্রয়ের মাধ্যমে তাদের দ্বারা

পাবলিক দাবি করে সক্রিয় সঞ্চলনের একটি বৃহত্তর পরিমাণ। বিলের দাবি অনুসারে ইস্যু-করা নোটগুলি ফেরৎ পাওয়া যাবে ব্যাংকারদের মাধ্যমে এবং আমানতের মারফৎ। যদি এই লেনদেনগুলি ধাতুপিণ্ড রপ্তানির উদ্দেশ্যে না হয়ে থাকে। এবং যদি কিছু পরিমাণ আভ্যন্তরীণ আতঙ্ক দেখা দিয়ে থাকে, যার দরুন লোকেরা ব্যাংকারদের হাতে না দিয়ে তাদের নোট তালাচাবি দিয়ে রাখতে প্ররোচিত হয়…, তাহলে লেনদেনের আয়তনের দ্বারা রিজার্ভ ক্ষুন্ন হবে না। —ব্যাংক দিনে দেড় মিলিয়নও ডিসকাউন্ট করতে পারে, এবং তা নিরন্তর করাও হয়, তার রিজার্ভকে এতটুকুও ক্ষুন্ন না ক'রে, নোটগুলি আবার ফিরে আসে আমানত হিসাবে এবং এক হিসাব থেকে আরেক হিসাবে, স্থানান্তরিত হওয়া ছাড়া আর কোনো পরিবর্তন ঘটে না (Report on Bank Acts, 1857 Evidence Nos. 241, 500,) সুতরাং নোটগুলি এখানে কাজ করে কেবল ক্রেডিট স্থানান্তরের উপায় হিসাবে।

* ইং সংস্করণ পৃঃ ৪৪৮–৪৯

লব্ধ নোটগুলি প্রধানতঃ ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড-এর নোট বা তাদের নিজেদের নোট ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না, কেননা অন্যান্য ব্যাংকের ঋণপত্র কদাচিৎ গ্রহণ করা হত। ব্যাংকটা যদি হয় স্বয়ং ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড, তাহলে তার নিজের নোটগুলি যেগুলি সে ফেরত পায় প্রতিদানের মাধ্যমে, সেগুলি তাকে খরচ করায় মূলধন, অর্থাৎ সুদ দায়ী কাগজ। তা ছাড়া, তার দ্বারা সে সঞ্চলন থেকে তুলে নেয় তার নিজের নোট। এগুলিকে সে যদি আবার ইস্যু করে, তৎপরিবর্তে এই একই পরিমাণ নতুন নোট ইস্যু করে, তা হলে সেগুলি এখন নতুন মূলধনের প্রতিনিধিত্ব করে। এবং সেগুলি তা করে সমান ভাল ভাবে, যখন ব্যবহৃত হয় ধনিকদেরকে অগ্রিম দেবার জন্য, কিংবা পরবর্তীকালে, যখন এই ধরনের আর্থিক উপযোজনের হ্রাস পায়, তখন ব্যবহৃত হয় ঋণপত্রে বিনিয়োগের জন্য। এই যাবতীয় ক্ষেত্রে মূলধন কথাটি প্রয়োগ করা হয় কেবল ব্যাংকারের দৃষ্টিকোণ থেকে, এবং বোঝায় যে ব্যাংকার বাধ্য হচ্ছে তার নিছক ক্রেডিটের তুলনায় বেশি লোন দিতে।

যেটা সুপরিচিত, ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড তার সমস্ত অগ্রিম দেয় তার নিজের নোটে। এখন যদি তৎসত্ত্বেও নিয়ম অনুসারে তার হাতের ডিসকাউন্ট করা বিল অব এক্সচেঞ্জ ও জমানৎ এবং অতএব তার অগ্রিম সমূহ যে অনুপাতে বৃদ্ধি পায়, সেই অনুপাতে ব্যাংকটির ব্যাংক নোটের সঞ্চলন হ্রাস পায়—তা হলে যে নোটগুলি সঞ্চলনে নিক্ষিপ্ত হল, সেগুলির কি হয়? সেগুলি কি করে ব্যাংকটিতে ফিরে আসে?

শুরুতে, যদি অর্থ উপযোজনের জন্য চাহিদার উদ্ভব ঘটে জাতীয় দেনা পাওনার একটি প্রতিকূল ভার-বৈষম্য থেকে। এবং তার দ্বারা সূচিত করে সোনার বহিঃপ্রবাহ, তাহলে ব্যাপারটা খুবই সরল। বিল অব এক্সচেঞ্জগুলি ডিসকাউন্ট করা হয় ব্যাংক নোটে। ব্যাংক নোটগুলি সোনার সঙ্গে বিনিমিত হয় স্বয়ং ব্যাংকটির দ্বারাই। তার ইস্যু বিভাগে; এবং সেই সোনা রপ্তানি হয়ে যায়। এটা যেন ব্যাংক বিল ডিসকাউন্ট করার বাবদে সরাসরি সোনা দিয়ে ছিল—নোটের মধ্যস্থতা ছাড়াই। এমন একটি বর্ধিত চাহিদা, যা কয়েকটি খেপে হতে পারে £৭ থেকে £১০ মিলিয়ন, স্বভাবতই একটিও পাঁচ পাউণ্ডের নোট যোগ করে না দেশের অভ্যন্তরীণ সঞ্চলনের সঙ্গে। এখন যদি বলা হয় যে ব্যাংক কারেন্সি অগ্রিম দেয় না, মূলধন অগ্রিম দেয়। তার মানে দাঁড়ায় দুটি জিনিস। প্রথমতঃ, সে ক্রেডিট অগ্রিম দেয় না, অগ্রিম দেয় সত্যিকারের মূল্য। তার নিজের মূলধনের কিংবা তার কাছে জমা রাখার মূলধনের একটি অংশ। দ্বিতীয়তঃ, সে অগ্রিম দেয় অন্তর্দেশীয় সঞ্চলনের জন্য নয়, আন্তর্জাতিক সঞ্চলনের জন্য; সে অগ্রিম দেয় বিশ্ব-অর্থ; এবং এই উদ্দেশ্যে অর্থ অবশ্যই অবস্থান করবে একটি মজুদের আকারে তার ধাতুর অবস্থায়; এমন একটি আকারে যাতে তা কেবল মূল্যের একটি রূপমাত্র নয়। কিন্তু স্বয়ং মূল্য—তা যার অর্থ রূপ। যদিও এই সোনা এখন প্রতিনিধিত্ব করে মূলধনের ব্যাংক-এর রপ্তানী কারী সোনার ব্যাপারি—উভয়েরই ক্ষেত্রে, অর্থাৎ প্রতিনিধিত্ব করে ব্যাংকিং বা

বাণিজ্যিক মূলধনের, তা হলেও তার জন্য যে চাহিদা তা মূলধনের জন্য চাহিদা নয়, অর্থ মূলধনের অনাপেক্ষিক রূপটির জন্য চাহিদা এই চাহিদার উদ্ভব ঘটে ঠিক সেই মুহূর্তে যখন, যখন বিদেশের বাজারগুলিতে ঘটে ইংল্যাণ্ডের অবিক্রয়যোগ্য পণ্য-মূলধনের অতি-বাহুল্য। সুতরাং যা চাওয়া হয়, তা **মূলধন** হিসাবে মূলধন নয়, **অর্থ** হিসাবে মূলধন—এমন একটি রূপে যাতে অর্থ কাজ করে সর্বব্যাপক বিশ্ব বাজারের পণ্য হিসাবে আর এটাই হল তার মহার্ঘ ধাতুর মূল রূপ। সুতরাং ফুলার্টন, টুকে প্রভৃতি যেমন দাবি করেন, সোনার বহিঃপ্রবাহ নিছক মূলধনের একটি প্রশ্ন মাত্র নয়।" বরং এটা হচ্ছে "অর্থের একটি প্রশ্ন," এমন কি যদিও একটি নির্দিষ্ট কার্যের ক্ষেত্রে। এই যে ঘটনা যে, কারেন্সি তত্ত্বের পরিপোষকেরা যেমন দাবি করেন, তেমন ভাবে এটা একটা **অন্তর্দেশীয়** সঞ্চলনের প্রশ্নও নয়। এটা একথা প্রমাণ করে না, যেমন ফুলার্টন প্রভৃতিরা ভাবেন, যে এটা নিছক মূলধনের একটি প্রশ্ন মাত্র। এটা একটি অর্থের প্রশ্ন এই রূপটিতে যাতে অর্থ হল একটি আন্তর্জাতিক লেনদেন মেটাবার উপায়। "সেই মূলধন" (স্বদেশে ফসল বিপর্যয়ের পরে মিলিয়ন কোয়াটার পরিমাণ বিদেশী গমের ক্রয় দাম) পণ্য-সামগ্রীতে বা ধাতু-মুদ্রায় সঞ্চারিত হয় কিনা, সেটা এমন একটি পয়েন্ট যা কোনো ক্রমে লেনদেনের প্রকৃতিকে প্রভাবিত করে না।" (ফুলার্টন ঐ পৃঃ ১৩১।) কিন্তু সেটা তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে এই প্রশ্নটিকে প্রভাবিত করে যে সোনার বহিঃপ্রবাহ ঘটে কিনা। মূলধন স্থানান্তরিত করা হয় মহার্ঘ ধাতুর আকারে। কেননা তা আদৌ স্থানান্তরিত করা যায় না, কিংবা করা যায় পণ্যের আকারে বিরাট লোকসানে। সোনার বহিঃপ্রবাহের যে ভয় আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় থাকে, তা ছাড়িয়ে যায় অর্থ ব্যবস্থা কর্তৃক কখনো কল্পিত যে কোনো কিছু থেকে—যে অর্থ ব্যবস্থা মহার্ঘ ধাতুগুলিকেই একমাত্র প্রকৃত ধন বলে গণ্য করত। দৃষ্টান্ত হিসাবে ধরুন ১৮৪৭-৪৮-এর সংকট সম্পর্কে সংসদীয় কমিটির কাছে প্রদত্ত ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড-এর গভর্নর মরিস-এর নিম্নোধৃত সাক্ষ্যটি: (৩৮৪৬।প্রশ্ন:) "আমি যখন স্টক এবং স্থিতিশীল মূলধনের অবচয়ের কথা বলি আপনি কি জানেন না যে প্রত্যেক ধরনের স্টক ও উৎপাদনে বিনিয়োজিত সমস্ত সম্পত্তিই একই ভাবে অবচিত হয়েছিল; কাঁচা তুলো, কাঁচা রেশম এবং ম্যানুফ্যাকচার না করা পশম ইউরোপীয় ভূখণ্ডে পাঠানো হয়েছিল একই অবচিত দামে, এবং চিনি, কফি আর চা ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, যেমন দেওয়া হয় বাধ্যতামূলক বিক্রয়ে? —এটা ছিল অনিবার্য যে, বৃহৎ পরিমাণে খাদ্য আমদানির ফলে **ধাতুপিণ্ডের যে বহিঃপ্রবাহ** ঘটেছিল তার সামাল দেবার জন্য দেশকে **বড় রকমের ত্যাগ** করতে হবে।" —"৩৮৪৮। আপনি কি মনে করেন না যে এতটা ত্যাগ স্বীকার করে সোনা ফেরত পাবার চেষ্টা না করে ব্যাংকের ভাণ্ডারে যে £ ৮ মিলিয়ন পড়ে ছিল, সেটাকে তুলে আনা ভাল ছিল?—না, আমি মনে করি না।" এখানে একমাত্র সোনাই হচ্ছে প্রকৃত ধনের প্রতিনিধি।

ফুলার্টন উধৃত করেন টুকের এই আবিষ্কার যে, "একটি বা দুটি ব্যতিক্রম, এবং যে গুলির সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, সেগুলি ছাড়া গত অর্ধ শতাব্দীকালে বিনিময়ে প্রত্যেকটি উল্লেখযোগ্য হ্রাস, যার পিছু পিছু ঘটেছে সোনার বহিঃপ্রবাহ, তা আগাগোড়াই হয়েছে সঞ্চলনী মাধ্যমটির একটি অপেক্ষাকৃত নিম্ন অবস্থার সঙ্গে সমকালীন, এবং উলটোটাও ঠিক।" (ফুলার্টন, পৃঃ ১২৪।) এই আবিষ্কার প্রমাণ করে যে সোনার এই ধরনের বহিঃপ্রবাহ সাধারণতঃ ঘটে উদ্দীপনা ও ফটকা-বাজির পরে—"ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে এমন বিপর্যয়ের সংকেত হিসাবে .. বাজারে পণ্যের অতি-বাহুল্যের, আমাদের উৎপাদনের জন্য বিদেশী চাহিদার অবসানের বিলম্বিত প্রতিদানের, এবং এই সব কিছুর জের হিসাবে, বাণিজ্যিক সুনামহানির কলকারখানা বন্ধ হবার, কারিগরদের অনাহারের, এবং শিল্প ও উদ্যোগের একটি সাধারণ অচলাবস্থার, নির্দেশক হিসাবে" (পৃঃ ১২৯)। এটা স্বভাবতই কারেন্সি তত্ত্বের ধ্বজাধারীদের দাবির সরাসরি এবং সবচেয়ে অকাট্য জবাব —যে দাবি "পূর্ণ সঞ্চলন ধাতুপিণ্ডকে বিতাড়িত করে এবং নিম্ন সঞ্চলন তাকে আকৃষ্ট করে।" উলটো সমৃদ্ধির সময়ে যখন ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড সাধারণত বহন করে সোনার একটি শক্তিশালী রিজার্ভ, এই মজুদ সাধারণতঃ গঠিত হয় শৈথিল্যের সময়ে, যা আসে একটা ঝড়ের পরে।

সোনার বহিঃপ্রবাহ সম্পর্কে এই সব বিজ্ঞতা তা হলে, দাঁড়ায় এই কথা বলায় যে, সঞ্চলন ও দেনা-পাওনা মেটাবর জন্য **আন্তর্জাতিক** মাধ্যমসমূহের চাহিদা সঞ্চলন ও দেনা-পাওনা মেটাবার জন্য **অভ্যন্তরীণ** মাধ্যমসমূহের চাহিদা থেকে আলাদা (এবং অতএব একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, "বহিঃপ্রবাহের অস্তিত্ব আবশ্যিক ভাবেই নির্দেশ করে না সঞ্চলনের জন্য অভ্যন্তরীণ চাহিদার কোনো হ্রাস," যে কথা ফুলার্টন বলেছেন তাঁর বইয়ের ১১২ পৃষ্ঠায়) এবং মহার্ঘ ধাতুর রপ্তানি এবং আন্তর্জাতিক সঞ্চলন তার নিক্ষেপণ অভ্যন্তরীণ সঞ্চলনে নোট বা ধাতু মুদ্রার নিক্ষেপণের সঙ্গে একই ব্যাপার নয়। বাকিটা সম্পর্কে আমি পূর্বেকার এক উপলক্ষে দেখিয়েছি * যে আন্তর্জাতিক পেমেন্টের জন্য সংরক্ষিত ভাণ্ডার হিসাবে সংকেন্দ্রীভূত একটি মজুদের অর্থ চলাচলের সঙ্গে সঞ্চলনের মাধ্যম হিসাবে অর্থের চলাচলের কোনো সম্পর্ক নেই। যাই হোক, প্রশ্নটি জটিল হয়ে পড়ে এই ঘটনার যে একটি মজুদের বিভিন্ন কার্যাবলী যেগুলি আমি অর্থের প্রকৃতি থেকে ব্যাখ্যা করেছি—যেমন ঘরোয়া ব্যবসায়ে পাওনা বিল পরিশোধের জন্য পেমেন্টের উপায়ের সংরক্ষিত ভাণ্ডার হিসাবে তার কাজ, কারেন্সির সংরক্ষিত ভাণ্ডারের কাজ, এবং সর্বশেষে, বিশ্ব-অর্থের সংরক্ষিত ভাণ্ডারের কাজ—সেগুলি আরোপ করা হয় একটি মাত্র সংরক্ষিত ভাণ্ডারে। এ থেকে এটাও অনুসরণ করে যে কতকগুলি অবস্থায় ব্যাংক (অব ইংল্যাণ্ড) থেকে স্বদেশের

* ইং সংস্করণ, প্রথম খণ্ড পৃঃ ১৪৯-৪৫—সম্পাদক।

বাজারে সোনার বহিঃপ্রভাব সম্মিলিত হতে পারে বিদেশে সোনার বহিঃপ্রভাবের সঙ্গে। যাই হোক প্রশ্নটি আরো জটিল হয়ে পড়ে এই ঘটনার ফলে যে, এই মজুদটির উপরে খেয়াল-খুশি মাফিক চাপিয়ে দেওয়া হয় একটি অতিরিক্ত কাজ,—যেসব দেশে ক্রেডিট ব্যবস্থা এবং ক্রেডিট অর্থ বিকাশ লাভ করেছে, তাদের ব্যাংক নোটগুলির রূপান্তরযোগ্যতা সম্পর্কে নিশ্চয়তা দানের কাজ। এবং এই সব কিছুর সঙ্গে আসে (১) একটি মাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাংক জাতীয় সংরক্ষিত ভাণ্ডারের সংকেন্দ্রীভবন এবং (২) ন্যূনতম সম্ভব পরিমাণে তার হ্রাস সাধন। অতএব, উপরন্তু, ফুলার্টনের অভিযোগ (পৃঃ ১৪৩) : "যখনি ব্যাংক (অব ইংল্যাণ্ড)-এর ধনভাণ্ডার নিঃশেষিত হবার মুখে যাচ্ছে বলে মনে হয়, তখনি ইংল্যাণ্ডে যে দারুণ চাঞ্চল্য ও আতংকের সৃষ্টি হয় তার সঙ্গে তুলনায় যে পরিপূর্ণ নীরবতা ও সাবলীলতার সঙ্গে মূল ভূখণ্ডের দেশগুলিতে বিনিময়ের হ্রাসবৃদ্ধি সচরাচর ঘটে যায়, তাতে এই ব্যাপারে ধাতব কারেন্সি যে বিরাট সুবিধা ভোগ করে, তা ভাবলে আশ্চর্য না হয়ে পারা যায় না।"

যাই হোক আমরা যদি এখন সোনার বহিঃপ্রবাহের প্রশ্নটি সরিয়ে রাখি, তাহলে ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড-এর মত একটি ব্যাংক, যে নোট ইস্যু করে, বৃদ্ধি করতে পারে তার দ্বারা অনুমোদিত আর্থিক উপযোজনের পরিমাণ তার ব্যাংক-নোট ইস্যুকে বৃদ্ধি না করে ?

যেখানে ব্যাংক নিজেই সংশ্লিষ্ট, সেখানে তার চার দেয়ালের বাইরেকার সমস্ত নোটগুলিই হল সঞ্চলনের অন্তর্গত অর্থাৎ তার হাতের বাইরে—তা নেই নোটগুলি সঞ্চলনরতই থাক বা ব্যক্তিগত হাতেই থাক। অতএব, ব্যাংক যদি তার ডিসকাউন্ট করার এবং অর্থ ধার দেবার ব্যবসাকে সম্প্রসারিত করে, তা হলে 'সিকিওরিটি' বাবদে তার অগ্রিমদান, সেই উদ্দেশ্যে তাঁর দ্বারা ইস্যু-করা সমস্ত ব্যাংক-নোট অবশ্যই ফিরে আসবে। কেননা অন্যথা সেগুলি সঞ্চয়নের আয়তন বৃদ্ধি করবে, এমন একটা ব্যাপার যা ঘটে না বলে ভাবা হয়। এই প্রত্যাগমন দুভাবে ঘটতে পারে !

প্রথমত : ব্যাংক সিকিওরিটির ভিত্তিতে **ক**-কে নোট দেয় ; **ক** সেগুলি ব্যবহার করে **খ**-এর প্রাপ্য বিল অব এক্সচেঞ্জ পরিশোধ করার জন্য, এবং **খ** ঐ নোটগুলিকে আরেকবার ব্যাংকে জমা দেয়। এর ফলে নোটগুলির সঞ্চলনে সমাপ্তি হয়, কিন্তু লোনটা থেকে যায়। ("লোনটা থেকে যায় এবং কারেন্সিটা, যদি দরকার না হয়, ফিরে যায় ইস্যু-কর্তার কাছে প্রশ্ন ফিরে পায়, ফুলার্টন, পৃঃ ৯৭।) যে নোট-গুলি ব্যাংক **ক**-কে অগ্রিম দিয়েছিল, সেগুলি এখন তার কাছে ফিরে এসেছে ; কিন্তু এখন সে **ক**-এর, কিংবা **ক**-এর দ্বারা ডিসকাউন্ট করা বিল যে-ই তুলুক না কেন তার পাওনাদার এবং এই নোটগুলিতে প্রকাশিত মূল্যের পরিমাণটির জন্য **খ**-এর দেনাদার।

দ্বিতীয়ত : **ক** দেয় **খ**-কে, এবং **খ** নিজে, কিংবা **গ**, যাকে সে ঐ নোটগুলি দেয় সে সেগুলিকে ব্যবহার করে, ব্যাংকের প্রাপ্য বিলগুলিকে শোধ করতে প্রত্যক্ষভাবে

বা পরোক্ষ ভাবে। এর ফলে লেন দেনটির সমাপ্তি ঘটে (ব্যাংককে ক-এর প্রত্যর্পণ-সাপেক্ষে)।

এখন ক-কে ব্যাংকের অগ্রিম দান কত দূর পর্যন্ত গণ্য হবে মূলধনের অগ্রিম হিসাবে, কিংবা কেবল প্রদানের উপায়ের অগ্রিম হিসাবে ?[১]

[এটা নির্ভর করে লোনের নিজের প্রকৃতির উপরে! তিনটি ক্ষেত্রের মধ্যে পার্থক্য করতে হবে।]

প্রথম ক্ষেত্র ঃ কোনো সিকিওরিটি ছাড়াই, নিজের ব্যক্তিগত ক্রেডিটের ভিত্তিতে, ক ব্যাংক থেকে লোন পেল। এ ক্ষেত্রে সে কেবল প্রদানের উপায়ই পায় না, সেই সঙ্গে পায় তর্কাতীত ভাবে একটি নতুন মূলধনও যা সে নিয়োগ করতে পারে তার ব্যবসায়ে এবং পরিশোধের তারিখ অবধি উপলব্ধ করতে পারে একটি অতিরিক্ত মূলধন হিসাবে।

দ্বিতীয় ক্ষেত্র ঃ ক ব্যাংককে জমানত হিসাবে দিয়েছে সিকিওরিটি, জাতীয় বণ্ড বা স্টক, এবং বিনিময়ে পেয়েছে সেগুলির তাৎক্ষণিক মূল্যের দুই-তৃতীয়াংশ একটি নগদ লোন হিসাবে। এ ক্ষেত্রে সে তার প্রয়োজন মত প্রদানের উপায় পেয়েছে, কিন্তু কোনো অতিরিক্ত মূলধন পায়নি; কেননা সে ব্যাংকের কাছ থেকে যা পেয়েছে, তার চেয়ে একটি বৃহত্তর মূলধন মূল্য ব্যাংকে ন্যস্ত করেছে। কিন্তু এই বৃহত্তর মূলধন মূল্যটি, একদিকে তার তৎকালীন প্রয়োজন পুরণের (প্রদানের উপায়ের) ক্ষেত্রে অপ্রাপ্য কেন না তা বিনিয়োজিত হয়েছে একটি বিশেষ ধরনের সুদ দায়ী রূপে; অন্য দিকে, ক-এরও নিজস্ব যুক্তি আছে এই মূলধন মূল্যকে বিক্রি করে দিয়ে সরাসরি তাকে প্রদানের উপায়ে রূপান্তরিত করত না চাইবার। তার সিকিওরিটিগুলি কাজ করছিল, অন্যান্য হিসাবে ছাড়াও, একটি রিজার্ভ মূলধন হিসাবে, এবং সে সেগুলিতে সেই ভাবেই গতিমুক্ত করেছিল। সুতরাং ক এবং ব্যাংকের মধ্যেকার লেনদেনটি হচ্ছে মূলধনের একটি সাময়িক পারস্পরিক স্থানান্তর্য সাধন, যাতে করে ক পায় না কোনো অতিরিক্ত মূলধন (ঠিক উলটোটাই!), যদিও সে পায় তার বাঞ্ছিত প্রদানের উপায়। অন্য দিকে ব্যাংকের পক্ষে এই লেনদেনটি হচ্ছে একটি লোনের আকারে অর্থ-মূলধনের একটি সাময়িক অবস্থান, এক রূপ থেকে অন্য রূপে অর্থ মূলধনের রূপান্তর, এবং ঠিক এই রূপান্তর সাধনই হচ্ছে ব্যাংকিং ব্যবসার মূল কাজ।

তৃতীয় ক্ষেত্র ঃ ক ব্যাংক থেকে বিল অব এক্সচেঞ্জ ডিসকাউন্ট করিয়ে নিল এবং ডিসকাউন্ট বাদ দিয়ে নগদে তার মূল্য পেল। এ ক্ষেত্রে, সে ব্যাংকের কাছে

১ মূল পাঠে এর পরে যে অনুচ্ছেদটি আছে, সেটি এই প্রসঙ্গে অবোধ্য এবং বন্ধনীর শেষ অবধি সম্পাদক কর্তৃক পুনঃলিখিত অন্য এক প্রসঙ্গে, ছাব্বিশ অধ্যায়ে এই বিষয়টি ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। (বর্তমান ইং সংস্করণ, পৃঃ, ৪২৭-২৯)—এঙ্গেলস।

বিক্রি করল একটি অরূপান্তরযোগ্য অর্থ মূলধন রূপান্তরযোগ্য রূপে মূল্যের পরিমাণটির জন্য। তখনো চালু বিলটিকে সে বিক্রি করল নগদ টাকার জন্য। বিলটি এখন ব্যাংকের সম্পত্তি। এর ফলে এই ব্যাপারটির পরিবর্তন ঘটে না যে, পেমেন্ট-এর ক্ষেত্রে ব্যত্যয় ঘটলে ঐ বিলটির সর্বশেষ প্রতিস্বাক্ষরকারী ('এনডোর্সার') হিসাবে ক-ই ব্যাংকের কাছে দায়ী হবে। সে এই দায়িত্ব ভোগ করে বাকি সব প্রতিস্বাক্ষর-কারীদের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে, যারা তার কাছে দায়ী। তা হলে এক্ষেত্রে আমরা যা দেখি তা লোন নয়, কেবল একটি মামুলি ক্রয় এবং বিক্রয়। এই কারণের জন্য, ক-এর ব্যাংককে কিছু ফেরৎ দেবার নেই। বিলটি যখন পরিশোধ্য হয়, তখন তাকে নগদে রূপায়িত করে ব্যাংক নিজেকেই তা ফেরৎ দেয়। এখানেও ক এবং ব্যাংকটির মধ্যে মূলধনের স্থানান্তর ঘটেছে, এবং অন্য যে কোনো পণ্যের বিক্রয় ও ক্রয়ের মত ঠিক একই ভাবে, এবং ঠিক এই কারণেই ক কোনো অতিরিক্ত মূলধন পায় নি। যা সে চেয়েছিল এবং পেয়েছিল তা হল প্রদানের উপায়। এবং সেগুলি সে পেয়েছিল ব্যাংককে দিয়ে তার অর্থ মূলধনের একটি রূপকে—তার বিলকে আরেক রূপে—অর্থে রূপান্তরিত করে।

সুতরাং একমাত্র ক্ষেত্রটিতেই মূলধনের প্রকৃত অগ্রিম দানের আদৌ কোন প্রশ্ন ওঠে না; দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ক্ষেত্রে, ব্যাপারটাকে এই ভাবে গণ্য করা যায় কেবল এই ভাবে মানে করলে যে মূলধনের প্রত্যেকটি বিনিয়োগই নির্দেশ করে "মূলধনের অগ্রিম দান"। এইভাবে মানে করলেই ব্যাংক ক-কে অর্থ মূলধন অগ্রিম দেয়; কিন্তু ক-এর ক্ষেত্রে, এটা অর্থ মূলধন বড় জোর এইভাবে মানে করলে যে, এটা সাধারণভাবে তার মূলধনেরই একটা অংশ। এবং সে এটা চায় এবং ব্যবহার করে নির্দিষ্ট ভাবে মূলধন হিসাবে নয়, বরং নির্দিষ্টভাবে প্রদানের একটি উপায় হিসাবে। অন্যথা প্রত্যেকটি মামুলি পণ্য বিক্রয়কে যার মাধ্যমে প্রদানের উপায়সমূহ অর্জিত হয়। গণ্য করা যায় মূলধনের অগ্রিম প্রাপ্তি হিসাবে।—এঙ্গেলস]

বেসরকারি ব্যাংকগুলির বেলায় যারা ইস্যু করে তাদের নিজেদের নোট আমরা লক্ষ্য করি এই পার্থক্যটিকে যে, যদি তাদের নোটগুলি না থাকে স্থানীয় সঞ্চলনে বা না ফিরে আসে তাদের কাছে আমানতের আকারে, বা প্রাপ্য বিল অব এক্সচেঞ্জ-এর পরিশোধের প্রক্রিয়ায়, তা হলে সেগুলি পড়ে সেই সব লোকের হাতে, যারা বেসরকারি ব্যাংককে বাধ্য করে এই নোটগুলিকে সোনায় বা ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড-এর নোটে ক্যাশ করতে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে তার লোন বস্তুতঃ পক্ষে নির্দেশ করে ব্যাংক, অব ইংল্যাণ্ডের নোটেরই অগ্রিম দান, কিংবা বেসরকারি ব্যাংকের বেলায় যার মানে দাঁড়ায় একই, সোনার অগ্রিম দান, অতএব ব্যাংক মূলধনের একটি অংশেরই অগ্রিম দান। একই কথা খাটে স্বয়ং ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড-এর বা অন্যান্য ব্যাংকের ক্ষেত্রে, যার নোট ইস্যুর ব্যাপারে রয়েছে একটি বিধিবদ্ধ উচ্চতম সীমা, সঞ্চয়ন থেকে তার নিজের নোট তুলে নেবার জন্য অবশ্যই বিক্রি করবে সিকিওরিটি এবং পরে সেগুলিকে

আবার ইস্যু করবে অগ্রিমের আকারে; সে ক্ষেত্রে ব্যাংকের নিজের নোট প্রতিনিধিত্ব করে তার সমাহৃত ব্যাংক মূলধনের একটি অংশ।

এমন কি যদি সঙ্কলন বিশুদ্ধভাবে ধাতবও হত, তা হলেও সম্ভব হত (১) সোনার একটি বহিঃ-প্রবাহের পক্ষে ধনভাণ্ডারকে শূন্য করে দেওয়া (স্পষ্টতই মার্কস এখানে এমন একটি স্বর্ণ-নিষ্ক্রমণের কথা বলেছেন, যা অন্তত: আংশিক ভাবে হলেও বিদেশে যাবে, এবং (২) যেহেতু সোনা প্রধানত: চাইবে ব্যাংকগুলি তাদের পেমেণ্ট ইত্যাদি করার জন্য (তাদের পূর্বকৃত লেনদেনগুলি মেটাবার উদ্দেশ্যে), সেই হেতু জমানতের ভিত্তিতে অগ্রিম দান বৃদ্ধি পেতে পারে প্রভূত ভাবে, কিন্তু তা তার কাছে ফেরৎ বয়ে আসবে আমানতের রূপে কিংবা পরিশোধ্য বিল অব এক্সচেঞ্জ সমূহের পেমেণ্ট হিসাবে; যাতে করে, এক দিকে, ব্যাংকের মোট ধন তার হাতে সিকিওরিটির বৃদ্ধি অনুযায়ী হ্রাস পাবে; অন্য দিকে এখন সে সেই একই পরিমাণ ধারণ করবে, যা সে আগে ধারণ করত মালিক হিসাবে, তার আমানতকারীদের ঋণ গ্রহীতা হিসাবে, এবং শেষ পর্যন্ত কারেন্সির মোট পরিমাণ হ্রাস পাবে।

এ পর্যন্ত আমরা ধরে নিয়েছি যে, লোন তৈরি হয় নোট দিয়ে, যার দরুন তা বহন করে তার সঙ্গে একটি ক্ষিপ্রগতি, যদিও হতে পারে ক্ষণস্থায়ী, বৃদ্ধি নোট ইস্যুর পরিমাণে। কিন্তু এটা আবশ্যিক নয়। একটি কাগজের নোটের জায়গায়, ব্যাংক তার ক-এর নামে একটি ক্রেডিট অ্যাকাউন্ট খুলতে পারে, যে ক্ষেত্রে এই ক, ব্যাংকের দেনাদার, হয় তার কল্পিত আমানতকারী। সে তার ক্রেডিটারদের 'পে' করে ব্যাংকের উপরে চেক দিয়ে, এবং এই সব চেকের প্রাপক সে গুলিকে হস্তান্তরিত করে তার ব্যাংকারের হাতে, যে সেগুলিকে বিনিময় করে ক্লিয়ারিং হাউজে তার বিরুদ্ধে উপস্থাপিত চেকগুলির সঙ্গে। এ ক্ষেত্রে আদৌ কোনো নোটের মধ্যস্থতা ঘটে না, এবং গোটা লেনদেনটা নিবদ্ধ থাকে এই ঘটনার মধ্যে যে ব্যাংক তার নিজের ঋণের মীমাংসা করে নেয় তার নিজেরই উপরে চেকের মাধ্যমে, এবং তার সত্যিকারের প্রতিপ্রাপ্তি বিধৃত থাকে ক-এর উপরে তার দাবিতে।

যখন আর্থিক উপযোজনের জন্য এই চাহিদা হয় মূলধনের জন্য চাহিদা, তখন সেটা এ রকম হয় কেবল অর্থ মূলধনের জন্য। এটা কেবল ব্যাংকারের দৃষ্টিকোণ থেকেই মূলধন, যথা সোনা (বিদেশে সোনা রপ্তানির বেলায়) বা ন্যাশনাল ব্যাংক-এর উপরে নোট, যা একটি বেসরকারি ব্যাংক পেতে পারে কেবল একটি তুল্যমূল্যের বাবদে ক্রয়ের মাধ্যমে, এবং যা সেই কারণে তার পক্ষে মূলধনের প্রতিনিধিত্ব করে। কিংবা, আবার এটা হল সুদ-দায়ী কাগজ, সরকারী বণ্ড, স্টক ইত্যাদির ব্যাপার—সোনা বা ব্যাংক নোট পেতে হলে সেগুলিকে অবশ্যই বিক্রি করতে হবে। যাই হোক এই ধরনের কাগজগুলি, যদি হয় সরকারি বণ্ডে তাহলে কেবল ক্রেতার পক্ষেই মূলধন, যার কাছে সেগুলি প্রতিনিধিত্ব করে ক্রয়-দামের সেগুলিতে সে যে মূলধন বিনিয়োগ করেছিল সেই মূলধনের। সেগুলি নিজেরা মূলধন নয়, কেবল দেনা বাবদে দাবি

মাত্র। যদি সেগুলি হয় মর্গেজ,তা হলে কেবল ভবিষ্যৎ ভূমি-খাজনার উপরে স্বত্বাধিকার মাত্র। এবং সেগুলি যদি হয় স্টকের শেয়ার, তাহলে কেবল মালিকানার অধিকার, যা অধিকারীকে দেয় ভবিষ্যৎ উদ্বৃত্ত মূল্যে একটি অংশ। এগুলি সব আসল মূলধন নয়। একই রকমের লেনদেনের মাধ্যমে ব্যাংকের অধিকার ভুক্ত অর্থ রূপান্তরিত হতে পারে আমানতে, যার দরুন ব্যাংক পরিণত হয়, অর্থের মালিকের পরিবর্তে, দেনাদারে, এবং তাকে ধারণ করে মালিকানার ভিন্নতর অধিকারের অধীনে। ব্যাংকের কাছে সেটা যত গুরুত্বপূর্ণই হোক না কেন, তা রিজার্ভ মূলধনে, কিংবা এমন কি একটি বিশেষ দেশে উপস্থিত অর্থ-মূলধনেও কোনো পরিবর্তন ঘটায় না। সুতরাং মূলধন এখানে প্রতিনিধিত্ব করে কেবল অর্থ মূলধনের, এবং যদি অর্থের সত্যিকারের রূপে প্রাপ্তব্য না হয়, তা প্রতিনিধিত্ব করে মূলধনের উপরে নিছক একটি স্বত্বের। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ **ব্যাংকিং মূলধনের** স্বল্পতাকে, এবং তার জন্য জরুরি চাহিদাকে গুলিয়ে ফেলা হয় **আসল** মূলধনের হ্রাসের সঙ্গে, যা কিন্তু উলটো দিকে এই ধরনের ক্ষেত্রে বরং উৎপাদনের উপায় ও উৎপন্ন সামগ্রীর আকারে প্রচুর পরিমাণে থাকে এবং বাজারকে ভাসিয়ে দেয়।

সুতরাং এটা ব্যাখ্যা করা সহজ, কেমন করে একটি ব্যাংকের দ্বারা জমানত হিসাবে বিধৃত সিকিওরিটির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, এবং কেমন করে ব্যাংক আর্থিক উপযোজনের বর্তমান চাহিদা পূরণ করে, যখন কারেন্সির মোট পরিমাণ একই থাকে বা হ্রাস পায়। অর্থের কঠোরতার সময়কালে এই গোটা পরিমাণটি নিয়ন্ত্রণে থাকে দুটি ভাবে: (১) সোনার নিষ্ক্রমণের দ্বারা এবং (২) নিছক প্রদানের উপায় হিসাবে অর্থের চাহিদার দ্বারা যখন ইস্যু করা ব্যাংক নোটগুলি চটপট ফিরে আসে; কিংবা যখন নোটের মধ্যস্থতা ছাড়া, বুক ক্রেডিটের মারফৎ, লেনদেন ঘটে; অতএব যখন পেমেন্ট করা হয় কেবল ক্রেডিট লেনদেনের মাধ্যমে এবং এই পেমেন্টগুলির শোধবোধই হয় এই প্রক্রিয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য। যখন অর্থ কাজ করে কেবল হিসাবপত্র মেটাবার জন্য (এবং সংকটের সময়ে লোন নেওয়া হয় ক্রয়ের চেয়ে বরং শোধ দেবার জন্য; নতুন লেনদেন শুরু করার জন্য নয়। আগেকার লেনদেন চুকিয়ে দেবার জন্য)। তখন তার এটা একটা বৈশিষ্ট্য যে তার সঙ্কলন ক্ষণস্থায়ী ছাড়া বেশি কিছু নয়, এমন কি যেখানে দেনা-পাওনাগুলি কেবল ক্রেডিটের মাধ্যমেই, অর্থের মধ্যস্থতা ছাড়াই, মিটমাট হয় না, যার দরুন যখন আর্থিক উপযোজনের জন্য দেখা দেয় এক প্রবল চাহিদা, তখন এই ধরনের এক বিপুল পরিমাণ লেনদেন ঘটতে পারে সঙ্কলনের সম্প্রসারণ না ঘটিয়েই! কিন্তু এই যে ঘটনা যে:ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড-এর সঙ্কলন থাকে সুস্থিত, এমন কি হ্রাসও পায়—অর্থের ব্যাপক উপযোজনের সঙ্গে একযোগে—এটাও স্বতঃই প্রমাণ করে না, যে কথা ফুলার্টন, টুকে এবং অন্যান্যরা তাঁদের এই ভুল ধারণার ভিত্তিতে যে আর্থিক উপযোজন হচ্ছে অতিরিক্ত মূলধন হিসাবে লোনে প্রাপ্ত মূলধনের সঙ্গে অভিন্ন) ধরে নেন যে প্রদানের উপায় হিসাবে তার কাজে অর্থের (ব্যাংক

নোটের) সঞ্চলন বর্ধিত বা বিস্তৃত হয় না। যেহেতু মন্দার মরশুমে নোটের সঞ্চলন ক্রয়ের উপায় হিসাবে হ্রাস পায়, যখন এমন ব্যাপক উপযোজনের প্রয়োজন সেই হেতু প্রদানের উপায় হিসাবে তাদের সঞ্চলন বৃদ্ধি পেতে পারে, এবং সঞ্চলনের মোট পরিমাণটি, ক্রয় ও প্রদানের উপায় হিসাবে কার্যরত নোটগুলির সমষ্টি সুস্থিত থাকতে পারে, এমন কি হ্রাসও পেতে পারে। প্রদানের উপায় হিসাবে ব্যাংক-নোটের সঞ্চলন—যে ব্যাংক নোটগুলি তাদের ইস্যু-কর্তা ব্যাংকটির কাছে চটপট ফিরে আসে, সেগুলির সঞ্চলন, ঐ অর্থনীতিবিদদের চোখে আদপে সঞ্চলনই নয়।

ক্রয়ের উপায় হিসাবে সঞ্চলনের চেয়ে যদি প্রদানের উপায় হিসাবে সঞ্চলন উচ্চতর হারে বৃদ্ধি পায়, তাহলে মোট সঞ্চলন বৃদ্ধি পাবে। যদিও ক্রয়ের উপায় হিসাবে কার্যরত অর্থ পরিমাণে বেশ কিছুটা হ্রাস পাবে। এবং এটা বাস্তবে ঘটে কয়েকটি সংকটের সময়কালে, যথা, যখন ক্রেডিট একেবারে ভেঙে পড়ে এবং যখন কেবল পণ্য আর সিকিওরিটিই অবিক্রয়যোগ্য হয়ে পড়ে না, এমন কি বিল অব এক্সচেঞ্জও ডিসকাউন্ট-যোগ্য থাকে না এবং অর্থের অঙ্কে, কিংবা বণিকদের ভাষায়, নগদ টাকায় পেমেন্ট, ছাড়া আর কিছুই বেশি গণ্য হবে না। যেহেতু ফুলার্টন এবং তাঁর তামাম গোষ্ঠী বোঝেন না যে, প্রদানের উপায় হিসাবে নোটের সঞ্চলন অর্থের অনটনের এমন সময়গুলির চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। তাঁরা এই ব্যাপারটাকে মনে করেন আপতিক বলে। "ব্যাংক-নোট করায়ত্ত করার জন্য এই যে ব্যগ্র প্রতিযোগিতা যা আতঙ্কের মরশুমগুলিকে চিহ্নিত করে, এবং যা কখনো কখনো, যেমন ১৮২৫ সালের শেষে এমনকি যখন ধাতু পিণ্ডের নিষ্ক্রমণ চলছে তখন, সৃষ্টি করে আকস্মিক, যদিও কেবল অস্থায়ী, নোট-ইস্যুর সম্প্রসারণ, প্রতিযোগিতার এই দৃষ্টান্তগুলি প্রসঙ্গে আমি মনে করি যে, এগুলিকে নিম্নমান বিনিময়ের স্বাভাবিক বা আবশ্যিক আনুষঙ্গিক বলে গণ্য করা ঠিক নয়; এই ধরনের ক্ষেত্রে চাহিদাটা সঞ্চলনের জন্য নয়" (সঞ্চলন বলতে বুঝতে হবে ক্রয়ের উপায়), "মজুদের জন্য, আতংকিত ব্যাংকার ও ধনিকদের পক্ষ থেকে একটি চাহিদা, যার উদ্ভব ঘটে সাধারণতঃ সংকটের সর্বশেষ অংকে" (অতএব প্রদানের উপায়ের একটি রিজার্ভের জন্য)। সোনার একটি দীর্ঘস্থায়ী নিষ্ক্রমণের পূর্বগামী হিসাবে।" (ফুলার্টন, পৃঃ ১৩০)।

প্রদানের উপায় হিসাবে অর্থ সম্পর্কিত আলোচনায় (Buch I, kecp, III a b*) আমরা আগেই ব্যাখ্যা করেছি, কি ভাবে, কখন প্রদানের শৃংখল ব্যাহত হয়, অর্থ তার ভাবগত রূপ থেকে মূল্যের একটি বস্তুগত এবং একই সময়ে, পণ্যের প্রতি প্রেক্ষিতে অনাপেক্ষিক রূপে, রূপান্তরিত হয়। এটা কয়েকটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে

* ইং সং : তৃতীয় অধ্যায়, ৩, খ বাংলা প্রথম খণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়, তৃতীয় পরিচ্ছেদ খ, পৃঃ ১১১।

দেখানো হয়েছিল (পাদটীকা ১০০ এবং ১০১ **)। এই ব্যাখ্যাটি নিজেই ক্রেডিটের অস্থিরতা এবং তার আনুষঙ্গিক ঘটনাবলীর, যেমন বাজারে পণ্য বাহুল্য পণ্যের অবচয়, উৎপাদনে ব্যাঘাত ইত্যাদির। অংশতঃ একটি ফল এবং অংশত একটি কারণ।

যাই হোক, এটা স্পষ্ট যে ফুলার্টন ক্রয়ের উপায় হিসাবে অর্থ এবং প্রদানের উপায় হিসাবে অর্থের মধ্যেকার এই পার্থক্যটিকে পরিণত করেন কারেন্সি এবং মূলধনের মধ্যে একটি মিথ্যা পার্থক্যে। এটারও কারণ হচ্ছে সঙ্কলন সম্পর্কে সংকীর্ণমনা ব্যাংকারের ধারণা।

তবু প্রশ্ন করা যেতে পারে: এই ধরনের কঠোরতার সময়কালে যেটার যোগান কম পড়ে, সেটা কি—মূলধন, না অর্থ, প্রদানের উপায় হিসাবে তার বিশেষ কার্যে? এবং এটা একটা সুপরিচিত বিতর্ক।

প্রথমতঃ, যেখানে এই কঠোরতা সোনার নিষ্ক্রমণের দ্বারা চিহ্নিত, এটা সুস্পষ্ট যে যা দাবি করা হয়, তা হল আন্তর্জাতিক লেনদেনের মাধ্যমে। কিন্তু আন্তর্জাতিক লেনদেনের উপায়ের নির্দিষ্ট কর্মে অর্থ হচ্ছে সোনা, তার ধাতব বস্তুসত্তায়, নিজেই একটি মূল্যবান সামগ্রী হিসাবে, মূল্যের একটি পরিমাণ হিসাবে। একই সময়ে আবার এটা মূলধন, পণ্য মূলধন হিসাবে মূলধন নয়, অর্থ মূলধন হিসাবে মূলধন, পণ্যের রূপে মূলধন নয়, অর্থের রূপে মূলধন; এবং যে রূপটির এখানে চাহিদা এবং একমাত্র যে রূপটিতে তা কাজ করতে পারে। সেটি হল অর্থ রূপ।

সোনার (বা রূপার) এই চাহিদা ছাড়া, এটা বলা চলে না যে এই ধরনের সংকটের সময়ে মূলধনের কোনো স্বল্পতা আছে। অস্বাভাবিক অবস্থায়, যেমন শস্যের দাম বৃদ্ধি, তুলোর দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির অবস্থায়, এমন ঘটনা ঘটতে পারে; কিন্তু এই ঘটনাগুলি এই ধরনের সময়ের আবশ্যিক বা নিয়মিত অনুষঙ্গ নয়; এবং মূলধনের এবংবিধ স্বল্পতার অস্তিত্ব ধরে নেওয়া যায় না আরো বাড়াবাড়ি ছাড়া—কেবল এই ঘটনাটি থেকে যে আর্থিক উপযোজনের বিরাট চাহিদা রয়েছে। বাজারে পণ্যের গাদাগাদি, পণ্য-মূলধনে থৈ থৈ। অতএব যেটা এই কঠোরতা ঘটায় সেটা কোনো ক্রমেই **পণ্য মূলধনের** অভাব নয়। এ ব্যাপারে আবার আমরা পরে ফিরে আসব।

** ইং সং: প্রথম গ্রন্থ, পৃঃ ১৩৮-৩৯, টীকা ২ এবং ৩। বাংলা সংস্করণ প্রথম পৃঃ ১১৭ টীকা ৩, পৃঃ ১১৮ টীকা ১।

[ক্যাপিট্যাল—তৃতীয় খণ্ড: প্রথমার্দ্ধ তথা বাংলা পঞ্চম খণ্ড সমাপ্ত।]